তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ১ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ শুক্রবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! সংসারের মোহ যে সময়ে প্রবল হইয়া আমাদিগকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করে ও আমাদের জীবনকে প্রার্থনা বিহীন করে সেই সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করিও। প্রার্থনা বিহীন জীবন অবিশ্বাসীর জীবন, তাহা অন্ধকারময়। এই যে অন্ধকার মধ্যে পড়িলে আমরা দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হই, আমাদের কোন কর্ত্তব্যই সুচারুরূপে সাধন করিতে পারি না; আমাদের অন্তর কাম ক্রোধের বশীভূত হয়, অবিশ্বাস অলক্ষিত ভাবে ও অল্পে অল্পে আমাদের অন্তরকে অধিকার করিতে থাকে। এই ঘোর দুর্দ্দশায় যখন আমরা পড়িব তখন কৃপাসিন্ধু! কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষিও; আবার প্রার্থনাকে আমাদের অন্তরে জাগ্রত করিয়া দিও; তদ্ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণের উপায় নাই।

প্রেমের এরূপ স্বভাব নয় যে সে আপনাকে দেখাইতে চায়। বরং প্রকৃত প্রেম সর্ব্বদাই লোক চক্ষুর অগোচরে থাকিতে ভালবাসে। এই জন্যই প্রণয়ের শাস্ত্রে কত আত্ম-গোপনের উল্লেখ দেখা যায়। যদি দেখ একজন নিজের প্রেমের কথা হাটে বাজারে বলিয়া বেড়াইতেছে তবে এক প্রকার ইহা অনুমান করিতে পার যে সে ব্যক্তির প্রেম আন্তরিক নয়। সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তি জগতকে ডাকিয়া বলে দেখ দেখ আমি প্রেমিক, আমি ভক্ত, আমার আপাদমস্তক ব্রহ্মাগ্নিতে পূর্ণ, আমার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে জানিও যে সে ব্যক্তিতে প্রেমের অভাব এবং তাহার আমিত্ব অত্যন্ত প্রবল। একজন বন্ধু একবার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছিলেন কস্তুরী যদি কোন ঘরে থাকে, সে কি আর লোকদিগকে ডাকিয়া বলে "আমি কস্তুরী, আমি এই কোণে আছি"। তাহার সৌরভেই তাহাকে প্রকাশ করে। সেইরূপ প্রকৃত প্রেমিক ও প্রকৃত সাধু ব্যক্তিকে "আমি প্রেমিক, আমি ভক্ত" বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতে হয় না, তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রেমই আপনি আপনাকে প্রকাশ করে। ঈশ্বর করুন এই সার সত্যটী যেন সতত আমাদের মনে থাকে।

মানুষ একদিনে সবল হয় না, কিম্বা একদিনে দুর্ব্বল হয় না। প্রত্যহ সামান্য সামান্য বস্তু আহার করিয়া মানুষ জীবন ধারণ করে, এবং তদ্দ্বারাই তাহার বল বৃদ্ধি হয়। সেইরূপে তুমিও প্রতিদিন যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর তদ্দ্বারাই তোমার আত্মা বলশালী হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধে কর্ত্তব্য পালনের ন্যায় মানবাত্মাকে দৃঢ় ও বলশালী করিবার দ্বিতীয় উপায় আর নাই। মানুষ সচরাচর একটী ভ্রমে পড়ে, নিজ চরিত্রের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য বড় বড় কার্য্যের অপেক্ষা করে, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের সামান্য সামান্য কার্য্যেই যে সতত আমাদের আত্মার উন্নতি বা অবনতি হইতেছে তাহা আমাদের মনে থাকে না। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কখনই ক্ষুদ্র মনে করিও না। সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিয়াই আত্মার জীবন রক্ষা হয়।

এক এক জন গৃহস্থের গৃহে এক এক জন বৃদ্ধ ও পলিতকেশ বিশিষ্ট ভৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যৌবনকালে ঐ সকল গৃহস্থের গৃহে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থার অংশী ও সহায় হইয়া সেই এক গৃহেই কাটাইয়াছে; তাহাদের প্রভুর গৃহের উপর দিয়া যে সকল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা ও নিজ মস্তকে সহ্য করিয়াছে, প্রভুর গৃহে সময়ে সময়ে যে দারুণ শোকের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের ও নেত্রে অশ্রুধারা বহিয়াছে; সেই গৃহস্থের শিশু সকল তাহাদেরই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে; যখন দারিদ্র্যের অবস্থা ছিল তখন তাহারা সমুদয় পরিবারের সহিত সেই দারিদ্র্যের ক্লেশ বহন করিয়াছে; যখন সম্পদের দিন আসিয়াছে তখন তাহারা প্রভুর পুত্র কন্যাগণের মুখ প্রফুল্ল দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছে। বৃদ্ধ বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রতি গৃহস্থের পরিবার পরিজনের কত শ্রদ্ধা ও কত ভালবাসা! গৃহের কর্ত্তা তাহাকে নিজের মন্ত্রী ও পরামর্শ দাতা বলিয়া মনে করেন; গৃহের ধন ধান্য সকলি তাহার হস্তে; কুলবধূগণ অসংকোচে তাহাকে সকল বিষয়ে নিয়োগ ও প্রশ্নাদি করিয়া থাকেন; সকলেই বলে সে ব্যক্তি ঐ গৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে আমরাও সেইরূপ ব্রাহ্ম সমাজের বিশ্বাসী

পুরাতন হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যেন জীবনের অবসান কালে বলিতে পারি যে প্রভু পরমেশ্বরের সেবাতে ও তাঁহার পরিবারের সেবাতে এই শ্মশ্রু ও কেশ সকল পক্ক করিয়াছি। যৌবন কালে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য যে দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছি; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই দেহ মন ব্রাহ্মসমাজের সেবাতেই থাকিবে, ইহা কম সুখের বিষয় নয়।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে কত লোক দৃষ্ট হয়, যাঁহারা দুইদিনের জন্য ঈশ্বরকে ও ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহাদের প্রীতি দিতে আসিয়াছেন। দুই চারি বৎসর পরেই তাঁহাদের সে অনুরাগ শিথিল হইবে। তাঁহারা বলিবেন এ সমাজের সেবা আর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহাদের দুইদিনের উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ভেক শিশু যেমন যতদিন সলাঙ্গুল থাকে ততদিন জলে খেলিয়া বেড়ায়, কিন্তু লাঙ্গুল খসিয়া যাইবামাত্র যেমন স্থলে লম্ফ দিয়া উঠে, সেইরূপ কত যুবক ছাত্র এখন ব্রাহ্মসমাজজলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন গৃহধর্ম্ম আরম্ভ করিবেন ও ধনোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ জল হইতে স্থলে উঠিবেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত কত দেখা গেল। কেহ বা শিক্ষক অবস্থায় ব্রাহ্ম ছিলেন, উকীল হইয়াই অপর উকীল বন্ধুদিগের হাস্য পরিহাসের ভয়ে ব্রাহ্ম গন্ধটুকু পরিত্যাগ করিলেন; কেহ বা কলিকাতায় অবস্থান কালে ব্রাহ্ম থাকিলেন কর্ম্মোপলক্ষে মফস্বলে গিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মটুকু হারাইলেন, কেহ বা যখন একাকী তখন বড় উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক, পিতা,মাতা বা কোন গুরুজন আসিয়া দশদিন নিকটে থাকিলেন, অমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের গন্ধ টুকু ছাড়িয়া গেল। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা আজ শোক করিয়া বলিতেছি, হায় রে! পরম প্রভুর সেবায় অতি অল্প লোকই শ্মশ্রু ও কেশ পক্ক করিতে প্রস্তুত হইল! ঈশ্বর করুন এই দেহ মন যেন তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধনে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ক্ষুদ্দপাঠ নামক পালি ভাষাতে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থে নিম্নলিখিত উপদেশটী প্রাপ্ত হওয়া যায়—

নির্ব্বাণেচ্ছু ও জ্ঞানপথাবলম্বী ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিশ্রমী ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকানুগত হইবেন। তিনি অহঙ্কৃত ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ হইবেন না; কিন্তু শান্ত ও বিনীত হইবেন।

তিনি সন্তোষশীল ও প্রসন্নচিত্ত হইবেন, তাঁহার মন নানা দুশ্চিন্তায় উত্যক্ত হইবে না; তিনি ধন লালসাতে ব্যস্ত হইবেন না, কিন্তু ধীর, পরিণামদর্শী, অনুদ্ধত ও অলোভী হইবেন।

তিনি কখনই কোন নীচতার কার্য্য করিবেন না, কিম্বা যদ্দ্বারা জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকদিগের নিন্দাভাজন হইতে হয় এরূপ কোন কার্য্য করিবেন না।

ক্ষুদ্র বা মহৎ সমুদয় প্রাণীর উন্নতি হউক ও সকলে সুখে ও সচ্ছন্দচিত্তে থাকুক, তিনি অন্তরের সহিত এই ইচ্ছা করিবেন।

যাহাদিগকে দেখিতেছি বা যাহাদিগকে দেখিতেছি না, যাহারা নিকটে আছে, বা যাহারা দূরে আছে, যাহারা জন্মিয়াছে বা যাহারা জন্মিবে, সকল জীব সুখে থাকুক।

কোন মানব যেন অপরকে প্রবঞ্চনা করে না, কেহ যেন অপরের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে না, কেহ যেন অপরের অনিষ্ট চেষ্টা করে না।

একমাত্র সন্তানকে মাতা যেমন স্নেহের সহিত প্রতিপালন করেন সেইরূপ স্নেহ সকল জীবের প্রতি অর্পিত হউক।

যে শুভসঙ্কল্পের মধ্যে পক্ষপাত নাই, বৈরভাব নাই, সেই অসীম ও বিশুদ্ধ শুভসংকল্প এজগতে, ঊর্দ্ধে, অধোতে ও চতুর্দ্দিকে রাজত্ব করুক।

এই উদার ও বিশ্বজনীন প্রেমের শাস্ত্র যিনি প্রচার করিয়াছিলেন তিনি যে জগতের মহাজনদিগের গণনাতে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি।

নিম্নতল ও অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সেইখানেই যাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে দেশের জল বায়ুর সহিত তাহাদের দীর্ঘকালের পরিচয় হওয়াতে তাহা আর তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর থাকে না। তাহার শীতোষ্ণ প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তন সকল সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু এক ব্যক্তি যদি কিছু দীর্ঘকাল এমন কোন স্বাস্থ্যকর প্রদেশে বাস করিয়া আসেন, যেখানে বায়ু শুষ্ক ও বিশুদ্ধ, যেখানে জল অতি উৎকৃষ্ট ও মানবশরীরের পক্ষে উপকারী, যেখানকার ঋতু সকল স্বাস্থ্যজনক ও সুখপ্রদ, তাহা হইলে সেই নিম্নতল প্রদেশে বাস করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশদায়ক হয়। তিনি সেই উৎকৃষ্টতর দেশের কথা কখনই বিস্মৃত হইতে পারেন না। তাহা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। ধর্ম্মরাজ্যেও এই প্রকার ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে যাহারা কখনও অন্তরের সহিত উপাসনা করেন নাই, ভক্তি ও প্রেমের সহিত কখনও তাঁহার অর্চ্চনা করেন নাই, তাঁহারা প্রেমবিহীন ও ভক্তি হীন অবস্থাতে বাস করিয়া বিশেষ অসুখী হন না। কিন্তু জগদীশ্বর কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে তাঁহার সহবাসের ও পবিত্র সুকৃতাসের মধ্যে একবার থাকিতে দিয়াছেন, যাঁহারা একবার সেই প্রেমময়কে দেখিয়া ভক্তিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয় একবার সেই প্রেমচন্দ্রের উদয়ে প্রেমের উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়াছে, তাঁহারা আর সেই শান্তি বিস্মৃত হইয়া সংসারের নিম্নতল ক্ষেত্রে সুখে বাস করিতে পারেন না। সেই অপূর্ব্ব শান্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকা তাঁহাদের আত্মার পক্ষে ঘোর যন্ত্রণাদায়ক হয়।

ব্রহ্ম কি, ইহা ভাষায় ব্যক্ত করা সহজ নয় এজন্য পূর্ব্ব কালের ঋষিরা বলিয়াছেন, এই যে চতুর্দ্দিকে যে সকল জড় বস্তু দেখিতেছ এসব ব্রহ্ম নয়; এই যে উর্দ্ধদিকে 'জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল দেখিতেছ ইহা ব্রহ্ম নয়; এই যে আকাশ দেখিতেছ ইহা ব্রহ্ম নয়; অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করিতেছ তাহা ব্রহ্ম নয়, ইহার অতীত অতীন্দ্রিয় যে পদার্থ তাহাই ব্রহ্ম। তাহার পর যখন মানবের মন ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আরও অগ্রসর হইল তখন বলিল, এই যে চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতেছ ইহা ব্রহ্মময়, এ সকলের স্রষ্টা এসকলের রক্ষক এবং পালক যিনি তিনিই ব্রহ্ম। ঐ যে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল জ্যোতিষ্মান হইতেছে উহা কেবল ব্রহ্ম জ্যোতির আভা মাত্র; প্রাণীর প্রাণ তিনি, সাধুর হৃদয়ের ধন তিনি। তাহার পর এখন আরও এ বিষয়ে মানবের মন উন্নত হইয়াছে। এখন ব্রহ্ম বস্তু সকলের প্রত্যক্ষীভূত, এখন ব্রহ্ম সহবাস, এই চিরদিনের ঘৃণিত সংসারে ব্রহ্মধন দর্শন, স্ত্রী পুত্রই ব্রহ্মলাভের পরমসাধন, ব্রহ্ম গৃহীর গৃহ-দেবতা, ব্রহ্ম পথিকের সঙ্গী এত সহজ বোধ্য ও অনায়াসলভ্য হওয়াতেও এ প্রশ্নের শেষ হইল না ঈশ্বর কি? চিরদিন এ প্রশ্নের শেষ হইবে না। এই প্রশ্নে মানবকে জীবিত রাখে, এ প্রশ্ন আছে বলিয়াই এ ভয়ানক সংসার এখনও চলিতেছে, কিন্তু প্রশ্নটী এখনও সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মলাভেচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইতেছে না। এখনও নানা ভাবে এ প্রশ্ন উপস্থিত হয়। আমরা প্রশ্নের উত্তর, পূর্ব্বের সব কথাতেই দিয়া থাকি। বিচার করিয়া যদি, যাহা নিত্য, সত্য, জ্ঞান, মঙ্গল, পবিত্র, এবং অনন্ত, আনন্দ তাহাই ব্রহ্ম; যিনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন তিনিই ব্রাহ্ম। আমরা কে ব্রাহ্ম কে অব্রাহ্ম এই বিষয় লইয়া মধ্যে মধ্যে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করি। কেহ বলেন যিনি ঈশ্বর মানেন পরকাল মানেন এবং এক ঈশ্বরের উপাসনায় বিশ্বাস করেন, তিনি ব্রাহ্ম। কেহ বলেন মানবের যাহা স্বভাব তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া যিনি চলেন তিনিই ব্রাহ্ম। কেহ বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে যিনি অনুষ্ঠানাদি করেন তিনি ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মের লক্ষণ অনেক শুনা গিয়াছে। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যো নাই। তবেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতাম যদি ব্রহ্মবস্তুতে স্থির বিশ্বাস জন্মিত। যিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের তিনিই ব্রাহ্ম, অর্থাৎ উন্নতজ্ঞানে, তত্ত্বজ্ঞানে, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্ম বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়া যিনি তাহারই আশ্রয় লন এবং অনুসরণ করেন তিনিই ব্রাহ্ম। বেশ বুঝিলাম কে ব্রাহ্ম কিন্তু তাহাতে আমার লাভ কি। আমি কিসে যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারি, তাহার উপায় যেমন কঠিন তেমনি সহজ। তুমি আজ যেটুকু সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ দেখিও কোন কারণে তাহার অনুসরণ করিতে বিমুখ হইও না, অনেক কষ্ট উপস্থিত হইতে পারে সত্য কিন্তু তুমি যদি একটী সত্য, জীবনে গ্রহণ করিতে পার, আর সব তোমার নিকট সহজ হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে যাইতে হইলে ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই।

—

শ্রেষ্ঠ জীবন।

পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়া মানুষ আপনাকে ধর্ম্মপথে রাখিতে পারেনা কেন, এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেই দৃষ্ট হইবে, ধর্ম্মনিয়ম সকলের প্রতি শিথিল বিশ্বাস থাকাতেই মানুষের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। সত্য পথই শ্রেষ্ঠপথ, ইহাতে আমি থাকিব, তাহাতে যে ক্ষতি হয় হইবে, যে লাভ হয় হইবে, এরূপ বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা যে ব্যক্তির মনে নাই, সে কিরূপে প্রলোভন পরীক্ষাতে পড়িলে আপনাকে রক্ষা করিবে? সে মনে করে কই সত্য? এস্থলে সত্যপথে থাকিলে আমি প্রবঞ্চিত হইব, পৃথিবীতে অসত্য পথ আশ্রয় করিয়া কত লোক সংসারে উন্নতি লাভ করিতেছে, অতএব থাক্ সত্য, থাক্ সংসারের উন্নতি। এইরূপ চিন্তা করিয়াই তাহারা অবশেষে সত্য ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হয়।

অপরদিকে সকল প্রকার সংসার প্রলোভনের মধ্যে তাঁহারাই কেবল ধীরভাবে স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হন, যাঁহারা সংসারের সকল প্রকার লাভ ও উন্নতির অপেক্ষা সত্য ও সাধুতাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মকেই মানব-জীবনের পরম প্রার্থনীয় পদার্থ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

মানবজীবনের ইতিবৃত্তে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজগতে অনেক লোক প্রতিদিন স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনের জন্য সহস্র প্রকার সাংসারিক সুবিধাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন; যাহা কিছু সৎ ও মহৎ এবং পবিত্র তাহা-কেই মূল্যবান জ্ঞানে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই অনুসরণ করিতে-ছেন; পৃথিবীর অপর সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে অসত্য ও পাপের পথ আশ্রয় করিয়া সম্পদ ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতেছে, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা বিশ্বাস সহকারে স্বীয় অবলম্বিত সত্য পথেই থাকিতেছেন। মানবসমাজে এরূপ লোক যদি না থাকিতেন তাহা হইলে মানবসমাজের এত শোভা থাকিত না।

সত্য ও সাধুতাকে লাভ করিলে, পবিত্রতা ও প্রেমের পথ আশ্রয় করিলে মনুষ্য যে শ্রেষ্ঠ জীবন লাভ করে, সেই শ্রেষ্ঠ জীবনের মূল্য যাঁহারা একবার বুঝিয়াছেন তাঁহারা সেই জীবন প্রাপ্তিকেই আপনাদের পরম লক্ষ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে কার্য্যের দ্বারা সেই জীবন লাভের পক্ষে ব্যাঘাত হয়, সেই কার্য্যকে তাঁহারা নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকেন, যে সম্পদ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে হইলে, সেই শ্রেষ্ঠ জীবনকে হীন করিতে হয় সেই সম্পদ ঐশ্বর্য্যকে তাঁহারা অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বর্জ্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহা-দের পথ সর্ব্বদাই সরল পথ। ধর্ম্মপথে থাকিতে তাঁহাদের ক্লেশ হয় না, কারণ পথের প্রলোভনের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি-পাতও করেন না।

জনসমাজ মধ্যে মানবের শিক্ষার যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়, সে সমুদয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যে তদ্দ্বারা অনেকে সেই শ্রেষ্ঠ জীবন লাভে সমর্থ

হইবে। সত্য, স্থায়, প্রেম ও পবিত্রতা লাভে সমর্থ হইলে যে জীবন পাওয়া যায়, তাহাই মানবাত্মার প্রকৃত জীবন, তাহাই মানবের মনুষ্যত্ব। সুতরাং যে শিক্ষা সে বিষয়ে মানবকে সমর্থ করে না তাহা শিক্ষাই নহে। এই লক্ষ্য স্মৃতিপথে রাখিয়া শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ জীবনের মূল্য মানুষ ততদিন প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারে না, প্রকৃতরূপে ইহার রসাস্বাদ ততদিন করিতে পারে না, ধর্ম্মনিয়ম সকলের উপর অটল বিশ্বাস ততদিন স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না, যতদিন সত্য,প্রেম ও পবিত্রতায় আধার স্বরূপ পরমেশ্বরকে সে সত্য বলিয়া জানিতে না পারে। তাঁহাকে সত্য বলিয়া জানিলে সেই দণ্ডে সত্য, প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি সার ও মূল্যবান বস্তু হইয়া পড়ে। তখন সত্যপথ হইতে বা পবিত্রতার পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ, ঈশ্বর হইতে ভ্রষ্ট হওয়া বুঝায় এবং জ্ঞাতসারে অসত্যপথ আশ্রয় করাকে ঈশ্বরাবমাননা বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এই কারণেই সাধুগণ পবিত্র স্বরূপকে জানাকেই এই শ্রেষ্ঠ জীবন লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

থিওসফি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(প্রাপ্ত)

কোন সম্প্রদায় বা সংস্কারক কি প্রণালীতে কি অভিপ্রায়ে অথবা কি উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা না জানিতে পারিলে সেই সম্প্রদায় বা সংস্কারকের প্রতি লোকের অনুরাগ অথবা বীতরাগ কিছুই জন্মে না। "থিওসফি" প্রচারকগণ কি উদ্দেশ্যে কি অভিপ্রায় এবং কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন তাহা সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কোন সংস্কার কার্য্যের নেতৃগণের ইচ্ছানুসারে কার্য্যের প্রণালী স্থিরীকৃত হয় এবং তাঁহাদের মনের ভাব, বিশ্বাস, ও মত জানিলেই সেই কার্য্যের উদ্দেশ্য ও বুঝিতে পারা যায়। "থিওসফির" নেতৃদ্বয় কিরূপ বিশ্বাস এবং মত লইয়া এদেশে কার্য্য করিতে আসিয়াছেন, আমরা প্রথম প্রস্তাবে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রস্তাবেও আর কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম যোনি ভ্রমণ প্রভৃতি মতে বিশ্বাস করেন। আমরা তাঁহাদের গ্রন্থপাঠে জানিতে পারিলাম যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টি করিতে পারেন মনুষ্যেরও সেইরূপ ক্ষমতা আছে।

"As God creates so man can create. Given a certain intensity of will and the shapes created by the mind become subjective.

Hallucinations they are called, although to their creator they are real as any visible object is to any one else. Given a more intense and intelligent concentration of of the will and the form becomes concrete visible, objective; the man has learned the secret of secrets; he is a magician." *Isis unvieled* Vol. P. 62.

"ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যও সৃষ্টি করিতে পারে। যদি ইচ্ছা প্রবলা হয় তখন মনের মধ্যে মূর্ত্তি সকল দেখা যায়। লোকে তাহাদিগকে কল্পনা বলে কিন্তু ঐ স্রষ্টার নিকট তৎসমস্ত সত্য যেমন দৃশ্যমান বস্তু লোকের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হয়। যদি ইচ্ছা আরও প্রগাঢ় ও বিচক্ষণ ও স্থির হয়, তখন সেই আকৃতি বাহিরে দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায়। মনুষ্য তখন গুহ্যতম বিষয়ের অধিকারী হয়, সে তখন অলৌকিক বিদ্যা পারদর্শী হয়।"

আমরা ইংরাজী অনুবাদ করিলাম কিন্তু ইংরাজীও বুঝিতে পারিলাম না এবং কি অনুবাদ করিলাম তাহাও কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

ইহাঁরা মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস করেন। মন্ত্র, সাধুদিগের সমাধি মন্দির, কোন পবিত্র বস্তুর (লেখক যাহাকে পবিত্র মনে করেন) ভগ্নাবশেষ; প্রভৃতি দ্রব্যের পীড়া নিবারণের ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করেন।

কর্ণেল অলকট উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার তিব্বতীয় গুরু তাঁহাকে দীক্ষিত করিবার সময় উপবীত দিয়াছিলেন। এস্থলে তাঁহাদের তিব্বতীয় গুরুদিগের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহারা মনুষ্য। যোগবলে এখন সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা স্থূল শরীর লইয়া পৃথিবীতে আসিতে পারেন না কিন্তু সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে শিষ্যদিগের নিকট আসিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায় সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকিরণের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। আর একটী বিশেষ স্মর্ত্তব্য বিষয় এই যে, কেবল বোম্বাই নগরেই তাঁহাদিগকে অধিকাংশ দেখা গিয়াছে। কলিকাতার নিকট ভিগা নামক জাহাজে ইগ্লিংটন সাহেবের নিকট একবার তাঁহাদের একজন উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পঞ্জাবেও কাহার কাহারও শুভাগমন হইয়াছিল শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল। বোম্বাই নগরে তাঁহাদিগকে যেরূপ অবস্থায় এবং যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। একদা কর্ণেল অলকট, এম রামস্বামী (তেনিবল্লীর রেজিষ্ট্রার) এবং দামোদর মবালঙ্কার মেডাম ব্লেভাস্কির সহিত সায়ংকালে বায়ু সেবন করিয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে একজন মনুষ্য রেলে ঠেসান দিয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়াছে। তিনি শ্বেত বসনে আবৃত ছিলেন এবং মস্তকে ফেটা (পাগড়ী) ছিল, শ্মশ্রু কৃষ্ণবর্ণ এবং তাঁহার সুদীর্ঘ কেশ বক্ষোপরি লম্বমান। অলকট ও দামোদর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে

চিনিলেন যে, তিনি অলকটের পূজনীয় গুরুদেব। এমন সময় গুরু হস্তোত্তোলন করিয়া একখানি পত্র নিক্ষেপ করিলেন। অলকট শকট হইতে ঝম্ফ দিয়া পত্র ধরিলেন। পত্র তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। রামাস্বামী ভ্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে গুরুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্র তাহার প্রত্যুত্তর। × × শকট হইতে সকলে অবতরণ করিয়া উপরে গমন করিলেন, কিন্তু আর গুরুকে দেখিতে পাইলেন না। রামাস্বামী যখন গুরুর পত্র মেডাম ব্লেভাস্কিকে দেন, সেই সময় হইতে তিনি চক্ষুর অন্তরালে যান নাই।

২। আর একবার সন্ধ্যা ৯ ঘটিকা অনুমান সময়ে চন্দ্র কিরণের মধ্যে সাত ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক জন গুরু উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্কট নামে একজন সাহেব এই সকল ব্যাপার পরীক্ষার জন্য বোম্বাই নগরে গিয়াছিলেন তাঁহার সম্মুখে এই ঘটনা হয়। তিনি গৃহাভিমুখে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ একটী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখস্থ গৃহের অভ্যন্তরে উদিত হইল। সেই শ্বেত বসন ও পাগড়ী ও দীর্ঘ কেশ। সকলে দেখিলেন যে, ঐ মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে একটী টেবিলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং দর্শকদিগের প্রতি মুখ ফিরাইয়া পরে অদৃশ্য হইল। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ধাবিত হইলেন এবং কথা শুনিবার ও আশা ছিল, কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল টেবিলে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কোন পথ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

৩। নিউইয়র্ক নগরে একদা কর্ণেল অলকট স্বীয় শয্যোপরে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার "বোহান" (গুরু) তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়া কথা বার্ত্তা কহিলেন। তাঁহার আগমনের প্রমাণ স্বরূপ কর্ণেল কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে বলায় তিনি হাস্য করিয়া তাঁহার কেট্টা রাখিয়া গেলেন। সেই কেট্টা এখনও কর্ণেলের নিকট আছে। ঐ গুরু তিব্বতদেশীয়।

৪। বোম্বাই নগরেও ঐ গুরু একদা অশ্বারোহণ করত উপনীত হইয়াছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতারাও ঐ রূপ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কয়েকবার দিবাভাগেও আসিয়াছিলেন।

৫। কর্ণেল অলকট যখন নিউইয়র্ক নগরে ছিলেন তখন তাঁহার নিকট তিব্বত দেশীয় ভ্রাতৃ মণ্ডলীর কাহার কাহার প্রতিমূর্ত্তি ছিল কিন্তু একদা অকস্মাৎ দুইখানি প্রতিমূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

৬। একবার মেডাম ব্লেভাট্স্কি এক টুকরা কাগজ লইয়া কোন প্রকার যন্ত্র সাহায্য ব্যতীত একজন ভারতবর্ষীয় যোগীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কাগজ খণ্ড টেবিলের উপর রাখিয়া এক মিনিট অপেক্ষা ও অল্পকাল তাহার উপর কেবল স্বীয় হস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, অন্য কোন আয়োজন করেন নাই।

৭। ডাকযোগে যে সমস্ত পত্র আসিয়া থাকে দেখা যায়, তাহার ভিতরে তিব্বতীয় ভ্রাতারা কিছু লিখিয়াছেন। হয়ত সেই সময় ঐ পত্র ডাকের বাক্স মধ্যে, অথবা ডাক বাহকের থলিতে আছে। ৩১ জানুয়ারী (১৮৮২ সালের) দিবসে যখন ডাকের চিঠি সকল আসিল, কর্ণেল অলকট একখানি চিঠি খুলিয়া তাহাতে ঐ রূপ লেখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি আর দুইখানি পত্র লইয়া মেডামকে বলিলেন যে তাহাতে এরূপ কিছু লেখা আছে কি না। মেডাম পত্রখানি আপনার কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন যে তাহাতে "Carelessly" এই কথাটী লেখা আছে এবং কর্ণেল অলকট ও তাঁহাদের কণ্টাপুর শাখা সভার বিষয় কিছু আছে। একব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, পত্র কেহ খুলেন নাই এবং পত্র প্রেরক ভিন্ন আর কাহার তাহাতে লিখিবার সম্ভবনা নাই। সকলের সাক্ষাতে পত্র খোলা হইল এবং তাহাতে ঐ সকল বিষয় লেখা আছে দৃষ্ট হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা গুলি হিউম সাহেবের "Hints on Esoteric Theosophy" নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। সিনেট সাহেবের "Occult world" নামক পুস্তকেও এইরূপ অনেক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ উল্লেখ আছে। এই সকল ব্যাপার সম্পাদন দ্বারা জগতের যে কোন হিত সাধিত হইতে পারে তাহা হেসেন খাঁর জীবন দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। হেসেন খাঁ জীবনের শেষ দশায় কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই নগরে প্রতিবর্ষে এক একজন সাহেব আসিয়া এইরূপে অদ্ভুত কার্য্য দেখাইয়া থাকে। ভেনেক, লিবার্ট ও বেনগোট ভ্রাতৃমণ্ডলী প্রভৃতির কীর্ত্তি বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ধর্ম্ম অথবা জগতের হিতের সহিত এই সকল কার্য্যের কোন সংস্রব নাই।

এখন আমরা থিয়সফিষ্টদিগের মত ও কার্য্যের একপ্রকার সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এখন জিজ্ঞাসা, একজন ব্রাহ্ম থিয়সফিষ্ট হইতে পারেন কি না? যাঁহারা এদেশে অদ্বৈতবাদ পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম ও যোনি-ভ্রমণ মত প্রচার করিতেছেন; যাঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করা ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে প্রয়োজন মনে করেন; যাঁহারা সেই পুরাতন গুরু শিষ্য প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং রাশি রাশি কুসংস্কারকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন, কোন ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিতে পারেন কি না? কেহ কেহ বলেন যে, থিয়সফিষ্টগণ কোন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন নাই, তাঁহারা কেবল ভ্রাতৃভাব প্রচার এবং হিন্দুশাস্ত্র পুনর্ব্বার জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যখন হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান ও ব্রাহ্ম সকলেই আছেন, ইহা দ্বারাই তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে। আপাততঃ তাহাই

বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে সেরূপ নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হয় না। একজন ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম থাকিয়া কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম ও অদ্বৈতবাদ, যোনি ভ্রমণ, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিতে পারেন? সংস্কার কার্য্যের প্রবর্ত্তকদিগের এরূপ মত হইলে সে সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদিগকে সেই মত কালে গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষতঃ "থিয়সফিকেল সোসাইটীর" উদ্দেশ্য মধ্যে কথিত হইয়াছে যে, ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন ও শাস্ত্রালোচনা তাঁহাদের প্রথম ও নিকৃষ্ট কার্য্য মাত্র, কিন্তু যোগতত্ত্ব আলোচনা করা ও যোগী হওয়াই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। এই যোগতত্ত্বের মধ্যে অদ্বৈতবাদতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি সরলমতি ব্রাহ্ম এই সভার সভ্য হইয়াছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জ্জন্ম, যোনি ভ্রমণ ইত্যাদি মত বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা ব্রাহ্ম সাধারণকে সতর্ক করিতেছি যেন এই সংস্কারকদিগের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ আলোচনা না করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ না করেন।

শুষ্কতা।

এই গ্রীষ্মকালে যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক স্থলে গ্রীষ্মের প্রকোপে তরু সকল শুষ্ক ও ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থলে প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষ সকল বজ্রাহত তরুর ন্যায় সমূলে পরিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কোন স্থানে দারুণ গ্রীষ্ম প্রতাপে ক্ষেত্র সকল দগ্ধপ্রায় হইয়া বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কোনদিকে হরিদ্বর্ণ শস্য নয়নের তৃপ্তি সাধন করে না, চারিদিকে অগ্নিসমান কিরণজাল ও বায়ুতাড়িত ধূলিপটল নেত্রের ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে; এইকালে গো, মেষ মহিষ, প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণের কি দুরবস্থা! আর ক্ষেত্রে শস্য বা ঘাস নাই যে তাহারা চরিবে, তাহারা মাটী কামড়াইয়া কতদিন বাঁচিতে পারে? সুতরাং গৃহপ্রদত্ত খড় ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যই এক্ষণে তাহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইয়াছে। কিন্তু প্রজাকুলের দারিদ্র্য কে না জানেন? তাহাদের অধিকাংশেরই এরূপ সঙ্গতি নাই যে, তাহারা আশ্রিত পশুদিগকে তাহাদের প্রয়োজন মত আহার দিতে পারে। যাহাদের নিজ পরিবারের অন্নসংস্থান করা দুষ্কর, যাহাদের স্ত্রীপুত্রই সুখে অন্ন পায় না, যাহাদিগকে সুসময়েও অনেকদিন অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়, তাহারা কিরূপে স্বীয় স্বীয় পশুদিগের আহার যোগাইবে। সুতরাং পশুগুলি দিন দিন দুর্ব্বল, শীর্ণ ও কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের দুগ্ধও দিন দিন হ্রাস হইতেছে, বৎসগণ দুগ্ধাভাবে দুর্ব্বল ও কদাকার হইয়া যাইতেছে। এই গ্রীষ্মের সময় চারিদিকে এই প্রকার অবস্থা। চতুর্দ্দিকে ঘোর শুষ্কতা।

জড় জগতে প্রখর গ্রীষ্মের সময় যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সময়ে সময়ে সেই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন আশার পুষ্প সকল অন্তরে বিলীন হইয়া যায়, হৃদয় কাননের সতেজ ভাব সকল ম্লানভাব ধারণ করে, এবং চারিদিক মরুভূমি সমান হইয়া যেন অগ্নি উদ্গারণ করিতে থাকে। তখন প্রাণে সন্তোষ ও সুখ থাকে না। চারিদিক অগ্নিময় বোধ হইতে থাকে। হৃদয় ক্ষেত্র রসবিহীন হইয়া ধূ ধূ করিতে থাকে। এই অবস্থাতে ধর্ম্মসাধন করিতে যাই তাহাতে মন প্রাণের লয় হয় না, পরমেশ্বরের নাম করি তাহা মিষ্ট লাগে না সদনুষ্ঠান করিতে যাই তাহা ভার স্বরূপ বোধ হয়, বন্ধু বান্ধবের গোষ্ঠীতে আরাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আর উজ্জ্বল থাকে না। এই শোচনীয় অবস্থায় যাঁহারা কখনও পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন উহা আত্মার পক্ষে কত ক্লেশকর। ভক্তিরসের আস্বাদ যাঁহারা কখনও লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে আত্মার এই অবস্থার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক আর কিছুই হইতে পারে না। এই অবস্থাকে তাঁহারা পরমেশ্বরের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; এবং এই অবস্থাতে পতিত হইলে তাঁহারা শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "হে পরমেশ্বর! আরও যে কিছু ক্লেশ দিতে চাও দেও, তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।"

শুষ্কতার কারণ কি, এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা নানা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ কখন কখনও সংশয় ও অবিশ্বাস উপস্থিত হইয়া চিত্তকে আকুল করে, বিশ্বাসের ভূমিকে চঞ্চল করিয়া দেয়, এবং উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতিতে সন্দেহ উৎপন্ন করে। এই অবস্থায় পড়িয়া লোকে অল্পে অল্পে প্রার্থনার অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই প্রার্থনাবিহীন অবস্থাতে তাহার হৃদয়ের ভক্তি শুকাইয়া যায়, মনের উন্নত ভাব সকল ম্লানভাব ধারণ করে, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মলিন হইয়া পড়ে, এবং সাধু সঙ্কল্প সকল অল্পে অল্পে হীনপ্রভ হয়। দীর্ঘকাল এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইলে, সে ব্যক্তির অন্তর ঈশ্বর হইতে এতদূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে যে, আর তাহার পক্ষে পুনরায় ভক্তিমার্গে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে।

আর এক কারণে শুষ্কতা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। কখন কখনও আমরা দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপ প্রলোভনে পতিত হই, অসাধুতাচরণ দ্বারা আপনাদের হৃদয়মনকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলি। পাপের সর্ব্বপ্রধান শাস্তি এই যে, ইহা আমাদিগকে পবিত্রস্বরূপের সহবাসের অনুপযুক্ত করে। ইহা আমাদের অধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে এমন কলুষিত করিয়া দেয় যে, আমরা আর তাঁহার পবিত্র সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে পারি না। পাপাচরণ করিয়া আমরা যখন তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করি, কে যেন আমা-

দিগকে বল পূর্ব্বক ধারণ করে, কে যেন আমাদিগকে দূরে রাখিয়া দেয়, কে যেন আমাদের দৃষ্টিকে আবরণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দেয় না। এই অবস্থায় পড়িয়া কেহ কেহ বা ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হন, হাহাকার করিয়া চীৎকার করিতে থাকেন, নিজেদের শিরস্তাড়ণ করিয়া পৃথিবীর ধূলি দ্বারা আপনাদের মস্তককে পূর্ণ করেন, অনন্যগতি হইয়া একান্ত অন্তরে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হন এবংআবার তাঁহার অনুগ্রহে সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার হন; কিন্তু অনেকস্থলে এরূপ ঘটে যে মানুষ দুর্ব্বলতা বশতঃ বার বার পাপানুষ্ঠান করিয়া অবশেষে আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলে। তখন হৃদয়ে ঘোর শুষ্কতা উপস্থিত হয়। হয়ত মুখে প্রার্থনার ভাষা থাকে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ তৃপ্ত হয় না,হয়ত বক্তৃতা থাকে,আড়ম্বর থাকে, আয়োজন থাকে, কিন্তু আর ভক্তি ও প্রেম উৎপন্ন হয় না। এরূপ লোকের কথা শুষ্ক, কাজ শুষ্ক, ব্যবহার শুষ্ক, চারিদিক শুষ্ক হইয়া যায়। তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি সকল হইতে যে দারুণ উত্তাপ নির্গত হয়, তাহাতেই তাঁহাদের অন্তরের ভক্তি প্রেম একেবারে শুকাইয়া যায়। তাঁহাদের জীবন ভক্তি বিহীন হইয়া যন্ত্রণার কুণ্ডে গিয়া পড়ে।

অবিশ্বাস বা পাপ হইতে যে শুষ্কতা উপস্থিত হয় তাহা আত্মার পক্ষে কঠোর ব্যাধি। তাহা দূর হওয়া কাল সাপেক্ষ। কিন্তু আর এক কারণে মনুষ্যের শুষ্কতা জন্মে; আমাদের সকলেরই যত্ন পূর্ব্বক সেই কারণটী পরিহার করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সে কারণটী এই:—অনেক সময় আমরা বিষয়ের উত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া সর্ব্বদাই উত্যক্ত চিত্তে বাস করি; উত্যক্ত মনে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করি, উত্যক্ত মনে ধর্ম্মসাধন করি। আমাদের নির্জ্জন চিন্তা ও আত্ম পরীক্ষার অবসর থাকে না। মানুষ যতদিন আপনাকে পরীক্ষা না করে, যতদিন আপনার ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা সকল অনুভব করিতে না পারে, যতদিন নিজের শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় না পায়, ততদিন তাহার অন্তরে প্রকৃত বিনয় ও প্রার্থনার উদয় হয় না। প্রার্থনা যদি গভীর, ঐকান্তিক ও সরল না হয়, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মের কৃপালাভ করিতে পারা যায় না এবং তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের হৃদয়ও সরস হয় না। তিনি যখন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেন, তখনি আমাদের অন্তরে ভক্তির সঞ্চার হয় ও আমাদের শুষ্কতা দূর হইয়া থাকে। তাঁহার পবিত্র সহবাসই আত্মার আনন্দের অবস্থা। তাঁহার সহবাস যখন আমরা লাভ করি তখন আর শুষ্কতা থাকে না। হৃদয় তাঁহার পবিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়, অন্তরাত্মা তাঁহার সুমধুর রসে প্লাবিত হয়।

যেমন চন্দ্রোদয়েই সাগরের জল উচ্ছলিত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশে মানবাত্মার প্রেম-সাগর উথলিত হইয়া উঠে, এই জন্য ভক্তিপ্রার্থী লোক মাত্রেই সর্ব্বদা অন্তরে তাহার প্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক। এই জন্য তাহারা পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় সেই পুণ্যবারির জন্য লালায়িত হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করেন; এই জন্য তাঁহারা সাধুসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই জন্যই তাঁহারা আপনার আত্মার মূলে তাঁহাকে সতত অন্বেষণ করেন। ব্রাহ্ম যখনি দেখিবেন যে,তাঁহার নিকট প্রার্থনার ভাব ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-নদী শুকাইয়া আসিতেছে, তাঁহার প্রার্থনার ভাব মলিন হইয়া যাইতেছে, তখনি যেন তিনি স্থির করেন যে, তাঁহার আত্মার গুরুতর ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন যেন আর তিনি সন্তুষ্ট-চিত্ত না থাকেন, তখন যেন ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া আত্মচিন্তা পরায়ণ হন। আপনাকে অসার না জানিলে কেহ ঈশ্বরের করুণাকে সার মনে করে না। আত্মচিন্তা দ্বারা যখন আমরা আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও হীন বলিয়া মনে করি, তখনি তাঁহার কৃপার প্রতি আমাদের অন্তরের নির্ভর হয়। অতএব আত্ম-চিন্তা ও আত্মপরীক্ষা সর্ব্বদাই ধর্ম্মসাধনের সহায় করিয়া রাখিতে হইবে।

—

নববর্ষের সম্ভাষণ।

তত্ত্ব-কৌমুদী আর এক নূতন বর্ষে পদার্পণ করিতে যাই-তেছে। ইহার পাঠকগণ অদ্য ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। বলুন তত্ত্ব কৌমুদী তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, হইয়া পবিত্র স্বরূপের প্রেমরাজ্য বিস্তারে রত থাক।

নববর্ষ সমাগত, এই গভীর বাক্য কর্ণে উচ্চারিত হইলে হৃদয় স্বতঃই চিন্তাপরায়ণ হয়। এই নববর্ষের প্রারম্ভে বণিক ও ব্যবসায়িগণ স্বীয় স্বীয় লাভালাভ গণনা করিতেছে, আমাদেরও চিত্ত এ সময়ে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষতি লাভের চিন্তাতে রত হয়। এই যেমন নববর্ষ উপস্থিত এমন কত নববর্ষ ত আসিল এবং গেল, আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার কতদূর করিয়া তুলিলাম। যে বণিক সে বলিতে পারে কোন্ বৎসর তাহার কত লাভ হইয়াছে, সে তাহার পুস্তকাদি দেখিয়া টাকা, আনা, কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে, কোন সূত্রে তাহার কত লাভ হইয়াছে। এক একটী বৎসর তাহাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল দিয়াছে, এই জন্য সে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেক বৎসরকে স্মরণ করিতেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন সৌভাগ্যবান পুরুষ আজ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষ বিশেষ বৎসরের বিশেষ বিশেষ ফল দর্শন করিতেছেন। বরং অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইহাই কি সত্য নয় যে, তাঁহাদের পাঁচ বৎসর ও দশ বৎসরে বিশেষ প্রভেদ নাই। বৎসরের পর যে সকল বৎসর অতীত হইয়াছে বয়োবৃদ্ধি ভিন্ন সে সকল বৎসরের অন্য প্রমাণ নাই। কি জ্ঞান সম্বন্ধে, কি হৃদয়ের মহত্ব সম্বন্ধে, কি চরিত্রের শক্তি সম্বন্ধে, কি প্রীতি ভক্তি সম্বন্ধে, কোন বিষয়ে যে তাঁহাদিগের একটা বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, এরূপ লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের এক বৎসর বহু পরিমাণে অপর বৎসরের অনুরূপ বরং কোন বিষয়ে তাহাদের হীনতা উপস্থিত হইয়াছে। হয়ত তাঁহাদের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, হয় ত কাহারও সুখাসক্তি প্রবল হইয়াছে; হয় ত কেহ

প্রার্থনাবিহীনও শুষ্ক হইয়া ঘোর সংসারী হইয়া পড়িয়াছেন। এই নব বর্ষ আজ এই সকল লোককে সেই সকল স্মরণ করাইতেছেন। তত্ত্বকৌমুদী যাঁহাদের পারিবারিকের ন্যায় সেবাতে রত আছে তাঁহাদিগকে আজ নববর্ষের দিন এই সকল স্মরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

তত্ত্বকৌমুদীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা আপনাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র আমাদের সমক্ষে অনন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রে বিগত বৎসরে আমরা কি করিলাম। যাহা করা উচিত ছিল তাহার সঙ্গে তুলনায় যাহা করা হইয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। মানুষ যতক্ষণ কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করে, ততক্ষণ নিজ প্রকৃতির গূঢ় দুর্ব্বলতা সকল অনুভব করিতে পারে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর আমাদের মস্তকে যে গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই ভার মস্তকে ধারণ করিবার পূর্ব্বে আপনাদের হীনতা ও অপদার্থতার এত পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। এখন দেখিতেছি যে আমাদের বিবেক মলিন, হৃদয় দুর্ব্বল, বিশ্বাস শিথিল, আমরা এই গুরুতর ভারের উপযুক্ত নই। এই জন্য তত্ত্বকৌমুদী নিজের ইচ্ছানুরূপ ও ইহার বন্ধু ও হিতৈষীগণের আশানুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা এই হীন বিবেক ও দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া মনের মত পরমেশ্বরের সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কাহারও পলায়ন করিবার সাধ্য নাই। সমুদয় দুর্ব্বলতা ও ত্রুটী সত্ত্বেও আমাদিগকে তাঁহারই কোন কার্য্যক্ষেত্র আশ্রয় করিতে হইবে। আশা এই যে, দুর্ব্বলের বল যিনি তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের সহায় হইবেন। আজ আমরা আশা পূর্ণ অন্তরে জগদীশ্বরের নিকট সেই সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করি। পাঠকগণও প্রার্থনা করুন যেন আমরা তাঁহার সাহায্য পাই।

সঙ্গতের আলোচনা।

প্রশ্ন। আমরা এতগুলি লোক এতদিন এক সঙ্গে মিলিয়াছি, এক সঙ্গে কার্য্য করিতেছি, তথাপি আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের বন্ধন জন্মিতেছে না কেন?

উত্তর। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, গূঢ়ভাবে আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কিছু কিছু অশ্রদ্ধা আছে। অশ্রদ্ধার কারণ এই, আমাদের সকলেরই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ আছে। দূর হইতে দেখিতে গেলে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষগুলি লক্ষ্য হয় না, কিন্তু এক সঙ্গে বাস করিতে গেলেই মানুষকে অসাবধান অবস্থাতে অনেক সময় দেখা যায়। মানুষ আপনার গৃহে ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কত দিন সতর্ক হইয়া থাকিতে পারে? সুতরাং আমাদের হৃদয়ের যেখানে যে কিছু দুর্ব্বলতা আছে, তাহা বন্ধুগণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই আমাদের প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা জন্মে। সুতরাং পরস্পরের সহিত প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইবার পক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়।

প্রশ্ন। দোষগুণ শূন্য মানুষ কোথায় আছে? এমন চরিত্র কাহার আছে, যাহার সঙ্গে বাস করিলে কোন দিন না কোন দোষ বা ত্রুটী লক্ষ্য করা যাইবে না? দোষ শূন্য মানুষ যখন নাই, তখন কি আর ভ্রাতৃভাবের বন্ধন হইবে না?

উত্তর। দোষগুণ শূন্য মানুষ নাই একথা যথার্থ, এবং দোষগুণ সত্ত্বেও যে প্রাণে প্রাণে বন্ধন হয় না, তাহা নহে। মনে করুন একটী রঙ্গভূমিতে অভিনয় দেখিবার জন্য সকলে গিয়াছেন। সে দিনকার অভিনয়টী বড় জমিয়াছে; সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় অভিনয় দর্শন করিতেছে, সকলেরই দৃষ্টি অভিনেতৃগণের উপরে অর্পিত আছে। তখন কোথায় কে বসিয়াছে, কে অগ্রে আছে, কে পশ্চাতে আছে, কে কেমন বেশ পরিয়া আসিয়াছে, কে কাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া দাঁড়াইয়াছে, কে ভাল আসনটী অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কাহার কিরূপ পদমর্য্যাদা, এ সকল দিকে কি কাহারও দৃষ্টি থাকে, কিন্তু অভিনয়ের যে অংশটুকু নিকৃষ্ট হয়, সেই সময়েই সকলের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি পড়িতে থাকে। তখন লোকে বলে: ও ব্যক্তি আমার অগ্রে বসিল কেন? এ আমার স্কন্ধে হাত দিল কেন? অমুকের টুপির বর্ণ দেখ, অমুকের বসিবার ভঙ্গী দেখ। এইরূপে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হবে। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যত দিন নিবদ্ধ থাকে, যত দিন আমরা সেই উৎসাহেই উৎসাহিত হইয়া থাকি, ততদিন পরস্পরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষগুলি আমাদের চক্ষে পড়ে না। তখন ভাইদের অনেক দোষ আমরা মার্জ্জনা করি। যে কেহ আমার মত উৎসাহিত হইয়া তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তাহাকে বলি এস ভাই এস, এস দশজনে খাটি। তখন তাহার যে কিছু দোষ দেখিতে পাই সমুদয় ভুলিয়া যাই। লোককে বলি ওহে ওটা ধরো না, ধরো না, ছেড়ে দেও, ও প্রাণটা ত ভাল, ওকে কাজ করিতে দেও। ঈশ্বর তখন আমাদিগকে কি এক অপূর্ব্ব প্রীতি সূত্রে বদ্ধ করেন, কি এক আশ্চর্য্য শৃঙ্খলে পরস্পরের প্রাণ পরস্পরের সহিত গ্রথিত হয়। আমরা আপনাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি অনুরাগ যখন হ্রাস হয়, তখনই আমরা নিজেদের সহিত তুলনা করিতে আরম্ভ করি, এবং বলি ও ব্যক্তি আমার অপেক্ষা হীন, উহার পরামর্শ লইয়া আবার কি কাজ করিব। তখন দশটী আত্মাকে একত্র করা দুষ্কর হয়,—তাহারা অপ্রেম ও অভক্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকেন। অতএব আমাদের মধ্যে যখনই ভ্রাতৃভাবের অভাব দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের প্রীতির অভাব হইতেছে। যে তাঁহাকে অচল ভাবে প্রীতি করে সে আপনাকে ভুলিয়া যায়, যে আপনাকে ভুলিয়া যায় সে অপরের সহিত মিলিত হইতে পারে। লক্ষ কথার মধ্যে এই এক কথা যে, অহঙ্কারের মত মানুষের সহিত মিলিত হইবার প্রতিবন্ধক আর দ্বিতীয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে তাঁহাদের নববর্ষের উৎসব সমাপন করিয়াছেন।

৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বর্ষ শেষোপলক্ষে উপাসনা।

১লা বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা।

প্রাতে ৬টা হইতে উপাসনারম্ভ—আচার্য্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত।

অপরাহ্ণে ৪টা হইতে ৫ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পাঠ। ৫টা হইতে ৬।০ পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের সম্মিলন।

৬।০ হইতে ৭ টা সংগীত সংকীর্ত্তন ৭ হইতে রাত্রিকালীন উপাসনা।—আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া দারজিলিং সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাজারিবাগ সমাজের উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তথায় গমন করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবার অনেক দিন উত্তর বাঙ্গলাতে ভ্রমণ করিলেন। তিনি বিগত দুই মাস উত্তর বাঙ্গলার নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া কিছুদিন হইল বগুড়াতে গমন করেন। সেখান হইতে রঙ্গপুর সমাজের উৎসবক্রিয়া সম্পাদনার্থে গমন করিবেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে বিগত বর্ষের প্রারম্ভে ছয় জন বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বীয় স্বীয় জীবন সমর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি এই সকল ধর্ম্মানুরাগী ও উৎসাহী বন্ধুদিগকে স্বীয় প্রচারকরূপে বরণ করেন নাই, তথাপি ইঁহাদের প্রায় সকলেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তির অনুসারে নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচারে রত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন উত্তর বাঙ্গলার নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি স্থানে স্থানে উপাসনা, বক্তৃতা প্রভৃতি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ সত্য সকল লোকের মনে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্রদল করিয়া কলিকাতায় ইতঃস্তত এবং অন্যান্য স্থানেও যথাসাধ্য ধর্ম্মপ্রচারে রত আছেন। তাঁহারা সমাজ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট না হইয়াও আপনাদের শক্তি সামর্থ্যানুসারে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব ন্যস্ত করিয়া ও স্ত্রী পুত্রের ভার দিয়া অবাধে কাজ করিয়া বেড়াইবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ, স্বার্থত্যাগও কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমাদের আশা হইতেছে যে জগদীশ্বর আমাদের সুদিন ত্বরায় আনিবেন।

ঢাকা নগরের সন্নিকটস্থ একটী গ্রামের কতকগুলি লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া সেখানে কোন কোন প্রচারককে প্রেরণ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের নির্দ্দিষ্ট প্রচারক সংখ্যা অল্প; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভা এতজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে উক্ত স্থানে যাইতে অনুরোধ করাতে তাঁহারা আনন্দের সহিত সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ঢাকার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে উক্ত স্থানের বন্ধুগণ ইঁহাদিগকে পাইয়া লাভবান হইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি জগদীশ্বর আমাদের এই দুইটী ভ্রাতার কার্য্যের সহায় হউন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ মিলিত হইয়া যে একটী প্রার্থনা সমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে সভ্যদিগের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহারা বিলাত হইতে অনেকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ আনাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আদিসমাজ, নববিধান সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট আবেদন করিয়াও অনেকগুলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুখের বিষয় যে সভ্যেরা অনেকে এই সকল গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের জীবনে বিশেষ উপকার হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে যে ছাত্র প্রচারক মণ্ডলীর উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা মধ্যে মধ্যে শিবপুরে গিয়া এই সকল ছাত্রের সহিত উপাসনাদি করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রধান লোক যেখানে থাকে সেই স্থানেই আধ্যাত্মিকতা জন্মে। শিবপুর সমাজের সভ্যগণ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মজীবনের উন্নতির যে যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। অপরাপর সমাজ যদি তাঁহাদের রীতির অনুসরণ করেন তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

বিগত শনিবার আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম পুত্রের নামকরণ কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। বালকটীর নাম শ্রীমান সুকুমার দত্ত রাখা হইয়াছে।

তৎপূর্ব্ব বুধবার চেতলা বাসি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্রের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পাদিত হইয়াছে।

কলিকাতায় ছাত্রসমাজ এবারে দুই প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন। (১ম) প্রতি রবিবার প্রাতে উপাসনা মন্দিরে ছাত্রদিগের জন্য উপাসনা ও বক্তৃতা। (২য়) ছাত্রদিগের বাসায় বাসায় এক এক দিন গিয়া নানা বিষয়ে আলাপ করা। এই উভয় প্রকার কার্য্যই বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ হইতে চলিতেছে। ইতি মধ্যে প্রায় ৩০টী বাসায় গিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপাদি করা হইয়াছে। এরূপ আশা করা যায় যে এই প্রণালী অনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন প্রতি রবিবার প্রাতে নিয়মিতরূপে উপাসনা ও উপদেশাদি হইয়া থাকে।

বিগত রবিবার উক্ত সমাজের সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া শিবপুর কোম্পানির বাগানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে স্বচ্ছায়যুক্ত সুরম্য লতাকুঞ্জে উপাসনা ও বক্তৃতাদি হয়। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া আহারাদি করেন। এতদুপলক্ষে ১২০ জনের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। উদ্যানে এত লোকের সমাবেশ কখনও হয় নাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে মুলতানের ব্রাহ্মসমাজটী বিগত বর্ষের শেষ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। যে সকল সভ্য কর্ম্মোপলক্ষে মুলতানে বাস করিতেন। তাঁহারা স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজটীও অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, উক্ত সমাজের অনেকগুলি সভ্য সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী সক্কর নামক স্থানে বদলী হওয়াতে তাঁহারা সেখানে একটী নূতন সমাজের সূত্রপাত করিতেছেন। মুলতান ব্রাহ্মসমাজটীর যেমন দুর্দ্দশার কথা শুনা গেল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ সমাজেরই সেইরূপ দুর্দ্দশা। এক এক স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে কতকগুলি লোক বাস করিতেছেন, তাঁহারা যে কয়দিন থাকেন সেই কয়দিন একটু উৎসাহ থাকে, একটী সমাজ থাকে, কিঞ্চিৎ ধর্ম্মের চর্চ্চা থাকে, কিন্তু তাঁহারা স্থানান্তরিত হইলেই, সমাজগুলি উঠিয়া যায়। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যতদিন প্রবিষ্ট না হইতেছে ততদিন এই প্রকার অবস্থা থাকিবে। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্ম প্রচার হয়, বিধিমতে তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গত মঙ্গলবার নববৃন্দাবন অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্ব কৌমুদীর এক পার্শ্বে একটু স্থান দান করিবেন। অভিনয় পূর্ব্বাপর যে প্রকার হইয়া আসিয়াছে সেই প্রকার হইল। কিন্তু এবার একটী নূতন দৃশ্য দর্শক গণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, এবং এই নূতন দৃশ্যটী সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার ন্যায় অনেকেই এই দৃশ্যটী দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ধর্ম্ম লইয়া এরূপ ক্রীড়া ও ধর্ম্ম লইয়া এরূপ ভেল্কি দেখান কতদূর সঙ্গত আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দৃশ্যটী এই,—অভিনেতৃগণ সকলে রঙ্গস্থলে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় বাহিরে কি একটী শব্দ হইল, সকলেই জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন, তন্মধ্যে একজন নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত বাহিরে গেলেন। আমরা ও উৎসুক চিত্তে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম একটী টেবল এবং ঝুলি প্রভৃতি হস্তে বাজীকর বেশে একব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, সবিস্ময়ে দেখিলাম বাজীকর স্বয়ং বাবু কেশবচন্দ্র সেন। প্রশ্ন হইল "আপনি কি করেন"? বাজীকর উত্তর করিলেন, "আমি যাদুবিদ্যা দেখাইয়া বেড়াই। ইংরাজেরা নানা প্রকারে ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করিতেছেন, আমরা ১০।১২ জন ভাগতে এই বাজী দেখাইতেছি। ইহাতে সকলে উৎসুক হইয়া বলিলেন যে তুমি কি বাজী দেখাইবে, দেখাও আমরা দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি। তখন বাজীকর বাবু কেশবচন্দ্র সেন বলিলেন, আমি হরিনামের বাজী দেখাইব, দেখ হরি জলে স্থলে সকল স্থানেই আছেন, সকল বস্তুতেই হরি দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা যে বস্তুতে হরি দেখিতে চাও, দেখিতে পাইবে, তোমরা কিসের মধ্যে হরি দেখিতে চাও?—একটী কদলী বৃক্ষ ছিল, একজন বলিলেন এই কদলী বৃক্ষে দেখিব, তখন যাদুকর বাবু কেশবচন্দ্র সেন (magic wand) হস্তে কদলী বৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং 'হে কদলী বৃক্ষ তুমি প্রকৃতি সতী, তুমি গণেশের বামে অবস্থান কর, তুমি সতী, অদ্য তোমার স্বামীকে দেখাইয়া সতীত্বের পরিচয় দান কর' ইত্যাদী নানাবিধ ছন্দোবন্ধে কদলী বৃক্ষের বন্দনা করিলেন। তৎপরে (magic wand) লইয়া 'লাগ্ নববিধানের ভেল্কি লাগ্, লাগ্ নববিধানের ভেল্কি লাগ্' কয়েক বার উচ্চারণ করিয়া (magic wand) কদলী বৃক্ষ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে যদি নববিধানে আমার বিশ্বাস থাকে, যদি নববিধান সত্য হয়, তবে হরিনাম এই কদলী বৃক্ষ হইতে বাহির হইবে" এই বলিয়া একখানি কদলী পত্র কর্ত্তন করিয়া একজনের হস্তে প্রদান করিলেন, সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন যে পত্রে হরিনাম লিখিত রহিয়াছে! সকলে অবাক্ হইয়া রহিলেন, কেহবা ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তাহার পরে যাদুকর বলিলেন তোমরা হরি দর্শন করিলে, ইহাতে হইবেনা, হরিনামামৃত পান করিতে হইবে, এই বলিয়া পুনরায় কদলী বৃক্ষ বন্দনান্তে বলিলেন যদি নববিধান সত্য হয় তবে কদলি বৃক্ষ হরিনামামৃত আমাকে প্রদান কর, বলিয়া একটী পাত্র ধরিলেন, সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন কদলি বৃক্ষ সত্য সত্যই পাত্র পূর্ণ করিয়া হরি নামামৃত দান করিল, যাদুকর তখন সকলকে সেই অমৃত পান করিতে দিলেন, সকলে পান করিয়া অমর হইলেন। দর্শক দিগের মধ্যেও সেই অমৃত সিঞ্চন করিয়া দেওয়া হইল, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অধিক পাপী ছিলাম, আমরা সে অমৃত পাইলাম না। এইরূপে পুনরায় শান্তিবারি বিতরিত হইল। সকলে পান করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। তৎপরে যাদুকর বলিতে লাগিলেন যে এই যে হরি ইনি সর্ব্ব প্রকৃতিতেই আছেন, তোমরা যেমন বৃক্ষে হরি দর্শন করিলে, সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যেও দর্শন করিতে পার, এই বলিয়া "লাগ্ নববিধানের ভেল্কি লাগ্, লাগ্ নববিধানের ভেল্কি লাগ্" বলিতে বলিতে বাবু করুণাচন্দ্র সেনের গাত্রে (Magic wand) স্পর্শ করাইয়া তাঁহার পিরাণের হাতার মধ্য হইতে একখণ্ড বস্ত্রে রক্তবর্ণে লিখিত হরিনাম বাহির করিলেন

যাদুকর বলিতে লাগিলেন এই দেখ হরিনাম রক্তধারা লিখিত রহিয়াছে। অভিনেতৃগণ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া কেহ ভক্তিতে মস্তকে স্থাপন করেন, কেহ হৃদয়ে স্থাপন করেন, কেহ উৎসুক চিত্তে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর যাদুকর ঝুলির মধ্য হইতে কতকগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত কাচ-খণ্ড বাহির করিয়া বলিলেন ;—"দেখ ইহার একখণ্ডের সহিত অপরখণ্ড মিলে না, এগুলি বিভিন্ন গুণাত্মক পূর্ব্বকাল হইতে এগুলি এই প্রকার বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে,—এখনও কি এই প্রকার থাকিবে? এগুলির কি একত্রে মিলন হইবে না?—অবশ্য হইবে, নববিধান আসিয়াছেন এখন আর এ বিভিন্ন অবস্থায় থাকিবে না, স্বর্গ হইতে এক সূত্র আসিবে সেই সূত্র এ গুলিকে গ্রথিত করিয়া এক করিবে। এই বলিয়া, আয় স্বর্গের সূত্র, আয় আয় স্বর্গের সূত্র বলিতে লাগিলেন, তখন স্বর্গ হইতে সূত্র আসিয়া উপস্থিত হইল !! যাদুকর কাচ খণ্ড গুলি এবং স্বর্গের সূত্র এক ঝুলির মধ্যে রাখিয়া "লাগ্ নববিধানের ভেল্কি, লাগ্ নববিধানের ভেল্কি" লাগ বলিতে বলিতে (Magic wand) ঝুলিতে স্পর্শ করাইলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল স্বর্গীয় সূত্রের দ্বারা এক অপূর্ব্ব মালা গ্রথিত হইয়াছে! তৎপরে যাদুকর হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ তিন নির্ম্মিত ওঁ কার, খৃষ্টানের ক্রস্, মুসলমানের (Crescent) শৈবের ত্রিশূল, প্রভৃতি লইয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ কাহারও সহিত কোনটী মিলিতেছে না. প্রত্যেকটী পৃথক পৃথক হইয়া রহিয়াছে,—তবে কি ইহা এই প্রকারেই থাকিবে? ইহার কি সমন্বয় হইবে না?—হইবে, পৃথিবীতে নববিধান সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিতে অবতীর্ণ হইয়াছে, নববিধান এ গুলি এক করিবে। এই বলিয়া সমস্ত গুলি নববিধান ঝুলির মধ্যে রাখিয়া নববিধানের "ভেল্কি লাগান" হইল, এবং সকলে দেখিল সমস্তগুলি এক হইয়া গিয়াছে। তৎপরে এক মৃতবৎ কপোত লইয়া যাদুকর বলিতে লাগিলেন, অষ্টাদশশত বৎ পূর্ব্বে এই পক্ষী স্বর্গ হইতে হরিনাম প্রচার করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছিল,পৃথিবীর দুষ্ট লোক ইহার কথা কেহ গ্রাহ্য করেন নাই, অবশেষে নির্দ্দোষী পক্ষিকে তাহারা বধ করিল। এ পক্ষী কি আর জীবিত হইবে না, পক্ষী কি মৃত হইয়াছে? না পক্ষী মৃত হয় নাই, কিন্তু মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছে, নববিধান আসিয়াছে, এ পক্ষী পুনর্ব্বার জীবিত হইবে, এই বলিয়া আয় স্বর্গের পক্ষী আয়। যদি নববিধান সত্য হয় যদি নববিধানে আমার বিশ্বাস থাকে, হে স্বর্গের পক্ষী তবে তুমি উপস্থিত হও, বলিতে বলিতে, এক সূত্রে বদ্ধ জীবিত কপোত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইল !!! যাদুকর বাবু কেশবচন্দ্র সেন পক্ষিটী হস্তে লইয়া বলিলেন দেখ স্বর্গের পক্ষী পুনরায় আসিয়াছে। দেখি স্বর্গ হইতে কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, এই বলিয়া পক্ষির ললাটে 'নববিধানের জয়, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' লিখিত রহিয়াছে পাঠ করিলেন। তৎপরে যাদুকর বলিলেন দেখ বাদ্য যন্ত্রের কোনটীর সঙ্গে কোনটীর মিল নাই (এই কথা বলিবামাত্র বাদকগণ, কেহ বেহালায় টং করিলেন,কেহ সেতারে টুং করিলেন, কেহ বংশি লইয়া পুঁ করিলেন) বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এ সমস্ত এক হইবে, নববিধানে সমস্ত এক হইবে বলিবামাত্র যাদুকর বলিলেন, তোমরা এক্ষণে হরিনাম শ্রবণ কর, প্রকৃতি সর্ব্বদাই এই নাম গান করিতেছে। বলিবামাত্র একটী সঙ্গীত হইল, তাহার পর সকলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাদুকর বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত নববৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

এ সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু আলোচনা করিতে চাহি না, তবে আশা করি এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হয়। ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম লইয়া এইরূপ ভেল্কি দেখান ও ক্রীড়া করা অত্যন্ত শোচনীয়। নিবেদন ইতি—(ক)

৩০শে মার্চ্চ নিঃ জনৈক দর্শক

(ক) অসময়ে প্রাপ্ত হওয়াতে আমরা এই পত্রখানি গতবারে প্রকাশ করিতে পারি নাই, পত্র প্রেরকের পত্র প্রাপ্তির পর নববিধানী বন্ধুদিগের লিখিত "নববিধান" নামক ইংরাজীপত্রে বাজীকরের ক্রিয়ার যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতেও পত্র প্রেরকের লিখিত সমুদায় কথার সমর্থন করিতেছে। কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে নববিধানের লিখিত বিবরণে বাজীকরের নাম নাই। পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন যে বাজীকর স্বয়ং বাবু কেশবচন্দ্র সেন। এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কথা বলিবার অভিপ্রায় নাই। এইমাত্র বলি যদি বাজী বা যাদু দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার বা আমোদ জন্মাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, অন্য নাম লইয়া করিলেই হইত। এই ক্রীড়াকে ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরান হইল কেন? ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের প্রাণের টান আছে, ঈশ্বরের পবিত্র নামকে যাঁহারা হৃদয়ের ভক্তির সহিত ধারণ করেন, তাঁহারা প্রাণ থাকিতে কি এমন ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে সে নামকে আনিতে পারেন? অধিক কি! পরব্রহ্মের উপাসক মাত্রেই জানেন যদি কোন স্থানে উপাসনা করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়া দেখি, যে সেখানকার লোকে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, উপাসনাতে তাহাদের মন নাই, বরং উপহাসও বিদ্রূপ করিবে এরূপ সম্ভব। তাহা হইলে আর যেন সুখে উপাসনা আসে না, কোন ক্রমেই সে সভাতে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। আমরা এরূপ কত স্থলে বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও উপাসনা করিতে পারি নাই। ঈশ্বরের পবিত্র নামকে ক্রীড়াস্থলে আনা অকর্ত্তব্য বোধে সে নাম গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের বন্ধুগণ কিরূপে পারিলেন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। এতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এবং প্রেম ভক্তির কথা বলিয়া কি এই দাঁড়াইল, ইহা ভাবিয়া ও ক্লেশ হইতেছে। কদলী পত্রে একটী নাম অঙ্কিত দেখাইবার যদি ইচ্ছা হইল, অপর কোন নাম দেখাইলেন না কেন। যাদুকরের বিদ্যা দ্বারা সেই নাম দেখাইয়া প্রকৃতির সর্ব্ব স্থলে ঈশ্বরের নাম অঙ্কিত বলিয়া ঘোষণা করিলে একটী মহাসত্যকে উপহাস করা হয়, ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া এরূপ কার্য্য তাঁহারা কেন করিলেন? তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিয়াছেন করিয়াছেন, কিন্তু জগদীশ্বর এরূপ বুদ্ধি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। সং।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

নূতন পুস্তক।

Almanack for 1883 (কাপড়ের বাঁধা) ॥০
(সামান্য ,,) ।৶০
গৃহধর্ম্ম ।৶০
কুসুমহার ৶০
মার্টিন লুথারের জীবনচরিত ৶০
মহৎ জীবনের আধ্যাত্মিকাবলী ৶০
বুদ্ধদেবচরিত ১৲
কারাকুসুমিকা ৶০
চিরজীবী ।০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী বাঙ্গালা /০
ঐ ইংরাজী ৶০
ট্রষ্ট ডিড ৶০
বঙ্গমহিলার প্রতি উপদেশ /০
বামারচনাবলী ১৲
A Lecture onMan ।০
চিন্তাকণিকা /০
নীতি কুসুম ।/০
নীতি কবিতাবলী ৶০
পদ্যসার ১ম খণ্ড ৶০
বগুড়া পারিবারিক সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের উপদেশ /০
নীতিসংগ্রহ ॥০
পত্রমঞ্জরী ।০
উদ্দীপনা কাব্য ।০
ধর্ম্মসাধন (১২ পেজী) ।০
ঐ (৮ পেজী) ৸০
হৃদয় উচ্ছ্বাস /০
হেলেনা কাব্য ১ম খণ্ড ৸০
ঐ ২য় খণ্ড ॥০
আদর্শ গৃহিণী ৶০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রিপোর্ট ৶০
প্রাণি-ব্যবহার ।/০
ব্যবহার দর্শন ॥৶০
প্রবন্ধলতিকা ।০
সরল নীতিপাঠ ।০
আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন ৶০
এই পথে চল ৵৫
গরিবের কুটীর ৵১০
জড়ের ভাষা ৵৫

তত্ত্বকৌমুদী একত্রে বাঁধা
১ম ও ২য় খণ্ড ৩৲
৩য় খণ্ড
৪র্থ খণ্ড ২৲
সাহিত্য মঞ্জরী /০
মুক্তি ও তৎসাধনের উপায় ১॥০
রাজউদাসীন ।০
মিত্রক বা ।০
[illegible] ॥০
[illegible] সঙ্গীত /০
ব্রাহ্মসমাজে [illegible] এবং [illegible] পরীক্ষিত বিষয় /০
[illegible] ১ম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ ২৲
[illegible]
Brahmo Year Book (১৮৮০) ৸০
ঐ (১৮৮১) ৸০
ঐ (১৮[illegible]) ১৲
ঐ (১৮৬১) ১৲
ঐ (১৮৭১) ১।০
জ্ঞান ও ধর্ম্ম ৶০
অধ্যাত্মবিজ্ঞান ॥০
সোপান ১৲
ব্রহ্মসংগীত
১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ১।০
২য় ভাগ ১ম সংস্করণ ৶০
ঐ ২য় সংস্করণ
সন্ন্যাসী ১৲
সংগীতহার ।০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত ১৲৲
শিশুপালন ২য় ভাগ ।৶০
ভিখারী ১৲
কাশ্মীর কুসুম ১॥০
[illegible] /১০
[illegible] /০
[illegible] ১৲
পুষ্পমালা ॥/০
ধর্ম্মকুসুম /০
[illegible] ।৶০
[illegible] ॥০
[illegible] (অর্দ্ধ মূল্যে)
শ্রাদ্ধক্রিয়া ৶০
Life of the Educated Native ৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান ৶০
পরকাল /০
প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা। ৵১০
ভারতক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায় /০
কবীরের জীবন চরিত ।৶০
জাতিভেদ /১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের তালিকা ।০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মসাধন ।০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ ।৶০
চারুদত্তের গুপ্ত ধনাবিষ্কার ৵১০
যোগজীবন ১/০
সদ্ধর্ম্ম সূত্রম্ ৶০

এই পত্রিকা কলিকাতা ২১০। ১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযোগিনীমোহন রক্ষিত দ্বারা প্রকাশিত।—[৩রা বৈশাখ।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ২য় সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ শনিবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু! অনেক দিন হইতে প্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা যে, হৃদয় মন সম্পূর্ণ রূপে সত্যের দ্বারা অধিকৃত হইবে। সত্য হৃদয়কে অধিকার করিয়া তাহা হইতে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও নীচতাকে দূর করিয়া দিবে। আর লঘু চিত্ততা থাকিবেনা; আর তোমার ব্রহ্মাণ্ডকে চিন্তাবিহীন নেত্রে দেখিব না; আর ধর্ম্মজগতের তত্ত্ব সকলের প্রতি উপেক্ষা করিব না। তোমার কৃপার সত্যাগ্নি যাহার প্রাণে লাগে তাহার জীবন সত্যময় হইয়া যায়, সে সত্যের জন্যই প্রাণ ধারণ করে; সত্য তাহার পরম উপজীব্য পদার্থ হয়। সত্যের অনুসরণই তাহার পক্ষে পরম আনন্দ জনক কার্য্য হয়। প্রভো, তোমার কৃপায় কবে আমাদের এরূপ হইবে। আমরা যে অন্তরের সত্য স্পৃহা ম্লান করিয়া ফেলিয়াছি। কপটাচরণ, স্বার্থপরতা ও নিকৃষ্ট সুখাসক্তি আত্মার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকলকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর সত্যের অনুসরণের জন্য মন প্রস্তুত নয়। সত্যের দ্বারা হৃদয় অধিকৃত না হওয়াতে মনের নিকৃষ্ট দিকে গতি হয়, সুখের পশ্চাতে চিত্ত ধাবিত হয়। জগদীশ্বর, কৃপা কর। আমাদের আত্মার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও সত্যপ্রিয়তাকে প্রবল করিয়া আমাদিগকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। তোমার পবিত্রতার রাজ্যে বাস করিবার উপযুক্ত কর। এই আমাদের প্রার্থনা।

পাঠকগণ মহাত্মা নিউম্যানের ধর্ম্ম মতের মধ্যে একটী কথা দেখিতে পাইবেন। সেটী এই, নিউম্যানের মতে স্বার্থপরতার ন্যায় ধর্ম্মের বিরোধী আর কিছু নাই। নিউম্যান ইহার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও সঙ্গত বোধ হয়। ঈশ্বরের অনন্ত ভাব গ্রহণ করিয়াই ধর্ম্মের উৎপত্তি। অনন্তের ভাব যে পরিমাণে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি অনন্তের দিকে যে পরিমাণে দৃষ্টি করি, অনন্তের সহিত যে পরিমাণে মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করি, সেই পরিমাণেই আমরা ধর্ম্মের ভূমিতে পদার্পণ করি। এই ভাবেই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখ মস্তি।" ভূমা যিনি, মহান যিনি, তাঁহাতেই সুখ, ক্ষুদ্র এবং পরিমিত কোন পদার্থে সুখ নাই। অনন্তের ভাবই যখন ধর্ম্মের বীজ, তখন ক্ষুদ্রতা এবং সঙ্কীর্ণতাই ধর্ম্ম জীবনের মৃত্যু। স্বার্থপরতা এবং বিষয়াসক্তির ন্যায় মানব হৃদয়কে কে ক্ষুদ্র করে? মানব হৃদয়ের প্রীতিকে এরূপ সঙ্কীর্ণ সীমাতে কে বদ্ধ করিতে পারে? এই জন্য সকল কালের সাধুগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বিষয়াসক্তির ন্যায় ধর্ম্মের আর শত্রু নাই। আমাদের হৃদয়কে যদি পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমরা স্বার্থপর লোককে স্বভাবতঃ ঘৃণা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি অপরকে নিজের স্বার্থ সাধনার্থ নিযুক্ত করিতে অগ্রসর কিন্তু পরের জন্য নিজের স্বার্থ বিনাশ করিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত নয়, এরূপ স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিকে জন সমাজে কেহই ভাল বাসিতে পারে না। তাহার সহিত কাহারও বন্ধুতা বা প্রণয় স্থায়ী হয় না। এমন কি, সে নিজ পরিবার পরিজনেরও অশ্রদ্ধাভাজন হয়। অপর দিকে যে চরিত্রে আমরা স্বার্থ নাশের চিহ্ন দেখিতে পাই, যে হৃদয়ে নিজের প্রতি ঔদাসীন্য ও পরের প্রতি প্রীতি সন্দর্শন করি, সে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে আমাদের মন প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। জন সমাজের পাপের বিষয় বিচার করিবার সময়েও দেখিতে পাই যে, নীচ স্বার্থপরতা হইতে যে সকল পাপ উৎপন্ন তাহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। হঠাৎ ক্রোধপরবশ এক ব্যক্তি এক জনকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, ও আর একজন ধনী লোভ পরবশ হইয়া বিবিধ কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক একজন বিধবার বিত্ত, ভূমি হরণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিরই প্রতি আমাদের সমধিক ঘৃণা উপস্থিত হয়। যদিও তাহাদের পাপের ফলে অনেক প্রভেদ, তথাপি দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির নীচতা অধিক। স্বার্থপর ব্যক্তি ধর্ম্ম হইতে বহু দূরে। কারণ সত্য ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা এ সমুদায় উদার ও অনন্ত বিষয়। নীচ যাহার চিত্ত, সঙ্কীর্ণ যাহার দৃষ্টি, ক্ষুদ্র যাহার আশা, সঙ্কীর্ণ রেখাবদ্ধ যাহার প্রীতি, সে কেমন করিয়া এই সকলকে প্রীতি করিতে সমর্থ হইবে!

সত্য মানুষকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করে, সত্য নিকৃষ্ট সুখে মগ্ন চিত্তকে ডাকিয়া স্বর্গের দিকে লইয়া যায়। এই সত্যে

একবার পবিত্র প্রীতি উৎপন্ন হইলে, এই সত্যকে একবার আত্মাতে সম্ভোগ করিলে, মানবের প্রাণের নিগূঢ় স্থানে এমন একটু গূঢ় অনুরাগ থাকে যে, তাহাতে মানবকে বার বার উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে, সে যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ পতিত হয়, যদি প্রতিকূল ঘটনা সকল চারিদিকে বেষ্টন করিয়া তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি বিষয়ের উত্তেজনা তাহার চিত্তকে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিয়া রাখে, তথাপি তাহার হৃদয়ের আরাধিত সত্যগুলি যখন স্মরণ হয়, তখন তাহার মনের অনুরাগ জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন সামান্য বিষয়ের আকর্ষণ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। মন আবার সত্যালোকে বাস করিবার জন্য ব্যগ্র হইতে থাকে।

যদি কোন একটী সামান্য পদার্থের উপর দশজন লোকের অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে যদি সে জন্য লোকে সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে বস্তুটী নিতান্ত মূল্যবিহীন হইলেও জগতের নিকট তাহার মূল্য বাড়িয়া যায়। যে বস্তুকে আমরা নিজে আদর করি না, যাহাকে লঘুভাবে গ্রহণ করি, যাহা লইয়া আমোদ কৌতুক করিতে পারি, সে বস্তুর যদি মূল্য থাকে, তাহা হইলেও মানুষের চক্ষে তাহা মূল্যবিহীন হইয়া যায়। ধর্ম্ম প্রচার যাহারা করেন তাহাদের একথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকে সর্ব্বদা পবিত্রভাবে প্রচার করিতে হইবে, ইহাকে ক্রীড়ার বস্তু করিলে, ইহাকে লোকের চক্ষে হীন করা হইবে। এই জন্যই আমরা গতবারে নববিধানী বন্ধুদিগের বাল্মীকরের বাজী প্রদর্শনের প্রতি দোষারোপ করিয়াছি। আর কিছু করিতে পারি আর না পারি, লোকে যেন অন্ততঃ এটুকু বুঝিতে পারে যে আমরা ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন মনে করি। আমাদের জীবনে ও ব্যবহারে এই সত্যটী যে পরিমাণে প্রমাণিত হইবে, সেই পরিমাণে ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে।

বৌদ্ধ গল্প।

যখন বুদ্ধ রাজগৃহের সমীপবর্ত্তী বংশ বনে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন সেই স্থানের ধনী পরিবারের তৃষা নামক এক যুবা পুরুষ তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে আগমন করে, এবং উপদেশ শ্রবণে মোহিত হইয়া ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করে। কিন্তু পিতা মাতা প্রতিবাদী হইলেন। অন্য কোন উপায়ে তাঁহাদিগকে সম্মত করিতে না পারিয়া তিনি অনশন-ব্রত অবলম্বন করিলেন। সাত দিন পরে পিতা মাতা সম্মতি দিলেন, তৃষা সন্ন্যাসী হইল। বুদ্ধের সমভিব্যাহারে তৃষা রাজ গৃহ ছাড়িয়া প্রাচণ্ডি নগরে গমন করিল এবং ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে অসাধ্য সাধনায় নিরত হইল।

এদিকে রাজগৃহ নগরে কোন উৎসব উপলক্ষে তৃষার পিতা মাতা তাহার বস্ত্রাভরণ বাহির করিয়া জন্মের মত সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। বস্ত্রাভরণ দর্শন করিয়া তাহারা এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন যে, উৎসব সময়ে পুত্র এই সকল পরিধান করিয়া কেমন সজ্জিত হইত। হায়! আজ ভিখারীর বেশে সেই পুত্র দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছে। ভিখারী গৌতম পুত্রকে লইয়া সেই দূরদেশ শ্রাবস্তি গমন করিয়াছে। না জানি সে কত ক্লেশ পাইতেছে। তাঁহারা এইরূপে খেদ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দাসী কন্যা আসিয়া তাঁহাদের খেদের কারণ অবগত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, তৃষা কি আহার করিতে ভাল বাসিত? দাসী কন্যা তৃষাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শ্রাবস্তি নগরে গমন করিল। এবং যখনই তৃষা ভিক্ষা করিতে করিতে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইত তখনই খাদ্য পানীয় দান করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিত। প্রতিদিন উত্তম খাদ্য পাইয়া তৃষা লোভে পড়িল। আর এক দিন তৃষা তাহার দ্বারে উপস্থিত। দাসী কন্যা পীড়ার ছলনা করিয়া গৃহমধ্যে রহিল। তৃষা সন্ন্যাস ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার শয়ন ঘরে উপস্থিত হইল। তখন দাসী তাঁহাকে নানা প্ররোচনা বাক্যে মুগ্ধ করিয়া রাজগৃহে লইয়া গেল। তৃষা সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এক সন্ন্যাসী তাহার পূর্ব্ব স্ত্রী কর্ত্তৃক সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভ্রাতঃ! একথা কি সত্য যে তুমি প্রেমপীড়িত হইয়াছ?" সন্ন্যাসী বলিল "হাঁ সে কথা সত্য।" "তুমি কেন এমন বিমর্ষ" "প্রভু! যে আমার এ জগতে এক মাত্র প্রণয়িণী ছিল তাহার স্পর্শ কি মধুর! তাহাকে ছাড়িয়া আমি আর অধিক দিন জীবিত থাকিব না। তাহার কথা মনে হইলেই আমার মুখ মলিন হইয়া যায়।" "ভ্রাতঃ! স্ত্রীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কেন ধর্ম্মহারা হইবে। পূর্ব্ব জন্মেও তুমি প্রেমান্ধ হইয়া জীবন হারাইতেছিলে, আমিই তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। পূর্ব্ব জন্মে তুমি মৎস্য ছিলে। আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম। এক দিন ধীবর জাল নিক্ষেপ করিয়াছে, তোমার পত্নী অগ্রে, প্রেমান্ধ হইয়া তুমি তাহার পশ্চাতে যাইতেছিলে। পত্নী জাল দেখিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া গেল। তুমি প্রেমান্ধ তোমার মন পত্নীগত, জাল তোমার চক্ষে পড়িল না, তুমি একে বারে জালের মধ্যে প্রবেশ করিলে। জাল বদ্ধ হইয়া যখন উপরে আনীত হইলে, তখন তুমি এই বলিয়া বিলাপ করিতে ছিলে, মৃত্যু বা বন্দীদশা ক্লেশের কারণ নয়, কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে না দেখিয়া যে ভাবিবে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর অভিলাষী হইয়াছি, এই চিন্তা আমার প্রাণে সহে না। এমন সময়ে আমি তোমার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ধীবরের নিকট তোমাকে যাচ্ঞা করিলাম, এবং আর পাপ করিও না। এই কথা বলিয়া তোমাকে জলে ছাড়িয়া দিলাম।

ভদ্র ও অভদ্র পাপ।

কতকগুলি পাপ ভদ্রবেশে মনুষ্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিরকাল আদর ও সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং সে পাপগুলিকে আর আমরা পাপ বলিয়াই মনে করি না। তাহারা আপনার মূর্ত্তি লুক্কায়িত করিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং আমরা তাহা দেখিয়া ভীত হইনা, ঘৃণার সহিত তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিনা। এই সকল পাপ গর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া মানব সমাজ মধ্যে বিচরণ করিতেছে। শত শত লোকের নিকট যাঁহারা মান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, যাঁহারা সমাজের অগ্রণী ও পরিচালক, তাঁহাদের জীবনে এ সকল পাপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

মানব সমাজের একটি অতি ভয়ানক কুশিক্ষা এই যে, যাহা দুষ্কার্য্য, যদ্দ্বারা অপরের ক্ষতি হয় তাহাকেই লোকে পাপ বলিয়া মনে করে, আর যাহা কার্য্যে কুফল প্রসব না করিয়া হৃদয় মধ্যে নিহিত রহিল, তাহাকে আর পাপ বলিয়াই মনে করে না। যখনই প্রাণের দুষ্কার্য্যের ইচ্ছা ব্যভিচার বা নরহত্যা, চৌর্য্য বা দস্যুতার বীভৎস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখন প্রাণের গুপ্তপাপ জন সমাজের হেয় ও ঘৃণিত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহা পাপ বলিয়া গণ্য ও গৃহীত হয়। অপরাধের বিভিন্ন মূর্ত্তি হইতে পারে কিন্তু পাপের মূর্ত্তি চিরকালই এক। ঈশ্বর বিহীন হইয়া থাকাই পাপ—এই অবস্থা হইতেই নানা প্রকার অপরাধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভদ্র ও অভদ্র পাপের উৎপত্তি স্থান একই। গোধূলি ও রাত্রির অন্ধকারে যে বিভিন্নতা, ভদ্র ও অভদ্র পাপের মধ্যে তদ্রূপ বিভিন্নতা মাত্র, অভদ্র অপেক্ষা ভদ্র পাপ অধিকতর অনিষ্টকারী ও ভীষণ। অভদ্র পাপের বাহ্যিক মূর্ত্তি লোকের ঘৃণার উদ্রেক করে সুতরাং জন সমাজে তাহা প্রশ্রয় পায় না, সমাজে তাহার শাসন ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ভদ্র পাপগুলি জনসমাজে আরো প্রশংসার করতালি প্রাপ্ত হয়। রাজনীতিজ্ঞ রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য অনায়াসে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রশংসার সহিত পার পাইলেন, লোকে সে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া গ্রাহ্য করিলনা, অপর এক জন বিচারালয়ে একটি লোকের উপকারের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল, তাহাকে সে মিথ্যার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। কোন বড় লোক ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিতেছে তাহাতে নিন্দা নাই, কোন বণিক ন্যায্য অর্থ প্রদান না করিলে চিরকালের মত তাহার মান সম্ভ্রম চলিয়া যায়, সে প্রতারকশ্রেণীভুক্ত হয়। কোন দিগ্বিজয়ী দেশ গ্রাম লুণ্ঠন ও নর শোণিতে মেদিনী সিক্ত করিয়া পূজা পাইতেছে, একজন সামান্য লোক উদরের জ্বালায় ব্যস্ত হইয়া দুটি পয়সা চুরির অপরাধে দণ্ডভোগ করিতেছে। অভদ্র পাপ এইরূপে শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং পাপী আপনার পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার হস্ত হইতে উদ্ধারের পথ অন্বেষণ করে। ভদ্র পাপ জনসমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত হয় না সুতরাং পাপী সে পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না। পাপকে পাপ বলিয়া যতদিন না জানা যায় ততদিন সে পাপ হৃদয় মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া থাকে। অবশেষে যখন সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তখন ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করে। কতকগুলি মিথ্যা কথা আছে যাহা জনসমাজে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়। বণিক ব্যবসায়ে মিথ্যা কথা প্রয়োগ করিয়া লজ্জিত হইতেছেনা, উকীল বিচারককে বিপক্ষে নীত চেষ্টা করিয়া সমাজে আরো সম্মান ও যশ প্রাপ্ত হইতেছে; এই সকল ভদ্র পাপ যখন কালে পরিপক্ক হইয়া পাপকারীর হৃদয়কে পাপ বিষয়ে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলে, তখন জাল ও প্রবঞ্চনার আকার ধারণ করিয়া তাহাকে বিপদাপন্ন করে। ঈশ্বর হৃদয় দর্শন করেন—তিনি জানেন ভদ্র ও অভদ্র পাপ এক সূত্রে গ্রথিত, এক অপর হইতে উৎপন্ন অতএব কোন সামান্য পাপও যদি হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অমনি সাবধান হইয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন

মহাত্মা ফ্র্যান্সিস্ নিউম্যান।

১লা বৈশাখের উৎসব ক্ষেত্রে পঠিত।

পাশ্চাত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ও উদার একেশ্বরবাদরূপ আকাশে মহাত্মা ফ্র্যান্সিস্ নিউম্যান দীপ্তিমান সূর্য্য স্বরূপ; অথবা যদি কেহ মহাত্মা থিওডোর পার্কারকে সেই আকাশের সূর্য্য বলিতে চান, তবে বলি নিউম্যান সেই আকাশের চন্দ্র; ফলতঃ নিউম্যানের চরিত্রে ও উপদেশে সূর্য্যাপেক্ষা চন্দ্রের গুণই অধিক; তিনি সূক্ষ্ম তর্কবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি সুকৌশল সহকারে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভ্রম প্রমাদ ও আধ্যাত্মিক অনিষ্টকারিত প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু সারগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী পাঠকদিগের নিকট তাঁহার সুন্দর মধুর ধর্ম্ম জীবন ও ধর্ম্মভাবই সমধিক আদরণীয়। পার্কারের সমগ্রসীভূত উন্নতির আদর্শ আলোচনা করিতে করিতে হৃদয় পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হয়, সঙ্কীর্ণতারূপ কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হয়; শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী কুমারী কবের সরল ভক্তি ও আগ্রহ পূর্ণ উপদেশ পাঠে হৃদয় আনন্দিত ও উৎসাহান্বিত হয়, মহাত্মা জেমস্ মার্টিনোর গভীর বিবেক প্রধান ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ আলোচনা করিতে করিতে হৃদয় মুগ্ধ হয় ও নীচ সংসারের ধূলিরাশী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হয়। এই সমুদায়ই কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ফ্র্যান্সিস নিউম্যানের নিগূঢ় প্রেমযোগের ধর্ম্মের ন্যায় এমন সুন্দর মধুর হৃদয়-তৃপ্তিকর বস্তু আধ্যাত্মিক জগতে আর কোথাও দেখিতে পাই না। নিউম্যানের আভ্যন্তরিক ধর্ম্মের একটী পূর্ণ চিত্র কেহ উপস্থিত করিতে পারিলে, অদ্য তাহা অতীব আদরের সহিত গৃহীত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার অদ্যকার চেষ্টার বিষয় তাহা নহে; তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি অবান্তরিক কথা বলিয়া ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ২।১টী মত ও ভাবের উল্লেখ করা মাত্রই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সিস্ নিউম্যানের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিন খানা বিশেষ প্রয়োজনীয়—১ম Phases of Faith, ২য় Theism, doctrinal and practical, ৩য় The Soul, its sorrows and aspirations এক একটী বিশেষ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে এই গ্রন্থ ত্রয় লিখিত হইয়াছে; কিরূপে ক্রমশঃ খ্রীষ্টধর্ম্মের ভ্রম ও আধ্যাত্মিক অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহার বহুল প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহার বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলেন, তাহা প্রদর্শন করাই প্রথমোক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মত সমূহ প্রতিষ্ঠিত করা দ্বিতীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য; কিরূপে আত্মাতে প্রথমে ঈশ্বরজ্ঞান সমুদ্ভূত হয় ও তাঁহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করিয়া কিরূপে আত্মা ক্রমশঃ তাঁহার সহিত গাঢ়তর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে থাকে, এই সমুদায় বর্ণনা উপলক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর তত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম সাধন প্রণালী প্রদর্শন করা শেষোক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থত্রয় যে ধর্ম্ম জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও সাধন বিষয়ক আদর্শ গঠনে নিউম্যানের গ্রন্থ সমুদায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছে ইহাও সুপ্রসিদ্ধ। এককালে ব্রাহ্মসমাজে পাশ্চাত্য গ্রন্থদিগের বড় আদর ছিল; এখন সেই আদরের অভাব দেখিতে পাই ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কি এই যে এখন ব্রাহ্মসমাজে এমন শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে পুস্তক পাঠ ব্যতিরেকেই নব আগন্তুক ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও জীবন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা করিতে পারেন? কই সে শিক্ষাপ্রণালী কই? তবে কি কারণ এই যে এখানে এমন কোন গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে যাহাতে পাশ্চাত্য গ্রন্থ সমূহ পাঠ অনাবশ্যক হইয়াছে? কই সে গ্রন্থ কই? প্রকৃত কারণ তো এই বলিয়া বোধ হয় যে আমাদের পূর্ব্বগামীদিগের অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্ম পিপাসা, সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞান—পিপাসা অনেক অল্প, কাজে কাজেই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে যে সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহাও অল্প।

এখন নিউম্যানের ধর্ম্ম মত ও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। তাঁহার ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। তাঁহার প্রচারিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সহিত এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলগত কোন পার্থক্য নাই; আমরা যে সমুদায় বিষয়ে অবিশ্বাসী তিনিও সেই সমুদায় বিষয়ে অবিশ্বাসী, আমরা যে সমুদায় বিষয়ে বিশ্বাসী তিনিও সেই সমুদায় বিষয়ে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে একটী নিন্দা প্রচারিত আছে, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। কথিত আছে তিনি পরলোক সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী নহেন, এই বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; এই কথা অমূলক নহে; কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত মত জানা আবশ্যক। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। তাঁহার মতে পরলোকে বিশ্বাস ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। পরলোকে সুখলাভ করিব ইহা ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত ভিত্তি নহে, পরলোকের সুখের উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত সে ধর্ম্ম স্বার্থপর ধর্ম্ম, খাটি ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মজীবন অর্থাৎ ঈশ্বর সহবাস স্বয়ংই স্বর্গ, পরলোকে এই স্বর্গসুখ অনন্ত কাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই পরলোক প্রার্থনীয়; সুতরাং যদি ধর্ম্মজীবন স্বয়ংই স্বর্গ হয় তবে আর ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার জন্য অনন্ত জীবনের আশারূপ উৎকোচের প্রয়োজন কি? যদি অনন্ত জীবন পাই ভালই, না পাইলেও ধর্ম্মজীবন ভিত্তি শূন্য হয় না—এই তাঁর ভাব। পরলোক বিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, এতৎসম্বন্ধে নানাদিক হইতে যে আলোক লাভ করা যায় তাহাতে মনে প্রবল আশার উদ্রেক করে—পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না। এই গেল তাঁহার অভাবের দিক। ভাবের দিক আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়া কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইতে হয় যে তিনি পরলোকের সপক্ষে যেরূপ প্রবল সৎযুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এরূপ আর কোথা দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; তাঁহার Theism নামক গ্রন্থের ৬৭টী পরিচ্ছেদে কেবল এই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদ গুলি ধর্ম্মজীবন হইতে গৃহীত সৎযুক্তিতে পরিপূর্ণ। সংক্ষেপে দুইটী যুক্তির উল্লেখ করিতেছি। (১) স্বজন বিয়োগে দুঃখ স্বাভাবিক, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক বন্ধুর বিয়োগ সমধিক কষ্টকর; ঈশ্বরের লক্ষ লক্ষ প্রেমাস্পদ সাধুব্যক্তি প্রতিদিন মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন; মৃত্যু যদি আত্মার প্রকৃত পরিসমাপ্তি হয় তবে বিশ্বাস করিতে হইবে অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত পবিত্রতার আধার পরমেশ্বর তাঁহার অসংখ্য সাধু সন্তান দিগের বিয়োগে অনন্ত দুঃখে ব্যথিত হইতেছেন। ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপের সহিত কি এই কথার সামঞ্জস্য হইতেছে? না। সুতরাং বিশ্বাস করিতে হইবে। যদি ঈশ্বর অনন্ত প্রেমিক, পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ ও পূর্ণ-আনন্দময় হন তবে তাঁহার প্রিয় বস্তুর বিনাশ নাই। আর একটী যুক্তি এই। নানা উপায়ে ঈশ্বর আমাদিগকে উন্নত করিতেছেন, ক্রমাগত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই মৃত্যুতে নিকটবর্ত্তী হইতেছি; ইহা কি সম্ভব যে, এই জীবনে যতদূর উন্নতি হইতে পারে আত্মা তাহার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, আধ্যাত্মিক যোগের গাঢ়তম অবস্থায় উপস্থিত হয় তখনই আত্মার বিনাশ হয়? তবে ঈশ্বর কেন আত্মাকে তাঁহার হৃদয়ের দিকে টানিলেন; হৃদয়ের নিকটতম প্রদেশে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিবেন ইহা কি সম্ভব?

এখন ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে নিউম্যানের ২।৪টী মতের উল্লেখ করা যাইতেছে। মধ্যে অনুবাদ মধ্যে ভাব! ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বিঘ্ন কি? সর্ব্বাপেক্ষা নীচতম পাপ কি? নিউম্যানের মতে স্বার্থপরতা।

তিনি লিখিয়াছেন:—"যে স্থলে পাপ এরূপ তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হয় যে, মনুষ্যের ভয় বা লজ্জা ব্যতিরেকেও হৃদয়ে কষ্ট উপস্থিত হয় সে স্থলে ইহা নিশ্চয় যে পাপের প্রকৃতি যেরূপই হউক না কেন হৃদয় এখনো কঠিন হয় নাই, এবং ইহার দুরবস্থা দূর হওয়া আশাতিরিক্ত নহে। যে স্থলে স্বার্থপরতা আপনার অপরাধে আনন্দিত ও অহঙ্কৃত সে

স্থলেই দুরবস্থার শেষ সীমা, এবং মনুষ্যের চক্ষে তাহার চিকিৎসা আশাতীত। নির্দ্দোষীর ধর্ম্মনষ্ট করা যাহার অভ্যাস, মনুষ্যের পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যাহার ব্যবসায়, অর্থ লোভে যে বিষ প্রয়োগ করে বা নরহত্যা করে, এরূপ ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জড়তার চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে; যে বিলাসী ও অহঙ্কারী ব্যক্তি তাহার বিলাস এবং সুখকেই তাহার নিজের এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তীগণের জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে; যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিলাসভোগকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি কোন অবৈধ ব্যবহার না করিলেও, কোন বাহ্যিক পাপে লিপ্ত না হইলেও তাহার আত্মা এতদূর অসার যে, বাহ্যিক কোন বিপদ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহাকে জাগ্রত করিতে সমর্থ নহে। ইহার কারণ এই, স্বার্থপরতা অনন্তের ভাব উপলব্ধি করার একেবারে সাক্ষাৎ বিরোধী; স্বার্থপরতা আত্মাকে আপনাতে বদ্ধ করিয়া রাখে, অনন্তের ভাব আত্মাকে বিশ্বময় প্রসারিত করে। সম্পূর্ণরূপ স্বার্থপর ব্যক্তি যাহারা তাহারা পাপ কি জানে না এবং তাহাদের যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নামক কোন বস্তু আছে তাহাও জানে না"। উদ্ধৃত অংশটীতে অনন্তের ভাবোপলব্ধি বিষয়ে যে একটী কথা আছে তদ্বিষয়ে একটী কথা বলা আবশ্যক। অনন্তের ভাব ধর্ম্মজীবনের বীজস্বরূপ; ঈশ্বর অনন্ত, তিনি অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পবিত্রতার আধার এইভাব আধ্যাত্মিক উন্নতির বীজ; কর্ত্তব্য অনন্ত, আমাদিগকে অনন্ত প্রেমও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই ভাব নৈতিক্ক উন্নতির বীজ।

নিউম্যানের মতে অনুতাপ তিন প্রকার; অনুতাপের ক্ষীণতম অবস্থার নাম লজ্জা; ইহা প্রকৃত অনুতাপ নহে; প্রকৃত অনুতাপ ও লজ্জাতে নিউম্যান এই প্রভেদ দেখাইয়াছেন:—"পাপকার্য্যে মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হইলে হৃদয়ে যে কষ্ট হয় তাহার নাম লজ্জা; পাপ-কলঙ্কিত হৃদয়ে ঈশ্বরের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলে আত্মাতে যে দারুণ কম্পন উপস্থিত হয় তাহার নাম অনুতাপ"। অনুতাপের আর একটী অবস্থা আছে তার বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে। প্রকৃত অনুতাপ হৃদয়ের বিশুদ্ধতার পক্ষে আবশ্যক বটে, কিন্তু ইহা স্বয়ং হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিতে পারে না। পাপী যতক্ষণ একাকী পড়িয়া পাপের অশান্তি ভোগ করেন ততক্ষণ তাহার মুক্তি নাই—পবিত্রতার আধার যিনি তাঁহার সম্মুখীন না, হইলে শান্তি ও পবিত্রতা লাভ অসম্ভব; অথচ কলঙ্কিত অবস্থায় অনেক সময়ই ইহা নিতান্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি আমাদের চক্ষে যেন সহ্য হয় না তাই হৃদয় অসঙ্কুচিত ভাবে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে না ইহার কারণ নিউম্যান এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:— "ইহার প্রথম এবং প্রধান কারণ হয়ত এই যে, পাপের কিয়দংশ সমর্থন করিতে আমাদের ইচ্ছা থাকে। সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকৃপার আশ্রয় লইতে আমরা প্রস্তুত থাকি না, কথঞ্চিৎ ওজর এবং আত্ম সমর্থন করিবার ইচ্ছা থাকে। আমাদের ইচ্ছা থাকে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিব অথচ নিজের জন্য কিছু স্বাধীন অধিকার রাখিব; পবিত্রতা লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে কিন্তু অনন্ত পবিত্রতার জন্য ব্যাকুলতা থাকে না; যাহাতে ঈশ্বরের বিরাগভাজন না হইতে হয়, শুদ্ধ এরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা থাকে, অথচ তাঁহাকে নিত্য হৃদয় স্বামী রূপে দেখিতে ইচ্ছা থাকে না। তাঁহার সর্ব্বদর্শী চক্ষু যে হৃদয় দর্শন করিতেছে ইহা অনিবার্য্য বলিয়া সহ্য করি, ইহাকে একটী মহৎ অধিকার বলিয়া ইহার প্রার্থী হই না; সুতরাং যখন আত্মদৃষ্টি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ হয়, তখন একদিকে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক মত, অপরদিকে আত্মার এরূপ দুর্দ্দশা লইয়া হৃদয়ে শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে।" কিন্তু অসঙ্কুচিতভাবে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইলে, তাহার নিকট হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিলে সমুদায় অশান্তি দূর হইয়া যায়, তাঁহার প্রবল পবিত্রতা ও শান্তির স্রোত আসিয়া হৃদয়ের অশান্তি ও পাপরাশি বিদূরিত করিয়া দেয়—হৃদয় দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন।" পরমাত্মার সহিত সংস্পর্শ পরমাত্মার পবিত্রতা লাভের একমাত্র উপায়।

অনুতাপের তৃতীয় অবস্থা সম্বন্ধে এখন বলা যাইতেছে:— ইচ্ছাই পাপের মূল; কিন্তু অনুতাপ ও ঈশ্বর সংস্পর্শে ইচ্ছা বিশুদ্ধ হইলেই আত্মা সর্ব্বথা পূর্ণ এবং আনন্দময় হয় না—হৃদয়ের সমুদায় কষ্টের কারণ দূর হয় না। আত্মার দুইটী দিক—ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি (the will and the affections) ইচ্ছা সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অধীন হইলেও প্রবৃত্তি আমাদিগকে নানা কষ্টে ফেলে। আত্মা অভ্যাসদোষে কোন প্রবল প্রবৃত্তির অধীন হইলেতো কথাই নাই—কিন্তু কোন প্রবল প্রবৃত্তির অধীন না হইলেও আমাদের প্রবৃত্তিগত দুর্ব্বলতা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত নানা কষ্টে নিক্ষেপ করে। সর্ব্বদা শান্তসমাহিত হইতে চাই—কিন্তু দেখি অনেক সময়ই, সামান্যং কারণে বাহিরে না হউক ভিতরে উত্তেজিত ও বিরক্ত হইয়া উঠি—; সকলের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিতে ইচ্ছাকরে—দেখি অনেক সময়ই কঠোর হইয়া উঠে। অল্প সুখে সন্তুষ্ট বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দেখি অনেক সময় বিষয়বাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে; বিনীত হইতে ইচ্ছা করে—দেখি—সামান্য প্রশংসাতে হৃদয় স্ফীত হয়, সামান্য অবমাননায় হৃদয় শুষ্ক হয়; গভীর উপাসনায় মগ্ন হইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু হৃদয় অন্য চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া যায়, অথবা শুষ্কতা বশতঃ হৃদয় বিগলিত হয় না।

অনেক সময়ে ইচ্ছা বিশুদ্ধ থাকিলেও এই সমুদায় কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন; কিন্তু এই সমুদায় ইচ্ছা নিরপেক্ষ বলিয়া যে, কষ্টকর এবং অনিষ্টকর নয় তাহা নহে—পবিত্রতা প্রত্যাশী আত্মাতে এই সমুদায় দারুণ কষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে, এই কষ্টই অনুতাপের তৃতীয়াবস্থা। ইহাকেই অনুতাপ বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিতে পারেন কিন্তু ইহার মধ্যে দারুণ হৃদয় দহন অপেক্ষা কোমল মধুর ভাবেরই আধিক্য—; প্রকৃত অনুতাপ—ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে

একবার মাত্র হয়—অথবা একবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু এই দুঃখের ক্রন্দন পবিত্রতা প্রত্যাশীদিগের নিত্য ভোগ্য। সরল ভাবে যিনি নিয়ত ঈশ্বরের চরণ তলে বসিয়া এই দুঃখের ক্রন্দন করিতে পারেন, এবং কাতর ভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন, তিনি পবিত্রতার অক্ষয় শ্রীচরণ লাভ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

সাধু জনের উপদেশ।

"দুইটী পক্ষের দ্বারা মানব" পার্থিব বিষয় হইতে উত্থিত হয়, সরলতা ও বিশুদ্ধতা। অভিসন্ধিতে সরলতা চাই, প্রবৃত্তিতে বিশুদ্ধতা চাই। সরলতা আমাদিগকে ঈশ্বর সম্মুখীন করে, পবিত্রতা তাঁহাকে দেখিতে ও উপভোগ করিতে সমর্থ করে।

যদি তুমি কোন বিষয়ে আসক্ত না হও, কোন সাধুকার্য্য তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না।

প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হওয়া ভিন্ন এবং তোমার প্রতিবেশির উপকার করা ভিন্ন আর কিছু যদি তোমার অভিসন্ধির মধ্যে না থাকে, তাহা হইলেই তুমি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

যদি তোমার হৃদয় সরল হয়, এবং যদি সত্য পক্ষকেই আশ্রয় কর, তাহা হইলে সকল জীব তোমার পক্ষে জীবন্ত দর্পণ ও গভীর জ্ঞানের শাস্ত্রের ন্যায় হইবে।

যদি তোমার অন্তর সাধুভাব পূর্ণ ও আসক্তি রহিত হয়, হইলেই তুমি আমার সমুদায় বিষয় সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিবে

আসক্তি বিহীন ও পবিত্র মন স্বর্গ মর্ত্তকে ভেদ করিতে পারে।

যাহার অন্তর যেরূপ সে সেইরূপ চক্ষে জগৎকে দেখে ও বিচার করে

জগতে যদি কোন আনন্দ থাকে, পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিই তাহা ভোগ করিয়া থাকেন।

দুঃখ এবং যন্ত্রণা যদি থাকে, যে ব্যক্তির অন্তরাত্মা কলঙ্কিত, সেই ব্যক্তিই তাহা ভোগ করিয়া থাকে।

অগ্নিতে দিলে যেমন লৌহের ময়লা ঘুচিয়া লৌহ অগ্নিময় হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত পরমেশ্বরকে চায়, সে ব্যক্তির সমুদায় জড়তা দূর হইয়া সে নবজীবন লাভ করে।"

পূর্ব্বোক্ত সদুপদেশগুলির বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। ইহা উক্ত হইয়াছে যে, নিকৃষ্ট পার্থিব বিষয় হইতে চিত্তকে উদ্ধার করিবার দুইটী উপায় সরলতা ও পবিত্রতা। এটী একটী মহাসত্য। সেই ব্যক্তিরই আত্মা স্বাধীন, তিনিই অবাধে আত্মার উন্নতি লাভ করিতে পারেন, যাঁহার অভিসন্ধি সরল; অর্থাৎ যাঁহার বাসনার মধ্যে একটী ভিন্ন দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই; যিনি সোজা পথে সেই দিকেই যাইতেছেন। সে লক্ষ্য কি? না পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হওয়া। অর্থাৎ অন্তরে যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, বিবেক দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করি, সম্পূর্ণ রূপে তাহার অনুগত হওয়া এবং জীবনকে সত্যের জন্য উৎসর্গ করা। এইরূপে সত্যকে যাঁহারা আত্মার অন্নপান এবং আত্মার ক্রীড়া ভূমি করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বাধীন? তাঁহারাই গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সকল আলোচনা করিবার উপযুক্ত, তাঁহারাই ঈশ্বর ও মানবাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাঁহারাই পরিষ্কার রূপে মানব জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য সকল দেখিতে পান এবং অবাধে তাহার অনুসরণ করিতে পারেন।

পার্থিব বিষয়ের গোলমাল, পার্থিব ক্ষতি লাভের হর্ষ বিষাদ এরূপ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। যখন সকল লোক সংশয়, আশঙ্কা, শত্রুতা, বিরোধ প্রভৃতি কুজ্ঝটিকার মধ্যে বাস করে, তখন এরূপ ব্যক্তি নির্ম্মল সত্যসূর্য্যের আলোকের মধ্যে বাস করিতে থাকেন। লোকের প্রতিকূলতা, প্রতিপক্ষগণের নির্যাতন, সাংসারিক প্রতিকূল ঘটনাবলীর কশাঘাত দ্বারা আত্মার গূঢ় শান্তি হরণ করিতে পারে না। এই জন্যই কথিত হইয়াছে, জগতে যদি সুখ থাকে এরূপ ব্যক্তিরা সে সুখের অধিকারী।

এরূপ ব্যক্তি কাহারও সহিত বৈরভাবে থাকে না। তাঁহার শত্রু ও বিরোধী অনেকে হয় কিন্তু তিনি শত্রুতাদ্বারা উত্তেজিত হন না, হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করে না, কারণ তাঁহার দৃষ্টি সত্যের উপরে, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে, তিনি যদি কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহা বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য, বা অমঙ্গল উৎপাদন করিবার জন্য নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইবার জন্য, ঈশ্বর প্রদত্ত সত্যালোকের অধীন হইবার জন্য। কারণ যদি কেহ বিদ্বেষ পরায়ণ হন, যদি কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হন, যদি কেহ প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হন, যদি কেহ নির্যাতন করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের সত্যের প্রতি অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা অনুভব করেন লোকে ভ্রম বশতঃই সত্য দর্শনে অসমর্থ। সত্যের সেবকদিগকে এরূপ ক্লেশ পাইতে হয়। সুতরাং তাঁহারা অম্লানবদনে সেই সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া সত্যের সাক্ষী হইয়া থাকেন। বিদ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না।

এরূপ ব্যক্তির জীবনে বৈরাগ্য স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়। পার্থিব সুখ সম্পদের প্রতি ইঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। সে সমুদায় উপলক্ষ মাত্র হইয়া যায়। কি খাইব কি পরিব, এ চিন্তা অপেক্ষা কিরূপে হৃদয় নিহিত আলোকের অধীন হইব এই চিন্তাই তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। ইন্দ্রিয় সুখ বা সংসারের বিভব এ সকল অতি নিকৃষ্ট বোধে তাঁহারা উপেক্ষা করেন। এ সকলে তাঁহাদের চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেনা। তাঁহারা সত্যের নেশাতে আচ্ছন্ন থাকেন, সেই চিন্তাই সর্ব্বদা হৃদয়কে অধিকার

করিয়া থাকে, অন্য সকল ক্ষুদ্র চিন্তা হৃদয়ে বসিবার স্থান না পাইয়া হৃদয় হইতে বাহির হইয়া যায়। বিষয় সুখে অনাস্থা আত্মার সুখে আস্থা এই তাঁহাদের মনের স্বভাব হয়।

এই সত্যের নেশাতে আমরা যে পরিমাণে পড়ি সেই পরিমাণে আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করি, সেই পরিমাণে পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবার উপযুক্ত হই। এই সত্যজলে আত্মা ধৌত হইলে আমাদের সকল ময়লা ক্ষালিত হইয়া যায়, এই সত্যাগ্নিতে দগ্ধ হইলেই আমাদের সমুদায় নীচ বাসনা ভস্ম হইয়া যায়। সরলতা ও বিশুদ্ধতার এই দুইটী কথা হৃদয়ে মুদ্রিত কর, এই দুইটীকে সাধন কর, এই দুইটীকে অবলম্বন কর। ইহারই মুক্তির গূঢ় মন্ত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম জন্মোৎসব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চমজন্মোৎসব সন্নিকট। আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করিবে, পাঁচ বৎসর ত দীর্ঘকাল নয়। আমরা সে দিন যেন চক্ষের উপর দেখিতেছি, যে দিন ভয়ানক বিবাদ কলহের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিল। তখন ইহার বিপক্ষগণ কত কি বলিতে লাগিলেন। ইহার প্রতি যাহাতে ব্রাহ্মদিগের অনাস্থা জন্মে, যাহাতে লোকে ঘৃণা করে, ইহারদিকে যাহাতে লোকে আকৃষ্ট না হয়, সে জন্য চেষ্টা করা হইল। বলিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কালে ভারতসভার ন্যায় একটী রাজনৈতিক সভা হইবে, কেহ বলিলেন ইহারা ধর্ম্ম চায়না কেবল সমাজ সংস্কারই ইহাদের লক্ষ্য; বলিলেন ইহারা আবার ধর্ম্মজগতে করিবে কি? ইহাদের বলিবার বা কি আছে? কেহ বলিলেন ইহাদের প্রেম নাই, ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সুতরাং ইহাদের সমাজ কয় দিন টিকিবে? যে কয়দিন অর্থ আছে ও বিদ্বেষ আছে সেই কয়দিন ইহারা নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবে, তৎপরে বৃক্ষের শুষ্কপত্রের ন্যায় ইহাদের সমুদয় আয়োজন খসিয়া পড়িবে ও ইহারা আবার আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যাইবে। কেহ কেহ ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকিলেন না। ইহার নেতা ও অগ্রণী ব্যক্তিদিগকে লোকের চক্ষে ঘৃণিত ও অপদার্থ লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক কল্পিত কুৎসা-প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সকল সংশয়, আশঙ্কা ও প্রতিকূলতার মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্ম গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্যে উদ্যোগী ছিলেন তাঁহারা তখন জানিতেন না, এবং এখনও জানে না, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে;—এসমাজের দ্বারা কি পরিমাণে জগদীশ্বরের সত্য রাজ্য বিস্তারের পক্ষে ও তাঁহার নাম প্রচারের পক্ষে সাহায্য হইবে। তাঁহারা এই মাত্র জানিতেন ও এখনও সেই বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়া আছেন, যে ঈশ্বরের উপরে একান্ত মনে নির্ভর করিয়া যথা জ্ঞান, যথা সাধ্য তাঁহার নির্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাই, ফলাফল তাঁহার হস্তে। এই ভাবে কার্য্য করিয়া ফল কি হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা এই পাঁচ বৎসরে প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা এখন দেখিতেছি, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে ধর্ম্ম জগতে কিছু করিবার আছে তাহা এখন সকলেই অনুভব করিতেছেন। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল হিতৈষীর চক্ষু ইহার উপরে পতিত হইয়াছে। ইহা রাজনৈতিক সভার ন্যায় একটী সভা হইবে বা সমাজ সংস্করণ ইহার প্রধান লক্ষ্য হইবে, একথা এখন আর কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না; কারণ তাঁহারা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছেন যে, ইহার গতি সে দিকে নয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি কি উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং আর তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি ইহার যে কয়েকটী শুভ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে ইহার কি কি অভাব আছে কিয়ৎ পরিমাণে তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

কিছুদিন হইতে একটী শুভ চিহ্ন এই দেখা যাইতেছে যে, ইহার সভ্যদিগের মধ্যে একত্র হইয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি বৰ্দ্ধিত হইতেছে। প্রথম কয়েক বৎসর দেখা গিয়াছিল যে মতভেদ নিবন্ধন আমাদের সভা সকলে বাকবিতণ্ডাতে অনেক সময় নষ্ট হইত। একটী একটী সামান্য প্রশ্নে ঘোরতর কলহ উঠিত; সহজে বিবাদের মীমাংসা হয়, সুন্দররূপে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সময় বৃথা নষ্ট না হয়, প্রীতি ও সদ্ভাবে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এ সকল ভাবের বড় অভাব ছিল। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও প্রীতি না থাকাতে, সামান্য মতভেদ নিবন্ধন অনেক সময় হৃদয়ভেদও হইত। আমরা তখন মনে করিতাম যে, পরস্পরকে না জানার জন্যই এত প্রভেদ। কিন্তু দীর্ঘকাল একত্র কাজ করিতে করিতে এবং ধর্ম্মভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস জন্মিবে। এই পাঁচ বৎসর কালের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের সে আশা অমূলক হয় নাই। জগদীশ্বরের কৃপায় সভ্যগণের ধর্ম্মভাব যে পরিমাণে বাড়িতেছে ও তাঁহারা যে পরিমাণে কার্য্য করিতেছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ও আত্মীয়তা বৰ্দ্ধিত হইতেছে। এখন তাঁহাদের অনেকে একত্র কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র, পরস্পরের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা উৎসুক। আমরা এই শুভ ফলের জন্য পরমেশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করি।

দ্বিতীয় শুভচিহ্ন এই রূপ হইতেছে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের সমাজের জন্য খাটিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া অনেক গুলি লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। গত দুই বৎসরের মধ্যে ৮।১০ জন লোক এইরূপ সংকল্প জানাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই সমাজের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া যথাসাধ্য ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন

অন্যান্য সভাদিগের মধ্যেও প্রচার করিবার ইচ্ছা প্রবল দেখা যাইতেছে। যুবক ছাত্রগণ তাঁহাদের ছাত্র সমাজের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য মনোযোগী হইয়াছেন; ছাত্রোপাসক সম্মিলনী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের উপাসনা সঙ্গত প্রভৃতি রীতি মত চালাইতেছেন, এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মবন্ধু নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ভার যাহারা লইয়াছেন, তাঁহারা সে কার্য্য নিয়ম পূর্ব্বক চালাইতেছেন, এবং মহিলারাও উৎসাহের সহিত তাহাদের ভগিনীগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এখন দেখিতেছি কাজ করিতে অনেকে উৎসুক। ইহাঁদের সাহায্যে ও চেষ্টাতে যতগুলি কার্য্য চলিতেছে তাহাও আনন্দের বিষয়। প্রধানতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগেরই যত্নে এক খানি সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজ, দুই খানি পাক্ষিক বাঙ্গালা পত্রিকা বালকবালিকাদিগের জন্য এক খানি মাসিক পত্রিকা, এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য এক খানি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

আধ্যাত্মিক বিষয়েও কোন কোন শুভ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, কিসে ধর্ম্মভাব বাড়ে? কিসে ভক্তি লাভ করিয়া সুখী হই? কিসে শুষ্কতা যায়? কিসে পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইতে পারি? এই সকল আকাঙ্ক্ষা অনেকের মনে অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকে এ বিষয়ে আচার্য্য ও প্রচারকদিগের সাহায্য ও পরামর্শ চাহিতেছেন।

এই সকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? কে না মুক্তকণ্ঠে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিবেন? কারণ আমরা যাহা কিছু লাভ করিতেছি সইলই তাঁহারই কৃপাতে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শুভচিহ্নগুলি দেখিয়া একদিকে যেমন আনন্দিত হইবার কথা অপরদিকে এখনও আমাদের যে সকল অভাব আছে, তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, জগদীশ্বর কৃপা করিয়া যে অল্প শুভ ফল বিধান করিতেছেন সে জন্য যেন আমরা অহঙ্কৃত না হই। আমাদের যে ত্রুটী এবং দুর্ব্বলতা এখনও রহিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিয়া যেন তাহা পরিহার করিবার চেষ্টা করিতে পারি, আমাদের অভাব কি, তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ আমরা এখনও পরমেশ্বরের কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত হই নাই। তাঁহার চরণে দেহ, মন, ধন, মান, প্রাণ, বিক্রয় করিয়া এক হৃদয় হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে প্রকার ভাবটী হয়, এখনও সে প্রকার ভাব আমরা প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের এখনও এরূপ বল দেখিতেছি না সম্পূর্ণ রূপে সকল প্রকার আসক্তি ও বাসনাশূন্য করিয়া তাহার সেবাতে আমাদিগকে নিমগ্ন করিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত ইহার পথে প্রতিবন্ধক সকল যেরূপ গুরুতর, এরূপ জলন্ত বিশ্বাস ও একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিতে না পারিলে আমরা প্রকৃতভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের প্রচারকগণ যে পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবেন, যে পরিমাণে পরস্পরের সহিত এক প্রাণে বদ্ধ হইতে পারিবেন, যে পরিমাণে তাঁহার কার্য্যকেই জীবনের অবলম্বন করিতে পারিবেন সেই পরিমাণে এই অভাবটী দূর হইবে।

দ্বিতীয় একটী অভাব এই যে, আমাদের অনেক কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা রহিয়াছে। এখনও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতেছে না। আচার্য্য ও উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে আরও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সভ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা যাহাতে আরও বর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার আরও সদুপায় সকল যাহাতে অবলম্বিত হয়, ধর্ম্মশিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার সদুপায় সকল যাহাতে নির্দ্ধারিত হয়, এমন সকল প্রণালী এখনও অবলম্বিত হয় নাই। এই কারণে সমাজের মধ্যে এখনও অনেক বিচ্ছিন্ন ভাব রহিয়াছে। কলিকাতার সমাজের সহিত মফস্বলের সমাজ সকলের যোগ গাঢ় হইতেছে না, আচার্য্যগণ উপাসক মণ্ডলীর মনের ভাব জানিতে পারিতেছেন না, ধর্ম্ম শিক্ষার্থীগণ সাহায্য করিবার লোকের অভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, অনেক সময়ে সাহায্য না পাইয়া হয়ত নিরাশ হইয়া যাইতেছেন। এই প্রকার অবস্থা থাকিলে আমাদের দ্বারা সুচারুরূপে ধর্ম্ম প্রচার হইবে না। এই অভাব গুলি সত্বর দূর করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ মানবের ধর্ম্ম জীবনের সাহায্যার্থ যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এখনও তাহা ভাল রূপে অবলম্বন করেন নাই। অধিক কি, এমন এক খানিও গ্রন্থ এই পাঁচ বৎসরে আমরা প্রকাশ করি নাই, যাহা হস্তে দিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে বলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনের নিয়ম কি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল কি প্রকার, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর লোকে সহজে পাইতে পারে। ধর্ম্ম সমাজ মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা এমন সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যাহা পাঠ করিলে লোকের ভক্তির সাহায্য হয়; যাহা পাঠ করিয়া লোকে হৃদয় মনকে উন্নত করিতে পারে, স্বার্থনাশের উপদেশ পাইতে পারে, প্রার্থনাশীল হইতে পারে, এবং জীবনের কর্ত্তব্য পথ সকল সুন্দর রূপে দেখিতে পায়। এতদর্থ বিগত জন্মোৎসবের সময় কয়েকটী সভা হইয়া অনেক গুলি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল এবং অনেক প্রকার গ্রন্থের উল্লেখ হইয়াছিল। তাহার অল্পই বিগত বর্ষে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আগামী বর্ষে যাহাতে আমরা এই অভাবটী দূর করিতে পারি, সে জন্য সকল সভ্যেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। একটী কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লোকের আধ্যাত্মিক অভাব দূর করিতে সমর্থ না হন, যদি লোকের ধর্ম্মভাবের সাহায্য করিতে না পারেন, যদি সাধনেচ্ছুদিগের বন্ধু হইয়া পথ দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে আর বড় অধিক দিন ধর্ম্ম জগতে ইহার প্রতিষ্ঠা থাকিবে না; তাহা হইলে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

আমাদের এই পঞ্চম জন্মোৎসবের পূর্ব্বে আমাদের এই

সকল বিষয় অনুধাবন করা উচিত। আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে কার্য্য করিতে করিতে বার বার পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িব, বার বার আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ের বাসনা ও অধ্যবসায় শিথিল হইয়া যাইবে, কিন্তু বার বার আমাদিগকে সেই জড়তা ও অবসন্নতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই যে উৎসব সমাগত হইতেছে, ইহা আমাদের জড়তা দূর করিবার একটী বিশেষ সময়। আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও হিতৈষী সকলকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এই সময় কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরের কৃপার শরণাপন্ন হউন। যিনি সমাজকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সত্য রাজ্য বিস্তারের সদুপায় করিয়াছেন তাঁহার শরণাপন্ন হউন। তাঁহার কৃপাতে সকল অভাব দূর হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন হস্তে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্ত যদিও দুর্ব্বল, তথাপি পরমেশ্বর তাঁহার কৃপাগুণে এক্ষণে অনেক মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও আপনাদিগের সদ্ভাব ও সহকারিতা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর বর্ষিত হউক, তাঁহাদের কার্য্যক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল সাধন করুক।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ১১ই ফেব্রুয়ারি হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং গত তিন মাসের অর্দ্ধেক সময়ে ভূতপূর্ব্ব কমিটি ও অপরার্দ্ধ সময়ে বর্ত্তমান কমিটি কার্য্য করিয়াছেন। বৎসরের প্রথমে মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

৭ই মাঘ শুক্রবার ব্রাহ্মদিগের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হয়।

৮ই মাঘ শনিবার প্রাতে উপাসনা হয়। রাত্রিতে উৎসবের উদ্বোধন হয়।

৯ই মাঘ রবিবার প্রাতে ছাত্রোপাসক সম্মিলনী সভার উৎসব। অপরাহ্ণ তিনটার সময় নগর সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা হয়।

১০ই মাঘ সোমবার প্রাতে মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব এবং ৪৫ নং বেনেটোলালেনে উপাসনা হয়, অপরাহ্নে বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব হয়। রাত্রিতে ছাত্রসমাজের উৎসব।

১১ই মাঘ মঙ্গলবার সমস্তদিন মাঘোৎসব। ১২ই মাঘ প্রাতে মিডিকেল ইনষ্টিটিউসনের উৎসব। অপরাহ্নে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সম্মিলন। ১৩ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা ও অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন। ১৪ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা অপরাহ্নে সঙ্গত সভার বার্ষিক উৎসব। ১৫ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশন। ১৬ই মাঘ রবিবার বালিগঞ্জ উদ্যানে উপাসনা সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হইল। উৎসবে ঈশ্বরের অপার কৃপা সম্ভোগ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি জগদীশ্বর উৎসবের ফল আমাদের জীবনে স্থায়ী করুন।

ঈশ্বরের কৃপা যখন মানবাত্মা অধিকার করিয়া বসে তখন মানব আপনার স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বর চরণে আপনাকে সমর্পণ করিয়া থাকে। ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ৩১শে জানুয়ারী বাবু * * * সম্পাদককে এক পত্র লিখিয়া অবগত করেন যে তিনি প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন। তাঁহার নিজের ৩২৫ টাকা প্রচার কার্য্যের জন্য দান করেন এবং ভবিষ্যতে যখন যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের হইবে। ১৯শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাবু * * * এর দুই পত্র হস্তগত হয়। তিনি তদ্দ্বারা ২২০০শত টাকা ও স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের ভার ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং ঈশ্বরের নাম দেশ বিদেশে প্রচার করিতে বহির্গত হইয়াছেন।

এই প্রকার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখিলেই লোকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিবে। যে সমাজে আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত বিরল সে সমাজ কখনও কার্য্যক্ষম হইতে পারে না।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিবিধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটী কমিটী স্থাপন করিয়াছেন।

১। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার কমিটি। এই কমিটির সভ্যগণ উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বরাহনগর ও কুমারখালীর শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েকজন বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন।

২। কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে কার্য্য করিবার জন্য কমিটি।

৩। কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শন কমিটি।

৪। কলিকাতায় প্রচার কমিটি।

৫। প্রচার কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ কমিটি।

৬। মন্দিরের ঋণ পরিশোধার্থ কমিটি।

৭। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ কমিটি এই কমিটি হইতে শীঘ্রই একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। এবং আশা করা যায় প্রতিমাসে সম্ভবতঃ একখানি বাহির হইবে। মফস্বলের

বন্ধুগণ বিক্রয়ের সহায়তা করিলে এ কার্য্যে সফলতা লাভ করা যাইতে পারে।

নিরাশ্রয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম পরিবারের সাহায্যার্থ ধনসংস্থান—বিগত মাঘোৎসবের সময় মানিকদহের জমিদার বাবু বিপিন বিহারী রায় এই ফণ্ডের সাহায্যার্থ এককালীন ৫০০ শত ও প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। জিয়াগঞ্জ নিবাসী বাবু ধানসিংহ বয়েদ এই ফণ্ডে ৭৲ টাকা দান করিয়াছেন। সংসারে যাঁহারা আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহাদিগের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অনেক ব্রাহ্মেরই সংসারে বাস করিতে হয়। তাঁহাদের মৃত্যু বা বিপন্নাবস্থা হইলে পরিবারের যে অনেক স্থলে শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহা দূর করিতে কোন্ ব্রাহ্ম অগ্রসর না হইবেন। আমরা আশা করি-ব্রাহ্মগণ এ গুরুতর বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না।

উপাসনালয়—এখনও উপাসনালয়ের ৩৯২৮, ঋণ রহিয়াছে প্রতিমাসে তজ্জন্য ৩২, টাকা সুদ দিতে হইতেছে। ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত চেষ্টা না করিলে এ ঋণ সহজে পরিশোধ হইবার উপায় নাই। ব্রাহ্মসমাজের এক জন হিতৈষী ৩০০০ টাকা শতকরা ॥০ আনা সুদে দিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে মাসে ১৫, টাকা সুদ লাগিবে।

প্রচারকদিগের বাসগৃহ—এই গৃহের চতুঃপার্শ্বের প্রাচীর হইয়া কড়ি উঠিয়াছে এ পর্য্যন্ত ছাদ হয় নাই। শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ হইলে গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হইতে পারে।

পুস্তকালয়—গত তিন মাসে পূর্ব্ব স্থিত সমেত ইহার আয় ২৯, ও ব্যয় ৩০৷৴১৫। সম্প্রতি কয়েকখানা নূতন পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী গত তিন মাসে ইহার আয় ২২১৮৶১০ ব্যয় ১৮৩৲। ইহার গ্রাহক সংখ্যা ৬৮৮। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য।

পুস্তক প্রচার—বিগত তিন মাসে সমাজ হইতে গৃহধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত আকারে, ব্রহ্মসঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৮৩ সনের ব্রাহ্মপঞ্জিকা ও গত বর্ষের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারকদিগের জন্য আহ্বান পত্র আসিয়াছিল—শিবপুর, সা-পুর, হরিনাভি, বাঁশবেড়ে, কোন্নগর, কৃষ্ণনগর, বরাহনগর, দ্বারভাঙ্গা, মেদিনীপুর, জামালপুর, মুরশিদাবাদ, রামপুর হাট, শিরাজগঞ্জ, হাজারিবাগ, সৈদপুর, বানারস, গাজিপুর, বৰ্দ্ধমান, শান্তিপুর, বসা, কাঁথি, জলপাইগুড়ি।

প্রচার কার্য্য—মাঘোৎসবের অব্যবহিত পরেই পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শান্তিপুর গমন করেন তথা হইতে কলিকাতা ও বর্দ্ধমান হইয়া রামপুরহাট গমন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর যে প্রকার ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে দীর্ঘকাল তাঁহার বিশ্রাম করা নিতান্ত প্রয়োজন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি ‘পঞ্জাব নারী সমাজ” নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে প্রতি সপ্তাহে ৩০।৩২টি মহিলা উপস্থিত থাকেন। সভাতে সংক্ষেপ উপাসনা ও খ্যাতনামা মহিলাদিগের জীবন অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি “শিশু সভা” নামে বালকদিগের জন্য আর একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন ১০।১৫ জন বালক প্রতি সপ্তাহে উপস্থিত হয়। এই সভায় সঙ্গীত, প্রার্থনা ও নীতিপূর্ণ গল্প অবলম্বনে উপদেশ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গত সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার কার্য্য করিয়াছেন। “মানবীয় কার্য্যের দুই কেন্দ্র,” “মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব,” “ভারতবর্ষ জিজ্ঞাসা করে, কে আমার পরিত্রাতা ?” “আমার জীবনের কার্য্য” এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শেষ বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি হিন্দি ভাষায় “আদর্শ ব্রাহ্ম” নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহার উর্দ্দু ও ইংরাজী অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। “ধর্ম্ম জীবন” নামে একখানা মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। জানুয়ারী মাসে তিনি মিরাটনগরে গমন করিয়া দুই সপ্তাহ অবস্থিতি করেন। তথায় উপাসনা, উপদেশ ও প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান এবং স্থানীয় লোকের গৃহে গমন করিয়া আলাপ করেন। তথা হইতে দিল্লী গমন করেন কিন্তু পীড়িত হইয়া লাহোর ফিরিয়া যান। এবং সমস্ত ফেব্রুয়ারি মাস পীড়িতাবস্থায় যাপন করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ঢাকা, হুগলি, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সৈয়দপুর, নেনকামারি, দবোয়ানি, বীরগঞ্জ, গোপালপুর, রংপুর, মাহিগঞ্জ, কাকিনিয়া, কুড়িগ্রাম, ধুবড়ি গমন করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার এমন একটি দিন গত হয় নাই, যে দিন প্রকাশ্য পারিবারিক উপাসনা আলোচনা ও বক্তৃতা না হইয়াছে। তিনি নিম্ন লিখিত বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন ;—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান চিন্তা প্রকৃত জীবন, প্রকৃতি, নীতি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, সময় ও জীবন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন এবং এপ্রকার স্থানে গমন করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে সে সকল স্থানে কখনও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কথা উঠে নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা উপাসনালয়ে আচার্য্যের কার্য্য, ছাত্রসমাজে উপদেষ্টার কার্য্য ও থিওলজিকাল ইনষ্টিটিউসনে অন্যতম বক্তার কার্য্য ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন করেন। এতদ্ব্যতীত শিবপুর, কোন্নগর, বরাহনগর, দ্বারভাঙ্গা, বানারস, মতিহারী, শান্তিপুর ধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জামালপুর, মুঙ্গের, মেদিনীপুর ও রামপুর হাট গমন ও কোন্নগর সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি সভ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করি-

য়াছেন। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বর্দ্ধমান, বড়বেলুন হইতে পদব্রজে গমন করিয়া বর্দ্ধমান ও বীরভূমের অনেক গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় এবং আরও কোন কোন সভ্য প্রতি সপ্তাহে বরাহনগর গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় উত্তর বাঙ্গালার নানা স্থানে গমন করিয়া উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্যে রত হইয়াছেন।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কালীঘাট, সা-পুর, বরিশা ও কুমারখালী গমন করিয়া মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

ছাত্রসমাজ ও ছাত্রোপাসক সম্মিলনী সভার সভ্যগণও কলিকাতার মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিতেছেন।

ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্টারের অনুপস্থিতে অনেক সময় নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু দোকড়ি ঘোষ বাবু ভুবন মোহন দাসকে কলিকাতা ও ২৪ পরগনার বিবাহ রেজিষ্টার নিযুক্ত করিবার জন্য আবেদন করা স্থির হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে পাশ পাওয়ার জন্য আবেদন করা স্থির হইয়াছে এবং তাহার চেষ্টা হইতেছে।

গত তিন মাসে ২৩ জন নূতন সভ্য হইয়াছেন।

গত তিন মাসে মোট আয় ১০৭৭।১০ ও মোট ব্যয় ৬৮৮।/১৫। এবং সমাজ স্থাপন হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত সমাজের মোট দেনা প্রায় ৭১৭।/৫। এতদ্ব্যতীত অপরের পুস্তক হিসাবে দেনা আছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় যান। উৎসবান্তে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন রংপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় যান উৎসবান্তে তিনি ঢাকা গিয়াছেন, উৎসবের বিবরণ প্রেরিত পত্রে প্রকাশিত। রামকুমার বাবুর সঙ্গে বিষ্ণু বাবু ছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সিঁতি উত্তরপাড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ৯ই শনিবার নগর কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বিএ 'ধর্ম্মসাধন, বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। সে দিন রাত্রিতে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। পর দিন সমস্ত দিন উৎসব হয়।

আমাদের পরলোক গত বন্ধু বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী চণ্ডীময়ী ঘোষ তাঁহার মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজবাসী আমাদের পরমবন্ধু পরমোৎসাহী শ্রীযুক্ত বুচিয়া পাণ্টালু এখানে আসিয়াছেন, এবং আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি সিংহলবাসী শ্রীযুত তাম্বী স্বামী পিলা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার শিক্ষার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছেন।

প্রেরিত।

গত ২রা ৩রা ৪ঠা বৈশাখ তিনদিবস নিম্নলিখিত প্রণালীতে রংপুর ব্রাহ্মসমাজের ১ম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২রা বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "প্রেমের জয়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন, বক্তৃতা শ্রবণ মানসে অনেক ভদ্র লোক ও স্কুলের ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার পর উৎসবের উদ্বোধন হয়, বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৩রা বৈশাখ—রবিবার প্রাতে ৩।৪টি সঙ্গীতের পর উপাসনা আরম্ভ হইল, অনুমান বেলা ৯ ঘটিকার সময় উপাসনা শেষ হয়; এই সময়ের উপাসনাতে অনেকের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল কোন কোন ভক্ত হিন্দুকেও উপাসনাতে যোগদিতে দেখা গিয়াছে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

উপাসনান্তে নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ এবং স্থানীয় সমাজের অধিকাংশ সভ্য শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের ভবনে প্রকাশ্যে একত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় আবার ভ্রাতৃ ভগ্নীগণ মন্দিরে সমবেত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখান হইতে কয়েকটি শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন তৎপর স্থানীয় সমাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস মহাশয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৪ঠা বৈশাখ সোমবার বাৎসরিক সভার অধিবেশন হওয়ার কথাছিল বিশেষ ব্যস্ততা নিবন্ধন সভাটি স্থগিত হইল বলিয়া স্থানীয় সমাজের সভ্যগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন আগামী ১০ বৈশাখ এই সভার অধিবেশন হইবে।

উৎসবে যোগদান করিবার জন্য দার্জ্জিলিং, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ী, দেবীগঞ্জ, সৈদপুর, সদ্যাপুষ্করিণী, কাকিনীয়া, কুড়িগ্রাম, এবং ধুবড়ি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সদ্যা পুষ্করিণীস্থ বন্ধুগণ সপরিবারে, এবং সৈদপুরস্থ অনেক বন্ধু ও কাকিনা হইতে একটী বন্ধু এবং

কুরিগ্রামস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয় উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আমাদিগকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন।

৪ ঠা বৈশাখ সোমবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার পর ভিক্ষার্থীগণ সমবেত হইলে পর শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মধুর সরল বচনে তাঁহাদিগকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন।

আগামী ২০এ বৈশাখ বুধবার শ্যামবাজার ব্রাহ্ম সমাজের বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় নন্দন বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

বিগত ২০এ ও ২১এ ফাল্গুন শনিবার দিবসদ্বয় বসা পাগলা ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই এখানে সমাগত হইয়াছিলেন।

কার্য্যপ্রণালী ও আনুমানিক সময়।

শনিবার—অপরাহ্ণে ৪॥০ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন রাত্রি ৬॥০ হইতে উপাসনা। (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী)

রবিবার—প্রাতে ৬টা হইতে ৭॥ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। ৭॥০ হইতে উপাসনা। (শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত)

মধ্যাহ্নে ২॥০ হইতে ৩॥০ শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা। (বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত)

অপরাহ্ণে ৩॥০ হইতে ৬॥০ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন রাত্রি ৭টা হইতে উপাসনা। (স্থানীয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক উপাসনা কার্য্য সমাপ্ত।

উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ভবানীপুর, খিদিরপুর, চেতলা, সাপুর, রাজপুর, বেহালা, ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ঢাকাস্থ জগন্নাথ স্কুল গৃহে ছাত্র সমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অভ্যর্থনা করেন; তাঁহার নিকট হইতে ইউরোপীয়দের ধর্ম্ম ও নীতি পরিজ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশেই সভা আহূত হয়। ছাত্র সমাজের সভাপতি ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন; পরে সমাজের নিয়মানুসারে উপাসনা ও সঙ্গীত হইলে পর, ছাত্র সমাজের এক জন উৎসাহী সভ্য বাবু রজনীনাথ নন্দী, ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য, কার্য্য, ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্য জীবনের ধর্ম্মভাব, নীতি পরায়ণতা এবং ধর্ম্মানুরাগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতা বিশুদ্ধ সময়োচিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও মানব চরিত্র সম্বন্ধে হইয়াছিল। জর্ম্মেনি হইতে প্রথম আরম্ভ করেন, জর্ম্মেনির ছাত্রগণ গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকে, মাতা ও গৃহস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের ধর্ম্ম ভাবই ছাত্রদিগের ভাবী-ধর্ম্ম-জীবন গঠন করিবার প্রধান সহায়, জর্ম্মাণগণ গোঁড়া খৃষ্টান নহে, ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি আছে, ধর্ম্মভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা কিরূপ ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায় নিহিলিষ্টগণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণ ধর্ম্মবিহিনতা; এইরূপ অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক জীবনের বিষয় বর্ণনা করেন। বর্ত্তমান ছাত্রদের হস্তে দেশের অনেক গুরুতর ভার অর্পিত, তিনি প্রথম হইতেই যদি ধর্ম্মনীতি, ও বিজ্ঞান আলোচনা না করেন তবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন। তৎপর ডাক্তার রায় নিশি বাবুর গুণ অনুকরণ করিবার জন্য উপদেশ দেন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে ধর্ম্ম ও নীতি বলে বলীয়ান হইতে হইবে এবং কার্য্যের দৃঢ়তা শিক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার উপদেশ গুলি হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশে ছাত্র সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রত্যেক শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়; পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সর্ব্বদা সমাজে উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিতেন, তাঁহার স্থানান্তরিত হওয়ার পর ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ বি, এ, বাবু জগদ্বন্ধু নাগ এম, এ উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আগামী ১৯এ বৈশাখ ছাত্র সমাজের বার্ষিক উৎসব হইবে।

কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ—১লা বৈশাখ প্রাতে উপাসনা হয়, উপাসনা এত মধুর হয়েছিল যে আমার উৎকট শিরঃপীড়া থাকাতেও আমি ৪।৫ ঘণ্টার জন্যে সকল ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছিলাম; জীবনে নূতন ভাব পাইয়াছিলাম।

সায়ংকালে উপাসনাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে দিন সমস্ত দিবস ধরিয়া ধর্ম্মালোচনা হইবার কথা হয় কিন্তু কাহারো পীড়া কাহারো অন্যান্য বিশেষ অসুবিধা থাকাতে তাহা ঘটিল না। সন্ধ্যা হইতে না হইতে সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করা গিয়াছিল।

২রা বৈশাখ বিশেষ কোন ঘটনায় প্রাতে আর উপাসনা হয় নাই সন্ধ্যার পর স্কুলগৃহে "ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও উপাসনার আবশ্যকতা" বিষয়ে বক্তৃতা হয় তাহাতে অত্রস্থ শিক্ষিত মণ্ডলী সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

৩রা বৈশাখ অপরাহ্ণে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া অত্রস্থ বাজার পর্য্যন্ত যায় বাজারে সাধারণ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া "প্রকৃত সুখ কোথা" এবিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কিছু বলা হয়, পরে সেখান হইতে আসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হয়।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নং ২১০।৩ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১৬ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ৩য় সংখ্যা।	১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫৫।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে জগদীশ্বর! লোকে যদি বলে আমরা মুখে তোমার উপাসক কিন্তু কার্য্যে তোমাকে দূরে রাখিয়াছি, তাহাত মিথ্যা নয়। আমরা স্বীয় স্বীয় জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে আমরা তোমাকে বিস্মৃত হইয়াই অনেক কার্য্য করি। এমন কি অনেক গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়েও তোমাকে স্মরণ থাকে না। যাঁহারা তোমার প্রকৃত ভক্ত তাঁহারা তোমার আলোকেই জীবনের পথে চলিয়া থাকেন। সেই আলোককেই তাঁহারা জীবন পথের একমাত্র নেতা করিয়া থাকেন। আমরা অবিশ্বাসী ও প্রেম-ভক্তি-বিহীন, আমরা কাম ক্রোধের অধীন ও নিকৃষ্ট সুখে আসক্ত, আমরা তোমার পবিত্র আলোককে অনেক সময় দেখিতে পাই না। এই জন্যই আমাদের জীবনে এত দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। হে কৃপাসিন্ধু! তোমার সহিত আমাদের নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপন কর। আমাদিগকে দূরে দূরে ঘুরিতে দিও না। আমরা ত দূরস্থিত বা মৃত দেবতার উপাসক নই। পবিত্র স্বরূপ জীবন্ত দেবতা, আমরা যে তোমার উপাসক। তোমার সহিত দূর সম্বন্ধ রাখিয়া আমরা কিরূপে উন্নতি লাভ করিব? প্রভো করুণা কর আমাদিগকে সর্ব্বদা তোমার পবিত্র জ্যোতির সাহায্যে জীবনের কর্ত্তব্যপথ পরিদর্শনে সমর্থ কর।

কিছু কাল পূর্ব্বে এক জন বাঙ্গালি ভদ্র লোক কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমে বাস করিতেন। তিনি স্বদেশে এক জন দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। স্বদেশে তাঁহার পিতা অতি সামান্য বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু তিনি সেই দরিদ্রতা ভোগ করিয়া ও স্বীয় সন্তানকে যথাসাধ্য শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ভদ্র লোকটী শিক্ষিত হইয়া কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ ও হইল; তিনি সেখানকার সম্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক জন হইলেন। তাঁহার অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু এবং চাটুকার জুটিল। আর তাঁহার গৃহে আসিতে ইচ্ছা হয় না। লোকের সমাদর ও মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি ধনের সুখে ও আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া বিদেশেই কাল হরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সেই বিদেশে গিয়া উপস্থিত। সে বৃদ্ধের সেই প্রাচীন রীতি নীতি আছে। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাপড় পরিয়া থাকেন, পূর্ব্বের ন্যায় স্বহস্তে অনেক গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতে ভাল বাসেন। তাঁহার যুবক পুত্র এক দিন বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্য গীত দেখিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহাকে প্রাচীন প্রথানুসারে ডাকিতেছেন, "ওরে শোন্ একবার এদিকে উঠে আয় ইত্যাদি"। যুবকপুত্রের বন্ধুগণ তাঁহাকে মহাসম্মান করেন সুতরাং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি? যুবক পুত্র বাবু উত্তর করিলেন "ও আমাদের বাড়ীর এক জন পুরাতন চাকর, ও রে হাঁরে করা অভ্যাস আছে।"

এই উপযুক্ত পুত্রের পিতা যখন লোকমুখে এই কথোপকথনের মর্ম্ম অবগত হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিরূপ হইল? হতভাগ্য পুত্রের সম্ভ্রম স্পৃহা এত প্রবল যে সে লোকের নিকট স্বীয় পিতাকে অস্বীকার করিল, জন্মদাতাকে অপমান করা অপেক্ষা লোক লজ্জা তাহার নিকট অধিক হইল!

একমাত্র সত্যস্বরূপের উপাসক হইয়াও যাঁহারা পৌত্তলিকতাচরণ করেন তাঁহাদেরও অপরাধ এই প্রকার। যে ঈশ্বরকে তাঁহারা নির্জ্জনে পিতা বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহাকে উপাসনাকালে একমাত্র বন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সামান্য লোকভয়ে পড়িলে আর তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। তাঁহারা পৌত্তলিকতাচরণ করিয়া লোকের নিকট যেন মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলেন, আমি যে 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করি শুনিয়াছ, সেটা কিছু নয়, তিনি আমার পিতা নন, উপাস্য নন, তোমরা যাহাতে সন্তুষ্ট হও তাহাই আমার উপাস্য। সত্যস্বরূপে যিনি একবার প্রকৃতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কি প্রাণ থাকিতে এরূপে ঈশ্বরকে পিতৃপদচ্যুত করিতে পারেন?

এই জন্যই বিশ্বাসী লোকের নিকট পৌত্তলিকতা চিরদিন নিন্দনীয়।

নির্ব্বোধ লোকে যখন কখনও বট বৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া এমন করিয়া গোড়া বাঁধিয়া দেয় যে বৃক্ষটীর বাড়িবার স্থান থাকে না। কালসহকারে বৃক্ষের আয়তন যখন বৃদ্ধি হয়, তাহার মূলগুলি স্থূল হইয়া যখন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তখন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় নির্ব্বোধ মনুষ্যের বাঁধা পৈঁড়িটী ভাঙ্গিয়া শতখান হইয়াছে। সে কি বৃক্ষের অপরাধ? বৃক্ষকে জগদীশ্বর বৃদ্ধি পাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি মানব মূর্খতাবশতঃ এমন করিয়া পৈঁড়ি বাঁধিলে যে তাহার বৃদ্ধি পাইবার স্থান রহিল না, সুতরাং তোমার মূর্খতার ফল ফলিল। সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা প্রাচীন সমাজ ভগ্ন হইতেছে দেখিয়া যাঁহারা শোক করেন, তাঁহাদিগকেও বলি যে, তোমরা যদি এমন করিয়া সমাজ বন্ধন করিয়া থাক যে, তাহার মধ্যে থাকিয়া সত্য, ন্যায় ও সাধুতার পথে চলিতে গেলে সমাজ ভগ্ন হইয়া যায়, সে অপরাধ কাহার? তোমরা যদি সমাজকে এরূপ করিয়া বাঁধিয়া থাক যে, তাহার মধ্যে থাকিতে গেলে অন্যায় বুঝিয়া তাহার আচরণ করিতে হইবে, ন্যায় বুঝিয়াও তাহাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে, অসত্যকে আলিঙ্গন করিতে হইবে এবং সত্যকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে; অসাধুতাকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, সাধুতাকে অবলম্বন করিতে পারা যাইবে না, তাহা হইলে সে সমাজ যত শীঘ্র ভগ্ন হয়, ততই কল্যাণ; তাহাতে দুঃখ বা শোকের কারণ কিছু নাই। যে সমাজে থাকিয়া মানব অবাধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং সে বিষয়ে সাহায্য পায়, তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত সমাজ। সেই সমাজ গঠন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য।

এক জন গৃহস্থকে পাড়ার বালকেরা বড় ভয় করিত। তাহারা সেই বাড়ীর শিশুদিগের সহিত খেলিতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রশ্ন করিত "তোদের পিতা কি ঘরে আছে?" যদি শুনিত "হাঁ" অমনি সকলে সে স্থান হইতে পলায়ন করিত। পিতা যখন গৃহে না থাকিতেন তখনই দুরন্ত শিশুগুলিকে সেই গৃহে দেখিতে পাওয়া যাইত। মানবহৃদয়ের পক্ষেও এইরূপ। হৃদয়-গৃহে যখন পবিত্রস্বরূপের আবির্ভাব থাকে, যখন তাঁহার পুণ্যময় প্রকাশের জ্যোতির মধ্যে আমরা বাস করি তখন রিপুকুল আমাদিগকে ধরিতে পারে না "পিতা ঘরে আছেন" বলিয়াই সরিয়া পড়ে। কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বর বিহীন হইয়া বাস করি, সেই সময়েই আমাদের সকল প্রকার দুর্গতি উপস্থিত হয়। প্রত্যেক উপাসকের জীবন বোধ হয় এই কথার সাক্ষ্য দিবে। আমরা জীবনে প্রতিদিন দেখিয়াছি, যখন তাঁহার আলোক হইতে দূরে বিচরণ করি, তখনই চরিত্রে বিবিধ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তখনই আমরা হীন হই, তখনই সংসারের ধূলি পড়িয়া আমাদের আত্মার চক্ষু মলিন হয়, তখনই আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল ম্লানভাব ধারণ করে, তখনই আমাদের আধ্যাত্মিক বলবীর্য্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখনই আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কার সকল সংশয় জালে জড়িত হইয়া পড়ে; তখন আমরা ঈশ্বরের পুণ্যের শক্তিতে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করি, তখন আমরা আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ হইতে থাকি। এ কথা অতি সত্য কথা এবং চিরদিনই যেন আমাদের স্মরণ থাকে যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত না হইলে প্রলোভনে মনুষ্যকে পতিত করিতে পারে না।

মহাত্মা।

মহাত্মা শব্দটী আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। যে কোন সাধু মহদাশয় ব্যক্তির গুণাবলী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই তাঁহাকেই আমরা মহাত্মা শব্দ দ্বারা সম্বোধন করি। কিন্তু মহাত্মা শব্দের অর্থ অতি গভীর। যাহার আত্মা মহৎ তিনি মহাত্মা। আত্মার মহত্ব কাহাকে বলে? জগতে যাঁহারা প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ জগতের ইতিবৃত্তে চিরদিন রহিয়াছে, যাঁহাদের কার্য্য সকল সৌরভপূর্ণ কুসুমের ন্যায় চিরদিন জগৎবাসির মন প্রাণ হরণ করিতেছে, তাঁহাদের জীবন চরিত আলোচনা করিলেই আমরা প্রকৃত মাহাত্ম্যের লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করিতে পারি।

প্রকৃত মাহাত্ম্যের প্রথম লক্ষণ মানবজীবনের মহৎ লক্ষ্য উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি করা। নীচাশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের ধারণা এই ইন্দ্রিয়সেবা, ও ক্ষুদ্র বিষয় সুখের উপভোগ ভিন্ন মানবজীবনের উন্নততর লক্ষ্য নাই। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সেই সকল উপার্জ্জন করাই পরম পুরুষার্থ। তাহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি সেই সকল সুখের সীমাকে অতিক্রম করিয়া বড় অধিক দূর অগ্রসর হয় না। তাহারা সেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া তাহারই ভিতরে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মহামনা ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এরূপ নয়। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, মানব জীবনের লক্ষ্য ইহা হইতে উন্নত। সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টি নিরন্তর সেই উন্নত লক্ষ্যের উপর পতিত থাকে। এই কারণে ইন্দ্রিয় সুখ বা বিষয় সুখ তাঁহাদের নিকট অতি নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সে সকল প্রলোভনে তাঁহাদের চিত্ত কখন ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় না। তাঁহারা ইতর জনের ন্যায় কখনই নিকৃষ্ট লক্ষ্যের অনুসরণ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ এরূপ ব্যক্তিদিগের সত্য ও সাধুতাতে বিশ্বাস অসীম। তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পান যে সত্য-স্বরূপ ও পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর সত্যের আশ্রয় দাতা। সত্য, ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতা তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম মাত্র; সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি মধ্যে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বরের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি এই অটল নিষ্ঠা থাকাতে তাঁহারা কখনই সত্য হইতে ও ন্যায় হইতে আপনাদিগকে ভ্রষ্ট হইতে দেন না। যখন, জগতের

ইতর জনগণ অসত্য ও অধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে থাকে, যখন সংকীর্ণ-চেতা ব্যক্তিগণ সাধুদিগকে নির্য্যাতন করিয়া দম্ভে মেদিনীকে কম্পিত করিতে থাকে, যখন দুর্ব্বল চিত্ত ও অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের মুখম্লান হইয়া আসে, তখনও তাঁহাদের চিত্তের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই মহাসত্যের উপর অটল বিশ্বাস থাকাতে তাঁহারা সমুদায় অত্যাচার ও নির্য্যাতন অম্লান-বদনে সহ্য করিয়া থাকেন; কিছুতেই তাঁহাদের হৃদয়স্থিত বিশ্বাসাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত মহামনা ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য জ্ঞান অতি উজ্জ্বল। কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুসরণ করাই তাহাদের আত্মার পরম উপজীব্য পদার্থ। তাঁহারা এই সুখেই সদা সুখী থাকেন। ইতর লোকে যে নিম্ন ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিদ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতির ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে তাঁহারা সে নিম্ন ভূমিতে কখনও অবতরণ করেন না। তাঁহারা সত্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্বার্থ ও সুখের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া যান সুতরাং পৃথিবীর সামান্য বন্ধুতা বা শত্রুতা তাঁহাদের চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। অনেক সময় তাঁহাদের কথা ও কার্য্যে লোকের বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত করে, লোকের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে এমন কি লোকে তাঁহাদের প্রাণ হানি পর্য্যন্ত করিতে অগ্রসর হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই কোন প্রকার শত্রুতা বা বিদ্বেষের ভাব তাঁহাদের হৃদয়কে কলুষিত করে না। লোকে তাঁহাদের বিদ্বেষী হয়, কিন্তু তাঁহারা লোকের বিদ্বেষী হন না। লোকে যখন তাঁহাদের উপর অত্যাচার করে তখন তাঁহারা এই মনে করিয়া প্রসন্ন থাকেন যে অসত্যের সহিত সত্যের সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই চিন্তাবিহীন ও স্থূলদর্শী লোকের চিত্ত এইরূপ উত্তেজিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহারা অবোধ জনের অত্যাচারকে বালকের প্রহারের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কোন প্রকার নিকৃষ্ট ভাব দ্বারা আপনাদের প্রাণকে কলঙ্কিত হইতে দেন না। কে রুষ্ট হইল ইহা তাঁহাদের গণনা থাকে না, সম্পদ আসিল কি বিপদ আসিল ইহা তাঁহারা বিচার করেন না; যাহা সত্য অবিচলিত চিত্তে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

চতুর্থতঃ মহামনা ব্যক্তিদিগের চরিত্রের আর একটী লক্ষণ এই যে তাঁহারা হৃদয়ের নীচ প্রবৃত্তি সকলকে হৃদয়ের উন্নত ভাবের অধীন করেন। আত্ম সংযমের শক্তিতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করেন। তাঁহারা রিপুগণের বশীভূত নন কিন্তু রিপুগণ তাঁহাদের বশীভূত, তাঁহারা অন্তরে যে সকল মহৎ লক্ষ্য অনুভব করেন, যে সকল মহাসত্য প্রীতি করেন, তাঁহাদের আর সকল বাসনাকে সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের অধীন করিয়া রাখেন। এই কারণে এই সকল লোকের জীবনে বাহ্যবস্তুতে অনাস্থা ও বৈরাগ্যের ভাব স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়। কি আহার করিব কি পরিধান করিব এ চিন্তা কখনই ত তাঁহাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে না। একদিকে বিলাস পরায়ণতা এবং ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা অপরদিকে কঠোর বৈরাগ্য তাঁহারা এই উভয়ের মধ্য দিয়া অতি সহজ ভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হন। ইহার কোনটীই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকল সুশাসিত অশ্বের ন্যায় সতত তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকে।

গূঢ়রূপে চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে এই আত্ম-সংযমের শক্তিতেই মানবের প্রকৃত মহত্ত্বের প্রকাশ। ইহাই মানবের দেবত্ব। যিনি আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই মানবকুলে পূজ্য ব্যক্তি। আমরা এরূপ ব্যক্তির চরণে স্বতঃই প্রণত হইয়া থাকি। যে সাধুর জীবনে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে তিনিই মহাত্মা, তিনিই বীর, তিনিই নরকুলে ধন্য।

মহাত্মা ফ্যান্সিস্ নিউম্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বোক্ত ২টী মতের ব্যাখ্যা করিতে করেতেই অনেক সময় গেল; এই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক চিন্তা ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আছে; তাহা এখন স্পর্শ করিবার ও অবকাশ নাই। নিস্ফল বিবেকও ধর্ম্মাভিমান, পুরাতন পাপ ও অনুতাপ, পাপীর দণ্ড, আকস্মিক পরিত্রাণ বিষয়ে প্রবল বিশ্বাসের কার্য্যকারিতা, উৎসাহ ও নির্জ্জীব ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ যিনি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি তাঁহার Soul নামক গ্রন্থের "the sense of sin" নামক অধ্যায় পাঠ করিবেন। এখন আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ২।১টী ভাবের উল্লেখ করা যাইতেছে।

আধ্যাত্মিক জগতে আপাততঃ দুটী পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাওয়া যায়;—পুরুষ-প্রকৃতি ও স্ত্রী-প্রকৃতি। "প্রথম শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আত্মিক আত্ম-নির্ভর, অধিকতর কার্য্যশীলতা নানা বিষয়িণী শক্তি, বিবেকের গভীরতা, কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধিকতর প্রভাব, কর্ত্তব্য সাধনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, প্রবল বেগবতী প্রীতি—এই সমুদায় বলবান ও কঠিনতর গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত ব্যক্তি দিগের মধ্যে নির্ম্মল ও কোমল ভাবের আধিক্য, তাঁহাদের শক্তির কার্য্যক্ষমতা অপেক্ষা কষ্ট-সহিষ্ণুতাই অধিক, ভাবের দ্বারা চালিত না হইলে ইহাঁরা কার্য্য করিতে প্রায় অক্ষম; ইহাঁদের হৃদয় কর্ত্তব্যের কর্ত্তব্যতা দ্বারা তাদৃশ আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু কর্ত্তব্যের মনোহারিতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাঁদের প্রেম কোমল স্বচ্ছ ও অটল।"

এই দুই প্রকার প্রকৃতির নানা প্রকার পার্থক্য এবং ধর্ম্মজীবন পথে ইহাদিগকে যে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতে হয় ও যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইতে হয় তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া নিউম্যান বলিয়াছেন:—"ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় না হইলে, সরল স্বচ্ছ হৃদয় না হইলে, কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এই ভাব চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এই

ভাবের পশ্চাতে একটি রহস্য আছে যাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে,—হে পাঠক! ইহা তোমাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সেটী এই, তুমি মানুষের মধ্যে যতই পৌরুষ-গুণ-সম্পন্ন হও না কেন, যদি উচ্চতর আধ্যাত্মিক গৌরবের অধিকারী হইতে চাও তবে তোমাকে স্ত্রীলোক হইতে হইবে। তোমাকে অধীনতাপ্রিয় হইতে হইবে। কেবল প্রয়োজনের সময় নহে, কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে নহে, কেবল দুঃখ বিপদের তাড়নার সময় নহে, কেবল মানব সহানুভূতির অভাবের সময় নহে, কিন্তু অনেক সময় বিনা প্রয়োজনে তোমাকে ঈশ্বর-সন্নিকটে যাইতে হইবে। তাঁহার সমক্ষে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিলে সুখ হয় শুদ্ধ এই জন্য অনেক সময় তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিতে হইবে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া স্বাধীনতা বা অধিকার লাভের ইচ্ছা তোমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। করিলে দেখিবে ঈশ্বর তোমাকে তোমার কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চান না বরঞ্চ তোমার সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করেন যেন তুমিই জগতে তাঁহার একমাত্র সৃষ্ট জীব।"

নিউম্যান বলেন এই দুই প্রকার প্রকৃতির সমাবেশই পূর্ণ ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ। স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতি সম্মিলিত না হইলে পূর্ণ মানব প্রকৃতি গঠিত হয় না। এই দুই প্রকার প্রকৃতিকে দুটী সমান্তরাল জলস্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দুটীই অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে; ইহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপ বিদূরিত করা অসম্ভব! অবশেষে ক্রমশঃ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ইহারা ঈশ্বরবক্ষে একীভূত হয়। তিনি পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন—তিনি হৃদয়ে স্ত্রী, কার্য্যে পুরুষ, সুতরাং প্রাচীন অরফিক সঙ্গীতের এই ভাব মিথ্যা নহে—

জোভ পুরুষ ছিলেন—অথচ জোভ অমরা যুবতী ছিলেন।

"Jove was a male, and Jove was an immortal damsel."

একদিকে নিজের দুর্ব্বলতা ও নিঃসহায়তা অপর দিকে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা; এক দিকে নিজের অপূর্ণতা অপর দিকে তাঁহার পূর্ণতা; একদিকে হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা অপরদিকে তাঁহার সদাব্রত, দেখিয়াই আত্মা প্রথমে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে ব্যাকুল হয়। আত্মা অস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে ঈশ্বরের সহিত কোন অনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের জন্য তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। হৃদয়ের শূন্যতা একপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করে তখন আত্মা ব্যাকুল ভাবে ঘোর যাতনা অনুভব করে; বলে "মৃগ যেমন জলাশয়ের জন্য পিপাসিত হয়, হে ঈশ্বর! আমার হৃদয় তেমনি তোমার জন্য পিপাসিত"। এই পিপাসা যখন প্রকৃত উপাসনা ও প্রার্থনায় পরিণত হয়, তখনই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আরম্ভ; ক্রমিক উপাসনা প্রার্থনা দ্বারা এই আন্তরিক পিপাসা প্রেমে পরিণত হয়, এবং হৃদয়ে প্রেমোদ্রেকের সঙ্গে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে ঈশ্বর আমাকে ভাল বাসেন। আমাদের সমুদয় উচ্চতর ভাব ঈশ্বরের ভাবের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে এত দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে যে হৃদয়ে ঈশ্বর প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমানুভব না করা অসম্ভব। আমরা ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ জীব হইয়া যদি অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে পারি তবে তিনি সর্ব্বদর্শী পূর্ণস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে কতই না অধিক ভাল বাসিবেন, আত্মা ইহা স্পষ্ট অনুভব করে।

আমি প্রশস্ত মানব পরিবারের অন্যতম অঙ্গ, কেবল এই ভাবে নহে, বিশেষ ভাবে, স্বতন্ত্র ভাবে, আমাকে (এবং আমাকে যেমন তেমনি প্রত্যেক মানবকেই) ঈশ্বর দেখিতেছেন, ভাল বাসিতেছেন, তত্ত্বাবধান করিতেছেন, দিনে দিনে মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ের দিকে টানিতেছেন, এই সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করাকেই নিউম্যান ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধানুভব (Sense of personal relation to God) বলিয়াছেন। এই ভাবই আধ্যাত্মিক জীবনের—গাঢ় ভক্তিময় জীবনের বীজ। জ্ঞান সর্ব্বস্ব অদ্বৈতবাদীর পক্ষে ঈশ্বর জগতের প্রাণ, মূলশক্তি, এই সত্য যথেষ্ট হইতে পারে: শুষ্ক নীতিবাদীর পক্ষে ঈশ্বর পাপ ঘৃণা করেন পুণ্য ভাল বাসেন এই বিশ্বাস যথেষ্ট হইতে পারে; চলনসই সংসারের প্রশংসনীয় ধর্ম্মের পক্ষে,—ক্ষণিক আনন্দ ও শান্তি লাভের পক্ষে,—ঈশ্বর মঙ্গলময় জগতের পিতামাতা এই সত্য যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু জীবনের আভ্যন্তরিক অপরূপ সৌন্দর্য্য, প্রাণমুগ্ধকর, সংসার-দুঃখ-দাবাগ্নি-নির্ব্বাপক গভীর শান্তি ও আনন্দ, নরনারীর প্রতি গভীর প্রীতি, এই সমুদায় স্বর্গীয় বস্তু লাভের পক্ষে কেবল এই সকল সত্য যথেষ্ট নহে। এই সমুদায় লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকের হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে—আমরা প্রত্যেকে তাহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি—এই বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিশ্বাসের অভাবে ধর্ম্ম শুষ্ক, নীরস, অসার, সাধনশূন্য।

ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ অনুভব করা অবধি আত্মা অসীম আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ব্ব সুখ দুঃখের তরঙ্গের আকর হইয়া উঠে। নিউম্যান এই আকাঙ্ক্ষা ও এই তরঙ্গের কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন ও এই সমুদায় হইতে ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে নিগূঢ় সুমধুর সম্বন্ধের উদ্ভব হয় তাহা ও বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমিক সাধকেরা ঈশ্বরের সহিত অতীব নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাঁহাকে পিতামাতা ভাই বন্ধু রাজা প্রভু, পালক, পরিচালক প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেম যোগের আভ্যন্তরিক ভাব ও ঘটনাগুলি যদি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করা যায় তবে দৃষ্ট হইবে সংসারের আর একটি নিকটতর সম্বন্ধের সহিত ইহার যত দূর সাদৃশ্য এই সকল সম্বন্ধের সহিত ততদূর সাদৃশ্য নহে, নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বিবেচনা করিলেই এই কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে।

১। হৃদয়ের গভীরতম কষ্ট যন্ত্রণা মানুষ কার সমক্ষে অধিক বলে, কার কাছে বলিয়া মধুরতম শান্তি লাভ করে?

২। কার সহবাস হৃদয়ে গভীরতম আনন্দ বর্ষণ করে?—কার হৃদয়ের সংস্পর্শে হৃদয়ে প্রবলতম প্রেমস্রোত প্রবাহিত হয়? ৩। কার বিরহে প্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকুল হয়?—কার অদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর? ৪। হৃদয়ের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা সমূহ, তীব্রতম বাসনা সমূহ মানুষ কাহার নিকটে ব্যক্ত করে? কাহার নিকটে বলিলেই বা হৃদয়ে গভীরতম তৃপ্তিলাভ করে?

নিউম্যান বলেন যাঁহার জীবনে এই সমুদায় ভাব স্পষ্ট রূপে অনুভূত হয়, তিনি এই নিগূঢ় সম্বন্ধকে আধ্যাত্মিক উদ্বাহ রূপে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না। "আত্মার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বশতঃ ঈশ্বরের ক্ষণিক ও সাময়িক আবির্ভাব চিরস্থায়ী ও অখণ্ডনীয় যোগরূপে পরিণত হয়। আত্মা যাহা চায়, ঈশ্বর আনন্দের সহিত তাহা প্রদান করেন, ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া আত্মা বিশ্বাস করে যে ইহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইহা তাঁহার সহিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে প্রবৃত্ত হয় এবং হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করে এই প্রতিজ্ঞা পত্রে তাঁহার পূর্ণ সম্মতি আছে। তখন হৃদয় বলে "হে প্রভু!—কেবল এই মুহূর্ত্তে নয় কিন্তু চিরদিনের জন্য তুমি আমার, আমি তোমার; আমি তোমার অনন্ত আনন্দের বিন্দু মাত্র অনুভব করিয়াছি—তোমাকে ভালবাসা কি তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছি। এই হৃদয় ক্ষণকালের জন্য ও তোমার আবাস স্থল হইয়াছে—এখন আমি চাই যে তুমি আর আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না। অনন্ত কালের জন্য অখণ্ডনীয় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমার হৃদয়ে থাকিতে হইবে।"

এই প্রতিজ্ঞা পত্রের বিষয়ে এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে নিউম্যানের আরো অনেক কথা বলিবার আছে এখন আর তাহা বলিবার অবকাশ নাই।

আশা করি যাঁহারা এই পরমভক্তিভাজন ব্রাহ্ম সাধকের সহিত এখনো অপরিচিত, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে উপকার লাভ করিবেন।*

---

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের সমস্ত প্রুফ প্রবন্ধ-লেখক দেখিয়া না দেওয়াতে তাহাতে অনেক গুলি অতি কদর্য্য মুদ্রাঙ্কন-দোষ ঘটিয়াছিল; কতক গুলি দেখান যাইতেছে; ১৬ শ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় পেরাগ্রাফে "মধ্যে মধ্যে অনুবাদ, মধ্যে মধ্যে ভাব!" এই কথাটীর স্থলে-"মধ্যে মধ্যে তাঁহার লেখার অবিকল অনুবাদ পড়িব, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া নিজের কথায় ব্যাখ্যা করিব" এই রূপ হইবে। ১৭শ পৃষ্ঠা প্রথম পেরাগ্রাফের শেষ ভাগে "পরিচ্ছন্ন" কথাটীর পর "হয়" হইবে, আর কোটেশনের চিহ্ন উঠিয়া যাইবে; তৎপর শেষ পংক্তিতে "পরমাত্মার" স্থলে "জীবাত্মার" হইবে। ১৭শ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় পেরাগ্রাফের ১৪, ১৫ ও ১৭ শ পংক্তির "করে" স্থলে "করি" হইবে; ১৮ শ পংক্তিতে "শুষ্ক" স্থলে "ক্ষুদ্র" হইবে। তৃতীয় পেরাগ্রাফের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "ইহাকেই" স্থলে "ইহাকে কেহ" হইবে। ১৮ শ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের শেষ পংক্তিতে "শ্রীচরণ" স্থলে "প্রস্রবণ" হইবে।

পবিত্রতাই আত্মার চক্ষু।

যে ব্যক্তি কৃপণ, যাহার চিত্ত সামান্য ধন লোভে মুগ্ধ, যে স্বার্থের অতীত কোন বিষয় ভাবিতে জানে না, যাহার হৃদয় কখন ও পর দুঃখে কাতর হয় না, যাহার চক্ষে মানবের দুঃখ দেখিয়া কখনও এক বিন্দু জল পড়ে নাই, সে যদি অপর কোন দয়ালু লোকের কার্য্য-কলাপ দর্শন করে, তাহা হইলে সে কি মনে করে? সে যখন দেখে যে অপর এক জন ব্যক্তি পরের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য মুক্ত-হস্তে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন, নানা প্রকার শারীরিক মানসিক ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়া দিন রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ধনকে ধন জ্ঞান করিতেছেন না, স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য বলিয়া ভাবিতেছেন না, তখন সেই নীচাশয় ক্ষুদ্রস্পৃহ কৃপণ কি ভাবিয়া থাকে? সে নিশ্চয় অপর ব্যক্তিকে বাতুল বলিয়া মনে করে। সে বলে কি আশ্চর্য্য! এ লোকটা কি নির্ব্বোধ ইহার কি ঘুম নাই, ইহার কি আর কোন কর্ম্ম নাই। পরের জন্য ইহার এত মাথা ব্যথা কেন? তাঁহার মনে যে কি সাধু ভাব কার্য্য করিতেছে, তাঁহার হৃদয়ে যে কি রূপ তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতেছে, তাহা দেখিবার চক্ষু সে কৃপণের নাই। দয়াই দয়া দেখিবার চক্ষু। যাহার দয়া নাই, তাহার অপরের দয়া দেখিবার চক্ষু ও নাই। কেবল তাহা ও নহে মানব হৃদয়ে দয়ার শক্তি কত তাহাও বুঝিবার শক্তি তার নাই। সে বলে কই দয়ার বল, আমিত লোকের কষ্ট দেখি, দুঃখীর দুঃখ দেখি, দরিদ্রের যাতনা দেখি, কই আমার প্রাণেত দয়ার কোন বল দেখি না! কই আমার আহার নিদ্রার ত ব্যাঘাত হয় না। সেই রূপ যে ব্যক্তির চিত্ত অতি নীচ, যে ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, পবিত্র প্রণয় কাহাকে বলে যে ব্যক্তি জানে না, অন্তরের সহিত কাহাকেও যে ভাল বাসে না, সে বলে প্রেম আবার কি? কই আমিত তাহার কোন বল আপনার অন্তরে দেখিতে পাই না। লোকে প্রণয়ের জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়, তাহারা নিশ্চয় বাতুল, আমিত এরূপ অবস্থা ধারণা করিতেই পারি না। সেই প্রেম বিহীন, স্বার্থ-পর, কঠিন হৃদয়বিহীন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বলাই স্বাভাবিক, কারণ প্রেমই প্রেমের চক্ষু. যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই তাহার প্রেম দেখিবার শক্তি ও নাই। সে প্রেমের বল জানিতেও পারে না।

এই যে দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল তাহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে, যে আমাদের হৃদয়ে যে বস্তু নাই, অন্যে সে বস্তু দেখিবার চক্ষু ও নাই। যে অপবিত্র সে পবিত্রতাকে দেখিবে কিরূপে? এই কারণে সংসারাসক্ত বিষয়ী লোক ঈশ্বর দর্শনে বঞ্চিত থাকে। হৃদয় মন অপবিত্র থাকিতে আমরা কিরূপে পবিত্র স্বরূপকে দেখিতে পারি? সংসারের ধূলি পড়িয়া আমাদের আত্মার দৃষ্টি যখন কলুষিত হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের চিত্ত যখন মলিন হয়, নানাপ্রকার বাসনা ও অসাধু কল্পনাতে আমাদের মন যখন মলিন হইয়া থাকে, তখন আমরা পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই না। কৃপণ

অংশ পূর্ণ করিয়া লয়। প্রবল সৌন্দর্য্য-পিপাসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে স্বভাবতঃ তাহার প্রেমাস্পদেতে পূর্ণ সৌন্দর্য্য আরোপ করে। ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য যে, যে পর্য্যন্ত মানুষ স্বচক্ষে না দেখে সে পর্য্যন্ত সে তাহার প্রেমাস্পদের সম্বন্ধে ঘৃণনীয় কিছু বিশ্বাস করিতে চায় না। যে কল্পিত পূর্ণ চরিত্র সে তাহাতে আরোপ করে ইচ্ছা পূর্ব্বক উহাকে অঙ্গ হীন করিতে তাহার হৃদয়ে দারুণ কষ্টের উদয় হয়। কল্পনার প্রভাবই অনেক স্থলে প্রবল মানুষিক প্রেমের কারণ। এখন সহজেই দৃষ্ট হইতেছে মানব-হৃদয়-নিহিত এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ কিরূপে প্রেম ও ভক্তির আকর হইল। মানুষ মানুষের মধ্যে, সম্পূর্ণ ভাবে হউক অসম্পূর্ণভাবে হউক এই পূর্ণ আদর্শের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহাতেই মানুষ মানুষের জন্য পাগল হয়, হৃদয় হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাই মানব হৃদয়ের বন্ধন-সূত্র, ইহাই মানব হৃদয়ের উচ্চতম সুখের আকর। এমন কে আছে যে ইহার প্রভাব অনুভব করে নাই?—যে কল্পনা-তূলিকা দ্বারা হৃদয়পটে এই আদর্শ চিত্রিত করিয়া প্রেম উপহারের দ্বারা ইহার পূজা করে নাই? জীবনের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আমরা অনেক সময়ই মানুষের সম্বন্ধে নিরাশ হই। যাহার সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করি, আশা করি, তাহা অনেক সময় দেখিতে না পাইয়া হৃদয় নিরাশ হয়, ব্যথিত হয়, হৃদয়ের প্রেমপুষ্প মলিন হইয়া যায়, প্রেমের উচ্ছাস দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হৃদয় কষ্টযন্ত্রণায় পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু সমস্ত নিরাশা সমস্ত কষ্টের মধ্যে ও আত্মার গভীরতম প্রদেশে চিত্রিত এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিনষ্ট হয় না, মলিন হয় না, কোন প্রকৃত জীবনে ইহাকে উপলব্ধি করিবার বাসনা নিবৃত্ত হয় না, হৃদয়ের প্রবল সৌন্দর্য্যপিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। অনেকে হয়তঃ মানবজীবনে অনেক পরিমাণে এই আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমাস্পদদিগের চরিত্রে হয়তঃ অনেক পরিমাণে ইহাকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন, পৃথিবীতে স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়াছেন; কিন্তু হায়, এরূপ লোকের সংখ্যা কত অল্প! আর জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা এই সুখের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের পিপাসা কি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ আদর্শ কি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়াছে? ইহা অসম্ভব। মানবজীবনে তাহা কিরূপে আয়ত্ত হইবে? চির উন্নতিশীল মানবের আদর্শ ও চির উন্নতিশীল; তাহার বাসনা অসীম, তাহার পিপাসা অনিবার্য্য। মানবজীবনরূপ ক্ষুদ্র সরোবরে ডুবিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, মানবজীবনরূপ ক্ষুদ্র কাননের ফল ভক্ষণে তাহার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না।

আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর কি, তাহা এখন স্পষ্ট অনুভূত হইবে। সংসারে সহস্র সুখদ দ্রব্য থাকিতেও মানুষ কেন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়, সংসারে সহস্র সুন্দর বস্তু থাকিতেও মানুষ কেন অরূপ অস্পর্শ ঈশ্বরের জন্য পাগল হয় তাহা এখন সহজেই বোধগম্য হইতেছে। যাঁহাকে মানুষ পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া বিশ্বাস করে, যাঁহাতে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে না তো আর কাহার জন্য ব্যাকুল হইবে? মানব জীবনের গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে ইহা কিছুই বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় না। এই পূর্ণ আদর্শকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; পাপে নিমগ্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ও ইহার ক্ষণিক আভাস প্রকাশিত হইয়া তাহার নষ্টপ্রায় দেবত্বের পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শতাব্দির উচ্চতর সন্দেহবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও এই পূর্ণতার আদর্শকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই; জীবনের আলোক ও পরিচালকরূপে ইহা তাঁহাদিগকে ও পরিচালিত করিতেছে এবং বিশ্বাস ও ভক্তি রাজ্যের নিকটতর করিতেছে। বন্ধুগণ! এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শকে ক্রমশঃ পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া, ইহার আধার রূপী পরমেশ্বরে প্রাণমন নিমগ্ন করা—ইহাই আমাদের জীবনের পরমুদ্দেশ্য; চলুন, আমরা এই পূর্ণ আদর্শকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া ক্রমাগত স্বর্গরাজ্যাভিমুখে ধাবিত হই।

ব্রাহ্মসমাজে রমণীর কার্য্য।

(নব বর্ষোপলক্ষে একজন মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত একটী প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।)

অন্যান্য সম্প্রদায় সকল কি প্রকারে তাঁহাদের কার্য্য ক্ষেত্র ক্রমশঃ সুবিস্তীর্ণ করিয়া এত সুফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন? খ্রীষ্ট সম্প্রদায় শৈশবাবস্থায় যদিও প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের কার্য্যের কোনও বিশেষ রূপ হানি না হইয়া বরং ক্রমশঃ সুযোগ হইয়াছে এবং তাঁহারা ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছেন। খ্রীষ্ট সম্প্রদায় যে অনায়াসে এত নির্য্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করিয়া ধর্ম্ম বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার এক প্রধান কারণ যে পরহিতব্রতাবলম্বিনী ভগ্নীগণ sisters of charity পুরুষদিগের সমদুঃখে ভগিনি ও সঙ্গিনী হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্যের সহায় হইয়াছিলেন। যেস্থানে পুরুষের কার্য্য, যুক্তি ও উপদেশ পরাজিত হইয়াছে যেস্থানে ধর্ম্মযাযকদিগের বজ্রগম্ভীর বক্তৃতা সকল বিফল হইয়া গিয়াছে, যেস্থানে ধার্ম্মিকদিগের পবিত্র জীবনে বিপক্ষদিগের কর্ত্তৃক নির্য্যাতন প্রহার ও প্রাণদণ্ড, পর্য্যন্ত সাধারণের হৃদয়কে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয় নাই; সেস্থানে এই সকল করুণ হৃদয়া সরলা পরহিতব্রতাবলম্বিনী ভগ্নীগণের স্নেহ প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহার সান্ত্বনা বাক্যে কঠিন পাষাণ সমান হৃদয় ও বিগলিত হইয়া গিয়াছে।* রাজ বিপ্লব ও ধর্ম্ম যুদ্ধে যে সকল অঙ্গ পুরুষের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সেই সকল শরীর রমণীর কোমল হস্তের শুশ্রূষার দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাহাদের তাপিত প্রাণ এই সহৃদয় ভগ্নীদিগের সুমিষ্ট কোমল বচনে শীতল হইয়াছে। যে সকল কঠোর পাষাণ দুর্দ্দান্ত হৃদয় পুরুষের অমূল্য ত্যাগস্বীকার দর্শনে

বশীভূত হয় নাই, সে সরল হৃদয় ও রমণীর সরল আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া পাপের পথ হইতে ঈশ্বরের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ে ভ্রাতারা ভগ্নীদের সাহায্য পাইয়াছিলেন ও পাইতেছেন সেই জন্য তাঁহাদের এত উন্নতি হইয়াছে; তাই তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজে ও যখন ভগ্নীগণ ভ্রাতাদিগের সঙ্গী হইয়া তাঁহাদিগের সহিত নির্ভয়-হৃদয়ে সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইবেন, যখন ভ্রাতৃগণ ভগ্নীগণের হস্ত ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখনই এ সমাজের বাস্তবিক উন্নতি হইবে, তখনই বাগাড়ম্বর তিরোহিত হইয়া বাস্তবিক কার্য্য হইবে। বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও উন্নতির অবস্থায় এ দেশে সন্ন্যাসিনীগণ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পুরুষের সহায় হইয়াছিলেন; তাঁহারা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতাদিগের সঙ্গী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবতী হইয়াছিলেন। আমাদের সমাজেও যত দিন পর্য্যন্ত ভ্রাতায় ভগ্নীতে এক হৃদয় হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ না করিবেন [illegible] দিন বিশেষ উন্নতি কিম্বা মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

লোকের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করিবার জন্য, তাপিত হৃদয়ে সান্ত্বনা সলিল সেচন করিবার জন্য; রোগীর রোগ যন্ত্রণা বিদূরিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ বিদ্যা ও শিক্ষার আবশ্যক করে না। ঈশ্বর নারী প্রকৃতিকে যে সকল গুণ দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন তাহারাই সংসারের পাপ তাপ ও যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। যিনি পর-উপকারে, দেশের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যার অভাবে সে কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না; তিনি তাঁহার হৃদয়কে যত দিন পর্য্যন্ত এ সকল কার্য্যে উৎসর্গ করিতে সক্ষম না হন ততদিন কখনই তাঁহার হৃদয়ের প্রবল পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

গ্লাসগো নগরের কারখানাবাসিনী জনৈক দুঃখিনী বালিকা আপনার জীবন সে স্থানের অজ্ঞান কুপথগামী বালক বালিকাদিগের উদ্ধারের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি অতি সামান্য রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি সেই সকল দুঃখী ভ্রমান্ধকারে পতিত বালক বালিকা-দিগকে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও উদ্যমের গুণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কত শত দুঃখী বালক বালিকা তাঁহার কৃপায় নব জীবন লাভ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল সমাধা করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। একটী কারখানাবাসিনী সামান্য বালিকা দরিদ্রের কঠোর হস্ত দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও যদি আন্তরিক যত্নের সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঈশ্বরের কৃপায় কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তখন কি আমরা যাহারা তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যাহাদের অনেক সুবিধা ও সুযোগ আছে,আমরা কি সমাজের কোন উপকার করিতে সমর্থ হইতে পারিব না? যদি এ জীবনে একটীও ভ্রাতা কি ভগ্নীকে ভ্রমান্ধকার হইতে সত্যের রাজ্যে আনয়ন করিতে পারি, যদি একটী নীরস জীবনকেও সরস করিতে সমর্থ হয়, তবে জানিব যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমরা জীবনের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি তবেই জানিব যে জীবন কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে।

ভগ্নীগণ! অগ্রসর হউন ভ্রাতাদিগের নিকট হৃদয় খুলিয়া বলুন যে, আসুন আজ শুভদিনে শুভক্ষণে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে সবান্ধবে পরস্পরের সাহায্য করিব। সংসারে যত বিপদ উপস্থিত হউক না কেন, লোকে যত গঞ্জনা দিতে পারে দিক, তাহাদের বিভীষিকা দর্শন করিয়া আমরা ভীত না হইয়া একে অন্যের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাণপণে জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিব। তাহাতে যদি কাহার জীবন নষ্ট হয় ক্ষতি নাই এক জন শুভকার্য্যে প্রাণ দান করিতে পারিলে তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তে অনেক গুলি নিস্তেজ উৎসাহী কার্য্যক্ষম ব্যক্তি পাওয়া যাইবে। দয়াময়ী বিশ্বজননী এই দুঃখ ভারাক্রান্ত সংসারে দুঃখ তাপের লাঘব করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে যে সকল প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার কি কোন উপযুক্ত ব্যবহার করিবেন না? তিনি আপনাদের হৃদয়কে যে সকল সদ্গুণে বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন তাহা কি পরিমার্জ্জিত করিবেন না? সংসারের মলায় ফেলিয়া রাখিয়া আর কত দিন সে ভূষণ কলঙ্কিত রাখিবেন? আপনাদের হস্তে গুরুভার অর্পিত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ২রা জৈষ্ঠ মঙ্গলবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম জন্মোৎসব। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসবের কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

১লা জৈষ্ঠ সোমবার অপরাহ্ন ৭॥০ ঘটিকার সময় মন্দিরে (ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও দায়িত্ব) এই বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রার্থনা হইবে। (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী)

২ রা জৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রাতে ৫॥—৬॥ সঙ্গীত। ৬॥ হইতে উপাসনা। (বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত)

অপরাহ্ণ ৪—৫॥ পর্য্যন্ত (ধর্ম্মভাবদ্বারা জীবন পরিবর্ত্তন ও ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন) সম্বন্ধে আলোচনা। ৫॥—৬॥ পর্য্যন্ত ইংরাজিতে উপাসনা। (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী)

৬॥—৭॥ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, ৭॥ হইতে উপাসনা। (পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী)

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নিম্নপ্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহালানবিস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপদেশ দেন। রাত্রিকালে আদি সমাজের অন্যতম সভ্য বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী দুই জনে বেদী গ্রহণ করেন।

২৫ বৈশাখ রাত্রিতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অমৃতলাল মজুমদার মহাশয়ের শোভাবাজারস্থ ভবনে উপাসনা ও প্রীতি ভোজনাদি হইয়াছে।

বাবু গুরুচরণ মহালানবিশ মহাশয়ের নূতন গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন এবং মহালানবিশ মহাশয় স্বয়ং গৃহ প্রবেশ সময়ে একটি প্রার্থনা করেন প্রার্থনাটি অত্যন্ত হৃদয়-স্পর্শী হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে প্রভু পরমেশ্বরের নাম লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ব্রাহ্মের পক্ষে অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহট্ট গমনের পথে ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী বেশ হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গয়া হইতে প্রত্যাগমন কালে বাঁকীপুরে অবতরণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছাত্রদিগকে ইংরেজীতে একটি উপদেশ দেন এবং তথাকার সমাজ গৃহে একবেলা উপাসনা করেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া বালিগঞ্জ নামক পল্লীতে বাস করেন। তথায় তিনি প্রভু পরমেশ্বরের নাম প্রচারিত হয় এবং নিজেদের আত্মার কল্যাণ হয় এই জন্য একটী প্রার্থনা সমাজ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় এই সমাজের কার্য্য হইবে। ইতিমধ্যে দুই একটী ভদ্র লোক যোগ দিয়াছেন, কলিকাতা হইতে ও কেহ কেহ গিয়াছিলেন। দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহার এই শুভ কার্য্যের সহায় হউন। কলিকাতাস্থ বন্ধুরা কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে তথায় গেলে ভাল হয়।

রংপুর—তাজহাট নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দলাল রায় মহাশয়, সৈদপুর উত্তরপাড়া ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের ঋণশোধার্থে এককালীন ২০০ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাকে চাঁদার বহি দেখাইলে, বলিলেন, "ইহার জন্য আপনাদিগকে আর কাহারও নিকট যাইতে হইবে না" এবং তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত টাকা আনিয়া দিলেন। এবং আরও বলিলেন, "সৈদপুরের সর্ব্ব প্রকার হিতজনক কার্য্যে আমার সহানুভূতি আছে ও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিব।" গোবিন্দ বাবুর এ দানকে আমরা অন্তরের সহিত প্রশংসা করি।

ব্রাহ্মগণ মাঘোৎসব উপলক্ষে ১০ই, ১১ই, ১২ই, মাঘ তিন দিনের জন্য আফিসাদি বন্ধ হয়, এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে 'গবর্ণমেণ্ট, আফীস সকলকেও হাইকোর্টকে অনুরোধ করিবেন যে ১১ই মাঘ ব্রাহ্মদিগকে ছুটী দেওয়া হয় ও সুবিধা হইলে অপরদিন দিতে ও চেষ্টা করা হয় এবং ঐ দিন কোর্টে এমন কোন মোকদ্দমা লওয়া না হয় যাহাতে ব্রাহ্মেরা সাক্ষী কি কোন এক পক্ষ আছেন। গবর্ণমেণ্টকে এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে ধন্যবাদ দিতেছি।

আগামী ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৪শে মে বড় বেলুন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইবে। অনেকেই জানেন যে বড় বেলুন একটী পল্লীগ্রাম, যে দুই চারি জন ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা অতি গরিব। অতি অল্প দিন হইল এই সমাজের সম্পাদক বাবু ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায় উপবীত পরিত্যাগ করাতে তত্রত্য হিন্দু সমাজে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছেন, সুতরাং এ সময় ব্রাহ্মবন্ধুদিগের উচিত যে তথায় যাইয়া উৎসবে যোগ দান করতঃ বন্ধুদিগকে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা বিনা ব্যয়ে এক জন প্রচারক লইয়া যাইবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট প্রার্থী হইয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছেন এবং উৎসবান্তে তথা হইতে সাহাজাদপুরে যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

বিগত ৩০ বৈশাখ শনিবার এই সহরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সরকার। ইনি বিপত্নীক। পাত্রীর নাম কামিনী সুন্দরী মিত্র, ইনি ঢাকার মৃত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের বিধবা পত্নী। পাত্রের বয়ঃক্রম অনুমান ৩০ বৎসর পাত্রীর বয়স ২২ বৎসর। এই বিবাহটী ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

ছাত্র সমাজের বিগত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "মানব চরিত্রের উপর জন সমাজের প্রভাব" এই বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন সেই সমাজই প্রকৃত সমাজের আদর্শ, যাহাতে দুইটী মূল নিয়ম উৎকৃষ্ট রূপে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। প্রথম সূত্রটী এই, জন সমাজ ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক নরনারীর কল্যাণের জন্য আছে।" দ্বিতীয় সূত্র "ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক নরনারী জন সমাজের কল্যাণার্থ আছে। অর্থাৎ যে সমাজ মধ্যে একদিকে জন সমাজ ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুখ ও উন্নতির সাহায্যার্থ সর্ব্বদা ব্যগ্র, এবং যেখানে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সমাজের কল্যাণার্থ হৃদয় মনের শক্তি সকলকে নিয়োগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত তাহাই আদর্শ সমাজ। স্থূলতঃ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য করাই মানব সমাজের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পথে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বিষয় স্বাধীনতা। অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রদত্ত শরীর মনের শক্তি সকলকে তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করিবার পথে প্রতিবন্ধক না থাকা। জন সমাজে স্বাধীনতার চারিটী প্রধান শত্রু আছে—১ম শাসন গত প্রাধান্য,—২য় জন্মগত প্রাধান্য—৩য় ধনগত প্রাধান্য—৪র্থ ধর্ম্মগত প্রাধান্য। শাসন-গত প্রাধান্য বলে—"আমরা জেতা, তোমরা জিত, আমরা শাসনকর্ত্তা তোমরা শাসিত, অতএব আমাদের অনুগত, পদানত, ও অনুগ্রহাপেক্ষী থাকাই তোমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য তাহার ব্যতিক্রম করা পাপ ও তাহা শাস্তির যোগ্য। জন্মগত প্রাধান্য বলে, আমি ব্রাহ্মণ তুমি শূদ্র, আমি উচ্চ তুমি নীচ, আমার সঙ্গে তুমি সমাধিকারী নও, ভাল কাজ, যাহা তাহা আমি করিব, তুমি কেবল আমার উপদেশের অনুসরণ করিবে। ইহা আরও বলে "আমি পুরুষ হইয়া

জন্মিয়াছি তুমি নারী হইয়া জন্মিয়াছ, সুতরাং আমার অধীন ও অনুগত থাকাই তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য। ধনগত প্রাধান্য বলে "আমি ধনী তুমি দরিদ্র, আমার সেবা করাই তোমার জীবনের কার্য্য! জগতের ধন ধান্য ফল ফুল আমার; আমার ভুক্তাবশিষ্ট ও আমার কৃপা-প্রদত্ত যাহা কিছু তাহা তোমার। ধর্ম্মগত প্রাধান্য বলে—"আমি ধর্ম্মপ্রচারক, আমি গুরু, আমি ঈশ্বর-নিযুক্ত আমি ঈশ্বর-প্রবুদ্ধ তুমি অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জীব তোমার পক্ষে আমার উপদেশ শিরোধার্য্য করাই কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে এই চারি প্রকার প্রাধান্য বহুকাল জনসমাজ মধ্যে বহু সংখ্যক লোকের উন্নতির ও হৃদয় মনের বিকাশের পথ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। যে সমাজে এই সকল প্রতিবন্ধকের দ্বারা লোকের হৃদয় মনের শক্তি সামর্থ্য আবৃত হয় না তাহা স্বাধীন সমাজ। মানব চরিত্রের বিকাশের পক্ষে যেমন স্বাধীনতা আবশ্যক, তেমনি শিক্ষা ও উৎসাহ দান দ্বারা ও জনসমাজ সে বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। স্কুল ও কলেজ সমূহ গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বন্ধ হওয়াতে ছাত্র সমাজের কার্য্য এক মাসের জন্য বন্ধ থাকিবে।

প্রেরিত।

মহাশয়,

নিম্নলিখিত পত্রখানিকে আপনার পত্রিকা মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমাকে উপকৃত করিবেন। মাঘোৎসবের সময়ে কোন ঘটনা দৃষ্টে আমার মনে একটি গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, সেই অবধি আমি বিষয়টি চিন্তা করিতেছি, কিন্তু অদ্যাপি উহার স্থিরতর মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

প্রশ্নটি অন্য কিছুই নহে ব্রাহ্ম কোন জাতি বিশেষের, সম্প্রদায় বিশেষের কিম্বা কোন ক্ষুদ্র দল বিশেষের প্রদত্ত কোন চিহ্ন ধারণ করিতে পারেন কি না? মিতাচার সভার সভ্যগণকে এক একটি করিয়া নীল ফিতা ধারণ করিতে হয়। যিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রদত্ত চিহ্ন (উপবীত প্রভৃতি) ধারণ করাকে অন্যায় মনে না করেন, তাঁহার পক্ষে একাধিক চিহ্ন ধারণ অনুমোদনীয় হইতে পারে, কিন্তু যিনি জগতের সঙ্কীর্ণতা পরিহার পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমিক সম্প্রদায় গঠনে অগ্রসর হইয়াছেন, জগতের যে স্থানে যে সদনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহার সহিত যাঁহার যোগ, যিনি জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সত্যের সহিত আপনার প্রাণের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া মানব মনের বিস্তৃতির পরিচয় দিবেন, সকল সম্প্রদায়ের লোক যাঁহাকে আদর্শ স্থল বলিয়া মনে করিবে; তিনি কেমন করিয়া কোন একটি সভার সভ্য বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য কোন বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত হইবেন।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার সময়ে কেবল একটি মাত্র যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি উপবীত পরিত্যাগ করি। সে যুক্তিটী এই যে, যে চিহ্ন ধর্ম্ম, চরিত্র ও আচারে মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করে এমন চিহ্ন ধারণ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। যে চিহ্ন সমগুণালঙ্কৃত দুই জনের এক জনকে উচ্চতর পদবী প্রদান করত অপরকে উপেক্ষা করায়, সে চিহ্ন ধারণ করার পক্ষ সমর্থন করিয়া যে দিন কেহ আমাকে উপবীত রক্ষা করার আবশ্যকতা দেখাইয়া দিবেন সেই দিন আবার সেই ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত উপবীত পুণর্গ্রহণ করত আত্ম-দুর্ব্বলতার পরিচয় দিব। এখন আমার বিশ্বাস আছে সে যুক্তি কেহ দিতে পারিবেন না আমি ও উপবীতের ভিক্ষুক হইব না। কিন্তু ব্রাহ্মের পক্ষে কোন রূপ চিহ্ন ধারণ সম্ভবপর হইলে আবার উপবীত গ্রহণের দিক, আমার সেই দুর্ব্বলতার দিক সমর্থিত হইতেছে, বলিয়া বোধ হয়। আমি আমার কোন ব্রাহ্মবন্ধুকে তাঁহার নীল ফিতা রাখার অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখাইতে এবং তদ্দ্বারা আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে দুই এক বার অনুরোধ করিলাম কিন্তু তিনি যে কারণেই হউক আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

যে কোন সাধু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছা আছে বলিয়া যদি আমি চিহ্ন গ্রহণের পক্ষাবলম্বী হই তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে আমি যে এক অপূর্ব্ব জীবে পরিণত হইব ইহা চিন্তা করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

মনে করুন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিজ্ঞবরগণ নিয়ম করিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে হইলে এক একটি পীতবর্ণের ফিতা রাখিতে হইবে। আমি সাধারণ সমাজের সভ্য হইতে গিয়া এক দাগ গ্রহণ করিলাম; ভারত সভার অগ্রণীগণ স্থির করিলেন তাঁহাদের দেশহিত কর কার্য্য সমূহের রঙ্গভূমি ভারত সভার সভার সভ্য হইতে হইলে এক একটি কৃষ্ণবর্ণ ফিতা রাখিতে হইবে। এইরূপ দ্বাদশটি সদনুষ্ঠান ক্ষেত্রের সহিত আমার সহানুভূতি আছে বলিয়া যদি দ্বাদশটি চিহ্ন গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে দ্বাদশ দাগে অঙ্কিত হইলে বোধ হয় লোক সমাজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই। এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

হিন্দুসমাজের উপবীতে যত অপরাধ! বিলাতী মস্তকের উর্ব্বরা ভূমিতে উৎপন্ন যাহা কিছু সঙ্গত অসঙ্গত সাদরে গৃহীত হইবে!! জগতের লোক কি চিরকালই হুজুগের স্রোত ধরিয়া গণ্ড গোল করিতে করিতে দিন কাটাইয়া যাইবে!

যে সকল ব্রাহ্মবন্ধুগণের বক্ষঃ ক্ষুদ্র কায় নীল ফিতা শোভা পাইতেছে তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে হয় নীল ফিতা পরিত্যাগ করুন, আর না হয় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হউন। যদি তাঁহারা ফিতা ধারণ করার পক্ষ সমর্থন করিতে সক্ষম হন, আমি ও উপবীত রক্ষা করাকে ন্যায়সঙ্গত বোধ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

জগতী
৪১। মে ১৮৮৩

একান্ত অনুগত
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন মিদং:—

মহাশয়! আপনার ১লা বৈশাখ তারিখের পত্রিকাতে "জনৈক দর্শকের" পত্র খানি ২৩ বার অতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। এসম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়া "তত্ত্বকৌমুদীর" এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

আমি "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নয় "নববিধান" কি হিন্দু সমাজের নয়, আমি জনৈক খৃষ্টাশ্রিত লোক তথাপি আমি কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করি না কারণ আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস যে এজগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সকলের মধ্যেই সত্য সকল নিহিত আছে, সেই সত্য সকলই অনাদি, অনন্ত সত্যস্বরূপ হইতে নিঃসৃত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্ট স্থান বিশেষে লোকের অবস্থা বিশেষে এবং মানব মনের অবস্থা বিশেষে মানব সমীপে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে মানবগণ তাঁহার সেই আশ্চর্য্য মহিমার শক্তি বুঝিতে সক্ষম নয়। আমি অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে যে সত্য দর্শন করিতে পাই, অবিলম্বে সে সকল সত্য আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং সকলের সহিত সহানুভূতি রক্ষা করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য। অতএবই বন্ধু ভাবে দুই একটী কথা উক্ত পত্র সম্বন্ধে বলিতেছি।

পত্র প্রেরক বাবু কেশবচন্দ্র সেনের "নববৃন্দাবন" অভিনয়কে ভেল্কি খেলা বলিয়া বর্ণ[illegible] [illegible]য়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সদৃশ জ্ঞানী ধা[illegible] [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি এইরূপ দোষারোপ করাতে পত্র প্রেরক উন্নত জন সমাজের ত কোন কথাই নাই, কিন্তু শিশুদিগের নিকট ও ও হাস্যাস্পদ হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পত্র প্রেরকের পত্রে কোন যুক্তি পূর্ণ কথার উল্লেখ নাই, কেবল 'ভেল্কি ভেল্কি' কতক গুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়া পত্রিকার স্থান পূর্ণ করিয়াছেন মাত্র।

ধর্ম্ম বিষয়ে নাটক অভিনয়ের রীতি অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল দেশে এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই স্থলে অভিনয় শব্দের অর্থ কি? না একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর তত্ত্ব বিষয় সকল নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া মানবদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। তাহাতে "ভেল্কি খেলার" ভেল্কিত কিছু দৃষ্ট হয় না।

"বাজীকরের" খেলা একটী বেশ ভাব পূর্ণ দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ যদি মানবগণ বিশ্বাস চক্ষু উন্মীলন করে তাহা এই কদলী বৃক্ষে যে কেবল হরিনামের মহত্ত্ব প্রকাশ করিবে তাহা নয়, জলে স্থলে সকল স্থানেই হরিদর্শন করিতে পাইবে। বাস্তবিক যে ভক্তগণ হরিভক্তি রূপ সুরা দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পান করিয়া মত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রেই হরি দর্শন করিয়া থাকেন তাহার আর কি কোন সন্দেহ আছে? যদি ইহাকেই 'ভেল্কিখেলা' বলা হয় তবে আপনার পত্রিকাতে যে সকল দৃষ্টান্ত পূর্ণ উপদেশ প্রকাশিত হয় সে সব কি খেলা বলা হবে? মহর্ষি পৌল যোহন, এবং ভারতের অনেকানেক ঋষিগণ যে সকল দৃষ্টান্ত দ্বারায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন পত্র প্রেরক বোধ হয় সে সব সার গর্ভ উপদেশ গুলিকেও "ভেল্কি খেলার মধ্যে গণ্য করিবেন।

মহাশয়! স্বাধীন ভাবে অনেক গুলি কথা বলা হইল, চরণে ধরিয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিতেছি ক্ষমা করিবেন।

দা[illegible]পুর,	জনৈক দর্শক।
৯ই মে ৮৩।	শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২১০।৩ নং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১লা জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵৹

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু! হে পতিত পাবন! তোমার কৃপা ভিন্ন দুর্ব্বল মানবের অন্য উপায় আর কি আছে? জগদীশ্বর তোমার সহিত যাঁহারা একবার তাঁহাদের জীবনের যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিক নদীতীরে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদা সজীব থাকেন। মৃতভাব তাঁহাদের অন্তরে কখনই প্রবিষ্ট হয় না। স্রোতস্বতীর স্রোত যেমন সর্ব্বদা বহমান, তাঁহাদের অন্তরে ও প্রীতির স্রোত সর্ব্বদা বহমান থাকে। তোমার উপাসক যদি নির্জীব হইয়া থাকে, যদি তাহার জীবনে নব নব আশা, নব নব ভাবের আবির্ভাব দেখা না যায়, তবে এই প্রমাণ পাওয়া যায়, সে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে. সে যদিও নিয়মিত রূপে তোমার উপাসনা করে, যদিও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তথাপি সে তোমা হইতে দূরে। হে সর্ব্বসাক্ষি! তুমি জান আমরা কত সময় তোমা হইতে দূরে গিয়া পড়ি। আমাদের জীবন বদ্ধ-জল-স্রোতের ন্যায় স্রোত বিহীন হইয়া সমাবস্থার থাকে। তখন আমাদের আত্মার বড় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। এমন যে তোমার নাম, যাহার গুণে পাপীজনের উদ্ধার হয়, সে নামেও তখন অরুচি জন্মে। এমন যে সেবা, যাহা তোমার ভক্তদিগের পরম উপজীব্য পদার্থ, তাহাও চিত্তের পক্ষে সন্তোষ জনক থাকে না। এই শুষ্ক ও নীরস অবস্থাতে পড়িয়া মানব অনেকদিন তোমার পথে থাকিতে পারে না। দীন বন্ধু! দেখ আমরা এই বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। প্রভো তোমারই কৃপা একমাত্র আশ্রয়। অন্য কোন আশ্রয় বা অবলম্বন আমরা জানিনা। জীবনে যে কিছু ধর্ম্মান্ন লাভ করিয়াছি, তাহা তোমারই করুণাতে, যে কিছু নূতন সত্য বা ভাব লাভ করিয়াছি তাহা তোমারই অনুগ্রহে, হে করুণার সাগর তুমি আমাদের সহায় হও, তুমি আমাদিগকে তোমার জীবন স্রোতের সহিত সংযুক্ত কর।

(একজন বন্ধু একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সে দৃষ্টান্তটী এই লোক যখন জাহাজ প্রস্তুত করে তখন তাহাকে কঠিন ও দৃঢ় করিবার জন্য কত যত্ন করে। একে কঠিন কঠিন কাষ্ঠ ও তাহার উপর লৌহ ও তাম্রনির্ম্মিত পাত তাহার উপর আবার বড় বড় লৌহ কীলক। দেখিতে বজ্রের সমান। এই অর্ণবপোত সকল অনায়াসে বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্রে গতায়াত করিতেছে। কত ঝড়, কত তরঙ্গ, কত উপদ্রব অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় কামানের গোলাতেও যেন তাহাদের কিছু করিতে পারে না। কিন্তু হায় এত কঠিন, এত দৃঢ় যে অর্ণবপোত, সেও যখন সমুদ্র গর্ভে লুক্কায়িত একটী চুম্বক প্রস্তরের পর্ব্বতের নিকট আসিল, অমনি লৌহের কীলকগুলি হঠাৎ খুলিয়া গিয়া সেই পর্ব্বতে লাগিল। আর সে কঠিন কাষ্ঠ, সে তাম্রের পাত কিছুতেই সে অর্ণবপোতকে বাঁচাইতে পারিল না, এমন যে বজ্রের সমান তরি তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া সমুদ্র তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মানবের ভাগ্যেও সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটে।) আমরা বুদ্ধির দ্বারা, প্রতিজ্ঞার দ্বারা কঠিন করিয়া আপনাদের চরিত্রকে বাঁধিয়া সংসার সমুদ্রে যাত্রা করি। অনেক সময় বাহিরের ঝড় ও তরঙ্গ সকল আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, কিন্তু হয়ত মানব দৃষ্টির অতীত স্থানে হৃদয়ের মূলে কোন গূঢ় দুর্ব্বলতা লুক্কায়িত আছে, সেই দুর্ব্বলতাটী আমাদিগের চরিত্রের সকল বন্ধন খুলিয়া লইল, আমাদের সাধের জাহাজ খণ্ড খণ্ড হইয়া জলে ভাসিতে লাগিল।

কোন সমাজ মধ্যে জীবন্ত ধর্ম্মভাব আছে কি না কিরূপে জানা যায়?

প্রথমতঃ দেখ, যে সে সমাজের লোকের সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা কতদূর দমন হইয়াছে। তাহারা ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লালায়িত কিনা! তাহারা ধর্ম্মার্থে স্বার্থত্যাগ করিতে পারিতেছে কিনা?

দ্বিতীয়তঃ দেখ তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব আছে কিনা?

তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া সুখী হইতেছে কি না, তাহাদের পরস্পরের সহিত ব্যবহারে ক্ষমা প্রকাশ পাইতেছে কিনা ?

তৃতীয়ত: দেখ তাহারা জগতের সাধুদিগের চরিত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেছে কিনা ?

চতুর্থত: দেখ তাহাদের হস্ত নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছে কিনা ?

পঞ্চমত: দেখ তাহারা পরস্পরের সহিত কিরূপ বিষয়ে আলাপ করিতেছে। পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি তাহারা কেবল বৈষয়িক বিষয়ে কথোপকথন করে, কিম্বা ধর্ম্মজীবন সংক্রান্ত কথা বার্ত্তা কয়।

ষষ্ঠত: দেখ তাহাদের মধ্যে পবিত্রতা আছে কিনা? তাহাদের মধ্যে নরনারীগণ কি ভাবে মিশিতেছে? ধর্ম্মভাবে কিম্বা সাংসারিক ভাবে? কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য?

সপ্তমত: দেখ সে সমাজের লোকেরা ধর্ম্মকে নিজের রুচির অধীন করিয়াছে, কিম্বা ধর্ম্মের অধীন হইয়া নিজেরা চলিতেছে।

যখন উপাসনাতে মন লাগিতেছে না তখন কি করিতে হয়।

প্রথম, আপনার জ্ঞানের উদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবনের কার্য্য সকল যতদূর স্মরণ পড়ে, স্মরণ করিতে থাক; নিজের দুর্ব্বলতা কত, তাহা ভাল করিয়া ধারণা কর। নিজের অপদার্থতা জ্ঞান হইলেই, ঈশ্বরের কৃপার মূল্য বুঝিতে পারিবে এবং তাঁহার জন্য প্রাণে তৃষ্ণার উদয় হইবে।

দ্বিতীয়, জগতের সাধু মহাজনদিগের নিষ্ঠা, ভক্তি, একাগ্রতার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ কর। তাঁহাদের ভক্তি বিশ্বাসের সহিত নিজের ভক্তি বিশ্বাসের তুলনা করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে কতদূরে পড়িয়া আছ। অমনি প্রাণ ব্যাকুল হইবে।

তৃতীয় সাধুজনের কোন উক্তি স্মরণ করিয়া বা পাঠ করিয়া, তাহার সহিত নিজ হৃদয়ের তুলনা কর। দেখ, তোমার হৃদয় সেই উক্তির অনুরূপ কিনা? দেখিবে ব্যাকুলতার উদয় হইবে।

চতুর্থত: নিজ জীবনে ঈশ্বরের কৃপার যে যে নিদর্শন দেখিয়াছ এবং যাহা উজ্জ্বল অক্ষরে হৃদয়ে লিখিত আছে, সেই নিদর্শন গুলি এক একটী করিয়া স্মরণ কর।

পঞ্চমত: জগত হইতে আপনার চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুমিই সার তুমিই সার এই মন্ত্র জপিতে থাক, যতক্ষণ মন প্রাণের সহিত সেই সারাৎসারকে আলিঙ্গন করিতে না পার ততক্ষণ ছাড়িও না।

একবার যে ঈশ্বরকে বলিতে পারে, প্রভো আমার এমন কিছু নাই যাহা তোমাকে দিতে পারি না, তাহার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। তাঁহাকে যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, তিনি যে তাহাকে সর্ব্বস্বে বঞ্চিত করেন, তাহা নহে, কিন্তু তাহার পথের বিঘ্ন সকল দূর হইয়া যায়। সে সত্যের জন্য সত্যকে আশ্রয় করে, এবং ফলাফল বিচার শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য পথ অবলম্বন করে। স্বার্থ, বা সুখ, বা লোকভয় তাহাকে সত্য ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। সংসারের লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সকল কুটিল পথে চলিয়া থাকে, সে ব্যক্তি সে সকল কুটিল পথ জানে না। তাহার স্বার্থ সিদ্ধির ইচ্ছা নাই কুটিল পথেরও প্রয়োজন নাই। এই জন্য সংসারে ধর্ম্মপথে থাকা ও ধর্ম্মপথে চলা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। বিষয়ী লোকে ধর্ম্মপথকে যে রূপ দুর্গম মনে করিয়া থাকে তাঁহারা সে রূপ দুর্গম মনে করেন না। লোকে পরমেশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ হৃদয় মনের সহিত নির্ভর করিতে পারে না বলিয়াই সত্য পথকে আশ্রয় করা এত কঠিন বোধ হয়।

পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

(কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।)

গতবারে বলা হইয়াছিল আমাদের, হৃদয়নিহিত ক্রমশ: বিকাশমান পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শই প্রেম ও ভক্তির আধার; এই আদর্শকে ক্রমশ: পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া, এবং ইহার আধার রূপী পরমেশ্বরে প্রাণ মন নিমগ্ন করাই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য। আসুন অদ্য আলোচনা করা যাক্ এই পূর্ণ আদর্শ হৃদয়ে পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করিবার উপায় কি; কি কি সাধন অবলম্বন করিলে এই অপরূপ চিত্র হৃদয়ের অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সমক্ষে উপস্থিত হয়, আমাদের সংসারাসক্ত হৃদয়কে মুগ্ধ করে, আমাদের শুষ্ক হৃদয়কে প্রেমামৃতে প্লাবিত করে।

প্রথম সাধন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন। আপাতত: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে কোন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ বাস্তবিক ইহারা একে অন্যের সহায়; ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে উভয়েই সুন্দর, উভয়েই প্রেমোদ্দীপক, উভয়েই হৃদয় মুগ্ধকারী, উভয়েই স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা বিনাশক। এই জন্যই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে সহায়; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতেই হৃদয় প্রথমত: সৌন্দর্য্যের ভাব লাভ করে, সৌন্দর্য্যকে আদর করিতে শিখে, সৌন্দর্য্য পিপাসায় পিপাসিত হয়। সেই জন্যই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ধর্ম্মসাধনের সহায়; সেই জন্যই ধবল শিখর-পর্ব্বত রাজি, শ্যামল তরুরাজি-পরিপূর্ণ কানন ভূমি, কলকল শব্দায়মান ও মৃদুমন্দ বায়ু শোভিত স্নিগ্ধ নদীতট, অসংখ্য তারকাপূর্ণ নীলাকাশ, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না স্রাবী পূর্ণচন্দ্র, নয়নমুগ্ধকর সুগন্ধি কুসুম এই সমুদয় ধর্ম্মসাধকদিগের এত আদরের বস্তু। যে স্থলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনের সুবিধা নাই, সভ্যতা এখন সেস্থানেও সৌন্দর্য্য পিপাসা পরিতৃপ্তির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে; চিত্রবিদ্যা অনেক পরিমাণে এই প্রয়োজন সাধন করি-

তেছে। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে বহুদিন ব্যাপী অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের পর এখন মানুষ বিশুদ্ধ রুচি ও উচ্চতম ধর্ম্মভাবের পরস্পর নিকট-সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিতেছে। নানা উপায়ে রুচির বিশুদ্ধতা সম্পাদন। নানা উপায়ে মানব হৃদয় নিহিত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন, ভবিষ্যতে মানবীয় চেষ্টা ও পরিশ্রমের একটী প্রধান বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। যাহাকে এককালে মানুষ বিলাস প্রিয়তা বলিয়া পরিত্যাগ করিত এবং এখন অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকেরা ঘৃণা না হউক অনাদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন; ভবিষ্যতে মানুষ উহাকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গবিশেষ বলিয়াও সমাদর করিবে সন্দেহ নাই। জড় জগতে হউক, প্রাণী জগতে হউক, প্রাকৃতিক হউক, বা শিল্পজাত হউক, যাহা কিছু বিশুদ্ধ সুন্দর, হৃদয়-মুগ্ধকর, তাহাই হৃদয়কে উন্নত করে, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করে।

ঈশ্বর বাহ্য জগতে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহা এত সুন্দর, এত প্রাণমুগ্ধ কর, ধর্ম্ম সাধনের এমন বলবান সহায়। যাঁহাদিগকে তিনি নিজের প্রতিরূপে গঠন করিয়াছেন, নিজের হস্তে যাঁহাদিগকে দিন দিন সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহাদিগকে তাঁহার নিকটতর করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন যে ধর্ম্ম সাধনের আরো উচ্চতর সহায় হইবে তাহা সহজেই আশা করা যাইতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির দ্বিতীয় সাধন—সাধু মহাত্মাদিগের জীবনালোচনা। প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের পিপাসার উদ্রেক মাত্র করে, তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ ইহাতে সে সৌন্দর্য্য নাই; এই সৌন্দর্য্য পিপাসার পরিতৃপ্তি ও বৃদ্ধির স্থান মানব জীবন। সাধু মহাত্মাদিগের জীবন অসাক্ষাৎ ভাবে, পুস্তকের সাহায্যে, কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিয়া ও এত উপকার লাভ করিয়াছি, যে, ইচ্ছা হয় এরূপ একটি জীবন পাইলে রাত্রি দিন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকি, সংসারের সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা ও অশান্তি হইতে চিরদিনের মতন মুক্তিলাভ করি। মানুষ যে অনেক সাধু মহাত্মাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তাঁহাদের জীবনে অসাধারণ, অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে যে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার পরমেশ্বরের সহিত একীভূত করে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। এখন পর্য্যন্ত যে অগাধ জ্ঞানশালী পাশ্চাত্য ধার্ম্মিকগণ মহাত্মা ঈশাকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা ও বড় বিস্ময়কর নহে; আমরা এই সকল কুসংস্কার অতিক্রম করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতো নিশ্চয়, যে এই সকল পবিত্র সুন্দর জীবন দেখিয়াই জগতের অধিকাংশ লোক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আভাস পায়, এই সকল সুন্দর চিত্র দেখিয়াই আমরা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাব লাভ করি, ইহাদের উচ্চ জীবন দেখিয়াই উচ্চতর জীবন কল্পনা করিতে সমর্থ হই। ইহাঁদের সৌন্দর্য্য পান করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবল হইতে প্রবলতর সৌন্দর্য্য পিপাসার উদ্রেক হয়। খ্রীষ্টীয় জগতের যে সকল ধর্ম্মবীরগণ সত্যের জন্য অম্লানবদনে অসংখ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অমানুষিক বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত দুর্ব্বল নির্জ্জীব জীবনে ও বলের সঞ্চার হয়। মহাত্মা ঈশার স্বর্গীয় বিশ্বাস, বিনয়, ক্ষমা ও নির্ভরের ভাব আলোচনা করিতে করিতে কাহার না হৃদয় এই সমুদায় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হয়? ঊনবিংশশত বৎসর মানব হৃদয় হইতে তাঁহার চিত্র মুছিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশীয় বুদ্ধদেবের ঐকান্তিক অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের ভাব ভুলা যায় না, জীবন পথে তাঁহার প্রবল আকর্ষণ সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে হৃদয়কে টানিতে থাকে, ইচ্ছা হয় একবার তাঁহার অনুসরণ করিয়া একবারে সংসারের সমুদয় বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হই, আর তাঁহার মতন অনাসক্ত জীবন্মুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা হইয়া সংসারে পুনঃ প্রবেশ করি। ভক্ত প্রধান চৈতন্যের জীবনালোচনা করিতে করিতে বোধ হয়, সম্মুখ দিয়া একটী প্রবল প্রেমের ঝড় ভক্তির ঝড় বহিয়া যাইতেছে; কাহার না ইচ্ছা হয় এই প্রবল ঝড়ে উড়িয়া যাই; এই প্রবল প্রেমভক্তির স্রোতে জীবন মন ভাসাইয়া দিই। যাহা হউক, বিশেষ রূপ এই সকল মহাত্মা ব্যক্তির নামোল্লেখ করাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না, যে কেবল ইহাদিগকেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ রূপে নির্দ্দেশ করিতেছি না, তাহা নহে; মনুষ্য জগৎ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; অনেক হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইয়াও মানবজীবন-রূপ সমুদ্র অসংখ্য রত্নের আকর; প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রেণীর বাহিরে ও ঈশ্বর প্রভূত সৌন্দর্য্য রাশি ঢালিয়া রাখিয়াছেন। খ্যাত নামা ব্যক্তিদিগের তো কথাই নাই, লোক প্রসিদ্ধির অন্তরালে, সংসারের কোলাহল শূন্য নির্জ্জন স্থান সমূহে, আমাদের পার্শ্বে, গৃহে, আত্মীয় সমাজে অনেক মনুষ্যরত্ন আছেন, যাঁহাদের জীবন মনের সৌন্দর্য্য হৃদয়ের শান্তি উৎস, সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ উপলব্ধির দৈনন্দিন সহায়, এই ভবে আমাদের দ্বিতীয় সাধন; মানব জীবনে স্বর্গের যে আলোক পড়িয়াছে যে সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক দর্শন করা, প্রাণের সহিত সম্ভোগ করা, তাহাকে আদর করিতে শিক্ষা করা। তাহা হইলে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ছবি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে, হৃদয় ক্রমশঃই প্রবলাকর্ষণে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

কিন্তু উপরোক্ত সাধনদ্বয় হইতে ও গুরুতর, কঠিনতর আর একটী সাধন আছে এখন তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্ববারে বলা হইয়াছিল, আর ইহা সকলেই জানেন, যে মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ, সেই পরম সুন্দরের মুখচ্ছবি চিত্রিত রহিয়াছে; জ্ঞানা-

লোক ও ধর্ম্মালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। এই জ্ঞানজ্যোতি, ধর্ম্মজ্যোতি প্রতিনিয়তই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু এই স্বর্গীয় আলোকের যে যতদূর আদর করে, সদ্ব্যবহার করে, সে তত পরিমাণে ইহার অধিকারী হয়, ততই সেই স্বর্গীয় চিত্র তাহার নিকট উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রেমোচ্ছাস ততই বৃদ্ধি পায়, যে ইহার যত অনাদর করে তাহার চক্ষু ততই ইহার সম্বন্ধে অন্ধ হইতে থাকে, সেই স্বর্গীয় চিত্র তাহার নিকট ততই মলিন, অস্পষ্ট হইতে থাকে, তাহার হৃদয় ততই শুষ্ক, কঠোর হইতে থাকে। সুতরাং আমাদিগকে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে যেন আমরা কখনো এই স্বর্গীয় আলোকের অনাদর না করি যেন ইহাকে দৈনন্দিন জীবনের পরিচালক করিয়া ক্রমাগত স্বর্গ রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি। কার্য্যে, চিন্তায়, ভাবে, যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু মলিন, যাহা কিছু কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হইবে, সর্ব্ব প্রথমে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সর্ব্ব প্রথমে তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে; প্রত্যত জ্ঞান ও বিশ্বাস মিশ্রিত কল্পনার বর্ণে সেই সৌন্দর্য্যের চিত্র সাধ্যানুসারে হৃদয়ের সম্মুখে অঙ্কিত করিতে হইবে, কার্য্যে, চিন্তায়, ভাবে—স্বকীয় পরকীয় ও ঐশ্বরিক সম্বন্ধে আমার জীবন যেরূপ হওয়া উচিত সেই আদর্শ কল্পনা চক্ষে দেখিতে হইবে ও তাহার সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিতে হইবে। এই তুলনার ফল কি বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন, ইহাতেই হৃদয়ের অনেক জড়তা দূর হইয়া হৃদয় উৎসাহ উদ্যমে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতেই জীবন স্রোতের গতিরোধক হিমরাশি বিগলিত হইয়া জীবন অবাধে উন্নতির পথে চলিতে থাকে এবং ইহাতেই সেই পরম সুন্দর পরম্বার পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় মুখচ্ছবি উজ্জ্বলতর রূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধারকে দেখিতে হইলে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হইলে, চির জীবনের মতন তাঁহার প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে, এই ত্রিবিধ সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। ঈশ্বর আমাদের সাধনের সহায় হউন।

ঈশ্বর চক্ষুর চক্ষু।

মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

ধর্ম্ম জীবনের প্রথম অবস্থাতে মানুষ ভাবে কোথায় সে চক্ষু পাই, যদ্দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিব। সুতরাং সে কখনও প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিবার চেষ্টা করে; জড় জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার শোভা দর্শন করিবার প্রয়াস পায়। নির্জ্জনে গিরিশৃঙ্গে বসিয়া ভাবিতে থাকে, গিরি পৃষ্ঠের এই অপূর্ব্ব শোভা যাঁহার শক্তি, যাঁহার জ্ঞান, ও যাঁহার করুণার পরিচয় দিতেছে সে ঈশ্বর কোথায়? আমি তাঁহাকে দেখিব। শারদাকাশের নিষ্কলঙ্ক নীলিমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জের বিষয় অনুধ্যান করিয়া মনে মনে বলিতে থাকে, যাঁহার বিশ্বসংসার এমন শোভার ভাণ্ডার না জানি তিনি কিরূপ? আবার জড় জগত হইতে যখন চেতন জগতে প্রবেশ করে, তখন ও সেই প্রশ্ন ও সেই চিন্তা। সে ব্যক্তি যখন মানব সমাজের প্রতি দৃষ্টি করে, যখন ইহার ইতিবৃত্তের আলোচনা করে, যখন ইহার বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, প্রণয় প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করে, তখন বলে, যাঁহার বিচিত্র প্রীতি জনসমাজ মধ্যে এত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে, না জানি তিনি কিরূপ। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া থাকে।

কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের উন্নত অবস্থাতে আর এক প্রকার ভাব হয়। হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইলে ঈশ্বর মানবের চক্ষুর চক্ষু হইয়া থাকেন। যে সাধক পূর্ব্বে প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে ঈশ্বরের ভিতর দিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে আরম্ভ করেন। এই উভয় ভাবে কত প্রভেদ। প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ, ইহার সৌন্দর্য্যের গূঢ় আস্বাদন জানিতে পারিবেনা। ইহার কত বিষয় তোমার চিত্তের সুখের ব্যাঘাত করিবে, কত বস্তু তোমার কদর্য্য বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরকে চক্ষে পরিধান করিয়া দেখ, কেবল যে সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিবে তাহা নহে, কিন্তু হৃদয়ে প্রেমের সাগর উচ্ছলিত হইয়া ত্রিসংসারকে প্লাবিত করিবে। জড় বস্তু জীবন্ত হইয়া তোমার প্রাণের সহিত কথা কহিবে। ঈশ্বরকে চক্ষের চক্ষু করিয়া জগতের ইতিবৃত্তের দিকে দৃষ্টিপাত কর, সমুদায় মানব জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক প্রেমের আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ দেখিতে পাইবে। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে তোমার নিকট অর্থ বিহীন ও মঙ্গল ভাব শূন্য বোধ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে জাগ্রত মঙ্গল ভাবের নিদর্শন দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিবে। জগতের সাধুদিগকে ঈশ্বর বিহীন চক্ষে দেখ, তাঁহাদের জীবনের মূল্য বুঝিতে পারিবেনা, তোমার প্রাণের সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিবে না, তাঁহাদের গুণাবলীর সৌন্দর্য্য ও গভীরতা অনুভব করিতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরকে চক্ষে পরিধান করিয়া দেখ তাঁহাদের এক এক জনকে এক একটী হীরক খণ্ডের ন্যায় বোধ হইবে। তাঁহাদেরর মুখ জ্যোতির মধ্যে পুণ্যময়ের পবিত্রতার আভা দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর বিহীন চক্ষে আপনাকে দর্শন কর সকলের উপরে আপনার মস্তক কে উন্নত দেখিবে। আপনার গুণাবলী দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইবে; আপনার সৌরভে আপনার প্রাণ আকুলিত হইবে। কিন্তু চক্ষুর চক্ষু স্বরূপ পরমেশ্বরকে পরিধান করিয়া আপনাকে দেখ, দেখিবে আপনার মস্তক কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে! দেখিবে, তাঁহার করুণাই জননীর ন্যায় তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া

রাখিয়াছে। নিজের যে সকল দুর্ব্বলতা, যে সকল অপরাধ এতদিন লুক্কায়িত ছিল, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তুমি হয়ত আপনাকে অগ্রসর ভাবিয়া মনে মনে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলে, তাঁহাকে চক্ষের চক্ষু করিয়া দেখিবা মাত্র দেখিতে পাইলে, তোমার হৃদয়ের গূঢ়স্থানে এমন সকল পাপ লুকাইয়া আছে,যাহাতে তোমার উন্নতির মূল কাটিয়া দিতেছে। ঈশ্বর বিহীন চক্ষে তোমার বিরোধী ও শত্রুদিগের প্রতি চাহিয়া দেখ, তাহাদের দুরাচার ও দুষ্প্রবৃত্তির কথা স্মরণ হইয়া কেবল অন্তরের বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে ;. তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিবে ; তাহাদের প্রতি হিংসাচরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে। কিন্তু সেই চক্ষুর চক্ষুকে মধ্যে রাখিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তৎক্ষণাৎ এক প্রকার স্বর্গীয় ক্ষমা ও পবিত্র প্রীতির ভাব হৃদয়মনকে পূর্ণ করিবে। তখন তাহাদের শত্রুতাচরণের জন্য ক্রোধ বা ঈর্ষা, বা প্রতিহিংসার ভাবের উদয় না হইয়া দয়ার ভাব উদিত হইবে।

এই জন্যই সাধু ভক্তগণ চিরকাল এই উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, যে ঈশ্বরের প্রেমিক সন্তান ঈশ্বরের ভিতর দিয়া সমুদায় জগতকে, মানব সমাজকে, এবং মানব জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্যকে দেখিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহাদের হৃদয় সহসা কোন প্রকার অসাধু ভাবের বশীভূত হয় না, এবং তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর আনন্দও কেহ হরণ করিতে পারে না। এই অবস্থাই ধর্ম্মের উন্নত অবস্থা। এই অবস্থা লাভ না করিলে ধর্ম্মের প্রকৃত সুখ আস্বাদন করা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজসংস্কার।

আমরা যে সকল মূল সত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি তাহার মধ্যে একটী প্রধান সত্য এই "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্যপ্রিয় কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কেবল ব্রাহ্মেরাই যে সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন তাহা নহে। জগতের অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এ বিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে সকল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ধর্ম্ম প্রচার মানসে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বিবিধ প্রকার জন-হিতকর কার্য্য আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই, ঐ সকল সদনুষ্ঠান তাঁহাদের ধর্ম্মতরুর পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া নিজ সৌরভে জগতকে আমোদিত করিতেছে। কিন্তু অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, যে সদনুষ্ঠান অগ্রে ধর্ম্ম-সাধনের একটী অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহা পরে একমাত্র অঙ্গ ও মুখ্য লক্ষ্য রূপে পরিণত হইয়াছে। সাধু কার্য্য সকল ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার পক্ষে সহায় হইবে এই জন্য তাঁহাদিগকে আশ্রয় করা হইয়াছিল ; কিন্তু পরিশেষে বাস্তবিক তদ্দ্বারা ঈশ্বরের নিকটস্থ হইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছে কি না, সে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া লোক শুষ্ক ও নীরস ভাবে কেবল কার্য্য গুলিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সে সকল কার্য্যের মধ্যে যে ধর্ম্ম-ভাব ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

এই চিন্তাতে রত হইলেই আমরা একটী নিগূঢ় সত্য অনুভব করি। সে সত্যটী এই, ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক যিনি, প্রকৃত প্রেমিক যিনি, যিনি ভক্তিতত্ত্বের আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনি কার্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের নিকট না গিয়া ঈশ্বরের দ্বারা কার্য্যের নিকট গিয়া থাকেন। এ বিষয়টী আর ও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ধর্ম্মের নিকৃষ্ট অবস্থাতে লোকে মনে করে আমার গুণাবলীর দ্বারা, আমার প্রার্থনার ও সাধনের বলে, আমার সদনুষ্ঠান সকলের দ্বারা আমি ঈশ্বরকে লাভ করিব। আমি এই সকল মূল্য দিয়া পরমেশ্বরের কৃপাকে ক্রয় করিয়া লইব। এ অবস্থাতে লোকে আপনাদের সৎকার্য্য সকলকে ঈশ্বরের কৃপার মূল্য স্বরূপ মনে করে এবং রাজসিক ভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্মের উন্নত অবস্থার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লক্ষণ, সে অবস্থায় উপনীত হইলে মানুষ প্রেম-যোগে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হয়, এবং ঈশ্বর তাহাকে সদনুষ্ঠানে লইয়া যান। তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র রাজসিক ভাব থাকে না। সেরূপ সদনুষ্ঠান আত্মার অন্নপান হইয়া আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর ব্রাহ্মসমাজ নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন। দেশের অপরাপর সভা সকলও ঐ প্রকার চেষ্টাতে রত আছেন। এ উভয়ে প্রভেদ কি? ব্রাহ্মসমাজ নানা প্রকার সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন বলিয়া কি বলিব ব্রাহ্মসমাজ একটী সমাজ সংস্কারের সমাজ? সমাজ সংস্কার করাই কি ইহার প্রধান লক্ষ্য? তাহা নহে, সমাজসংস্কার ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নহে। ইহার লক্ষ্য পবিত্র স্বরূপকে প্রাণে ধারণ করা, তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন করা, তাঁহার সহিত ইচ্ছাযোগে যুক্ত হওয়া। এইটী মুখ্যলক্ষ্য। তবে পরমেশ্বরকে প্রাণে ধারণ করিলে তিনি আমাদের হৃদয়কে সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের পথে নিয়োগ করিয়া থাকেন, সকল প্রকার অসত্য পরিহার করিতে আদেশ করেন ও সকল প্রকার দুর্গতি নিবারণের জন্য উপদেশ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজের বিগত ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই একথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মগণ নিয়মিত রূপে উপসনালয়ে যাইতেন, সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা সঙ্গীত প্রভৃতিতে যোগ দিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকলে বিশ্বাস স্বীকার পূর্ব্বক দীক্ষিত হইতেন, অথচ সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতাচরণ করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা লাগিত না, তাঁহাদের বিবেকের গ্লানি উপস্থিত হইত না, তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতার ব্যাঘাত হইত না। ক্রমে যতই তাঁহাদের প্রীতি

গাঢ় হইতে লাগিল,যতই তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা হইতে লাগিল, যতই তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত নিকট-সম্বন্ধ অনুভব করিতে লাগিলেন, ততই ঈশ্বর তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া দিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকতা তাঁহাদের চক্ষে ঘৃণিত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। আর তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় পৌত্তলিকতাচরণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন না। উপাসনা করিতে গেলেই অনুভব হয়, যেন সেই সত্য স্বরূপকে অপমান করিয়াছেন, লোকভয়ে তাঁহার পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নামের অনুপযুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কৃপার অযোগ্য হইয়াছেন। ঈশ্বর তখন ব্রাহ্মদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, ‘ সরল প্রেম না হইলে আমাকে পাইবে না।" অমনি ব্রাহ্মদিগের প্রাণে ও ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিবার জন্য প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনেক ব্রাহ্ম বিষজ্ঞানে পৌত্তলিকতাকে বর্জ্জন করিলেন।

আবার কিছুদিন চলিল ব্রাহ্মদিগের ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতা ও স্বার্থত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্টতর যোগ নিবদ্ধ হইতে লাগিল। ঈশ্বর আবার আর এক দিকে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম বলিয়াছিলেন "আমাকে যদি বাস্তবিক পিতা বলিয়া মনে কর, তবে জড়ের নিকট মস্তক অবনত কর কেন?" এখন বলিলেন "নর নারীকে যদি বাস্তবিক ভাই ভগিনী মনে কর, তবে জাতিভেদ রক্ষা কর কেন?" অমনি ব্রাহ্মদিগের প্রাণে সংগ্রাম উঠিল। আর তাঁহারা [illegible] রাখিয়া উপাসনা করিতে পারেন না। শত শত বৃশ্চিকে যেন তাঁহাদের হৃদয়কে দংশন করিতে লাগিল। ঈশ্বর আদেশ করিতে লাগিলেন "আমার সন্তানদিগকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ কর"; ব্রাহ্মগণ আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সমাজ মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে জাতিভেদকে ভগ্ন করিতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের মর্ম্ম জানেন না, তাঁহারা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সামান্য যজ্ঞসূত্রের উপর এত আক্রোশ কেন? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উত্তরীয় বস্ত্র স্কন্ধে রাখিয়া যদি উপাসনা করা যায়, কয়েক গাছি সূত্র রাখিয়া কি উপাসনা হয় না? ঐ কয়েক গাছি সূত্র কি সর্প যে তোমাদিগকে দংশন করে?" উপাসনা তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ যাঁহারা নন তাঁহারা এরূপ বলিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মের প্রাণে পূর্ব্বোক্ত সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহারা জানিতেন, যে বাস্তবিক তাঁহাদের উপাসনাতে বাঁধিতেছে। তাঁহারা কেন ওরূপ কার্য্য করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের সকলকেই বলিতে হইবে, যে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে করিতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহারা না করিলে বাঁচিতেন না, ঈশ্বরাবমাননা অপরাধে তাঁহাদের আত্মার বিশেষ দুর্গতি হইত।

স্ত্রী জাতির উন্নতি সম্বন্ধেও এইরূপ। ব্রাহ্মেরা বহুকাল একা একা উপাসনা করিতেন। অবজ্ঞার পাত্রী রমণীকে যে আবার এই রসের আস্বাদন দিতে হইবে, এই সত্যালোক যে আবার অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে, নারীদিগকে যে আবার শিক্ষা দান করিতে হইবে এ সকল চিন্তা তাঁহাদের অন্তরে বিশেষ প্রবল ছিল না। তাঁহাদের প্রেমের গাঢ়তা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মগণের প্রাণে আর এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। এখন অবধি ব্রাহ্মগণ উপাসনার্থ ঈশ্বরের দ্বারে উপনীত হইলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "আমার কন্যারা কোথায়? ব্রাহ্মেরা বলিতে লাগিলেন "পিতা তাহারা দুর্ব্বলা, তাহারা জ্ঞানহীনা তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইবে, এখন আমাদিগকে তোমার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে দেও, তাহারা পরে আসিবে।" ঈশ্বর যেন বলিলেন "আমি ও স্বার্থপর কথা শুনিব না। তাহারা যদি দুর্ব্বলা হয়, সবলদিগের কি উচিত নয় যে,তাহাদের হস্ত ধারণ করিয়া আন? যাও আমার কন্যাদিগকে ডাকিয়া আন। নতুবা, তোমাদের উপাসনা ও তোমাদের ধর্ম্ম সাধন একাঙ্গ হইবে।" তখন ব্রাহ্মগণ ছুটিয়া সংসারে আসিলেন এবং পতি পত্নীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, পুত্র মাতাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নারী জাতির উন্নতি সাধনের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইল। এমন কি দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য কত সভা স্থাপিত হইতেছে, তাঁহারা কত বক্তৃতা করিতেছেন, কত পুস্তক পত্রিকাদি প্রচার করিতেছেন, কত বিবাদ কলহ করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বর্ষে বর্ষে নিঃশব্দে কত বিধবা বিবাহিত হইতেছেন। ব্রাহ্মগণ ইহাকে একটা বিশেষ সংস্কারের কার্য্য বলিয়া আর অনুভব করেন না। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যদি কোন বিধবা থাকেন তাঁহার পুনঃ পরিণীত হইবার অধিকার আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় গৃহীত হইয়াছে। ইহার কারণ এই, যে ধর্ম্মভাবের দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়াছেন, যে ধর্ম্মভাবের উত্তেজনাতে তাঁহারা জাতিভেদকে পদে দলন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মভাবই, সেই ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, আমার গৃহে কি পুরুষ কি রমণী কাহারও সুখের পথরোধ করিও না। এ ভাবও তাঁহারা উপাসনার ভিতর দিয়া পাইয়াছেন।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অথবা সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে ব্রাহ্মেরা যে কিছু আলোক পাইয়াছেন তাহা উপাসনার ভিতর দিয়াই পাইয়াছেন অর্থাৎ ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে সেই সকল সদনুষ্ঠানে লইয়া গিয়াছেন। এরূপ না হইয়া যদি সদনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমাজ ধর্ম্ম সমাজ হইত না। ব্রাহ্মের পক্ষে নিয়ম এই, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ এই যে, তিনি যেকার্য্য করিবেন, তাহা উপাসনার ভিতর দিয়া করিবেন। সমাজ সংস্কারের

জন্য সমাজ সংস্কার করা ব্রাহ্মসমাজের ভাব নহে, তাহা রাজসিক ভাব, তাহা ভক্তিবিরোধী ভাব। তাহাতে ভক্তি, প্রীতি শুখাইয়া যাইবে, আমাদের আত্মাগুলিকে শুষ্ক কাষ্ঠের মত নীরস ও সুখবিহীন করিবে। ঈশ্বরই আমাদের আলোক, উপাসনা আমাদের পথপ্রদর্শক, উপাসনা আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইবেন আমরা সেই পথে যাইব।

ঈশ্বর পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশুর উক্তি সকলের মধ্যে দুইটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রথম দরিদ্রদিগের প্রতি দৃষ্টি, দ্বিতীয় পাপীর প্রতি দৃষ্টি। খ্রীষ্ট যে দিন সর্ব্ব প্রথমে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মুখ খুলিলেন, সে দিন তিনি কি বলিলেন? সে দিন বলিলেন:—'যাহারা অন্তরে দরিদ্র তাহারাই ধন্য; কারণ তাহারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে।" তিনি নিজের বিষয়ে এরূপ বলিতেন যে পক্ষীদের বাসা আছে, পশুদিগেরও গর্ত্ত আছে; কিন্তু তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। ধনিগণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, স্বর্গরাজ্য দরিদ্রদিগেরই জন্য। তিনি একবার একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সত্যটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এক জন ধনবান লোক একদিন আপনার গৃহে ভোজের আয়োজন করিয়া প্রতিবেশী ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বহুজনের মত আয়োজন করা হইল, কিন্তু আহারের সময় কোন ধনী ভৃত্যের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার একটা কর্ম্ম আছে, তিনি আসিতে পারিবেন না; কেহ বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার গৃহে একটী অতিথি আসিবেন, সুতরাং তিনি আসিতে পারিবেন না। এই রূপ এক একটী আপত্তি তুলিয়া অনেকেই আসিলেন না। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা যখন দেখিলেন যে তাঁহার ধনবান বন্ধুগণ তাঁহার সমুদায় আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিল, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, "যা পথের লোকদিগকে ডাকিয়া আন্! জগতের দীন দুঃখীরা আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করুক।" ভৃত্যেরা সেই রূপ করিল, পথের দরিদ্র জনে সেই ধনীর গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। স্বর্গরাজ্য এইরূপ। ঈশ্বর যখন সত্য রাজ্য প্রকাশ করিয়া জগতের ধনিদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তখন তাহারা এক একটা ওজর করিয়া সে সত্য রাজ্যে প্রবেশ করিতে চায় না। তখন ঈশ্বর দীন দুঃখীদিগের দ্বারা তাঁহার ঘর পূর্ণ করেন। একথার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। দরিদ্রদিগের দ্বারাই সত্য রাজ্য সর্ব্ব প্রথমে প্রচার হইয়া থাকে।

দরিদ্রদিগের ন্যায় পাপীদিগের প্রতিও যীশুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।—তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেন, কোন রাখালের এক শতটী মেষের মধ্যে যদি একটী হঠাৎ হারাইয়া যায়, তবে কি সে ৯৯টীকে পথে রাখিয়া সেই একটীকে অন্বেষণ করিতে যায় না? একটী পাপী সন্তান যদি বিপথে গমন করে, তখন তাহার উদ্ধারের জন্যও পরমেশ্বর তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরের এই কৃপার ভাবটী অতি সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। এমন কি তাঁহারা যে ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করেন তাঁহার মধ্যেও এই পতিত পাবন ভাবটী অতি উজ্জ্বল রূপে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। হিন্দুরা যে অবতার স্বীকার করেন, তাহার দুই উদ্দেশ্য। ১ম ভক্তদিগের রক্ষা, ২য় দৈত্যকুল বিনাশ। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অবতার পাপিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য এবং জগতের পাপ বিমোচন জন্য। পাপীগণ ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারে না, এই জন্য পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর রক্ত মাংসময় দেহ ধারণ করিয়া পাপী জগতে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভাবটীর মধ্যেও এক প্রকার মধুরত্ব আছে। যীশু স্বয়ং অতি দুরাচার ও পাপাসক্ত লোকদিগের মধ্যে মিশিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন ইহাতে তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিলে, তিনি হাস্য করিয়া বলিতেন, যেখানে রোগ সেইখানেই ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে তাঁহার এই মহোপদেশ অনুসারে তাঁহার শিষ্যগণও চিরদিন পৃথিবীর পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষ ও রমণীদিগকে সুপথে আনিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কত শত সদাশয়া ও পবিত্রহৃদয়া নারী চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া পাপাসক্ত অধর্ম্মাচারী ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে জীবন যাপন করিতেছেন, কত রমণী হতভাগিনী কুলটাদিগকে ধর্ম্মপথে পুনরানয়নের জন্য তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া জীবন কাটাইতেছেন। যে সকল বালক-বালিকা পিতা মাতার দারিদ্র্য বা পাপাসক্তিবশতঃ শিক্ষার অভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বিবিধ প্রকার পাপাচরণে শিক্ষিত হয় তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া সুপথে আনিবার জন্য শত শত সভা স্থাপিত হইয়াছে; যে সকল ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাদিগকে সেই কারাগারে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কত শত সদাশয় পুরুষ বা রমণীর ব্রতের মধ্যে হইয়াছে। বলিতে কি যেখানে পাপান্ধকার, যেখানে মানবাত্মার দুর্গতি যেখানে দুষ্ক্রিয়াসক্ত নরনারীর সমাবেশ, যীশুর শিষ্যগণ সেইখানেই ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত।

আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের মধ্যে চৈতন্য সম্প্রদায়ে এই ভাব প্রস্ফুটিত দেখা যায় এরূপ শুনা যায় চৈতন্য পাতকীর চরণে পতিত হইয়া পাপ পরিহার কর বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। দুর্ব্বৃত্ত মাধাই কলসির কাণা ফেলিয়া তাঁহার একজন দুরাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন "মাধাইরে, মেরেছ কলসির কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

তার! ইহা কি আশ্চর্য্য! কি মধুর, কি স্বর্গীয় ভাব!! ইহারই নাম দেবভাব। প্রেমের ন্যায় বশীকরণের মন্ত্র কি আর কিছু আছে? কত সময় দেখি সাধুর একটী প্রেম পূর্ণ দৃষ্টিতে কত মহাপাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে দুরাচার সে যদি দেখে যে দশজন সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য ব্যগ্র, তাহার প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা নাই, বরং তাহাকে আপনাদের সঙ্গে রাখিয়া সংশোধন করিবার জন্য তাঁহারা উৎসুক, তাহা হইলে কি সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? এমন প্রেমের ভাব দেখিয়া বশীভূত না হয়, এরূপ কঠোরহৃদয় অতি অল্পই আছে। কিন্তু এই প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে যদি সাধুগণ অসাধুদিগের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করেন, যদি তাহাদিগকে আপনাদের সঙ্গে বসিবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিদায় করিয়া দেন, নিজেরা যখন ধর্ম্ম সাধন করেন, তখন যদি সেখানে তাহাদিগকে আসিতে না দেন, তাহা হইলে কি তাহাদের জীবন পরিবর্ত্তনের উপায় থাকে। যিনি আপনাকে সাধু জানিয়া ও অপরকে অসাধু জানিয়া ঘৃণা করিতেছেন, ও তাহাকে নিজ সহবাসের অনুপযুক্ত ভাবিয়া তাহাকে দূরে রাখিতেছেন, তাহাকে বলি দেখ! যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, যে ব্যক্তি পাপী, যে ব্যক্তি পতিত তাহারই সৎসঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন। তোমরা দশ জন সৎলোক যদি তাহাকে ঘৃণা করিয়া সঙ্গে বসিতে না দেও, আর দশজন সৎলোকে যদি ঐ প্রকারে তাহাকে নিজ সঙ্গে আসিতে না দেয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরের নিকট তোমরা অপরাধী কারণ তোমরা তাহার সৎ হইবার পথে অন্তরায় হইলে।

বিশেষতঃ ঈশ্বরের রাজ্যে কি এমন করিতে আছে! আমি সাধু ও ব্যক্তি অসাধু ও ব্যক্তি আমার নিকট বসিয়া ধর্ম্মসাধনে যোগ দিবারও অযোগ্য এরূপ কি ভাবিতে আছে। যদি হৃদয়ে হাত দিয়া প্রাণের কথা বলিতে হয় তাহা হইলে কি ইহা বলিতে হয় না, যে আমরা সকলেই পাপী, সকলেই তাঁহার কৃপার ভিখারী। এক ভিখারী আর এক জনকে ঘৃণা করিয়া দূর করিতে চায় ইহা কি ভাল দেখায়।

অতএব পাপীকে সৎসঙ্গে বসিতে দেও, বরং দশজন পড়িয়া তাহাকে সৎকথা শুনাও, তাহাকে সাহায্য কর, তাহার হস্ত খানি ধরিয়া অগ্রসর করিয়া দেও। তাহার চিত্তে যাহাতে অনুতাপের উদয় হয় এরূপ কর।

ইহা বলিবার এ উদ্দেশ্য নয় যে পাপীর প্রতি সামাজিক শাস্তি থাকিবে না। তাহাকে শাসনাধীন কর, তাহার অনুতাপ প্রকৃত অনুতাপ কি না, জানিবার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান কর; কিন্তু তাহাকে সৎ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিও না, আপনাদের সহবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিও না। তোমরা যদি বাস্তবিক সৎ হও, বাস্তবিক পবিত্র হও, তোমাদের সহবাসে তাহার কল্যাণ হইবে বই তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি বড়বেলুন গ্রামের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে দুইজন ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন কিছু দিন হইল, যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণে গ্রামবাসিদিগের বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার পাঁচ ছয় জন বন্ধু অর্দ্ধভাবে গহনার নৌকায় হুগলি পর্য্যন্ত যাইয়া তৎপর সমস্ত পথ পদব্রজে গিয়াছিলেন। উৎসবের বিজ্ঞাপন প্রচার মাত্র গ্রামবাসিগণের মধ্যে ঘরতর আন্দোলন উপস্থিত। তাঁহারা এক বাক্যে স্থির করিলেন, যে গ্রামস্থ যে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মদিগের উপাসনা স্থানে পদার্পণ করিবেন, তাঁহাকে জাতিচ্যুত করা হইবে। তদনুসারে গ্রামবাসিদিগকে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল, দোকানি পসারি দিগকে বলিয়া দেওয়া হইল, যেন তাহারা ব্রাহ্মদিগকে কোন দ্রব্য বিক্রয় না করে, গ্রামবাসিদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল, যেন তাহারা নগরকীর্ত্তন বাহির হইলে দ্বারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে। ক্রমে বিদেশ হইতে ব্রাহ্মগণ ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী যখন গিয়া গ্রাম উপস্থিত হইলেন কিন্তু সমাজে জন প্রাণীর পদার্পণ নাই। তথাপি তাঁহারা পরমানন্দে পবিত্র স্বরূপের নামকীর্ত্তন করিয়া গ্রামস্থ দুইজন বন্ধুকে লইয়া উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ওদিকে দোকান পসারে ব্রাহ্মদিগকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করেনা বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের কি অপার কৃপা, কোথা হইতে যে প্রয়োজনমত সকল দ্রব্য সামগ্রী যুটিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। শুনিতে পাওয়া গেল দেশের দরিদ্র লোক ও গৃহস্থের কুলকন্যাগণ গোপনে গোপনে বিবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মগণ উঠিয়া দেখেন হয়ত কেহ এক কলস দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন, হয়ত অন্য কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারা পরমানন্দে যথাকালে একত্র আহারাদি করিয়া বিমল ভ্রাতৃভাবের সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। উৎসবের দিন অপরাহ্নে যখন নগরকীর্ত্তন বাহির হইল, তখন দুইজন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ যুবক অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া, গৃহস্থদিগকে সতর্ক করিতে লাগিলেন যেন তাহারা দ্বার খুলিয়া বাহির না হন। ব্রাহ্মগণ যখন পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। যেন রাত্রি দ্বিপ্রহর। তাঁহারা উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ দ্বার বন্ধ করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া একজন নির্লজ্জ লোককে অতি বীভৎস কাণ্ডের দ্বারা ব্রাহ্মদিগের কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে উৎসাহিত করিল। সে ব্যক্তি নগ্নাবস্থায় অতি ব্রীড়াজনক ভাবে নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তনের সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মগণ সেদিকে মনোযোগ

না দিয়া একমনে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উপদ্রবকারিগণ আপনাপনি নিরস্ত হইল। অবশেষে গ্রামের একটী পাড়ার ভদ্রলোকেরা গ্রামস্থ লোকের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কীর্ত্তন শুনিবার জন্য বাহির হইলেন। সেই কালে অনেকগুলি লোক জুটিয়া গেল. সেখানে সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে একটী ছোট বক্তৃতা হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামবাসিদিগের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন ও দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের দুইটী ব্রাহ্ম বন্ধুর বিশেষ পরীক্ষার সময়। তাঁহারা ধীরভাবে যত সহ্য করিবেন ততই সত্যের জয় হইবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মান্দ্রাজের ব্রাহ্মগণের প্রার্থনা পত্রের উত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন এবং এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের ব্রাহ্ম প্রকাশিকা নামক মাসিক পত্রের পেট্রন হইয়াছেন। মান্দ্রাজের ভ্রাতারা বড় দুর্ব্বল। তাঁহাদিগকে সাহায্য করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মুরশিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়ে এতদুপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন?

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার মধ্যে জামালপুর মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে জামালপুর "যুবক সভা" নামক একটী সভাতে এক দিন একটী বাঙ্গালা ও এক দিন একটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন জামালপুর এবং মুঙ্গের সমাজে এক এক দিন উপাসনা এবং তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে এক দিন একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি মুরশিদাবাদ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য বিবরণ আমরা অনেকদিন প্রাপ্ত হইয়াছি। বিস্মৃতিক্রমে প্রকাশ করা হয় নাই। এক জন পত্র প্রেরক উৎসবের নিম্ন লিখিত কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।" শান্তিপুর ব্রাহ্ম সমাজের ঊনবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব সুন্দর রূপে সমাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, দুই দিন উপাসনা ও বক্তৃতা এবং দুই দিন নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত দীন নাথ অধ্যেতা মহাশয় সঙ্গীত করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য যে সঙ্গীত অতি সমধুর হইয়াছিল। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উৎসব সময়ে শান্তিপুরে ছিলেন; দুঃখের বিষয় পীড়া নিবন্ধন তিনি এক দিন এক বেলা ব্যতীত উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাতঃকালীন উপাসনা অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৪ দিন ব্যাপিয়া মহোৎসব হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ, তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে দুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতায় উপস্থিত সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইন্দোর নগর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সেন সম্প্রতি উক্ত নগরে গিয়া কয়েক দিন উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবু তত্রত্য একটী বিদ্যালয়ে উপর্য্যুপরি চারিটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাগুলির বিষয় এই, "সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যান", "অনুতাপ ও মুক্তি" "সত্যে ঐকান্ত্য" এবং "আধ্যাত্মিক রামায়ণ"। পত্রপ্রেরক বলেন চারিদিনই সেখানকার অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন! শিবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ধর্ম্মোৎসাহ বহুদিন ব্রাহ্মদিগের বিদিত। প্রত্যেক ব্রাহ্মই প্রচারক, আমরা যতই এইভাবে কার্য্য করিব ততই ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য হইবে।

কিছুদিন হইল ঢাকা নগর হইতে দুই জন নববিধানী বন্ধু ধর্ম্ম প্রচার মানসে বরিশাল নগরে গমন করেন। তাঁহারা বরিশালে গিয়া কোন একটী ভদ্র হিন্দুর বাটীতে নববিধান সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে বরিশাল সমাজের প্রচারক আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় "ধর্ম্মে শান্তি কি অশান্তি" এই নামে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে বক্তা প্রথমে নববিধানের ইতিহাস এবং তাঁহার ভ্রান্ত মতসকলের ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে তৎপরিহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। পরে কেশব বাবুর গত জীবনের কার্য্য কলাপ উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতঃ বলিলেন; যে যত দিন ব্রাহ্মসমাজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তত দিন আমরা তাঁহার নিকট ঋণী থাকিব। যদি ব্রাহ্মেরা একথা অস্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঘোর অকৃতজ্ঞ। কিন্তু বিবেকের অনুরোধে বলিতেছি। পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে অসত্য ও ভ্রমজাল হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদি জীবন যায় তাহা দিতেও প্রস্তুত হইব। তথাপি ইহার মধ্যে মনুষ্যের প্রভুত্ব আসিতে দিব না। পূজ্যপাদ জনক জননীর অন্তরে শেল বিদ্ধ করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়াছি। কেন না এখানে স্বাধীন ভাবে মুক্তকণ্ঠে বিচরণ করিব। এখানে আসিয়াও যদি আবার নর পূজা নিশান পূজা ও লক্ষ্মী পূজাদি করিতে হয়, তবে পৌত্তলিক ধর্ম্মেই বা ক্ষতি ছিল কি"—এই বক্তৃতায় স্থানীয় লোকের মধ্যে নববিধানের রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সেখানে নব বিধান গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের মান্দ্রাজী বন্ধু বুচিয়া প্যান্টালুর নাম অনেকে শ্রুত আছেন। ইনি সম্প্রতি কলিকাতাতে বাস করিতেছেন। ইহার মনের একটী সংকল্প আছে মান্দ্রাজ সহরে ব্রাহ্মদিগের

উপাসনার্থ কোন মন্দির নাই। ইহাদিগের ইচ্ছা যে একটী মন্দির নির্মাণ করিবেন। কিন্তু মান্দ্রাজি ব্রাহ্মদিগের এখনও অত্যন্ত হীনাবস্থা। তাঁহাদের এরূপ সাধ্য নাই যে তাঁহারা একটী মন্দির নির্মাণ করেন। এই কারণে তাঁহারা বঙ্গবাসি ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। এতদর্থ একটী প্রার্থনা পত্র মুদ্রিত হইয়া স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ও বিশেষ আগ্রহ সহকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের হিতৈষী ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যে তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থানুসারে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া, তাঁহাদের এই শুভ সংকল্প সিদ্ধি করিবার বিষয়ে সাহায্য করুণ।

আমরা শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রাপ্ত হইয়াছি—

১৮৮১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা হইতে জনৈক নববিধানী প্রচারক এখানে আগমন করেন। শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন আচার্য্যের মতের বিরুদ্ধেই সম্পাদক এবং আরও কয়েকজন সমাজের অগ্রণী সভ্য উক্ত প্রচারককে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপবেশন করিয়া উপাসনাদি করিতে দেন। এই ঘটনায় সে সময়ে এখানে যে কয়েকজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহারা মর্ম্মান্তিক কষ্ট পান। তখন তাঁহারা আরও কয়েকটী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া মূল সমাজ হইতে পৃথক হন এবং "শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজ" নামে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। বলা বাহুল্য এরূপ ক্ষুদ্র স্থানে ব্রাহ্মের সংখ্যা স্বভাবতঃই অতি অল্প, তাহাতে ও যদি আবার দুই দলে বিভক্ত হয় তাহা হইলে কোন দলেরই সজীবতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। প্রকৃত অল্প দিনের মধ্যে উভয় সমাজই নিস্প্রভ হইয়া পড়িল। কোন সমাজের কার্য্যই সুচারু রূপে চলিতে লাগিল না। তখন উভয় সমাজের অগ্রণীদের ইচ্ছা হইল উভয় সমাজ পুনরায় মিলিত হউক। এতদর্থে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ গৃহে কয়েকবার সভাও হইয়াছিল, কিন্তু কোন সুফল হয় নাই। তৎপর গত বৎসর শ্রীযুক্ত বাবু সুন্দরীমোহন দাস যখন কলিকাতা হইতে এখানে আসিলেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল উভয় সমাজ সম্মিলিত হয়। এজন্য তিনি বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী সভা হয়। সে সভায় প্রার্থনা সমাজের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রার্থনা সমাজের কয়েকজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোন ফল লাভ হয় নাই। এই সভাতে নিরাশ হওয়ার পরও সুন্দরী বাবু উভয় সমাজ সম্মিলন পক্ষে যত্ন করিতে ছাড়েন নাই। এইরূপ কয়েক মাস চলিলে পর উভয় সমাজের সভ্যদেরই সম্মিলন একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। তদনুসারে গত ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ এবং শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজ একীভূত হইয়াছে। সম্মিলনের পরই মাঘোৎসব হয়। অতি সুন্দর, সুমিষ্ট, জীবন্ত উৎসব এবার হইয়াছিল, এরূপ উৎসব বোধ হয় এখানে আর কখনও হয় নাই। সুখের বিষয় এই যে উভয় সমাজের সভ্যগণ সদ্ভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। অধিক বয়স্কেরা যুবকদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন, যুবকেরা অধিক বয়স্কদিগকে শ্রদ্ধা করিতেছেন। এখানকার অবস্থা বেশ মনোহর। গত এপ্রিল মাসে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাদাস সেন মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ায়, আমি তাঁহার স্থানে সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছি। এবং উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে সুন্দরী বাবু আচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রসন্ন বাবু এবং আমি সহকারী আচার্য্য। অনেক অনুরোধের পর প্রসন্ন বাবু এই পদ গ্রহণে সম্মত হন। শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কার্য্য এখন সুশৃঙ্খলা এবং সুব্যবস্থার সহিত চালাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে দুইটী নূতন সভার সৃষ্টি করা হইয়াছে। যথা; "কার্য্যনির্ব্বাহক" সভা এবং "উপাসক মণ্ডলী" সভা। এতদ্ব্যতীত সমস্ত সভ্যকে লইয়া একটী সাধারণ সভা আছে। এবং সেইটীই শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ। আশা করা যায় ক্রমশঃই শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরিক উন্নতি হইতে থাকিবে। গত মাঘোৎসবের সময় হইতে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মিকাদের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং দুইটী ব্রাহ্মিকা সামাজিক উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটী নূতন ঘটনা। প্রস্তাব শেষ করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনাসমাজ আপনার ক্ষুদ্র জীবনে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। ১ প্রার্থনাসমাজ সুপ্রণালী গঠিত একটী উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্ত এবং ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে দেখাইয়াছিলেন। ২য়, নববিধানের বিরুদ্ধে একখানি নিবেদনপত্র (Appeal) প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন। ঐ নিবেদনপত্র একখণ্ড বিলাতে পরম শ্রদ্ধেয়া কুমারী কলেটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। বিলাতে যখন নববিধান লইয়া আন্দোলন হয় এবং অনেক ব্রাহ্ম নববিধানের সপক্ষে এই মত প্রচারিত হয়। তখন কুমারী কলেট সুপ্রসিদ্ধ "কন্টেম্পরারি রিভিউ" নামক পত্রে উক্ত নিবেদনপত্রের অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সমূহ উপকার করিয়াছিলেন। ৩য়, কুমারী কলেটের বিরুদ্ধে প্রতাপ বাবু রবিবাসরীয় মিরারে যে সকল অন্যায় দোষারোপ করেন, প্রার্থনাসমাজ তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজ যে, সকলেরই সম্পত্তি, সকলেরই যে ইহাতে সমান অধিকার অন্ততঃ প্রার্থনাসমাজের সভ্যদের মনে এ সত্যটী মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রার্থনাসমাজ মরিয়াছেন সত্য; তিনি যে Spirit রাখিয়া মরিয়াছেন তাহা চিরকাল কার্য্য করিতে থাকিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে উভয় সমাজের সম্মিলন কার্য্যে আমরা ভগবানের হস্ত দেখিতেছি। এ জন্য সুন্দরী বাবু যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। গঙ্গাদাস বাবুর স্থানান্তর গমনে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজকে অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যত্নে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার যত্নে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ গঙ্গাদাস বাবুকে এ স্থান পরিত্যাগকালে একখানি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়াছেন।

গত ২৭ মে মাজদিয়া ব্রাহ্মসমাজের ৯ম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন তথায় গমন করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

মহাশয়!

আপনার ১ লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রিকাতে বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র খানি পাঠ করিলাম। তিনি কোনং ব্রাহ্মকে নীল ফিতা ধারণ করিতে দেখিয়া নানা রূপ আশঙ্কা করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে "ব্রাহ্ম কোনজাতি বিশেষের সম্প্রদায় বিশেষের কিম্বা কোন ক্ষুদ্র দল বিশেষের প্রদত্ত কোন চিহ্ন ধারণ করিতে পারেন কি না?" এই প্রশ্নটীর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে পত্র প্রেরক যে যুক্তির বলে নীল ফিতা ধারণ অযৌক্তিক বলিয়া ভাবিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

চণ্ডী বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মের পক্ষে কোন রূপ চিহ্ন ধারণ সম্ভব পর হইলে আবার উপবীত গ্রহণের দিক সমর্থিত হইতেছে।" উপবীতের সহিত নীলফিতার যে কিরূপে তুলনা হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। উপবীত বর্ত্তমান সময়ে সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক বংশানুক্রমে ব্যবসা বা কার্য্য নির্ব্বিশেষে গৃহীত হইতেছে। আমরা পৃথিবীতে যত নিয়ম দেখিতে পাই, যে সময়ে তাহার সার্ব্বভৌমিকত্ব লোপ পাইয়া তাহাতে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহা দ্বারা মানব জাতির অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন, "চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হইতে পারে, যদি জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হয়" ইহাই যদি ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত লক্ষণ, হয়, তবে আমি ঐরূপ ব্রাহ্মণত্বের (উপবীত ধারণের) পরম প্রতিপোষক। আজ যদি ভারতবর্ষ হইতে জাতিভেদ উঠিয়া যায় ও গবর্ণমেণ্ট এই রূপ নিয়ম করেন যে, যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই উপবীত ধারণের এক মাত্র অধিকারী, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাহ্মই এরূপ উপবীত নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। যে চিহ্ন ধারণে জাতি নির্ব্বিশেষে সকলের সম অধিকার রহিয়াছে, তাহা ধারণ করিতে কোন ব্রাহ্মেরই আপত্তি হইতে পারে না। যাঁহারা মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত থাকিবেন তাঁহারাই নীলফিতা ধারণে অধিকারী। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান বলিয়া কোন বিচার নাই, ইহাতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অধিকারের তারতম্য নাই; ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্ব্বভৌমিক।

ব্রাহ্ম যে সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন ধারণ করিতে পারেন না, ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। ইউনিভার্সিটি গাউন (University gown) বারিষ্টারদিগের গাউন, পুলিশের পোষাক প্রভৃতি কি সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন নহে? তাহা কোন ব্রাহ্ম ধারণ করিয়া কি অব্রাহ্ম হইয়া গিয়াছেন? কখনই নহে। নীল ফিতা ও ইউনিভার্সিটী গাউন এক জাতীয় চিহ্ন; উপবীতের সহিত নীল ফিতার কোন তুলনা হইতে পারে না। উপবীত জন্মগত চিহ্ন, নীল ফিতা গুণগত চিহ্ন, সুতরাং ইহাদের সাদৃশ্য অসম্ভব। চণ্ডী বাবুর আশ্বস্ত হওয়া উচিত, যে নীল ফিতা দ্বারা আমাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই, বরং ইহা দ্বারা পৃথিবীর উপকার হইতেছে, আমার বিশ্বাস। যদি নীলফিতা ধারণে এক ব্যক্তি ও মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তবে কি আমরা স্বীকার করিব না যে ইহা একটী সদনুষ্ঠান? কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ইহাতে এক জন কেন পৃথিবীর শত শত লোকের ঐরূপ উপকার হইয়াছে।

কলিকাতা } অনুগত
২২ এ মে, ১৮৮৩ } শ্রীরঃ—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণার্থে দান প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের জের		১৮৮১৭৯/০
সর্দ্দার মহম্মদ হায়েদ খাঁ C, S, I.	অমৃতসর	৫০৲
বাবু রাম গোপাল চক্রবর্ত্তী.	মজিলপুর	২৲
কুমারী কলেট ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান		২৩৪৶৩
শ্রীমতী গিরিজা কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়,	বরাহনগর	১০৲
একটী হিন্দু বিধবা		৫০০৲
বাবু বানেশ্বর সিংহ,	ভান্ডাড়া	৫০৲
„ শশিভূষণ মিত্র	„	১৲
„ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	হুগলি	৫৲
কালিঘাটের একটী বন্ধু	ঐ,	১৲

বাবু জগৎ চন্দ্র রায়	আজিমগঞ্জ	৫৲
,, চিন্তামনী দে,	কলিকাতা	২৲
,, গোবৰ্দ্ধন মল্লিক,	বাগআঁচরা	১৲
,, প্রাণনাথ মল্লিক,	শান্তিপুর	৩৲
বাগআঁচরার কয়েকটী ব্রাহ্মিকা		২৷০
রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর,	পুর্ণিয়া	৩০৲
কুমার পদ্মানন্দ সিংহ বাহাদুর,	পুর্ণিয়া	২০৲
বাবু রতনমণি গুপ্ত,	ময়মন সিং	২৲
,, অন্নদাপ্রসাদ দাস,	,,	২৲
,, জানকীনাথ ঘটক	,,	২৲
বাবু গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী	ময়মন সিংহ	২৲
,, সারদা মোহন বসু	,,	১৲
,, বিহারীলাল রায়	,,	১৲
,, দয়াল হরি গুহ	তেজপুর	১৲
,, কৃষ্ণহরি গুহ	,,	১৲
,, শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায়	,,	৷০
দুই জন বন্ধু	,,	১৲
B. N. Pitalli	বোম্বে	১৲
বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	শিলেট	২৲
,, গঙ্গাচরণ সরকার	ঢাকা	১১৲
,, হারানচন্দ্র সরকার	,,	১০৲
,, শরতচন্দ্র গুপ্ত.	,,	১৫৲
,, গৌরচন্দ্র রায়.	,,	১৫৲
,, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী,	,,	১০৲
,, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,	১০৲
,, দ্বারকামোহন দাস,	,,	২০৲
,, বেণীমাধব মল্লিক,	,,	৫০৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র বসু,	,,	২২৲
,, অমরচন্দ্র লাহা,	,,	১০৲
,, অযোধ্যানাথ ভক্ত,	,,	১৲
,, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার	,,	৫৲
,, রেবতীমোহন দাস,	,,	১৫৲
		১৯৯২২৸

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

গত প্রকাশিতের পর।

বাবু শশিভূষণ সেন	কলিকাতা	১৲
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, গগনচন্দ্র হোম	ঐ	৸১০
,, নন্দলাল মিত্র	ঐ	১৸১০
দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৬৲
বাবু লক্ষণ সিংহ,	দার্জ্জিলিং	৩৲
,, বামিকান্ত রায় চৌধুরী,	কালীঘাট	২৸০
,, বিপিনবিহারী রায়,	মানিকদহ	৩৲
,, কালীনারায়ণ গুপ্ত	ঢাকা	৫৷৶০
,, শিবচন্দ্র দেব,	কোন্নগর	৩৲
,, অনন্তরাম ঘোষ,	আমতা	৬৲
,, রাখালচন্দ্র সেন,	কলিকাতা	২৷০
শ্রীমতী এলুকেশী বসু,	জেজুর	৮৸০
বাবু আশুতোষ বসু,	সৈদপুর	৬৷০
,, শিবচন্দ্র দাস,	ভবানীপুর	২৷০
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	কৃষ্ণনগর	১৲
,, কেদারনাথ কাঞ্জি.	বাঁকুড়া	১
জলপাইগুড়ি ব্রাঃ সমাজ সম্পাদক		৪৷০
বাবু কৃষ্ণকুমার দাস,	নোয়াখালি	,,
,, কালীনাথ বসু,	শ্রীনগর	৫৷০
,, তিনকড়ি নন্দী,	কলিকাতা	৯৷৶১০
,, ভুবনমোহন সেন,	ফরিদপুর	৫৷৶০
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৬
বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়,	বগুড়া	,,
,, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ভবানীপুর	১৷০
,, বীরেশ্বর সেন,	বৰ্দ্ধমান	৩৲
,, তারকচন্দ্র ঘোষ,যোধপুর হিতৈষিণী সভা সম্পাদক		১৷৶০
,, কুঞ্জমোহন দাস,	ঢাকা	৩
,, রমানাথ বসু,	মধুপুর	৩৲
ম্যানেজার ষ্টুডেন্টস লজিং	চুঁচড়া	২
বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার,	বেনারশ	৩
,, রোহিণী কুমার দত্ত,	সৈদপুর	৩
,, রামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়,	পার্ব্বতীপুর	৩
,, গিরিশচন্দ্র মিত্র.	ফুলবাড়ী	৩৲
বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,	নবাবগঞ্জ	৩৲
,, মতিলাল ঘোষ,	সুলতানপুর	৩৲
,, গোপালচন্দ্র সান্যাল,	আত্রাই	৩৲
,, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	মাধানগর	৩৲
,, বামাচরণ শীল,	নাটোর	৩৲
,, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,	রামপুরহাট	৬৲
,, চৈতন্যচরণ দাস,	চৌহাট্টা	৩৷৶০
,, রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী,	বরিশাল	১১৷৶০
,, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	মজফরপুর	৬৲
,, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	সৈদপুর	১৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	বসিরহাট	৩
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র,	কলিকাতা	২৷০
,, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী,	চন্দননগর	৩৲
ফরিদপুর ছাত্রসমাজ সম্পাদক		১৷০
,, ভগবতীচরণ দে,	খগোল	৩৲
,, রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়,	মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ সং	৩৲
,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	সিলেট	৩৲
,, যুয়ালাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,	আলিগড়	৩৲

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নং ২১০।৩ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা ২৩ এ জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু! বহুদিন আপনাদের হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি সকলের পশ্চাৎ চলিয়া, ও বিষয়ভোগের বশবর্ত্তী থাকিয়া, এবং অনেক বার তোমার আদেশ বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া, আমরা আমাদের আত্মাকে ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছি, যে এখন তোমার ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়াও অনেক সময় বিবেক সম্মত কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। প্রতি পদেই এমন অনেক বিষয়ের জন্য শোক করিতে হইতেছে, যাহা করা উচিত ছিল, কিন্তু করিতে পারা গেল না। আমাদের আত্মশাসনের শক্তি এতই ক্ষীণ হইয়াছে যে অনেক সময় যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহার উপর অন্তরের গাঢ় অনুরাগ জন্মিতেছে না। দুইদিন পরে তাহাকে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে দিতেছি। দিব্য চক্ষে যে সকল কার্য্যকে এক সময় নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে আবার অল্প সময়ের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি। চিত্তের উৎসাহ আবার মৃতভাব ধারণ করিতেছে। দেখ হে ঈশ্বর! আমরা হৃদয় মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ অতি পবিত্র, অতি উন্নত, অতি মহৎ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াও আমাদের জীবনকে তদনুরূপ করিতে পারিতেছি না। যাহারা দুর্ব্বল তাহারা যদি সেই দুর্ব্বলতা জানিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, তাহারা যদি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাধন করে, তাহারা যদি একান্ত অন্তরে তোমার কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া নিরন্তর তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহারা যদি ভজন সাধনে অনুরাগী হয়, তাহা হইলেও এক দিন তোমার কৃপার সাহায্যে অনেক দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে বাঁচিতে পারে। হে ভক্ত বৎসল! তুমি তোমার ভক্তজনকে আশ্রয় দিয়া থাক। কিন্তু আমরা যে ভক্ত নই, আমাদের যে সে ঐকান্তিকতা নাই, আমাদের যে সে নির্ভর নাই, আমাদের যে সে প্রার্থনার একাগ্রতা নাই, আমাদের যে সাধন ভজনে মতি নাই, তবে আমাদের গতি কি হইবে? তুমি আমাদিগকে এই পবিত্র সত্যালোক কেন দেখাইলে? আমরা কি তোমার আলোককে ম্লান করিব? আমরা কাতরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাদিগকে ভজন সাধনে মতি দেও, আমাদের হৃদয় মনকে সবল কর, যেন তোমার পবিত্র ধর্ম্ম পালনের উপযুক্ত হই।

অতি উৎকৃষ্ট সরবৎ যদি নিকৃষ্ট ধাতুপাত্রে রাখা যায়, তাহা হইলে অল্প কালের মধ্যে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে, তেমনি যদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমতও নীতি-সম্বন্ধে নিকৃষ্ট সমাজে রাখা যায়, সে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত সকলও অচিরে লোকের ঘৃণিত বস্তু হইয়া পড়ে। আমরা ঈশ্বরকৃপায় অতি অমূল্য সত্য সুধা পাইয়াছি। কিন্তু ভয় হয় আমাদের বিকৃত হৃদয়-পাত্রে রাখিতে গিয়া পাছে ইহার মিষ্টতা দূর হয়, পাছে ইহা কলঙ্কিত হইয়া যায়। বহু শতাব্দীর পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, ও বিবিধ প্রকার সামাজিক দুর্নীতির মধ্যে বাস করিয়া আমাদের হৃদয় মনের দুর্গতি হইয়া আছে, আমরা ম্লান বিবেক, ও দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছি। সুতরাং আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের সহিত আপনাদের জীবনের তুলনা করিতেছি, তখন আপনাদের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া ম্লান হইয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মসমাজ যদি জীবিত থাকে, ব্রাহ্মদিগের আকাঙ্ক্ষা যদি জাগ্রত থাকে, এই সকল দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য যদি আগ্রহ থাকে, সাধন ভজনে যদি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে এই সকল দুর্ব্বলতা অন্তর্হিত হইবে। আর যদি অন্তঃস্থিত জীবনের হ্রাস হয়, যদি সংসারাসক্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে ম্লান করিয়া ফেলে, যদি সাধন ভজনের প্রতি ব্রাহ্মগণের অনাস্থা জন্মিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়, তাহা হইলে এমন যে পবিত্র উন্নত ধর্ম্ম তাহাও লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞার বস্তু হইয়া পড়িবে।

অস্থানে কোপ অস্থানে আদর, এই দুই কারণে অনেক পিতা মাতা স্বীয় পুত্র কন্যাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। এক দিন হয়ত তাহাদের কোন দোষ দেখিয়া মুখ দর্শন করিলেন না, ঘোরতর ক্রোধের উচ্ছাস হইল, পাপের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তখন সন্তা-

নের সাধ্য নাই যে পিতা মাতার সম্মুখে দাঁড়ায়। আর দুই দিন পরে বা দুই দণ্ড পরে, হয়ত একটী গুরুতর দোষের প্রতি উপেক্ষা করা হইল, হয়ত কোন অপরাধের কথা লইয়া কৌতুক আমোদ করা হইল, হয়ত আদর দেওয়া হইল। এইরূপ অতিরিক্ত উগ্রতা ও অসাময়িক আদর দেখিয়া সন্তান বুঝিল পিতা মাতার ক্রোধের ও অর্থ নাই, আদরেরও অর্থ নাই। ক্রোধে পাপের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তাহা স্থায়ী হয় না। সন্তানেরা জনক জননীকে বুঝিয়া লইল। আর তাহারা পাপাচরণ করিতে ভয় করে না। এই কারণে অনেক ব্রাহ্ম পিতা মাতার সন্তান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সেই সকল পিতা মাতা অপরের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে লোকে বলে "আপনারা কি জগতকে মশাল ধরিয়াছেন, যে মশাল ধরে তাহাকে অন্ধকারে থাকিতে হয় আপনাদের প্রদর্শিত আলোকে জগতের লোক পথ দেখিতেছে, কিন্তু আপনাদের ঘরে অন্ধকার।" ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ বালক বালিকাদিগের শিক্ষার প্রতি আরও মনোযোগী হউন।

আর একটী কারণে আমরা সন্তানদের বিশেষ অনিষ্ট করি। আমরা তাহাদের সমক্ষে অনেক সময় তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মান যোগ্য ব্যক্তিদিগের দোষ গুণের বিচার ও তাঁহাদের প্রতি পরুষ ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। যাঁহারা আমাদের সমবয়স্ক ও সমাবস্থ, ও যাঁহাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব আছে, তাঁদের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু তরলমতি, বিচারাক্ষম বালক বালিকার কর্ণে সেই অবজ্ঞাসূচক শব্দ সকল প্রবিষ্ট করা মার্জ্জনীয় নহে। আমি আমার যে বন্ধুকে অবজ্ঞাসূচক কথা বলিতেছি, তাঁহার অপর যে সকল গুণ আছে তাহা আমি জানি এবং সেজন্য শ্রদ্ধা আছে। আমার সন্তানেরা অপরিপক্ক মতি। তাহারা তাঁহার সদ্‌গুণাবলী অদ্যাপি দেখে নাই, বা তাহার মূল্য অনুভব করিতে শিখে নাই। সুতরাং আমার দৃষ্টান্তদ্বারা তাহারা গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাসূচক শব্দ সকল ব্যবহার করিতে শিখিল। যদি বাল্য কাল হইতেই শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্রদিগকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করিল, তবে আর তাহার অধোগতির বাকি কি রহিল।

পাছে অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যান এই ভয়ে আমরা কত সময় সত্য জানিয়াও তাহা গোপন করি, অসত্য এবং অন্যায় জানিয়াও তাহাতে যোগ দি। প্রতিবাদ করা আবশ্যক জানিয়াও তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হই। ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে সত্যের প্রতি আমাদের প্রাণগত আস্থা নাই। একমাত্র সত্যের প্রতি যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে, তবে অপরের শত্রুতার জন্য ভয় কি? যিনি সত্যপ্রিয় লোক তিনি বন্ধু চিনেন, শত্রু ও জানিনা; মিত্র ও জানিনা, অনুরাগ ও বুঝিনা বিরাগ ও বুঝিনা। অকারণ কাহার ও মনে ক্লেশ দিব না, তবে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইবে করিব, সেজন্য কেহ যদি বিরোধী হন, ঈশ্বর তাঁহার কল্যাণ করুন। হায় কতদিনে আমাদের চরিত্রে এই সত্যপ্রিয়তা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা জন্মিবে। আমাদের শোচনীয় দুর্ব্বলতা কতদিনে ঘুচিবে। জগদীশ্বর কতদিনে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবেন! বাস্তবিক এই দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া এক এক সময় আপনাদের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হয়।

তত্ত্বদর্শী সুধীগণ বলিয়া থাকেন :—

বন্ধু চিন্তার ন্যায় সঙ্গ নাই।
নির্মল বিবেকের ন্যায় সম্পদ নাই।
সাধু কামনার ন্যায় নিরাপদ স্থান নাই।
ঈর্ষার ন্যায় নরক নাই।
সদনুষ্ঠানের ন্যায় সুগন্ধি বস্তু নাই।
দারিদ্র্যের ন্যায় শিক্ষক নাই।
আত্ম-সংযমের ন্যায় প্রভুত্বের সুখ নাই।
প্রেমের ন্যায় সুশীতল পদার্থ নাই।
পবিত্রতার ন্যায় আরামপ্রদ গৃহ নাই।

সে দিন বুদ্ধের জীবনে কি গুরুতর দিন, যে দিন ছয় বৎসরের কঠোর তপস্যা ভঙ্গ করিয়া এবং তাহাতে মানসিক শান্তি লাভে অসমর্থ হইয়া তিনি পুনরায় নব প্রতিজ্ঞার সহিত বোধি বৃক্ষের তলে পুনরায় যোগাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি এই বৃক্ষতলে বসিলাম যতক্ষণ না আলোক প্রাপ্ত হইব, ততক্ষণ এই স্থান হইতে উঠিব না। আমার অস্থি মাংস শীর্ণ হউক, আমার দেহের বল অন্তর্হিত হউক, আমার ইন্দ্রিয় সকল নিষ্পন্দ হউক, আমার দেহ কীটের দ্বারা কবলিত হউক, আমি সত্য না পাইলে এ বৃক্ষেরতল পরিত্যাগ করিব না। শাক্য সিংহ এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি সকল প্রকার প্রলোভন, সকল প্রকার সংশয় ও সকল প্রকার অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণ করিয়া ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করেন ও প্রার্থনাকে আশ্রয় করেন, তিনি কখনও আলোক হইতে বঞ্চিত হন না।

হিন্দু বিধবা।

ঢাকা নগর হইতে সারস্বত পত্র নামে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। অনুমানে বোধ হয় এই পত্র খানি প্রাচীন হিন্দু হিতৈষিণীর ন্যায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের একটী মুখপাত্র। সে যাহা হউক ঐ পত্রের ২০এ জ্যৈষ্ঠের সংখ্যাতে আমরা "সতীদাহ" নামে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। প্রবন্ধ লেখক একজন হৃদয়বান লোক। তিনি হিন্দু বিধবাগণের যন্ত্রণা দর্শন করিয়া প্রাণে এত ক্লেশ পাইয়াছেন,

তাঁহার হৃদয়ে এতদূর আঘাত লাগিয়াছে যে তিনি বলিয়াছেন যে রাজবিধিদ্বারা সতীদাহ নিবারিত হওয়া ভাল হয় নাই। তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন;—'বিধবার মৃত্যুতে সমাজের ক্ষতি নাই সুতরাং তাঁহার মরাই ভাল।" এবং ইহার কারণ এই প্রদর্শন করিয়াছেন "যাহারা জলন্ত চিতায় আরোহণ করে তাহারা একদিন পোড়ে কিন্তু যাহারা তাহা পারে না তাহারা চিরকাল পোড়ে, অথচ মরিতে পায় না।"

সারস্বত পত্রের প্রবন্ধ লেখক প্রাণে যেরূপ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন এরূপ ক্লেশ এ দেশের অনেক হৃদয়বান ব্যক্তিকে প্রতিদিন অনুভব করিতে হইয়াছে। পিতা মাতার কথা নাই! একাদশীর দিন প্রাণাধিকা তনয়ার সুকোমল মুখখানি পরিশুষ্ক দেখিয়া যে কেবল তাঁহাদিগকে গোপনে অশ্রুপাত করিতে হয়, কেবল যে কন্যাকে অকালে নারীজীবনের সকল সাধ হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে ম্লান হইতে হয়, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে সসর্প গৃহে বাস করার ন্যায় নিরন্তর আশঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হৃদয় লইয়া মহা অসুখে কালহরণ করিতে হয়। এ দিকে বিধবা বালার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা। এ পৃথিবীতে মানুষের যদি নিজের বলিবার একটু স্থান না থাকে, যদি মনকে ব্যস্ত রাখিবার উপযুক্ত দশটী বিষয় না থাকে, যদি হৃদয়ের সাধুভাব সকলকে চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত দশটী কাজ না থাকে, তবে মানুষ বাঁচে কি প্রকারে? সে জীবন ঘোর ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। হিন্দুসমাজের হতভাগিনী বিধবাদিগের পক্ষে কি এই সমুদয় কারণ বিদ্যমান নয়? তাহারা বৈধব্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর হয় পিতৃগৃহে ভ্রাতাদিগের অধীন হইয়া, না হয় শ্বশুরকুলে দেবরদিগের অধীন হইয়া বাস করে। এরূপ অবস্থায় এমন একটু স্থান থাকে না, যাহাকে তাহারা আপনার বলিতে পারে। পিতৃগৃহে যদি বাস করে সেখানে ভাল ঘরগুলি ভ্রাতৃজায়াদিগের সে বিধবা সে আজ ভাঁড়ার ঘরটীতে, কল্য ভাঁড়ারের পাশের ছোট ঘরটীতে, পরশু বাড়ীতে লোক জন আসিলে পাকশালার একপাশে শয়ন করিয়া বেড়ায়। শ্বশুরকুলেও এই দশা। অশিক্ষিত লোকের যদি দশটী উপভোগের বস্তু থাকে তবে সেইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া চিত্তবিনোদন করিতে পারে। কিন্তু হিন্দুবিধবার কি সুখসেব্য পদার্থ আছে? সধবাদিগকে পতি পুত্রের সেবাতে ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং তাহাদের চিত্ত দশটা কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে, কিন্তু বিধবার কাজ কই? তবে পাচিকার কার্য্য ও দাসীর কার্য্য অনেক সময় করিতে হয়। কিন্তু সধবারা যে শ্রম করেন তাহার উৎসাহদাতা প্রেম, সুতরাং সে শ্রমে আনন্দই হয় কিন্তু বিধবার শ্রমের উৎসাহদাতা কে? সে গৃহের মধ্যে অবজ্ঞার পাত্রী। হিন্দুসমাজে নারীর মুখের দিকে কয়জনে চায়? সুতরাং বিধবার শ্রমে এমন অল্পই থাকে, যাহাতে তাহার প্রাণকে সুস্নিগ্ধ করে, তাহার হৃদয়কে উন্নত করে, ও তাহার আত্মাকে পরিপুষ্ট করে।

এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা হইতে হিন্দু বিধবাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন। তখন বিধবাগণ স্বীয় অধিকার গ্রহণে অপ্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বন্ধুগণ প্রস্তুত হইয়া বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি বিধবাগণ অগ্রসর কিন্তু তাহাদের বন্ধুগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া মন্দোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন এরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, যে বিধবাগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সমাজের নেতাদিগের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগের এই পরিবর্ত্তিত ভাবের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। ব্রাহ্মসমাজে বিধবা আসিলে তাহার বিবাহ হয়, এই সংস্কার দেশমধ্যে বহুল প্রচার হওয়াতে, চারিদিক হইতে বিধবাগণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে ধাবিত হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে এমন কোন বিশেষ আশ্রয়-বাটিকা নাই যেখানে বিধবাদিগকে রাখিয়া শিক্ষাদি দেওয়া হয়, সুতরাং ব্রাহ্ম গৃহস্থদিগের আশ্রয়ে ও ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে তাঁহাদিগকে রাখিতে হয়। ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশ লোকের সাংসারিক অবস্থা এরূপ নয় যে অধিক সংখ্যক বিধবাকে এরূপে আশ্রয় দিতে পারা যায়। সুতরাং অনেক বিধবা ব্রাহ্মদিগের নিকট আশ্রয়ার্থিনী হইয়াও আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছেন না।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ। কেবল সমাজ সংস্কার করা ইহার লক্ষ্য নয়। ধর্ম্মার্থে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য যাহারা ইহার আশ্রয় গ্রহণ না করে কিন্তু অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে এরূপ লোক লইয়া ব্রহ্মসমাজের লাভ নাই। সুতরাং এই শ্রেণীর বিধবাদিগকে লইয়া দল পুষ্টি করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের ব্যগ্র না হওয়াই ভাল। মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি আসে সে যদি অতি দীন দরিদ্র হয় তথাপি সেরূপ এক ব্যক্তি শত শত ধনাঢ্য ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সকল বিধবা কেবল বিবাহের সুবিধা পাইবেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট, তাঁহাদের হৃদয়ে কোন উচ্চ লক্ষ্য না থাকাতে তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মভাব থাকেনা; সুতরাং তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মগৃহস্থদিগকে অনেক সময় সশঙ্কিত থাকিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ এই শ্রেণীর বিধবাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। বিবাহই যাহাদের পরম লক্ষ্য তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মসমাজের লাভ কি? অথচ এই শ্রেণীর বিধবাগণের সুখের পথ যে উন্মুক্ত হয়, তাহা সকল হৃদয়বান লোকেই ইচ্ছা করেন। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

হিন্দুবিধবাদিগের জন্য ত্বরায় একটী আশ্রয়-বাটিকা স্থাপিত করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। সেখানে হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্ম্মের নিয়মাবলী রক্ষিত হইবে। হিন্দুসমাজভুক্ত ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকিবে। আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত পাঁচ-

জন ভদ্রলোক যাঁহাদিগকে সচ্চরিত্র ও উক্ত আশ্রয় বাটিকাতে থাকিবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন তাঁহাদিগকে সেখানে আশ্রয় দেওয়া হইবে। তৎপরে তাঁহাদিগের কাহাকে বা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিত করা হইবে. কাহাকে কাহাকেও বা অপর নানা প্রকার শিল্প ও কারু কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। ঐ সকল শিক্ষার প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্য থাকিবে; (১ম) যাহাতে বিধবাগণ উত্তরকালে স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিতে পারেন; (২)যাহাতে তাঁহারা নানা প্রকার সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের কল্যাণ ও নিজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। এই স্থান হইতে যদি কাহারও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং তিনি যদি পরিণীতা হইতে ইচ্ছা করেন তিনি পরিণীতা হইবেন। যাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিবে না. অথবা যাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অবিবাহিতা থাকিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শিক্ষার গুণে স্বীয় শ্রমের দ্বারা সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা বিধবা বিবাহে উৎসাহী তাঁহারা এই আশ্রয়-বাটিকার সাহায্যার্থ অর্থ সাহায্য করিবেন। যদি এই রমণীদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগিণী হন, এবং মুক্তির জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে দেশের অসংখ্য পুরুষ যে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন করিয়া থাকেন, সেইরূপে তিনিও করিবেন এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা এরূপ একটী আশ্রয় বাটিকার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভব করিতেছি। কিন্তু ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে অনেকগুলি প্রবল বিঘ্ন আছে।

প্রথমতঃ—হিন্দু অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজনগণ সহজে আপনাদের আশ্রিতা বিধবাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া আশ্রয়-বাটিকাতে আসিতে দিবেন না। কেবল যেখানে কোন প্রকার দুশ্চরিত্রতার জন্য কোন প্রকার পারিবারিক কলঙ্ক উপস্থিত হইবে, সেই স্থলেই সম্মত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্ত্রীলোকের দ্বারা আশ্রয়-বাটিকা পূর্ণ করিলে তিন দিনের মধ্যে সেস্থল ঘৃণিত হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ—এরূপ আশ্রয়-বাটিকার তত্ত্বাবধানের ভার সচ্চরিত্র বয়ঃ-প্রাপ্ত নারীদিগের উপরেই থাকা উচিত, কিন্তু হিন্দু সমাজের অবরোধের ভিতর হইতে কোন নারী তত্ত্বাবধানের জন্য আসিতে সাহসী হইবেন; এবং এরূপ আশ্রয়-বাটিকা চালাইবার উপযুক্ত শিক্ষাই বা কয়জনের আছে? সুতরাং ইহার তত্ত্বাবধানের ভার পুরুষদিগের উপর পড়িবে। হিন্দু সমাজ মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে যেরূপ নিকৃষ্টভাব, তাহাতে এতগুলি বিধবার তত্ত্বাবধানের ভার লইবার উপযুক্ত সাধারণের বিশ্বাস-ভাজন পুরুষই বা কয় জন মিলে?

তৃতীয়তঃ—বিধবাদিগের রক্ষা ও শিক্ষার জন্য মাসে মাসে যে ব্যয় হইবে তাহা অল্প নহে, সে ব্যয়ের যুউপক্ত অর্থ সংগ্রহ করা সহজ নয়।

চতুর্থতঃ—আশ্রয়—বাটিকার মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের চরিত্রের কোন দোষ যদি প্রকাশ পায় এবং তাহাকে আশ্রয়-বাটিকা হইতে যদি স্বতন্ত্র করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কোথায় লইয়া যাওয়া যায়? হিন্দু সমাজের যে প্রকার ভাব তাহাতে যে বিধবা একবার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিবে তাহার আর ফিরিয়া যাইবার উপায় থাকিবে না। এই বিঘ্নটী সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হয়।

আমরা পথে এই সকল বিঘ্ন দেখিতে পাইতেছি অথচ বিধবাদিগের জন্য কিছু করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। সকল বিধবাকে বিবাহিত হইতেই হইবে; বিবাহ ভিন্ন বিধবার জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই এরূপ ভাবও অতি শোচনীয় এবং নিকৃষ্ট। এই জন্যই তাহাদিগকে শিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহা বহুব্যয়-সাধ্য ও তাহার পথে নানা প্রকার বিঘ্ন। আমাদের বিশ্বাস প্রথমে কার্য্যারম্ভ করিতে গেলেই অনেক প্রকার বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। সে জন্য সমাজ সংস্কারক দিগের ভগ্নোদ্যম হওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাঁহারা যদি আপাততঃ বিবাহার্থিনী বিধবাদিগের বিবাহের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য একটী সভা স্থাপন করেন, তাহা হইলে কালে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আশ্রয়-বাটিকা স্থাপনেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দুঃখের বিষয় এদিকে এখনও শিক্ষিত লোকদিগের চিত্ত সে প্রকার আকৃষ্ট হইতেছে না।

বৈরাগ্য।

প্রাচীন ভারত ও নব্য ইউরোপ এই উভয়ের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দুইটী বিপরীত ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ইতিবৃত্ত প্রভৃতি যখন পাঠ করি, তখন তাহার মধ্যে একটী ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। সে ভাবটী এই, আত্মাই সর্ব্বেসর্ব্বা শরীরটা কিছু নয়। শরীর কিছু নয় সুতরাং শরীরের সঙ্গে যাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ সে সকল বিষয়ও কিছু নয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইহারা কিছু নয়, অন্নপান, উত্তম শয্যা, উত্তম পরিচ্ছদ এ সকল কিছু নয়; সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভব এ সকল কিছু নয়। এজীবন বিড়ম্বনা, পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতির ফল ভোগ মাত্র। এ মানব সংসার আত্মার কারাগার, এখানে আমরা দুষ্কৃতির শাস্তি ভোগ করিবার জন্য আছি; এখানকার কোন পদার্থকেই আমরা বিশুদ্ধ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারি না; কোন পদার্থকেই প্রিয় বা প্রার্থনীয় জ্ঞান করিতে পারি না; কোন বিষয়কে সারজ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইতে পারিনা। সকল দুঃখের শ্রেষ্ঠ দুঃখ, এই যে আমাদিগকে মানব সংসারে জন্মিতে হইয়াছে এবং যতদিন কর্ম্মের বিরাম ও বাসনার নিবৃত্তি না হইবে ততদিন আমাদিগকে জন্মিতে

হইবে। এই জন্মের হাত হইতে এড়াইতে পারার নাম মুক্তি ; এই ঘোর নিয়তি হইতে নিস্কৃতি পাওয়াই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ, ধর্ম্মাচার্য্যগণ, চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, পুরাণকার কবিগণ সকলেই এক বাক্যে এই লক্ষ্যের অনুমোদন করিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে কিছু ধর্ম্ম শাস্ত্র বা দর্শন শাস্ত্র বা যে কিছু পুরাণ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সকলেরই এই লক্ষ্য। কিসে মানুষ এই শরীরকে এই মানব-জীবনকে এবং এই মানব সংসারকে ঘৃণা করিতে শিখিবে, কিসে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ যে কর্ম্ম বীজ, তাহাকে নষ্ট করিবে, কিসে পরমাত্মা-চিন্তাতে রত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সুখ ও সংসার বন্ধনকে অতিক্রম করিতে শিখিবে, এই চিন্তা হৃদয়ে লইয়াই যেন তাঁহারা সকলেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, এবং নিরন্তর যেন এই চিন্তা দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন।

নব্য ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। নব্য ইউরোপ বলিতেছেন শরীরটাই সর্ব্বেসর্ব্বা আত্মাটা কিছু নয়। শরীরের অতিরিক্ত আত্মা নামে কোন পদার্থ আছে কিনা সন্দেহ। মানুষের শারীরিক সুখের উপায় আবিষ্কার কর, বাহিরের দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কর, দেশ বিদেশ হইতে সুখাদ্য, সুপেয় দ্রব্য সকল আহরণ কর। সে জ্ঞানে, সে দর্শনে, সে বিজ্ঞানে কি প্রয়োজন যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে শারীরিক সুখের সাহায্য করে না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সেই টুকু আবশ্যক যে টুকু দ্বারা নৌচালনের সাহায্য হয়, এবং যদ্দ্বারা বাণিজ্যের সুবিধা হয়, এবং যদ্দ্বারা ধান্য চাউল, গোধুম প্রভৃতি দেশে আনে। প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনা করা ভাল, তদ্দ্বারা প্রকৃতির অদ্ভুত শক্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের সুখ সৌকর্য্য বৃদ্ধি হয়, দশ দিনের পথ দশ ঘণ্টায় যাওয়া যায়, দশ যোজন দূরে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করা যায়, মানুষের পরিশ্রম বিনা গম পিষিয়া লওয়া যায়, সুরকি ভাঙ্গা যায়, বস্ত্র বয়ন করা যায়, সকল প্রকার সুখ সেব্য বস্তু সহজে শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। নব্য ইউরোপের মতে এই জন্যই বিজ্ঞানের চর্চ্চা আবশ্যক। নব্য ইউরোপের ধর্ম্মে বলিয়াছে, এ জগত পরীক্ষার স্থান, নব্য ইউরোপের প্রতিদিনের জীবন বলিতেছে, এ জগত আরামকানন সুখভোগের স্থান। সমুদায় পার্থিব পদার্থে নব্য ইউরোপের কত আগ্রহ!! মিসর দেশ হস্তে থাকিলে আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, আমাদের হস্তে ধন সঞ্চয় হইবে, অতএব ন্যায়তঃই হউক, অন্যায়তঃই হউক সে দেশ হস্তে রাখিবার চেষ্টা কর। ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বদেশ শাসনের অধিকার দিলে ইংলণ্ডের ধনাগমের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইবে অতএব তাহা দিও না। প্রাচীন ভারত বলিতেছেন বাসনার নিবৃত্তি কর, এ জীবনকে ঘৃণা কর, ধর্ম্মই সার, ধর্ম্মই নিত্য। নব্য ইউরোপ বলিতেছেন, ইহদিক সুখের পথ উন্মুক্ত কর, সাংসারিক উন্নতিতে মনোযোগী হও, কারণ "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং।"

নব্য ইউরোপের এই সাংসারিক ভাব ইংলণ্ডে যেরূপ প্রস্ফুটিত এরূপ আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজগণ ইউরোপীয় সকল জাতির মধ্যে সাংসারিক। এই কারণে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার ভাবে যাঁহাদের হৃদয় মন গঠিত হইয়াছে, তাঁহারাও এই সাংসারিক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আহার কর, পান কর, অর্থোপার্জ্জন কর, এই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য দাঁড়াইয়াছে। যে ব্যক্তির মনে যে পরিমাণে ইংরাজী ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে ব্যক্তিতে সেই পরিমাণে এই সাংসারিক ভাব প্রবল দেখা যায়। ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্যের ভাব বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

ভারতের মৃত্তিকাতে আমাদের জন্ম, ইহার শোণিত আমাদের শিরাতে প্রবাহিত সুতরাং বৈরাগ্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। নব্য ইউরোপের ভাব আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার, শিক্ষাও প্রবৃত্তির অনুরূপ নহে। কিন্তু নব্য ইউরোপের ভাব যেমন এক দিকে সাংসারিকতার পরাকাষ্ঠা, অপর দিকে প্রাচীন ভারতের ভাবও সেই রূপ আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা। শরীরকে সর্ব্বেসর্ব্বা করা যেমন এক দিকের ভ্রম, শরীরকে একেবারে অগ্রাহ্য করা তেমনি অপর দিকের ভ্রম। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই উভয় ভাবের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অধিকার করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই কথা বলিতেছেন, যে এ জীবন ঘৃণার বস্তু নয়, ইহা কর্ম্ম ভোগ নয়, শাস্তি নয়, কারাগার নয়, কিন্তু মাতৃগর্ভে যেমন ভ্রূণ দেহের রক্ষা ও উন্নতির স্থান, এ জগত এবং এই মানব জীবনও সেই প্রকার মানবাত্মার রক্ষা, শিক্ষা ও উন্নতির স্থান। আত্মার উন্নতি, চরিত্রের বিকাশ, ধর্ম্ম-ধনে ধনী হওয়া আমাদের জীবনের লক্ষ্য। দেহের ও সংসারের সকল কার্য্য তাহার সহায় অনুকূল ও উপায় মাত্র। ইহাই যদি আমাদের মূল মন্ত্র হয়, তবে আমরা সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান এবং শারীরিক সুখকে নিকৃষ্ট স্থান দিব। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শারীরিক সুখের ব্যাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইব না ; আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণনা করিব না। শরীরকে ক্লেশ দিবার জন্য ক্লেশ দিব না ; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শরীরের সুখ অসুখ দেখিব না।

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ততদিন ধর্ম্ম ভাব জীবিত আছে মনে করিব, যত দিন দেখিব, যে এই সমাজ মধ্যে শারীরিক সুখ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অধিক দৃষ্টি। বিষয় বাণিজ্যের উন্নতি কি রূপে হইবে, এ চিন্তা অপেক্ষা প্রেম ভক্তি কিরূপে লাভ করিব, আত্ম-সংযম কিরূপে করিতে সমর্থ হইব, একাগ্রতা কিরূপে লাভ করিব, এই চিন্তাই প্রবল। আর যদি দেখিতে পাই যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অধিক লোকে ব্যগ্র নয়, কিরূপে প্রেম ভক্তি পাইব, কিরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করিব, এ চিন্তা অপেক্ষা বিষয় বাণিজ্যের উন্নতির লালসাই ব্রাহ্মদিগের অধিক। যদি দেখি এক জন ধনোপার্জ্জনের নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও

সন্তুষ্ট হইতেছেন না, দিন রাত্রি আরও অধিক ধনাগম কিরূপে হয়, সেই চিন্তাতে মগ্ন হইতেছেন। অথচ কোন প্রকার ধর্ম্ম-সাধনে যোগ দিতে পারেন না কেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন, সময়াভাব। ধনোপার্জ্জনের আর একটী নূতন উপায় বল, তাঁহাদের সময় হইবে, কিন্তু ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য সপ্তাহে তিন দিন কয়েক ঘণ্টা দিতে বল, শুনিবে সময়ের অভাব। তাহা হইলে কিসের প্রমাণ পাওয়া যায়?—ইহাতে কি ইহাই প্রমাণ হয় না, যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য নয় কিন্তু সাংসারিক উন্নতিই লক্ষ্য। ইহারা নব্য ইউরোপের শিষ্য। যে বৈরাগ্যের অর্থ এই যে আধ্যাত্মিক উন্নতিই লক্ষ্য, সংসার তাহার অধীন। সেই বৈরাগ্যকে আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনীয় মনে করি। এবং এ বৈরাগ্যের ভাবকে ধর্ম্ম ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা করি। বড় দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয় এই যে ব্রাহ্মসমাজ এখনও শিশু, কোথায় জলন্ত ও জাগ্রত বৈরাগ্যের ভাব ইহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, কোথায় আধ্যাত্মিক উন্নতির লালসা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবল হইবে, কোথায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্রাহ্মেরা সাংসারিক উন্নতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন, কোথায় তাঁহারা বিবিধ শারীরিক ক্লেশকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, না ইতি মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজে বিপরীত গতি। ইহার মধ্যে সাংসারিক লোকের সংখ্যাই অধিক। জগদীশ্বর এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

'অন্তরতর অন্তরতম'

এই মহৎ বাক্যগুলি সাধক-হৃদয়ের গভীর জলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে; ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব, যাহা এই জলন্ত বিশ্বাসের একটি উজ্জ্বলতর নিদর্শন। একদিন একজন ব্রাহ্মবন্ধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহারা কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন ব্যক্তির মুখ হইতে "সত্যম্" এই বাক্য উচ্চারিত হইল। আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন এই মহৎবাক্য শ্রবণ মাত্র মহর্ষির মস্তকের সমস্ত কেশরাশি দণ্ডায়মান হইল, শরীর শিহরিয়া উঠিল। কি জীবন্ত বিশ্বাস! বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় এই মহৎবাক্য তাঁহার শরীর মনকে আলোড়িত করিল। শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন তাঁহার "True Faith" নামক পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন—"Verily Divine Presence hath electricity. It quickeneth the heart and the nerves, and maketh the very hairs of the body stand erect." "সত্য সত্যই ব্রহ্মের বর্ত্তমানতাতে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। ইহাতে হৃদয়-স্নায়ু সমূহ সজীব হয় এবং শরীরের লোম পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হয়"। যে জীবন্ত সত্তার নৈকট্য সম্বন্ধে আমরা এই সকল নিদর্শন পাইতেছি আসুন অদ্য তাহারই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি, বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক কল্পনার সাহায্যে সেই অন্তরতর অন্তরতমের নৈকট্যের বিষয় আলোচনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা করি।

ঈশ্বর "অন্তরতর অন্তরতম" ইহা গভীরভাবে অনুভব করিতে হইলে পূর্ব্বে জ্ঞানদ্বারা এই বাক্যগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর নিকটে আছেন; কিরূপে আছেন? এই বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান মূলক প্রতীতি না থাকিলে শুদ্ধ অন্ধ বিশ্বাস সকল সময়ে কার্য্যকর হয় না। অন্ধ বিশ্বাসকে অনেক সময়েই বুদ্ধি-সম্ভূত, সন্দেহের বাণে ক্ষত বিক্ষত, অনেক সময় বিনষ্ট প্রায় হইতে হয়। তজ্জন্যই এই সম্বন্ধে বিশ্বাস জ্ঞানমূলক, বুদ্ধিমূলক হওয়া আবশ্যক, যেন নিতান্ত সূক্ষ্ম কূট বুদ্ধিও ইহার ক্ষতি করিতে না পারে। আচ্ছা, তবে ঈশ্বর অন্তরতম, তিনি নিকটে আছেন তিনি জীবন্ত ভাবে অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন ইহার গূঢ় মর্ম্ম কি? তিনি কিরূপ আছেন? প্রথমে দেখা যাক্ তিনি কিরূপে নাই, কিরূপে আছেন বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে ভুল বলা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা ও অনুভবশক্তির সাহায্যের জন্য আমরা অনেক সময়ই তাঁহাকে স্থানব্যাপী, আকাশব্যাপী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে এরূপ বর্ণনা বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত নহে। ভৌতিক পদার্থেরই বিস্তৃতি সম্ভবে; যিনি আত্মারূপী, মনরূপী নিরাকার জ্ঞান বস্তু, তাঁহার সম্বন্ধে ব্যাপ্তি সম্ভব কি? আমাদের আত্মার স্থান নির্দ্দেশ যেমন অসম্ভব, অচিন্তনীয় আত্মা এখানে আছে সেখানে নাই, মস্তকে আছে হস্তে নাই, হৃদয়ে আছে পায়ে নাই, আত্মার পরিসর চতুরঙ্গুলি বা এক হস্ত বা দুই হস্ত পরিমাণ, এই সকল কথা যেমন অর্থহীন অজ্ঞান-মূলক, তেমনি ঈশ্বর এখানে আছেন, ওখানে আছেন, অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই সকল কথাও সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে অর্থহীন, অজ্ঞানমূলক। তিনি কি বায়ু বা ইহার সদৃশ কোন সূক্ষ্ম জড়পদার্থ যে আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবেন? স্থানব্যাপী বলিলেই তাঁহাকে কোন না কোন আকারে জড়তুল্য করা হয়, তাঁহার নিরাকারত্ব অস্বীকার করা হয়; অথচ তিনি সর্ব্বব্যাপী চির নিকটস্থ এই কথা মিথ্যা হইতে পারে না। তবে তিনি কিরূপে আছেন? নিরাকার জ্ঞানবস্তু বলিয়া যদি স্থানব্যাপ্তি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত না হয়, তবে তিনি কিরূপে সর্ব্বব্যাপী? প্রথমতঃ—শক্তিরূপে, কারণরূপে, আধাররূপে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত শক্তিরূপে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে কেবল একজন সুচতুর শিল্পী এবং এই জগৎকে ঘটিকাবৎ একটি আশ্চর্য্য শিল্পযন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের এই শক্তিরূপী জীবন্ত আবির্ভাবের প্রতীতি মলিন, অস্পষ্ট; জড়বস্তুতে শক্তি আরোপ করিতে গিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের আবির্ভাব খুঁজিয়া পান না, হয় সন্দেহ অবিশ্বাসে, না হয় কুসংস্কারে জড়িত হন। কিন্তু যাঁহারা জড়পদার্থের

কোন্নগরব্রাহ্মসমাজের বিবৃত উপদেশ।

অসারতা শক্তিহীনতা জানেন, যাঁহারা শক্তির প্রকৃত আকর চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জগৎ ব্রহ্মময় ; দূরে, নিকটে, অন্তরে বাহিরে তাঁহার শক্তিরূপী জীবন্ত সত্তা। যেমন তাঁহার শক্তিতে সূর্য্য কিরণ বর্ষণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তেমনি তাঁহারই শক্তিতে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহারই শক্তিতে হৃদয় হইতে রক্তস্রোত সঞ্চালিত হয়, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আত্মা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবিত থাকে।

পুনশ্চ, প্রাকৃতিক জগতে তিনি যেমন শক্তিরূপে জীবনের আধাররূপে বর্ত্তমান, তেমনি মনোজগতে তিনি জ্ঞানের আধাররূপে চির বর্ত্তমান, চির নিকটস্থ। তিনি কেবল আত্মার দ্বার রূপী ইন্দ্রিয় সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া নিরস্ত রহিয়াছেন,তাহা নহে। প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া মনোমধ্যে জ্ঞানালোক প্রেরন করিতেছেন। তাঁহার নিয়ত কার্য্যশীল শক্তি ব্যতীত যেমন আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব, তেমনি জ্ঞানলাভ ও অসম্ভব। তিনি প্রতি নিয়ত চক্ষুতে আলোক প্রেরণ না করিলে চক্ষু দেখিতে পাইত না। তিনি প্রতি নিয়ত বায়ুকে আন্দোলিত না করিলে কর্ণ শুনিতে পাইত না ; তিনি প্রতি নিয়ত ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য না করিলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্যকর হইত না, আমাদের মনে জ্ঞানানয়ন করিত না। তিনি যেমন জীবনের আধার, তেমনি জ্ঞানেরও আধার। তাঁহারই শক্তিতে মনোমধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধিঘটিত সত্য সমূহ প্রকাশিত হয়, তাঁহারই প্রভাবে হৃদয় মধ্যে অসংখ্য ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়। তিনি জীবনের আলোক ; তাঁহাকে অবলম্বন না করিয়া যেমন আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না, তেমনি তাঁহাকে অবলম্বন না করিয়া, আমরা জীবনপথে একপদও অগ্রসর হইতে পারি না, তিনি জীবন, তিনি জ্ঞান। এইরূপে তিনি চির কার্য্যশীল। শক্তিরূপে, আদিকারণ রূপে, জীবন ও জ্ঞানের প্রস্রবণ রূপে জগতে ব্যাপ্ত, লীন এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি যেমন বাহিরে তেমনি অন্তরে, প্রাণ মধ্যে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ; তিনি "অন্তরতর অন্তরতম"।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি দর্শক রূপে, প্রেমিক-রূপে চিরনিকটস্থ রহিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের জ্ঞানের আধার নহেন, তিনি জ্ঞানী, কেবল প্রেমের আধার ভাবের আধার নহেন, তিনি প্রেমিক, তিনি ভাবুক। আমাদের শরীর মন তাঁহার জ্ঞানসাগরে, প্রেম সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে ;—তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি, প্রেম-জ্যোতি হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিতেছে। এই জ্ঞান ও প্রেমময় আবির্ভাবই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। তাঁহার সর্ব্বদর্শী প্রেমময় চক্ষু আমাকে সর্ব্বদা দেখিতেছে, প্রতিনিয়ত আমার উপর প্রেম বর্ষণ করিতেছে, এই কথা ভাবিলে প্রাণ শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, কঠোরতম দুঃখেরও কঠোরতা চলিয়া যায়। আমি যাঁহার হৃদয়ের ভি[illegible] আছি, যাঁহার প্রেম অন্ন রূপে আহার করিতেছি, পানীয় রূপে পান করিতেছি, বায়ু রূপে সেবন করিতেছি, যাঁহার প্রেম রসের প্রভাবে আত্মা জীবিত, বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেছে তাঁহা অপেক্ষা আর কে আমার নিকটতর, অন্তরতর ? তিনি আমার মন হইতে ও অন্তরতর, কেননা আমা অপেক্ষা ও তিনি আমাকে অধিক জানেন, তিনি আমার হৃদয় অপেক্ষা ও আমার প্রিয়তম সুহৃদের হৃদয় অপেক্ষাও অন্তরতম, কেননা তিনি আমা অপেক্ষাও, আমার প্রিয়তম সুহৃদ অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভাল বাসেন ; তিনি "অন্তরতর অন্তরতম।"

তৃতীয়তঃ, তিনি বিবেক রূপে, আদেষ্টারূপে, ধর্ম্ম জীবনের পরিচালক রূপে, অনন্ত জীবনের আদর্শ রূপে চির নিকটস্থ। তিনিই প্রতি নিয়ত হৃদয়ে তাঁহার স্বর্গীয় আদেশ প্রকাশিত করিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি প্রভু হইয়া, হৃদয়ের এক মাত্র অধিকারী রূপে প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, মনের সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছার সমস্ত বল আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সৌন্দর্য্যের আদর্শ রূপে হৃদয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিতেছেন, জীবনকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। তিনিই জীবনের লক্ষ্য, তিনিই উদ্দেশ্য, তিনিই চিরবাঞ্ছনীয়, চির অনুসরণীয়। যিনি প্রতি নিয়ত হৃদয়কে টানিতেছেন, যিনি ক্রমশঃই সমস্ত জীবন মন অধিকার করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহার অপেক্ষা নিকটতর আর কে। তাই বলি তিনি "অন্তরতর অন্তরতম"।

এইরূপে নানা ভাবে তিনি আমাদের নিকটস্থ রহিয়াছেন, অন্তরে বাহিরে আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাতে আর আমাদিগেতে এক তিল ও ব্যবধান নাই। কেবল আমাদের হৃদয়, আমাদের অবিশ্বাসী অভক্ত হৃদয়ই তাঁহা হইতে দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। আসুন বন্ধুগণ তাঁহার কৃপার সাহায্যে এই দূরত্ব দূর করি। আসুন হৃদয় মন জীবন তাঁহার জীবন্ত জ্ঞানময়, প্রেমময়, পবিত্রতাপূর্ণ সত্তার সাগরে চিরদিনের মত ডুবাইয়া দিই।

সঙ্গত-সভার আলোচনা।

২২এ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

প্রশ্ন। প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ কি এবং তাহা কিরূপে হয়।

উত্তর। প্রকৃত অনুতাপ কি তাহা বুঝিতে হইলে অনুতাপকে আর কতকগুলি মানসিক অবস্থা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ এরূপ অনেকস্থলে দেখা যায়, একব্যক্তি গোপনে গোপনে পাপাচরণ করিতেছিল, যতদিন লোক জানা জানি হয় নাই, ততদিন সে বেশ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছিল ; ত্রিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট সপ্রতিভ ভাব ছিল। তাহার মুখে অনুতাপের একটী ও রেখা নাই। তৎপরে যখন সেই পাপটীর কথা দশজনে জানিল, যখন লোকে তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল, তখন তাহার

অনুতাপ দেখে কে! সে অশ্রুপাত ও আত্মনিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। এ অনুতাপ অনুতাপ নয়, ইহা আত্মশ্লাঘা ও প্রসংসাপ্রিয়তার রূপান্তর মাত্র। সে ব্যক্তির এ দুঃখ নয়, যে, সে কেন সে প্রকার পাপাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু লোকে যে জানিল, তাহাই মহা দুঃখ। সে যে লোকের চক্ষে হীন হইল, এই তাহার বড় ক্লেশ। অতএব অহঙ্কার আত্মশ্লাঘা, ও প্রশংসাপ্রিয়তা হইতে যে এক প্রকার মানসিক ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সর্ব্বাগ্রে অনুতাপকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে।

দ্বিতীয়. আর এক প্রকার মানসিক ক্লেশ আছে, তাহাকে আত্মগ্লানি নাম দেওয়া যাইতে পারে, যে স্থলে মানবের প্রাণগত বাসনা রহিয়াছে, যে সৎপথে থাকে, নিরন্তর সৎপথে থাকিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে; কিন্তু প্রকৃতির অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ পতিত হইতেছে, আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সে প্রাণটা পরমেশ্বরকে দিতেছে কিন্তু কাজটা দিতে পারিতেছে না। যেমন মনেকর একব্যক্তি উপাসনা স্থানে গিয়া বসিয়াছেন, বসিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, যে চিত্তকে ঈশ্বরের আরাধনাতে নিয়োগ করিবেন। কিন্তু অভ্যাস ও দুর্ব্বলতা বশতঃ চিত্ত চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে বসিয়া আরাধনা করিতে পারিতেছেন না, এজন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট পাপী নন, কারণ সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর জানিতেছেন তাহার শক্তিতে কুলাইতেছে না। এস্থলেও এক প্রকার মানসিক ক্লেশ হয়, তাহাকে অনুতাপ বলা উচিত নয়, কারণ সে অপরাধ ইচ্ছাকৃত নহে। ইহাকে আত্ম-গ্লানি বলা যায়। প্রকৃত অনুতাপকে ইহা হইতেও ভিন্ন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় আর এক প্রকার মানসিক ক্লেশ আছে তাহাকে ক্ষোভ বলা যাইতে পারে। একজন ডাক্তার একজনের গলদেশেতে একটী ফোড়া অস্ত্র করিতে গিয়া, হঠাৎ এমন একটী শিরা কাটিয়া ফেলিলেন, যে তাহাতে তাহার প্রাণ গেল। এ সময়ে যে মানসিক ক্লেশ হয়, তাহা অনুতাপ নহে কারণ তাহার মূলে পাপ অভিসন্ধি নাই। বরং উপকার বুদ্ধিই ছিল। তথাপি এরূপ স্থলে লোকের ক্ষোভ হইয়া থাকে। হায় হায়! যদি আগে জানিতে পারিতাম তাহা হইলে একটা প্রাণ নষ্ট হইত না। ইহাও অনুতাপ নহে।

তবে প্রকৃত অনুতাপ কি। অভিসন্ধি পূর্ব্বক, ইচ্ছা করিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে মানুষ যে ঈশ্বরের পবিত্র সহবাসের অনুপযুক্ত হয়, সেই অবস্থাতে সে ঈশ্বরের চক্ষে হীন হইল, জীবনের মহৎ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইল, এবং ঈশ্বরের সহবাসের অনুপযুক্ত হইল, জানিয়া মানবের প্রাণে যে গভীর যাতনা হয়, তাহাই অনুতাপ। তখন পাপী বলিতে থাকে, হায়! আমি এমন কর্ম্ম কেন করিলাম, কেন আমি নিজের হাতে এমন সুখের সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিলাম, আমি অহঙ্কারের সহিত প্রভুর অপমান করিয়া এখন কোন মুখে তাঁহাকে ডাকি। এই বলিতে বলিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে প্রাণের কলঙ্কের দিকে যতই চাহিতে থাকে, ততই ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠে, ইহাকেই বলে অনুতাপ।

তিনটি লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত অনুতাপ ধরিতে পারা যায়। প্রথম, যেখানে প্রকৃত অনুতাপ হয়, সেই খানেই জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটে। ধাতু দ্রব্য যদি অগ্নির মধ্যে যায় তাহাকে দেখিলেই জানা যায়, যে, সে অগ্নির মধ্যে গিয়াছিল। সে ধাতু আর পূর্ব্বের অবস্থায় থাকে না। সেইরূপ অনুতাপানলে যে আত্মা একবার দগ্ধ হয়, তাহা আর পূর্ব্বাবস্থাতে থাকে না। প্রকৃত অনুতাপে আত্মাকে পরিবর্ত্তিত করিবেই করিবে, তাহার সাধুতা বাড়াইয়া দিবেই দিবে।

প্রকৃত অনুতাপের দ্বিতীয় লক্ষণ বিনয়। অনুতাপ অহঙ্কারকে একেবারে চূর্ণ করে। আত্মাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। তদবধি সে ব্যক্তির ব্যবহার কোমল হয়, ভাষা বিনীত হয়, এবং সে আপনাকে হীন জানিয়া ম্লান হইয়া থাকে। সে অপরের অত্যাচার মুদিত বদনে সহ্য করে।

প্রকৃত অনুতাপের তৃতীয় লক্ষণ লোক ভয়ের অভাব। যে ব্যক্তি নিজের দুষ্কৃতির জন্য বাস্তবিক অনুতাপিত হইয়াছে, সে লোকে কি বলিবে এ গণনা আর করে না। বরং সে মনে করে লোকে আমার পাপ জানুক ও ঘৃণা করুক। একবার একজন চীন দেশীয় সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মনে করিলেন, যে কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিবেন। কারাগারে গিয়া কয়েদীদিগকে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সকলেই বলিল যে তাহাদিগকে অন্যায় করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। সকলেই রাজবিধির দোষ দিল এবং আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিল। কেবল একজন বলিল, যে সে পাতকী, তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা উচিত হইয়াছে, বরং তাহার সমুচিত দণ্ড তখনও হয় নাই। সম্রাট তাহাকেই মুক্ত করিবার আদেশ করিলেন, অপরদিগের বিষয় বলিলেন যে তাহারা মুক্তির যোগ্য নয়। প্রকৃত অনুতাপী যে সে লোকভয়কে অধিক মনে করে না। এই লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত অনুতাপ ধরিতে পারা যায়।

দুই প্রকারে অনুতাপের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রথমতঃ পবিত্র স্বরূপে প্রীতি বাড়িলেই অনুতাপের শক্তি বাড়ে। কারণ ঈশ্বরের বিচ্ছেদ যন্ত্রণাতেই ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট অনুতাপকে এত তীব্র করে, ঈশ্বরের প্রতি যাহার প্রেম নাই তাহার বিচ্ছেদ যাতনাও নাই, সুতরাং অনুতাপের তীব্রতাও নাই। দ্বিতীয় উপায় সাধুদের জীবনের বিষয় আলোচনা করা। তাঁহাদের জীবনের পবিত্রতার বিষয় আলোচনা করিলে আমাদের জঘন্যতা বিশেষরূপে স্মরণ হইতে পারে।

প্রশ্ন। একটী পাপ এক সময় করিয়াছিলাম এবং সেজন্য অনুতাপিত ও হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সে পাপটী স্মরণ করিলে তীব্র অনুতাপ হয় না। ইহা কুচিহ্ন কি না?

উত্তর। যে পাপের জন্য এক সময় অনুতাপ করিয়াছি

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রেম-সিন্ধু! আমরা দেখিতেছি যে তোমার কৃপা ও তোমার শক্তি ভিন্ন আমরা ধর্ম জগতে কিছুই করিতে পারি না। আমাদের সহস্র চেষ্টাদ্বারা ভক্তির উদয় করিতে পারি না, সহস্র প্রকার বুদ্ধির কৌশল উদ্ভাবন করিয়াও দুটী আত্মাকে একত্র করিতে পারি না। সহস্র প্রতিজ্ঞা ও সতর্কতা দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা এবং শান্তিরক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু যখনই তোমার শক্তির আবির্ভাব হয়, যখন তুমি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ কর, তখনই দশমাসের চেষ্টার ফল এক দিনে ঘটিয়া যায়। আমরা বুদ্ধির দ্বারা একপ্রকার ব্যবস্থা করি, তোমার কৃপার আবির্ভাব হইলে সে সমুদয় ব্যবস্থা ভগ্ন হইয়া যায়। আমরা যে স্থানে আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলাম, সেখানে নিরাশ হইতে হইল, কিন্তু তোমার কৃপায় যেখানে আশা করি নাই, সেই স্থান হইতেই অভাব পূর্ণ হইল। তোমার ভাবের আবির্ভাব হইলে আমাদের বুদ্ধির আইন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়; তখন তোমার আইন প্রবল হয়। তুমি আমাদিগকে সেই প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া যে কোথায় উপস্থিত কর তাহার স্থিরতা থাকে না। তখন দেখি যাহার যেখানে বসিলে ভাল হয়, তাঁহাকে সেইখানে বসাইয়া দিয়াছ, যাঁহার যে কাজে হাত দিলে ভাল হয়, তাঁহার হাতখানি সেই কাজে পড়িয়াছে, যাহাঁর যে পদ অধিকার করিলে তোমার ধর্ম্ম জগতের কল্যাণ হয়, তিনি সেই পদে আরূঢ় হইয়াছেন। তখনই তোমার রাজ্যের কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে চলে। দীন-বন্ধু! ইহা বার বার দেখিয়াও কেন আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর বৃদ্ধি হয় না। কেন আমরা ধর্ম্ম জগতে তোমার শক্তি ও তোমার কৃপার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারি না। তুমি আমাদের এই পাষণ্ডতা দূর কর।

চৈতন্য দেবের জীবনে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি যখন নীলাচলে বাস করিতেন, তখন একটী বিধবার বালক সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিয়া ক্রীড়া করিত। তিনি ঐ শিশুকে বড় ভাল বাসিতেন, তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন, তাহাকে মিষ্টান্ন আহার করিতে দিতেন। ক্রমে ঐ শিশুর প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ আসক্তি জন্মিল। এই বিষয় লইয়া তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কথা বার্ত্তা আরম্ভ হয়। একদিন দামোদর নামে একজন শিষ্য, তাঁহাকে বলিলেন 'গোঁসাই! আপনি সন্ন্যাসী, নিশ্চিন্তমনে ভগবানের ভজন সাধন করিবেন বলিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন। এখন একটী শিশুতে আসক্ত হইতেছেন।" দামোদরের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র চৈতন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, 'বুঝিলাম, শিষ্যদিগের মধ্যে আমার প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু আছেন।" প্রকৃত সাধু চিত্ত ব্যক্তিগণ কেহ দোষ প্রদর্শন করিলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ না হইয়া বরং কৃতজ্ঞই হইয়া থাকেন। আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের অভাব এই জন্যই আমাদের হৃদয়ে এই উদার ভাব সকল সময়ে উদিত হয় না।

আমাদের নববিধানী ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি ইংলণ্ড গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তিনি সেখানে ইউনিটেরিয়ান নামক খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ইউনিটেরিয়ানদিগের মধ্যে অনেকের নব বিধানের প্রতি আস্থা নাই। ইনকোয়ারার নামে সেখানে ইউনিটেরিয়ানদিগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে। এখানি প্রধান প্রধান ইউনিটেরিয়ানদিগের মুখপাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত। উক্ত পত্রের সম্পাদক কিছুদিন হইল প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন,—"একসময়ে ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানদিগের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু এখন সে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নাই। কেশবচন্দ্র সেনের অনুচিত মহত্ত্ব লাভাকাঙ্ক্ষার চিহ্ন সকল দেখিয়া এবং উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের দিকে তাঁহার সমাজের গতি দেখিয়া সে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ চলিয়া গিয়াছে।" ইনকোয়ারার পত্রের এই উক্তি দেখিয়া নববিধানী বন্ধুদিগের প্রেরিত-দরবার ইংলণ্ডীয় ইউনিটেরিয়ানদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রে শ্রদ্ধেয় বন্ধু গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রেরিতদিগের পক্ষ হইতে এই কথা বলিয়াছেন "উক্ত উভয় ধর্ম্ম

সমাজ (ব্রাহ্মসমাজ এবং ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টসমাজ) অচ্ছেদ্য ঐকতাসূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। কেবল অনাবশ্যক ও অবান্তর বিষয়ে কতকগুলি মতের ও অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে এবং তাহা থাকিবে। পার্থক্য সে কেবলমাত্র পূর্ব্ব পশ্চিমদেশীয় জাতি সকলের অবস্থার পার্থক্য নিবন্ধন।"

ব্রাহ্মসমাজকে এই ভাবে ইংলণ্ডের লোকের নিকট উপস্থিত করা কতদূর উচিত হইয়াছে আমরা বলিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজ কি ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্ট সমাজের ন্যায় খ্রীষ্টসমাজেরই একটী শাখা, নব বিধানী বন্ধুগণ কি সত্য সত্যই এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন? বরং তাঁহাদের নববিধানের ভাব আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে এই বোধ হয় তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় স্থল বলিয়া মনে করেন, সুতরাং উহা হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল ধর্ম্মের অতীত ও সকলের অপেক্ষা উদার। ইহা যদি সত্য হয় তবে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজকে খ্রীষ্টধর্ম্মেরই একটী শাখা সমাজ বলিলেন? কিরূপেই বা এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, যে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্ট সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কেবল কতকগুলি অনাবশ্যক ও অবান্তর বিষয়েরই কিছু কিছু পার্থক্য আছে? এতদ্দ্বারা কি ইংলণ্ডের লোককে ভ্রমে ফেলা হইবে না, এতদ্দ্বারা অনেক ইউনিটেরিয়ানের বন্ধুতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু সে বন্ধুতা আমাদের মতে প্রার্থনীয় নয়। কারণ তাহা অসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও তাহা অচির কালের মধ্যে শত্রুতাতে পরিণত হইবে। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহাদের এবং ব্রাহ্মসাধারণের প্রবল আস্থা আছে তাহা জানি, খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক কথা বলেন যাহার অর্থ গ্রহণ করা দুষ্কর। কিন্তু তথাপি ইহাও সত্য যে ইউনিটেরিয়ানগণ যে অর্থে খ্রীষ্টের শিষ্য এবং যে ভাবে তাঁহারা খ্রীষ্টকে মানিয়া থাকেন, কোন ব্রাহ্মই সে অর্থে খ্রীষ্টের শিষ্য নহেন, এবং খ্রীষ্টকে মানেন না। এরূপ স্থলে ব্রাহ্ম সমাজকে খ্রীষ্টসমাজের একটী শাখা বলিলে সত্য-সঙ্গত ব্যবহার হয় না।

পাঠকগণ জানেন ইংলণ্ডের অনেক ইউনিটেরিয়ান আচার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে উক্ত পত্রে গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন;—সকল ধর্ম্মসমাজ মধ্যেই দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। একটীকে দক্ষিণ বিভাগ অপরটীকে বাম বিভাগ বলা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর লোক আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিতে অগ্রসর এবং অপরশ্রেণী শুষ্ক জ্ঞানী ও বাহ্য উন্নতিতে অধিক মনোযোগী। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বদাই মতভেদ আছে এবং ঐ বিরোধ কখন কখনও কলহে পরিণত হয়। * " * আপনাদের ভক্তিহীন লোকেরা যে আমাদের ভক্তি হীন লোকদিগের সহিত সমভাবত্ব প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।" নববিধানীবন্ধুগণ যে আমাদিগকে ভক্তিহীন বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত নই। কারণ তাঁহারা সত্য কথাই ব'লয়াছেন। আমাদের যে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, নির্ভর নাই, তাহা অন্তর্যামি ঈশ্বর জানেন এবং সেই জনাই আমরা তাঁহার দ্বারে প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেছি। যে অভাব আমরা বুঝিতেছি, যে দুঃখে আমরা ম্লান থাকি, তাহা অপরে বলিলে বিরক্ত হইব কেন? ঈশ্বর করুন আমরা চিরদিন অভক্ত বলিয়া লোকের অবজ্ঞার তলেই বাস করি। কিন্তু তাহাদিগকে বন্ধুভাবে বলি, লোকে তাঁহাদের এই সকল উক্তি দেখিলে ভাবিবে কি? ইহাতে প্রথমতঃ প্রকাশ পাইতেছে, যে তাঁহারা আপনাদিগকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ লোকে দেখিবে যে কেহ যদি তাঁহাদের বিপক্ষদলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করে তাহাকে তাঁহারা ভক্তিহীন, ধর্ম্মহীন নিকৃষ্ট লোক বলিয়া মনে করেন। এরূপ কি করিতে আছে? যে সকল ইউনিটেরিয়ান আমাদের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জানি তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাবের উচ্চতা ও গভীরতা এবং প্রেমের গাঢ়তা সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্তিও অনেক আছেন, যাঁহাদের পদতলে বসিয়া ব্রাহ্মগণ অনেক শিক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা কি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? তাহাতে যে অধর্ম্ম হয়। নববিধানী বন্ধুগণ উচ্চদরের সাধক, উচ্চদরের ভজন সাধনবান লোক, উচ্চদরের প্রেমিক হইয়া এমন অনুদারতার কাজ কেন করিলেন! একাজটী ভাল হয় নাই।

বর্ত্তমান মাসের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতে নারীরক্ষা নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের লিখিত সমুদায় মত না যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, নিম্নলিখিত উক্তিগুলি যে অতি চমৎকার তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তত্ত্ববোধিনীর লেখক বলিয়াছেন—

"কেবল নারীকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, অথবা অপরের সহিত বাক্যালাপ করিতে না দিলে, কিম্বা বস্ত্রাবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিলেই যে নারী-রক্ষা হইল, তাহা নহে। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে অসৎ শিক্ষা, অসৎ চিন্তা, অসৎ দৃষ্টান্ত, অসৎ সঙ্গ, অসৎ বাক্যালাপ প্রভৃতি হইতে দূরে রাখিতে এবং তৎপরিবর্ত্তে সৎশিক্ষা, সৎচিন্তা, সৎকার্য্য, সৎদৃষ্টান্ত, সৎসঙ্গ এবং সদালাপে নিয়োগ করিতে পারিলেই নারী রক্ষা বিষয়ে সহায়তা করা হয়। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর-চিন্তা এবং ধর্ম্মকার্য্যে অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দেওয়া, পরলোক-দৃষ্টি যাহাতে প্রবল হয়, তজ্জন্য যত্নবান হওয়া, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ধর্ম্ম-বিহিত লজ্জাভয়ের, উত্তেজনা করাই নারীরক্ষার প্রশস্ত উপায়। পাপ প্রবৃত্তি হইতে, যথেচ্ছ-ভোজন-পান, যথেচ্ছ গমনাগমন, দুর্জ্জন সহবাস, আলস্য ও অকালনিদ্রা, পর-গৃহে অবস্থান প্রভৃতি বিলাস ও স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করাই যথার্থ নারী-রক্ষার উপায়।"

কি পুরুষ কি নারী সকলেরই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের এই মহামূল্য কথাগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা

কেবল এই মাত্র বলি যে শিক্ষাগুণে ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর চিন্তা যদি উদ্দীপ্ত হয়, পরলোক দৃষ্টি যদি প্রবল হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞানের ধর্ম্মবিহিত লজ্জা ভয় যদি বাস্তবিক উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে আর নারীকে পাপ প্রবৃত্তি হইতে কি যথেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। তাঁহারা অনায়াসেই আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা করেন, তাঁহাদের হৃদয় নিহিত সাধুতাই তাঁহাদিগকে সকল অসৎ পথ পরিহার করিতে প্রবৃত্ত করে। আর যাহাদের ধর্ম্মভাব ম্লান থাকে, ঈশ্বর চিন্তা অনুদ্দীপ্ত থাকে, যাহাদের ধর্ম্মভয় থাকে না, কোন অবরোধ, কোন শাসন, কোন নিয়ম তাঁহাদের হৃদয় মনকে পবিত্র রাখিতে পারে না; কিম্বা পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। কি পিতা মাতা, কি শিক্ষক, কি ধর্ম্মসমাজ, সকলের এই প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য যে তাঁহারা বাল্য কাল হইতেই নরনারীকে এমন শিক্ষা দিবেন, যাহার গুণে তাহারা ধর্ম্মকে আদর করিতে ও অধর্ম্মকে বিষবৎ পরিহার করিতে শিখিবে, আমরা সে বিষয়ে কি করিতেছি।

সংস্কৃতে একটী সুন্দর প্রবাদবাক্য আছে স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।" যে নিজে সিদ্ধ নয় সে কিরূপে অপরকে সিদ্ধ করিবে। একথা অতি সত্য, যে ব্যক্তি নিজে প্রাণের দায়ে জলে সন্তরণ করিতেছে সে কয়জন লোককে জল হইতে উদ্ধার করিতে পারে? সে যদি নিতান্ত বলবান হয়, নিজে কূলের দিকে যাইবার সময় একজন কি দুইজনকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কূলে উঠিয়াছে, যে ব্যক্তি স্থির ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছে সে ব্যক্তি একগাছি রজ্জু ফেলিয়াও দশজনকে আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা রিপুকুলের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই জগতকে নবজীবন দিয়াছেন, তাহাদেরই উপদেশ সকল জগতবাসী চিরদিন মস্তকে বহন করিতেছে। আমরা লোককে ধর্ম্মপথে আনিব কি? আমরা নিজেই সন্তরণ করিতেছি। নিজেরাই কাম ক্রোধের সহিত সংগ্রাম করিতেছি' আমরা নিরাশার মধ্যে আন্দোলিত হইতেছি, বিবিধ দুর্ব্বলতায় পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতেছি, যে পরিমাণে আমরা এই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদিগের দ্বারা সত্য রাজ্য বিস্তারের সহায়তা হইবে।

যোগভ্রষ্ট।

আমি যোগভ্রষ্ট হইয়াছি। আমার মন প্রশান্ত সরোবরের ন্যায় ছিল, এখন সংসার তরঙ্গে সর্ব্বদা আন্দোলিত।

আমার আত্মা অনায়াসে বহুক্ষণ ব্যাপী ধ্যানে মগ্ন থাকিত; এখন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতে পারে না।

যোগসাধন আমার নিকট একটী প্রবল প্রলোভনের বস্তু ছিল, আগ্রহ সহকারে আমি ইহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতাম; এখন ইহা কঠোর, কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

একবার ডাকিলেই প্রভু আসিয়া মধুর আবির্ভাবে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিতেন; এখনো ডাকিলে আসেন, কিন্তু হৃদয় যেন পূর্ণ হয় না, প্রভু যেন হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। ইহা আমারই দোষে হয়, সেই ডাকায় আর এই ডাকায় অনেক প্রভেদ; তখন প্রাণ ডাকিত, এখন বুদ্ধি ডাকে।

একান্তমনে তাঁহার সত্তানুভব ও নামোচ্চারণ করিতে করিতে আমার হৃদয় ভাবরসে পরিপূর্ণ হইত; তাঁহাকে কত যে নিকটস্থ বলিয়া বোধ হইত বলিতে পারি না। সেই ভাবোচ্ছাস এখন কোথায়? হায়, তাহা একেবারেই শুষ্ক হইয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে কি অপরূপ রূপই হৃদয়ে প্রকাশিত হইত! অনিমেষচক্ষে তাঁহার অনুপম মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম; দেখিতে দেখিতে প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া যাইত; বলিতাম এইরূপ আর ভুলিব না, চিরদিন হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিব। এখন সেই সুন্দর রূপ কোথায়? আমার হৃদয় শূন্য করিয়া কোথায় গেল? আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

উপাসনা শেষে সংসারে যাইবার সময় কখন কখন প্রভুকে বলিতাম, "প্রভু, এই বিচ্ছেদের সময় আসিতেছে, ইহা কি কষ্টকর!" অনেক সময় তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতাম, বলিতাম "প্রভু, বল যে তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, বল যে, তোমার প্রেমামৃত অবিশ্রান্ত হৃদয়ে বর্ষিত হইবে, সংসার তাপে হৃদয় শুষ্ক হইবে না, এই আশা দেও; তবে সংসারে যাই, তা না হলে যাব না, ভয়ে প্রাণ কাঁপে, কোথা যাব!" হায়, এই ব্যাকুলতা আমার কোথায় গেল? বলিতে কষ্ট হয়, এখন অনেক সময় উপাসনা শেষ হইলে যেন রক্ষা পাই। হায় হায়! কি দুর্গতিই হইয়াছে।

আমি প্রভুর প্রেমকে কত বহুমূল্য মনে করিতাম। ইহার বিষয় চিন্তা করিয়া কত আনন্দ পাইতাম! আমার জীবনের সমুদায় সুখ শান্তি ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। যদি কখনো মনে হইত, এই প্রেম হইতে বহির্গত হইয়াছি, তাহা হইলে হৃদয় দারুণ কষ্টে পরিপূর্ণ হইত, জীবন অসার কষ্টময় বলিয়া বোধ হইত। প্রভুকে বলিতাম,

"কি সুখ জীবনে হায় দগ্ধ মরুভূমি প্রায়
এ ছার জীবন, তব প্রেমবারি বিনে,
সংসারের ধন মান, চাহেনা আমার প্রাণ,
দেয় না তিলেক শান্তি তাপিত জীবনে;
তোমারি রহিব নাথ জীবন মরণে।"

হায়, এখন এই অমূল্য রত্নের মূল্য আমার কাছে কত কমিয়া গিয়াছে! আমি ইহার বিষয় প্রায় ভাবিই না; না ভাবিয়াও সুখে আছি। হায়, এই সুখ কেন এখনই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় না?

নিজকে এই অমূল্য রত্নের অধিকারী মনে করাতে, আমার জীবনের সমুদায় সুখ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত করাতে, সংসারের জিনিষগুলি আমার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত, সংসার বাসনা আমার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এখন দেখি সংসার আমার বড় প্রিয় হইয়াছে, আমার হৃদয় ক্রমে ২ অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। অনেক সময় মন ইহা বিশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু ভাবিলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখিতে পাই, কর্ত্তব্য বুদ্ধি যাহাই বলুক না কেন হৃদয় সংসারের বিষয় ভাবিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, সংসার-বিষয়ক আলাপেই অধিক সুখ পায়। আমি নিতান্তই যোগভ্রষ্ট হইয়াছি।

কার্য্যেও তাহাই দেখিতেছি, ঈশ্বরের সেবা জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিয়াছি, নিজকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া মনে করি, কিন্তু সংসারের কার্য্যে যত উৎসাহ হয়, তাঁহার কার্য্যে তত হয় না। যাহাতে নিজের কিছু লাভ আছে, আগ্রহের সহিত মন তাহাতে অগ্রসর হয়! সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সেবার ভাবে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে গেলে আর সে প্রাণের আগ্রহ দেখিতে পাই না। তবে আর আমার যোগ কোথায়? প্রাণের যোগ যেখানে নাই সেখানে পূর্ণ বিচ্ছেদের আর কি বাকি আছে? হে ঈশ্বর, আমি কি একেবারেই যোগভ্রষ্ট?

এইরূপে আমার সমস্ত জীবন তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; লোকে তাহা জানে না, আমার বুদ্ধি তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু আমি প্রাণের দরজা খুলিয়া দেখিয়াছি সেখানে ঈশ্বর নাই। হায়, আমি এই শূন্য জীবন লইয়া কিরূপে বাঁচিব?

অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই বিচ্ছেদ থাকিতে দিব না, আর যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকিব না, অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে, যোগের বন্ধনে, প্রাণ মন জীবনকে তাঁহার চরণে বাঁধিব, আর তাঁহাকে ছাড়িয়া যাব না। কিন্তু বার বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি। এক দিন প্রভুকে বলিয়াছিলাম "প্রভু, নিজের বলে তো পারিলাম না, দেখ বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলাম; আর নিজের উপর বিশ্বাস নাই; এখন তুমি ইহার কোন উপায় কর। এমন কি তুমি করিতে পার না; যাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে? আমার ইচ্ছার বলে নয়, তোমার স্বর্গীয় বলে আমি তোমার চরণে বাঁধা থাকিব, তোমাতে চিরআসক্ত থাকিব? প্রভু, নিজের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়াছি। এখন তোমার আশ্বাস বাণী শুনিতে চাই; আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে, জানি, সে ইচ্ছা কখনই ভঙ্গ হইবে না; প্রভু, বল যে আমাকে এখন হইতে চিরদিন তোমার চরণতলে রাখিবে।" বড় আশা করিয়া প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এই প্রার্থনা সফল হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া কত সুখ হইতেছিল, কিন্তু প্রভু নিরাশ করিলেন; একেবারে নিরাশ করিলেন না, কিন্তু যাহা চাহিয়াছিলাম ঠিক তাহা দিলেন না। প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ বোধ হইল;—"বৎস, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে চিরদিনই প্রস্তুত হইয়া আছি, যখনই তুমি আসিবে তখনই আদরে গ্রহণ করিব, যতদিন থাকিতে চাও আদরে রাখিব, কিন্তু তুমি যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক চলিয়া যাইবে, তখন আমি তোমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব না, তুমি যতক্ষণ আসিতে না চাহিবে ততক্ষণ আমি বলপূর্ব্বক আনিব না। তুমি কি ইহা বুঝিতে পারিতেছ না, যে, আমাতে আত্ম-সমর্পণ করা, ইহা আমার কার্য্য নয়, ইহা বাস্তবিক তোমার কার্য্য, তোমার স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য, তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার না হইলে আমি কিছু করিতে পারি না; যে অনুরাগ স্বাধীন ইচ্ছা-সম্ভূত নহে, যে অনুরাগ বাহ্যিক বলসম্ভূত তাহার কোন মূল্য নাই, সে অনুরাগ অনুরাগই নহে। সুতরাং এই বিষয়ে আমার কিছু করিতে অবশিষ্ট আছে মনে করিও না, আমার কৃপার প্রতীক্ষায় থাকিও না, আমার কৃপাস্রোত চিরপ্রবাহিত রহিয়াছে। তুমি সাধনশীল হও, আমি সাধকের চিরসহায়, যত সাধন করিবে ততই আমার সহিত গাঢ়তর যোগে আবদ্ধ হইবে, ততই আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব হইবে।"

প্রভুর আদেশ শুনিয়া হৃদয় গম্ভীর হইল। কিন্তু সাধন পথ আলোকিত হইল। প্রভু যে অটল সাধনের উপদেশ দিলেন তাহা প্রাণের সহিত অবলম্বন করিতে হইবে। আমার মতন যোগভ্রষ্ট যদি কেহ থাক, এস ভাই সাধনে প্রবৃত্ত হই, আর প্রাণেশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিব না, প্রাণান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে পাইবই পাইব, নতুবা জীবনে কি ফল? প্রভু সহায় হও, সহায় হও, সহায় হও। দুর্ব্বল প্রাণে বল দাও।

১৮৭২ সালের ৩ আইনের সংশোধন প্রয়োজন কি না।

১৮৭২ সালে ৩ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি ইহার প্রতি নানা প্রকার আপত্তি শ্রুত হওয়া গিয়াছে। আমাদের আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ বন্ধুগণ চিরদিন যে সকল আপত্তি করিয়া আসিতেছেন, আমরা সে সকল আপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। যাহারা স্বয়ং আইনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই আইন কার্য্যে আনয়ন করিতে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের মধ্যেও নানা প্রকার আপত্তি শ্রুত হওয়া গিয়াছে। যাহাদের এই আইন সম্বন্ধে কোন আপত্তি আছে, এবং কোন অংশকে যাহারা সংশোধন করিতে চান, তাঁহাদিগের সেই মনোরথ সিদ্ধ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট জানিতে চাহিয়াছেন যে এই যে একাদশ বৎসর এই বিধি অনুসারে বিবাহাদি হইতেছে, এই এগার বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মেরা এমন কোন বিষয় দেখিয়াছেন কিনা যাহার সংশোধন আবশ্যক।

লোকে সচরাচর উদ্যোগী হইয়া আইন সংশোধন

করিয়া লয়. এক একটী আইন সংশোধন করিতে কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম করিতে হয়। এক একটী পরিবর্ত্তনের সময় কত মত বিরোধ উপস্থিত হয়, গবর্ণমেণ্টকে কত চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু এ স্থলে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্ম দিগকে পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, যদি ১৮৭২ সালের ৩ আইন সংশোধন করাইতে চাও, কোন্ কোন্ বিষয়ে সংশোধন আবশ্যক ত্বরায় বলিয়া পাঠাও। এরূপ সুবিধা প্রায় ঘটে না। আমরা এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারও যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তিনি আর বিলম্ব করিবেন না। ত্বরায় তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব মতসম্বলিত পত্র লিখিবেন।

আমরা অদ্যাবধি এই আইনের প্রতি কয়েক প্রকার আপত্তি শ্রবণ করিয়াছি। প্রথমতঃ এই আইনানুসারে যাঁহারা বিবাহিত হন, তাঁহাদিগকে রেজিষ্ট্রারের নিকট অগ্রে বলিতে হয় যে, তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসি জৈন প্রভৃতি কোন প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না।" এইরূপ বলিতে অনেক ব্রাহ্মের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যাঁহারা বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত হিন্দুধর্ম্ম, সুতরাং তাঁহারা বলিতে পারেন না, যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। একারণে এই কথা বলিতে অনেকের বিবেকে বাঁধে। আর এক কারণেও কেহ কেহ এরূপ বলিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা এইরূপে নিষেধ-মুখে আপনাদের বিশ্বাসের পরিচয় দেওয়া উচিত মনে করেন না। তাঁহারা বলেন ব্রাহ্ম বলিবেন, আমি একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসক, এই তাঁহার বিশ্বাসের পরিচয়. তাহা না হইয়া "আমি হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করি না, আমি খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করি না, ইত্যাদি প্রকার নিষেধ মুখে আত্ম পরিচয় দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য। সুতরাং এরূপ ভাবে আত্মপরিচয় দিতে তাঁহাদের মনে ক্লেশ হয়।

আমাদের বোধ হয় "আমি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করি না' একথা বলিতে যে আপত্তি হয়, "আমি প্রচলিত হিন্দু প্রণালী মতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নই" একথা বলিতে সে আপত্তি হইবে না; কারণ একজনের যদি প্রচলিত হিন্দু প্রণালী মতে বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকিবে তবে তিনি এই আইনের শরণাপন্ন হইবেন কেন? তিনি যে এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে প্রচলিত বিবাহ প্রণালীতে বিবাহ করিতে তাঁহার আপত্তি আছে, সুতরাং সে কথা বলিতে তাঁহার বিবেকে বাঁধিতে পারেনা। মনে কর গবর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বোক্ত অংশটী সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আর একটী বিষয়ে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। সেটী এই, বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারকে বলিতে হয়, যে তাঁহারা তখনও অবিবাহিত অর্থাৎ তখন তাঁহাদের পতি বা পত্নী জীবিত নাই। বিবাহের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারকে এই কথা বলিবার নিয়ম থাকাতে সময়ে সময়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কখন কখনও এরূপ ঘটিয়াছে যে বর কন্যা, আচার্য্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে প্রস্তুত, রেজিষ্ট্রারের জন্য অপেক্ষা হইতেছে. তিনি অত্যন্ত বিলম্ব করিতেছেন, এদিকে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, উপাসনা আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। এমন সময়ে রেজিষ্ট্রারের জন্য অপেক্ষা না করিয়া যদি বিবাহ কার্য্য সমাধা করা হয়, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যের সময় তাঁহারা কিরূপে বলিবেন যে তাঁহারা অবিবাহিত। যাঁহারা পরমেশ্বরের ও সমাগত ধর্ম্ম বন্ধুদের সমক্ষে পবিত্র দাম্পত্য সূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে বলিবেন যে তাঁহারা তখনও অবিবাহিত? এই আপত্তি অনেকে তুলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তথাপি "অবিবাহিত, বলা যায় কারণ সেখানে অবিবাহিত শব্দের অর্থ আইনের চক্ষে অবিবাহিত। কেহ কেহ বলেন অবিবাহিত শব্দের অর্থ সেই পুরুষ ভিন্ন অন্য পতি জীবিত নাই, অথবা সেই নারী ভিন্ন অন্য স্ত্রী জীবিত নাই। আইনের "অবিবাহিত" শব্দের অর্থ এই তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অর্থটী পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া না দিলে অনেকের মনে বিতর্ক উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। কোন কোন স্থলে বিবাহের অগ্রে রেজিষ্টারি করিতে হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে রেজিষ্ট্রেশন হইয়া গিয়াছে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা পতি পত্নী সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছেন। অথচ আবার উপাসনা কালে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে তাঁহারা পরস্পরকে পতি পত্নীভাবে গ্রহণ করিতেছেন। যেন তখনও তাঁহারা সে সম্বন্ধে বদ্ধ হন নাই। উভয় স্থলে একই আপত্তি। আমরা গবর্ণমেণ্টকে আইনের সেই অংশ এরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে বলিতে পারি, যাহাতে কোন প্রকার মানসিক বিতর্ক উপস্থিত না করিয়া উপাসনার পূর্ব্বে বা পরে রেজিষ্ট্রেশন কার্য্য সমাধা হইতে পারে।

তৃতীয় অসুবিধা এই যে আইনের এক স্থলে আছে কন্যার বয়ঃক্রম বা পাত্রের বয়ঃক্রম যদি একবিংশতি বৎসরের কম হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই অভিভাবক শব্দের অর্থ কি? পিতা মাতার মৃত্যুর পর আইনানুসারে যে সকল আত্মীয় স্বজন অভিভাবক রূপে গ্রাহ্য হইয়া থাকেন ইহা কি সেই অভিভাবক? অথবা পিতা মাতা যাঁহাদিগের উপর ভারার্পণ করেন, এবং সেই সময়ে যাঁহাদের প্রতি তত্ত্বাবধানের ভার থাকে তাঁহারা? শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহে এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। যদি প্রথম মর্ম্মই অভিভাবক শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। মনে কর একব্যক্তি ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, তাঁহার আর তিন বৎসরের মধ্যে দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষে তাঁহার একটী ১৮ অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা আছেন। তাঁহার একটী পাত্র উপস্থিত। যদি পিতার ভার-

প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির অভিভাবকতা করিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে হয় পিতাকে বহুব্যয় স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড হইতে বিবাহ দিতে আসিতে হইবে, না হয় কন্যাকে আর তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট অভিভাবক শব্দটীকে এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিলে ভাল হয় যদ্দারা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অভিভাবকতা করিতে পারেন।

এই অসুবিধা গুলি বাস্তবিক অনুভব করা গিয়াছে সেই জন্যই মনে আছে। এতদ্ভিন্ন এই আইনানুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের উত্তরাধিকারিগণ কোন্ প্রণালীতে বিষয়াধিকার করিবেন, এই আইনানুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদের অন্যতর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তি পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন কিনা? এসকল ও আলোচ্য বিষয়।

কলিকাতার উপাসকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায়।

বিগত ১৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসনালয়ে উপরোক্ত বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার সারাংশ প্রকাশ করা যাইতেছে।

বন্ধুগণ! আপনারা কলিকাতাতে সর্ব্বদা বাস করেন, মফস্বলে বড় একটা যাতায়াত নাই, সুতরাং মফস্বলের ব্রাহ্মগণ কিরূপ আগ্রহের সহিত কলিকাতার মুখ চাহিয়া থাকেন, কিরূপ উৎসুক অন্তরে ও কিরূপ মনোযোগের সহিত আপনাদের সমুদায় গতিবিধি লক্ষ্য করেন, তাহা আপনারা জানেন না। যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা আপনাদের এখানে ঘটিতেছে এবং আপনারা অনেক সময় সামান্যবোধে উপেক্ষা করিতেছেন, আপনাদের মফস্বল বাসি বন্ধুগণের নিকট সেইগুলি অনেক সময় অতি গুরুতর বিষয়। সেগুলি লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কত তর্ক বিতর্ক কত বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে। আপনাদের কাগজগুলিতে যাহা কিছু লিখিত হয়, কলিকাতার ব্রাহ্মেরা অনেক সময় মনোযোগ সহকারে সে সকল পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন না, কারণ ঐ সকল চিন্তা ও ভাব কাগজে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক সময় কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের বিদিত থাকে; কিন্তু মফস্বলে ঐ সকল কাগজের লিখিত প্রবন্ধ সকল বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা হয়, তাহার এক একটা কথা লইয়া কত তর্ক বিতর্ক চলিয়া থাকে। আপনাদের কর্ম্মকর্ত্তাগণ এখানে যে কার্য্য করেন, মফস্বলের বন্ধুগণকে তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতে হয়। ফলতঃ মফস্বল বাসি ব্রাহ্মগণ এই আশা করেন যে কলিকাতার ব্রাহ্মগণ অনেক বিষয়েই তাঁহাদের পথ প্রদর্শক হইবেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ মনে করেন, যে কলিকাতার উপাসকগণ অনেক বিষয়েই তাঁহাদের অপেক্ষা অগ্রসর এবং কলিকাতার উপাসকদিগের নিকট তাঁহাদের অনেক শিখিবার আছে। এই জন্যই তাঁহারা ১১ই মাঘের উৎসবের সময় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, বহু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক কলিকাতার অভি মুখে ধাবিত হন। তাঁহারা এই আশা করিয়া আসেন, যে কলিকাতার ভাইদিগের সহিত মিলিত হইয়া পবিত্র স্বরূপকে ডাকিয়া তাঁহারা সম্বৎসরের মত পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিবেন।

মফস্বলের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যে কলিকাতার উপাসকদিগের উপর এত আশা করেন, তাহার কারণ আছে। তাঁহারা জানেন যে কলিকাতার ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম সাধনের অনেক সুবিধা আছে, সুতরাং ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চয় অগ্রসর। আমরা সহরের লোক, সহরে ধর্ম্ম সাধনের পথে অসুবিধা ও বিঘ্ন কত তাহা আমরা জানি। প্রথমতঃ এখানে চিন্তা ও ধর্ম্ম ভাবের গভীরতা লাভ করাই দুষ্কর। প্রতি দিন কত প্রকার চিন্তা ও ভাবের তরঙ্গ বহিতেছে। একটী তরঙ্গ সামলাইয়া না উঠিতে উঠিতে আর এক তরঙ্গ উপস্থিত হইতেছে। মানুষগুলো ভাবিবার সময় পাইতেছেন না, আত্মদর্শনের অবসর থাকিতেছে না, সুতরাং ধর্ম্ম ভাবের গাঢ়তা ও গভীরতা জন্মিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিতেছে। গভীর চিন্তা না থাকাতে লোকগুলো সাময়িক ভাবাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে। এরূপ চিন্তাহীন অবস্থা আধ্যাত্মিক গভীরতার অনুকূল নহে।

দ্বিতীয়তঃ সহরে লোকে বড় স্বার্থপর হয়। চারি কারণে এরূপ ঘটে—(১ম) বহু জনাকীর্ণ স্থানে কেহ কাহারও দিকে দেখিবার অবসর পায় না। সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত হয়। (২য়) আজ যে ব্যক্তি আমার প্রতিবেশী কল্য সে আর এক স্থানে উঠিয়া গেল। সুতরাং কাহারই সহিত আত্মীয়তা বন্ধন স্থাপিত হয় না। (৩য়) সহরে যে আমরা পরস্পরের সহিত মিলিয়াছি, স্বার্থই আমাদিগকে একত্রে আনিয়াছে। কেহবা বিদ্যাশিক্ষার্থ আছেন, কেহবা চাকুরির জন্য আছেন, কেহবা বাণিজ্যার্থ বাস করিতেছেন, এখানে স্বার্থই সকলের বন্ধন-রজ্জু সুতরাং স্বার্থ-পরতা এখানকার প্রধান ভাব। (৪র্থ) এখানে নানা শ্রেণীর ধূর্ত্ত ও শঠ লোক থাকাতে সর্ব্বদাই প্রবঞ্চনা, চুরি, প্রতারণা প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই সহরে বাস করিবার সময়, সহরের পথে চলিবার সময়, সকলকে সতর্ক থাকিতে হয় পাছে কেহ প্রবঞ্চনা করে। বাজারে যাও বিক্রেতা চেষ্টায় আছে কিসে দুই পয়সা ঠকাইয়া লইবে, ক্রেতা সতর্ক আছে কিসে তাহার হস্ত হইতে বাঁচিবে। এই ভাবকে ইংরাজীতে বর্ণন করিলে বলা যায়, every body is on the defensive, মনের এরূপ অবস্থাতে স্বার্থপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। সহর ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষার স্থান নয়। এ সম্বন্ধে মফস্বলের ব্রাহ্মদিগের বিশেষ সুবিধা।

কিন্তু এ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সহরের ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে অনেক সুবিধা আছে। প্রথমতঃ এখানে নানা প্রকার উন্নতির স্রোত। সতত নানা দিক্ হইতে আমা-

দের জীবন ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। এখানে আমরা এক প্রকার উন্নতির হাওয়ার মধ্যে বাস করি। যে নিতান্ত আপনার চক্ষু কর্ণ মুদিত করিয়া না থাকে, সে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিবেই করিবে। পথে ঘাটে বৈঠকখানায় যে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, তাহা শুনিয়া ও লোকে অনেক নূতন বিষয় জানিতে ও শিখিতে পারিতেছে। সহরে উন্নতি করিতে যাহাদের ইচ্ছা আছে এখানকার বাতাস ও তাঁহাদের অনুকূল। দ্বিতীয়তঃ এখানে সংবাদ পত্র ও সভা সকল অলক্ষিত ভাবে নিরন্তর মানবের মনে অনেক সৎপ্রবৃত্তিকে প্রবল করিতেছে। অদ্য শুনিলাম সুরাপায়ীদিগকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এক জন মহিলা দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন; কল্য শুনিলাম অন্ধ আতুরদিগের জন্য একটী আশ্রয়বাটিকা নির্ম্মিত হইল; পরশু শুনিলাম দুরাচারিণী কুলটাদিগকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, এই সকল সংবাদেও মানবের চিত্তে কত প্রকার সাধুভাবের উদয় করে। সহরে আমরা এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। তৃতীয়তঃ আমরা সহরে সর্ব্বদাই অনেক সমভাবাপন্ন লোক পাই। মফস্বলে এক জন ব্রাহ্মের নিজের মনের অনুরূপ লোক পাওয়া কত কঠিন! এবিষয়ে আমাদের কত সুবিধা! আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, সমভাবাপন্ন লোকের অপ্রতুল হয় না। সমভাবাপন্ন লোকের সহবাসে কত সময় আমাদের নিরাশ অন্তরে আশার সঞ্চার হয়, নিরুৎসাহ মনে উৎসাহ প্রবল হয়, আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। চতুর্থতঃ সহরে যাঁহারা বাস্তবিক ধর্ম্মসাধন করিতে ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের কত প্রকার সহায় বিদ্যমান। এখানে ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। মফস্বলের এক জন ব্রাহ্মের যদি এক খানি ভাল গ্রন্থ পড়িবার ইচ্ছা হয়, এবং সে খানি কিনিবার অর্থ সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিরুপায়। আহা তাঁহার কতই ক্লেশ হয়। কিন্তু সহরে অর্থ সামার্থ্যের অভাবে ধর্ম্ম-গ্রন্থের অভাব নাই। এত প্রকাশ্য পুস্তকালয়, এত বন্ধু বান্ধব পাওয়া যায় যাঁহাদের নিকট হইতে অনায়াসে পুস্তক সকল সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পঞ্চমতঃ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিশ্বাস ভক্তি ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক আচার্য্যগণ অধিকাংশ সময় সহরে থাকেন, সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতির ইচ্ছা বাস্তবিক যাঁহাদের মনে প্রবল তাঁহারা অল্প আয়াসেই ঐ সকল লোকের সহবাস ও উপদেশ লাভ করিতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ মফস্বলে এক জন ব্রাহ্ম ভ্রাতার উপর যত নির্যাতন হয় সহরে তাহা নাই। এখানে কেহ কাহাকেও দেখে না সুতরাং সকলেরই স্বাধীনতা থাকাতে লোকে অবাধে ধর্ম্ম চর্চ্চায় ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সপ্তমতঃ মফস্বলে যদি কোন ব্রাহ্মের অন্তরে একটী জনহিতকর কার্য্যের সংকল্পের উদয় হয় এবং সেটী কার্য্যে পরিণত করিতে যদি ইচ্ছা হয়; তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্যের অভাবে কত ক্লেশ পাইতে হয়। এক সঙ্গে খাটিবার দশ জন লোক যুটে না যদি লোক পাওয়া যায়, অর্থ সংগ্রহ করা ভার। কিন্তু এবিষয়ে সহরে আমাদের কত সুবিধা! কোন হিতকরকার্য্যের প্রস্তাব কর লোকও মিলিবে এবং চেষ্টা করিলে অর্থও মিলিবে।

আমাদের এত প্রকার সুবিধা দেখিয়াই মফস্বলের ব্রাহ্মগণ আমাদের নিকট এত আশা করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন কলিকাতার ব্রাহ্মেরা সৌভাগ্যবান তাঁহাদের কত সুযোগ! মফস্বলের যে সকল ব্রাহ্মের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা প্রবল, প্রায় তাঁহাদের সকলেই মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, "হায়! যদি একবার কলিকাতায় গিয়া পড়িয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে জীবনটা কত ভাল কাজে লাগিতে পারে!" আর তাঁহাদের আশা যে অযৌক্তিক তাহাও আমি বলিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের বিগত ২৪ বৎসরের ইতিবৃত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি, এই কালের মধ্যে ভারতবর্ষে যে ১৭০টী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশেরই মূল কলিকাতার ধর্ম্মভাব। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণই যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বহুতর চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল সমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এইরূপ দৃষ্ট হয়, যে কোন ব্রাহ্ম-যুবা এক সময় কলিকাতায় বাস করিতেন, তৎপরে কর্ম্মোপলক্ষে কোন দূর স্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে তাঁহার অন্তরে যে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, সেই অগ্নি হৃদয়ে প্রবল থাকাতেই তিনি নিজের কর্ম্ম স্থানে একটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপে কলিকাতা হইতে যে ধর্ম্মভাবের উৎস উৎসারিত হইয়াছে, তাহা হইতেই স্রোত সকল প্রবাহিত হইয়া ভারতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে ব্যাপিয়া ফেলিয়াছে। এখনও দেহে এবং উত্তমাঙ্গে যে সম্বন্ধ কলিকাতার সহিত মফস্বল সমাজ সকলের সেই সম্বন্ধ রহিয়াছে। মস্তককে উত্তমাঙ্গ বলি কারণ মস্তক মস্তিষ্ককে ধারণ করে এবং মস্তিষ্কই শারীরিক ক্রিয়া সকলের নিদান-ভূমি। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে সমুদায় শরীর দুর্ব্বল হয়। সেইরূপ আপনাদের কলিকাতা যদি ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে দুর্ব্বল থাকে। তাহা হইলে সমুদায় ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। আপনাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শক্তি ক্রমে হীন হইয়া পড়িবে। অতএব কলিকাতার উপাসকগণের ধর্ম্মভাবের অবস্থা কি তাহা আপনাদের বিশেষ চিন্তার সহিত আলোচনা করিতে হইবে।

কলিকাতা যদি ব্রাহ্মসমাজের নেতার পদরক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের কিরূপ হওয়া উচিত? তাঁহাদিগের সকল বিষয়ে মফস্বলের ব্রাহ্মদিগের আদর্শ ও পথ প্রদর্শক হইতে হইবে। তাহা না হইয়া যদি দেখিতে পাই, যে মফস্বলে গেলে অনেক স্থলে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা দেখিয়া চমৎকৃত ও আপ্যায়িত হই, কিন্তু সহরে আসিলে লোকের বিলাস-পরায়ণতা ও সংসারাসক্তি প্রবল দেখি; মফস্বলে অনেক ব্রাহ্মের স্বার্থ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

দেখিয়া কত শিক্ষা লাভ করি. সহরে আসিয়া অভক্তি ও শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া প্রাণ শুকাইয়া যায়। কলিকাতা যদি সকল বিষয়ে মফস্বল অপেক্ষা এইরূপ হীন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা একবার আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহার প্রথম ফল এই হইবে যে মফস্বলের ব্রাহ্মগণ আর ধর্ম্ম বিষয়ের সাহায্যের জন্য আপনাদের মুখের দিকে চাহিবেন না। ভক্তির জন্য প্রেমের জন্য বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহারা অন্যদিকে চাহিতে আরম্ভ করিবেন। আপনাদিগকে ধর্ম্মবন্ধুর পদ হইতে চ্যুত করিবেন। দ্বিতীয়তঃ আর তাঁহারা আপনাদের সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিবেন না; এবং লওয়া আবশ্যক মনে করিবেন না। তৃতীয়তঃ আর অর্থের দ্বারা আপনাদের কোন কার্য্যের সাহায্য করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইবে না; সুতরাং আপনাদের সমাজ আধ্যাত্মিক যোগ ও অর্থ সাহায্যের অভাবে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া অবসন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে কলিকাতার হীনবস্থা হইলে সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের অমঙ্গল। ইহা আপনারা ভাল করিয়া প্রতীতি করুন।

এক্ষণে দেখা যাউক বর্ত্তমান সময়ে কলিকার উপাসকদিগের অবস্থা কি? ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ কি হওয়া উচিত? চিন্তা করিলেই আপনারা অনুভব করিতে পারিবেন, যে ধর্ম্ম সমাজের অন্য কোন লক্ষণ থাকুক না থাকুক এই লক্ষণটা অত্যন্ত থাকা কর্ত্তব্য যে তাহারা ধর্ম্মকে চায়। অর্থাৎ তাহারা ধর্ম্মকে সার এবং তাহার তুলনায় আর সকল বিষয়কে অসার মনে করে। লোকে আর কিছু দেখিতে পাক না পাক অন্ততঃ এই টুকু ও যেন দেখিতে পায়, যে উক্ত সমাজের লোকগুলি প্রেম ও পবিত্রতার জন্য লালায়িত। ধর্ম্মে তাহাদের অনুরাগ এবং বিষয়ে বিরাগ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহারা ব্যস্ত এবং ব্যাকুল এবং সেই জন্য সর্ব্বদা সাধন ভজনে তাহারা মনোযোগী। মোসো রেনান নামক বিখ্যাত ফরাসি গ্রন্থকারের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি তাঁহার লিখিত গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন, যে যিশুর মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণের প্রতিদিনের জীবন দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা প্রত্যহই খ্রীষ্টের পুনরাগমন প্রত্যাশা করিতেছে। এরূপ কথিত আছে যে যীশু মৃত্যুর সময় শিষ্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন "তোমরা শোক করিওনা আমি আবার আসিব, তখন জগতে প্রলয় উপস্থিত হইবে এবং মানবের পাপ পুণ্যের বিচার হইবে।" তাঁহার শিষ্যগণের মনে তাঁহার পুনরাগমন প্রত্যাশা এমন প্রবল ছিল যে তাঁহারা সেই শেষ দিনের প্রত্যাশায় অকিঞ্চিৎকর পার্থিব ধন রত্ন সঞ্চয় করিতেন না। ধনীরা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন এবং উদার ভ্রাতৃভাবে সকলের ধন এক করিয়া সেই সাধারণ ধন ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকের অভাব পূরণ করিতেন, কেহ স্বতন্ত্র সম্পত্তি রাখিতেন না। এইরূপ দারিদ্র্যও ভ্রাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া তাঁহারা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট ভাবিয়া সেই আশায় কালহরণ করিতেন। কি জলন্ত জীবন্ত বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাবের দৃষ্টান্ত! যেখানে ধর্ম্মভাব জীবিত, সেইখানেই সাধনে মতি। সেইখানেই পরলোকের প্রতি অনুরাগ; সেইখানেই ইহলোকের প্রতি বিরাগ। সেইখানেই ধর্ম্ম সাধনের জন্য স্বার্থনাশ। কিন্তু এসম্বন্ধে কলিকাতার উপাসকদিগের অবস্থা কি? আমরা যে ধর্ম্মকে সার মনে করি, তাহার প্রমাণ কি আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনে পাওয়া যায়? আমাদের সাধন ভজনে মতি কই? আমাদিগকে দেখিলে কি লোকের মনে হয়, যে এই লোকগুলো ধর্ম্ম প্রেম ও ভক্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল? যদি একদিন ভাল উপাসনা না হয়, তাহা হইলে এই লোকগুলো সুখে আহার করিতে পারেনা, সমস্ত দিনটা ইহাদের মনের ক্লেশে যায়। যদি ইহাদের প্রাণ কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তির দ্বারা মলিন হয়, যদি ইহারা প্রেমময়ের প্রেম মুখ একদিন দেখিতে না পায়, ইহাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আমাদের অধিকাংশ লোকের কি সাধনে অনুরাগ দৃষ্ট হয়? কই তাহাত নয়। বরং এমন ব্রাহ্ম অনেককে জানি, যাঁহাদের সাংসারিক নিতান্ত অসচ্ছল নাই; সময়ও যথেষ্ট থাকে, যদি বলি, ভাই এস দশজনে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন একত্র হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় অবলম্বন করি; এস কয়েকজনে সাধন ভজন করি।" অমনি তাঁহারা বলেন সময় নাই কিন্তু জিজ্ঞাসা কর, আর একটী প্রাইভেট পড়ান কর্ম্ম লইবে? তাহাতে তোমার আয় আরও ২৫ টাকা বৃদ্ধি হইবে। অমনি তাঁহারা বলিবেন "দেওনা ভাই।" ইহাতে কি এই প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে প্রেম ভক্তি পাওয়া অপেক্ষা ধন সঞ্চয়ের প্রতি তাঁহাদের অধিক অনুরাগ? এমন ব্রাহ্ম অনেক আছেন যাঁহারা উপাসনাস্থলে যে সময় আসিবেন সে সময়টা অন্যত্র গল্প হাস্য কৌতুক করিয়া আপনাকে অধিক সুখী মনে করেন। ইহার উপর কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের বিলাস-পরায়ণতার দিকে একবার চাহিয়া দেখ। ইহাঁদের সুখাসক্তি কতদূর প্রবল, ধর্ম্মসাধনের জন্য যে শরীর মনকে একটু খাটাইতে হয়, শরীর মনকে সে ক্লেশ দিতে ইহাঁরা প্রস্তুত নন।

আমাদের স্বার্থনাশের ভাবই বা কি প্রবল! আমাদের প্রচার ফণ্ডের কি দুর্দ্দশা। একজন প্রচারককেও ভাল করিয়া আহার দেওয়া কঠিন। এতদিন কত লোক রহিয়াছেন যাঁহাদিগকে প্রচারক করিয়া লইলে ধর্ম্ম প্রচারের কত সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু অর্থ কোথা, সে অর্থ সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি কই? অধিক কি সমাজের বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব গুলি দুইজন সভ্য দেখিয়া ও খাতাপত্রের সহিত মিলাইয়া পাশ করিয়া দিলে সেগুলি মুদ্রিত হইতে পারে। সেজন্য কত লোককে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু সময়ের সে ক্ষতিটুকু করিতে বড় অধিক লোক প্রস্তুত নন।

পরস্পরের প্রতি কলিকাতার উপাসকদিগের ভ্রাতৃ-প্রেম কিরূপ তাহা যদি দেখিতে যাই, সেখানে ও আনন্দের অধিক কারণ নাই। আমরা অহঙ্কার করি আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করি; কিন্তু নিয়মতন্ত্র প্রণালীর

মূল লক্ষ্য যাহা তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর লক্ষ্য এই যে এক, যে কাজ করা কঠিন, দশ জনে সেই কাজ সহজে সম্পন্ন হইবে; একজনের বুদ্ধির দ্বারা কার্য্য না হইয়া দশজনের বুদ্ধির সাহায্যে কার্য্য চলিবে, কিন্তু আমরা যখন দশজনে কোন কার্য্য করিবার জন্য সমবেত হই, তখন কি প্রকারে কার্য্যটা সুসম্পন্ন করিব, সে দিকে দৃষ্টি না থাকিয়া সে কার্য্যে কোন দোষ আছে কিনা এবং সে দোষ কিরূপে সুচারুরূপে প্রদর্শন করিব সেই দৃষ্টিই অধিক থাকে। যাহাদিগের দোষ প্রদর্শন করা হয় তাঁহারা ও সরল চিত্তে দোষ স্বীকার না করিয়া এবং যাহাতে ভবিষ্যতে সে দোষ আর না ঘটে তাহার চেষ্টা না করিয়া, কিসে কোন প্রকারে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিয়া নিষ্কৃতি পাইবেন সেই চেষ্টা করিতে থাকেন। আমার বোধ হয় যেভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে স্থাপিত হয় সেই ভাবের মধ্যেই দোষ আছে। আমরা যেদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করি, সেই দিন জগতকে বলিলাম যে আমরা যাঁহাদিগকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র সমাজ করিতেছি; তাঁহাদের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী নাই। আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিব। "তাঁহাদের নিয়মতন্ত্র প্রণালী নাই" একথা যখন বলিয়াছিলাম তখন আমাদের মনের ভাব কি ছিল? নিয়মতন্ত্র প্রণালী নাই অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তিগত প্রভুত্বের দমন হয় না; সুতরাং যখন বলিলাম আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিব, তাহার অর্থ আমাদের মনে এই থাকিল যে আমরা আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে দমনে রাখিব। এই দমনের ভাব ও শাসনের ভাব আমাদের মধ্যে প্রবল রহিয়াছে। সেই জন্যই আমাদের লোকের গুণ দর্শন অপেক্ষা দোষ দর্শনের দিকে অধিক গতি। এবং মিলন অপেক্ষা মতভেদের দিকে অধিক গতি এই কেন্দ্রাপসারিণী গতির প্রকৃতি এই যে ইহা এক হৃদয়কে অপর হৃদয় হইতে দূরে লইয়া যায়। এই গতিকে নিয়মিত করিবার দুইটী মাত্র উপায় আছে। প্রথম যদি ব্রাহ্মসমাজ সকলের প্রাণের বস্তু হয় তাহা হইলে সহস্র মতভেদ সত্বেও সকল সব ভাই একত্র হস্তে হস্তে বাঁধিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, কিম্বা যদি পরস্পরের প্রতি প্রেম ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে ও এই কেন্দ্রাপসারিণী গতি পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। কিন্তু কলিকাতার উপাসকদিগের এই দুই বিষয়েই হীনতা দৃষ্ট হয়। এই কারণে তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক মিত্রতা জন্মিতে পারিতেছে না। সুতরাং অনেক সময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়া, অনেক অমূল্য সময় ও মানসিক শক্তি কেবল বিবাদেই পর্য্যবসিত হয়। যদি কেহ একটী কাপড়ের কল করে, কিন্তু ঐ কলের এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে শক্তি দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইবে তাহা চাকায় চাকায় ঘর্ষণেই ব্যয় হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই কাপড়ের কলের যে দশা আমাদের সমাজের ও অনেক সময় সেই দশা হয়। কাপড় প্রস্তুত হউক না হউক কেবল চাকায় চাকায় ঘর্ষণ হইয়া অগ্নি উদ্গিরণ হইতে থাকে।

অথচ নিয়মতন্ত্র প্রণালীর প্রধান সদগুণ যাহা তাহা দেখা যাইতেছে না। আমাদের মধ্যে যাহার যে কিছু শক্তি সাধ্য আছে তাহা পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের সেবায় সম্পূর্ণরূপে খাটিতেছে না। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এমন ৭। ৮ জন লোক আছে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে গ্রন্থকার বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা মনোযোগী হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপোযোগী কত গ্রন্থ প্রচারিত হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ব্রাহ্ম সমাজের সেবাতে লাগিতেছে না।

জন হিতকর অনুষ্ঠান সকল ধর্ম্ম তরুর ফুল ফল স্বরূপ। খ্রীষ্ট সমাজ এই ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। আমরা যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই সেদিন শিখিয়া ছিলাম যে ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা, এই উভয়ই তাঁহার উপাসনা; কিন্তু জনহিতকর কার্য্যের দিকে এখনও আমাদের দৃষ্টি সেরূপ পতিত হয় নাই। এরূপ ও অনুষ্ঠান সকল যেন আমাদের হৃদয় মনের ধাতুর সঙ্গে মিলেনা। যদি আমরা এজন্য কিছু আয়োজন করি তাহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১৪ ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতা সহরে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ, ইনি অবিবাহিত বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী থাকমনি রায়, ইনি বিধবা বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর; ইনিও জাতিতে কায়স্থ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিবাহে পৌরহিত্য কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ২রা আষাঢ় শুক্রবার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ব্রাহ্মছাত্রদিগের স্থাপিত প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে তিন দিন উপাসনাদি হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে এবং সন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেকগুলি বন্ধু উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। যেখানে বিদ্যামন্দির সেইখানেই এক একটী ধর্ম্মমন্দির থাকা কর্ত্তব্য। অতএব শিবপুরের প্রার্থনা সমাজটী স্থায়ী হউক এবং ইহার দ্বারা শিবপুরকলেজের ছাত্রগণের ধর্ম্মজীবন গঠনের সাহায্য হউক। আমরা অন্তরের সহিত পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি।

বিগত শনিবার ১০ ই আষাঢ় কাঁথীর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীনাথ দে মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে তাঁহার পত্নী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৫ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

১১ ই আষাঢ় রবিবার বরিসা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে এবং কলিকাতা হইতে অনেক গুলি ব্রাহ্মভ্রাতা উৎ-

সবে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহট্টের প্রচার কার্য্য সমাধা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শ্রীহট্ট অবস্থান কালে তিনি উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। শ্রুত হওয়া যায় যে তাঁহার গমনে শ্রীহট্ট জনসাধারণের মনে একটী প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আশা করি তাঁহার গমনের বিশেষ সুফল সত্বর দৃষ্ট হইবে। কলিকাতায় আগমনের পথে তিনি ঢাকাতে দুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উত্তর বাঙ্গালাকে তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র করিয়া সৈদপুরে অবস্থিতি করিবেন। এবং সেই স্থানকে মধ্যবিন্দু করিয়া অপর স্থান সকল পরিদর্শন করিবেন, এরূপ স্থির হইয়াছে। তদনুসারে তিনি সপরিবারে সৈয়দপুরে গমন করিয়াছেন। উত্তর বাঙ্গালার কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তীর্ণ তাহাতে তিনি একাকী কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিবেন না, এই জন্য এরূপ স্থির হইয়াছে, যে আমাদের ভাবী প্রচারক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিয়া তাঁহার কার্য্যের সাহায্য করিবেন।

আমাদের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা এক্ষণে বিশেষ অনুভব করা যাইতেছে। তদনুসারে উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা প্রতি সোমবার সভাধিবেশনের নিয়ম করিয়াছেন। ঐ সভাতে উপাসকমণ্ডলীর বাহিরের কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইবে, ইহার আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির বিষয়েও চিন্তা করা হইবে। কলিকাতার উপাসকদিগের বর্ত্তমান বিচ্ছিন্নভাব দূর না হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না।

১৮৭২ সালের ৩ আইন সংশোধন করা আবশ্যক হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। আমাদিগের মতামত প্রকাশ করিবার এই অবসর। উক্ত আইন সম্বন্ধে যাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তিনি আর কাল বিলম্ব করিবেন না।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গোপালপুর স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু গত ২রা আষাঢ় সস্ত্রীক প্রকাশ্য ভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ বাবু অতি পবিত্র চরিত্র একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় যখন গোপালপুর প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জীবন্ত ভাব পূর্ণ বক্তৃতা ও জীবনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠ বাবু এত শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। এক্ষণ ইঁহারা উভয়ে প্রচারক মহাশয়ের বাসায় অবস্থিতি করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে গত ৩রা আষাঢ় ফরিদপুর অন্তর্গত ভাঙ্গানামক স্থানে একটি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহার সত্য রাজ্য বিস্তারের সহায় হউন।

জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত শোকাবহ সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন।

একমাত্র সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের অভয় পদ লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইব; এই আশা করিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আমি জলপাইগুড়ী ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়াছিলাম। এখানে জালালউদ্দিন মিঞা নামে যে একটী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহার বাটীতে অতি কষ্টে আমি এক মাত্র স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া ছিলাম। আমি সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতাম যখন সস্ত্রীক ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দিতাম। গত সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় সস্ত্রীক ঈশ্বরের দ্বারে আসিয়াছি ইহাতেই আমার মন আর্দ্র হইয়া গেল, ধর্ম্ম সাধনের প্রধান সহায় আমার এমন স্ত্রী শ্রীমতী হরসুন্দরী ঘোষ গত কল্য ২১ এ জুন মধ্যাহ্ন কালে ওলাউঠা রোগে পরলোকে গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া আমিও আমার বন্ধু জালাল মিঞা যথাসাধ্য ঈশ্বরের নাম শুনাইয়াছি। এবং তাঁহার পরলোক গত আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। আমার বিশ্বাস যে আমার স্ত্রীর জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহার আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পবিত্র শান্তি দিবেন। আমি গরিব, প্রত্যেক ব্রাহ্ম বন্ধুর নিকট পত্র লিখিতে না পারিয়া আপনার পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে এই পত্র লিখিলাম।

আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি জগদীশ্বর তাঁহার শরণাগত সন্তানের অন্তরে সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

প্রেরিত।

মহাশয়!

আপনকার ১লা আষাঢ়ের পত্রিকায় "হিন্দু বিধবা" শীর্ষক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। আপনি বলিয়াছেন "ব্রাহ্ম সমাজ ধর্ম্মসমাজ," কেবল সমাজ সংস্কার ইহার লক্ষ্য নহে। ধর্ম্মার্থে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য যাঁহারা ইহার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, কিন্তু অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, এরূপ লোক লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের লাভ নাই। সুতরাং এই শ্রেণীর বিধবাদিগকে লইয়া দল পুষ্টি করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের ব্যগ্র না হওয়াই ভাল। ইত্যাদি-ইত্যাদি।"

কেবল সমাজ সংস্কার ব্রাহ্ম-সমাজের লক্ষ্য না হইতে পারে কিন্তু তাহা লক্ষ্যের বহির্ভূত নহে। অথবা ধর্ম্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারে যে কি নিগূঢ় পার্থক্য আছে, তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি না। সমাজের যে সকল নীতি পাপের প্রসূতি, ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধন পথের বিষম অন্তরায়, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাপন করিতে হইলে সেই সকল

দুর্নীতিরই সংস্কার বা মূলোচ্ছেদন প্রয়োজন হয়। অতএব উহা ধর্ম্ম-সংস্কারক সমাজের কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হওয়াই অধিক সঙ্গত।

যে সকল হিন্দু বিধবা বিবাহার্থিনী হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে আগমন করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ও মুক্তি চাহেন না, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিবাহ কি ধর্ম্ম ও মুক্তির বিরোধী। বিধবাগণ যে আপনাদিগকে যদৃচ্ছাক্রমে পাপস্রোতে না ভাসাইয়া বিবাহ সূত্রে আত্ম-রক্ষা করিতে ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন, ইহা কি তাহাদের লক্ষ্যের নীচতার পরিচায়ক? না। তাহারা যে ধর্ম্ম ও মুক্তি চাহেন ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থল? যাহাদের কুপথে পদার্পণ করিবার পথ প্রশস্ত তাহারা যে স্বেচ্ছাক্রমে সেই প্রলোভনের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী ধর্ম্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসেন, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ধর্ম্মভীতিরই পরিচায়ক। তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে, প্রধানতঃ বিবাহের ভাবে চালিত হইয়া আসিতে পারেন এবং তাঁহারা রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্মে, শিক্ষিত ও দীক্ষিত নন, এ কথা অনেকাংশে সত্য। হিন্দু সমাজ রূপ ভীষণ কারাগারে শৃঙ্খলিত থাকিয়া—পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া, তাঁহাদের মানসিক উচ্চভাব সকল বিকসিত হইবে, তাঁহারা রীতিমত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইবেন, এবং ধর্ম্মার্থে ব্যাকুল হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবেন; এরূপ কল্পনা করাও বিড়ম্বনা। তবে ধর্ম্ম বিশ্বাস কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত না হইলে যে, শুদ্ধ বিবাহের জন্য তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজে, আপনাদের জাতিপাত করিতে আসেন, এরূপ কথাও স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বীকার করিলে ধর্ম্ম প্রবণ নারী হৃদয়ের অবমাননা করা হয়। সে যাহা হউক, এই ক্রটীতে "তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের কোন লাভ নাই" এরূপ নিষ্ঠুর ও অবজ্ঞা সূচক বাক্য প্রয়োগ করা আমার নিকট নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া যদি বিধবাগণ ধর্ম্ম ও পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল না হন, তবে সে দোষ ব্রাহ্মসমাজের, তাহাদের নহে।

হিন্দু বিধবাদিগের জন্য আপনার প্রস্তাবিত রূপ একটী আশ্রয়-বাটীকা প্রস্তুত হওয়ার আবশ্যকতা, আমরাও অনেক দিন যাবত অনুভব করিয়া আসিতেছি। অর্থাভাবকে আমরা, একার্য্যের কিছুমাত্র অন্তরায় মনে করিনা। যদি অন্ততঃ এক ব্যক্তিও এ কার্য্যের জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে, অনায়াসেই ইহার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। এক্ষণে কথা এই যে, হতভাগিনী হিন্দু বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আপনার জীবন মন পণ করিতে অগ্রসর হইবে কে? যদি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ এ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত না হন, তবে হিন্দু সমাজ সংস্পৃষ্ট কোন ব্যক্তি দ্বারা যে, এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এ অবস্থায় দুর্ভাগিনী হিন্দু বিধবাগণ আর কাহার মুখ পানে তাকাইবে?

মাতঃ ভারত ভূমি! তুমি দ্বিধা হইয়া, তোমার এই সাশ্রুনয়না বিধবা কন্যাদিগকে হৃদয়ে স্থান দান কর। নতুবা ইহাদের আর গত্যন্তর নাই!!

বশম্বদ

বরাহনগর শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মহাশয়!

আমার বিগত ২৪এ জ্যৈষ্ঠের পত্র আপনার ১লা আষাঢ়ের পত্রিকায় প্রকাশ না করাতে আমি বিন্দু মাত্রও দুঃখিত হই নাই। ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাসীর বিবাহকে আমার উপরোক্ত পত্র প্রাপ্ত হওয়ায় পর ও অর্থাৎ উক্ত বিবাহটিতে যে যে ক্রটী হইয়াছে তাহা অবগত হইয়াও যে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং আমার আপত্তি সকল "বোধ হয় মধ্যে" ঢাকিয়া রাখিয়া আপনার নিজের মন গড়া কতক গুলি কথার দ্বারা ঐ বিবাহটীকে বিশদ রূপে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। প্রসন্ন বাবু আমার এক জন বন্ধু ও হিতৈষী ব্যক্তি। তাঁহার বিবাহে অকারণে বাধা দেওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল না এবং এখনও নাই। যে সকল ভ্রাতাগণ ঐ বিবাহে যোগ দিয়াছেন এবং যাঁহারা ঐ বিবাহের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের অধিকাংশের সহিত বিবাহ রেজেষ্টরী না হওয়ার এবং গোপনে গোপনে চেষ্টা করিয়া ৩।৬ ঘণ্টার মধ্যে সকলকে সংবাদ দিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধান করার বিষয়ে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা উপরোক্ত দুইটী বিষয়ের একই কারণ দর্শান। সেই কারণটী এই;—পাত্রীর পক্ষের পাত্রীর খুড়া, পিতামহী প্রভৃতি এই বিবাহের সংবাদ জানিতে পারিলে বিবাহে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিবেন। কেবল মাত্র এই কারণটীর জন্য তাড়াতাড়ি বিবাহ হওয়া আমি যুক্তি যুক্ত মনে করি না। কারণ কলিকাতায়, বরিশালে অথবা কৃষ্ণনগরে গিয়া যথা রীতি বিবাহ দিলেই চলিত। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিবাহের পর এই বিবাহ রেজেষ্টরী করিবার জন্য এই বলিয়া রেজিষ্টারকে নোটিস দেওয়া হইয়াছে যে, "আইনের চক্ষে আমরা অবিবাহিত।" যাঁহারা নিজেই গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠের বিবাহকে পূর্ণ বিবাহ বলিতেছেন না, সেই বিবাহকে আপনি অনায়াসে আপনার পত্রিকায় ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া প্রচার করিলেন!

কোনও বিবাহ যে অতি অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নহে তাহা কয়েকটী বিবাহে ভালরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কেবল মাত্র উপাসনা করিয়া বিবাহ হইলেও ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায় না; কারণ বিবাহটী রেজেষ্টরী না হইলে বহু বিবাহ নিবারণ হয় না। বহু বিবাহ ব্রাহ্মসমাজ কখনও অনুমোদন করেন না। এই সকল কারণে উপরোক্ত বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আশাকরি এই বিবাহের বিরো

স্ত্রীও স্বপক্ষীয় উভয়ের নিকট হইতে এই বিবাহ ঘটিত সমুদায় বিষয় অবগত হইয়া যদি আপনার কোন ভ্রম হইয়া থাকে এরূপ বুঝিতে পারেন, তবে তাহা অবশ্য সংশোধন করিবেন। যদি আমার এই পত্র খানা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করার কোন বাধা মনে না করেন, তবে প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঢাকা।

ভ্রম সংশোধন।

গতবারের তত্ত্ব-কৌমুদীতে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দীরের চাঁদা দাতাগণের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাবু বানেশ্বর সিংহ ভাস্তাড়া ৫০৲ টাকা লিখা হইয়াছে। এস্থলে বাবু রাসেশ্বর সিংহ ভাস্তারা ৫০৲ টাকা হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণার্থ দান প্রাপ্তি।

জের		২৩১৪৯॥ ৵৪
বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল	মল্লিকষ্ট্রীট	২০৲
,, আশুতোষ বসু	সৈদপুর	২০৲
,, যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভাস্তারা	১০০৲
,, হীরালাল দে	লক্ষৌ	১০০৲
,, বিপিনবিহারী বসু	এলাহাবাদ	৫৲
,, কালীমোহন ঘোষ	ডেরাধুন	১৫৲
,, কেদারনাথ রায় মুনসেফ	বাঁকীপুর	৩০৲
,, কেদারনাথ চৌধুরী	সিমলা	২০৲
,, হারানচন্দ্র বসু	,	৫৲
,, দুর্গামোহন দাস	কলিকাতা	২০০০৲
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস	ঢাকা	৫০৲
,, কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঢাকা	১৫৲
,, তারকচন্দ্র সেন	ঢাকা	৫০৲
,, পার্ব্বতীচরণ রায়	,,	২০৲
,, রাজা কুমুদনারায়ণ ভূপ	বিজনী	৫০০৲
,, আনন্দমোহন দাস	ঢাকা	২৫৲
,, তারাকিশোর চৌধুরী	কলিকাতা	৩৲
বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ	৫৲
,, তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী	তেজপুর	৫৲
,, গুরুপ্রসাদ সেন	বাঁকীপুর	১৫৲
,, বিপীনচন্দ্র দত্ত	মেদিনীপুর	২০০
,, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১০৲
,, গোবিন্দলাল রায় জমীদার	রঙ্গপুর	২০০৲
,, আনন্দমোহন দত্ত	বরিশাল	১৲
		২৬৫৬৩॥৵৪

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যদিগকে বার বার পত্র লিখিয়াও প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহাতে বোধ হয় তাঁহাদিগের ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদিগের পরিবর্ত্তিত ঠিকানা লিখিয়া পাঠান এবং তৎসঙ্গে স্বীয় স্বীয় দেয় দাতব্য প্রেরণ করেন। এই বিনীত প্রার্থনা। সমাজের নিয়মানুসারে দুই বৎসরের অধিক কাহারও দাতব্য বাকী থাকিতে পারে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ১৮৮৩। ১৪ই জুন

নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ২৪ এ আষাঢ় ৭ই জুলাই অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ৪৫ নং বেনেটোলা লেনস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ২য় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।
২য়। অডিটার নিয়োগ।
৩য়। সভ্য মনোনয়ন।
৪র্থ। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ১লা আষাঢ়, ১২৯০।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

২১০।৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ২১শে আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ৭ম সংখ্যা।	১লা শ্রাবণ সোমবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ।০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! আমাদের পরিত্রাণ যদি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে আমরা এত দিনে জীবন্মুক্তদিগের মধ্যে গণ্য হইতে পারিতাম। তুমি কৃপা করিয়া এক একবার যখন আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত কর, আমরা তখন ইচ্ছা করি, যে এক দিনের মধ্যেই প্রেম ভক্তি লাভ করি, চরিত্রের দুর্বলতা হইতে নিস্কৃতি পাই, পুণ্য পবিত্রতা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করি। সেই ইচ্ছার অনুরূপ যদি, কার্য্য হইত, এত দিনে আমরা বাস্তবিক প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতার উচ্চ শ্রেণী অধিকার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইবে কেন? যাহার জীবনের গতি অধোদিকে, যে বহু দিন পাপের সেবা করিয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকলকে ম্লান করিয়াছে, যাহার বিবেক অতি মলিন হইয়া আছে, সে কি এক দিনের ইচ্ছাতে স্বর্গে গমন করিতে পারে? প্রেম ভক্তি পবিত্রতা প্রভৃতি তোমার সহিত সহবাসের ফল। তোমার শক্তি ও কৃপার আবির্ভাব ভিন্ন মানব হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হয় না। দীন বন্ধু! তাই তোমার নিকট একান্ত অন্তরে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগকে তোমার কৃপার আশ্রয় প্রদান কর।

অভিমানী ব্রাহ্ম নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম আছেন। ইঁহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বন্ধু-দিগের নিকট অনেক প্রকার আশা করিতেছেন এবং সর্ব্বদাই নিরাশ হইয়া সেই বন্ধুদিগের উপর অভিমান করিতেছেন। "আমার কথা অমুক ব্যক্তিরা শুনিল না; আমার পীড়ার সময় দশ জন আসিল না; এত দীর্ঘ কাল আমার সংবাদ কেহ লইল না।" এই বলিয়া তাঁহারা নিরন্তরই ধর্ম্ম-বন্ধুদিগের প্রতি অভিযোগ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আর তোমাদের সঙ্গে থাকিব না, বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের ভাব ও আচরণ দেখিলে বোধ হয়, যে, তাঁহারা যেন মনে মনে ভাবিয়া থাকেন, যে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে কৃতজ্ঞতা-সে অনুগ্রহটুকু করিতে প্রস্তুত নন। এরূপ ভাব প্রশংসনীয় নহে। যদিও আমরা একদিকে বলি, যে যে ধর্ম্ম সমাজে বাস করিয়া মানুষ ভ্রাতৃভাবের আশ্রয় পায় না, বিপদের সময় সাহায্য পায় না, প্রলোভনে পড়িলে আধ্যাত্মিক উপদেশ পায় না, তাহা ধর্ম্মসমাজ নামের যোগ্য নহে। এবং ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, যে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আশানুরূপ ভ্রাতৃভাব ও সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু তথাপি এরূপ অভিমানের ভাবকে নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রকৃত ধর্ম্ম ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া, যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কে দেখিল, কে না দেখিল, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই; বরং তাঁহাদের দৃষ্টি বিপরীত দিকে, "আমি ধর্ম্ম বন্ধুদিগের সাহায্য করিতে পারিলাম না," "আমি অন্যের বিপদের সময় দেখিলাম না; আমি পাপ প্রলোভনের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম বন্ধুর কার্য্য করিতে পারিলাম না;" এই বলিয়া খেদ করিতে করিতেই তাঁহারা ম্লান হইতেছেন। নিজেদের ত্রুটী এত দেখিতেছেন যে অন্যের ত্রুটী দেখিবার সময় হয় না। কিন্তু অভিমানী ব্রাহ্ম নিজে অপরকে দিবার সময় অগ্রসর নন, কিন্তু অপরের নিকট পাইতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক। ইহা একটী কৌতুকাবহ ব্যাপার।

সামাজিক সাধক ও ভাগবত সাধক—সাধক দুই প্রকার. সে কি রূপ? সামাজিক সাধক যিনি জন সমাজই তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের নেতা, অর্থাৎ সমাজ মধ্যে যখন ভক্তির স্রোত বহিতে থাকে, তখন তাঁহারা ভক্ত, যখন বৈরাগ্যের বাতাস উঠে, তখন তাঁহারা বৈরাগী, যখন কর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি হয় তখন তাঁহারা কর্ম্মী। আবার সমাজে যদি শুষ্কতা উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা শুষ্ক। সমাজ স্রোতের উপরে যখন যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তখন সেই তরঙ্গের সঙ্গে তাঁহাদের ও উর্দ্ধে বা অধোতে গতি দৃষ্ট হইতেছে। দলাদলি উপস্থিত হউক, এই শ্রেণীর সাধকগণ হৃদয়ের হিংসা বিদ্বেষকে ধর্ম্মভাব জ্ঞানে অবাধে হৃদয়ে রাজত্ব করিতে দিবেন;

দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাদের বিবেক সামাজিক বিবেক; অর্থাৎ দশ জনে যে কার্য্যকে নিন্দা করিতেছে না, তাহা করিয়া ইহাদের অনুতাপের উদয় হইতেছে না, দশ জনে যেই নিন্দা আরম্ভ করিল অমনি অনুতাপের সীমা পরিসীমা রহিল না। কোন অসৎ কার্য্য করিবার সময় ইহারা এরূপ ভাবেন না, যে ঈশ্বরের সহবাসের অনুপযুক্ত হইলেন, কিন্তু এই ভাবেন যে যদি লোকে জানে, তাহা হইলে তাঁহারা লোকের নিকট অশ্রদ্ধা ভাজন হইবেন। তাঁহাদের সাধন সামাজিক সাধন; অর্থাৎ বাস্তবিক ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতেছি কি না, হৃদয় মনের ব্যাধি সকলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি কিনা, প্রেম ও পবিত্রতা লাভে সমর্থ হইতেছি কি না, এ সকল দিকে দৃষ্টি না দিয়া, দশ জনে যে সকল কার্য্যকে ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে, সেই সকল কার্য্যেই তাঁহারা রত থাকেন; এবং সেই সকল কার্য্য করিয়াই আপনাদিগকে ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান বলিয়া মনে করেন। ভাগবত সাধকদিগের ভাব আর এক প্রকার। তাঁহাদের সকল ভাব ও সকল কার্য্য ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন দশ জনে আনন্দ করিতেছেন, তখন তাঁহারা হয়ত ম্লান হইতেছেন, যখন দশ জনে নিরাশ হইতেছেন তখন আবার তাঁহারা আশাতে পূর্ণ হইতেছেন। তাঁহাদের ভক্তি প্রেম প্রভৃতি সামাজিক তরঙ্গের উপর নির্ভর করে না। তাঁহাদের বিবেক ভাগবত বিবেক অর্থাৎ লোকে অশ্রদ্ধা করিল কি শ্রদ্ধা করিল, সে জন্য তাঁহারা ব্যস্ত নহেন, কিন্তু পরমেশ্বরের সহবাসের অনুপযুক্ত হইলেন, এই তাঁহাদের পরম দুঃখ। সকল ধর্ম্ম সমাজেই এই ভাগবত সাধকের সংখ্যা অল্প।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুরুষদিগের মধ্যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, রমণীদিগের মধ্যে সে প্রকার কার্য্য করিতে পারিয়াছেন কিনা? যদি না করিয়া থাকেন তাহার কারণ কি? এরূপ কথা প্রায় শ্রুত হওয়া যায় যে, পুরুষদিগের অধিকাংশই ধর্ম্ম ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেককে সে জন্য সমাজের অত্যাচার ও আত্মীয় স্বজনের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। অনেকে নিজ জীবনে স্বার্থনাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে এরূপ ধর্ম্ম নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত কই? তাঁহাদের অনেকে কেবল পতির অনুরোধেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। এরূপ অনেক ব্রাহ্মিকা আছেন, যাঁহারা দশ বিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বাস করিতেছেন, অথচ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্য গুলির জ্ঞানও পরিষ্কার নাই। ধর্ম্মভাবের গাঢ়তা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং স্বার্থনাশের প্রবৃত্তিও অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মিকাদিগের নামে এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণভাবে সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না, তাঁহাদের অনেকে যে পতি বা অপরাপর আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া যে তাঁহারা কোন প্রকারে উপকৃত হন নাই, জীবনে যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের যে আশানুরূপ ধর্ম্ম ভাবের উন্নতি হয় নাই, তাহাও সত্য; এবং সে দোষ তাঁহাদের নয়। পুরুষেরা নিত্য কত উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন কত সভাতে গতায়াত করিতেছেন, কত উৎসবে যোগ দিতেছেন, কত সঙ্গত সভার আলোচনাতে উপস্থিত থাকিতেছেন, পথে ঘাটে পরস্পরের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কত আলোচনা করিতেছেন, কত নূতন নূতন স্বদেশী বিদেশী ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তুলনায় নারীদিগের জন্য ইহার কি আছে? তাঁহাদের অনেকেই সুশিক্ষার অমূল্য সাহায্য বিহীন, অন্তঃপুরে বদ্ধ এবং ধর্ম্মচর্চ্চার সকল প্রকার সদুপায় হইতে বঞ্চিত। তাঁহারা কিরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন? ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য অদ্যাবধি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে। এসম্বন্ধে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে এবং আমরা এখনও তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না।

বিবাহ ভিন্ন নারীর জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই, জন সমাজের এই সংস্কার ভারতীয় কুল-ললনাদিগের দুর্গতির প্রধান প্রমাণ স্বরূপ। এই ভাব হৃদয়ে থাকাতেই যে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি হিন্দু বিধবাদিগের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন, বিবাহের কথাটাই তাঁহার অগ্রে মনে হয়। যেন বিবাহ ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। সকল বিধবাকে যে বিবাহ করিতেই হইবে ইহা কোথাকার কথা? মৃত পতির পবিত্র দাম্পত্য প্রেমকে স্মরণ করিয়া, কোন বিধবা যদি অন্তরে সেই প্রেমকে পূজা করেন, যদি তিনি সেই স্বর্গীয় ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, যদি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল আত্মার উন্নতি ও জগতের কল্যাণ সাধনে নিয়োগ করেন, তাহা কি পুনঃ পরিণীত হওয়া অপেক্ষা শত গুণে মহৎ ও পবিত্র ভাব নয়? এমন কেন করিয়া দেও না যদ্দ্বারা হিন্দু বিধবাগণ জন সমাজের উপকার সাধন করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে পারিবেন। যিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তিনি বিবাহিত হউন, কিন্তু যিনি সে পথ ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন, তিনি যে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী তাহাতে কি সন্দেহ আছে! বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু বিধবারা নানা কারণে পুনঃ-পরিণীতা হইতে ইচ্ছা করেন। প্রথম পরাধীনতা, দ্বিতীয়তঃ অতি কঠোর সামাজিক নিয়ম, তৃতীয়তঃ সংসারে আপনার বলিবার স্থান না থাকা। যদি ধর্ম্ম পথে থাকিয়া এই সকল ক্লেশ দূর হয় তাহা হইলে অনেক বিধবা স্বতঃই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যে আশ্রয়-বাটিকার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা করিতে পারিলে অনেক ধর্ম্ম-শীলা বিধবার জীবনকে সার্থক করিবার পথ উন্মুক্ত করা হইবে। এতদর্থে দেশে কি একটী সভা স্থাপিত হইতে পারে না? হিন্দু বিধবাদিগের প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা কি এতই

অন্ন হইয়াছে? এ দেশের লোক কি এতই হৃদয় বিহীন হইয়াছেন?

আমরা একবার একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। সে গল্পটী এই, একবার ইংলণ্ডে বহু দিন অনাবৃষ্টি হয়। সেই অনাবৃষ্টি কালে স্থির হয় যে এক দিন অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা করা হইবে। উক্ত দিবসে বহু সংখ্যক লোক ভজনালয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া উপাসনা কালের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে সকলে দেখিতে পাইল, যে একটী ৭।৮ বৎসরের বালক কক্ষতলে একটী ছাতা লইয়া অতি গম্ভীর ভাবে আসিতেছে। ঘোর অনাবৃষ্টির দিন তাহাকে ছাতা লইয়া আসিতে দেখিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে যখন ভজনালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইল তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "ছাতা কেন?" বালকটী অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল "আমরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিব, পরমেশ্বর বৃষ্টি প্রেরণ করিবেন, তখন ঘরে যাইব কি প্রকারে?" ক্রমে উপাসনা আরম্ভ হইল এবং প্রার্থনা শেষ না হইতে হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির জন্য সকলকেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল, কেবল বালকটী ছাতাটী খুলিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল। এ গল্পটী সত্য কি না জানি না, এবং কোন প্রকার ভৌতিক বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হয় কিনা সে বিচার করা ও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বালকটীর সেই দিনকার ভাব ও অন্য সকলের ভাবে কত প্রভেদ তাহা প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বালকটী সে দিন প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল, এবং তাহাকে যাহারা বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারাও প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের ভাবে কত প্রভেদ! বালকটী স্থির বিশ্বাসের সহিত আসিয়াছিল, অপর সকলের অন্তরে এই ভাব ছিল যে সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না। তাহারা কেবল প্রথা বলিয়াই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের অনেক প্রার্থনাই এই ভাবে হয়। প্রার্থনা করিতে হয় বলিয়া আমরা অনেক প্রার্থনা করি এবং হয়ত মনে মনে জানি তাহা পূর্ণ হইবে না। প্রকৃত বিশ্বাসের সহিত যে প্রার্থনা হয় তাহাতেই জীবনকে পরিবর্তিত করে।

বিশ্বাস সাধন।*

ইতিপূর্ব্বে আমরা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই, ত্রিবিধ যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি; এই ত্রিবিধ যোগ ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে বন্ধনরজ্জু স্বরূপ; সংসার ও স্বর্গের মধ্যে সোপান-পরম্পরা স্বরূপ। ইহারা পরস্পর এমন নিকট-সম্পর্কিত যে ইহাদের একটীকে ছাড়িলে অন্যটীকে পাওয়া যায় না,: যাহার জ্ঞানযোগ সাধন হয় নাই, তিনি ভক্তি লাভে অক্ষম, তেমনি ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মযোগ অসম্ভব। অদ্য প্রথমটীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। জ্ঞান—ভক্তি ও কর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ; শিথিল-ভিত্তি গৃহের যেমন সর্ব্বদা আপদের আশঙ্কা, সুদৃঢ় জ্ঞান-ভিত্তি-শূন্য ভক্তি ও কর্ম্মের ও তেমনি আপদের আশঙ্কা। কখন্ ইহাদের পতন হইবে কিছুই স্থিরতা নাই; তজ্জন্য ধর্ম্ম সাধনের প্রারম্ভে প্রথমেই সর্ব্ব প্রযত্নে জ্ঞানযোগ সাধন আবশ্যক। জ্ঞানযোগের আবার তিনটী অবস্থা বা অঙ্গ, (১) ঈশ্বরে বিশ্বাস (২) উপাসনা কালীন তাঁহার সত্তা উপলব্ধি অর্থাৎ ধ্যান, (৩) কার্য্যগত জীবনে তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব। অপর যোগদ্বয়ের পক্ষে যেমন জ্ঞানযোগ ভিত্তিস্বরূপ, তেমনি জ্ঞানযোগের প্রথম সোপান যে বিশ্বাস, ইহা অপর সোপানদ্বয়ের ভিত্তিস্বরূপ। সুদৃঢ় বিশ্বাস সাধন না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের অপর উচ্চতর অবস্থাদ্বয় প্রাপ্তি অসম্ভব। এই সুদৃঢ় অটল বিশ্বাস কিরূপে লাভ করা যায়, তাহারই বিষয় সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা যাক। প্রথমে দেখা যাক্ প্রকৃত বিশ্বাস কি?—ইহার লক্ষণ কি কি? একটী উদাহরণ গ্রহণ করিলেই এই বিষয় পরিষ্কার হইবে। মানুষ যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করে তন্মধ্যে জড়-জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়; মানুষ কোন প্রকারেই এই বিশ্বাস অতিক্রম করিতে পারে না। কথিত আছে কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিক এই বিশ্বাস অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু এই কথা যথার্থ নহে, সাধারণ লোকে জড়ের যে অর্থ করে, তাঁহারা সেই অর্থ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এই মাত্র, জড়কে মানসিক অবস্থাবিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন এই মাত্র, জড়ের অস্তিত্বে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমার সম্মুখস্থিত এই পুস্তককে আমি নানা ভাবে বর্ণনা করিতে পারি, ইহা আমার আত্মা বহির্ভূত স্বতন্ত্র পদার্থ, অথবা বাহ্যশক্তি কিম্বা অজ্ঞানতা-সম্ভূত মানসিক অবস্থা মাত্র। এইরূপ যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারি, কিন্তু কোন প্রকারে ইহাকে আমার বিশ্বাস-ভূমির বহির্ভূত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কোন না কোন আকারে আমাকে ইহাতে বিশ্বাস করিতেই হইবে। জড়বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের এই যে অটল বিশ্বাস, ইহা হইতে প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণ চিনিয়া লওয়া যাক্। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে এই বিশ্বাসের মধ্যে এই দুটী লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দুটী মূলতঃ একই:—প্রথমতঃ ইহা আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ; আমাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক, বল পূর্ব্বক এই বিশ্বাস হৃদয়ে আনিতে হয় না, পোষণ করিতে হয় না, সাধন করিতে হয় না; আমার সম্মুখস্থিত পুস্তক আছে ইহা জানিতে পারিলে আমাকে যাহা কিছু ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে হইবে, তাহা কেবল এইমাত্র যে আমাকে চক্ষু মেলিয়া রাখিতে হইবে। চক্ষু উন্মিলিত রাখিলে আমি ইচ্ছা করি, আর নাই করি পুস্তকের অস্তিত্বে বিশ্বাস আমার মনে আসিবেই আসিবে, ইহাতে আমার ইচ্ছার কোন হস্ত নাই, ইহা বাহ্যিক কারণ-সম্ভূত, সম্পূর্ণরূপে আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, এই বিশ্বাস অনতিক্রমনীয়, অপরিহার্য্য। আমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার হৃদয় হইতে এই বিশ্বাস

---

* কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

উন্মূলিত করিতে পারি না। ইহার উৎপাদন যেমন আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, তেমনি ইহার বিনাশ ও আমার ইচ্ছার ক্ষমতাতীত। আমি যেমন ইহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আনয়ন করি নাই, তেমনি আমার ইচ্ছাবলদ্বারা, শত চেষ্টাদ্বারাও আমি ইহাকে দূর করিয়া দিতে পারি না। ইচ্ছা হইলে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পারি, ইহার বিষয় না ভাবিতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ ইহা আমার জ্ঞানের সম্মুখীন থাকে ততক্ষণ সহস্র চেষ্টা দ্বারাও ইহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব; এই বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, অপরিহার্য্য, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত। এখন প্রশ্ন এই, জড়-বস্তুর সম্বন্ধে এই যে আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ অনতিক্রমণীয় বিশ্বাস, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিশ্বাস কিরূপে লাভ করিব? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বের উল্লেখ করিব। কথিত আছে সুবিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক ডেকার্ট বিষয় মাত্রই অল্পাধিক সন্দেহ জড়িত, ইহা দেখিয়া প্রথমে সমস্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন এমন কোন বিষয় নাই, যাহার সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যক্তি সন্দেহ না করিয়াছে; দেখিলেন লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ করে, জগতের অস্তিত্বে সন্দেহ করে, নিজ-আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ করে; এই সমুদায় দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুতেই বিশ্বাস করিব না; যাহা কিছু সন্দেহ করিতে পারি, যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ সম্ভব তাহাতে বিশ্বাস করিব না; সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত যদি কিছু থাকে, যদি এমন কিছু থাকে যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ অসম্ভব, যাহার সম্বন্ধে বিশ্বাস অপরিহার্য্য অনতিক্রমণীয়, তবে কেবল তাহাতেই বিশ্বাস করিব। এই প্রতিজ্ঞা রূঢ় হইয়া তিনি দেখিলেন, তিনি জগতের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন, নিজ আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন; কিন্তু দেখিলেন সমুদায় বিষয়েই সন্দেহ করিতে পারিতেছেন। কিন্তু সন্দেহের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন না; দেখিলেন এই সন্দেহরূপ চিন্তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপ সন্দেহাতীত। কিন্তু চিন্তা বলিলেই চিন্তক বুঝায়, চিন্তার আধার আত্মাকে বুঝায়, সুতরাং চিন্তার অস্তিত্ব যেমন সন্দেহাতীত, তেমনি চিন্তার আধার আত্মার অস্তিত্ব ও সন্দেহাতীত। এতক্ষণে ডেকার্ট দাঁড়াইবার সুদৃঢ় স্থান পাইলেন, এবং এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তত্ত্বজ্ঞানরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ডেকার্ট দেখিলেন মনোমধ্যে একজন পূর্ণশক্তি, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা স্বরূপ পুরুষের ভাব নিহিত আছে; কিন্তু অস্তিত্ব-গুণ পূর্ণতার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, এই পূর্ণ প্রতিমা অস্তিত্ব-গুণ-বিবর্জ্জিত হইলে ইহা পূর্ণই নহে, অতএব বিশ্বাস করিতে হইবে এই পূর্ণ প্রতিমার প্রতিরূপ একজন পূর্ণ পুরুষ অবশ্যই বর্ত্তমান আছেন। এইরূপে ঈশ্বরাস্তিত্বের অকাট্য (অন্ততঃ তাঁহার নিকট) প্রমাণ পাইয়া ডেকার্ট জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি দেখিলেন জগতের অস্তিত্বে আমরা স্বভাবতঃই বিশ্বাস করিয়া থাকি, এই বিশ্বাস স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়, কিন্তু স্বতঃ উদিত হয় বলিয়াই ইহা সন্দেহাতীত নহে, ইহাতে সন্দেহ করা সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিশ্বাস ও সন্দেহাতীত হয়; কেন না তিনিই এই বিশ্বাসের উৎপাদক; তিনি যখন পূর্ণ সত্যের আকর তখন ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগৎ না থাকিলে তিনি এই বিশ্বাস আমাদের মনে কখনই প্রেরণ করিতেন না। এইরূপে ডেকার্টের হারাণ বিশ্বাস সমূহ তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিল; কেবল প্রত্যাগমন করিল তাহাই নহে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, চিরদিনের মতন সন্দেহাতীত হইল। এই হইতেই তাঁহার বিশ্বাস—জীবনের আরম্ভ হইল তাঁহার প্রণীত দর্শন শাস্ত্রের সূত্রপাত হইল। ডেকার্টের তর্ক প্রণালীতে দোষ থাকিতে পারে। থাকিলে উন্নতিশীল জ্ঞান তাহা অগ্রাহ্য করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যে পরম্পরাগত বিশ্বাস-নিরপেক্ষ, মানবীয় কর্ত্তৃত্ব-নিরপেক্ষ স্বাধীন-নির্ভিক চিন্তা এবং সূক্ষ্ম গভীর আত্মদর্শনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক দার্শনিকগণ অটলভাবে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথই আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানের পথ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিই আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি। আধুনিক তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাকেই পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করে।

এখন আমার বক্তব্য এই, ডেকার্ট প্রদর্শিত এই পথই আমার নিকট সুদৃঢ় বিশ্বাস লাভের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া বোধ হয়। উপাসকগণ! যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে চান তবে এই পথ অবলম্বন করুন। আপনাদের কথা বলিতে পারিনা, আমার নিজের কথা সরলভাবে বলিতে হইলে, বলিতে পারি আমি অনেক সময় সন্দেহের দংশনে দষ্ট হইয়াছি, আমার বিশ্বাস অনেক সময় সন্দেহ-কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু যতদিন প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা ইহাকে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা না করিয়াছি, যতদিন কেবল যেন তেন প্রকারেণ ইহাকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, ততদিন নির্ভয়, উদ্বেগ-শূন্য হৃদয়ের তৃপ্তিকর বিশ্বাসের মুখ দেখিতে পাই নাই। অতএব বলি ব্রাহ্ম, যদি তোমার বর্ত্তমান বিশ্বাসকে তৃপ্তিকর সন্দেহাতীত বিশ্বাস বলিয়া বোধ না হয়, ইহাকে পরিত্যাগ কর, এই বিশ্বাস তোমার বিশেষ কার্য্যকর হইবে না, এই বিশ্বাস লইয়া, তুমি নিজের কিম্বা অন্যের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না। ইহাকে পরিত্যাগ কর; পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া দেখ সেখানে এমন কোন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশ্বাসকণা আছে কিনা, যাহা তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য, অনতিক্রমণীয়, সন্দেহাতীত; যাহাতে সন্দেহ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব, যাহা বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় আসিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে হৃদয়কে অধিকার করে। যদি থাকে, প্রাণের সহিত ইহাকে অবলম্বন কর; এমন খাটি জিনিষ আর নাই; শত শত সন্দেহবাদী গ্রন্থ ও ইহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। যদি এরূপ কিছু না

পাও তবে ভাবিয়া দেখ এমন কোন যুক্তি তোমার আছে কিনা, যাহা তোমার নিকট ঈশ্বরাস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়, যদি থাকে, ইহাও বড় কম মূল্যবান বস্তু নহে; পরীক্ষায় অক্ষত থাকিলে ইহার উপর ও ভক্তি প্রেম-পূর্ণ ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়াছে। যদি এ দুয়ের কিছুই খুঁজিয়া না পাও, তবে তোমা অপেক্ষা যাহা-দিগকে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া মনে কর, যাঁহারা বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমী পাইয়াছেন বলিয়া আশা হয়, তাঁহাদের নিকট যাও; নিজের কল্পনার উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইওনা। তাঁহাদিগের নিকট যাও, দেখিবে তুমি যেখানে কিছু খুঁজিয়া পাও নাই; তাঁহারা সেখানেই অমূল্যরত্ন দেখাইয়া দিবেন। তোমার হৃদয়স্থিত অদৃষ্ট জ্ঞান স্ফুলিঙ্গকে জীবন পথের আলোকপ্রদ দীপরূপে পরিণত করিবেন।

যাঁহারা জগতে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক বলিয়া বিশেষ পরিচিত তাঁহাদের অনেককেই, হয়তঃ সকলকেই এক সময়ে এই ক্ষণিক অন্ধকারাবৃত পথ দিয়া বিশ্বাসের আলোকে যাইতে হইয়াছে। আমাদের হৃদয় নিহিত স্বাভাবিক বিশ্বাসগুলির সঙ্গে পর-ম্পরাগত সংস্কার এত বহুলরূপে মিশ্রিত যে চিন্তাশক্তি প্রস্ফুটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে অনেকগুলি স্বাভাবিক বিশ্বাসকেও পরম্পরাগত সংস্কার মাত্র বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় ইহারাও সন্দেহাচ্ছন্ন হয়; পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলেই স্বাভাবিক বিশ্বাস বীজসমূহ আবর্জনা-মুক্ত হইয়া, সন্দেহরূপ কুয়াশার অতীত হইয়া, জীবনে সুফল প্রসব করিতে থাকে। এই সাধন প্রণালী অতীব কঠিন, অতীব কষ্টকর, কিন্তু ইহার ফল পরি-ণামে সুখময়, মধুময়।

ক্রীতদাস।

আমাদের দেশে কিছুকাল পূর্ব্বে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের গৃহে ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ছিল। এই দাসদিগকে ক্রয় করিয়া আজীবন প্রভুর গৃহেই রাখা হইত। যৌবন প্রাপ্ত হইলে প্রভু আবার একটী বালিকা ক্রয় করিয়া বিবাহ দিতেন, সেও ক্রীতদাসী হইয়া প্রভুর গৃহে বাস করিত। তাহাদের যে সকল সন্তান সন্ততি হইত তাহারাও প্রভুর গৃহে পিতা মাতার সহিত বাস করিত। তাহারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইত তখনও তাহারা সে দাসত্ব পাশ হইতে মুক্ত হইত না। স্বীয় স্বীয় জনক জননীর ন্যায় সকল বিষয়ে প্রভুর অনুগ্রহ ও স্নেহের উপর নির্ভর করিত। তাহারা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে প্রভু তাহাদিগকেও বিধিপূর্ব্বক পরিণীত করিতেন। এইরূপে বংশ পরম্পরাক্রমে তাহাদের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রভুর উপর থাকিত।

ক্রীতদাসদিগের প্রতি দেশ বিদেশে যেরূপ অত্যাচারের কথা শুনা গিয়াছে; এদেশে সকল স্থলে যে সেরূপ ঘটনা হইত তাহা নহে। এদেশীয় প্রভুরা অধিকাংশস্থলে দাসদিগকে ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহাদিগের ক্রোড়ে গৃহের শিশুগণ প্রতিপালিত হইত; কোন শিশুর সংকট পীড়া উপস্থিত হইলে জনক জননীর ন্যায় তাহাদিগেরও নেত্রে অশ্রুধারা বহিত; অনেক সময় এই দাসগণ গৃহের বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক যুবতীদিগকে অসংকোচে শাসন ও তিরস্কার করিত এবং সমুদায় গার্হস্থ্য বিষয়ে সদুপদেশ ও পরামর্শ দিত। পরিবারের বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুই ইহাদের অগোচর থাকিত না। গৃহের গুপ্ত ধন সকল ই হা-দেরই তত্ত্বাবধানে থাকিত। ইহারা গৃহের ক্রিয়া কলাপের সময় ভাণ্ডার রক্ষা করিত, এবং সমুদায় মূল্যবান পদার্থ নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিত।

যে প্রথাতে মনুষ্যকে অমূল্য স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত করে, তাহা অতি জঘন্য এবং যত শীঘ্র সেরূপ প্রথা অন্তর্হিত হয় ততই জগতের কল্যাণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রভু ও দাসের সম্বন্ধের মধ্যে যে সুন্দর ভাব নিহিত ছিল তাহা আমাদের বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আমরা ইহার মধ্যে কয়েকটী অতি সুন্দর ও পবিত্র ভাব দেখিতে পাইতেছি।

প্রথমতঃ দাসের কিরূপ নির্ভরের ভাব। প্রভু আমার ও আমার সন্তান সন্ততির কল্যাণার্থ যাহাকিছু কর্ত্তব্য করিবেন এই বিশ্বাসের উপরেই দাসের জীবন। এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই সে সুখী ও সানন্দ চিত্ত।

দ্বিতীয়তঃ দাস প্রভুর সহিত কিরূপ একীভূত। তাহার যেন স্বতন্ত্র সত্তাই নাই, তাহার দেহ মনের সকল শক্তি প্রভুর কার্য্যেই লাগিবে; সে যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহা প্রভুর; তাহার এমন কিছু নাই যাহার উপর প্রভুর কর্ত্তৃত্ব নাই। কি চমৎকার একীভূত ভাব।

তৃতীয়তঃ দাসের কি আশ্চর্য্য আনুগত্য! অনুরাগের যোগ থাকাতে প্রভুর আদেশ পালনে সে কিরূপ ব্যগ্র। দিন নাই রাত্রি নাই, ঝড় নাই, জল নাই, সকল সময়েই দাস আদেশ পালনের জন্য জাগ্রত, কি চমৎকার ভাব।

চতুর্থতঃ ক্রীত দাসের যে সম্বন্ধ তাহা নিত্য ও স্থায়ী। সামান্য দাস আজ আছে কল্য থাকিবে না। তাহার সহিত বেতনের সম্বন্ধ, ক্রীতদাসের সহিত প্রতিপালনের সম্বন্ধ। ক্রীতদাসের যাইবার সম্ভাবনা নাই, সে চিন্তাই, নাই। সে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে প্রভুর গৃহেই বাস করিবে। সে প্রভুকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না, অন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করেনা।

এই সকল ভাবের মধুরতা দেখিয়াই ভক্ত সাধকগণ ব্যাকুল অন্তরে সময়ে সময়ে ঈশ্বরকে বলিয়াছেন;—হে প্রভু আমাকে ক্রীতদাস করিয়া রাখ। আমি মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত তোমার চরণে বিক্রয় করিয়া তোমারই হইয়া থাকিব, দেহ মনের সমুদায় শক্তি তোমারই কার্য্যে নিয়োগ করিব। আমি ক্রীতদাসের ন্যায় তোমারই চরণে ঘর বাড়ী বাঁধিয়া অনন্ত জীবনের মত বাস করিব। এই আকাঙ্ক্ষার গভী-রতা কে বাক্যে নির্দ্দেশ করিতে পারে! এই ভাবের সৌন্দর্য্য ও মধুরতা কত তাহা কেবল ভক্তের প্রাণই জানে।

পরম প্রভুর ক্রীতদাস হওয়া কি সামান্য কথা! সে কি সাধারণ প্রেমের কার্য্য! সে অবস্থা কি যে সে ব্যক্তি লাভ করিতে পারে? প্রথমতঃ সেরূপ নির্ভরের ভাব কি সহজে হয়। সুখে দুঃখে সুস্থতায় অসুস্থতায় প্রভুই আমার গতি। আমার প্রতিপালন কর্ত্তা তিনি। এদাস যে সপরিবারে অন্ন জল পাইতেছে, এই অন্ন জল দাতা তিনি। এদাসের বিপদুদ্ধার তিনি করিবেন, এদাসের সকল প্রকার অভাব মোচন তিনিই করিবেন। এরূপ ভাব যাঁহার আছে তিনিই ভক্ত। দ্বিতীয়তঃ কিরূপ প্রেম থাকিলে তবে মানব বলিতে পারে, যে আমার যাহা কিছু আছে সমুদায় প্রভুর। এই দেহ মনের সমুদয় শক্তি তাঁহারই কার্য্যে লাগিবে। আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব, বা যাহা কিছু উৎপন্ন করিব সমুদায় তাঁহারই? এই একীভূত ভাব ভক্তগণ উন্নত সাধনের অবস্থাতেই লাভ করিয়া থাকেন। সে উন্নত অবস্থা কয় জনে লাভ করে?

তৃতীয়তঃ ক্রীতদাসের আনুগত্যের ন্যায় আনুগত্য আমরা কত দিনে পাইব? কত দিনে প্রভুর আদেশ পালন আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইবে। তাহাতেই আমরা আনন্দ পাইব, তাহাতেই আমরা জীবিত থাকিব। সাধনের সে উচ্চাবস্থা কয় জন লাভ করিতে পারিবে?

চতুর্থতঃ ক্রীতদাসের সম্বন্ধ কেমন স্থায়ী ও নিত্য। সে বেতনভুক ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়। সেই রূপ ঈশ্বরের ভক্তসাধকগণও তাঁহার সহিত স্থায়ী ও নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার চরণে বস বাস করিয়া থাকেন। সে সম্বন্ধ যে কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে ইহা তাঁহারা চিন্তাতেও আনিতে পারেন না। যখনি তাঁহারা ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখেন তখনই সেই প্রেম-মুখে অনন্ত কালের আশা দেখিতে পান। তাঁহারা যখন ঈশ্বরকে পিতা ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আমার চিরদিনের পিতা ও চিরদিনের প্রভু এই দুইটী ভাব নিহিত থাকে। এই শ্রেণীর সাধকদিগের নিকট পরকালের স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা প্রভুর মধ্যেই অনন্ত কালকে সত্যরূপে প্রতীতি করিয়া থাকেন।

ইহাকেই বলে ক্রীতদাসের ভাব। ব্রাহ্মসাধকগণ অনুভব করিয়া দেখুন, ইহার উচ্চতা ও গভীরতা কত? এবং মনে মনে নিজ জীবনের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন আমাদের দুর্দ্দশা কত গভীর। প্রভুর চরণে ক্রীতদাস হইতে না পারিলে ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত মধুরতা আস্বাদন করিতে পারা যায় না, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে নিগূঢ় ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৮৭২ সালের ৩ আইনের সংশোধন আবশ্যক কি না।

আমরা পূর্ব্বোক্ত শিরোনামে যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম একজন পত্র প্রেরক তাহা পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি প্রেরণ করিয়াছেন।

১। ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে বিবাহিত কোন ব্যক্তি, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা রাখিয়া পরলোক গত হইলে, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি কি নিয়মে বিভাজিত হইবে? পুত্র ও কন্যার পিতৃ-ধনে তুল্যাধিকার থাকিবে কি না?

২। এই আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি যদি এক মাত্র স্ত্রীকে রাখিয়া পরলোকগত হয়, তাহার পুত্র, কন্যা কেহ না থাকে, এবং সেই স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে তাহার পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার থাকিবে কি না?

৩। যে স্ত্রী বা পুরুষ পুত্র কন্যা হীন হইয়া অনেক সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিবেন, তাহাদের সম্পত্তি কি হিন্দু দায় ভাগের নিয়মে তাহার ভাগিনেয়, জ্ঞাতি বা দৌহিত্রের প্রাপ্য হইবে? এই সকল বিষয়ে আইনে পরিষ্কার মীমাংসা থাকা উচিত।

৪। যে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিধবা হউক না, সে স্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে, এই আইন অনুসারে তাহার পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু, স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রীকে সেই অধিকার দেওয়া হয় নাই। যাহাতে স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রীগণ এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, তদুপযোগী আর একটী ধারা এই আইনে সন্নিবেশিত হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া এরূপ স্ত্রীলোককে বড় লাঞ্ছিত হইতে দেখা গিয়াছে।

পত্র প্রেরক প্রথম যে প্রশ্ন করিয়াছেন বর্ত্তমান আইন মধ্যে তাহার কোন সদুত্তর নাই, এই আইনানুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের উত্তরাধিকারিগণ কোন্ নিয়মানুসারে দায়াধিকার করিবেন তাহার কোন প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান আইনানুসারে একজন মুসলমান পুরুষ এক জন হিন্দু বংশজাতা রমণীর কিম্বা একজন হিন্দুবংশজাত পুরুষ একজন মুসলমান কুলসম্ভূত রমণীর পাণি গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাদের সন্তানগণ কোন্ নিয়মানুসারে দায়াধিকার করিবেন। এদেশে সচরাচর পিতৃপক্ষ অনুসারে দায়াধিকার হইয়া থাকে, সুতরাং আইন প্রণয়ন কর্ত্তারা বোধ হয় ভাবিয়া থাকিবেন, যে দায়বিবাদ উপস্থিত হইলে পুত্র কন্যাগণ পিতৃকুলের আইনানুসারে দায়াধিকার করিবে। যদি আইন কর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় এই হয় তাহা হইলেও আইনের মধ্যে দোষ দৃষ্ট হইতেছে। নূতন নূতন দুই এক পুরুষ পিতা কোন কুল হইতে উৎপন্ন তাহা নির্ণয় করা যাইবে। কিন্তু এই আইনানুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ যখন দায়াধিকার করিবে তখন তাহাদের পিতৃকুল নির্ণয়ের উপায় কি হইবে? এক জন মুসলমান পুরুষ ও একজন হিন্দু কুলোৎপন্না রমণীর বিবাহ হইতে উৎপন্ন পুত্রের পুত্র কন্যাগণ সেই সকল বিবাহজাত পুত্রকে কি হিন্দু অথবা মুসলমান বলিবেন? আমাদের বোধ হয় এই সুযোগে এই দায়াধিকারের প্রশ্নটী পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

পত্র প্রেরকের দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দুষ্কর নহে।

অপরাপর স্থলে বিধবার ধনাধিকারের যেরূপ নিয়ম আছে এখানেও সেই নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে।

তৃতীয় প্রশ্নটী এবং প্রথম প্রশ্নটী বাস্তবিক একই প্রশ্ন। পুত্রগণ কোন্ আইনানুসারে দায়াধিকার করিবে তাহা স্থির হইলেই জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কোন নিয়মানুসারে সেই দায়ের অংশ প্রাপ্ত হইবে তাহাও সেই সঙ্গে স্থির হইয়া যাইবে।

পত্র প্রেরকের চতুর্থ প্রশ্নটী অতি গুরুতর। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্নটী লইয়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। কতকগুলি হিন্দু রমণী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে তাহাদের পতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময় এমন কোন আইন নাই, যে আইনানুসারে এসকল রমণী খৃষ্টধর্ম্মানুসারে পুনঃ পরিণীতা হইতে পারেন। সুতরাং খৃষ্টীয়গণ এরূপ একটী আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। যে সকল পুরুষ খৃষ্টধর্ম্মালম্বন করাতে স্বীয় পত্নীগণ যদি তাহাদের সহিত আগমন করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে কিয়ৎ কালান্তর ঐ সকল পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, এরূপ আইন আছে। খৃষ্টানগণ বলিতেছেন রমণীদিগকেও কেন এ প্রকার অধিকার দেওয়া হইবে না।

হিন্দুসমাজ মধ্যে এমন অনেক রমণী আছেন যাহাদের দুর্ব্বৃত্ত পতিগণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল গত হইল ঐ সকল হতভাগ্য দুষ্কর্ম্মান্বিত পুরুষ যে কোথায় কি ভাবে বাস করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ নাই; তাহারা যে আর কখনও স্বীয় স্বীয় পত্নীর তত্ত্ব লইবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। এদিকে হতভাগিনী পত্নীগণ বিধবার ন্যায় আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া নানা প্রকার দুঃখ কষ্টে দিনাতিপাত করিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের পত্র-প্রেরক বলেন এরূপ রমণীদিগের পুনঃ পরিণয়ের অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল এই শ্রেণীর নারীগণ কেন, যে শত শত কুলীনকন্যা স্বামীসহবাসে বঞ্চিতা হইয়া জন্মবিধবার ন্যায় পিতৃকুলে চিরদিন বাস করিতেছেন, তাঁহাদের কষ্ট স্মরণ করুন। তাঁহারা কোন অপরাধে বৈধব্য যাতনা সহ্য করেন? এই সকল ঘটনা অতি হৃদয়-বিদারক ও জন সমাজের অন্যায় ও দুর্ব্বল পীড়নের কলঙ্কের পতাকা স্বরূপ। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু বর্ত্তমান আইনের দ্বারা এই ক্লেশ নিবারণের সম্ভাবনা দেখি না। বর্ত্তমান আইনের উদ্দেশ্য তাহা নহে। কোন শ্রেণীর পুরুষ বা রমণী কোন প্রকার অবস্থায় বিবাহ করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ১৮৭২ সালের তিন আইনের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাসের অনুরোধে প্রচলিত হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, পারসি প্রভৃতি কোন ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিতে পারেন না, এরূপ সকল লোকের বিবাহ যাহাতে অবৈধ হইয়া না যায়, তাহার উপায় বিধান করা এই আইনের উদ্দেশ্য। পত্রপ্রেরক যে কষ্টকর অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নিবারণের জন্য বিধবা বিবাহের আইনের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করিয়া লইলে হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজ এখনও তাহার জন্য প্রস্তুত নহে। রমণী পতির জীবদ্দশায় পত্যন্তর গ্রহণ করিবে ইহার ন্যায় হিন্দুসমাজের চক্ষে নিন্দনীয় কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত জানি যে স্থানে পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পত্নী বহুদিন ভদ্রভাবে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার প্রলোভনের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে পতিত হইয়াছে। যে হিন্দুসমাজ পত্নীর জীবদ্দশায় পতিকে দারান্তর গ্রহণে অনুমতি দেয়, সেই হিন্দুসমজাই পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারীকে বলপূর্ব্বক বৈধব্যদশায় রাখিয়া তাহাদিগকে পাপের পথে প্রবৃত্ত করিতেছে। এই সকল সামাজিক কুরীতির উন্মূলন করা বহুদিন সাপেক্ষ ও বহুতর চেষ্টার ফল। এ সকল বিষয়ে কোন সমাজ সংস্কারককে বিশেষ অগ্রসর দেখা যায় না।

স্বামী পরিত্যক্তা রমণীর বিবাহাধিকার থাকা উচিত কিনা? এই প্রশ্ন যদি কেহ আমাদিগকে করেন, তাহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে সকল পতি পত্নী বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত হইবেন, অর্থাৎ পতি বা পত্নীর শুভ কামনা যাঁহাদের হৃদয়ে জাগ্রত, তাঁহারা পতি বা পত্নীকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত এবং পতিত দেখিয়াও জন্মের মত কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিয়া ও সর্ব্বদা তাহাদিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিবেন; নিরন্তর তাহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন; তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন, পুনঃ পরিণয়ের চিন্তাও করিবেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া সেরূপ উচ্চ ভাবানুসারে চলিবার ইচ্ছা বা শক্তি যাঁহাদের নাই, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বৈধব্যদশাতে ধরিয়া রাখা জন জন সমাজের পক্ষে অকর্ত্তব্য। তদ্দারা মানবের স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

সে যাহা হউক বর্ত্তমান আইনের সঙ্গে এ প্রশ্নের যখন বিশেষ সম্বন্ধ নাই তখন এ বিষয়ের বিচারে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক। আমরা আশা করি ব্রাহ্মপাঠকগণ এবিষয়ে আরও স্ব স্ব মত প্রকাশ করিবেন।

কলিকাতার উপাসকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)

তৎপরে একবার আমাদের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন। এখানে আচার্য্যে ও উপাসকে এবং উপাসকে উপাসকে আলাপ পরিচয় অতি অল্প। আমরা বিগত ৫।৬ বৎসর কাল শত শত লোক এক সময়ে এক গৃহে আসিয়া পবিত্র স্বরূপের নাম করিতেছি। পণ্ডিতগণ, সাধকগণ, ভক্তগণ সকলেই এক বাক্যে বলিয়া থাকেন, যে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃ-প্রেম, ও আত্মীয়তা জন্মিবার স্থল যদি কোথাও থাকে তাহা উপাসনা মন্দির।

আমরা যেখানে এক লক্ষ্যে এক প্রার্থনা লইয়া, একমাত্র পবিত্র পুরুষের চরণে সম্মিলিত হই, সেখানে যদি আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ স্থাপিত না হইল,তবে কোথা হইবে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন আমাদের মধ্যে সে যোগ কই? এখানে উপাসনা কার্য্যের ভার যাঁহাদের উপর আছে, এখানকার উপাসকদিগের আধ্যাত্মিক অভাব বুঝিয়া তাহা মোচন করা যাঁহাদের কার্য্য, সেই আচার্য্যগণ উপাসকদিগকে চিনেন না, জানেন না। ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক ব্যক্তি ছয় বৎসর কাল এক গৃহে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেছেন, প্রতি সপ্তাহে আসিয়া আশাপূর্ণ চিত্তে আচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেছেন, হয়ত আচার্য্যের মুখ বিনিঃসৃত এক একটী কথাকে জীবনের সম্বল করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অথচ সে ব্যক্তির সহিত আচার্য্যের অদ্যাপি আলাপ পরিচয় হইল না। এই আলাপ পরিচয়ের পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে তাহা জানি। প্রথমতঃ কলিকাতার উপাসক মণ্ডলীর ন্যায় বহু বিস্তীর্ণ মণ্ডলী মধ্যে আত্মীয়তা বৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর। এখানে সপ্তাহে সপ্তাহে ৫০০ পাঁচ শত লোক উপাসনার্থ সমবেত হইয়া থাকেন, ইহাদের মধ্যে আবার নিত্য নিত্য অনেক নূতন লোক আসিয়া থাকেন। এই চঞ্চল, অস্থির, ও তরল প্রাণি-সমূহের মধ্যে বন্ধুতার ভিত্তি স্থাপন করাই কঠিন। কিন্তু তাহা হইলেও এই উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের ভাব জমিয়া গিয়াছে, যাঁহারা দীর্ঘকাল নিয়মিত রূপে গতায়াত করিতেছেন, যাঁহাদের মনে আধ্যাত্মিক উন্নতির ইচ্ছা প্রবল। একটু চেষ্টা করিলেই এই সকল লোককে বাছিয়া বাহির করিতে পারা যায়, এবং ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন স্থাপন করিতে পারা যায়।

আর একটী বিষয় চিন্তা করিলে উপাসক মণ্ডলীর বর্ত্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থাকে আরও শোচনীয় বোধ হইবে। লোকে ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করে কেন? কোন উপাসক পরিবারভুক্ত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে কেন? সকলেই বলিবেন যে ধর্ম্মবিষয়ে সাহায্য লাভ করিবার জন্য! অর্থাৎ সেই মণ্ডলীর ধর্ম্মভাব আমার নেতা হইয়া আমাকে দুর্ব্বলতার অবস্থায় বল দিবে, সংশয়ান্ধকার মধ্যে পথ প্রদর্শন করিবে, এই জন্য। কিন্তু আমাদের উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেটী হইবার যো নাই। ইহাঁরা পরস্পরের ধর্ম্মবন্ধু নন। উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অগ্রসর ব্যক্তি যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিতে পারিলে তাঁহাদিগের মিলিত জীবন হইতে একটী শক্তি সমুৎপন্ন হইতে পারে, ঐ শক্তি সমগ্র মণ্ডলীর উপর ব্যাপ্ত হইয়া, সমুদায় মণ্ডলীকে ধর্ম্মভাবে গঠিত করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতে সেটী হইতেছে না।

তৃতীয়তঃ উপাসক মণ্ডলীর প্রত্যেক মুক্তিপ্রার্থী নবাগত আত্মার পক্ষে ধাত্রী স্বরূপ হওয়া উচিত। ধর্ম্মজগতে যাহার শৈশবকাল, যে নব অনুতাপের দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়া আপনাদের সহিত মিশিতেছে, তাহার নবজাত ধর্ম্ম জীবনকে লালন পালন করা আপনাদের কর্ত্তব্য। সেই উপাসক পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাপীর আত্মা আশ্রয় পায়, যেখানে প্রবেশ মাত্র দশজনে তাহার ধর্ম্মপথের সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে থাকে। বর্ত্তমান উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে এই ধাত্রীর ভাব ও প্রতিপালনের ভাবের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। একটী নবাগত আত্মা এখানে আসিয়া ও আমাদের নিকট কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। আমরা জগতের পাপী তাপীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য এই উপাসনা গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং সপ্তাহে সপ্তাহে লোকের ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্বলিত করিবার এবং অনুতাপকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমাদের উপাসনা ও উপদেশে যখন লোকের অনুতাপের উদয় হইতেছে, আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতেছে, তখন আমরা তাহাদিগকে প্রলোভনপূর্ণ সংসারে একা সন্তরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতেছি। তাহারা থাকে কি যায়, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রকৃত উপাসকমণ্ডলীর কখনই এ প্রকার ভাব হওয়া উচিত নহে।

চতুর্থতঃ লোকে যে সকল আশা করিয়া ধর্ম্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার মধ্যে একটী প্রধান আশা এই যে পাপ প্রলোভনে পতিত হইলে তাহারা সাহায্য ও সৎপরামর্শ লাভ করিবে। কিন্তু আমাদের উপাসক মণ্ডলীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে এরূপ আশা করাই বৃথা। আমাদের কত দুর্ব্বল ভাই পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়া কত যাতনা ভোগ করিতেছেন, কে তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখে? তাঁহারা একাকী নিজ জীবনের শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। একটী ভাই যে পার্শ্বে গিয়া সাহস দিবেন বা একটী সৎপরামর্শ দিবেন তাহা হয় না। এরূপ অবস্থায় এরূপ উপাসক মণ্ডলীর সভ্য হইবার প্রবৃত্তি থাকিবে কেন? এই কারণেই উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে আমাদের এত ক্লেশ হয়। যদি এখানে আত্মীয়তা থাকিত, যদি পরস্পরের মুখের দিকে আমরা দেখিতাম, যদি পাপ প্রলোভনের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য ও সৎপরামর্শ দিবার রীতি থাকিত, তাহা হইলে এই উপাসক মণ্ডলীর আর এক শক্তি ও আর এক ভাব হইত। তাহা হইলে ইহার দিকে লোকের আরও কত আকর্ষণ দেখিতে পাইতেন। এদেশে আমরা যত প্রকার খৃষ্টীয় সম্প্রদায় দেখিতে পাই তন্মধ্যে মেথডিষ্ট নামক সম্প্রদায় ধর্ম্মভাব ও উৎসাহ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার কারণ কি তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। আমি যখন মান্দ্রাজ সহরে অবস্থিতি করি তখন একজন এ দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকের সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা হয়। তিনি লণ্ডন মিসন সোসাইটীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহার ভবনে একটী খ্রীষ্টীয় যুবক থাকিত সে বালকটীও একজন লণ্ডন মিসনের ধর্ম্ম প্রচারকের পুত্র। কিছুদিন পরে আমার লণ্ডন মিসনস্থ বন্ধু আসিয়া আমাকে বলিলেন যে সে যুবকটী মেথডিষ্ট দলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং ইহাতে তাহার পিতা নিশ্চয় মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন। পরে

একদিন ঐ বালকটী আমার নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি তাহাকে মেথডিষ্ট দলে প্রবেশ করিবার কারণ জিজ্ঞসা করিলাম। তাহাতে সে ব্যক্তি যাহা বলিল তাহা এই ;—

—মহাশয়! আমি প্রথম দিন কৌতূহল বশতঃ মেথডিষ্ট গির্জ্জাতে গিয়াছিলাম। সে দিন তাঁহাদের জীবন্ত উপাসনাতে ও জলন্ত উপদেশে আমার চিত্তকে আর্দ্র করিল। আমি পরের রবিবারেও গেলাম। এই রূপ দুই তিন দিন না যাইতে যাইতেই আমার উপর তাঁহাদের চক্ষু পড়িল; একজন লোক আমার নাম ধাম বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। তৎপরে কয়েক জন ঘন ঘন আমার বাড়ীতে আসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের আলাপে বিশেষ উপকার লাভ করিতে লাগিলাম। আমার অনেকদিনের অনেক সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল। ক্রমে মেথডিষ্ট দলের উপর আমার প্রাণের আকর্ষণ উপস্থিত হইল। এই বিবরণটীর মধ্যে আপনারা যে ছবি দেখিতে পাইতেছেন সেই ছবিটী আপনাদের মধ্যে অঙ্কিত করা চাই। তদ্ভিন্ন আপনাদের উপাসক মণ্ডলীর দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাহায্য হইবে না।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ "ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা। ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতে, ও রাত্রিতে উপাসনা আলোচনা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে ইংরাজীতে উপাসনা হয়।

অসমর্থ ব্রাহ্মপরিবারের সাহায্যার্থ ধন সংস্থান—সিটি কলেজের অধ্যক্ষগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে সিটি কলেজ ও স্কুলে অধ্যয়নার্থ দশটী ব্রাহ্মবালকের বেতন অর্পণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে দশটি ছাত্রকে মনোনীত করিবেন, তাহারাই উক্ত সাহায্য পাইয়া সিটি কলেজ ও স্কুলে পড়িতে পারিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য সিটিকলেজের অধ্যক্ষদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। এ বৎসরের জন্য উক্ত বৃত্তি আর খালি নাই।

সঙ্গীতপুস্তক—ব্রহ্মসঙ্গীত প্রথমভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত হওয়াতে তৃতীয়বার মুদ্রিত হইতেছে।

প্রচারক হওয়ার জন্য আবেদন—সিংহলবাসী শ্রীযুক্ত তাম্বি স্বামী পিলে প্রচারক হওয়ার জন্য আবেদন করাতে তাহার আবেদনপত্র প্রচার কমিটির নিকট অর্পণ করা হইয়াছে।

দান—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে, মৃত বাবু কালীনাথ দের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থ ১০০ এক শত টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা মূলধন করিয়া তাহার সুদ প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

সহানুভূতি—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ একেশ্বরবাদী মিঃ টাইলেন বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপোষক ইংলণ্ডস্থ ৪৪ জন ইউনেটিরিয়ান আচার্য্য ও উপাসক মণ্ডলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রণীত Reformed Catechism নামক একখানি পুস্তিকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল অনুগ্রহের জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। যে সকল আচার্য্য ও উপাসক মণ্ডলী আমাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা দেওয়া যাইতেছে।

শিশুদিগের জন্য উপাসনা—প্রতি রবিবার এই উপাসনা কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে বিগত তিনমাসে দুইবার উপাসনা বন্ধ ছিল।

প্রচার ফণ্ড কমিটি—এই কমিটি চাঁদাদাতৃদিগের নাম ও অর্থসাহায্য পরিমাণ সম্বলিত এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় রীতিপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে প্রচার ফণ্ডে মাসিক অন্ততঃ একশত টাকা আদায় হইতে পারে। চাঁদা দাতাগণের নিকট শীঘ্রই পত্র লেখা হইবে। কিন্তু একশত টাকা প্রচারক পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লেখা হইয়াছে। তাহা বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে শীঘ্রই মুদ্রিত করিয়া প্রেরিত হইবে। শুভকর্ম্ম উপলক্ষে কিছু কিছু দান সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। সকলে এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে অক্লেশেই প্রচার ফণ্ডের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

জন সাধারণ মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারার্থ কমিটি—এই কমিটির কোন কোন সভ্য কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুর, কালীঘাট, বালীগঞ্জ ব্যাটরা প্রভৃতি স্থানে এবং জগতী, কুষ্টিয়া কুমারখালীর অন্তর্গত কোন কোন গ্রামে গমন করিয়াছেন। বরাহনগরে পূর্ব্বে শনিবার দিন কেহ কেহ কলিকাতা হইতে যাইতেন, এখন প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় বরাহনগর উপাসনাহলে সাধারণের জন্য উপাসনা হয়।

প্রচার কমিটি—প্রচার শ্রেণীর ছাত্র বাবু শশীভূষণ বসুকে প্রচার কমিটি প্রবেশোন্মুখ প্রচারক হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

সামাজিক কমিটি—বিগত তিন মাসে এই কমিটির দুইটি অধিবেশন হইয়াছে। ইহাঁরা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতেছেন।

বন্ধ—মাঘোৎসব উপলক্ষে ১০ই, ১১ই ও ১২ই আফিসাদি বন্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছিল, তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে "ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও হাইকোর্টকে অনুরোধ করিবেন যে সুবিধা হইলে ১১ইমাঘ ব্রাহ্মদিগকে ছুটী দেওয়া হয় ও অপর দুই দিনে ছুটী দিতেও চেষ্টা করা হয় এবং ঐ সকল দিন কোর্টে এমন কোন মোকদ্দমা লওয়া না হয় যাহাতে ব্রাহ্মেরা সাক্ষী

কি কোন এক পক্ষ আছেন।" গবর্ণমেণ্টকে এজন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা যাইতেছে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়—বিগত ২৩এ ফেব্রুয়ারি হইতে এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয়। বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত ৯টি সভা হয়. ৭ টিতে বক্তৃতা ও ২ টিতে আলোচনা হয়। এই সকল সভাতে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও সীতানাথ দত্ত "চেতন জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ" "আমরা ঈশ্বরোপাসনা করি কেন" "কারণবাদ সম্বন্ধে মতত্রয় এবং ঈশ্বরবাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ" "প্রার্থনার যুক্তি যুক্ততা" ' প্রকৃতিতে জ্ঞানের পরিচয়" "উপাসনার প্রকৃতি ও অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বাবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বহুসংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

প্রচার—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দারজিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, মুরশিদাবাদ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন রংপুর, বগুড়া, শিরাজগঞ্জ সাহাজাদপুর, মাজদিয়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গয়া, বাঁকিপুর, মুঙ্গের জামালপুর মুরশিদাবাদ বড়বেলুন প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন ও কলিকাতায় উপাসক মণ্ডলী ও ছাত্র সভার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী লাহোরে তাঁহার স্থায়ী কার্য্য ব্যতীত একটি ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া "সার্ব্বভৌমিক ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের ভিত্তি" ও বর্ত্তমান সময় ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ" বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা করেন। রাউলপিণ্ডি সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া ১১ দিন অবস্থিতি করেন। এই সময়ে মন্দিরেও ব্রাহ্মদিগের গৃহে উপাসনা ও উপদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত পুলিশ লাইনে ও শিখদের ধর্ম্মশালায় উপাসনা ও উপদেশ এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য উপাসনা এবং সাধারণ লোকের জন্য পাঁচটি প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। রাউলপিণ্ডি হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী হাসন আবদাল নামক স্থানে কয়েক জন ব্রাহ্মের সহিত গমন করেন। হাসন আবদাল শিখদিগের তীর্থস্থান। এখানে অমৃতসহরে মন্দিরের ন্যায় একটি মন্দির আছে। এখানে এক বক্তৃতা হয়, সাধারণ লোক তাহা শ্রবণ করিয়া প্রচারক মহাশয়কে তাহাদের গ্রামে কিয়ৎকাল বাস করিবার জন্য অনুরোধ করে। এস্থানে পৌত্তলিকতার নামও নাই। অধিবাসীগণ ধর্ম্মানুরাগী। তৎপর ঝিলম নগরে গমন করিয়া দুইটি বক্তৃতা দেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া অনেক লোক সন্তুষ্ট হয়। ১৬ই মে লাহোর ত্যাগ করিয়া ১৯এ মৈগুরী উপস্থিত হন। এখানকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মগণ প্রতি রবিবার প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে মিলিত হন। পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হাজারিবাগ, ঢাকা ও শ্রীহট্ট গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকার অন্তর্গত রাজাদি নরসিংহদি, সাটিপাড়া, রায়পুর এবং কুষ্টিয়া ও জগতী গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সৈয়দপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া বক্তৃতা ইত্যাদি করেন। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বাঁসবাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া উপাসনাদি করেন। আরও কয়েকটি উৎসাহী সভ্য স্থানে স্থানে গমন করিয়া প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। বরিশাল সমাজের প্রচারক বাবু কালীমোহন দাস উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

ছাত্র সমাজ—এই সমাজের কার্য্য নিয়মিত রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে; প্রত্যেক বারই বহুসংখ্যক ছাত্র বক্তৃতা শুনিতে সমবেত হইয়াছেন। কিছু দিন হইল এই সমাজ মানব চরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল নামক একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়াছেন।

বিল্ডিং ফণ্ড—বিগত তিনমাসে এই ফণ্ডে ৩৭০।১৫ আয় ও পূর্ব্বস্থিতি ১০২৫।/১৫ সহিত মোট ১৩৯৫৸/ ও ব্যয় ৬৯৯৸৶১৫ হস্তেস্থিত ৬৯৫ ৸৶৫। এই ফণ্ডে ৩০০০ হাজার টাকা ঋণ আছে।

তত্ত্বকৌমুদী—এপ্রিল মে, জুন মাসের আয় ২৩৭৸১০ গত ত্রৈমাসিক স্থিত ১১৫॥৶১২॥ সহিত মোট ৩৫৩॥২॥ ব্যয় ২১৭/১০ বাদে হস্তে স্থিত ১৩৬।৶১২॥

সাধারণ বিভাগ—তিন মাসের আয় ৮৯৩॥/১০ পূর্ব্বস্থিতি ৪২১।৫ সহিত মোট ১৩১৪৸/১৫ ব্যয় ১০০১।/১০ হস্তেস্থিত ৩১৩॥৫ মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়, প্রচার ব্যয় ও দপ্তরির জন্য যে দেনা আছে তাহাতে হস্তস্থিত টাকা ব্যতীতও অনেক ঋণ আছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে বিগত তিন মাসে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হন নাই। যে সমুদয় কার্য্য হস্তে লইয়াছেন, তাহার অনেকগুলি অসম্পন্ন রহিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিগত তিনমাসে উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের অভাবে দুইবার সভা হইতে পারে নাই।

সাঃ ব্রাঃ সমাজকার্য্যালয় } শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২১০। ৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। } সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ৯ই জুন সোমবার কলিকাতা সহরে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ নন্দী বয়ক্রম ৩২ বৎসর।

পাত্রীর নাম শ্রীমতী রাজবালা সিংহ বয়ক্রম ১৫ বৎসর। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন হইল শিরাজগঞ্জে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানকার স্কুল গৃহে আর্য্যজাতির চরিত্র সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে প্রায় ৩০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জীবনীর একজন সংবাদ দাতা বলেন উক্ত বক্তৃতা শ্রবণে তত্রত্য লোক সকল বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

থিওলজিকাল ইনিষ্টিটিউশনের ও ছাত্র সমাজের কার্য্য রীতি মত চলিতেছে। কিছু দিন হইল শ্রীযুক্তবাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় থিওলজিকাল ইনিষ্টিউশনে "মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দেখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, এই বিষয়ে বাঙ্গালাতে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'আমাদের জড় জগত সম্বন্ধীয় এবং মানব প্রকৃতি সম্বন্ধীয় মতের উপর আমাদের ধর্ম্ম জীবন কতদূর নির্ভর করে" এই বিষয়ে ইংরেজীতে একটী বক্তৃতা করেন। ছাত্র সমাজের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। প্রতি রবিবার প্রাতে আমাদের উপাসনালয়ে উক্ত সমাজের উপাসনা হয়। তদুপলক্ষে নানাপ্রকার নৈতিক, রাজনৈতিক, ও সামাজিক বিষয়ে বক্তৃতা হইয়া থাকে।

আগরা হইতে একজন পত্র প্রেরক নিম্ন লিখিত বিবাহের সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন। পাত্র পাত্রীর বয়ক্রম কত এবং বিবাহ কিরূপ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলে ভাল হইত।

বিগত ৫ ই জুন আগ্রাস্থ হোমিওপোথি" চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী ইন্দুলেখা দেবি বরের নাম শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী উভয়েই ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী, সন্ধ্যার প্রাকালে সভাগণ সভাতে আসীন হইলে পর তাঁহাদিগকে সরবত ও তাম্বুল এবং মাল্য সুগন্ধি দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর সান্যাল আচার্য্যের আসন পরিগ্রহ করিলে বর এবং কন্যা অতি মৃদু গমনে সভাস্থলে আনীত হয়। ইত্যবসরে বালকগণ অদৃশ্য ভাবে সুললীত তানে গোবিন্দ বাবুর স্বরচিত একটী সঙ্গীত আরম্ভ করিল। একদিকে বর ও কন্যার আগমন ওদিকে বালকগণের সুমধুর সঙ্গীত এসময়টী অতি রমণীয় হইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তৎপর গোবিন্দ বাবু সভাগণ সমীপে কন্যা দান জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং সভ্যদিগের অনুমতি অনুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় কন্যা সম্প্রদান করেন। সম্প্রদান ক্রিয়া সমাধার পরে আচার্য্য মহাশয় উদ্বাহ ব্রত পালন জন্য একটী সার গর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

এই বিবাহেতে হিন্দু ব্রাহ্ম এবং খ্রীষ্টিয়ান সকলেই অতি আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছেন।

আমি আপনার পাঠকের বিদিতার্থ উপরি উক্ত সঙ্গীতটী এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

যে শক্তির পারা বারে, ভাসে বিশ্ব বিম্বাকারে,
জীবের জীবন বাষ্প, উঠিছে নিয়ত যায়;
গভীরাম্ব আকাশেতে যাহার তরঙ্গাঘাতে,
উড়ে ভানু রেণু রেণু, ফেনু বিন্দু যেন তায়;
যাহার নিগূঢ়ে জ্ঞান পায় না প্রবেশ স্থান,
হতাশে নিরস্ত সর্ব্ব, মানব উদ্যম যায়;
এ সৌর জগত ছার, যোগে কি বিয়োগে যার,
নাহি লেশ বৃদ্ধি হ্রাস, সাগরে শীকর প্রায়;
অব্যক্ত অগাধ কায়, নীরবে ঘূর্ণিত যায়,
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যেন, বুদ্বুদ ভ্রমির গায়;
যাতে সদা মর্ত্ত্য পাল, কল্পনার লূতা জাল,
বিস্তারি উর্ণায় সম, ক্ষণান্তে বিলয় পায়;
এ ভূ-বিন্দু পৃষ্ঠাধারে, অহঙ্কার অন্ধকারে,
তুমি আমি মুহ্যমান, কীটানু প্রমাণে যায়।
সেই শক্তি সুবিস্তার, বিশ্বময় সত্তা যার,
করুণ কল্যাণ সর্ব্ব, সমাসীনে এ সভায়।

আমরা সৈদপুর হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

এখানকার উত্তরপাড়া ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রতি বুধবারে জগদীশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে। গতকল্য ও আমরা ঐ স্থলে উপাসনা করিতে গিয়াছিলাম। বৈকালে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন না, কেবল আমরা ১২ জন মাত্র ছিলাম। প্রথমে সকলে একত্রে পরম পিতার উপাসনা করিলাম। পরে আশু বাবু একটী উপদেশ দেন 'প্রেমের শিক্ষা" "সূর্য্য মুখীফুল কেমন প্রেমিক, উহা যথার্থ সূর্য্যকে ভাল বাসে। নতুবা উহা কেবল উহার দিকে চাহিয়া থাকিবে কেন? যিনি ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে জিনি প্রকৃত ভাল বাসেন, তিনিও উহার মত ব্রহ্মের দিকে চাহিয়া থাকিবেন ইত্যাদি" একটী দীর্ঘ উপদেশ দেন। উপদেশটী অতিশয় হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল। এমন কি উপদেশটী শেষ হইতে না হইতে একটী উপাসক নাম শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী বয়স প্রায় ৪০ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক জন রেলওয়ের কর্ম্মচারী) বেদীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইয়া এক মনে উর্দ্ধমুখে রহিলেন, পরে আচার্য্যের বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহার নিজের উপবীতটী খুলিয়া বেদীর উপর রাখিয়া আপনার জায়গায় আসিয়া বসিলেন, পরে আচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, যে অদ্য আমি আমার উপবীত ও জাতীয় মান গৌরব পরিত্যাগ করিয়া জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। পরে আচার্য্য মহাশয় বেদীর সম্মুখে দাঁড়া-

ইয়া তাহাকে বামদিকে রাখিয়া একটী প্রার্থনা করেন, পরে দ্বারিক বাবু ও একটী প্রার্থনা করেন এই প্রার্থনা যে কি তাহা পত্রে লেখা যায় না বা মুখে বলা যায় না। আমি এমন প্রার্থনা কখন শুনি নাই। সেই সময় যেন জগদীশ্বর ঐ স্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইহা আমার মনে হইতে লাগিল। পরে আশু বাবু বেদী হইতে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছিলেন। ও শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় সময় মত গীত করায় সে সময় যে কি মধুময় হইয়াছিল তাহা আর উহার পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নাই।

শ্রীযুক্ত জালালউদ্দিন্ মিয়া লিখিয়াছেন ;—

আমরা কৃতজ্ঞতা সহ স্বীকার করিতেছি যে, জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থে কাঁকিনিয়াধিপতি কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় এক কালিন ১০ টাকা দান করিয়াছেন। জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের পরলোক গতা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ১৫ই জুলাই তারিখে ব্রাহ্ম পদ্ধতি মতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এই ক্রিয়া উপলক্ষে সৈদপুর ও শিলিগুড়ির ব্রাহ্ম ভ্রাতারা যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনার কার্য্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

গত বারের তত্ত্বকৌমুদীতে যে বিবাহের সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল,তাহাতে ১৪ই আষাঢ় না হইয়া ১০ই আষাঢ় হইবে, এবং পাত্রের নাম শ্যামাচরণ ঘোষ না হইয়া শ্যামলাল ঘোষ হইবে।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মহোদয় গণকে সানুনয়ে নিবেদন করা যাইতেছে যে, ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেয় চাঁদা যত শীঘ্র পারেন, পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে গুরু ঋণ ভার প্রস্ত হইয়াছেন তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাং ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২০ এ জুলাই ১৮৮৩

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

উপযুক্ত অর্থাভাবে প্রচারকদিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য স্থগিত হইয়াছে, অতএব সানুনয় নিবেদন এই যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহারা যত শীঘ্র পারেন আপানাদের দেয় অর্থ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাং ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২০ এ জুলাই ১৮৮৩

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অনুগৃহীত করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা তাহার মধ্যে কয়জন নিবাসী ও কয়জন প্রবাসী।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।
১১। সমাজ দ্বারা প্রস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহার নাম।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে কোন্নগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা.
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
১৯ এ জুলাই—১৮৮৩

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি।

BRAHMO YEAR BOOK FOR 1881
by
MISS S. D. COLLET
price R.1.

মিস কলেট প্রণীত ১৮৮২ সালের "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৴০ গ্রহণেচ্ছুগণ উক্ত কার্য্যালয়ে ডাক মাশুল সমেত মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সঃ সম্পাদক।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১৫ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ ।	১৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৮০৫ শক । ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪ ।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
৮ম সংখ্যা ।		মফস্বল ৩
		প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা ।

জগদীশ্বর ! আমরা তোমার নিকট বার বার কাতর অন্তরে প্রার্থনা করিয়াও যখন পাপে পতিত হই, তখন ঘোর নিরাশাতে আমাদিগকে গ্রাস করে। ভাবি তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে বুঝি কিছু হয় না। এইরূপ নিরাশার মধ্যে পতিত হইয়া কত লোক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল ; এবং জগতে অবিশ্বাস প্রচার করিল। আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর অতি দুর্ব্বল, বার বার পতিত হইলে আর আমরা নির্ভরের সহিত তোমার কৃপার শরণাপন্ন হইয়া থাকিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে এই নিরাশার হস্ত হইতে রক্ষা কর। যখনি নিরাশা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে তখনি আমাদের প্রাণে তোমার আশ্বাসবাণী প্রকাশ করিয়া বলিও যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তোমার আশ্রয়ে বাস করে তাহার সৎগতি তুমি নিশ্চয় করিয়া থাক।

সফল উপাসনার লক্ষণ কি ? আমি যে পরমেশ্বরের আরাধনা করিলাম আমার আরাধনা সফল হইল কি না ? উপাসনা করিয়া যদি একদিনও আমাদের সুখ না হয়, যদি উপাসনাকালে প্রতিদিন ইহাকে ভারস্বরূপ বোধ হয়, যদি আরাধনাতে বসা আমাদের মনের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়, তথাপি উপাসনা করা আমাদিগের পক্ষে বিধি, কারণ তাহা আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপার রাজ্যে এমন সুন্দর নিয়ম যে মানুষকে কঠোর কর্ত্তব্য বোধে একার্য্য করিতে হয় না, ইহার সঙ্গে তিনি অপূর্ব্ব সুখের যোগ এবং আত্মার সুমহৎ কল্যাণের যোগ করিয়া দিয়াছেন। উপাসনা করিলাম, উপাসনা সফল হইল কি না তাহা জানিবার কয়েকটী চিহ্ন আছে, সেগুলি উপাসকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত।

প্রথম চিহ্ন,—যখনই প্রকৃত উপাসনা হয়, তখন দেখিয়াছি যে উপাসনা শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ প্রাণের মধ্যে আশ্চর্য্য ভ্রাতৃপ্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে বাহু দুখানি যদি কেহ বড় করিয়া দিতে পারে, সকলকে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন করি। উপাসনা-ক্ষেত্রে যখন গিয়াছিলাম তখন মনটা শুষ্ক, অপ্রেমিক, ঐ লোকগুলির প্রতি ভাল ভাব ছিল না, বরং ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা, উহার সহিত মনান্তর, অপর এক ব্যক্তির সহিত অকৌশল এইরূপ ছিল। উপাসনা শেষ হইয়া দেখি তাঁহাদের মুখ বড় সুন্দর দেখাইতেছে, তাঁহাদিগকে প্রাণের বন্ধু মনে হইতেছে, ভালবাসা মাখাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে। উপাসনা দ্বারা এরূপ হৃদয় মনের পরিবর্ত্তন অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় চিহ্ন,—প্রকৃত উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণমধ্যে আশ্চর্য্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। বহুদিন হইল নিজের দুর্ব্যবহারে কত লোকের সহিত অপ্রণয় ঘটাইয়াছি, তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া মনে যাতনা দিয়াছি। তৎপরে অনেক দিন মনে মনে বুঝিয়াছি যে আমি অপরাধী এবং তাঁহারা নিরপরাধ, কিন্তু মার্জ্জনা যে চাহিব তাহা পারিয়া উঠি নাই। অহঙ্কারে আমার গ্রীবাদেশ এত শক্ত যে অপরের নিকট অবনত হইতে চায় না। একদিন প্রকৃত উপাসনার স্রোতে পড়িয়া আমার সেই দর্প কোথায় চূর্ণ হইয়া গেল, আমি উপাসনান্তে কাঁদিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

তৃতীয় চিহ্ন,—প্রকৃত উপাসনা হইলেই প্রাণে পুণ্যের ক্ষুধা প্রবল হয়। আমি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়া, সে প্রতিজ্ঞাকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া, আর প্রতিজ্ঞা করা বিফল জানিয়া, পাপের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম। হঠাৎ উপাসনার মধ্যে কে যেন আমার মনে পুনরায় আশা ও প্রতিজ্ঞার উদয় করিয়া দিল। আমার আকাঙ্ক্ষা দশগুণ প্রবল হইয়া উঠিল।

চতুর্থ চিহ্ন—প্রকৃত উপাসনা হইলেই আমরা মুক্তভাব অনুভব করি ; অর্থাৎ এরূপ মনে হইতে থাকে যে আমরা যেন সকল প্রকার সাংসারিক বন্ধনের উপরে উঠিয়াছি। আর স্বার্থ কি সুখাসক্তি, কি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা কিছুতেই আমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। তখন ঈশ্বরকে এমন সারাৎসার বলিয়া অনুভব করি যে তাঁহার সঙ্গে তুলনায়

আর সকলকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। তখন বোধ হয় যে তাঁহার জন্য যেন দেহ মন, ধন মান সমুদয় সমর্পণ করিতে পারি।

এই সকল চিহ্ন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, যে প্রভু আমাদের উপাসনা গ্রহণ করিলেন এবং আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উপাসনা করিয়া যদি হৃদয়ে নবজীবনের স্ফূর্ত্তি না দেখা যায়, তাহা হইলে জানা কর্ত্তব্য যে উপাসনা সার্থক হইল না।

অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে কোন আধ্যাত্মিক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনান্তে মনে করিলাম প্রভু আমাকে সেই পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন, এইরূপ ভাবিয়া আনন্দ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ আবার সেই পাপে পতিত হইলাম। জানিলাম যে সে পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাই নাই। যে পাপের জন্য এত অশ্রুপাত করিলাম, যাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কাতর অন্তরে এত প্রার্থনা করিলাম, যাহার জন্য এত ক্লেশ ও মনস্তাপ সহ্য করিলাম, সেই পাপ আমাকে তথাপি ছাড়িল না। ইহার অপেক্ষা সরল মুক্তি-প্রার্থী আত্মার পক্ষে অধিক ক্লেশকর অবস্থা কি হইতে পারে? এরূপ অবস্থাতে পড়িয়া অনেক সাধক অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন, অতএব এ সম্বন্ধে একটী ভ্রম সংশোধন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

যদি কেহ মনে করেন যে বহুদিন যে পাপ অভ্যাস করিয়া আত্মাকে দুর্ব্বল, রুগ্ন ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি একদিনের প্রার্থনাতে সেই দুর্ব্বলতা ও পাপ অপনীত হইবে, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। মানুষ যখন ঔষধ সেবন করিয়া রোগ মুক্ত হয় এবং পুনরায় স্বাস্থ্য ও বল লাভ করে, তখন আমরা তাহার মধ্যে তিনটী অবস্থা দেখি। প্রথম অবস্থাতে ঔষধ সেবন করিয়া রোগের যন্ত্রণা দূর হয়; এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, দ্বিতীয় অবস্থাতে উপযুক্ত অন্ন পান গ্রহণ করিতে হয়; তৃতীয় অবস্থাতে শরীরের স্বাস্থ্য ও বল পুনরাগমন করে। ঔষধ সেবন করিয়াই তদ্দণ্ডে কি কেহ এরূপ আশা করে, যে সে সুস্থকায় ও সবল লোকের ন্যায় বেড়াইবে ও কাজ করিবে। যদি ঔষধের গুণে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে তবে উপযুক্ত অন্ন পান গ্রহণ করা তাহার পক্ষে বিধি। সে এখন কিছুদিন অন্ন পান গ্রহণ করুক তৎপরে তাহার সুস্থতা ও বল পুনরাগমন করিবে। এক ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিয়াই উঠিয়া সংসারের কাজ করিয়া বেড়াইতে পারিতেছে না বলিয়া কি বলিব, তাহার ঔষধ সেবন সফল হইল না? বরং এই কথাই বলিব যে ক্ষুধা ছিল না যখন ক্ষুধা বাড়িয়াছে তখন ঔষধে উপকার করিয়াছে এখন উহাকে আহার দেও। সেইরূপ ব্রাহ্ম! তুমি যদি ঔষধ সেবন করিয়া দেখিতে পাও যে তোমার ক্ষুধা বাড়িল, তোমার পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল, তাহা হইলেই আনন্দ কর যে তোমার প্রার্থনা সফল হইয়াছে। তৎপরে তোমাকে আত্মার অন্নজল স্বরূপ যিনি, তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহাকে নিয়ত প্রেমযোগে পূজা করিতে হইবে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে তোমার আত্মা সুস্থতা ও বল লাভ করিতেছে। তুমি যে অবস্থা লাভ করিতে চাও তাহা এক দিনের এক প্রার্থনাতে পাইলে না বলিয়া নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইও না। এখন তুমি পুনরায় প্রাচীন পাপে পড়িলে যে তোমার অসহ্য যাতনা হইতেছে, এই যে যাতনার বৃদ্ধি দেখিতেছ ইহাতেই প্রমাণ যে তোমার প্রার্থনা সফল হইয়াছে। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে বদ্ধ-পরিকর হও নিরাশ হইয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিও না।

অনুতাপ করা ধর্ম্মরাজ্যে একটী অসম্ভব কথা। কেহ কখনও অনুতাপ করিতে পারে না, কেহ কখনও চেষ্টা করিয়া আপনার অন্তরে অনুতাপ আনিতে পারে না। অনুতাপ আপনি জন্মগ্রহণ করে। শুভলগ্নে শুভক্ষণে মানব হৃদয় অনুতপ্ত হয়। 'হে ঈশ্বর আমি অনুতাপ করি' ইহা বলিয়া কেহ কখনও সিদ্ধকাম হইতে পারে নাই। যাঁহারা, শেক্ষপীয়রের হ্যামলেট নামক নাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে ভ্রাতৃহত্যাকারী দিনেমার-রাজ প্রার্থনা করিতে বসিয়া, অনুতাপ করিতে গিয়া কেমন বিফল প্রযত্ন হইয়া ছিলেন। সমস্ত অনুতাপকারীর ভাগ্যেই এই ফল ফলে; সকলকেই ইহা বলিতে হয়;

"My words fly up, my thoughts remain below
"Words without thoughts never to heaven go."

"আমার কথাগুলি উড়িয়া গেল। কিন্তু মন নিম্নে পড়িয়া রহিল। ভাবশূন্য শব্দ স্বর্গে পঁহুছায় না"।

কয়েক খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে একজন দেশহিতৈষি বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালীকে হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব করেন, এবং এই সঙ্গে তাঁহারা আরও বলেন, যে বিলাত হইতে স্বদেশাগত সকলকেই এইরূপে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা উচিত। সাধারণীর সম্পাদক এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, "যুক্তি সঙ্গত হউক যুক্তি-বিরুদ্ধই হউক হিন্দু সমাজে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত আছে। ঐ নিয়ম গুলি সমাজের মঙ্গলকর, এবং অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া পোনের আনা লোকের বিশ্বাস। এরূপ স্থলে যিনি হিন্দুসমাজে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে প্রচলিত রীতি নীতির অনুসরণ করিতেই হইবে। যখন শিক্ষিত দল সেরূপ রীতির অনুসরণ করিতে বিমুখ, তখন তাঁহারা সমাজেও স্থান পাইতে পারেন না।" ইহা ঠিক কথা। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদিগের সংস্কৃত মতগুলিকে পদদলিত না করিয়া, ঐ সমাজের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারেন না। এক সমাজের পোনের আনা লোকের বিশ্বাসের উপর অত্যাচার করা অসঙ্গত। যদি তাঁহাদিগকে

নানা প্রকারে শিক্ষা দিয়া বুঝাইয়া দিতে পার যে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রীতি নীতি দূষিত। তাহা হইলে আর এসকল কথা লইয়া এত গোলযোগ করিতে হয় না। এই কার্য্য দুই প্রকার উপায়ে সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ ঐ সমাজের সম্মুখে একটী আদর্শ সমাজ সংস্থাপন। বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষা এবং সংস্কৃত মতাবলম্বীদিগের প্রচার কার্য্য দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে; এবং কতকাংশে করিতেছেও বটে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যদি কোন সমাজ থাকে, এবং যাহাকে আমরা আদর্শ সমাজ বলিতে পারি, তাহা ব্রাহ্মসমাজ। একথায় ব্রাহ্মদিগের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত লোকই (দুই একজন ভিন্ন) হিন্দুসমাজ হইতে আগত। বিশেষ ভাবে হিন্দু-সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতে ইহারা সকলে দায়ী। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত পক্ষেই আদর্শ সমাজ হইয়া দাঁড়াইতে পারে এরূপ চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত। প্রত্যেকের আত্মচরিত্রে সাধুতা বিকাশ করাই এ কার্য্য সাধনের এক মাত্র উপায়, ব্রাহ্মেরা যেন সর্ব্বদা একথা স্মরণ রাখেন। এইরূপে আদর্শ সমাজ সংস্থাপিত হইলে; এবং প্রচার ও শিক্ষাদান কার্য্য অব্যাহত থাকিলে, হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

মানব আত্মা কিছু আশ্রয় করিতে না পারিলে স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু ধরিবার বস্তু না পায় ততক্ষণ কেবল হাবু ডুবু খাইয়া বেড়ায় এই কারণে ব্রাহ্মসমাজে অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। চক্ষুর উপর দেখিতেছি, অনেক লোক পৌত্তলিকতা ছাড়িল উপবীতও পরিত্যাগ করিল, জাতিভেদ ছাড়িল, বাহিরের অনেক পাপের কার্য্য ছাড়িল, মদ ছাড়িল, ঘুস লওয়া ছাড়িল, দেখিতে দেখিতে হিন্দু সমাজের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া উদার ব্রাহ্মসমাজে আসিল। সেও মনে করিল আমার বিঘ্ন এত দিনে গেল, আমরাও মনে করিলাম এবার এ লোকটীকে পাইলাম। সে ব্যক্তি যখন এত ছাড়িল তখন আর কোন সাহসে তাহাকে বলিব তুমি এখনও ব্রাহ্ম হও নাই। সেও যা বুঝিল আমরাও তাই বুঝিলাম। যদি হিন্দু সমাজের সব ছাড়ার নাম ব্রাহ্ম হওয়া হয়, অথবা ব্রাহ্মদের বাহিরের দুই একটী অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্ম হওয়া হয়, তবে ত সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম হইয়াছে। তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সব ছাড়িলেই যে ব্রাহ্ম হয় তাহা নহে। যেমন একদিকে ঐ সকল ছাড়িল অন্য দিকে মানব-আত্মার আশ্রয় যোগ্য কিছু ধরা চাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধরিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নিজেকেও নিজে বিশ্বাস করিও না। এইটী বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় আমরা দুঃখ করিয়াছি, অমুক লোক উপবীত পরিত্যাগ করিল, অসবর্ণ বিবাহ করিল, পৃথিবীর কত না কষ্ট সহ্য করিল, তাহার পর একি দেখি? সে লোক এখন কোথায়! হায়! তিনি যাহার জন্য এত কষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাকে না ধরিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাই এত দুর্দশা, যদি পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিতে না পারিয়া থাক তবে ভাবিওনা, যে এতদিন এ সমাজে থাকিয়া যখন বৃদ্ধ হইলাম, তখন আর পতনের ভয় নাই! বৃদ্ধ কেন অতিবৃদ্ধ হইলেও আশ্রয়-শূন্য অবস্থাতে নিশ্চয়ই তোমার পতন। কত লোক একবারে সব বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াও আবার ফিরিয়াছে। শুন নাই কি বহুকাল তপস্যা করিয়া যাঁহাকে লাভ করে, মানুষ কিছু সময় তাঁহাকে ছাড়িলে কোথায় পড়িয়া যায় কে জানে। এই সব লোক কি বিশ্বাসঘাতক? না; অনেক বিশ্বাসঘাতক আছে যাহারা পরমেশ্বরের নামে কলঙ্ক দিয়া যায় সত্য? কিন্তু ইহারা তাহা নহে।

আবার অনেক লোক ধর্ম্মপিপাসায় আকুল হইয়া যখন পূর্ব্ব ভ্রম কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করেন, তখন কিছু ধরিতে যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে এক কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে অন্য কুসংস্কার ধরিয়া বসেন। মানব-আত্মা কিছু চায় সুতরাং যখন পৌত্তলিকতা ছাড়িল সঙ্গে সঙ্গে যদি অনন্ত মহান্ পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধরিতে না পারে, অমনি ব্যাকুল অন্তরে আর একটী অন্যরূপ কুসংস্কার আসিয়া আশ্রয় করিবে। তাই অনেকবার অনেক লোক পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া নূতন রূপ পৌত্তলিকতা ধরিয়া প্রাণে মারা পড়িয়াছে। এ ভয় হইতেও ব্রাহ্মসমাজ বাঁচিতে পারেন নাই. এখানেও অনেক ব্রাহ্ম মারা পড়িয়াছেন। যেমন কিছু না ধরিতে পারিয়া অনেক লোক মারা গিয়াছেন, তেমনই অনেকে এক ভ্রম পরিত্যাগ করিতে গিয়া দ্বিতীয় ভ্রমে পড়িয়া মারা গিয়াছেন। ধর্ম্ম পিপাসু লোক যদি নিজের বিবেককে পরিমার্জ্জিত না করেন তবে তাঁহাকে পদে পদে মারা যাইতে হয়, পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে এবং ধর্ম্মের বাহিরের অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে আশু কিছু সুখ হইতে পারে; অনেক পিপাসু লোককে দেখা গিয়াছে সেই সেই সুখ টুকু পাইয়াছেন, অমনি একবারে বিবেক-বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাতে মত্ত হইয়া গেলেন; এখানেও বিষম বিপদ। যত ভাবা যায় এবং দেখা যায়, দেখিতে পাই ছাড়া সহজ, কিন্তু ধরাই কঠিন; কিন্তু কিছু না ধরিলে মানুষ থাকিতে পারে না।

অনেক লোক ভাবিতে পারেন এসব ছাড়া কি বড়ই সহজ? না তা নয়। যদি এসব ছাড়া খুব সহজ হইত, তবে অনেক লোক আসিত এবং ঈশ্বরের ঘরে এত অল্প লোক কখনই দেখা যাইত না। তবে পরমেশ্বরকে আশ্রয় করাও লাভ করার সঙ্গে তুলনায় এসব ছাড়া সহজ। যদি পরমেশ্বরকে কেহ লাভ করিতে পারে তবে এসকল আপনা আপনি ছাড়িয়া পলায়। এসকল আর তখন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাই বলি যাহা দোষ বলিয়া বুঝিয়াছ তাহা ত ছাড়িবে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিও কিছু ধরা চাই, তাহা না হইলে প্রাণ স্থির

হইবে না! কি ধরিব? প্রাণ বলিবে যাহা পাইলে এমন ভয়ানক স্থানে স্থির থাকিতে পারি তাহাই চাই। তাহা কি? সত্য—সত্য চাই; সত্যকে আশ্রয় করিতে পারিলে আর, ভাবনা নাই। সত্যকে আশ্রয় কর, সত্যকে প্রীতি কর, তোমার পরিত্রাণের ভাবনা কি? অনেক দিন এই উপদেশ শুনিয়াছি। কিন্তু সকলেই অন্তরে অন্তরে ভাবিয়া দেখুন কাহার কত দূর সত্য-সাধনা হইয়াছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই বা কি ভাব এবং চক্ষু মেলিয়াই বা কি দেখ? নিশ্চয়ই জানিবে যাঁহার যতটুকু সত্য সাধনা হইয়াছে তিনি ততটুকু নির্ভয়।

কার্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা।

দেশকালের অবস্থানুসারে মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক যাঁহারা সংসারে মহৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃতকার্য্যের প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ নামেই সংসারে পরিচিত হউন না কেন, যিনি প্রকৃত মহৎ, তিনি কদাপি কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে অপারগ নহেন। মহাত্মা কারলাইল একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন,—"আমি জানি না মহৎ ব্যক্তি দ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে।" আমরাও বলি যিনি মহৎ, যাঁহার জীবনে প্রকৃত মহত্ত্ব ও বীরত্ব আছে, যিনি বীর হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যে বিভাগেই নিযুক্ত করিতে চাও, তিনি তাহাতেই পটু, কিছুতেই অপারগ নহেন। ধর্ম্ম জগতে চল, সেখানে দেখিবে তিনি স্বীয় জীবনের মাধুর্য্যে, চরিত্রের বলে, মধুর প্রচারের কুহকে সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছেন; সহস্র সহস্র লোকের উপদেষ্টা ও নেতা হইয়া স্বীয় জীবনের মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাকে কবিতা লিখিতে দাও, দেখিবে অল্পকালের মধ্যেই তিনি মধুর সঙ্গীতে স্বীয় চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া, কল্পনার অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া কবি নামে খ্যাত হইবেন; তাঁহার লেখনী প্রসূত তানলয় সংযুক্ত বীরনাদে চতুর্দ্দিক আলোড়িত হইবে; মৃতদেহে নব উৎসাহ নব বল সঞ্চারিত হইবে; তাঁহার ভালবাসার মধুর ভাষায় শুষ্ক কঠোর মনে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হইবে। তাঁহাকে সংগ্রামে পাঠাও, তিনি স্বীয় রণকৌশলে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবেন; তাঁহার বীরনাদে রণস্থল বিকম্পিত হইবে; তাঁহার সংগ্রাম নৈপুণ্য দেখিয়া অধীনস্থ সৈন্যগণ শ্রদ্ধার সহিত, প্রভুভক্তির সহিত, তাঁহার হস্তে কলের পুতুলের ন্যায় চালিত হইবেক। বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন দেশের এক একটী" মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই মহাত্মারা আপনাদিগের শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে লোক সমাজে পরিচিত হইয়া থাকেন। এখন দেখা যাউক মহাত্মাদের কার্য্যের মধ্যে এমন কি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায়, যদ্দারা তাহা সাধারণের কার্য্য প্রণালী হইতে পৃথক বলিয়া জানা যাইতে পারে।

মহাত্মারা বলেন, "কার্য্য ভিন্ন প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান লাভকরা যায় না;"—আত্ম-জ্ঞানের অপরিস্ফুট ভাব আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে মাত্র। ভাব একমাত্র কার্য্য দ্বারাই আমরা সুস্পষ্টরূপে ধারণ করিতে পারি। আমাদের কার্য্য সমূহ দর্পণ স্বরূপ। এই কার্য্য-দর্পণেই আত্মা ইহার ভাব নিচয় প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়। বিশ্বাস যতই পরিষ্কার হউক না কেন, কার্য্যে পরিণত না হইলে, বিদ্যুতের ন্যায় পলকেই পলক জ্যোতির সহিত বিলীন হইয়া যায়। সত্য অবলম্বন করিয়া কার্য্য করাকেই মহাত্মারা প্রকৃত বাহ্য সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সত্য অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইলে, সত্যস্বরূপের অধীন হইতে হয়, এবং এই অধীনতাকেই দৃঢ় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বলে। মহাত্মারা সর্ব্বদাই দৃঢ় ভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন। যিনি মহৎ তিনি প্রত্যেক কার্য্যের অন্তস্তলে পঁহুছিয়া শান্তভাবে গভীর চিন্তার সহিত সদনুষ্ঠানে ব্রতী হন। তাঁহার কার্য্যের বাহ্য বিকাশ বড় কম। তিনি আড়ম্বর করিতে ভালবাসেন না; গোলমাল করিতে হুঠাহুটী করিতে সংবাদ পত্রে সদনুষ্ঠানের ঢাক ঢোল বাজাইতে ভাল বাসেন না। তাঁহার কার্য্যের একটী বিশেষ লক্ষণ এই,—রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত বিবেকানুমোদিত কার্য্যেই তিনি স্বতঃই যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে কেহ আহ্বান করুক বা নাই করুক, তিনি সে জন্য অপেক্ষা করেন না; সেচ্ছাক্রমে অনাহুত সকল কার্য্যেই যোগ দান করেন। কেনই বা যান, তাহা বুঝেন না; কেনই বা শরীরের রক্ত জল করিয়া, শীত, উত্তাপ, বৃষ্টিকে পরাস্ত করিয়া খাটিতেছেন, কিছুই বলিতে পারেন না। অথচ এইরূপ না করিয়াও সুস্থ থাকিতে পারেন না; কেনই বা নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া পরের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, পরের অশ্রু মুছিতেছেন কিছুই বলিতে পারেন না, অথচ সেইরূপ সুখশান্তি আর কিছুতেই মিলে না। কাহারও পীড়ার কথা শুনিয়া, কাহারও বিপদের কথা শুনিয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারেন না,—অমনি ছুটিয়া যান; সাহায্য করিবার সহস্র লোক সত্বেও তিনি কেন যান, জানেন না, অথচ শত বিঘ্ন বাধাও তাঁহার গতি অবরোধ করিতে পারে না। যেখানে বাধা সেই স্থানেই ক্লেশের উৎপত্তি। দেহ যন্ত্রের প্রত্যেক স্থানে শিরার দ্বারা শোণিত চালিত হইতেছে, হঠাৎ যেখানে বাধা পাইল, অমনি সেই খানেই কষ্টের উৎপত্তি হইল। সেইরূপ সংসারের প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহাই লাভ করিতে হয়, তাহাই বিশেষ আয়াস সাধ্য। সংসারে যাহাই কিছু সত্য, যাহাই কিছু সার, যাহাই কিছু শরীর ও আত্মার পক্ষে মঙ্গলদায়ক, তাহাই

অসারতা এবং অসত্যতাকে বাধা দিয়া উপার্জ্জন করিতে হয়। এই জন্যই মহাত্মারা কোন কার্য্যে পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হইয়াও নিরাশ হন না; এই জন্যই মহাত্মারা চিরকাল সংসারের সুখভোগে বঞ্চিত হইয়া, অবশেষে মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের ন্যায়, ভয়াবহ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ধর্ম্ম জগতে আর একটী সত্য লাভ করা যায়;—মহাত্মারা বলেন, 'ভ্রাতা ভগিনীর পরিত্রাণের উপায় না করিলে, নিজের পরিত্রাণ নাই।" তুমি আমি অসারের অসার, সার সত্য উপার্জ্জন করিয়া জীবনে পালন করিতে পারিলাম না; তুমি আমি স্বার্থের দাস, মানের ভিকারী, যশোলিপ্সু, সুখ-প্রিয়, স্বার্থপর নরকের জীব হইয়া কিরূপে এই সত্যটীকে জীবনে পালন করিব? নিজে সত্য চিনিলাম না, সত্যের আদর করিতে জানিলাম না, অন্যকে কি মাথামুণ্ড শিক্ষা দিব? পরের জন্য এক বিন্দু ক্লেশ সহ্য করিতে বা একটুকু সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে যাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহার পক্ষে জীবন বিসর্জ্জনের কথা কেন? যশোলিপ্সাই যাহার কার্য্যের পুরস্কার, সাধারণের সহানুভূতিই যাহার কার্য্যের মূলে, তাহার পক্ষে কোন সদানুষ্ঠানে যোগ দান করা বিড়ম্বনা মাত্র।

কোন একটী মহৎ জীবনের আখ্যায়িকায় পাঠ করিয়াছি,—"আহ্ন! সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, কৃতকার্য্যতা ও নিষ্ফলতা ইত্যাদি নানা বর্ণের দৃশ্য ভিন্ন আর জীবনের মহত্ত্ব কিসে অঙ্কিত হইতে পারে?" কি উচ্চ কথা! বাস্তবিক সমস্বর বিশিষ্ট সুমধুর সঙ্গীতেও লোকের অরুচি জন্মে; অর্ণবযানারোহী নাবিক সমুদ্রের মনোহর সমদৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিরক্ত হইয়া উঠে; সমুদ্রের সে অনুপম শোভা দেখিয়া আর নাবিকের মনে ভাবের উদয় হয় না। যে জীবন-স্রোত একটানে প্রবাহিত হইতেছে, জোয়ারে ফিরিতেছে না, একমনে ভাটা দিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, তুমুল ঝটিকা বেগেও তাহার কোলে তরঙ্গমালা নৃত্য করে না। ধর্ম্মজগতে অনেক লোককে দেখা যায়, যাঁহারা মৃতের ন্যায় নির্জ্জীব, পরোক্ষভাবে সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের জীবন পাপেও কলুষিত হয় নাই, আবার পুণ্যের প্রতিও তাঁহাদের ঐকান্তিক স্পৃহা লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের জীবনে জলন্ত উৎসাহ উদ্যমের চিহ্ন নাই, দিনান্তে নিশান্তে, হিন্দু গৃহস্থের ঠাকুর পূজার ন্যায় দুই এক বার ভগবানের নাম করিয়াই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন। পাপে তাপে কলঙ্কিত নিতান্ত পাষণ্ডের জীবনেও যখন পাপের আগুণ জ্বলিয়া উঠে, স্বর্গীয় আলোকের একটু ক্ষীণ জ্যোতি আসিয়া যখন খদ্যোতিকার জোনাকীর ন্যায় টিপ্ টিপ্ করিয়া একটু আলো দেখায়, তখনই সেই পাষণ্ড স্বর্গের আভাস প্রাপ্ত হয়, তাহার মৃতদেহে নূতন জীবন সঞ্চারিত হয়। এইরূপে এক দিন পাপী বলিয়া, পাষণ্ড বলিয়া, অকর্ম্মণ্য বলিয়া, যে সকলের ঘৃণার পাত্র ছিল, আজ কি না, তাহার জলন্ত বিশ্বাসে, জলন্ত উৎসাহে, ভগ্নহৃদয়ের উৎসাহ উদ্দীপিত হইতেছে, অবিশ্বাসীর জড়তা মোহান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে। কিন্তু ইহাদের জীবনের কি জড়তা! রোগ শয্যায় শায়িত পীড়িত ব্যক্তি যেমন চক্ষু মুদিয়া তিক্ত ভক্ষণ করে, প্রত্যক্ষ ভাববিহীন উপাসকের জীবনও সেইরূপ মৃতভাবে অতিবাহিত হইয়া যায়।

পরীক্ষার পরে পরীক্ষায়, বিপদের পরে বিপদে আকণ্ঠ ডুবিয়াও যিনি স্বীয় জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই, স্বীয় জীবনের ভিত্তিভূমি টুকু রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি যে প্রকৃত বীর, তিনি যে বাস্তবিকই মহৎ সে কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলে অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্তু লোকে যখন, আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া জলমগ্নকে উদ্ধার করিতে যায়, তখন কি আর তাহার মনে আত্ম-প্রসাদের আশা কার্য্য করিয়া থাকে? তাই বলি, পাঠক! পরের দুঃখে যদি স্থির থাকিতে না পার, পরের চক্ষু জল দেখিয়া যদি অশ্রু সম্বরণ করিতে না পার, দেশের দুর্দ্দশা-দেখিয়া সমাজের অবস্থা দেখিয়া যদি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া থাক, তবে এস স্বীয় জীবনে উৎসাহ ও বিশ্বাস সপ্রমাণ কর। বক্তৃতায় কাজ নাই, প্রচারে কাজ নাই, কার্য্যে দেখাও, দেখিবে তোমার জীবনী শক্তিতে মৃত দেহে নূতন বল, নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে; তোমার সদনুষ্ঠান দেখিয়া পাপাচারীর মনে ভয় লাগিবে, নিষ্ঠুরের মনে দয়ার উদ্রেক হইবে। পাঠিকা ভগিনি! তোমার সাহায্য বিনা কোন কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হয় না; তুমি তোমার চরিত্রের বল পূর্ণ মাত্রায় দেখাও, দেখিবে ভগ্ন হৃদয়ে আশার প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে; দেখিবে, তোমার সদনুষ্ঠান দেখিয়া, অচল গহন বনবিহারী কৃচ্ছ্র-সাধক এই কলরব পূর্ণ সংসারে ফিরিয়া আসিয়া সংসারের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় কি না, তাহার প্রমাণ করিবে। পাঠিকা ভগিনি! যদি কাঁদিয়া অপরকে কাঁদাইতে শিখিয়া থাক, যদি পরোপকার ব্রতকে জীবনের ব্রত করিয়া থাক তবে দেখিবে, তোমার পালনী শক্তি দেখিয়া, তোমার শান্ত ও কোমল নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত দেখিয়া, কত নরনারীর হৃদয়ে বাহ্য সাধনের সুস্পষ্টভাব প্রতিভাত হইবে।

"তস্মিন প্রীতিঃ তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

এই সত্যটী যাঁহার জীবনের ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছে, এই ভিত্তির উপরে সুদৃঢ় ভাবে যাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছে, এই মূলসূত্র যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছে তিনিই প্রীতির সহিত ঈশ্বরের অধীন হইয়া তাঁহার আদেশ পালনে ব্রতী হইয়াছেন; তিনিই জীবনের কার্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন; তিনিই ধর্ম্ম-জনিত আত্ম-প্রসাদের স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; তিনিই প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যুগান্তর।

কিছু দিন হইল জার্ম্মনি দেশের অনেকগুলি বিদ্বান ও চিন্তাশীল লোক একত্র হইয়া একটী নূতন সভা স্থাপন করিয়াছেন। জগতে উদার ধর্ম্মভাব বিস্তার করা উক্ত সভার উদ্দেশ্য। এই সকল সুপণ্ডিত লোক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের কুসংস্কার সকল বর্জ্জন করিয়া, সম্পূর্ণ উদার ভাবে কেবল খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-ভাব প্রচার করিবেন। এই সভা বিগত ১১ ই এপ্রিল ফ্রাঙ্ক ফোর্ট নগরে স্থাপিত হইয়াছে,এবং তাঁহাদের জার্ম্মন ভাষাতে লিখিত অনুষ্ঠান পত্র আমাদের একজন বন্ধুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সমগ্র অনুষ্ঠান পত্রখানি এখন মুদ্রিত করা যাইবে না। কিন্তু ঐ সভার এক জন প্রধান উদ্যোগী প্রোফেসার কেসেলরিঙ্ নামক এক জন পণ্ডিত ঐ অনুষ্ঠান পত্রখানি আমাদের বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিবার সময় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

জুরিক্, ২২ এপ্রেল ১৮৮৩।

"প্রিয় বন্ধু!

ফ্রাঙ্ক কোর্ট নগরে যে সভা হয় এবং আমি যাহাতে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহে সহায়তা করি, সে সভার উদ্দেশ্য এই যে সকল জাতি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে এমন ভাবে প্রচার করা হইবে, যে তাহার মধ্যে যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কিছু থাকিবেনা,অথচ জীবন্ত ধর্ম্মভাব বিদ্যমান থাকিবে। * * * আসিয়া দেশের যে সকল জাতি অদ্যাপি আদিম কালের সভ্যতার রীতি নীতির অনুসরণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে, এবং বিশেষতঃ তোমাদের ভারত-বর্ষে এই ভাব প্রচার করা আমাদের সভার লক্ষ্য। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জগতের নানা ধর্ম্ম বিষয়ক গবেষণা দ্বারা যে সকল মূল সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে,তাহাকে আমাদের বিশ্বাস ও কার্য্যের ভিত্তি স্বরূপ করিয়া, সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মের অভ্যন্তরে যে সকল সাধারণ সত্য নিহিত আছে তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা কার্য্য করিব; এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষ আছে তাহা দূর করিয়া পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃ-প্রেম বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিব;—অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির গূঢ় ধর্ম্মজীবনকে আশ্রয় করিয়া সকলকে প্রেমসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা এখনও মনে করি যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যে গূঢ় আভ্যন্তরীণ ভাব তাহাই জগতের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-ভাব। কিন্তু আমরা আমাদের এই বিশ্বাসকে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপরে চাপাইতে ইচ্ছা করি না; বরং ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল সত্য আছে, তাহা ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং যে সকল স্থানে সেই সকল সত্য কলঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল স্থলে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া সেই সকল সত্যের পুরাতন উজ্জ্বলতা ও পবিত্রতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করি। এমন কি যেখানে মানবের উন্নতির জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভাবের সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন হওয়া আবশ্যক বোধ হইবে, সেখানে প্রয়োজন হইলে খ্রীষ্টীয় নাম পরিহার করিয়াও আনন্দের সহিত সেই ভাব দেওয়া হইবে। এবং যে সকল স্থলে লোকে বিশ্বাসের অনুরোধে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে সে সকল স্থলে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করা হইবে। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া তাহাদের উপর আমাদের পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় রীতি নীতি সকল চাপান হইবে না। বরং প্রত্যেক জাতির চরিত্রের বিশেষ গুণের, রুচির ও শিক্ষার অনুসারে সেই ধর্ম্মভাবকে বিকশিত করিবার চেষ্টা করা হইবে। আমরা যে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা খ্রীষ্ট ধর্ম্মেরই আদেশানুসারে আমাদের জীবনের একটী মহৎ কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে ঈশ্বর সাধারণের পিতা এবং মানুষ মানুষের ভাই,—খ্রীষ্ট-ধর্ম্মই আমাদিগকে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া কলাপ কিছুই নয়, আন্তরিক ধর্ম্ম-ভাবই সার। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তত দোষ নাই। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি যেরূপ অন্যায়াচরণ করিয়াছেন, তাহা যখন স্মরণ করি তখনই এই কর্ত্তব্য জ্ঞান আর ও দৃঢ় হয়। সংক্ষেপে বলি, যথা-সাধ্য আমাদের এরূপ ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা যে আমাদের দৃষ্টান্তে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়গণ ভবিষ্যতে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি কেবল ধর্ম্ম প্রচারকের ভাবে ব্যব-হার করিবে না; কিন্তু মানবোচিত উদার ভ্রাতৃভাবে কার্য্য করিবে। অতএব আমাদের বাসনা যে সংকীর্ণতা এবং দলাদলির ভাব পরিহার করিয়া, উদার ভ্রাতৃভাবে যেখানে যাহার নিকট যে কিছু সত্য পাই, তাহা স্বীকার করিয়া এবং গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে মানবের প্রকৃতি এক, এই মহাসত্যে বিশ্বাস রাখিয়া সমগ্র মানব জাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একতা রূপ সমস্যার মীমাংসা বিষয়ে সাহায্য করিব। নিঃসংশয় ইহা অতি গুরুতর সমস্যা এবং ইহার মীমাংসা হইতে অনেক শতাব্দী লাগিবে। এই কঠিন সমস্যার মীমাংসায় কৃতকার্য্যতা লাভ করা পরমেশ্বরের হস্তে। কিন্তু এই মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করা আমাদের অনুল্লঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। তোমাকে বলা বাহুল্য যে তোমাদের ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আমরা ইচ্ছুক। তোমাদের দেশের বেদান্ত ধর্ম্ম, তোমাদের বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সর্ব্বোপরি তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ, যাহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের অনুরাগ আছে, এই সকলের বিষয় অধিকতর জানিতে ইচ্ছা করি।" ইত্যাদি।

ইহাঁরা যেরূপ উদার ভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা যে অতীব প্রার্থনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কার্য্যকালে এই উদার ভাব সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতে পারিবে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। জগতের ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল যে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাতে পরিণত হইয়াছে, বাহিরের লোকের নির্যাতন ও অপর সম্প্র-দায় সকলের বৈর-ভাব তাহার প্রধান কারণ! খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম,

মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতির ইতিবৃত্ত যখন দেখা যায়, তখন দেখিতে পাই, যে ঐসকল ধর্ম্ম প্রথমে অতি উদার ভ্রাতৃভাব অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের অন্তরে এই মহৎ লক্ষ্য ছিল যে তাঁহারা সমুদায় জগতকে তাঁহাদের ভ্রাতৃ মণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ করিবেন। এই উদার ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সমগ্র জগতবাসিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইল? যখন তাঁহারা দেশ বিদেশে আপনাদের অবলম্বিত সত্য সকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন লোকের বৈরিভাব প্রবল হইয়া উঠিল। জগতের লোক তাঁহাদিগকে শত্রু বোধে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারা বিরোধী দলের নির্য্যাতনে অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহাদের চিত্তের প্রেমও সংকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং তাঁহাদের জগতের হিতৈষিতা স্বদলের হিতৈষিতাতে পরিণত হইল। এইরূপে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হইল।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সভার প্রচারকগণ যখন তাঁহাদের উদার ভাব প্রচার করিতে গিয়া জগতের সংকীর্ণ ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইবেন এবং বাহিরের নির্য্যাতন যখন তাঁহাদিগকে এক ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ করিবে, তখন তাঁহাদের ভাব কি দাঁড়াইবে তাহা এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যাহা হউক এরূপ উদারভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টাও ভাল।

দ্বিতীয়তঃ—ইঁহারা ধর্ম্ম মতের উপর অধিক নির্ভর করিবেন না, যে সকল মত লইয়া খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে সে সকল মতকে ইঁহারা পশ্চাতে রাখিবেন। কেবল উদার ধর্ম্মভাব বিস্তারের চেষ্টা পাইবেন। ধর্ম্ম মতকে বর্জ্জন করিয়া বা পশ্চাতে রাখিয়া ধর্ম্মভাব কিরূপে প্রচার হয় তাহা অনেকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর হইবে। ধর্ম্মভাব প্রচার করার অর্থ লোককে ঈশ্বর-প্রেমিক করা, নীতিপরায়ণ করা, নিঃস্বার্থ করা, পরোপকারী করা। ধর্ম্মমত প্রচার করা বরং সহজ কিন্তু লোকের হৃদয় মনে এই সকল সদ্‌গুণের উদয় করা যে কিরূপ কঠিন তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না। এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে মানবের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করাই সমুদয় ধর্ম্মসমাজের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু জগতে সচরাচর মতেরই প্রচার দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ—ইঁহাদের পথে আর একটী বিঘ্ন আছে। সচরাচর খ্রীষ্টীয়গণ যে ভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন ইঁহারা সে ভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। ইঁহারা এই মাত্র বলেন যে খ্রীষ্ট যে ধর্ম্মভাব ও নীতির আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি জগতে যত আদর্শ দেখা গিয়াছে সকলের অপেক্ষা উচ্চ। সুতরাং তাঁহারা খ্রীষ্টের নাম লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। আমাদের আশঙ্কা হয় এভাবেতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাঁহারা বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বলিতে গেলে তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, কারণ ইহার মূল মত সকল তাঁহারা মানেন না, কিন্তু লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নাম করিলেই সেই মতগুলিকে বুঝিয়া থাকে। এরূপ স্থলে সেই নামের সংস্রব রাখিলে, তাঁহাদের প্রকৃত মত ও উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে জগতের লোক সর্ব্বদাই সন্দিহান থাকিবে। অনেকে সন্দেহ ও আশঙ্কা বশতঃ যোগ দিতে পারিবে না। অনেকে ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যোগ দিয়া আবার তাঁহাদের দল পরিত্যাগ করিবে। বাহিরের লোকেও তাঁহাদের সভাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের একটী শাখা জানিয়া যোগ দিতে বিরত থাকিবে। আমরা যে সত্যটী প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছি তাহার দৃষ্টান্ত মহাত্মা পার্কারের জীবনেই পাওয়া গিয়াছে। আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ যত কথা শিখিয়াছি তাহার অনেক কথা পার্কার আমাদিগকে শিখাইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পার্কারের ন্যায় উদার ধর্ম্মভাব কাহার ছিল? কিন্তু সেই পার্কার প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী হইয়াও বরাবর আপনাকে খ্রীষ্টান বলাতে তাঁহার এমন উদার মত সকল কোন প্রকার স্থায়ী আকার ধারণ করিতে পারে নাই। আজ আমেরিকা দেশে তাঁহার শিষ্যগণের কোন একটী বিশেষ সম্প্রদায় নাই। তাঁহার প্রভাব যেন লুপ্তপ্রায় বোধ হইতেছে। অতএব আমাদের বোধ হয় ইঁহারা যদি খ্রীষ্টীয় নাম বর্জ্জন করিয়া কোন স্বতন্ত্র নামে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইত।

যাহা হউক ইঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ইহা হইতে আমরা একটী সত্য অনুভব করিতে পারিতেছি। সেই সত্যটী এই যে জগতে স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে। আর মানবের চিত্ত কুসংস্কারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সন্তুষ্ট ভাবে বাস করিতে পারিতেছে না। মানবজাতির জাগ্রত চিন্তা-শক্তি ও জাগ্রত বিবেক স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানব মন এখন কুসংস্কার বিহীন ধর্ম্ম চায়, যাহার মধ্যে বাস করিতে হইলে জ্ঞানকে অপমানিত করিতে হইবে না, বিচার শক্তিকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতে হইবে না, চিন্তাশক্তিকে বলপূর্ব্বক কারারুদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক হইবে না। মানব সুখী ও প্রসন্ন-চিত্তে ও স্বাধীন ও মুক্ত হৃদয় মন লইয়া সাধারণ পিতা পরমেশ্বরের পবিত্র প্রেমালোকে বাস করিবে। এই কারণে জগতের উপধর্ম্ম সকলের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উপযোগী। ব্রাহ্মদিগের চেষ্টা ও প্রচার বিনাই সময় অনুকূল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবকে জগতে প্রচার করিতেছে।

চরিত রহস্য।

জেস্যুয়িট নামক রোমন কাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা সেণ্ট ইগনেশিয়াস লয়েলা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের কয়েক বৎসর অতি কঠোর বৈরাগ্যে যাপন করিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম্ম-জীবনে প্রবেশের পূর্ব্বে যে পথে চলিতেছিলেন সেই পথে যদি চলিতেন, তাহা হইলে তিনি ধনী ও মানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হইতে পারিতেন, কিন্তু জগদীশ্বর তাহা হইতে দিলেন না। যে জীবন দ্বারা শত শত জীবনের ধর্ম্মপথে সাহায্য হইবে, সে জীবনকে তিনি সংসারের সেবা ও ধন মানের উপার্জ্জনে নষ্ট হইতে দিবেন কেন? তিনি প্রবলভাবে ইগনেশিয়াসকে ধর্ম্ম জীবনের দিকে আকর্ষণ করিলেন। ইগনেশিয়াস সর্ব্বত্যাগী হইয়া ধর্ম্মপ্রচারকের পবিত্র ব্রতের উপযুক্ত হইবার জন্য কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যা দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিতে লাগিলেন। এইরূপ কয়েক বৎসর ম্যানারেসা নামক স্থানের গিরিগহ্বরে বাস করিয়া তিনি তপস্যা ও কঠোর বৈরাগ্য আচরণ করিলেন। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে একবার খ্রীষ্টের আদি ভূমি জেরু-শালেম প্রদেশে তীর্থযাত্রা করিবেন। তখন জেরু-শালেম যাইতে হইলে অগ্রে রোমে গিয়া পোপের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। তদনুসারে ইগনেশিয়াস অগ্রে রোমনগরে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া জাহাজের কাপ্তেনের অনুগ্রহে বিনা ব্যয়ে ইটালীয় নেপল্‌স নগরের সন্নিহিত একটী স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখান হইতে পদব্রজে রোমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর ও তিন জন যাত্রী যুটিল। তাহাদের একজন একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, আর একটী তাঁহার যুবতী কন্যা। ঐ যুবতী দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোক দিগের দৌরাত্ম্যের ভয়ে পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক আত্ম-গোপন করিয়া রোম তীর্থে গমন করিতেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি একটী যুবক, সেও রোম তীর্থের অভিমুখে গমন করিতেছিল। পথিমধ্যে ঐ যুবক জানিতে পারিয়াছিল যে বৃদ্ধার পুত্রটী পুত্র নয় কিন্তু কন্যা, পুরুষের পরিচ্ছদে আত্মগোপন করিয়া যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে দুরভিসন্ধির উদয় হইল এবং সে তাহা চরিতার্থ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্রমে যাত্রীগণ পথ শ্রান্ত হইয়া দিবা শেষে একটী গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ যথাসাধ্য তাঁহাদের আতিথ্য করিয়া বৃদ্ধাকে ও তাঁহার পুত্র-রূপিণী কন্যাকে উপরের একটী ঘরে শয়ন করিতে দিলেন, এবং নিম্নের একটী ঘরে ইগনেশিয়াসকে ও উক্ত যুবা পুরুষকে থাকিতে দিলেন। নিশীথকালে ইগনেশিয়াস যখন ঘোর নিদ্রায় পতিত হইয়াছেন এমন সময়ে হঠাৎ রমণীর আর্ত্তনাদে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উপরে উঠিয়া দেখেন যে বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা উভয়ে নিতান্ত ত্রস্তভাবে সে ঘর পরিত্যাগ করিতেছেন। অনুসন্ধানে জানিলেন কোন দুরাচার ব্যক্তি ঐ যুবতীকে নিদ্রিতাবস্থায় বলপূর্ব্বক অপমান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যুবকটীর উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। ইগনেশিয়াসের সন্দেহ তাহারই উপরে প্রবল-রূপে পতিত হইল। তিনি রমণীদ্বয়কে অতি যত্নে রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অনেক কষ্টে রোমে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রোমনগরে পোপের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি জেরু শালেমে গমন করিলেন। সেখানে অবস্থিতি কালে তদানীন্তন খ্রীষ্টীয় সমাজের দুরবস্থা বিষয়ে অনুধ্যান করিয়া তাঁহার চিত্ত বিশেষ ব্যাকুল হইতে লাগিল। সেই সমাজের ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপায় চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহার মনে হইল, যে গভীর জ্ঞানালোচনা দ্বারা আপনাকে অগ্রে ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তিনি তাঁহার জন্মভূমি স্পেনদেশে প্রত্যা-গত হইলেন। জেরুশালেম যাত্রার পূর্ব্বে ম্যানরেসা গিরি-গহ্বরে একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল ঐ সন্ন্যাসী লাটিন ভাষাতে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং ইগনেশিয়াস সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই উদ্দেশে গমন করি-লেন। গিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী পরলোক গত হইয়াছেন। তখন ইগনেশিয়াসের বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর। তথাপি তিনি ভগ্নোদ্যম না হইয়া বার্সেলোনা নামক নগরে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালকদিগের সহিত লাটিন পড়িবার সঙ্কল্প করিলেন। অনেকে তাঁহার এই উদ্যমকে উপহাসজনক মনে করিতে লাগিল; তাঁহার প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তাহারা অনেকে নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু ইগনেশিয়াস সহজে প্রতিনিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। কোন বাধা প্রতিবন্ধকে তাঁহাকে ভগ্নোদ্যম করিতে পারিত না। তিনি মান অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদের সহিত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন এবং মনোযোগ সহকারে লাটিন শিখিতে লাগিলেন।

তখনও তাঁহার পরিধানে অতি মোটা কেশনির্ম্মিত জামা ও পদদ্বয়ে তলাবিহীন পাদুকা। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের ভাব তখনও শিথিল হয় নাই। তিনি ভিক্ষা দ্বারা উদর পূরণ করিতেন। এবং সে জন্য প্রতিদিন কত স্থানে অপ-মানিত হইতেন। এরূপ কথিত আছে যে তাঁহার ধর্ম্মসাধনের জন্য দিনের মধ্যে এত সময় যাইত, যে বালকদিগের সহিত সমুদায় পাঠ অভ্যাস করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এজন্য শিক্ষকমহাশয় তাঁহার প্রতি বিরক্ত প্রকাশ করিতেন। একদিন তিনি আপনাকে এজন্য ধিক্কার দিয়া পাঠে অধিক সময় দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি তাঁহার শিক্ষককে ডাকিয়া একটী ধর্ম্মালয়ের মধ্যে লইয়া গেলেন, সেখানে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বহু অশ্রুপাত সহকারে পরমে-শ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞার বল প্রার্থনা করিলেন। এবং শিক্ষকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর তিনি পাঠ বিষয়ে

অমনোযোগী হইবেন না। যদি তিনি সে বিষয়ে পুনরায় অপরাধী হন, শিক্ষক তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় অপর বালকদিগের সমক্ষে প্রহার করিবেন। এই আশ্চর্য্য বিনয় ও প্রতিজ্ঞার ভাব দেখিয়া শিক্ষক অবাক্ হইয়া গেলেন।

তৎপরে ইগ্‌নেশিয়াস দিবাভাগের অল্পসময় সাধন ভজনে ব্যয় করিয়া অধিকাংশ সময় পাঠেই ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং রাত্রিকালে অধিকাংশ সময় ধ্যান ধারণাতে ব্যয় করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে তিনি যখন রাত্রিকালে অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জন গৃহে একাকী গভীর ধ্যানে নিযুক্ত হইতেন, তখন তাঁহার সমস্ত দেহ জ্যোতির্ম্ময় বোধ হইত। এবং তাঁহার দেহ আসন হইতে শূন্যে উঠিত। আমাদিগের যোগ শাস্ত্রে ও যোগীদিগের এইরূপ শক্তির কথা শুনা যায়।

এই পঠদ্দশাতে একটী কার্য্যের জন্য তিনি চির-স্মরণীয় হইয়াছেন এবং সেই কার্য্যটী তাঁহার আত্মার প্রকৃত মহত্বের আর একটী প্রমাণ স্বরূপ। সেই সময়ে বার্সেলোনা নগরের সান্নিধ্যে একটী সন্ন্যাসিনী দিগের আশ্রম ছিল। কতকগুলি স্ত্রীলোক যদি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া একত্র থাকে এবং তাহাদের রক্ষা ও শিক্ষার দিকে যদি ধর্ম্মযাজক-দিগের মনোযোগ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দশা যেরূপ দাঁড়ায় এই সন্ন্যাসিনী দিগের দশাও সেইরূপ দাঁড়া-ইয়াছিল। বাহিরের দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষেরা গোপনে ঐ আশ্রমে যাতায়াত করিত। এই কথা ইগ্‌নেশিয়াসের কর্ণগোচর হইলে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন। তিনি ঐ দুরাচারিণীদিগকে পাপ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার পক্ষে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন। সেই রমণীগণ প্রতিদিন একটী ভজনা-লয়ে গিয়া প্রার্থনা করিত, তিনি প্রতিদিন উক্ত ভজনা-লয়ে গিয়া তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করি-লেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার দিকে উক্ত সন্ন্যা-সিনী দিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহারা তাঁহার প্রার্থনার ব্যাকুলতা ও অশ্রুজল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার জন্য অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এক দিন ঐ আশ্রম মধ্যে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করি-বার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। তাঁহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি সর্ব্বদা গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের অবলম্বিত জীবনের মহত্বও তাহা-দের পাপের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাহাদের নিকট চিত্রিত করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদিগকে লইয়া ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জগদীশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। উক্ত সন্ন্যাসিনীগণের হৃদয়ে অনুতাপের উদয় হইল, তাহারা তাঁহার নিকট স্বীয় স্বীয় পাপ স্বীকার পূর্ব্বক সংশোধনের জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে একশ্রেণীর লোক ইগ্‌নেশিয়াসের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল। যে সকল পাপাচারী পুরুষ ঐ আশ্রমে গতায়াত করিত, তাহারা আপনাদের দুরভিসন্ধির পথে বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহাকে ভয়ানক শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। কয়েকবার পথিমধ্যে তাঁহাকে অপমান ও তাড়না করিয়াও কখন তাঁহাকে এই শুভ সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে পারিল না, তখন ঘাতক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন তিনি আর একজন সদাশয় ধর্ম্ম-যাজকের সহিত ঐ রমণী-দিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে ঘাতকগণ তাঁহাদের দুই জনকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়া বিচেতন অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। এত গুরুতর প্রহার করিয়াছিল, যে তাঁহার বন্ধু কয়েকদিনের মধ্যেই পরলোক গত হইলেন, এবং তিনি মাসাবধিক কাল অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিলেন। ইগ্‌নেশিয়াসের কি আশ্চর্য্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল! তিনি যে দিন রোগ মুক্ত হইয়া চলিতে সমর্থ হইলেন সে দিন সর্ব্বপ্রথমেই ঐ সন্ন্যাসিনীদিগের তত্ত্ব লইবার জন্য উক্ত আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ বার বার নিষেধ করিতে লাগি-লেন, তিনি কিছুতেই ভীত হইলেন না। কিন্তু অদ্য আশ্রম হইতে ফিরিবার সময় আর এক ব্যাপার দেখিলেন। যে হতভাগ্য পুরুষ ঘাতক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণহানির চেষ্টা পাইয়াছিল, সে আজ পথিমধ্যে তাঁহার চরণে পড়িয়া অনুতাপ সহকারে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল এবং আপনার সমু-দায় পাপ স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ইগ্‌নেশিয়াস তাহার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি-লেন এবং তদবধি তাহাকে নিজ শিষ্যের ন্যায় গ্রহণ করি-লেন। তাঁহার সহবাস ও তদীয় আশ্চর্য্য উপদেশে সে ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিল। ঐ সন্ন্যাসিনীগণও বহুদিনের পর প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইল। প্রকৃত মহত্ব যাঁহার অন্তরে আছে, তাঁহার এমনি গুণ যে তাঁহার বাতাস লাগিলেও যেন মানুষের সদ্গতি হয়।

লোক-ধর্ম্ম।

মানব বন্যাবস্থাতে ছিল, একা আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে শক্তিতে কুলাইল না; এই জন্য সমাজের সৃষ্টি হইল।

সুতরাং মানব আত্মরক্ষার জন্য অপর মানবের সহচারী হইয়াছে। একে অন্যের সাহায্য করিবে—এই সমাজ-বন্ধনের ভিত্তি।

দশজনের নিকট যে দুইজন আসিল, দশজন তাহাদিগকে বলিল আমরা তোমাদিগকে আপদ বিপদে রক্ষা করিব। কিন্তু তাহার নিয়ম এই যে তোমরাও অপরের আপদবিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। তাহারা দুইজন বলিল তথাস্তু— অমনি সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হইল।

তবে দেখ সমাজ সমষ্টিভাবে আমাদের প্রত্যেকের রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য দায়ী। আমরাও ব্যষ্টি-ভাবে সমাজের রক্ষা ও উন্নতির সাহায্যের জন্য দায়ী।

যে সমাজে এই উভয় ভাব কার্য্যে ও জাতীয় চরিত্রে বিদ্যমান সেই সমাজ আদর্শ সমাজ। অর্থাৎ যেখানে সমাজ ইহার অন্তর্গত নরনারীর রক্ষা ও উন্নতির বিষয়ে নিরন্তর মনোযোগী এবং যেখানে সমাজের অন্তর্গত নরনারী সমাজের উন্নতির জন্য দেহ মনের শক্তি সকলকে নিয়োগ করিতে সতত ইচ্ছুক সেই সমাজ আদর্শ সমাজ।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বলিতেছেন, তোমাদের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা বুঝি না, তোমাদের আত্মার উন্নতি অবনতি বুঝি না, আমরা দশ জন লোকে যাহা করি তাহা করিতে হইবে। সমাজের অনুরোধে তোমার বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। পার ত আমার মধ্যে থাক নতুবা বাহির হইয়া যাও।—এ কথা সামাজিক বন্ধনের মূলভাবের বিরুদ্ধ। এরূপ সমাজকে বলি আমি সৎ হইব, আমি সত্যপ্রিয় হইব, আমি কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইব, আমি ন্যায়কারী হইব—আমি ঈশ্বর-প্রেমিক হইব;—আমি দুর্নীতি জানিলে বর্জ্জন করিব, আমি জানিয়া শুনিয়া পাপের প্রশ্রয় দিব না, তুমি যদি এমন সঙ্কীর্ণ হইয়া থাক যে আমি এরূপ হইতে গেলে তুমি ভাঙ্গিয়া যাও, তবে তুমি ভাঙ্গ আর থাক, আমি সেদিকে দৃক্‌পাতও করিব না।

আবার রুশিয়ার নিহিলিষ্টগণ বলিতেছে, আমরা বর্ত্তমান সামাজিক শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দিব—ইহাতে দরিদ্রজনকে পীড়ন করিতেছে আমরা ইহা রাখিব না। রাজা থাকিবে না—রাজ্যের ব্যবস্থা থাকিবে না—ধর্ম্ম থাকিবে না—ধর্ম্মপ্রচারক থাকিবে না—বিবাহ থাকিবে না—দাম্পত্য নীতি থাকিবে না, আমরা বর্ত্তমান ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করি,—পরে যা হয় হইবে সমাজ গড়ে গড়ুক উৎসন্ন যায় যাক্। ইহাও সামাজিক বন্ধনের দারুণ বিরুদ্ধ কথা। তাহাদিগের ন্যায় এরূপ সিংহ ব্যাঘ্রের প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের হৃদয়ের কোন প্রকার যোগ নাই।

তবে সমাজ কি দেখিবেন? সমাজ দেখিবেন ঈশ্বর ইহার অন্তর্গত নরনারীকে দেহ মনের যে সকল শক্তি দিয়াছেন তদ্দ্বারা লক্ষ্য-সিদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিতেছেন কি না? অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হইতে পারিতেছেন কি না?

যে সমাজ উন্নতির পথ অবরোধ করে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ। তাহার মূলে অধর্ম্ম, ভিত্তিতে পাপ। অর্থাৎ যে সমাজে মানবাত্মার উন্নতি লাভের স্বাধীনতা নাই, তাহা মানবাত্মার বাসের উপযুক্ত নহে।

এই জড়ের প্রত্যেক পরমাণুর উপর দুই শক্তি খাটিতেছে, কেন্দ্রাপসারিণী এবং কেন্দ্রাভিগামিনী। এই জন্যই পৃথিবীর সুগোলতা। সেইরূপ যে পরমাণু-সমষ্টি সমাজ, সে পরমাণুর উপরেও দুই শক্তি খাটিতেছে স্বতন্ত্রতা ও সামাজিকতা। একের গতি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দিকে অপরের গতি একতার দিকে। যে সমাজ একতা রাখে এবং স্বাতন্ত্র্যেরও স্থান দেয়, সেই সমাজ মানবাত্মার উপযোগী সমাজ। হে পাঠক! যদি গূঢ়ভাবে দেখিতে শিখিয়া থাক, এই সমাজ শৃঙ্খলারমধ্যে বিধাতার হস্ত দর্শন কর। বল দেখি এই যে লোকস্থিতি রক্ষা হইতেছে; এই যে তুমি আমি ভূতের বোঝা বহিতেছি; ইহার ভিতরের সূত্র কি? তাহা কি স্বার্থ? স্বার্থে কতদূর রাখে? তাহাতে বাণিজ্যটা চলিতে পারে, কিন্তু জনসমাজ ত বণিকের সমাজ নয়। ভাবিয়া দেখ, দেখিবে লোকস্থিতির মূলে প্রেম। প্রেমই এই সজীব পরমাণু সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, প্রেমই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছে পলাইতে দিতেছে না; প্রেমই পরের বোঝা স্কন্ধে তুলিয়া দিতেছে। যাঁহার সৃষ্টিতে এত প্রেমের রাজত্ব তাঁহার প্রেম নাই, ইহা কি মনে কর? ধিক্ তোমার বুদ্ধিকে যদি সত্য সত্যই তাহা ভাব।

বল দেখি এ কি যাদুকরের যাদু, তোমাদের দশজনের দৌরাত্ম্য সহিতে সহিতে আমার জন্ম গেল, তবু তোমাদের দশজনকে ছাড়িয়া বনে যাইতে পারি না। এত বিবাদ বিরোধে প্রাণদগ্ধ কর, তবু তোমাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয়। বিধাতা আনন্দে বলিতেছেন, এইত আমার লীলা!

তবে এই সমাজ-শৃঙ্খলা মধ্যে যদি বিধাতার কোন বিধি থাকে, সে বিধি ধরিবার চেষ্টা কর, তবেই জনসমাজকে চিনিবে এবং ইহার সেবা করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

রেজিষ্ট্রার যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়াতে আমাদিগকে অনেক বিবাহ দিবার সময় বিশেষ অসুবিধা ভুগিতে হয়। বিবাহকালে রেজিষ্ট্রারের উপস্থিত থাকার প্রয়োজন, তদনুসারে যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ করা যায় না, অথচ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন। কিছু দিন হইল, এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কলিকাতার ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ভ্রাতৃগণ আরও কয়েক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দোকড়ি ঘোষ এই দুই জনে কলিকাতা সহরের জন্য নুতন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন পূর্ব্ব হইতেই আছেন। সুতরাং কলিকাতা সহরের পক্ষে চারিজন রেজিষ্ট্রার রহিলেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন দাস কলিকাতার উপনগরীর স্থান সকলের রেজিষ্ট্রার ছিলেন, তাঁহাদিগকে ২৪ পরগণার রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষমতা দেওয়া হইল। যে সকল ব্রাহ্ম বন্ধু ২৪ পরগণাতে বাস করেন, তাঁহাদিগকে

অগ্রে পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে হইত, আর তাঁহাদের কলিকাতায় আসিতে হইবে না।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বাঘ আঁচড়ার ব্রাহ্মদিগের কর্তৃক আহুত হইয়া গমনকরিয়াছেন। সেখানে স্বরায় কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইবার কথা আছে।

আমাদের মান্দ্রাজস্থ বন্ধু বুচিয়া পান্টালু সপরিবারে মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মান্দ্রাজে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বোম্বাইনগর হইয়া তাঁহাদের উপাসনা গৃহের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করা যাইবেন। এতদর্থে তিনি পুনরায় ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য না হওয়াতে তাঁহাকে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যাহা হউক তিনি মান্দ্রাজে গিয়া একটী বাড়ী ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গদেশে যাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহাদের সমাজগৃহের সাহায্যার্থ কিছু কিছু চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট স্বরায় বিল প্রেরিত হইবে। আমাদের অনুরোধ—তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র স্বীয় স্বীয় দেয় চাঁদা দিয়া, মান্দ্রাজের বন্ধুদিগকে এই শুভকার্য্য সাধনে সমর্থ করেন।

আমরা শুনিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গুষ্করা ষ্টেশনে এবং ঢাকার সন্নিহিত কালীগঞ্জ নামক স্থানে এক একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

"আমাদের একজন বন্ধু বাগেরহাট হইতে লিখিয়াছেন; বাগেরহাট একটী মহকুমা, খুলনা জেলার অধীন। বিগত বৈশাখ মাস হইতে এখানে কতিপয় ভদ্রলোক মিলিত হইয়া সময়ে সময়ে সন্ধ্যার পর ব্রহ্ম-সংগীত ও সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ মাসের ঊনবিংশ তারিখে প্রথমে একটী প্রার্থনা হয়। সেই তারিখ হইতে প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও বুধবারে প্রার্থনা, উপদেশ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইতেছে। কয়েকটী বন্ধুকে উৎসাহী দেখা যাইতেছে। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার সমাজ স্থায়ী করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ দান প্রাপ্তি।

জের		২৬৫৮৩।৶৪
বাবু চন্দ্রনাথ দাস	বরিশাল	॥
" দ্বারকানাথ রায়	পাবনা	৭৫৲
" প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
" আদ্যনাথ মিত্র	সৈদপুর	২৲
" রামসুন্দর বসাক	ঢাকা	৫৲
" উমেশচন্দ্র মিত্র	কাঁথি	৪
" মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
" কৃষ্ণপ্রসাদ দাস	ঐ	১
" উপেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী	কাঁথি	৫৲
" কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৫৲
" গদাধর ভূঁইয়া	ঐ	৫৲
" পদ্মলোচন সিংহ	ঐ	১৲
" শিব নারায়ণ গিরি	ঐ	১৲
" নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	২০০৲
" দেবেন্দ্রনাথ পাল	মর্লিকষ্ট্রীট	২০৲
" আশুতোষ বসু	সৈদপুর	২০৲
" যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভান্ডাড়া	১০০৲
" হীরালাল দে	লক্ষ্ণৌ	১০০৲
" বিপীনবিহারি বসু	এলাহাবাদ	৫৲
" কালীমোহন ঘোষ	ডেরাডুন	১৫৲
" কেদারনাথ রায়মুনসেফ	বাঁকীপুর	৩০
" কেদারনাথ চৌধুরী	সিমলা	২০৲
" হারানচন্দ্র বসু	ঐ	৫৲
" দুর্গামোহন দাস	কলিকাতা	২০০০
" গোবিন্দচন্দ্র দাস	ঢাকা	৫০৲
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঢাকা	১৫৲
" তারকচন্দ্র সেন	ঢাকা	৫০৲
" পার্ব্বতীচরণ রায়	ঐ	২০৲
" রাজা কুমুদনারায়ণ ভূপ	বিজনী	৫০০৲
বাবু আনন্দ মোহন দাস	ঢাকা	২৫৲
" তারাকিশোর চৌধুরী	কলিকাতা	৩৲
" রাধামাধব বসু	টাকী	২৫৲
মহারাণী শ্রীশ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী	পুটীয়া	২০০৲
পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন	কলিকাতা	২৲
" বেণীমাধব মিত্র	বরিসাল	৫০
" ডাক্তার পি, কে রায়	ঢাকা	২৫৲
" ব্রজেন্দ্র নাথ বসু	বরিসাল	২৫৲
" রজনীকান্ত বসু	ফরিদপুর	১০৲
" শরচ্চন্দ্র রায়	ময়মনসিং	৫৲
" হরিমোহন সেন ডিঃ মাজিষ্ট্রেট		২০
" কালী নারায়ণ রায়	ঢাকা	৩০৲
" অক্ষয়কুমার রায়	কলিকাতা	৫৲
		২৭২৮৫।৶৪

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি

গত প্রকাশিতের পর।

বাবু জহরলাল পাইন	কলিকাতা	
" চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আজমির	৩৲
" হরনাথ দাস	কুড়িগ্রাম	৫৲
" কুঞ্জলাল নাগ	বর্দ্ধমান	৩৲
" বসন্ত কুমারী সেন	রাজনগর	২
" আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	দানাপুর	৩৲
" উপেন্দ্র চন্দ্র বসু	কলিকাতা	২৸০
" লোক নাথ মৈত্র	ভবানীপুর	৩।০

,, রাজকুমার ঘোষ	হিলি	৩
,, শ্যামাপদ রায়	নারায়নগঞ্জ	৩
,, হরিশ্চন্দ্র সরকার	কড়াইল	১৸৶০
,, শ্রীনাথ গুহ	ফরিদপুর	৩
,, চাঁদ মোহন মৈত্র	হিজলাবট	৭
গিরিধি ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৫৸৶০
বাবু তিনকড়ি বসু	গিরিধি	১।৶০
,, শ্রীনাথ গুহ	নলছিটি	৩
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	কলিকাতা	২
,, জয়কৃষ্ণ ঘোষ	বারুইপুর	২
,, চন্দ্রকান্ত আচার্য্য	মহাদেবপুর	১৸০
,, কালীমোহন ঘোষ	দেরাধুন	৩
,, কৃষ্ণচন্দ্র দাস	মাহিগঞ্জ	২৸৶০
,, গোলোক চন্দ্র দত্ত	কানিহাটি	৩
,, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	গঙ্গাটিকরটি	৩।৶০
,, রজনীকান্ত সরকার	সিলিগুড়ি	৩
,, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	গাজিপুর	৩
,, ব্রজেন্দ্রকুমার বসু	ডোমরাওন	৩।০
,, অঘোর নাথ রায়	পাবনা	১৵৶০
,, ভারতচন্দ্র মজুমদার	শ্রীহট্ট	১।৶০
,, রামগোপাল ভট্টাচার্য্য	মজিলপুর	৩
,, রতিকান্ত মজুমদার	কলিকাতা	১
,, গিরিশচন্দ্র রায়	ঐ	৩
,, মোহিনী মোহন বসু	ঐ	১
,, কেদার নাথ রায়	ঐ	১
,, মথুরানাথ নন্দী	ঐ	২
,, ভুবনমোহন দাস	ভবানীপুর	২।০
,, সভুচরণ বিশ্বাস	হরা	২॥০
,, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৮
,, অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়	নেপাল	৩
,, মতিরাম মাইতি	কাঁথি	৭
,, হেমেন্দ্রমোহন ধর	কলিকাতা	১
,, রেবতী কান্ত নাগ	ঢাকা	৩
,, বিশ্বনাথ রায়	লক্ষ্ণৌ	৬
,, ললিতমোহন সিংহ	শিবপুর	১১৸৶০
,, কানাইলাল পাইন	কলিকাতা	১
,, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	কাঁথি	৩
,, ঈশ্বরচন্দ্র পাল	শিলং	৩
,, সতীশচন্দ্র সেন	ঐ	৩
উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ	জলপাইগুড়ি	৩
বাবু ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	।৶১০
,, কেদারনাথ মিত্র	ঐ	২।০
,, আশুতোষ মিত্র	ঐ	২।০
,, অন্নদা চরণ কাস্তগিরি	ঐ	১
,, হরমোহন বসু	নোয়াখালি	২
,, অম্বিকাচরণ সরকার	বর্দ্ধমান	৩
,, গুরুচরণ মহালানবিশ	কলিকাতা	১
,, রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী	জয়দেবপুর	৫॥৶০
,, কৃষ্ণদয়াল রায়	রংপুর	৫
ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	রংপুর	৫
বাবু রমাকান্ত বড়কাকতি	কলিকাতা	।৵০
,, উদয়রাম দাস	কেলিডেন্‌মিশা	৩
,, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শুস্করা	৩
,, মানিক দহ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৩

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মহোদয়গণকে সানুনয়ে নিবেদন করা যাইতেছে যে, ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেয় চাঁদা যত শীঘ্র পারেন, পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে গুরু ঋণভার গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২০ এ জুলাই ১৮৮৩

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

উপযুক্ত অর্থাভাবে প্রচারকদিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য স্থগিত হইয়াছে, অতএব সানুনয় নিবেদন এই যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন আপনাদের দেয় অর্থ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২০ এ জুলাই ১৮৮৩

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা ২০এ শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১ লা ভাদ্র শুক্রবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

দীনবন্ধু! আমরা কতকাল আশা ও নিরাশা আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইব? এক একবার তোমার প্রসাদ আমরা অনুভব করি। তখন বুঝিতে পারি যে তোমার কৃপা বায়ু বহিতেছে। তখন ধর্ম্ম জীবনের পথের বিঘ্ন সকল অন্তর্হিত হয়, সমীপের সংশয়ান্ধকার কাটিয়া গিয়া যেন একটু পথ দেখিতে পাই; তখন নিরাশার ঘন বিষাদ দূর হইয়া আশার আনন্দ অনুভব করিতে থাকি। কিন্তু আবার কেন সেই সুখের অবস্থা হইতে আমরা বিচ্যুত হই? আবার কেন চারিদিক প্রতিকূল হয়? আবার কেন জীবন পথ ঘনান্ধকারে পূর্ণ হয়? আবার কেন কুজ্ঝটিকা জাল আসিয়া চক্ষুদ্বয়কে আবরণ করে? ইহা কি আমাদের অহঙ্কার ও অনবধানতার শাস্তি? আমরা তোমার কৃপা লাভ করিয়া তন্মধ্যে নিজেদের গৌরব লক্ষ্য করিতে থাকি, এবং নিরাপদ হইলাম ভাবিয়া চিত্তকে ভ্রান্ত সন্তোষে পূর্ণ করি তাই কি দর্পহারি! তুমি আবার আমাদিগকে সংকটে পতিত কর? প্রভো তোমার মঙ্গল রাজ্যের বিধি কে বুঝিতে পারে, তোমার কৃপার নিগূঢ় কার্য্যের মর্ম্ম কে গ্রহণ করিতে পারে! আমরা তোমার চরণে প্রণত হইয়া কেবল এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা একান্ত অন্তরে তোমার মঙ্গল ভাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। হে জগদীশ! আমাদিগকে ঘোর বিপদান্ধকার মধ্যে রক্ষা কর।

একজন কবি আশাকে আলোকের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,যে অন্ধকার যত গাঢ় হয়,আলোকের দীপ্তি যেমন ততই উজ্জ্বলভাব ধারণ করে, তেমনি বিপদের অন্ধকার যতই নিবিড় হইতে থাকে, ততই আশা প্রবল ভাব ধারণ করিয়া নিজ দীপ্তি প্রকাশ করিতে থাকে। আমাদের বোধ হয় আশা শব্দটী ব্যবহার না করিয়া "প্রকৃত বিশ্বাস" শব্দটী ব্যবহার করিলে অধিক সঙ্গত হয়। আশার উৎসাহদায়িনী শক্তি অপরিসীম তাহা আমরা জানি, নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন যে ব্যক্তি, আশা তাহাকে জীবিত রাখে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু এমন অবস্থাও ঘটে যখন এমন আশার দীপও প্রাণ হইতে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, যখন মানবের সকল উদ্যম ভগ্ন হইয়া যায়, মনের আর উত্থান শক্তি থাকে না। কিন্তু সেই পবিত্র স্বরূপের ইচ্ছার উপর একবার যিনি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাসের জ্যোতি সহজে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। অন্ধকার যত বাড়িতে থাকে, বিপদ যত নিবিড় হইতে থাকে, প্রতিকূল ঘটনা সকল যতই ঘটিতে থাকে, সকল প্রকার উপায় যত পণ্ড হইয়া যাইতে থাকে, ততই ভক্তের অন্তরের দীপ্তি প্রবল হইয়া উঠে। তিনি ততই ব্যগ্রতার সহিত ঈশ্বরের চরণালিঙ্গন করিতে থাকেন। তখন তিনি আর কিছু হইবে না বলিয়া প্রভুর কার্য্য পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় সুখ দুঃখ গণনা না করিয়া হলমুষ্টি ধরিয়া থাকেন।

কেরী মার্শম্যান প্রভৃতি আদিম খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশে যেরূপ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দারিদ্র্য, নির্য্যাতন, ইংরেজ সমাজ ও রাজার প্রতিকূলতা, এই সমুদায় ভোগ করিয়াও তাঁহারা যে কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে, এ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করা, এ দেশের ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করা, এ দেশের লোককে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করা, এদেশবাসিদিগকে অক্ষর প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি বিবিধ-প্রকার উন্নতির পথ ও তাঁহারা উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। কেরী এই প্রচারকদলের নেতা ও জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাগুণে ইঁহারা সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। কেরীর বিষয় এইরূপ উক্ত আছে, যে তিনি যখন বালক তখন একদিন একটী বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ঐ আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল যে সে জন্য তাঁহাকে কয়েক মাস শয্যাগত থাকিতে হয়। সেই বালকের এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে যে দিন তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন, সেই দিন

উঠিয়া সর্ব্ব প্রথমেই এই কার্য্য করিলেন যে সেই বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিলেন। সকলে নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও কথাতে কর্ণপাত করিলেন না। বালককালে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সেই প্রতিজ্ঞা আজীবন তাঁহার চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ ছিল।

গতবারে সেণ্ট ইগ্নেশিয়াসের জীবন চরিত হইতে যে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সন্ন্যাসিনীদিগের আশ্রমে ধর্ম্মোপদেশ দিতে যাওয়াতে, তাঁহার প্রাণ হানির চেষ্টা করিল, তিনি মৃত্যুমুখ হইতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই আশ্রমেই গমন করিলেন।

এ জগতে যাঁহারা চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের চরিত্রের বলে শত শত ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এই গুণে লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তাই তাঁহাদের চরিত্রের ভিত্তি ছিল। এই দৃঢ়তার অভাবই আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণ।

এক্ষণে প্রশ্ন এই চরিত্রের দৃঢ়তা কিরূপ সাধন করা যায়?—উত্তর—কর্ত্তব্যপ্রিয়তা দ্বারা এবং কর্ত্তব্য পালনার্থ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা। (১ম) কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় অগ্রে স্থিরভাবে নিজ কর্ত্তব্য পথ কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। (২য়) একবার কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে তাহাতে স্থির থাকিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। (৩য়) তৎপরে ফলাফল বিচারশূন্য হইয়া সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। যদি নিতান্ত প্রতিকূল ঘটনাও ঘটে তথাপি যাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। সুখ ও স্বার্থের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে ক্রমে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইয়া আসিবে।

কিছুদিন হইল আফ্রিকাদেশের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী নেটাল নামক স্থানে লর্ড বিশপ, কোলেঞ্জো সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার নাম পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বিংশতি বৎসর গত হইল ইনি খ্রীষ্ট জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়গণ বাইবেল গ্রন্থকে অভ্রান্ত ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই বাইবেল গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত, আদি পুস্তক ও নব্য পুস্তক। এই আদি পুস্তকে জগতের সৃষ্টি, মানবের বংশ বৃদ্ধি, যিহুদী জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত আছে। কোলেঞ্জো সাহেব যদিও একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক, তথাপি সত্যের অনুরোধে গণনা করিয়া দেখিলেন, যে অঙ্ক শাস্ত্রের গণনানুসারে বাইবেলের বর্ণনা সকল কখনই সত্য বলিয়া মনে হয় না। এই কথা প্রচার করাতে খ্রীষ্টীয়দিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত হয়, স্বদেশে বিদেশে সহস্র সহস্র লোক কোলেঞ্জোর শত্রু হইয়া উঠেন। এই সময়েই কোলেঞ্জো সাহেব উপধর্ম্মের কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদার ভূমিকে আশ্রয় করিলেন। কিন্তু কোলেঞ্জোর মৃত্যুর পর আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু ভয়েসি সাহেব দুইটী উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, যে ১৮৭২ সাল হইতে কোলেঞ্জো সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া ইউনিটেরিয়ান দিগের ভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভয়েসি সাহেব "থিইষ্টিক্ চার্চ্চ"—স্থাপনের সময় কোলেঞ্জো সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি খ্রীষ্টান নাম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল সত্যে তাঁহার বিশ্বাস আছে।

বিশপ কোলেঞ্জোর জীবনে আমরা উদার ভূমি পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ ভূমিতে অবতরণের যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইউনিটেরিয়ানদিগের মধ্য হইতে অনেক ব্যক্তি আবার ত্রিত্ববাদকে আশ্রয় করিয়াছেন; আবার অনেক একেশ্বরবাদী পুনরায় খ্রীষ্টধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াই বর্ত্তমান সময়ের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে নাস্তিকতা এবং কুসংস্কার এই উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইবার ভূমি নাই। যাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনভাবে ও অসংকোচে চিন্তা করিবেন তাঁহাদিগকে অবশেষে নাস্তিকতার চরমসীমায় উপস্থিত হইতে হইবে, যাঁহারা একবার বিবেক ও চিন্তাকে হীন করিয়া ভক্তির জন্য লালায়িত হইবেন, তাঁহাদিগকে অবশেষে বিবিধ কুসংস্কার জালে জড়িত হইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ এই যুক্তির খণ্ডন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইবেন যে স্বাধীন-চিন্তা ও প্রগাঢ়-ভক্তি উভয় একত্রে বাস করিবে।

এক স্থানে কতকগুলি শুভ্র পরিষ্কৃত বালুকা আছে; তাহার মধ্যে কোন প্রকার দূষিত পদার্থের সম্পর্ক নাই। বালুকাগুলি স্বচ্ছ কাচের ন্যায় ঝর ঝর করিতেছে। আর একটী স্থান কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অল্প জল আছে, তাহা বিবিধ প্রকার দূষিত পদার্থে পরিপূর্ণ। বল দেখি, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃ কোথায় যাইবে? সে কি এই কথা বলে না "আমি সুপরিষ্কৃত বালুকা লইয়া কি করিব? তাহার চাকচিক্য দেখিয়া আমার কি সুখ হইবে, তাহার স্বচ্ছকাচের ন্যায় পবিত্র ভাব লক্ষ্য করিয়া আমার কি লাভ হইবে, দর্শন করিলেত আমার পিপাসা মিটিবে না। ইহা অপেক্ষা কর্দ্দমাক্ত জল পান করা আমার পক্ষে ভাল। তাহাতেও তৃষ্ণা একটু নিবারণ হইবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। কোন কোন ধর্ম্ম সমাজের মতগুলি অতি পরিষ্কার তাহাতে বিন্দুমাত্র কুসংস্কার নাই। মতের বিশুদ্ধতার দিকে তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি;—মত লইয়া তাঁহাদের সর্ব্বদা বিরোধ, মতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই বাগ্যুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের সে মত শুষ্ক বালুকার ন্যায় তাহাতে বিন্দুমাত্র জলের সম্পর্ক নাই। পিপাসা নিবৃত্তির উপযুক্ত কিছুই নাই। ভক্তি

ও প্রেমের নিতান্ত অভাব। আবার আর একটী ধর্ম্মসমাজ আছেন, তাঁহাদের মত সকল অতিশয় দূষিত ও কুসংস্কারাপন্ন। চিন্তা ও বিবেকের চক্ষু মুদ্রিত না করিলে তাঁহাদের সে মতগুলি গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে রস আছে ভক্তি আছে, প্রেম আছে। তাহাঁরা নিতান্ত শুষ্ক নন। যে সকল ব্যক্তি ভক্তিলোলুপ, যাঁহারা প্রাণের তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা অবশেষে এই কুসংস্কারাপন্ন সমাজকেই আশ্রয় করেন। বলেন "থাক মাথায় শাদা বালি, তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না; ইহা অপেক্ষা কর্দ্দমাক্ত জল পান করা আমার পক্ষে ভাল।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যদি সুপরিষ্কৃত বালুকার সহিত জল থাকে, সে জল অতি পরিষ্কার ও শীতল হয়। সেইরূপ বিশুদ্ধ মতের সহিত ভক্তি প্রেম থাকিলে তাহা যেমন সুন্দর ও সুশীতল হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। যাঁহারা সংসারের তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে শান্তিজলের আশা দিয়া আহ্বান করিতেছেন.তাহারা দেখুন তাঁহাদের সমাজ কি শুভ্র বালুকা পূর্ণ অথবা কর্দ্দম জলপূর্ণ অথবা সেখানে মতের পবিত্রতার সহিত প্রেম ভক্তির গাঢ়তা আছে।

সেন্ট ইগ্‌নেশিয়াসের জীবনচরিতে আর একটী সুন্দর গল্প এই শুনা যায় যে, তিনি যখন পারিস নগরে পাঠার্থ অবস্থিতি করেন, তখন এক দিন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার স্বদেশী ও সহাধ্যায়ী একটী যুবক গোপনে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া আপনার জীবনকে কলঙ্কিত করিতেছে। তিনি প্রথমে ঐ যুবককে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, তাহার দুষ্ক্রিয়ার প্রকৃতি তাহাকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন; ভদ্র গৃহস্থের মান সম্ভ্রম ও পরিবারের সুখ শান্তির বিষয় বারবার স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিলেন। ঐ উদ্ধত ও বিকৃতচেতা যুবক তাঁহার সদুপদেশে কর্ণপাত করিল না। তখন ইগ্‌নেশিয়াস মর্ম্মপীড়িত হইয়া এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে যতদিন না তাহার মতি পরিবর্ত্তিত হয়,ততদিন তিনি তাহার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া যে পথ দিয়া সেই বিকৃতচেতা যুবক নিত্য রাত্রে গতায়াত করিত সেই পথের পার্শ্ববর্ত্তী একটী নদীতে গমন করিলেন; এবং দুরন্ত শীতের সময় সেই নদীর জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া তাহার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই যুবাপুরুষ যখন রাত্রে সেই পথ দিয়া যায়, তখন তিনি উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন—"যাও তুমি পশুপ্রায় ইন্দ্রিয় সেবাতে রত থাক, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতদিন না তোমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়, অথবা আমার প্রাণ যায়, ততদিন আমি এইরূপে কঠোর তপস্যা করিব। এই সংকল্প শুনিয়া ঐ উদ্ধত যুবকের চিত্ত একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তদবধি তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে তাহার পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

ইহা হইতে আমরা একটী অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারি। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক যখন অপরের কোন দোষ দেখিতে পান, তখন তাহার জন্য একান্ত অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইহার সহিত আমাদের ব্যবহারের কত প্রভেদ। আমরা যখন কাহাকেও পাপী হইতে দেখি, তখন তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য চিন্তিত না হইয়া ঘৃণা ও রোষের দ্বারাই অধিক চালিত হই। যে মুহূর্ত্তে কোন পাপীর জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করা যায়, সেই মুহূর্ত্তে হৃদয় হইতে সকল প্রকার দূষিত ভাব দূর হইয়া বিশুদ্ধ শুভ সংকল্পের উদয় হয়। তাহার আত্মার কল্যাণ কামনা, অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে। প্রার্থনার ন্যায় হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিবার উপায় আর নাই।' আমরা কোন প্রকার অপকৃষ্ট ভাব লইয়া কখনই ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারি না। তাঁহার পবিত্র আবির্ভাবে আমাদের অন্তরের ভাব সকল শাসিত হইয়া যায়। আমাদের মধ্যে বিরোধ ও মনোবাদ উপস্থিত হইলে যদি কেহ বিপক্ষগণের জন্য প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে বিপক্ষগণের প্রতি আর গরলময় বিদ্বেষ বা ঈর্ষার ভাব থাকিবে না।

কি কি কারণে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না।

(কোন মাননীয় বন্ধু কর্ত্তৃক প্রেরিত)

দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইল এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অতি অল্প সংখ্যক লোক তৎপথাবলম্বী হইয়াছে। ভারতবর্ষের ১২ কোটি পুরুষ অধিবাসীর মধ্যে যদি চারি সহস্র লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা আশানুযায়ী ফল নহে। বর্ত্তমান বর্ষের ব্রাহ্ম পঞ্জিকাতে দৃষ্ট হইবে যে, সমুদায় ভারতবর্ষে ১৬৯ টী ব্রাহ্মসমাজ আছে এবং কলিকাতার তিনটী প্রধান সমাজ ব্যতীত সমস্ত সমাজের সভ্য সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৪৫০। কলিকাতার দুইটী প্রধান সমাজের সভ্য সংখ্যা জানিতে পারা যায় নাই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণের সংখ্যা ২২৫। যদি অপর সমাজ দ্বয়ের সভ্য সংখ্যা ঐ পরিমাণেই গণনা করা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ব্রাহ্মের সংখ্যা চারি সহস্রের বড় অধিক হইবে না যথা;—

বঙ্গদেশে সমাজ সংখ্যা ৯৭, সভ্য সংখ্যা ১৬৫০। বেহারে সমাজ ৯, সভ্য ৫২। উড়িষ্যায় সমাজ ৩, সভ্য ৪৫। ছোটনাগপুরে সমাজ ৩, সভ্য ২৫। আসামে সমাজ ১১, সভ্য ১২১। উত্তর পশ্চিম সমাজ ১০, সভ্য ১২০। সেণ্ট্রেল প্রভিন্স সমাজ ১, সভ্য ৬। পঞ্জাবে সমাজ ৬ সভ্য ১১৩। সিন্ধু,সমাজ ১ সভ্য ১৫। বোম্বাই সমাজ ১৫ সভ্য ৭১৫। মান্দ্রাজে সমাজ ১২ সভ্য ২৯৭। ব্রহ্মদেশে সমাজ ১ সভ্য ২৭। মোট সমাজ ১৬৯ সভ্য ৩১৭৬।

এই সভ্যের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত বোধ হয় অন্য কোন সমাজেই স্ত্রী সভ্য নাই। সাধারণ সমাজেও নাম মাত্র দুই চারি জন স্ত্রী সভ্য আছেন।

১৮৮১ সালে যে লোক সংখ্যা গৃহীত হয়, তাহাতে ব্রহ্মদেশের পুরুষ ব্রাহ্মের সংখ্যা ২৭ জন ও স্ত্রীর সংখ্যা ১০ জন দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ১৮৮১ সালে ভারতবর্ষের যে লোক সংখ্যা গ্রহণ করা হয়, তাহার সহিত ব্রাহ্মের সংখ্যার তুলনা করিলে এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৩ ১/২ জন মাত্র ব্রাহ্ম আছে। তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বঙ্গদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, আসাম তৃতীয়, মান্দ্রাজ চতুর্থ এবং পঞ্জাব পঞ্চম এবং অন্যান্য প্রদেশ তাহাদের নিম্নস্থান অধিকার করে যথা ;—

বোম্বাই প্রদেশে এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৭ জন ব্রাহ্ম। বঙ্গদেশে ৫ জন, আসামে ৪ ১/২ জন, মান্দ্রাজে ২ জন, পঞ্জাবে ব্রহ্মদেশ, ও সিন্ধুদেশে ১ জন, উত্তর পশ্চিম .৭ (একজনের অল্প) সেণ্ট্রেল প্রভিন্স .১. ১০ দশ লক্ষের মধ্যে একজন।

উপরে আমরা যে পরিমাণ দেখাইলাম তাহা কেবল পুরুষ সংখ্যার উপরে গণনা করা হইয়াছে এবং তাহা আনুমানিক। আমাদের পত্রিকায় যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নহে। আমরা আদি ও নববিধান সমাজের সভ্য সংখ্যা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যার তুল্য অনুমান করিয়া লইয়াছি। কিন্তু তথাপি আমরা যে দেখাইলাম তাহা বড় অধিক ভ্রমাত্মক হইবে না। আমরা কেবল পুরুষ সংখ্যার উপর গণনা করিলাম, যে হেতু ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যার মধ্যে স্ত্রীর ভাগ প্রায় নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে অপরাপর যত সম্প্রদায় আছে তাহাদের পুরুষ সংখ্যার পরিমাণ এইরূপ ;—

হিন্দু পুরুষ একশত অধিবাসীর মধ্যে ৮০জন। মুসলমান ২০ জন, বৌদ্ধ ১ জন, খ্রীষ্টীয়ান এক সহস্রের মধ্যে ৭ জন, শিখ ৮ ও জৈন ৫ জন।

বঙ্গদেশের মধ্যে যে ১৭৭২ জন ব্রাহ্ম দেখান হইয়াছে, তাহা হইতে কলিকাতাস্থ কয়েকটী সমাজের সভ্য সংখ্যা ছাড়িয়া দিলে সমস্ত বঙ্গ বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এক সহস্রমাত্র ব্রাহ্ম পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে যতগুলি জেলা আছে তাহার প্রত্যেক জেলায় ব্রাহ্মসমাজ নাই এবং যে যে জেলায় আছে তাহার ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমরা কয়েকটী জেলার সংখ্যা নিম্নে লিখিতেছি।

হুগলী ও হাবড়া সমাজ সংখ্যা ১০, ব্রাহ্ম সংখ্যা ১১১ জন। ২৪ পরগণা স ৭, ব্রা ৫৩। নদীয়া স ৭, ব্রা ১০২। যশোহর স ৪, ব্রা ৫৮। ঢাকা স ২, ব্রা ৯৯।* বাখরগঞ্জ স ২।* ময়মনসিংহ স ৫, ব্রা ৩৯।* চট্টগ্রাম স ১।* ত্রিপুরা স ৩, ব্রা ৩০। মুরশিদাবাদ স ২, ব্রা ১৮। বগুড়া স ২, ব্রা ১৬। জলপাইগুড়ি স ৩, ব্রা ২০। বর্দ্ধমান স ২, ব্রা ৮। বীরভূম স ২, ব্রা ৩২। ফরিদপুর স ১, ব্রা ২৩। রংপুর স ৪, ব্রা ৫৪। নোয়াখালি স ১, ব্রা ১১। পাবনা স ২, ব্রা৩৯। মালদহ স ১, ব্রা ৬। দিনাজপুর স ২, ব্রা ৩। মেদিনীপুর স ১, ব্রা ৩৮। পুরুলিয়া স ১, ব্রা ১৫। সিরাজগঞ্জ সং ১, ব্রা ১৪ জন।

* এই চিহ্নিত সমাজ গুলির নিশ্চয় সংখ্যা জানা যায় নাই।

* অনেক জেলায় কেবল সদর ষ্টেসনে একটী মাত্র সমাজ আছে। ঢাকা, মৈমনসিং, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গলায় প্রধান প্রধান স্থানে কেবল সদর ষ্টেসনেই সমাজ হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গলাতেও ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছুই প্রচার হয় নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বিদ্যা ও সভ্যতা যে পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে, সে পরিমাণে ধর্ম্ম বিস্তার হয় নাই। আমরা উপরে যে সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হইবেন। সমুদায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কেবল ১০টি মাত্র সমাজ ও ১২০ জন ব্রাহ্ম এবং সমুদায় পঞ্জাবে ছয়টী সমাজ ও ১১৩ জন ব্রাহ্ম ইহার পর বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে। আবার ইহার সঙ্গে সঙ্গে যখন বিবেচনা করা যায় যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজে স্থানীয় লোকের সংখ্যা অল্প, তখন ঐ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে কি প্রকারে বলা যায়? কেবল পঞ্জাবের তিনটী মাত্র সমাজে স্থানীয় সভ্য আছে।

যে যে কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতেছে আমরা এক্ষণে তাহা আলোচনা করিব। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের প্রচার প্রণালী ও প্রচারক সংখ্যা আলোচ্য বিষয়। যে স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আমাদের প্রচারকগণ সেই স্থানেই গমন করেন এবং সেই সমাজকে অবলম্বন করিয়া বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন। ঐ বক্তৃতাদিতে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা আসিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা তত্তৎস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে সকল স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। বঙ্গদেশের অবস্থা দেখা যাউক। হুগলি হাবড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় কত বিদ্যালয় ও কত গণ্ডগ্রাম আছে। কিন্তু ঐ দুই জেলার মধ্যে কেবল ১২টী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবার ঐ বারটী সমাজের মধ্যে ৯টী কলিকাতার অপর তীরবর্ত্তী অথবা অত্যন্ত নিকটস্থ এবং হুগলি ও চুঁচুড়া ও বর্দ্ধমান নগরের মধ্যস্থিত। জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে কেবল তিনটী সমাজ আছে—বসুহাটী, বড়বেলুন ও কাল্না। প্রচারকেরা হয়ত বসুহাটী ও কাল্না সমাজে কখন গমন করেন নাই। এই সকল জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে সমাজও নাই এবং প্রচারকেরা ও তথায় যান নাই। আমাদের বিবেচনায় এই তিনটী জেলা লইয়া একজন প্রচারক যদি নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি বৎসরের মধ্যে তদন্তর্ব্বর্ত্তী সকল স্থান ভ্রমণ করিতে পারেন। হুগলিতে তিনি থাকিবেন, এবং তথা হইতে বর্দ্ধমান ও হাবড়ার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত তাহার প্রচারক্ষেত্র হইবে। এইরূপ স্থায়ীভাবে কার্য্য না করিলে কোন ফল লাভ হইতে পারে না। এইরূপ এক একটী প্রধান প্রধান স্থানকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া এক একজন প্রচারক যদি তাহার কার্য্যক্ষেত্র স্থির করেন তাহা হইলে তিনি প্রচুর ফললাভ করিবেন।

প্রচারকের সহিত স্থানীয় লোকের যত ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকিবে, তত তিনি তাহাদের প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিবেন

সেই পরিমাণে তাহার দ্বারা কার্য্য হইবে। বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা সে সকল আশা করা যায় না। এখন একজন প্রচারক কোন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সহিত স্থানীয় লোকের আলাপ নাই, তাঁহার স্বভাব, ধর্ম্মভাব, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি কেহ জানে না, তিনি যাহা বলিলেন লোকে উপরে উপরে শুনিল. কিন্তু তাহার কোন কথা কাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। হয়ত তিনি আর সে স্থানে কখন গেলেন না এবং কিছু দিন পরে লোকে সমস্ত বিস্মৃত হইল। কিন্তু তিনি যদি মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে নিয়মিত রূপে যান, লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়. তাহার প্রকৃতি ধর্ম্মভাব প্রভৃতি লোকে ক্রমে ক্রমে জানিতে পারে এবং ক্রমে তিনি লোকের অনুরাগ ভাজন হইতে পারেন।

আমাদের প্রচারকের সংখ্যা অতি অল্প, সুতরাং এই প্রণালীতে কার্য্য করার ব্যাঘাত হইতেছে। কিন্তু তথাপি যেমন ঢাকা প্রদেশে একজন প্রচারক অবস্থিতি করিয়া কার্য্য করিতেছেন, সেইরূপ উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে এক জন যদি থাকেন তাহা হইলেও আপাততঃ অনেক কার্য্য হয়। এখন দুই জন প্রচারক কলিকাতায় আছেন, কিন্তু বোধ হয় একজন থাকিলেই চলে। সম্প্রতি যে কয়েকজন অনুরাগী ব্যক্তি প্রচারার্থী হইয়াছেন. তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এক এক স্থানকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে কার্য্য করিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ যতদিন তাহাদিগকে বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ না করিতেছেন ততদিন এ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করার কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না। তাহাদের মধ্যে তিন জন তিনটী প্রদেশে থাকিতে পারেন। এখন একজন কোন্নগরকে তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করেন। কোন্নগরে একজন প্রচারক আবদ্ধ হইয়া থাকার কোন আবশ্যক নাই। ঐ স্থান কলিকাতার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী এবং কলিকাতায় যে প্রচারক থাকিবেন তিনি ঐ স্থানের ভার গ্রহণ করিবেন। এই তিন জন প্রচার-রকের মধ্যে বঙ্গদেশের উত্তরপ্রদেশে একজন, মধ্যপ্রদেশে একজন ও পূর্ব্বপ্রদেশে একজন এক একটী স্থানকে তাহার কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া কার্য্য করিতে পারেন।

প্রচারকগণ নিজ নিজ স্থানীয় উপাসকমণ্ডলী গঠন করিয়া লইবেন, এবং ঐ উপাসক মণ্ডলী তাহাদের সমুদায়ের ব্যয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। প্রচারকের সাংসারিক ব্যয় অতিশয় অল্প, কিন্তু তাহার প্রচারের ব্যয় অধিক হইবে। তিনি ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিবেন। শ্রমজীবী লোকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় করা আবশ্যক হইবে। নতুবা তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করা কঠিন হইবে এই সকল কার্য্য ব্যয় সাপেক্ষ. স্থানীয় উপাসকমণ্ডলী সেই ব্যয় ভার বহন করিবেন। এই উপাসকমণ্ডলী গঠন করা সময় ও পরিশ্রম সাধ্য। প্রচারক মহাশয় আপনার কার্য্য ক্ষেত্রের সমুদায় স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া লোকের যত অনুরাগভাজন হইতে থাকিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। প্রত্যেক প্রধান প্রধান গ্রাম ও উপনগরে এক একটী উপাসকমণ্ডলী হইতে পারে। আমরা আশা করিতে পারি, যে ঐ উপাসকমণ্ডলীগণ স্থানীয় প্রচার কার্য্যের ব্যয় ভার বহন করিবেন। খৃষ্টীয় প্রচারকগণ এইরূপে স্ব স্ব উপাসক মণ্ডলী গঠন করিয়া লইয়া থাকেন। আমরা থোবরণ সাহেবের ব্রহ্মদেশস্থ উপাসকমণ্ডলী গঠনের বিবরণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। তিনি একজন উৎসাহী প্রচারককে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন। সেখানে তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্প্রদায়স্থ কেহ ছিল না। থোবারণ সাহেব কিছুদিন সেখানে তাঁহার জলন্ত উৎসাহ পূর্ণ ভাবে বক্তৃতাদি করিলেন এবং ক্রমে কয়েক জন অনুরাগী ব্যক্তি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হইল। ক্রমে যখন ৮।১০ জন লোক হইল তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে এই প্রচারক তোমাদের মধ্যে কার্য্য করিবেন এবং ইহার সমস্ত ভার তোমাদিগকে বহন করিতে হইবে। তাহারা সম্মত হইল এবং সেই প্রচারককে সেই উপাসকমণ্ডলীর ভার দিয়া চলিয়া আসিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ এ দেশীয় লোকের সাহায্য না পাইয়াও যখন এইরূপে কার্য্য করিতেছেন তখন আমাদের কার্য্য অনেক পরিমাণে সহজ। আমরা দেশীয় শিক্ষিত ও ভদ্র লোক দিগের অনেক সাহায্য পাইব। প্রচারকগণ স্থায়ীরূপে এক স্থানে না থাকিলে তাহারা কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। চৈতন্য ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক যেরূপ দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, তাহা সকলে করিতে সক্ষম নহেন। এখন কোন স্থানে এক এক জন প্রচারক স্থায়ীভাবে আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কেবল অধিকাংশ সময় সেই স্থানের ব্রাহ্মসমাজেই কার্য্য করেন, কেবল বৎসরের মধ্যে একবার ভ্রমণ করিতে যান এবং তাহাতে কেবল অপরাপর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনার্থে গমন করেন। যে দুই চারিজন ব্রাহ্ম অথবা বাহিরের লোক সেই সমাজে আসিয়া থাকেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যেই কার্য্য করেন, কিন্তু স্থানীয় অপরাপর লোকে তাঁহার প্রচারের ফলভোগী হইতে পারেন না। তিনি যদি সকল লোকের সহিত মিশ্রিত হইবার চেষ্টা করেন এবং যদি ক্রমে তাহাদের সহিত আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিবেন।

প্রচারকদিগের শিক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবন এই তিনটীর উপর তাঁহাদের প্রচার কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে। যাঁহারা শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিবেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান দর্শনাদিতে, ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া অনেকে ক্রমে নিরীশ্বর বাদী হইতেছে, প্রচারকগণ যদি তাহাদের সেই মত, সংশয় ও কুতর্ক ভঞ্জন ও খণ্ডন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে কার্য্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার জীবন যেমন ধর্ম্মোৎসাহ পূর্ণ থাকিবে, সেইরূপ দর্শনাদিতেও ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক।

যাহাদিগের মনে সংশয় নাই, তাহারা সত্বরই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের সে সংশয় নিরাকরণ করিতে না পারিলে, তাহারা ধর্ম্ম পথে আসিবে না। প্রচারকদিগকে সেই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কার্য্য করিবেন, তাহাদিগকে এদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র বিষয়ে সুদক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কেবল তাহাদিগেরই পক্ষে এগুণ থাকা আবশ্যক তাহা নহে, সকল শ্রেণীর প্রচারকদিগেরই এই গুণ থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশের সামান্য লোকেরাও প্রাচীন শাস্ত্রের বিষয় অনেক অবগত আছে, তাহারা যদি প্রচারককে তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ দেখে, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা হইবে না। বিশেষতঃ দেশীয় শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকায়, অনেকে বিদেশীয় শাস্ত্র বাক্য অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। তাহারা এদেশীয় শাস্ত্রে ক্ষমার দৃষ্টান্ত না পাইয়া খ্রীষ্টের বচন উদ্ধৃত করিয়া ক্ষমা গুণ শিক্ষা দিতে যান, ত্যাগ বিষয়ে এদেশের শাস্ত্রবিধি অবগত না থাকায় অন্য শাস্ত্র বাক্য প্রদর্শন করেন। এইরূপ অনভিজ্ঞতা অথবা অনবধানতা প্রযুক্ত তাঁহাদের বাক্যে লোকের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না। অতএব প্রচারকদিগকে প্রচারার্থে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এ নিয়ম কোন অবস্থায় উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে। প্রচারকদিগের শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে তাহাদের কথায় লোকের শ্রদ্ধা হইবে না। যাঁহারা লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে যাইতেন সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের দেশীয় লোকেরা আবহমান কাল এই অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন যে ব্রাহ্মগণ স্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ না করিয়াই ধর্ম্মের দোষ গুণ বিচার করিয়া থাকেন। কিয়ৎ পরিমাণে এই অভিযোগ সত্য; কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রালোচনার প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। আদি ব্রাহ্মসমাজকে এই অভিযোগার্হ কখনই মনে করিতে পারি না। ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকদিগের নিকট শ্রুতি ও উপনিষৎ আদি ব্রাহ্মসমাজই প্রথমে উপস্থিত করেন, এবং তাহাদের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রাহ্ম সাধারণ এখনও শাস্ত্রালোচনা বিষয়ে সেরূপ অনুরাগী হয়েন নাই। অনেকে মনে করেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মপ্রত্যয় মূলক ধর্ম্ম, আমাদের কোন শাস্ত্র নাই, আপনার আপনার প্রত্যয় ও যুক্তি আমাদের একমাত্র শাস্ত্র। অপর কেহ কেহ মনে করেন, যে তাঁহাদের মনে যখন যে কল্পনা উদয় হয়, তাহাই ঈশ্বরের বাক্য, তাঁহাদিগের অন্য শাস্ত্র আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ শাস্ত্রে আবদ্ধ নহে, এ কথার প্রতিবাদ নাই, কিন্তু যদি আপনার যুক্তি, প্রত্যয়, ও আদেশ মানি, তবে অন্যের প্রত্যয়, আদেশ ও যুক্তি অবশ্য মানিতে হইবে। আমাদের অপেক্ষা শতগুণে যাঁহারা ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন? তাঁহাদের জীবনের পরীক্ষিত বাক্য দ্বারা আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ভারতবর্ষের অনেক লোক আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ধর্ম্ম কি ছিল তাহা জানেনা, আমাদের দেশের শাস্ত্রেযে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা কেবল জনশ্রুতিতে লোকে অবগত আছে, কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্র তাহাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহাদিগের বাক্যের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতে পারিলে, তাহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করা সহজ হয়। এতদ্দেশীয় শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বাক্য সকল বাহুল্য রূপে প্রচার হওয়া আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে দুই খানি শ্লোক সংগ্রহ প্রচার করিয়াছেন; তাহা সাধারণ লোকদিগের ব্যবহারের উপযোগী নহে এবং তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বচন সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমরা কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ করিবার কথা কহিতেছি না, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া এবং কোন শাস্ত্র হইতে তাহা সংগ্রহ করা হইল, তাহা উল্লেখ করিয়া সেই সমস্ত বাহুল্যরূপে প্রচার করা আবশ্যক। দেশীয় শাস্ত্রের প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বাক্য সকল প্রচার করা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের বিদ্বেষ ক্রমশঃ হ্রাস হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন শাস্ত্র বিশেষের পক্ষপাতী নহেন, আমাদের নিকট সকল দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই সমান আদরণীয়, কিন্তু এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব সাধারণ লোকদিগের হৃদয়ে একবারে মুদ্রিত করা অসম্ভব। তাহাদিগকে অল্পে অল্পে এই উদারতা শিক্ষা দিতে হইবে। সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে, অন্যান্য দেশীয় শাস্ত্রে কেবল নিষিদ্ধ আহারাদির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহাতে যে এতদ্দেশীয় শাস্ত্রের ন্যায় ব্রহ্ম নির্ণয় ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করা হইয়াছে; তাহা তাহারা অবগত নহে। আমাদের শাস্ত্রবিধির বিপরীত কার্য্যই ঐ সমস্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহা আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া করি তাহাদিগের মতে তাহা অকর্ত্তব্য এবং যাহা আমাদের শাস্ত্রে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তাহাদের শাস্ত্রমতে তাহাই কর্ত্তব্য। এইরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার এ দেশে অত্যন্ত প্রবল এবং তাহা অপনয়ন করিবার জন্য সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। ক্রমশঃ

ধর্ম্মজীবনে স্থায়ী ফল।

একজন বন্ধু একদিন লিখিয়াছিলেন "ধর্ম্মের আড়ম্বর ও ভাববিশেষ লইয়া মানুষ অধিক দিন ধর্ম্মরাজ্যে থাকিতে পারে না। সাধন বিহীন জীবন কিছু দিন পরে শুষ্ক মন্ত ও নির্জীব ঈশ্বরকে দেখিয়া পুনরায় মোহময় সংসারে ফিরিয়া যায়; বার বার পাপ প্রলোভনে পড়িয়া নিরাশ হয়, ও অবশেষে ঘোর অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে।"

যথা নিয়মে সাধন না করিলে যে ধর্ম্মজীবনে কোন স্থায়ী ফল সঞ্চিত হয় না, এটী বাস্তবিকই ধর্ম্ম জগতের

একটী সার সত্য। জীবনে অটল থাকিতে হইলে, অটল সত্যের উপর দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু সেই অটল সত্য সাধনা ব্যতীত কখনই পাওয়া যায় না। যাহা হউক এবিষয়ে আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের কি মত, তদ্বিষয়েই কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন,—"মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম্ম। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই গুণত্রয়ের সমতাই মনুষ্যের স্বভাব। জ্ঞানে বিশ্বাস, প্রেমে ভক্তি ও ইচ্ছায় কার্য্য। বিশ্বাস, ভক্তি, কার্য্য এই তিনটীই মানবীয় ধর্ম্মের মূল। পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করা, তাঁহাকে ভক্তি করা, ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা ইহারই নাম ধর্ম্ম। সুতরাং স্বভাবের নামই ধর্ম্ম।" মহাত্মা কারলাইল একস্থানে এ সম্বন্ধে অতি পরিষ্কাররূপে বলিয়া গিয়াছেন। "পুস্তকগত বিশ্বাস, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর, এবং ধর্ম্মে দিক্ষীত হওয়া, ইহার কিছুই ধর্ম্ম নহে। যাহা কার্য্যে পরিণত না করা যায়, যাহাতে কার্য্যতঃ জ্বলন্ত বিশ্বাস নাই, কার্য্যতঃ যাহাকে হৃদয়ের ধন বলিয়া হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে পোষণ না করিয়াও বাঁচা যায়, তাহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া বাক্যান্তরে ভাষা বলিলেও অতিবাদ হয় না।" এই জগতের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া, ইহার সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ স্থির করা ও জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর কি অভিপ্রায়েই বা প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহার গূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করার স্বভাবকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ফলতঃ যিনি পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া, সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া, পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজন বর্গ কর্ত্তৃক পিষ্ট, পরিত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াও সত্য লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনিই প্রত্যক্ষ সারবস্তু লাভ করিয়াছেন। "ষোল আনা সাধন করিব, ফল ফলদাতার হস্তে।" ধর্ম্ম জগতের এই সূত্রের সার মর্ম্ম তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ধর্ম্মকে তিনি হৃদয়কন্দরে না রাখিয়া সুস্থ থাকিতে পারেন না,—তাঁহার সে কৃপণের ধন, তিনি তাহার বিচ্ছেদে বাঁচেন না। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধন কেনই বা না তাঁহার নিকট অত আদরের, অত প্রাণের বস্তু হইবে? তাঁহাকে উহা উপার্জ্জন করিতে বড় ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, নানারূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। তিনি যুক্তি মানেন না, তর্ক করিতে জানেন না।—তাঁহার সে যুক্তি তর্কের দিন চলিয়া গিয়াছে; তাঁহার সে জ্ঞানাভিমান পরাস্ত হইয়াছে,—তিনি এখন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বস্তু লাভ করিয়াছেন। ফল কথা এই তাঁহার ধর্ম্ম স্বোপার্জ্জিত, তিনি পৈতৃক ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না। বাল্যকাল হইতে একজন বৈষ্ণব-পুত্রের বৈষ্ণবধর্ম্মে একরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, পিতা মাতার ভাব দেখিয়া, ভাবের বাহ্য ক্রিয়া দেখিয়া, সে হরি-সংকীর্ত্তনে মাতিতেছে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পুলক ইত্যাদি ভাবের লক্ষণগুলি কার্য্যে প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানী উহার ন্যায় নিজের প্রাণে কিছু সাক্ষাৎকার লাভ না করিয়া, ভাবে মত্ত হইতে পারেন না। ধূলায় লুটাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারেন না। তাঁহার প্রকৃতির অব্যক্ত গূঢ় শক্তি এতদূর প্রবল যে, তাঁহাকে কোন কার্য্যের উপরে ভাসাইয়া রাখিতে পারে না; ভাব স্রোত যতই প্রবল হউক না কেন, তিনি কর্ত্তব্য জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া, সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, কদাপি তাহাতে গা ঢালিয়া দেন না। সাময়িক রীত্যানুসারে চলনসহী ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটে না। হিন্দুর পুত্র, খ্রীষ্টীয়ানের পুত্র, মুসলমানের পুত্র, যেরূপ পৈতৃক ধর্ম্ম লইয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" ইত্যাদি মহাজনদের, সাধু ভক্তদের পবিত্র মুখ নিঃসৃত উচ্চ উচ্চ কথা কণ্ঠস্থ করিয়া লোকে যেরূপ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তিনি সেরূপ পারেন না; তাঁহার হৃদয়ের দারুণ ক্ষুধা তাহাতে নিবৃত্ত হয় না, মনের জ্বলন্ত হুতাশন তাহাতে নির্ব্বাপিত হয় না। একজন হিন্দু বা খ্রীষ্টানের পুত্র পৈতৃক অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে অনায়াসে পৈতৃক ধর্ম্মের ও উত্তরাধিকারী হইয়া বসিল, অভ্যাস বশতঃ চির প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিল,আবার পর মুহূর্ত্তেই নিতান্ত পাষণ্ডের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল,উহাকে তুমি নিন্দা কর কেন? উহার ধর্ম্ম পৈতৃক,উহার ধর্ম্মজীবন পরোক্ষ,উহার ধর্ম্মের কার্য্য অস্বাভাবিক। যে সত্য লাভ করিতে সহস্র ২ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হয় নাই,সংসারের নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে হয় নাই, সে সত্যে লোকের আদর হইবে কেন, সুতরাং যে ব্যক্তি সত্য লাভ করিতে পারিল না, সে যে জীবনে সত্য পালন করিবে, এইরূপ আশা করা নিতান্ত অদূরদর্শীর কার্য্য। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারী যুবক আজ চরিত্রের বল, সাধুতার মাহাত্ম্য, সরলতার সুন্দর ছবি, স্বদেশের উন্নতীর প্রবল-বাসনা সমস্ত সংসারের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া সাধুতাকে, ধর্ম্মভাবকে বাতুলের ক্রীড়া বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন, ধর্ম্মপ্রচারকগণকে মিছামিছি নিন্দা করিতেছেন, ও তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের উপরে কলঙ্কের আরোপ করিতেছেন তিনি একদিন ব্রাহ্ম সমাজের একজন সভ্য ছিলেন। আজ দেবত্ব হারাইয়া, পশুত্ব লাভ করিয়াছেন; একদিন যাহা অসত্য বলিয়া কুসংস্কার বলিয়া চরণে ঠেলিয়াছিলেন, লোকের নিকটে বক্তৃতায় উচ্চৈস্বরে ঘৃণা করিয়াছিলেন, আজ তাহাই আবার সত্য বলিয়া আদর করিতেছেন। যে বিধবা যুবতী আজ পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় বান্ধবের মায়ার হাত এড়াইয়া সামাজিকবন্ধন ছিন্ন করিয়া নিতান্ত দুঃখিনীর ন্যায় ধর্ম্মজীবন লাভের আশায় ধর্ম্মসমাজের আশ্রয়ে আসিলেন, কিন্তু দুই এক দিন গত হইতে না হইতেই পিতার তীব্র কটাক্ষ, মাতার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, অন্যদের উপহাসের তীক্ষ্ণবাণ আসিয়া যখন তাহার গায়ে লাগিতে লাগিল, পিতার বজ্রনাদের পরে মাতার কোমল নয়নাসার যখন ধারাবাহী হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন তাহাকে কে রক্ষা করে?—যুবতী সেই বারিধারার সঙ্গে দেখিতে দেখিতে কোথায় ভাসিয়া গেল, আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ইহারই নাম কি যুবতীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বল? যুবতীর পুণ্যের প্রতি রুচি, সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা

ও অটল বিশ্বাস কি ইহাকেই বলিব? প্রতি নিয়ত এই-রূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া, এইরূপ লোকের জীবন অধ্যয়ন করিয়া আমরা কি মনে করিব? সমাজ এবং সমাজের লোক যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, হুজুকে পড়িয়া, অন্তঃসার বিহীন অপদার্থের ন্যায় ভাল রূপে চিন্তা না করিয়া, না বুঝিয়া শুনিয়া বা ব্যক্তি বিশেষের মায়ায় বদ্ধ হইয়া অথবা পান ভোজন পরিচ্ছদ এবং সমাজসংস্কারের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রলোভিত হইয়া যদি নূতন সমাজে যোগ দিয়া থাকি, তবে আমাদের গতি কি হইবে। আমাদের ভাবী ফল কি ভয়ানক হইবে। এ অবস্থা ভাবিলে আমাদের পরিণাম কি শোচনীয় মনে হয় না? যথার্থ ভগবদ্ভক্ত প্রেমিক এবং পরিত্রাণার্থী ভগবানের জন্য সকলি বিসর্জ্জন দিতে পারেন, সমস্ত দুঃখ কষ্ট অবনত মস্তকে সহ্য করিতে পারেন। "কে আমার মাতা কে আমার ভাই ভগিনী?—আমার পিতার ইচ্ছা যিনি পালন করেন, তিনিই আমার মা, তিনিই ভাই বোন, তিনিই আমার সকল।" মহাত্মা খ্রীষ্টের এই মহদ্বাক্যের কতদূর শক্তি! অপ্রেমিক বাহ্যানুষ্ঠানপ্রিয় আমরা কি প্রকারে বুঝিব? ভক্তি-রাজ্যে মহাত্মা গৌরাঙ্গের জীবনে প্রেমের অপরিসীম শক্তির আর একটী দৃষ্টান্ত দেখা যায়—গৌরের মত্ততা দেখিয়া ও হরি সংকীর্ত্তনের আধিক্যে গ্রামবাসী অভক্ত পাষণ্ডেরা বিরক্ত হইয়া "নবাবের লোক ধরিতে আসিয়াছে" নগরময় এ কথা রাষ্ট্র করিল, হরি ভক্ত বৈষ্ণবগণ নিতান্ত সরলচিত্ত, সহজেই এ কথা বিশ্বাস করিয়া ভীত হইল, গৌরচন্দ্র ইহা-দিগকে সাহস দিবার জন্য ভাগীরথীর তীরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর সুন্দর পুলিন ও নির্ম্মল জল স্রোত দেখিতে দেখিতে গৌরের ভাবোদয় হইল, তৎক্ষণাৎ মত্ত হইয়া বেগে দৌড়িয়া আসিয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, "ওহে শ্রীবাস! তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, এ ভয় কি তোমার এখন ও আছে? যদি ধরে, তবে আমিই অগ্রে যাইব, নবাব, কাজি সকলকে হরি ভক্তিতে কাঁদাইয়া আসিব, নাম সংকীর্ত্তনে তাহাদিগকে মাতাইব।" নবাবের হাতী ঘোড়া পশু পক্ষীকেও নাম রসে মত্ত করিব," কি জলন্ত জাগ্রত বিশ্বাসের কথা? কি প্রত্যক্ষ ভাবের কথা! তাই বলি, শাস্ত্রও সৎ-গ্রন্থ পাঠ করিলেই চলিবে না, আলোচনা ও সাধুসঙ্গ করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্ম্মানুমোদিত বাহিরের অনুষ্ঠান করিয়া "আনুষ্ঠানিক" নাম কিনিলেই হইবেক না। নিগূঢ় সাধন চাই। যাহাতে চির আশ্রয় পরমেশ্বরের আশ্রয় লাভ করিয়া সকল প্রকার বিপদ আপদে অটল থাকিতে পারি, প্রাণারামকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তজ্জন্য প্রতিনিয়ত একান্ত সরল অন্তরে আন্তরিক নির্ভরের সহিত প্রার্থনা করা চাই।

সাধু জনের উক্তি

ফেনেলোঁ।

আধ্যাত্মিক শান্তি।

১। সকল মানবেই শান্তি অন্বেষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা এমন স্থানে শান্তির অন্বেষণ করে যেখানে ইহা পাওয়া যায় না; তাহারা সংসারে শান্তির অন্বেষণ করে, যে সংসার শান্তির আশা দেয় বটে, কিন্তু কখনই স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। সে শান্তি কেবল ঈশ্বরই দিয়া থাকেন কারণ তিনি মানবকে নিজের সহিত সম্মিলিত করেন, রিপু-কুলকে শাসন করেন, বাসনা সকলকে নিয়মিত করেন, অনন্ত সুখের আশাকে উদিত করেন, এবং তাঁহার পবিত্র ভাবের আবির্ভাব দ্বারা অপার আনন্দ বিধান করেন। সে আনন্দ বিপদ যন্ত্রণার মধ্যে ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেনা। সে আনন্দের উৎসব কখনও শুষ্ক হয় না, সে আনন্দ নিত্য পুণ্যের আকর হইয়া বিদ্যমান থাকে। সংসার তাহার ব্যাঘাত বা ক্ষতি করিতে পারেনা।

২। ঈশ্বরকে লাভ করা ভিন্ন আর কিছুতেই প্রকৃত শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস ও তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হওয়া ভিন্ন ঈশ্বরকে লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয় পরি-ত্যাগ কর, সকল প্রকার দূষিত বাসনা পরিহার কর, সকল প্রকার সাংসারিক চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূরে নিক্ষেপ কর; কেবল ঈশ্বরকে পাইতে বাসনা কর; কেবল ঈশ্বরকে অন্বে-ষণ কর; তাহাহইলে তুমি শান্তি লাভ করিবে। এমন শান্তি পাইবে যাহা সংসার কখনও হরণ করিতে পারিবে না। কারণ এমন কি আছে, যাহাতে তোমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে? তাহা কি দরিদ্রতা? অথবা অপমান? অথবা নিরাশা? অথবা বাহ্যিক ও আন্তরিক যাতনা? তুমি দেখিবে যে এস-কল তোমার ঈশ্বরের হস্ত হইতেই আসিবে, এসকল তাঁহার অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ, তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে এই সকল অবস্থাতে ফেলিয়াছেন। তখন এজগত তোমার নিকট আর এক নূতন ভাবে উপস্থিত হইবে এবং তোমার শান্তি কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না।

ফ্রান্সিস নিউম্যান।

যখন বলিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, তখন তাহার অর্থ এ নয় যে আমার সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। বরং ইহাই সত্য যে যিনি অনুভব করেন, যে ঈশ্বর তাঁহাকে ভাল বাসিতেছেন, তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেন যে ঈশ্বর আর সকলকেও ভালবাসিতেছেন। মানবের বাহ্য জীবন সম্বন্ধে এই শিক্ষার অশেষ ফল। এমন কি এই বিশ্বাস হইতেই উদার ভ্রাতৃভাবের উৎপত্তি হয়; কিন্তু আমাদের আত্মা যখন গোপনে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়, তখন এই ভাবে যায় যেন সে ভিন্ন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় আত্মা নাই। এই রূপ আত্মা যখন জানিতে পারে যে ইহার প্রীতি ঈশ্বরে অর্পিত এবং ঈশ্বরের প্রীতি ইহার উপর পতিত

তখন স্বতঃই আনন্দের উদয় হয়। কাহার কাহার প্রকৃতিতে এই আনন্দ প্রবল বেগ ধারণ করে। সকলের প্রকৃতিতেই ইহা চিত্তের প্রসন্নতা আশা ও প্রফুল্লতা বিধান করে। আত্মা এতদিন যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অন্বেষণ করিতেছিল, তখন তখন তাহা বুঝিতে পারিল এবং অনুভব করিতে পারিল। আত্মা তখন অনুভব করিতে লাগিল, যে ঈশ্বর তাহারই ঈশ্বর, তাহার এত নিকটে বাস করেন, যে আর কোন পদার্থ বা প্রাণী তত নিকটে থাকিতে পারে না। এমন কি আত্মা তখন বলিতে থাকে যে ঈশ্বর যত নিগূঢ়ভাবে তাহার প্রাণমধ্যে বিদ্যমান, কি নক্ষত্র পুঞ্জে, কি সাগর গর্ভে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে কোন স্থানেই তেমন ভাবে বিদ্যমান নন। আত্মা তখন পরমেশ্বরকে কি রূপে দেখে? আত্মার আত্মরূপে। তখন আর এরূপ ভাবা ব্যবহার করিতে সংকোচ হয় না "যে তিনি আমার প্রাণের বন্ধু, তিনি আমার, আমি তাঁহার"। যখন অন্তরে এই সুখ-সিন্ধু উদ্বেল হইতে থাকে, তখন তাহা আরাধনা ও প্রশংসার আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়। তখন সকল পদার্থ যেন উজ্জ্বলতর বোধ হয়; কর্ত্তব্যপালনে আনন্দ জন্মে; লোকের ঘৃণা প্রাণে লাগে না; এবং প্রত্যেক অন্নের গ্রাস মিষ্ট লাগে। 'এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের প্রত্যেক ঘটনা দুশ্ছেদ্য নিয়ম পাশে বদ্ধ ইহা জানিলেও তখন আমরা সকল ঘটনার মধ্যেই ঈশ্বরের হস্ত লক্ষ্য করি। তখন যাহা কিছু ঘটে, তাহাতে হয় তাঁহার দয়া না হয় তাঁহার শাস্তি আমরা দেখিতে পাই এবং প্রত্যেক ঘটনাই তাঁহার প্রেম-প্রসূত মনে হয়। হয়ত এরূপ চিন্তা যুক্তি বিরুদ্ধ—বস্তুতঃ এরূপ ভাব ভ্রান্তি মাত্র—কিন্তু যদি এরূপ না ভাবি তাহা হইলে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও সংস্কারের উপর আঘাত পড়ে. সুতরাং আমরা বিচার ও যুক্তি না করিয়াই এই ভাব স্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দি; ইহার যুক্তিযুক্ততা রক্ষা করিবার ভার অপর লোকের হস্তে। তখন সমগ্র জগতকে এমন মিষ্ট বোধ হয় যেরূপ মিষ্টতা পূর্ব্বে কখনও আস্বাদন করা যায় নাই। কি সুখ কি দুঃখ, কি স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য সকল অবস্থাই আমাদের নিজের বোধ হয়। পুরাতন বিষয় সকল চলিয়া যায় এবং সমুদায় নূতন ভাব ধারণ করে। আত্মা তখন বিস্ময় ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া ধন্যবাদ করিতে থাকে এবং বসন্ত সমাগমে শিশু যেমন আনন্দে নৃত্য করে সেইরূপ সাধকের মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। আত্মা তখন অনুভব করিতে থাকে যে সে একটী নবজাত শিশু—সে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ২৩এ শ্রাবণ বাগআঁচড়া গ্রামে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মল্লিক বয়স ২৭।২৮। পাত্রীর নাম শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা দেবী, বয়স ১৫ বৎসর। এ বিবাহে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। শুনিলাম বিবাহটী রেজিষ্টারি করা হয় নাই। এখন যাঁহারা সামান্য অসুবিধায় রেজিষ্টারি করাইতেছেন না, পরিণামে ইহার জন্য তাঁহাদিগকে কি অসুবিধায় পড়িতে হইতে পারে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। সামান্য কারণে বিবাহ রেজিষ্টারি না করা কোনমতেই উচিত নয়।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, বাগআঁচড়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া কয়েক দিন শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন কলিকাতায় ছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি একটু সুস্থ হইয়াই বেহার অঞ্চলে প্রচার করিবার উদ্দেশে গমন করিয়াছেন। বিহারের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছে, এতদিন পরে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার পরিহার হইবার উপায় হইল। প্রচারার্থী বাবু শশিভূষণ বসুও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি এই সুযোগে দীর্ঘকাল বেহারে অবস্থিতি করিয়া হিন্দি শিক্ষা করিতে যত্ন করিবেন এবং যথাসাধ্য প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

বিগত ২১এ শ্রাবণ রবিবার আমাদের হুগলিস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নবজাত পুত্রের নামকরণ কার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বালকটীর নাম কল্যাণকুমার রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া হুগলিতে গিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কিছু কালের জন্য কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় উত্তর বাঙ্গালায় গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সৈয়দপুরের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

রংপুর হইতে বাবু শারদাচরণ রায় লিখিয়াছেন—সম্প্রতি অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী 'ছাত্রসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত কার্য্যোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

২৭এ শ্রাবণ শনিবার প্রায় ৪॥০ ঘটিকার সময় সমাজের কর্ম্মচারী, আচার্য্য নিয়োগ ও কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়গণ আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন। পরে ৬ ঘটিকার পর শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথমে একটী প্রার্থনা ও পরে ছাত্রসমাজ উপলক্ষে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর উপাসনা হয়। উপাসনায় সৈদপুর হইতে সমাগত বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৮এ শ্রাবণ রবিবার প্রত্যূষে একটী সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত হইয়া উপাসনা হয়, বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় অত্রত্য একটী নববিধানী বন্ধুকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের পার্থক্য বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেন। আলো-

চনার পর ৩।০ ঘটিকার সময় স্থানীয় সমাজের মাসিক সভার অধিবেশন হয়। তৎপর পর সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী রায় "সত্যপথ" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনন্তর কয়েকটী সঙ্গীতের পর উপাসনা হয়। উপাসনান্তে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

নিম্নলিখিত প্রণালিতে সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

১৮ই আগষ্ট শনিবার।—অপরাহ্ন ৭॥ টা হইতে নূতন মন্দিরে উপাসনা। ১৯ এ রবিবার। প্রাতে ৬॥ টা হইতে পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা। ও তৎপর নগর সংকীর্ত্তন। অপরাহ্ন ৫ টা হইতে উন্নতি বিধায়িনী সভাগৃহে বক্তৃতা। ৮টা হইতে নূতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা। ২০এ সোমবার।—অপরাহ্ন ৭॥ টা হইতে পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা। ২১এ মঙ্গলবার।—অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও প্রচার। ২২এ বুধবার।—অপরাহ্নে ৭ টা হইতে নূতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা। ২৩এ বৃহস্পতিবার।—অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও প্রচার। ২৪এ শুক্রবার।—প্রাতে উৎসব ও উপাসনা, অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও প্রচার। ২৫এ শনিবার।—প্রাতে ৬॥ টার সময় পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা। অপরাহ্ন ৫ টা হইতে নগর সংকীর্ত্তন। ৭টা হইতে নূতন সমাজ গৃহে উপাসনা। ২৬এ রবিবার।—প্রাতে ২॥ হইতে পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা। অপরাহ্ন ৫টা হইতে উন্নতি বিধায়িনী সভার গৃহে শাস্ত্র ব্যাখ্যা। ৮ টা হইতে নূতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা।

প্রেরিত।

যখন আমাদের নব-বিধানী ভ্রাতারা প্রথম নাট্যাভিনয় আরম্ভ করেন, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতাদিগের নাট্যাভিনয়ের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে নানা প্রকার বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধিক দিন অতীত হইতে না হইতেই সিটীকালেজের বাড়ীতে কোন কোন ব্রাহ্ম অভিভাকের তত্ত্বাবধানে যুবক ব্রাহ্মদিগের উদ্যোগে এক নাটকাভিনয় হইয়া গেল! নববিধানী ব্রাহ্মেরা সাধারণে ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্য "নববৃন্দাবনের" অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর আপনারা আমোদের জন্য নাটকাভিনয় আরম্ভ করিলেন! তখনকার নাটকাভিনয় দেখিয়া অভিনেতৃদিগের ও নাটকপ্রণেতার অনেকেই প্রশংসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমাজের কোন কোন নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি ইহা দ্বারা বালক বালিকা ও যুবক যুবতীদিগের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ভাবিয়া বিরক্তির ভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই বিরক্তি প্রকাশে বাস্তবিকও কাজ হইয়াছিল—পূর্ণ একটী বৎসর আমরা আর নাটকাভিনয়ের কোন সাড়া শব্দ পাই নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আবার গত গ্রীষ্মের বন্ধে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কোন সম্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতেই যুবক ব্রাহ্মের তত্ত্বাবধানে কিশোর বয়স্ক কুমার কুমারীদিগের দ্বারা আর একখানা নবরচিত নাটক অভিনীত হইয়া গেল। নাটকের চরিত্রগত দোষগুণ বিচার করিতে গেলে পত্রের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে, নতুবা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করা যাইত; যে এরূপ নাটকের দ্বারা উপকার অপেক্ষা অপকারই বরং অধিক হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম! এখানেই শেষ নহে;—ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আরও আছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তির পর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কোন বাসায় এক ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। সেই বাসার অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজের লোক—অধিক বয়স্কেরা ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। সেই ভোজেও নাটকের অবতারণা! এক মাতালের মুখদ্বারা সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসের সমস্ত বিবরণ প্রকটিত হইল। অভিনয়ের প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে তালিম চলিতে লাগিল। বাসাস্থ যুবক বালক সকলে নাটক লইয়া ব্যস্ত, মুখে মাতালের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই। খেতে শুতে বসতে চলতে মাতালের মাতলামির ভাষা। এই যে একমাস হইল নাটক অভিনীত হইয়া গিয়াছে—আজও তার নেশা যায় নাই। সময়ে অসময়ে অভিনেতৃদিগের মুখে—দর্শকদিগের কাহার কাহার মুখে মাতালের অভিনীত বাহাদুরীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অবশেষে বঙ্গমহিলা সমাজের বিগত জন্মোৎসবে। এই নাটকাভিনয়ের আহুতি হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের যুবকেরা নাটকাভিনয় করিয়া বাহাদুরী নিলেন—কুমারীরা—যুবতীরা কি আর বসিয়া থাকিতে পারেন? এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার সময় কি রমণীরা পুরুষদিগের অপেক্ষা কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকিবেন? না, তা কখনই হইতে পারে না। বঙ্গ মহিলা সমাজ উৎসাহী "Spirited" যুবকব্রাহ্মনাটকারকে নাটক প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। রাতারাতি নাটক তৈয়ের হ'ল; রাত দিন করে মেয়েদিগকে জমাইয়া নাটক তালিমও গান শিক্ষা দেওয়া হইল। মহা ধুম ধামে অভিনয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল—চতুর্দ্দিকে নাটককারের, পুরুষ ও স্ত্রী গায়কের এবং অভিনেত্রীদিগের বাহবা পড়িয়া গেল!

এখন জিজ্ঞাস্য এই, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যাঁহারা পাশ্চাত্য রীত্যনুসারে সমাজে নাটকাভিনয় প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন—যাঁহারা এসকলের উৎসাহদাতা, প্রবর্ত্তক ও অভিনেতা তাঁহারা ইহার পরিণাম ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? নিজের জীবনের—ব্রাহ্মসমাজের—তোমার দেশের এই শোচনীয় অবস্থায়, ব্রাহ্ম, তোমার নাটকাভিনয় করিয়া সময় অতিবাহিত করা উচিত কি না একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি আমি সকলেই বলিতেছি "ব্রাহ্মসমাজে ছেয়ে মেয়ে গুলি ব'য়ে গেল;—সর্ব্বনাশ হইল।" আর তুমি আমিই যদি আজ তাহাদিগকে লইয়া নাটকাভিনয় করি—মাতাল সাজি (কোন নৈতিক শিক্ষা না দিয়া কেবল আমোদ

দের জন্য মাতাল সাজি) বেঁদে সেজে মেয়ে চুরি করি—নাটকাভিনয় ছলে ভালবাসার সঙ্গীত গুভয়হৃদয়ের গীতউচ্ছাস গাই, তবে আর তারা সৎশিক্ষা লাভ করিবে কোথায়? সম্মান করিবে কাহাকে? জ্যেঠা হ'বেনা ত কি হবে? ব্রাহ্মবন্ধু, রাগ করিও না, বিরক্ত হইও না—প্রাণে বড় ব্যথা পাইয়াছি, তাই এত গুলি অপ্রিয় কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা এ কথা গুলি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

২৩এ শ্রাবণ ১২৯০। আপনাদের জনৈক ভৃত্য।

আপনার ১লা আষাঢ় তারিখের পত্রিকায় "হিন্দুবিধবা" শীর্ষ প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া একান্ত আশ্বস্ত হইলাম। প্রায় ৫।৬ বৎসর অতিত হইল আমার কয়েক জন আত্মীয়া বিধবা প্রস্তাবানুযায়ী আশ্রয়-বাটিকার অনুষ্ঠান জন্য বারংবার আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের মনঃকল্পিত নিয়মানুযায়ী এই প্রকার সহানুভূতিজনক কথা আর কোথাও পাই নাই। আপনার প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। "দ্বিতীয়তঃ—এরূপ আশ্রয়বাটিকার তত্ত্বাবধানের ভার সচ্চরিত্র বয়ঃপ্রাপ্ত নারীদিগের উপরই থাকা উচিত' আমার সেই পরিচিতাদিগের মধ্যে ২।১ জন এই পদোপযোগী হওয়া একান্তই সম্ভব। ঐ প্রকার অনুষ্ঠান হইলে কেহ কেহ নিজ ব্যয়েও তথায় অবস্থিতি করিতে সমুৎসুক হইবেন। "এই প্রকার ব্যয়ের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ সহজ নয়" সত্য; কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত ব্রাহ্ম-কল্পিত সাধারণের হিতজনক কার্য্যানুষ্ঠান কবে স্থগিত রহিয়াছে!!! তবে কিনা এই দুরদৃষ্ট দুঃখিনীদিগের কথা বায়ুর সহিত আকাশে লীন হইয়া গেলেও যাইতে পারে।

অধিক কথা না লিখিয়া আমি সেই দুঃখিনী পরিচিতাদিগের পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতেছি, যে আপনি এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে লিখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের মনোযোগাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করুন। হিন্দুসমাজস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ অনেকেই এবিষয়ের সহানুভূতি দিবেন। পরিশ্রম করিলে অর্থাভাব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক কিছুই থাকিবে না। "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।"

গোপালপুর
৩০এ শ্রাবণ, ১২৯০।

বশংবদ
শ্রীশশাঙ্কনারায়ণ দাসচৌধুরী।

ভ্রম সংশোধন।

গত ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণের দান প্রাপ্তি স্বীকার কালে একটীর গুরুতর ভ্রম করা হইয়াছে। গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল হইতে বাবু তারাকিশোর চৌধুরী পর্য্যন্ত ১৭টী নাম একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ভ্রম ক্রমে ঐ সকল নাম ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল নামে দুইবার দান প্রাপ্তি স্বীকার না হইয়া একবার হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনলয় নির্ম্মাণার্থ দান প্রাপ্তি।

জের ২৭২৬৫৫৪

১৮৮২ সালের জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৯৲
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	১০৲
,, কেদারনাথ রায়	ঐ	৭৭৲
,, কালীনাথ দত্ত	ঐ	৫৲
,, কালীশঙ্কর স্বকুল	ঐ	৩৲
,, কালীকুমার ঘোষ	ঐ	৭৲
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	ঐ	২৬৲
,, রাধাকান্ত ঘোষ	ঐ	৪৲
,, রজনীকান্ত নিউগি	ঐ	৩৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ দেব	ঐ	১৲
,, শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	১৭০
,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস উকিল	কলিকাতা	৫৲
,, ললিতমোহন আঢ্য	কলিকাতা	২৲
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, তারনচন্দ্র সরকার	কৃষ্ণনগর	১০৲
,, ঈশানচন্দ্র সরকার	ঐ	২০৲
,, মৃত্যুঞ্জয় রায়	ঐ	১০
,, ফনীন্দ্রমোহন বসু	কলিকাতা	৫০
,, জগৎচন্দ্র দাস	শিবনাগর আসাম	৫০৲
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	ঐ	৩৲
,, চণ্ডিচরণ সেন মুনসেফ	বরিশাল	১৫১৲
,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	৭৫৲
,, অদ্বৈতচরণ মল্লিক	কলিকাতা	৬৲
,, রাধাচরণ রায় মুনসেফ	ময়মনসিং	৫৲
শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্ত	কলিকাতা	২০০৲
বাবু নীলমণি ধর	মেদিনীপুর	১০৲
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	আরা	১০৲
উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের সহধর্ম্মিণী	কলিকাতা	১০০৲
বাবু গিরিশচন্দ্র সেন	বরিশাল	১৫৲
,, হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যাধ	বরিশাল	৫৲
,, রজনীকান্ত দাস	ঐ	৫৲
,, দ্বারকানাথ দত্ত	ঐ	১০৲
,, গোরাচাঁদ দাস	ঐ	১৫৲
,, অশ্বিনীকুমার দত্ত	ঐ	১৫৲
,, অভয়চরণ (অন্ধ)		২৲
,, আনন্দচন্দ্র সেন	বরিশাল	৫৲
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ডোমরাওন হইতে আদায় করিয়া পাঠান		৫৲
ঋণ পরিশোধার্থ বিশেষ উপাসনার দিনে দান সংগ্রহ		১০২৶০
বাবু অক্ষয়কুমার রায়	কলিকাতা	৬৲
,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	তেজপুর	৭৲

২৮৩২৪৶১০ পাই।

বিজ্ঞাপন।

Just Published.

GLEAMS OF THE NEW LIGHT

BEING

Essays expository of some leading principles of Pure Theism, doctrinal and practical.

BY

SITANATH DATTA.

The book has been very favourably noticed by the leaders of the Adi and Sadharan Brahmo Samaj. Their opinions will be found on the 3rd and 4th page of the cover.

☞ To be had of the author at the City School, 45, Beniatola Lane; or at his lodging, 14, College Street; at the Sadharan Brahmo Samaj Office, 210-2, Cornwallis Street; of Messrs. M. M. Mazumdar & Co., 55, College Street; and at the gate of the Sadharan Brahmo Samaj Prayer Hall on Sunday mornings and evenings.

তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান বর্ষের চারি মাস গত হইয়া গেল। অথচ অনেকের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য পাওয়া যায় নাই। ইহার উপর অনেকের নিকট পূর্ব্ব২ বৎসরের মূল্যও অনাদায় রহিয়াছে। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন অতি সত্বর আপন২ দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মহোদয় গণকে সাম্নয়ে নিবেদন করা যাইতেছে যে, ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেয় চাঁদা যত শীঘ্র পারেন, পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে গুরু ঋণ ভার গ্রস্ত হইয়াছেন তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাং ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২০ এ জুলাই ১৮৮৩

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

উপযুক্ত অর্থাভাবে প্রচারকদিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার বিলম্ব হইতেছে অতএব সাম্নয় নিবেদন এই যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহারা যত শীঘ্র পারেন আপানাদের দেয় অর্থ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাং ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২০ এ জুলাই ১৮৮৩

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অনুগৃহীত করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা তাহার মধ্যে কয়জন নিবাসী ও কয়জন প্রবাসী।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।
১১। সমাজ দ্বারা পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহার নাম।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে কোন্নগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
১৯ এ জুলাই—১৮৮৩

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি।

BRAHMO YEAR BOOK FOR 1882
by
MISS S. D. COLLET
price R.1.

মিস কলেট প্রণীত ১৮৮২ সালের "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ গ্রহণেচ্ছুগণ উক্ত কার্য্যালয়ে ডাক মাশুল সমেত মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সঃ সম্পাদক

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা ওরা ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ১০ম সংখ্যা।	১৬ ই ভাদ্র শনিবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! তুমি আমাদের কার্য্যের সহায়। আমাদিগকে শুভমতি দেও যেন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনকে জীবনের সর্ব্বোচ্চ সুখ মনে করি; আমাদিগকে বল দেও যেন উৎসাহের সহিত তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকিতে পারি। তুমি যখন যে পথ টুকু দেখাইবে সেই পথে যেন বিশ্বাসের সহিত চলিতে পারি। আমাদের যে গুণ বা যে শক্তি নাই, তাহা দেখাইবার জন্য যেন ব্যগ্রতা না থাকে। আমাদের সহস্র প্রকার দুর্ব্বলতার মধ্যে আমরা যেন অকপট চিত্তে তোমার প্রদর্শিত পথে স্থির থাকিতে পারি, আমাদের হৃদয় মনের শক্তিকে জাগ্রত রাখ।

মেথডিষ্ট নামক খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জন ওয়েস্‌লির বিষয় এরূপ উক্ত আছে, যে তিনি যখন প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন তখন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অদ্ভুত ভাবোচ্ছ্বাসের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইত। কেহবা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত, কেহবা উন্মত্তের প্রায় চীৎকার করিয়া ছুটিত, কেহবা অচৈতন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইত, কেহবা বায়ু-রোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া গোঁ গোঁ করিত। এই সময়ে চারিদিক হইতে ওয়েস্‌লির প্রতি ঘোরতর নির্য্যাতন উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন একজন শ্রমজীবী সামান্য লোক এই বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল যে জন ওয়েসলি কি কুহকে ফেলিয়া তাহার স্ত্রীকে পাগল করিয়া দিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্ত্রী যে বাতুল হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি?" সে ব্যক্তি বলিল ওয়েস্‌লির বক্তৃতা শুনিবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী কত কথা বলিত, তাহার কলহের জ্বালায় আমি বাড়ীতে থাকিতে পারিতাম না, পাড়ার লোকের শান্তি থাকিত না; কিন্তু এখন তাহার মুখে কথাটী নাই, সর্ব্বদাই পাপের জন্য অনুতাপ করে, নিরন্তর বিষণ্ণ থাকে।" মাজিষ্ট্রেট শুনিয়া বলিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি তোমরা জেলার সমুদয় কলহ-প্রিয়া স্ত্রীলোককে ওয়েস্‌লির নিকট প্রেরণ কর।"

আমরা এই গল্পটী হইতে একটী উপদেশ পাইতেছি। যখন অনুতাপের অগ্নি প্রাণে প্রজ্বলিত হইয়া পাপীকে নবজীবন প্রদান করে, যখন তাহার মুখের প্রফুল্লতা হরণ করিয়া সেখানে বিষাদের কালি ঢালিয়া দেয়, যখন সে নিজের দুষ্কৃতি সকলকে স্মরণ করিয়া বিষাদে নিমগ্ন হইতে থাকে, যখন তাহার অন্তরে নবজীবনের সংগ্রাম চলিতে থাকে, তখন পৃথিবীর স্থূলদর্শী বিষয়ী লোকের চক্ষে সে অবস্থা উন্মাদের অবস্থা বোধ হয়। তাহারা স্থূল দৃষ্টিতে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ চিরকাল জগতে দৃষ্ট হইতেছে যে সাধুদের হৃদয়ের উচ্চ ভাব সকল জড় বুদ্ধি লোকের নিকট বাতুলতা বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

একজন ব্রাহ্ম-বন্ধুর পত্রে নিম্নলিখিত সুন্দর কথা গুলি দেখা গেল—

"আমি সমাজ ত্যাগ করিয়াছি, পিতামাতার অন্তরে কষ্ট দিয়াছি, কেন? নিজের উৎকট আত্মাভিমানের জন্য, স্বীয় উগ্র স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য। আর প্রেম-প্রাণ চৈতন্য মাতৃ-ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? জগতের প্রেমের জন্য, ঈশ্বর-প্রেমের জন্য। তবে তাঁহার অবস্থা ও আমার অবস্থা এক হইবে কেন? তিনি প্রেমের প্রিয় পুত্র, আমি স্বার্থের দাস"।

ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী যুবক মাত্রেরই ইহা চিন্তা করিবার কথা। তাঁহারা যে ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি দাম্ভিকতা ও উৎকট স্বমত-তন্ত্রতার ফল? না প্রেমের ও গুরুতর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধ? যেখানে প্রেম ও যেখানে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, সেই খানেই বিনয়, কৃতজ্ঞতা, প্রীতি প্রভৃতি সাধুভাবের বিকাশ। আর যেখানে প্রেম কার্য্যের প্রেরক না হইয়া দম্ভ ও উৎকট স্বতন্ত্রতা কার্য্যের প্রেরক হইয়াছে, সেইখানেই গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিভাজনের প্রতি ভক্তির অভাব, দম্ভ ও বাহ্যস্ফোটের আতিশয্য! এরূপ দাম্ভিক সমাজসংস্কারের দ্বারা ধর্ম্মসমাজের অবনতি

ভিন্ন উন্নতি কখনও হয় না। এইটী দেখিতে বড় ইচ্ছা করে যে একজন প্রেমের দ্বারা বাধ্য হইয়াই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন।

উৎকট স্বতন্ত্রতা কাহাকে বলে? যে স্বতন্ত্রতাতে আমাদিগকে গুণী জনের গুণ অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা দেয়, ভক্তিভাজন ব্যক্তির প্রতি ভক্তি জন্মিতে দেয় না, গুরুজনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধান্বিত হইবার পক্ষে বিঘ্ন করে, উপকারী জনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উদয় হইতে দেয় না, সে স্বাধীনতা উৎকট স্বাধীনতা। প্রেমের কি আশ্চর্য্য গুণ ইহা পরাধীনতা ও স্বাধীনতাকে মিলিত করে, বিনয় ও আত্মাদরকে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ করে, ঈশ্বর ও মানবকে একীভূত করে। যিনি প্রেমী তিনি স্বাধীন হইয়াও পরাধীন এবং পরাধীন হইয়াও স্বাধীন। যিনি সত্যের হস্তে মন প্রাণ সমপর্ণ করিয়াছেন, যিনি সত্যের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়াছেন, সত্য যাঁহাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র হৃদয় মনকে অধিকার করিয়াছে, তিনিই প্রকৃতভাবে ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

আমরা গতবারে 'আপনাদের অনৈক ভৃত্য" স্বাক্ষরিত যে প্রেরিত পত্রখানি প্রকাশ করি, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তত্ত্বকৌমুদীতে এরূপ পত্র স্থান পাইল কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। নানা কারণে আমরা পত্র খানি মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ পত্র প্রেরক ব্রাহ্মসমাজে অভিনয় প্রথা প্রচলিত হওয়ার উৎসাহ দান অপরাধে যাঁহাদিগকে অপরাধী করিয়াছেন আমরা অনেকে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। আমাদের বিরুদ্ধ কথা অন্য পত্রে প্রকাশ না হইয়া আমাদেরই পত্রে প্রকাশ হওয়া উচিত। অন্য পত্রে এইরূপ পত্র প্রকাশ হইলে তাহার ফল ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট জনক হইত। সুতরাং পত্র খানি আমাদের পত্রিকাতে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ হইল। দ্বিতীয়তঃ পত্র প্রেরক যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার বিচার হয় ইহাও প্রার্থনীয়, এই কারণেই "অনৈক ভৃত্যের" পত্রের উপরে আমরা কোন প্রকার সম্পাদকীয় উক্তি করি নাই। তৃতীয়তঃ পত্র প্রেরক পত্র খানি প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে তাঁহার পত্রের কোন অংশ যেন পরিবর্ত্তিত বা বর্জ্জিত করা না হয়। সুতরাং তাহার যে যে অংশ বর্জ্জনের উপযুক্ত তাহা বর্জ্জন করিতে পারা যায় নাই। আমাদের লেখকদিগের মধ্যে অনেকের একটী বিশেষ দুর্ভাগ্য এই দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহারা কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে গেলে নিতান্ত কর্কশ বা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ না করিয়া কিছু লিখিতে পারেন না। আমরা স্থানান্তরে যে কয়েক খানি পত্র প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিলেই "অনৈক ভৃত্য" জানিতে পারিবেন, যে যিনি তাঁহার স্বপক্ষে লিখিয়াছেন তিনিও তাঁহার রুচির নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে। "বঙ্গমহিলা সমাজের অনৈক সভ্য" স্বাক্ষরিত যে পত্র খানি প্রকাশিত হইল, বলা বাহুল্য যে ইহা একটী মহিলার লিখিত। এই মহিলা তাঁহার পত্রে যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বোধ হয় "অনৈক ভৃত্য" নিজে তাঁহার লিখিত পত্রের জন্য লজ্জিত হইবেন। তিনি হয়ত মনে মনে অনুভব করিবেন যে মহিলাদিগের প্রতি বিদ্রূপ করা রুচিসঙ্গত কার্য্য হয় নাই। ব্রাহ্মগণ যে মহিলাদিগের মান রক্ষা করিবেন সেই মহিলাদিগকে প্রকাশ্যপত্রে বিদ্রূপ করা কতদূর সঙ্গত ব্যবহার হইয়াছে তাহা তিনি চিন্তা করুন।

"অনৈক ভৃত্যের" পত্র সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। ইহার প্রতিবাদ করিয়া অনেকগুলি পত্র আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহার কয়েক খানি মাত্র প্রকাশ করা গেল। তবে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য তিনি যে লিখিয়াছেন যে নববিধানী বন্ধুদিগের অনুকরণ করিয়া আমাদের সমাজে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নহে। তাহার পূর্ব্বেও সিটী কলেজে কয়েক বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

কথা এই, পত্র লিখিবার সময় ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কটাক্ষ করা তাঁহার পক্ষে ভদ্ররুচি সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। ইহাতে তাঁহার পত্রের কিছুই লাভ হয় নাই, বরং অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন।

সুবিখ্যাত থিওডোর পার্কারের বিষয় এরূপ কথিত আছে যে তিনি মৃত্যু কালে বলিয়াছিলেন—"God gave me large powers and I have but half used them," অর্থাৎ জগদীশ্বর আমাকে যথেষ্ট শক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহার অর্দ্ধেক মাত্র কাজে লাগাইয়াছি।" যে পার্কার স্বীয় চেষ্টায় ও স্বীয় অধ্যবসায়ে জগতের প্রায় সপ্ত বিংশতিটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুস্তকালয়ে তাঁহার পঠিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ সহস্রেরও অধিক দৃষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ সকল চতুর্দ্দশ খানি বৃহৎকায় গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই পার্কার মৃত্যুকালে এই ক্ষোভ করিয়া মরিলেন যে তিনি ঈশ্বরের সেবা ভাল করিয়া করিতে পারিলেন না, তাঁহার সেবার সাধ অর্দ্ধেক বই মিটিল না।

জন ওয়েস্‌লির জীবনচরিতেও এরূপ একটী ঘটনা দৃষ্ট হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৫১ বৎসর তখন তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রাণের আশা ছিল না। এই সঙ্কট পীড়াতে পতিত হইয়া ওয়েস্‌লি নিজের কবরের উপর লিখিয়া রাখিবার জন্য কয়েক পংক্তি রচনা করেন। তাহার শেষভাগে এই লিখিত ছিল, "ওয়েস্‌লি এই প্রার্থনা করিতে করিতে মরিয়াছেন, যে ঈশ্বর যেন তাঁহার অকর্ম্মণ্য ভৃত্যের প্রতি কৃপা করুন"। যাঁহার উৎসাহ ও পরিশ্রমে দিন রাত্রি জ্ঞান ছিল না, যিনি সহস্র প্রকার

নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দুরাচার দুষ্ক্রিয়াসক্ত নর নারীকে ধর্ম্মপথে আনিবার জন্য উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন, মৃত্যুকালে যাঁহার শিষ্যের সংখ্যা ৮০০০০ অশীতি সহস্র হইয়াছিল। সেই ওয়েলস্লি এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে ঈশ্বর যেন তাঁহার অকৃতজ্ঞ ভৃত্যের প্রতি কৃপা করেন।

এতদ্দ্বারা আমরা এই উপদেশ পাই, যে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তের সেবার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াও পরিতৃপ্ত হন না। পরিশ্রম তাঁহাদের আত্মার অন্ন পানের স্বরূপ হয়. যতই তাঁহারা প্রভুর ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে থাকেন, ততই তাঁহাদের প্রাণে আনন্দ হয় এবং তাঁহাদের সদনুষ্ঠানের স্পৃহা বলবতী হইতে থাকে। অবিশ্রান্ত সদনুষ্ঠানে রত থাকিয়া তাঁহাদের দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়িতে থাকে, গুরুতর রোগ যন্ত্রণায় শরীর জর্জ্জরিত হইতে থাকে, তথাপি তাঁহাদের অন্তরের উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাণ হয় না; "কিছু করিতে পারিলাম না, প্রভুর অনুপযুক্ত ভৃত্য হইয়া থাকিলাম, তাঁহার প্রদত্ত ধন তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলাম না।" এই ক্ষোভ কথনই তাঁহাদের অন্তরকে পরিত্যাগ করে না। এরূপ বোধ হইতে থাকে যে তাঁহারা যদি শত মনুষ্যের শক্তি এক দেহে পাইতেন তাহা হইলেও যেন আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। যাঁহাদের সেবার ক্ষুধা এইরূপ প্রবল তাঁহারাই যথার্থ ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্য।

যীশু সর্ব্বদা রূপকের দ্বারা শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন একদিন তিনি রূপকচ্ছলে বলিলেন;—মনে কর একজন প্রভু আছেন তিনি বিদেশে যাইবার সময় আপনার তিন জন ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে কতকগুলি মুদ্রা দিলেন, এবং গৃহ ছাড়িয়া গেলেন। কিয়দ্দিন পরে আসিয়া ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া দেখেন, যে এক জন ঐ সমুদয় ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রভুর ধন পাছে নষ্ট হয় বলিয়া পুতিয়া রাখিয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তি সেই ধন বাণিজ্যে লাগাইয়া বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে। প্রভু প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিলেন তোমাকে আর ধন দেওয়া বৃথা, কারণ তুমি তাহার ব্যবহার কর না। তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে সেই ধন পাইবার উপযুক্ত, সে আরও পাইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে দেহ মনের যে সকল শক্তি দিয়াছেন সে গুলিকে যদি মুদ্রা মনে করা যায়, তাহা হইলে এই রূপকটী মানব চরিত্রের প্রতি সুন্দররূপ খাটে। ঈশ্বরের প্রকৃত বুদ্ধিমান ভৃত্য যিনি তিনি প্রভুর প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্যকে সর্ব্বদাই কার্য্যে নিয়োগ করিয়া বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অলস ব্যক্তি কৃপণের ন্যায়—সে প্রভুর প্রদত্ত ধন পুতিয়া রাখে। সে ঈশ্বরের কৃপা লাভে বঞ্চিত হয়। ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্য যিনি তাঁহার সেবাতে নিজ শরীর মনের বৃত্তি সকলকে নিয়োগ করেন, তিনি তাঁহার কৃপা ও সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার পাঠকগণকে জানাইয়াছি যে ব্রাহ্ম সাধারণের ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যাখ্যানগুলি সরল বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মুদ্রিত করা হইতেছে। অনুবাদক যদি এই কার্য্যটী সমাধা করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের একটী মহোপকার সাধিত হইবে। যে অগ্নিময় ব্যাখ্যানগুলি শুনিতে শুনিতে আমাদের শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে নব জীবনের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে ব্যাখ্যানগুলিকে ধর্ম্মভাবের খনি, ও ভাব রত্নাকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সে গুলি যদি সরল পদ্যের আকারে দেশের আপামর সাধারণ সকলের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাতে যে সুমহৎ কল্যাণের সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে তাহা আশানুরূপ মিষ্ট হইতেছে না। পদ্যগুলির মধ্যে গদ্যের গন্ধ কিছু অধিক পরিমাণে থাকিয়া যাইতেছে। একে ধর্ম্মোপদেশ জন সাধারণের পক্ষে অতি কঠোর বস্তু তাহাতে কবিতাগুলি যদি সরল ও মিষ্ট না হয়, তাহা হইলে সহজে পাঠের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। আমাদের বোধ হয় পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সরল পদ্যে যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য সকল নিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে জন সাধারণের মধ্যে সেই সকল সত্য প্রচারের উৎকৃষ্ট উপায় হয়। আমাদের দেশে সময়ে সময়ে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় বা ধর্ম্মমত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, দেখা যায় এই উপায়েই তাঁহারা স্বীয় স্বীয় মত প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তি মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্যই নানা প্রকার পৌরাণিকী আখ্যায়িকা একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া শ্রীমৎ ভাগবৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল. বৈষ্ণব মত প্রচারের জন্যই নানা আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইয়াছিল। এমন কি নিতান্ত লৌকিক আচারের মধ্যেও "সত্য নারায়ণের কথা" প্রভৃতি সহজ পদ্যে রচিত কত আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ দেব মাহাত্ম্য ঘোষণা ও বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমত প্রচার ভিন্ন তাহাদের অন্য লক্ষ্য কি আছে? আমরা অনেক সময় ইচ্ছা করি কোন ব্রাহ্ম কবি নানা প্রকার পৌরাণিকী আখ্যায়িকা একত্র সম্মিলিত করিয়া সরল পদ্যে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করুন, যাহা দোকানি পসারি, অন্তঃপুরিকা প্রভৃতি সকলে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল মুদ্রিত হইবে। রামায়ণ ও মহাভারতের দ্বারা হিন্দু চরিত্র ও হিন্দু নীতি কতদূর গঠিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে এইরূপ প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করা যাইবে।

জেস্যুয়িট নামক খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সেণ্ট ইগ্নেসিয়াস যখন বিদ্যা শিক্ষার্থ ফরাসি দেশের রাজধানী পারিস নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন পিটার ফেবার নামক একটী যুবক ছাত্র তাঁহার সহিত এক ঘরে থাকিত। ইগ্নেশিয়াসের জীবনচরিত লেখক বলেন যে ঐ ফেবার দ্বাদশ

বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মনে মনে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করে। যখন তাহার যৌবন উপস্থিত হইল, মনোবৃত্তি সকল সতেজ হইয়া উঠিল, তখন ফেবারের চিত্ত ইন্দ্রিয়গণের তরঙ্গাঘাতে নিতান্ত চঞ্চল হইতে লাগিল। ফেবারের পক্ষে চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তখন তিনি উপবাস ও কঠোর শাসনের দ্বারা চিত্তকে নিয়মিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইল, যে আন্তরিক রিপু সকল আরও প্রবল হইয়া হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল, চিন্তা ও কল্পনা আরও প্রবল ভাবে পাপ পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া ইগনেশিয়াসের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। ইগ্‌নেশিয়াস তাঁহাকে নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রাণে ঈশ্বরের সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল করিয়া দিলেন। ফেবার আধ্যাত্মিক যাতনা হইতে বাঁচিয়া গেলেন।

এই বিবরণটী পাঠ করিতে করিতে একটী সত্য অতি প্রবল ভাবে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইল। সে সত্যটী এই—রিপুকুলের সহিত বদ্ধ পরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া রিপু দমনের প্রকৃষ্ট উপায় নয়। তদপেক্ষা নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে আপনার চিত্তকে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে এবং হৃদয়ে কোন প্রকার সৎসংকল্পকে জাগ্রত রাখিতে পারিলে অতি সহজে রিপুকুলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে গ্রীস দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটিসের এরূপ নিয়ম ছিল যে তিনি যখন কুপিত হইতেন তখন "আলফা" "বিটা" প্রভৃতি গ্রীক বর্ণ-মালার সমুদায় অক্ষর গুলি মনে মনে আবৃত্তি না করিয়া কথা কহিতেন না। সচরাচর এইরূপ হইত যে বর্ণগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে হৃদয়ের আবেগ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিত। সক্রেটিস রিপু-দমনের গূঢ় সন্ধান বুঝিয়াছিলেন। চিত্তকে অন্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিলেই রিপুদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হয়। যখনি দেখিবে যে কোন প্রকার চিত্ত বিকার উপস্থিত হইতেছে অমনি কোন একটা বিষয়ের চিন্তা আনিয়া ফেলিবে দেখিবে সে বিকার শীঘ্র তিরোহিত হইবে। সর্ব্বদা নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে যদি চিত্তকে রত রাখা যায়, তাহা হইলে রিপুগণ আর আমাদিগকে বশীভূত করিবার অবসর পায় না। অতএব ব্রাহ্মের পক্ষে একটী প্রধান উপদেশ এই "সৎকার্য্যে পরিশ্রান্ত হইও না"।

ঋষি কে ?

(সুরভি হইতে)

ঋষি কে ? যিনি বিশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া মানবজাতির উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন।

কয়েকটী ঋষির নাম কর দেখি ? বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, জোরাস্তার, মহম্মদ, খ্রীষ্ট।

কেন ইঁহাদিগকে ঋষি বলা যায় ? ইঁহারা বিশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া মানবজাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া।

কতকগুলি দার্শনিক ঋষির নাম কর দেখি ? গৌতম, কপিল ও পাতঞ্জল, প্লেটো ও এরিষ্টটল, দেকার্ত্তে, বেকন ও কেণ্ট, স্পিনোজা ও সুইডেনবর্গ।

কতকগুলি কবি ঋষির নাম কর দেখি ? বাল্মীকি, হোমার, দান্তে ও কেলডিরন, গেটে, সিলার, ও স্পেন্সার, সেক্‌সপিয়ার, মিলটন ও শেলী।

কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ঋষির নাম কর দেখি ? আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য, ইউক্লিড ও আর্কিমিডিস, নিউটন ও লাপ্লাস, প্রিষ্টেলি, হণ্টার ও লিনিয়স।

কতকগুলি বীর-ঋষির নাম কর দেখি ? প্রতাপসিংহ, পুরু ও পৃথুরায়, ওয়াসিংটন, কুশথ ও গেরিবল্ডি।

কতকগুলি শিল্পকর ঋষির নাম কর দেখি ? ফিডিয়াস ও মাইকেল এঞ্জেলো, টিটিয়ান্ টরনার ও লিওনার্ডো।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ঋষি জন্মগ্রহণ করেন নাই ? করিয়াছেন বৈ কি। মৈত্রেয়ী ও গার্গী, সীতা ও দময়ন্তী এস্পেসিয়া ও করনিলিয়া, জোয়ান অব আর্ক ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, জর্জ সেণ্ড ও শ্রীমতী ব্রাউনিং।

এই সকল ঋষি ব্যতীত কি আর ঋষি নাই ? অনেক আছেন। যে বহুসংখ্যক ঋষি মানবজাতির সুখের উপায় বৃদ্ধি করিয়াছেন ঐ গুলি তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন মাত্র।

ঋষিবংশ কি ধ্বংস হইয়াছে ? আর কি ঋষি জন্মাইবেন না ? না, ঋষিবংশ কখন ধ্বংস হইতে পারে না। প্রতি বৎসরই ঋষির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে।

বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত ঋষিদিগের কি সম্বন্ধ ? ইঁহারা বর্ত্তমানের ধন, অতীতের গৌরব ও ভবিষ্যতের আশা। ঋষিগণকে আমরা কি দিব ? কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রেম।

ঋষিগণ আমাদিগকে কি দিয়াছেন ? আলোক, বল, ও আশা।

ঋষিগণের জীবন হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই ? যদি চেষ্টা করি আমরাও তাঁহাদিগের ন্যায় মহৎ ও উন্নত হইতে পারি, তাঁহাদিগের ন্যায় সেই উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিতে পারি যেখানে আরোহণ করিলে আমরা আমাদিগের ভ্রাতা ভগিনীদিগের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারিব।

আইস তবে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ঋষিদিগের পবিত্র জীবন স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় উন্নত ও মহৎ হইতে যত্নবান হই।

ভিকারী ঈশ্বর।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

মানুষ ঈশ্বরের নিকট ভিকারী ও প্রার্থী হয় এ কথা অনেক বার শুনিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর মানুষের দ্বারে ভিকারী হন, মানুষের নিকট প্রার্থী হন, এ কথা বড় শুনিতে পাওয়া

যায় না। ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, অভাবপূর্ণ, মানুষ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? মানুষ অজ্ঞানাবস্থায় ঈশ্বরের নিকট ধন চায়, মান চায়, যশ চায়, সুখ চায়; উন্নতাবস্থায় পুণ্য চায়, প্রেম চায়, ভক্তি চায়, শান্তি চায়। কিন্তু যিনি বিশাল বিশ্বের অধিপতি, যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তিনি ক্ষুদ্র মানবের দ্বারে ভিকারী হন, ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর কথা। অথচ এ কথা নিতান্ত সত্য। ইহা অন্ধ বিশ্বাসের কথা নহে, দিব্য জ্ঞানচক্ষে দেখিতেছি বিশাল বিশ্বের অধিপতি ক্ষুদ্র মনুষ্যের দ্বারে ভিকারী বেশে দণ্ডায়মান। তিনি মানুষের নিকট কি চান? তিনি পবিত্রতা চান, প্রেম চান, ভক্তি চান; হৃদয় চান, মন চান, জীবন চান। ধর্ম্ম-জীবন পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মতন ব্যগ্র ও অতৃপ্ত ভিকারী আর নাই। তাঁহার একটি কথা শুনিয়া চল, তাঁহার একটী বাসনা পরিতৃপ্ত কর, অমনি দেখিবে তিনি আরো কত কি চাহিয়া বসিবেন। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে প্রভু বলিলেন, সন্তান, তোমার একটা গুরুতর পাপ আছে ইহাকে পরিত্যাগ কর; পরিত্যাগ করিলাম; অমনি প্রভু আর একদিন আসিয়া বলিলেন, ঐ দেখ তোমার আরো কতকগুলি পাপ রহিয়াছে, এইগুলিও ছাড়িতে হইবে। একটি একটি করিয়া সব গুলিই ছাড়িলাম, মনে করিলাম বুঝি নিশ্চিন্ত হইলাম, বুঝি প্রভু পরিতৃপ্ত হইলেন। কৈ? প্রভু ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইলেন না, প্রভু আর একদিন আসিয়া বলিলেন, সন্তান, ইহাতেও হইবে না, কেবল পাপ পরিত্যাগ করিলে হইবে না, অভাবাত্মক পবিত্রতায় আমি পরিতৃপ্ত হই না, তোমাকে অনন্ত পবিত্রতার স্রোতে প্রাণকে ভাসাইয়া দিতে হইবে। প্রভু একদিন বলিলেন, সন্তান, প্রাতঃ সন্ধ্যা দুবেলা আমার উপাসনা করিতে হইবে; সম্মত হইলাম, দুবেলা নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতে লাগিলাম; মনে করিলাম বুঝি প্রভু ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তিনি তেমন ভিকারী নহেন; একদিন আসিয়া বলিলেন, সন্তান, ইহাতে হইবে না, তুমি নিয়মিতরূপে উপাসনা কর বটে, কিন্তু উপাসনাতে তোমার মন নিমগ্ন হয় না; আমি চাই যে তুমি যখন উপাসনা করিবে, তখন তোমার হৃদয় মন প্রেম রসে, ভক্তি রসে অভিষিক্ত হইবে, নীরস উপাসনাতে আমি পরিতৃপ্ত হই না। তাহাই করিলাম, প্রভুর ইচ্ছানুসারে সরস উপাসনা সাধন করিতে লাগিলাম, হৃদয় মন উপাসনা কালীন গলিতে লাগিল, উপাসনার মধুরতা অনুভব করিতে লাগিলাম। ইহার অধিক প্রভু আর কিছু চাহিবেন ভাবিতেই পারি নাই, মনে করিলাম এবার প্রভুকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বাসনা অনন্ত, তিনি ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। একদিন আসিয়া বলিলেন সন্তান, ইহাতেও হইবে না; তুমি দুবেলা উপাসনা কালীন আমার প্রেমরস আস্বাদন কর বটে, আমার প্রেমে নিমগ্ন হও বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় এখনও সংসারাসক্ত রহিয়াছে; তোমার প্রেমাস্বাদন সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী মাত্র, আমি ইহাতে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি না; আমি চাই তোমার সমস্ত জীবন প্রেমে নিমগ্ন হয়, তোমার উপাসনার ভাব সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়; কেবল উপাসনার সময়ে নহে, কিন্তু সমস্ত দিন তোমার হৃদয় আমার প্রেমরসে ডুবিয়া থাকে। শুনিয়া অবাক হইলাম; প্রভু কি চাহিতেছেন? ইহা কি আমি দিতে পারিব? অথচ তাঁহার অনুরোধও অগ্রাহ্য করিতে পারি না। পারি আর না পারি, প্রভু মহান্ সংগ্রামে ফেলিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতর বাসনা লইয়া হৃদয় দ্বারে উপস্থিত হন, তাঁহার বাসনার সমাপ্তি নাই। প্রভু জীবনে সৎকার্য্য দেখিতে চাহিলেন, সৎকার্য্য করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রভু তাহাতে পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, কেবল আমার উদ্দেশে কতকগুলি কার্য্য করিলে চলিবে না, সমস্ত কার্য্য আমাকে দিতে হইবে; আমি তোমার সমস্ত কার্য্যগত জীবন চাই। প্রভু তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে বলিলেন, চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন কেবল সময়ে সময়ে আমার চিন্তা করিলে চলিবে না, আমার জন্য এবং আমার কার্য্যের জন্য আমি তোমার সমস্ত চিন্তা চাই। প্রভু বলিলেন, আমাকে ভালবাস, ভালবাসিতে লাগিলাম, প্রভুকে হৃদয়ের একাংশ ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইবার নহেন; বলিলেন সন্তান, আমি ইহাতে সন্তুষ্ট নই, তোমার হৃদয়ের অংশমাত্র লইয়া আমি তৃপ্ত থাকিতে পারি না, আমাকে সমস্ত হৃদয় দিতে হইবে। এইরূপে তিনি অশেষ অনন্ত বাসনা লইয়া প্রতিনিয়ত হৃদয়দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় অতৃপ্ত অতি ব্যগ্র, সর্ব্বগ্রাসী ভিক্ষুক আর নাই।

এই সমস্ত কি কল্পনার কথা? কবিত্বের কথা? এই সমুদায় কি জ্ঞান-বিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা?—না, কখনই নহে। এই সমুদায় কেবল বিশ্বাসের কথা নহে, এই সমুদায় উচ্চতম জ্ঞানের কথা; সূক্ষ্মতম যুক্তিও এই সমুদয়ের অনুমোদন করে। ভাবিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে এই জগতের একজন জ্ঞানবান সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন, যে তিনি ইচ্ছাময়; জগতের সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি ইচ্ছা আছে; জগতের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদায় ইচ্ছা ক্রমশঃই সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে জগতের সম্বন্ধে যেমন তাঁহার কতকগুলি ইচ্ছা আছে, প্রত্যেক মানবের সম্বন্ধেও তেমনি তাঁহার কতকগুলি ইচ্ছা আছে; তিনি ইচ্ছা করেন প্রত্যেক মানব ক্রমশঃ জ্ঞান, প্রেম,এবং পুণ্য ভক্তিতে উন্নত হয়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কি আমাদের ইচ্ছার মতন? আমাদের ইচ্ছার যথেষ্ট বল নাই, আমাদের বাসনার গভীরতা নাই, আমাদের প্রার্থনার যথেষ্ট ব্যগ্রতা নাই। অনন্ত-হৃদয় যিনি তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার বাসনা, তাঁহার প্রার্থনাও কি এই রূপ? কখনই নহে। তাঁহার ইচ্ছা অনন্তবলশালিনী, তাঁহার

বাসনা অনন্তরূপে গভীর, তাঁহার প্রার্থনা অনন্ত ব্যগ্রতায় পরিপূর্ণ, কোটী ভিক্ষুকের ব্যগ্রতা এক করিলেও তাঁহার ব্যগ্রতার সমান হয় না।

এই অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত বাসনা, অনন্ত ব্যগ্রতা লইয়া প্রভু নিয়ত আমাদের, হৃদয়দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; কি নিষ্ঠুর, কি পাষণ্ড আমরা, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি না। কতবার তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে তাড়াইয়া দিলাম, কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার নহেন, শত বিড়ম্বনাতেও নিরস্ত হইবার নহেন। হায়, এই হৃদয় যে তাঁহার, এই মন যে তাঁহার, এই জীবন যে তাঁহার, তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাই চাহিতেছেন, তবে আর দিই না কেন? প্রভু করুন আর যেন পাষণ্ড হইয়া না থাকি, আর যেন নির্দ্দয়রূপে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য না করি। প্রভু করুন যেন প্রাণ মন জীবন সমস্ত তাঁহাকে দিয়া চিরদিনের মত তাঁহার হইতে পারি।

গার্হস্থ্য ও সামাজিক নীতি।

"আপনাদের জনৈক ভৃত্য" স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক গতবার যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন সে প্রশ্নটী অতিশয় গুরুতর। পারিবারিক উৎসবে অথবা অন্য কোন আনন্দের দিনে আমাদের বালক বালিকাদিগকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিপূর্ণ নাটিকার অভিনয় করাতে, "জনৈক ভৃত্য" মনে করিয়াছেন যে এতদ্বারা সমাজের গুরুতর অকল্যাণ ঘটনা হইবে। এ প্রকার আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি নূতন নয়। যে দেশে একটী বালক বা বালিকা মুখ ফুটিয়া একটী গান করিলে লোকে বলে "বয়ে গেল," সে দেশে গুরুজনের সমক্ষে অভিনয় ইহাত নিতান্ত নিষিদ্ধ বোধ হইবে। কিন্তু আমাদিগকে এ প্রশ্নটী অতিশয় স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে হইবে। যাঁহারা এরূপ অভিনয়াদির প্রতি এরূপ গুরুতর আপত্তি করিতেছেন, তাঁহারাও যে সমাজের প্রতি ভালবাসা হইতেই সেরূপ করিতেছেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা করিবার বিষয় অনেক আছে, তাহার কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য।

প্রশ্নটী এই, কিরূপে শিক্ষা দিলে ও কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের বালক বালিকাদিগের হৃদয় মনের প্রকৃত উন্নতি হইবে এবং তাহারা বয়োবৃদ্ধি সহকারে জীবনপথের সংকট সকল অতিক্রম করিয়া সৎপথে থাকিতে সমর্থ হইবে? ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে, ব্রাহ্ম পিতা মাতার পক্ষে এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীদিগের পক্ষে ইহার ন্যায় গুরুতর প্রশ্ন আর কি আছে? এই গুরুত্ব তখনই আরও প্রবলরূপে অনুভব করি, যখন মনে করি যে সমাজ মধ্যে অনূঢ় অথচ বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে ও হইবে! আমরা বাল্য বিবাহের বিরোধী এবং রমণীর অবরোধ প্রথার পক্ষ নহি; সুতরাং আমাদের বালক বালিকাগণ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াও বহুদিন অনূঢ়াবস্থায় থাকিবে এবং স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত মিশিবে। যে শাস্ত্রে মানবকে পরাধীন করিয়া ও কঠোর শাসনাধীন রাখিয়া, তাহাদিগকে সুনীতির পথে রাখিবার উপদেশ দেয়, সে শাস্ত্রকে ভ্রান্তজ্ঞানে আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যতই স্বাধীনতা ও প্রেমের সুবাতাসে বর্দ্ধিত হইবে, ততই মানবাত্মার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য হইবে। সুতরাং আমরা ক্রমশঃ নর নারীকে অধিক পরিমাণে সামাজিক স্বাধীনতা দিব বই সে স্বাধীনতাকে হরণ করিব না। এক দিকে স্বাধীনতা ও প্রেম অপর দিকে ধর্ম্মশিক্ষা এই উভয় একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিলেই তাহাদের হৃদয় মন ও চরিত্রের প্রকৃত বিকাশ হইবে।

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে বালক বালিকারা যদি আমোদ প্রমোদ করে, তাহা হইলে বহিয়া যাইবে; সুতরাং তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে দেখিলে, নিষেধ কর। পাঠ ফেলিয়া ধর্ম্মোপদেশ ধর্ম্মোপদেশ ফেলিয়া পাঠ এইরূপ কঠোর নিয়মের মধ্যে তাহাদিগকে রাখ; বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকাকে একত্র মিশিতে দিও না। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেই তাহাদের নীতি সম্বন্ধে উন্নতি হইবে।

আমরা এ মতাবলম্বী নহি। নীতির উপদেশ ও ধর্ম্মের উপদেশ যে বালক বালিকাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহাত আছেই কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী দেখা চাই। সেটী এই, আমাদের গৃহ ও আমাদের সমাজ এরূপ হওয়া আবশ্যক যেখানে, আমাদের বালক বালিকাগণ সুস্থ মনে, প্রসন্নচিত্তে ও অসংকোচে বাস করিতে পারিবে। তাহারা যদি গৃহমধ্যে ও সমাজ মধ্যে থাকিয়া সুখী না হয়, তাহা হইলে তাহারা সুস্থ মনে থাকিতে পারিবে না; সুস্থ মনে থাকিতে না পারিলে, নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ বিশেষ সুফল প্রসব করিতে পারিবে না। অধিক কি আমাদের গৃহ ও সমাজকে বালক বালিকাদিগের পক্ষে এমন আরামের স্থান করিতে হইবে, যে তাহারা উক্ত উভয় স্থানকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের স্থান ভাবিবে। তাহা হইলেই আমাদের গৃহ ও সমাজের দ্বারা তাহাদের চরিত্র গঠনের পক্ষে প্রকৃত রূপ সাহায্য হইবে।

গৃহকে বালক বালিকাদিগের পক্ষে সুখের স্থান করিতে হইলে সে গৃহ কিরূপ হওয়া আবশ্যক? প্রথমতঃ সে গৃহ এরূপ হওয়া চাই যে তাহার বাতাসের মধ্যে প্রেম থাকিবে পবিত্রতা থাকিবে, নিঃস্বার্থতা থাকিবে ও ন্যায়পরায়ণতা থাকিবে; অর্থাৎ পিতা মাতার চরিত্রে এই গুণগুলি বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু আর একটী চাই? যৌবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সতেজ মনোবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিবার জন্য আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি তন্মধ্যে থাকা চাই। পিতা মাতার সহিত সন্তানের এরূপ ভাব হওয়া উচিত যে সন্তানগণ জনক জননীকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া মনে করিবে। যদি তাহারা অবাধে পিতা মাতার নিকট মন খুলিতে না পায়, যদি জনক জননীকে তাহাদের আনন্দে আনন্দিত, তাহাদের সুখে সুখী,

তাহাদের দুঃখে দুঃখী দেখিতে না পায়, যদি তাঁহাদের সমক্ষে ও তাঁহাদিগের সহিত অসঙ্কোচে, আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুক করিতে না পায়, যদি তাঁহাদের সন্নিধানে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ও মন খুলিয়া খেলিতে না পায়, তাহা হইলে সে জনক জননীকে সন্তানগণ কখনই বন্ধু বলিয়া মনে করিবে না, এবং গৃহকে প্রিয় স্থান ভাবিবে না। তাহারা জনক জননীর অগোচরে, অসাক্ষাতে ও অন্যত্র হৃদয় খুলিবার লোক অন্বেষণ করিবে এবং বাহিরে বন্ধুতার লোক বাছিয়া লইবে। সন্তানের প্রাণে কি ভাব রহিল, কি আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, কি দুঃখ ঘটিল, কোন বাসনা অচরিতার্থ থাকাতে তাহার খেদ থাকিয়া গেল, ইহার কিছুই জনক জননী জানিতে পারিবেন না। পিতা মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ এরূপ দাঁড়াইলে যে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা তাহা কে না স্বীকার করিবেন?

অতএব আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিসে আমাদের সন্তানগণ আমাদের গৃহকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান এবং আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষী বন্ধু মনে করে। এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেই দেখা যাইবে যে তাহাদের সতেজ মনোবৃত্তি সকলকে সুখী রাখিবার জন্য চারিটী বিষয়ের প্রয়োজন। (১ম) গৃহ ও সমাজের মধ্যে পরস্পরের সহিত মিশিবার সুখ, ভালবাসা দেওয়া ও ভালবাসা পাওয়ার সুখ, পরস্পরের সহিত চিন্তা ও ভাবের বিনিময়ের সুখ থাকা চাই। আমরা সকলেই জানি মানবাত্মাকে সুস্থ রাখিবার জন্য এগুলির কত প্রয়োজন। (২য়) নিত্য নিত্য নূতন নূতন জ্ঞানলাভ যাহাতে হয়, নূতন নূতন বিষয় যাহাতে জানিতে পারে, এরূপ উপায় থাকা চাই। ইহাতেও মানবের মনকে সুস্থ রাখে। (৩য়) তাহাদের সতেজ মনোবৃত্তি সকল যাহাতে সুসময়ে সদনুষ্ঠানে রত হইয়া বিকশিত হইতে পারে এরূপ বিবিধ প্রকার সদনুষ্ঠানের পথ উন্মুক্ত থাকা চাই। (৪র্থ) যাহাতে তাহারা অসঙ্কোচে ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ প্রমোদ করিতে পারে এরূপ স্বাধীনতা থাকা চাই। অর্থাৎ সমাজ মধ্যে বালক বালিকাদিগের মিশিবার স্বাধীনতা থাকিবে, জ্ঞান বৃদ্ধির উপায় থাকিবে, সদনুষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে এবং আমোদ প্রমোদের উপায় থাকিবে।

তাহাদের আমোদ প্রমোদে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, পিতা মাতা ও অপরাপর গুরুজনকে তাহাদের আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে হইবে। তদ্দ্বারা তাহাদের সুখ দশ গুণ বাড়িবে এবং তাহাদের আমোদ বিশুদ্ধ থাকিবে, কারণ যে আমোদ পিতা পুত্রে একত্র সম্ভোগ করা যায় তাহা কখনই অবিশুদ্ধ হইতে পারে না। বুদ্ধিমান পিতা মাতা কি ভাবিবেন? তাহারা ভাবিবেন, বালক বালিকারা ত ক্রীড়া কৌতুক করিবেই, তাহাত অনিবার্য্য তাহাদের আত্মার সুস্থতার পক্ষে প্রয়োজন; তবে সে আমোদ প্রমোদ আমাদের সমক্ষে যত হয় ততই ভাল। কারণ সাক্ষাতে করিতে না পারিলে অসাক্ষাতে যে আমোদ প্রমোদ করিবে তাহাকে সুপথে পরিচালিত করিবার উপায় থাকিবে না।

গার্হস্থ্য নীতি ও সামাজিক নীতি সম্বন্ধে দুইটী কথা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; স্বাধীনতা ও প্রেম। গৃহ ও সমাজের মধ্যে এ দুইটী বিশেষ রূপে থাকা চাই। তবে কি সন্তানদিগকে শাসন করিতে হইবে না? হইবে বই কি? কিন্তু সে শাসন অতি বিজ্ঞতার সহিত পরিচালিত করিতে হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন বলিয়া থাকেন যে এরূপভাবে শিক্ষা দেও যেন শিক্ষা দিতেছ না। শাসন সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা বলি এরূপ ভাবে শাসন করিতে হইবে যেন শাসন করিতেছি না। তাহারা যখন কাজ করিবে, যখন পরস্পরের সহিত মিশিবে, যখন আমোদ প্রমোদ করিবে, তখন কোন প্রকার সঙ্কোচ বা বাধা অনুভব করিবে না, তাহারা অনুভব করিবে যে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, অথচ আমাদের দৃষ্টি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে, আমাদের চরিত্রের বল, অদৃশ্য শক্তিরূপে প্রাণে বিদ্যমান থাকিয়া তাহাদিগকে সুপথে রাখিবে, আমাদের সমাজের ধর্ম্মভাব গূঢ়রূপে হৃদয়ে নিহিত থাকিয়া অসাধু চিন্তাকে তিরস্কার করিয়া নিবৃত্ত করিবে। এই প্রেমের, সাধুতার ও চরিত্রের শাসনের দ্বারা তাহারা শাসিত থাকিবে।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, শিশুর কাজ, শিশুর আকাঙ্ক্ষা, ও শিশুর আশা ক্ষুদ্র হইয়াই থাকে। বালক বালিকার কাজ বালক বালিকার কাজের মত হইবে। তাহারা যদি দেখিতে পায় যে তাহাদের ক্ষুদ্র কাজেরও ক্ষুদ্র আমোদের প্রতি গুরুজনের অনাস্থা তাহা হইলে তাহাদের সুখের বড় ব্যাঘাত হয়। তাহারা সে ঘরে ও সে সমাজে থাকিয়া সুখী হইবে না। অতএব আমাদিগকে ক্ষুদ্র হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, ক্ষুদ্র সামগ্রীর আদর করিতে হইবে, ক্ষুদ্র আমোদে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে হইবে। যদি দেখেন এরূপ বিশুদ্ধ আমোদে বালক বালিকা বহিয়া যায়, সে আমোদের দোষে নয়, অভিভাবকগণের ব্যবহারের দোষে ও চরিত্রের বল নাই বলিয়া।

সমাজ মধ্যে বালক বালিকাদিগের মিশিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং তাহাদের আমোদ কৌতুকে গুরুজনের যোগ দেওয়া উচিত, এই দুইটী সত্য এত করিয়া নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা ভিন্ন বালক বালিকাদিগের মন সুস্থ রাখিতে পারা যাইবে না। তাহারা নিরুৎসাহ ও অবসন্না হইবে জীবনের কোন কাজই ভাল লাগিবে না, কোন কাজে মন বসিবে না, পাঠে উৎসাহ থাকিবে না, কোন একটা বড় কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না; তাহারা যৌবনে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে, একা থাকিতে ভাল বাসিবে; এবং এই সকলের অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ তাহাদের চিন্তা ও কল্পনা অন্তরে অন্তরে ঘুরিয়া অসুখ ও মানসিক অস্বস্থতা বৃদ্ধি করিবে ও অসৎ পথে ধাবিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে "জনৈক তৃতীয়" ও তাঁহার সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন,

বালক বালিকাদিগের অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছেন, সেরূপ বিশুদ্ধ পারিবারিক আমোদ প্রমোদে শোক করিবার বস্তু অধিক নাই। এখন যদি এতদ্বারা বালক বালিকাদিগের অকাল পক্কতার কোন কোন চিহ্ন দেখিতে পান, তাহাও অধিক দিন থাকিবে না। সমাজ মধ্যে বিশুদ্ধ আমোদের প্রথা প্রচলিত হইলে ক্রমে এ সকল চিহ্ন আপনাপনি চলিয়া যাইবে। তবে সমাজ মধ্যে এই সকল আমোদ প্রমোদের প্রথা যাঁহারা প্রচলিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের উপর যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহা নির্দ্দেশ করা বোধ হয় আবশ্যক নয়। "জনৈক ভৃত্য" ও তাঁহার সমমতাবলম্বীগণ যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া ভয় পাইয়াছেন, সে ভয় যে আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে থাকা উচিত, তাহা কে না স্বীকার করিবেন; ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে যে আমোদ প্রমোদকে আমরা সামাজিক নীতি রক্ষার পক্ষে আবশ্যক মনে করিতেছি, সেই আমোদের দ্বার দিয়াই সমাজ মধ্যে অনেক সময় অনেক প্রকার গুরুতর পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, নরনারীর চরিত্রের হীনতা হইয়াছে, মনুষ্যত্ব ও তেজ হ্রাস হইয়াছে, পুরুষ ও রমণীগণ বিলাস প্রিয়, সুখাসক্ত, ও বিকৃত রুচি সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সমাজের নেতাদিগকে দেখিতে হইবে, যে সমাজ মধ্যে সৎশিক্ষা সদনুষ্ঠান সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, এবং এই সকল আমোদ প্রমোদের মধ্যে ভাষা বা ভাবে এমন কিছু না থাকে, যাহাতে বালক বালিকাদিগের রুচি বিকৃত করে, বা নীতির প্রতি আদরের হ্রাস করে। যে পরিশ্রম করে না তাহার বিশ্রামে অধিকার নাই, বিশ্রামের সুখ ও নাই। যে সমাজে সদনুষ্ঠানের ভাব জাগ্রত নাই, সে সমাজে আমোদ প্রমোদে উপকার না হইয়া অপকার হয়। অতএব আমরা বালক বালিকাদিগের চিত্তের সুস্থতা রক্ষার জন্য যে চারিটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, সেই চারিটী উপায়ই যুগপৎ অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক।

চরিত রহস্য।

পঞ্জাবের একজন দরিদ্র ব্রাহ্ম একজন ভদ্রলোকের নিকট নিত্য গতায়াত করিতেন। ভদ্রলোকটী তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া একদিন বলিলেন ওহে তুমি নিরাশ্রয় হইয়া বেড়াও কেন? কোন একটা কাজ করিলে হয় না। ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মটী বলিলেন "বাবুজী যদি আমার চারিমাস খাবার ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে আমি একটী টাকা মূলধন লইয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারি। তখন ভদ্রলোকটী তাঁহাকে তিন চারিমাস আহার দিতে সম্মত হইলেন এবং একটী টাকা দিলেন। ঐ দরিদ্র ব্যক্তি সেই টাকায় ফল ক্রয় করিয়া মস্তকে করিয়া পথে পথে বিক্রয় করিলেন। করিয়া এক টাকাতে প্রথম দিন আট দশ আনা লাভ হইল। তিনি সেই আট দশ আনা দিয়া উক্ত ভদ্রলোকের ঋণের কিয়দংশ শোধ করিলেন এবং এক টাকা মূলধন রাখিলেন। দ্বিতীয় দিনে সমস্ত ঋণ শোধ হইল এবং কিঞ্চিৎ মূলধন বাড়িল। এইরূপ দিন দিন মূলধন বাড়িয়া দুই একমাসের মধ্যেই একটী দোকান খুলিবার মত টাকা জমিল। তিনি তাহা লইয়া একটী দোকান খুলিলেন এবং ঐ ভদ্রলোকটীর উপর হইতে আহার দিবার ভার উঠাইয়া লইলেন। তদবধি পরিশ্রম সত্যপরায়ণতা ও ন্যায় ব্যবহার দ্বারা ঐ দরিদ্র ব্রাহ্ম স্বীয় দোকানের উন্নতি করিয়া বিলক্ষণ সম্পন্ন লোক হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অবিচলিত আস্থা। এখন তিনি মনের সাধে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ অর্থ সাহায্য করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। পরিশ্রম ও সত্য নিষ্ঠাদ্বারা কতদূর হয়, ইঁহার জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একবার একখানি জাহাজ পর্টুগালের রাজধানী লিসবন নগরের অভিমুখে যাইতে ছিল। ঐ জাহাজে যে সকল নাবিক ছিল তাহার মধ্যে দুই ব্যক্তির ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, অপর সকলের মনের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা জঘন্য আমোদে, সুরাপানে, ও ব্রীড়াজনক আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিত। ধর্ম্ম বিশ্বাসী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নাবিকদিগের এই শোচনীয় ভাব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, অপর ব্যক্তি তাহার চেষ্টা দেখিয়াও তাহার সহায় হইত না বরং সেই অধার্ম্মিকদিগের সহিত অনেক সময় বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল হরণ করিত, ক্রমে ঈশ্বরের কৃপাতে প্রথম ব্যক্তির চেষ্টায় দুই একটী করিয়া অনেক গুলি নাবিকের মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। তখন তাহারা একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্ম সমাজ করিয়া প্রতিদিন দুই বেলা একত্রে উপসনা করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া দ্বিতীয় বিশ্বাসী ব্যক্তির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। তখন সে উক্ত ক্ষুদ্র সমাজের উপাসনাদি কার্য্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সাহায্য করিবার অভিপ্রায় জানাইল। ইহাতে একজন নাবিক বলিয়া উঠিল, "উহার উপাসনাতে যোগ দিয়া আমার তৃপ্তি হইবেনা, উহার জীবন প্রার্থনা করেনা।" মুখ প্রার্থনা করিলে হইবে না, জীবন প্রার্থনা করা চাই।

কোন কালেজে একটী বালক অত্যন্ত অলস ছিল। উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ মনে করিলেন যদি একটী ঘড়ী রক্ষার ভার তাহার হাতে দেওয়া যায়, তাহাহইলে সে সময়ের মূল্য কিছু বুঝিতে পারিবে। এই ভাবিয়া তাহার হস্তে একটী ঘড়ী দিলেন। সে ব্যক্তি ঘড়ীটী লইয়া মহা বিপদে পড়িল। ঘড়ীটী যদি মন্দ গতিতে যায়, কালেজে যাহারা পরিশ্রম করিতেছে তাহারা তিরস্কার করে এবং দ্রুত করিয়া দিতে বলে। তদনুসারে দ্রুত করিয়া দিলে অপরাপর লোকে বিরক্ত হয়, কারণ তাহাদের অনেক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। তখন সে ঘড়ীটী লইয়া অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল 'ঘড়ী আপনি গ্রহণ করুন। ইহা

লইয়া আমি কাহারও মন রক্ষা করিতে পারিলাম না!" অধ্যক্ষ হাসিয়া বলিলেন মন্দগতি করিতে বলিলে মন্দগতি করিও না, দ্রুতগতি করিতে বলিলে দ্রুতগতিও করিও না—কাহারও কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। ঠিক যে সময় ব্রহ্মাণ্ডের যে সময় তাহাই রাখ, সকলেই চরমে সন্তুষ্ট হইবে। ইহা বলিয়া বলিলেন, তোমার জীবনের কার্য্য সম্বন্ধেও এই কথা স্মরণ রাখিও। কেহ এক দিকে যাইতে বলিবে, কেহবা আর এক দিকে যাইতে বলিবে, তুমি বিবেকের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য কর, কালে সকলের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ভাজন হইবে। মানুষের প্রবৃত্তি অনুসারে ঘড়ীর কাঁটা ঘুরাইও না।

সদালোচনা

প্রশ্ন। সত্যই যদি মানবের পক্ষে স্বাভাবিক হয়, তবে জগতে এত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব কেন?

উত্তর। সত্য যে স্বাভাবিক তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই, প্রবল কারণ ভিন্ন মানুষ মিথ্যা বলে না। অকারণ মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলিয়া সুখী হয় এমন লোক প্রায় দেখা যায় না। মানুষকে এ জগতে সচরাচর তিন কারণে মিথ্যা বলিতে দেখা যায়। প্রথম স্বার্থসিদ্ধির মানসে। একজন জমিদারের জমির পার্শ্বে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করে। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের তিন বিঘা জমি লইতে পারিলে জমিদার বাবুর বাগানটী করিবার কিছু সুবিধা হয়, সুতরাং জাল খত প্রস্তুত করিয়া সেই কয় বিঘা হরণ করিলেন। ইহা স্বার্থসিদ্ধির মানসে মিথ্যা। দ্বিতীয় মিথ্যা ভয় নিবন্ধন। একজন ক্রোধের বশে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, প্রাণভয়ে বলিল আমি মারি নাই। ইহা ভয়নিবন্ধন মিথ্যা। তৃতীয় এক প্রকার মিথ্যা আছে, তাহাও মানুষ উপকার বুদ্ধিতে করিয়া থাকে, তাহাতে স্বার্থ কিম্বা ভয়ের সম্পর্ক নাই। পুত্র বা কন্যা সহজে ঔষধ পান করে না, পিতা বা মাতা মিথ্যা কথা বলিয়া পান করাইলেন। কিম্বা এক জন বিপদে পড়িয়াছে দেখিয়া আর একজন কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে উদ্ধারের জন্য মিথ্যা কথা কহিল। আর এক প্রকার মিথ্যা আমরা বলিয়া থাকি, যাহার মূলে লোককে সুখী করিবার ইচ্ছা দৃষ্ট হয়। যেমন মনে কর একটী ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছি, সেটী বন্ধুবান্ধবের নিকট বর্ণন করিবার সময় যাহা সত্য ঘটনা তাহার সহিত নিজের কল্পনা হইতে কিঞ্চিৎ রঙ দিয়া তাহার ছবিটী উজ্জ্বল ও ভাবোদ্দীপক করিয়া বলিলাম। যাহাদের প্রকৃতিতে কল্পনার ভাগ অধিক তাঁহারা সচরাচর এইরূপ অসত্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। এ সকলই মিথ্যা শ্রেণীতে গণ্য।

প্রশ্ন। মিথ্যা কথার প্রতি এত প্রবল ঘৃণা কেন?

উত্তর। মিথ্যাতে এই সর্ব্বনাশ করে যে সত্যের উপরেও মিথ্যার ছায়া ফেলিয়া দেয়। যে মিথ্যা বলে, জানিয়াছি, আর তাহার কোন কথাতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।—যাহার কথার উপর নির্ভর করা যায় না, তাহার সহিত কোন প্রকার কাজ করাই দুষ্কর হয়। তাহার সহিত কাজ করিতে যে পরিমাণে সন্দেহ ও আশঙ্কার ভিতর বাস করিতে হয়, সেই পরিমাণে তাহার চরিত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মে। এই জন্য মিথ্যা কথা মনুষ্যসমাজে এত ঘৃণিত।

যে ব্যক্তির কথা ও আচরণে প্রতারণার লেশও নাই, তিনিই মানবকুলে পূজ্য ব্যক্তি। বহুশতাব্দীর পরাধীনতাতে আমরা স্বার্থপর ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি, এই জন্যই সত্য বলিতে ও সত্য ব্যবহার করিতে আমরা সাহসী নই। তেজস্বী ও উদারপ্রকৃতিসম্পন্ন জাতি সচরাচর সত্যপ্রিয় হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজ।

কিছুদিন হইল বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর সেনের নব কুমারীর জাতকর্ম্ম সম্পন্নোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে পারিবারিক উপাসনা এবং বর্দ্ধমানের বন্ধুগণকে লইয়া নবজাত শিশুর জন্য বিশেষ উপাসনা করা হয়। পরিবার মধ্যে যতই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে, ততই দেশের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা উন্নত হইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে অসুস্থতা-নিবন্ধন গিরিধিতে কিয়ৎকাল বাস করিতে হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি বেহার প্রদেশে গমন করিবেন। সেখানে গয়াকে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের মধ্য বিন্দু করিয়া বেহারের নানাস্থানে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সৈদপুর সমাজের উৎসব উপলক্ষে উত্তর বাঙ্গালাতে গমন করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু কিছুদিন সেদিকে থাকিয়া আরও কয়েক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত ভাঙ্গা নামক স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পাঠকগণ বিজ্ঞাপন স্তম্ভে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের সূচনা দেখিবেন; ঐ পত্রখানি আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে প্রকাশিত হইবে, এবং তত্ত্বকৌমুদীর ন্যায় প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনা করিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারভাবে ইহার কার্য্য চলিবে। আমরা অনেক দিন হইতে এরূপ একখানি কাগজের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। পাঠকগণের অনেকেও মধ্যে মধ্যে এই অভাব প্রবলরূপে অনুভব করিয়া থাকিবেন। সুতরাং তাঁহারা এই সংবাদে নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন। আমরা আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ সকলে উৎসাহী হইয়া এই কাগজ খানিকে সাহায্য করিবেন।

কিছুদিন হইল নববিধানী বন্ধুদিগের "নিউ ডিস্পেন্‌সেশন নামক ইংরাজী পত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয়।

"ভাই গণ্ডামল পঞ্জাব সমাজের প্রাণস্বরূপ সেই এক ব্যক্তিই একণে লাহোর সমাজের মধ্যে উৎসাহের সহিত প্রভুর কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের সাহায্য করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদের পঞ্জাবী ভ্রাতৃগণ—একজন স্থায়ী প্রচারক পাইবার জন্য উৎসুক।"—

উক্ত পত্রে এই সংবাদ প্রকাশের পর পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ এসম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সংবাদ যিনি "নিউ ডিসপেনসেসনে" লিখিয়াছেন তিনি পঞ্জাব সমাজের শত্রু। আমিত জানি না যে কি গোপনে কি প্রকাশ্যে স্থায়ী প্রচারকের জন্য কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে।" আর এক ব্যক্তি বলিয়াছেন "পূর্ব্বোক্ত সংবাদটী পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, আমাদের কোন স্থায়ী প্রচারকের প্রয়োজন নাই, আমাদের এমন একজন আছেন যাঁহা দ্বারা আমাদের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়াছেন;—"উক্ত সংবাদটী আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতেছে না"। চতুর্থ ব্যক্তি বলিয়াছেন;——"দ্বারা আমাদের কার্য্য এখন সুন্দররূপে চলিতেছে, আমাদের কোন স্থায়ী প্রচারকের প্রয়োজন নাই"। পঞ্চম ব্যক্তি বলিয়াছেন; "লাহোর সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা, তাহাতে আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি, যে নিউ ডিসপেনসেশনের লিখিত সংবাদ সম্পূর্ণ অলীক। আমিত জানি না যে লালা গণ্ডামলের সাহায্যের জন্য লোকের প্রয়োজন, এবং এখানকার সভ্যেরা যে জন্য একজন স্থায়ী প্রচারকের জন্য উৎসুক তাহা আমার বিশ্বাস নয়। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—নিউ ডিসপেনশনের উক্ত প্যারাগ্রাফ আমি পড়িয়াছি; আমি সরলভাবেই বলিতেছি যে উক্ত সংবাদলেখক ভ্রমে পড়িয়াছেন, তিনি হয় অজ্ঞতাবশতঃ অথবা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নিবন্ধন প্রকৃত ঘটনার বিপর্য্যয় করিয়াছেন"।

আমাদের বোধ হয়, কোন দুই এক ব্যক্তির কথা শুনিয়া নিউ ডিসপেনসেশন লেখক পূর্ব্বোক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থ জীবন উৎসর্গ করার পর অবধি তাঁহার প্রতি পঞ্জাববাসিদিগের শ্রদ্ধা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, যে আর তাঁহারা কোন বিদেশীয় প্রচারকের সাহায্যের মুখাপেক্ষা করেন না। পঞ্জাব হইতে আগত বন্ধুদিগের সকলের মুখে শ্রবণ করা যায়, যে তদবধি পণ্ডিত অগ্নিহোত্রীর জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার উপদেশ সকল গাঢ় ভক্তির ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার চরিত্রে ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য, স্বার্থত্যাগ ও বিনয় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সংবাদে আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জগদীশ্বর তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্যকে বলও উৎসাহ প্রদান করুন, যে ব্যক্তি সরল, সাহসী ও সত্যপ্রিয় পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে সত্য পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন।

১৮৭২ সালের ৩ তিন আইন সংশোধন আবশ্যক কি না? এই প্রশ্নের বিচার করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়, উক্ত অধিবেশনে কতকগুলি সংশোধনের উপযোগী বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। সেই বিষয়গুলির বিচার করিয়া একটী রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার ভার কয়েক ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হইয়াছে। তাহারা একত্র হইয়া ঐ সকল বিষয়ের বিচার করিতেছেন। ত্বরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট উক্ত বিষয়ে একখানি পত্র প্রেরিত হওয়া আবশ্যক সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রেই এসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় জানাইলে ভাল হয়।

প্রেরিত।

মহাশয়,

গত ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে আপনাদের জনৈক ভক্ত স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম; বিষয়টী যেরূপ গুরুতর, তাহাতে ব্যগ্র হৃদয়ে আশা করিয়াছিলাম যে লেখক মহাশয় সমুচিত ধীরতা সহকারে উহার দোষগুণ তুলারূপে বিবেচনা করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদিগকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইয়াছে। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে পত্র খানির আদ্যন্ত এক দেশ দর্শীতা ব্যক্তিগত কুৎসা ও বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়।

লেখক মহাশয় নববিধানী ব্রাহ্মগণের নাট্যাভিনয়ের সহিত বর্ত্তমান অভিনয়ের তুলনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত অভিনয়ের উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার যুক্তি অনুসারে ভক্তিভাজনবয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মের পবিত্র ধর্ম্ম লইয়া যথেচ্ছ ক্রীড়া করা দূষণীয় নহে, কিন্তু সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের সুনীতি ও নির্দ্দোষ আমোদ পূর্ণ অভিনয় অমার্জ্জনীয় পাপ।

গত গ্রীষ্মাবকাশে জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মের বাটীতে একখানি নবরচিত ক্ষুদ্র নাটক (?) ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগের দ্বারা অভিনীত হয়। এরূপ পারিবারিক নাট্যাভিনয় প্রথার অবতারণায় শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই; সুরুচি ও সদ্বিবেচনার সহিত পরিচালিত হইলে ইহা যে নির্দ্দোষ সুখ সম্ভোগের প্রকৃত উপায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা একাধারে আমোদ ও শিক্ষা লাভের সুন্দর সোপান। ইহা দ্বারা পারিবারিক শাসনের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা করা বৃথা; পরিবার মধ্যে কঠোর রাজ শাসন প্রার্থনীয় নহে, প্রেমপূর্ণ ব্যবহারই আকাঙ্ক্ষনীয়; এবং স্নেহ ও ভালবাসার মধুর শাসনে পরস্পরের ক্ষণিক ঘনিষ্ঠ সম্মিলন ও বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ দ্বারা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

উক্ত আখ্যায়িকার গল্পাংশ সাধারণ শিশুজীবন হইতে গৃহীত এবং আখ্যায়িকাচ্ছলে নীতি গর্ভ শিক্ষা প্রদান উদ্দেশ্যে অতি পরিপাটী রূপে বিন্যস্ত। একটী অল্প বয়স্কা চঞ্চল প্রকৃতি বালিকার অজ্ঞানকৃত অবাধ্যতার পরিণাম সরল গল্পচ্ছলে বর্ণিত ও অভিনীত হইয়াছিল; গ্রন্থের দোষ গুণ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিবার পূর্ব্বে উক্ত আখ্যায়িকাটী আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে লেখকের এই শোচনীয় ভ্রমে পতিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। তাঁহার অন্ততঃ এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল যে যাহা কুনীতির প্রশ্রয় দেয় এবং শিশুদের সুকোমল হৃদয়ের সুকুমার ভাবগুলি মলিন করিয়া চরিত্রের সুমহৎ অনিষ্ট সাধন করে, এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান উক্ত ব্রাহ্মের পবিত্র গৃহে স্থান পাইতে পারে না।

বঙ্গমহিলা সমাজের গত জন্মোৎসবে কতিপয় কুমারী ঐরূপ আর একটী আখ্যায়িকা অভিনয় করেন। এই অপরাধে তাঁহারা এবং উক্ত কার্য্যে সংলিপ্ত কতিপয় শ্রদ্ধাভাজন পুরুষ ও রমণী সমালোচকের তীব্র উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। তিনি যেরূপ ভাবে তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীর দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহারা সেরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী নহেন; হইলেও তাঁহাদের সম্মান রক্ষার অনুরোধেও তাঁহাদের ত্রুটী ঐ প্রকারে সাধারণ্যে প্রদর্শন করা সুরুচি সঙ্গত হয় নাই। উপহাস ছলে তাঁহাদিগকে সাধারণ্যে উপহাসাস্পদ করিতে চেষ্টা না করিয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলে হৃদয় গ্রাহী ও সুরুচি সঙ্গত হইত, এবং সমালোচকের প্রাপ্য যোগ্য সম্মান সুরক্ষিত হইত।

সুকুমার মতি শিশুগণের নীতিশিক্ষা বিধান করা, বঙ্গমহিলা সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে শিশুগণের নির্দ্দোষ আমোদ ও স্ফূর্ত্তি লাভের একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এই দুই অভাব মোচনের জন্য উক্ত অভিনয়ের অবতারণা করা হয়। এরূপ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিনয় সুকুমার শিশুগণের কোমল হৃদয় অবনতির পথে চালিত করে না, কিন্তু সুনীতির জীবন্ত আদর্শ স্বরূপ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করে। ইহার পরিণাম অকাল পক্বতার শোচনীয় দৃশ্য নয়, কিন্তু সুনীতি পরায়ণতার মধুর ছবি। দুঃখের বিষয় ইহা তিনি সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই।

শিশুদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক উপদেশ দিতে হইলেই যে উচ্চঅঙ্গের নীতি ও গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের সুদীর্ঘ উপদেশ দিতে হইবে, ইহা অতি ভ্রমাত্মক কথা। যিনি শিশুগণের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য এরূপ কঠোর শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি শিশু চরিত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। উপদেশ যে পদ্ধতিতে প্রদান করিলে কোমল চিত্তে সহজেও দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে পারে তাহাই প্রার্থনীয়। গল্পচ্ছলে উপদেশ দান শিশু চরিত্র উন্নত করিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট উপায়; এবং এই গল্প সম প্রকৃতি ব্যক্তির চরিত্রঘটিত হইলে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও ফলদায়ী হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য—শিশুদিগের নীতিশিক্ষার্থে শিশু-চরিত্র প্রদর্শনই সমধিক বাঞ্ছনীয়। বঙ্গমহিলা সমাজ প্রতিযোগীতায় পুরুষদিগের সমকক্ষ হইবার বাসনায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই। কিন্তু শিশুগণের চরিত্রের উন্নতি সাধনাকাঙ্ক্ষায় ইহার অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন: এবং এই উদ্দেশ্যে কার্য্যারম্ভ করিলে যে পরিণামে সফল কাম হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। শিশুদিগের চরিত্র যাহাতে অধোগতি প্রাপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বঙ্গমহিলাসমাজ অন্য কাহার অপেক্ষা ন্যূন নহেন। লেখক সদুদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই যে এই গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই;—কিন্তু সমুচিত সতর্কতা অবলম্বন না করাতে ও উভয় পক্ষের যুক্তি বিশেষ অনুধাবন করিয়া না দেখাতে কয়েকটী শোচনীয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আমাদের সমাজ এখন নূতন গঠিত হইতেছে। এই সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। এই সময়ে যদি আমাদের ভাল মন্দ বিচারের শক্তি উনবিংশ শতাব্দীর তীব্র ও চঞ্চল আলোকে অন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতার শোচনীয় চাকচিক্যময় মনোরম কুরীতি আমাদের সমাজে প্রবেশ করিবে। পুরাতন হিন্দু সমাজের ভাব সমূলে বিনষ্ট করিবে। এই জন্যই এই সময়ে সামাজিক রীতি বহুল রূপে সমালোচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থির সত্যে উপনীত হওয়ায় দুরূহ হইয়া পড়ে। আশা করি পাঠকগণ ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

বিনয়াবনত
বঙ্গমহিলা সমাজের জনৈক সভ্য

১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে নাটকাভিনয় সম্বন্ধে এক খানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমার বোধ হয় এই পত্র উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে কিছু আন্দোলনের উচ্ছ্বাস উঠিবে। কোন পক্ষ আশ্রয় না করিয়া এই পত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

পত্রপ্রেরক মনের আবেগে কিছু তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। উপর্য্যুপরি নাটকাভিনয়ে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়া থাকিবে; অভিনেতৃগণের আমোদ স্পৃহা কিছু বলবতী দেখিয়া, বোধ হয় তিনি ব্যথিত হইয়া থাকিবেন; কোমলপ্রাণ শিশুদিগের ও সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বোধ হয় তিনি শঙ্কিত ও ভীত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং ভাবপ্রবাহে তাঁহার ভাষা কিছু কঠোর হইয়াছে। ঘটনাগুলি প্রকৃত হইয়াও অতি রঞ্জিত হইতে পারে। এই জন্য বোধ হয় অভিনেতৃগণের বৈরাচারি ঘটিবে,—সম্ভবতঃ তাঁহারা কিছু উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিবেন।

পত্রপ্রেরকের ঘটনাগুলি সত্য; কিন্তু তাঁহার ভাষা স্থানে স্থানে সুরুচির সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

তথাপি আমরা পত্রপ্রেরককে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যথাসময়ে পত্র প্রকাশিত হওয়াতে আশা করি অনেক উপকার হইবে। কোন সমাজে নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে, বিশেষ চিন্তা ও সতর্কতার সহিত তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত। সাধারণতঃ রঙ্গভূমির প্রতি আমাদের কিছু বিদ্বেষভাব আছে। কস্মিনকালে নাটকাভিনয় সুফলপ্রসূ হয় নাই; ইতিহাস তাহার সাক্ষী। নাটকাভিনয় ভাল নয়, কেননা সভ্যতম ইংলণ্ডে ইহার ফল বিষময় হইয়াছে; ভাল নয়, কেননা আমেরিকা এ বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে। অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক ব্রাহ্মদের এ বিষয়ে সংলিপ্ত থাকা উচিত নয়। জানি, বুঝি, মানি অভিনয় ক্রিয়া বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হইলে ইহা অপেক্ষা আর সুন্দর আমোদ হইতে পারে না! তথাপি অভিনয় ক্রিয়াকে আমরা সুস্নিগ্ধ নয়নে দেখিতে পারি না।

দেখিয়াছি কঠোর মস্তিষ্ক ইংলণ্ডে ইহার ফল ভাল হয় নাই; দেখিয়াছি সভ্যতম আমেরিকা ইহার নিকট পরাভূত হইয়াছে। তবে কি বঙ্গসমাজে ইহার ফল ভাল হইবে? ভ্রমরবৃত্তি, তরলমস্তিষ্ক, জয়দেবের প্রিয়শিষ্য বঙ্গীয় যুবক কি অভিনয়ের উচ্ছাস সহ্য করিতে পারিবে? অর্দ্ধ বিকশিত কোমল মস্তিষ্ক, কিশোর বয়স্ক কুমার কুমারীদের মৃদুপ্রাণে এ প্রতপ্ত মদিরা ঢালিয়া দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হইবে? আমরা "পিউরিটান" নই, কিন্তু বলি অভিনয় ছাড়া কি অন্য কোন বিশুদ্ধ আমোদ হইতে পারে না? ইতিহাস যখন জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য দিতেছে, নাটকাভিনয়ে কোন দেশে, কোন সমাজে শুভ ফল প্রসব করে নাই, তখন ব্রাহ্মসমাজে তাহা প্রবর্ত্তিত হওয়া শুভ বাঞ্ছনীয় নহে।

আবার বলিতেছি, পত্র প্রেরক তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়া অন্যায় করিয়াছেন; তথাপি আশা করি ইহাতে শুভ ফল ফলিবে। ঔষধ খাইতে মিষ্ট নয়, কিন্তু অপরিহার্য্য। সান্নিপাতিক জ্বরে তীব্র হলাহল প্রয়োগ মহাত্মা ধন্বন্তরির ব্যবস্থা। এ জন্য আমরা পত্র প্রেরকের সৎ সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইতেছি।

বিনয়াবনত

ব্রাহ্মসমাজের অনৈক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

এই পত্র খানির অন্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র এই টুকু প্রদান করা গেল কারন ইহাতে নাটকের গম্ভীর আভাস আছে।

পত্র প্রেরকের তৃতীয় চার্জ—বঙ্গমহিলা সমাজের উপর। এই সে দিন বঙ্গ মহিলা সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার বিষয় "যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থাকেই সুখ মনে কর"—ঘটনাটি এই—"একটি বালিকা সংসারের কাজ কর্ম্ম কিছুই করিত না বলিয়া সকলে ভর্ৎসনা করিলেন, বালিকা রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। কতকদূর গিয়া ভাবিল, "যাহাতে যা মনে করিয়া ছুঁয়াই, তাহাই হয়, এরূপ একটা জিনিস পাইলে বড় ভাল হইত।" একজন পরী তাহাকে সেই মত একখানা লাঠি দিল, বালিকা তাহার সাহায্যে অনেক মিঠাই তৈয়ার করিয়া খাইতে লাগিল, তবু আশা মিটে না, তখন একজন তপস্বিনী তাহাকে বলিল "তোমার আশা মিটিবে না, বাড়ী গিয়া সুখে থাক।" বালিকাও তাহাই করিল।— 'নাটক রচয়িতা কি কুরুচিপূর্ণ বিষয়েরই অবতারণা করিয়াছিলেন।" পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—"সমাজের যুবকেরা নাটকাভিনয় করিয়া বাহাদুরী নিলেন, কুমারীরা—যুবতিরা কি আর বসিয়া থাকিতে পারেন!" ছি! ছি! ছি! ইহা যে একজন সুরুচি সম্পন্ন লেখকের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্য কে বলিবে?

বিজ্ঞাপন।

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ৮১ নং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১৮ই ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৭ম ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন সোমবার, ১৮০৭ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

দীনবন্ধু! এই যে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করি যে ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া মুক্তি লাভ করিব; এবং এই ব্রাহ্মসমাজের সেবায় ও মঙ্গলসাধনে রত থাকিতে পারিলে, তোমার দাসের জীবন সার্থক হইবে। তোমার দাসের বড়ই সাধ যে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে তাহার দেহ মনের সকল শক্তি খাটিবে। যদি আর কেহ অগ্রসর না হয়, যদি তোমার কার্য্যে আর দশজনের উৎসাহ না দেখা যায়, যদি তোমার সেবার জন্য তোমার সন্তানদিগের আগ্রহ না থাকে, তবে কি তোমার দাস তোমার কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে, তবে কি সে নিরাশ হইয়া তোমার সেবা পরিত্যাগ করিবে? সে কি বলিবে আর কেহ যখন অগ্রসর নয় তখন আমি কেন খাটিয়া মরি। তোমার দাসের মুখ দিয়া এমন কথা কিরূপে বাহির হইবে? সে ত অপর দশজনের মুখ চাহিয়া তোমার সমাজে প্রবেশ করে নাই, সে ত অপরের জন্য তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই। সে যে তোমারই আহ্বানে তোমারি হস্তের দ্বারা নীত হইয়া আসিয়াছে। যে দিন নির্জ্জনে গোপনে তোমার চরণে অশ্রুপাত করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে, সে তোমার কাজে দেহ মন নিয়োগ করিবে, তখন ত দশজন সেখানে ছিল না, তখন ত দশজনের উপর নির্ভর ছিল না; তখন ত আর কাহারও কাজের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। তবে তোমার দাস এখন অপরকে নিরুৎসাহ দেখিলে নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবে কেন? তোমার দাস নিরাশ হইবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এমন দুর্ম্মতি যেন তাহার কখনও উপস্থিত না হয়। প্রভো! আমি চির-কলঙ্কী, আমি দুর্ব্বল, তোমার সেবায় দিনরাত্রি রত থাকা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি আছে। তুমি আমাকে সেই শুভমতি দেও।

একসঙ্গে পরিশ্রম করিবার দশজন লোক যখন পাওয়া যায় তখন মানবের মনে স্বতঃই উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ইহা মানবের প্রকৃতি। এই কারণেই ধর্ম্ম সংস্কার কিম্বা সমাজ সংস্কার প্রভৃতি দুষ্কর কার্য্যে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সমাজবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং সমাজবদ্ধ হওয়াতে তাঁহাদের অগ্রসর হইবার পক্ষেও সুবিধা হয়। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে ও পরমেশ্বরের আদেশ পালনে যখন নিযুক্ত হইব, তখন আপনাদিগকে একাকী ভাবিব, অর্থাৎ অপরের উৎসাহ নিরুৎসাহের উপর আমাদের উৎসাহ নিরুৎসাহ নির্ভর করিবে না। এই জগতে কোন প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে এই ভাবে কার্য্য করিতে হয়। অপরের অনুরাগ বিরাগ সাহায্য বা প্রতিযোগিতা নিরপেক্ষ হইয়া যাঁহারা কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ নন সেরূপ লোকের দ্বারা এজগতে অদ্যাপি কোন মহৎ কার্য্য সংসাধিত হয় নাই।

মহাজনেরা সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীকে যত প্রকার সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত পরামর্শ গুলির অর্থ অতি গভীর।

প্রথম। অপরকে দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু পাইবার প্রত্যাশা রাখিবে না। তাহা হইলেই এ জীবনে সুখী হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়—তোমার প্রতি অপরের ব্যবহারের কি ত্রুটী হইল, সেই বিচারে ব্যস্ত না থাকিয়া অপরের প্রতি ব্যবহারে তোমার কি ত্রুটী হইল সেই চিন্তা করিবে। তাহা হইলে এ জীবনে সুখী হইতে পারিবে।

তৃতীয়—কর্ত্তব্যকে প্রিয়জ্ঞান করিতে শিখিবে, তাহা হইলে বিরোধ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকিবেনা—এবং এজীবনে অনেক পরিমাণে সুখী হইতে পারিবে।

চতুর্থ—নিজ শক্তি সামর্থকে সর্ব্বদাই কতকগুলি মহৎ ও উন্নত লক্ষ্য সাধনে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে জীবনপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টক চরণে বিদ্ধ হইলেও সে জ্ঞান থাকিবে না; এবং অনেক পরিমাণে সুখী হইতে পারিবে। জনসমাজে যত মনোগ্লানি, যত বন্ধুবিচ্ছেদ, যত শত্রুতা

দেখিতে পাওয়া যায় আশাচ্ছেদই তাহার প্রধান কারণ। মানুষের এমনি দুর্ব্বলতা যে মানুষ নিজে অপরকে যতদূর দিতে প্রস্তুত, অপরের নিকট তদপেক্ষা অধিক আশা করিয়া থাকে। লোকের প্রতি দোষারোপ করিবার সময় নিজে সে প্রকার দোষে দোষী কি না বিচার করিয়া দেখে-না। এই শোচনীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ আমাদিগকে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। অতএব অপরের নিকট আশা করিবার অগ্রে নিজে অপরকে দিবার জন্য প্রস্তুত হও।

আমরা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে চিরকাল এক শ্রেণীর লোক দেখিয়া আসিতেছি—ইহাদের মুখে বিরক্তি ও অনুযোগের কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা সর্ব্বদাই "হা হতোস্মি" করিতেছেন; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের আচরণ ও ব্যবহারের প্রতি অনুযোগ, অভিযোগের সীমা পরিসীমা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই বলিতেছেন যে আশা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে পদার্পণ করিয়াছিলাম তাহার কিছুই চরিতার্থ হইতেছে না। ইহাদের ভ্রাতৃভাব কই? ইহাদের পরদুঃখ কাতরতা কই? কিন্তু তাঁহারা একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখেন না, যে তাঁহার অপরের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে তাঁহারাও ভ্রাতৃভাব ও পরদুঃখকাতরতার বিশেষ পরিচয় দিতেছেন না। এই সকল চির বিরক্ত লোকের কথার ভাবে বোধ হয় যে তাহারা যেন এরূপ মনে করেন, যে তাঁহারা ভিন্ন আর সকলকে ভ্রাতৃভাব ও পরদুঃখকাতরতা দেখাইতে হইবে। তাঁহারা অপরের তত্ত্ব লইবেন না, কিন্তু তাঁহাদের তত্ত্ব সকলকে লইতে হইবে, তাঁহারা অপরের দুঃখের বোঝা লইবেন না, কিন্তু তাঁহাদের দুঃখের বোঝা আর সকলকে বহন করিতে হইবে। এরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের অনুযোগের প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা হয় না। যদি দেখিতে পাই যে এক জন দিবারাত্রি ঈশ্বরের কার্য্য-ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজে উদার প্রেমের সহিত ভাই ভগিনীর সেবা করিতেছেন, পরদুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাদের কষ্ট দুঃখের বোঝা নিজ মস্তকে বহন করিতেছেন, পরের সেবাতে আনন্দের সহিত হৃদয় মনকে খাটাইতেছেন, এবং এরূপ লোক যদি কোন প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া সংশোধন করিতে বলেন তবে তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শুনিতে ইচ্ছা হয়। হে ভ্রাতঃ! যদি অপরের কোন ত্রুটী দেখিয়া থাক, অনুযোগ অভিযোগ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে নিজ জীবন হইতে সেই দোষ পরিহার কর। তাহা হইলেই সমাজ হইতে সে দোষ দূর হইবে। জগদীশ্বর করুন এই সামান্য সত্যটী যেন ভাল করিয়া আমাদের মনে মুদ্রিত হয়।

ইংলণ্ডের কোয়েকার নামক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জর্জ্জ ফক্‌স এক সময়ে বলিয়াছিলেনঃ—

"আমি দেখিতেছি যেন আমার অন্তরে দুইটী তৃষ্ণা বিদ্যমান রহিয়াছে। একটীর গতি সৃষ্ট জীবদিগের দিকে আর একটীর গতি সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে। আমি দেখিলাম সমগ্র জগতের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে আমার উপকার করিতে পারে। যদি আমি রাজভোগ, রাজপরিচ্ছদ, রাজ অট্টালিকা, রাজ-পরিজন সকল পাইতাম তাহা হইলেও আমার বোধ হইত যেন কিছু পাই নাই, কারণ আমার হৃদয়ের প্রভু পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাহারই আমাকে প্রকৃত সুখী করিবার ক্ষমতা নাই। আমি দেখিয়াছি যে অবস্থায় পড়িয়া আমি যাতনা পাইতেছি সেই অবস্থাতেই পণ্ডিতগণ, ধর্ম্মাচার্য্যগণ এবং সাধারণ মানবমণ্ডলী আপনাদিগকে সুস্থ ও সুখী মনে করিতেছে। এবং আমি যাহাকে হেয় মনে করি তাহাকেই তাহারা প্রীতি করিতেছে। কিন্তু আমার প্রভু পরমেশ্বর আমার চিত্তকে তাঁহাতেই নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং আমি তাঁহারই উপরে আমার সকল চিন্তার ভার দিয়াছি।"

কি প্রেমের কথা! সেই পবিত্র স্বরূপকে পাইবার জন্য এরূপ প্রাণের পিপাসা না থাকিলে কি কখনও লোকে প্রেম ও ভক্তি লাভে সমর্থ হয়? আমি আমার প্রভুর উপর আমার সকল ভাবনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি ঈশ্বরগত প্রাণ ভক্ত সন্তান ভিন্ন আর কাহার মুখে এই প্রেমের ভাষা শোভা পায়?

সাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা।

কলিকাতার বিদ্যালয় সমূহে যে সকল ব্রাহ্ম ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করি তখন শুনিতে পাই যে একটী শ্রেণীতে যদি তিনটী ব্রাহ্ম ছাত্র থাকেন সেই তিনটী ছাত্র অল্পে অল্পে অপরাপর ছাত্র হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। অপর ছাত্রেরা তাঁহাদিগকে যেন কি এক প্রকার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তাঁহারা ইহাদের সহিত বড় একটা মিশিতে চান না; ইহাঁরাও তাঁহাদের সহিত মিশিতে বিশেষ ব্যগ্র নন। এইরূপে ব্রাহ্ম ছাত্র ও অপর ছাত্র এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে যেন আত্মীয়তার কিছু অভাব দেখা যায়।

একটী কার্য্যালয়ে দশ জন কর্ম্মচারির মধ্যে যদি পাঁচ জন ব্রাহ্ম কর্ম্মচারি থাকেন, সেই পাঁচজনের সহিত অপর পাঁচ জনের যেন কোন কারণে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মে না। কোন পল্লীতে বা কোন নগরে যদি দশ ঘর ব্রাহ্ম বাস করেন, তাঁহারা কিয়ৎকালের মধ্যে অপর সকল প্রতিবাসীর চক্ষে এক নূতন প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিগণিত হন, এবং তাহাদের সহিত গাঢ় আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের যোগ জন্মিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মগণ সাধারণ লোক মণ্ডলী হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। অতএব অদ্য এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। কেন ব্রাহ্মগণ অল্পে অল্পে স্বদেশবাসী সাধারণ লোকমণ্ডলী হইতে দূরে

পড়িতেছেন? ইহাদের পরস্পরের সহিত আত্মীয়তা ও প্রণয়ের পথে প্রতিবন্ধক কি? এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে ক্ষতি কি? এবং আত্মীয়তা থাকাতেই বা লাভ কি? এই সকল প্রশ্ন অতিশয় গুরুতর; এবং স্থিরচিত্তে এ গুলির বিচার করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বাগ্রে একটী কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত, ধর্ম্মের অনুরোধে, বিবেকের অনুরোধে, অথবা আপনাদের বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার জন্য যখন লোকের বিরাগ ভাজন হইতে হয়, তখন কোন বুদ্ধিমান লোকের কথ নও দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। যদি কোন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন থাকে, যদি সেখানে সত্যের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, যদি তাঁহাদের বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মানবের প্রতি প্রেম থাকে, যদি তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, তাহা হইলে সে সমাজের প্রতি জগতের ঘৃণা অধিক দিন থাকিবে না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, আদিম খ্রীষ্টীয়গণের প্রতি তৎকালীন লোকের অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। এমন কি খ্রীষ্টান এই শব্দটী সর্ব্ব প্রথমে ঘৃণাসূচক শব্দ ছিল। রোমীয় সম্রাট নিরো নিজ রাজ্যাগারে নিজে অগ্নি দিয়া কৌতুক দেখিলেন এবং পরিশেষে ক্রুদ্ধ নগরবাসী দিগকে শান্ত করিবার জন্য এইরূপ রটনা করিয়া দিলেন যে ঘৃণিত খ্রীষ্টীয় দিগের দ্বারাই ঐ গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রোমের লোকেও তাহা বিশ্বাস করিল, কারণ তাহাদের সংস্কার ছিল, যে খ্রীষ্টের শিষ্যগণ অতি ঘৃণিত লোক এবং তাহাদের অসাধ্য কুকার্য্য নাই। খ্রীষ্টীয়গণ আপনাদের মধ্যেই থাকিত,আপনার দলেই মিশিত; দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মালাপ প্রভৃতি করিত; তাহারা কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে ও কোন পথে চলিতেছে; তাহা লোকে জানিতে পারিত না, সুতরাং লোকে তাহাদের বিষয় অনেক প্রকার কল্পনা করিত। তাহাদের নামে অনেক প্রকার ঘৃণা সূচক কথা উঠিত। লোকে সেই সকল কথা ও জনরব শুনিয়াই বিচার করিত। কেবল তাহা নহে খ্রীষ্টের আদিম শিষ্যগণ অধিকাংশই দীন দরিদ্র ও অজ্ঞ লোক ছিলেন। সে সময়কার লোকের দৈনিক আচার ব্যবহারের সহিত ইহাদের আচার ব্যবহার কিছুই মিলিত না। যখন চারিদিকে বিরোধ, বিবাদ, সামাজিক ও রাষ্ট্র বিপ্লব তখন এই সকল দরিদ্র লোক পরস্পরের সহিত অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবসূত্রে বদ্ধ হইয়া বাস করিত, যখন লোকের সুখাসক্তি বিলাসপরায়ণতা ধনার্জ্জন স্পৃহা প্রবল তখন ইহারা কঠোর সাংসারিক দারিদ্র্য ভোগ করিয়াও সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করিত; যখন জগতে স্বার্থপরতার রাজত্ব তখন ইহারা যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দিয়া খ্রীষ্টের পদাশ্রয় করিত। কিম্বা দশজনের সম্পত্তি ভাঙ্গিয়া এক করিয়া দশ জনে সমান ভাবে ভোগ করিত। ইহা দেখিয়া সে সময়ের লোকের পক্ষে তাহাদিগকে সৃষ্টিছাড়া লোক বলিয়া জ্ঞান করা কিছুই বিচিত্র নয়। এই সকল কারণে তৎকালীন লোকে খ্রীষ্টের শিষ্যদিগকে ঘৃণা করিত এবং তাহাদিগের হইতে দূরে দূরে থাকিত। এমন কি রোমীয় ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীতে আদিম খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি বার বার ঘৃণা ও কটূক্তি বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে যেরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিবৃত্তেও সেইরূপ। বুদ্ধের আদিম শিষ্যগণ অধিকাংশই দরিদ্র লোক ছিলেন। এই জন্য "শ্রমণ" "শ্রমণা" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ভাষাতে ঘৃণাসূচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে আদিম খ্রীষ্ট সমাজ ও আদিম বৌদ্ধ সমাজের প্রতি তৎকালীন লোকের দারুণ বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, তাহাতে তাহাদের প্রচারের পথ অবরুদ্ধ হইল কই? ঈশ্বরের গূঢ়হস্ত নিহিত সত্যের বীজ যাহার মধ্যে নিহিত আছে, তাহার বিস্তার কেহ বন্ধ করিতে পারে না। আদিম খ্রীষ্টীয়গণ দরিদ্র এবং অজ্ঞ ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, মানবের প্রতি প্রেম, ধর্ম্মের প্রতি গাঢ় অনুরাগ, অধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা, স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা ও সত্য প্রচারে অটল উৎসাহ ছিল। এই সকল গুণে সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও লোকে তাহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হইত, এবং দারিদ্র্য, দুর্গতি, কঠোর সামাজিক শাসন প্রভৃতি সহ্য করিয়াও তাহাদের পদতলে পড়িয়া থাকিত। অতএব লোকে ঘৃণা করিতেছে, বা দূরে দূরে থাকিতেছে, দেখিয়াই যে ভীত বা দুঃখিত হইতে হইবে তাহা নহে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত লোকের বিদ্বেষ বুদ্ধির কারণ কি?

সাধারণ লোক মণ্ডলীর সহিত ব্রাহ্মদিগের যে একটু দূরত্ব ঘটিতেছে, ইহা কি ব্রাহ্মদিগের উন্নত জীবন, প্রবল ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ও জলন্ত পবিত্রতা-প্রিয়তার ফল, অথবা ইহা তাহাদের সাম্প্রদায়িকতা ও হৃদয় মনের সংকীর্ণতার ফল? ইহা অতি কঠিন প্রশ্ন। অপক্ষপাতে বলিতে গেলে বোধ হয় এই কথাই বলিতে হয়, যে ইহার মধ্যে দুই প্রকার কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ—দেশের আপামর সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস মিলে না, তাহাদের রুচির সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের রুচি মিলে না,,তাহাদের আমোদ প্রমোদ ব্রাহ্মদিগের চক্ষে নিন্দনীয় মনে হয়, সুতরাং বিশ্বাস রুচি ও প্রবৃত্তির অনুরোধে ব্রাহ্মদিগকে অনেক কার্য্যেই সাধারণ লোক মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। আমি যদি অনুচিত বোধে কাহারও কার্য্যে যোগ না দি, তবে আমাকে অহঙ্কৃত মনে করা ও সেই সঙ্গে আমার প্রতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হওয়া সে ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। এই কারণে ও অনেক স্থলে অপর সাধারণ লোকের ব্রাহ্মদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তি জন্মিতেছে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না—যে অনেক ব্রাহ্মের অন্তরেও সাম্প্রদায়িক ভাব জন্মিতেছে। অর্থাৎ তাঁহারা আপনাদের দলের লোক হইতে অপর সকলকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করেন, ভাবিয়া থাকেন সৎ ইচ্ছা, সৎ রুচি, সৎ নীতি যাহা তাহা

তাঁহাদের দলেই আছে, অন্যত্র নাই বলিলেও হয়; যে ব্রাহ্ম নয় তাহাকে বিশ্বাস নাই, তাহার সহিত বন্ধুভাবে না মিশাই কর্ত্তব্য। ইহারই নাম সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা অতি গূঢ় বিষের ন্যায় মানব অন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং মানবের চক্ষের দোষ উৎপন্ন করে। এই সাম্প্রদায়িকতার এরূপ প্রকৃতি যে আত্মদোষ দেখিতে পায় না। যেদিন প্রভাত কালে ঘন কুজ্ঝটিকাজালে দিগ্মণ্ডল আবৃত হয়, সেদিন রাজপথে বাহির হইলে দেখা যায় যে আমি যে স্থানে দণ্ডায়মান তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দূরাক্রান্ত কোপকার দেখিতে পাইতেছি এবং মনে করিতেছি যে কই কুজ্ঝটিকা ত বড় নিবিড় নয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে যাঁহারা আমার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে আমি ঘন নিবিড় কুয়াসাতে সমাচ্ছন্ন। সেইরূপ সাম্প্রদায়িকতা রোগে যাঁহাদিগকে একবার ধরে তাঁহারা আপনাদের সঙ্কীর্ণতা আপনারা দেখিতে পান না। মনে করেন কই আমরা সঙ্কীর্ণ কিসে, এইত সকলকে ভাল বাসিতেছি, কিন্তু নির্জ্জনে প্রার্থনা সহকারে তাঁহারা যদি আপনাদিগকে এই প্রশ্ন করেন "আমাদের স্বসম্প্রদায়প্রিয়তা অপর সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণার আকার ধারণ করিতেছে কি না?" তাহা হইলেই আত্মাতে এই রোগের কতদূর সঞ্চার হইয়াছে তাহা ধরিতে পারিবেন।

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি এই যে প্রাণে সাধুতা ও প্রেম নিতান্ত প্রবল না থাকিলে মন সহজে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে গিয়া পড়ে, লোকের যাহাদের সঙ্গে ভাব, প্রবৃত্তি বা রুচির মিলন হয় তাহাদিগের সঙ্গেই মিলিয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া দেখিতে হইবে যে তাঁহারা কেবল স্বদলের সঙ্গে মিশিতেছেন এবং অপর সকলকে অল্পে অল্পে দূরে ফেলিতেছেন কি না? এই যে সম্প্রদায়িকতার দিকে মানবমনের স্বাভাবিক গতি তাহা নিবারণ করিবার জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে নানা প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে, সাহিত্যাদির চর্চ্চাতে কিম্বা জন সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ব্রাহ্মেরা অসঙ্কুচিত ভাবে, নিয়মপূর্ব্বক, চেষ্টা করিয়া সর্ব্বসাধারণের সহিত মিশিয়া কাজ করিবেন। লোকে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবে ও বিঘ্ন উৎপাদন করিবে কিন্তু তাঁহারা সহিষ্ণু ও ধীর হইয়া এবং ক্ষমতা বা প্রভুত্ব প্রিয়তাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া সাধারণের হিতোদ্দেশে সর্ব্ব প্রকার সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি বাস্তবিক সাধুতা থাকে, কর্ত্তব্য-প্রিয়তা থাকে, হৃদয় মনের সদগুণ থাকে তাহা হইলে লোকে যত তাঁহাদের সহিত মিশিবে ততই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে। আর যদি তাঁহাদের প্রকৃত সদগুণ না থাকিয়া কেবল দম্ভ ও অহমিকাই সার হয়, তবে তাঁহারা ঘৃণার পাত্র, লোকের ঘৃণা ভোগই তাঁহাদের প্রকৃত শাস্তি।

ঈশ্বরের কার্য্য অতি বিচিত্র।

মানব বিবেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তন্মধ্যে যেন দুইটী ইচ্ছা বিদ্যমান দেখি। দুইটী শক্তি যুগপৎ কার্য্য করিতেছে, একটী কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে, আর একটী বিচার করিতেছে সেই কার্য্যের জন্য তিরস্কার বা পুরস্কার বিধান করিতেছে। বিবেকের এই দ্বিঃ সম্পন্ন প্রকৃতি দেখিয়াই মনু বলিয়াছিলেন "একোহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে, নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্য পাপেক্ষিতা মুনিঃ" হে ভদ্র! তুমি যে মনে করিতেছ, তুমি একা আছ, এরূপ মনে করিওনা, অপর একজন মৌনী হইয়া তোমার হৃদয়ে থাকিয়া তোমার পাপ পুণ্য দর্শন করিতেছেন।" মানব-বিবেকের এই ভাব দেখিয়াই উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিয়াছেন; "এক বৃক্ষে দুই সুন্দর পক্ষী বাস করিতেছে, তাহার একজন ফল ভোগ করিতেছে, আর একজন অনাহার থাকিয়া দর্শন ও বিচার করিতেছে।"

যাহা হউক এই যে দুইটী ইচ্ছা আমাদের অন্তরে বিদ্যমান ইহাদের প্রকৃতি এরূপ যে একটী অপরটীকে নিজ অধীনে রাখিতে চায়, এবং অপরটীও অধীন হইলে সুখী হয় এবং সর্ব্বদাই এরূপ অনুভব করে যে অধীন থাকাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই দুইটী ইচ্ছার একটী মানবের ইচ্ছা ও একটী ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানবের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে যতদিন বিরোধ থাকে, যতদিন সত্য সংগ্রামের অবস্থা ততদিন মানব মনে শান্তি নাই ততদিন মানবের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যে পরিমাণে ইচ্ছার বিরোধ দূর হইতে থাকে সেই পরিমাণে মানবজীবনে ঐশী শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের শক্তি নিরন্তরই প্রত্যেকের হৃদয়ের দ্বারে বিদ্যমান, সকলকেই তাঁহার অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু এই বিরোধ বশতঃ তাঁহার শক্তি সম্পূর্ণ রূপে মানব অন্তরে কার্য্য করিতে পায় না। মানব আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত না করিলে তিনি মানব ইচ্ছাকে স্বীয় অভীষ্ট পথে প্রেরণ করিতে পারেন না, কিম্বা সে আত্মাতে নিজ শক্তি ও নিজ তেজ প্রকাশ করিতে পারেন না।

আমরা জগতে যাঁহাদিগকে সাধু, মহাজন প্রভৃতি নাম দিয়াছি, যাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতেছি; যাঁহাদিগের মুখ বিনিঃসৃত বচন পরম্পরা অবলম্বন করিয়া জীবনের গুরুতর কার্য্য সকল করিতেছি, তাঁহারা যে, জগতে এত আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের ইচ্ছা পবিত্র-স্বরূপের ইচ্ছার অধীন হইয়াছিল। বায়ুস্রোত ত নিরন্তর প্রবাহিত, কাণ্ডার তুলিয়া দিলেই যেমন, সেই বায়ু নৌকাকে চালিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি ও জীবন্ত ইচ্ছা নিরন্তর বিদ্যমান যে সেই ইচ্ছার স্রোতে নিজ হৃদয় মন পাতিয়া দেয়, সেইই তাহার ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।

বাস্তবিক ইচ্ছার সাম্য যদি একবার স্থাপিত হয়, তাহা

হইলে আর ধর্ম্ম সাধন কঠিন থাকে না। এরূপ আত্মা অতি স্বাভাবিক ভাবে বৰ্দ্ধিত হয়, স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করে, স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। কিন্তু ইচ্ছার সাম্য বিধান করাই দুষ্কর, তাহা সামান্য প্রেমের কর্ম্ম নয়, যে প্রেমে মানবকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত করে, যাহাতে সমস্ত হৃদয় মন তাঁহারি চরণে অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত করে, সেই প্রেম ভিন্ন এই আধ্যাত্মিক মিলন সম্ভব নয়, এই অধীনতাই মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা, মানবের মুক্তি। বিমল দাম্পত্য প্রণয় যেখানে আছে, সেখানে যেমন একজনের ইচ্ছা অপরের ইচ্ছার মধ্যে লয় পাইয়া যায়, অথচ কেহই স্বাধীনতা বা সুখ হইতে বঞ্চিত হয় না বরং পূর্ণ স্বাধীনতা ও পূর্ণ সুখের অধিকারী হয়, সেইরূপ যখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে এই মধুর, পবিত্র ও নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হয়, তখন মানবাত্মা নিজ প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে।

এই ইচ্ছার সাম্য স্থাপিত হইলেই আমরা দেখিতে পাই যে সত্য, প্রেম, ন্যায় পবিত্রতা প্রভৃতি সে অন্তরে যেন জীবন্ত ছবি ধারণ করে, অনলের ন্যায় জ্বলিতে থাকে, ধর্ম্ম আর তাঁহার নিকট মত বা তর্কের বিষয় থাকে না। লোকে যে সকল বিষয় লইয়া তর্ক করে, বিচার করে, সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য বাগ্‌বিতণ্ডা করে, সেই প্রেমিক বিশ্বাসীর চক্ষে তাহা উজ্জ্বল সত্যরূপে প্রতীত হইতে থাকে, এবং সেই সত্যভাবে তাঁহার জীবন অধিকৃত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ তখন সেই ব্যক্তির জীবনে আশ্চর্য্য বল ও আশ্চর্য্য উৎসাহের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দ্বারা যে কার্য্য সমাধা হইবে তিনি কখনও ভাবেন নাই; কিম্বা অপরে কখন কল্পনাও করে নাই, তাঁহার দ্বারা সেই সকল কার্য্য হইতে থাকে। তিনি যে কোথায় কাহার দ্বারা নীত হইতেছেন তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার যে কতদূর কার্য্যসাধনের শক্তি আছে, তাহাও অনুভব করিতে পারেন না। এক প্রবল স্রোত তাঁহাকে প্রবাহিত করিয়া ঈশ্বরের অভীষ্ট পথে লইয়া যায়।

এই সময়ে আমরা মানুষের বিচার ও ঈশ্বরের কার্য্য এই উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষ্য করিতে থাকি। মানুষ যখন কোন কার্য্য করিবার অভিপ্রায় করে তখন কিসের দিকে দেখে? কাহার বিদ্যা কত, কাহার বুদ্ধি কত, কাহার ধন কত, ধনী মানী সম্ভ্রান্ত লোক কত জন জুটিল, এই সকল বিচার করিতে থাকে। বিষয়ী লোকে মনে করে, পৃথিবীর ধনী মানী সম্ভ্রান্তদিগের চরণাশ্রয় ভিন্ন দুষ্কর কার্য্যে পার হওয়া যাইবে না। কিন্তু ঈশ্বর সেই সকল ভ্রান্ত লোকের ভ্রম চূর্ণ করিয়া নিজ লীলা প্রকাশ করিতে থাকেন। মানুষ অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া যে সকল আয়োজন করিয়াছিল, ঈশ্বর সে সকল ফেলিয়া রাখিলেন, সে সকল মাল মসলা নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিলেন না, কিন্তু দুঃখীদের, সামান্য লোকদের, পাপীদের ভিতর হইতে নিজ কার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। ধনীকে বাম হস্তে ঠেলিয়া ফেলিয়া দরিদ্রের সন্তানের হস্ত ধারণ করিয়া আনিলেন এবং নিজ কার্য্যে ব্রতী করিলেন। এক ব্যক্তি ২৫ বৎসর ব্রাহ্মসমাজে আছেন, তিনি একজন দলপতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজে মনে মনে বিবেচনা করেন যে তাঁহার ও তাঁহার মত লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা, ধন, মান প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য হইবে; ভক্তির পথ তিনিই দেখাইবেন, সমাজের বড় বড় কার্য্য সকল তিনিই সুসম্পন্ন করিবেন। তিনি বসিয়া মনে মনে আত্মাভিমানে এইরূপ স্ফীত হইতেছেন দেখিয়া, ঈশ্বর তাঁহাকে বামপদে ঠেলিয়া একজন ষোড়শ বর্ষীয় বালককে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহার মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিলেন। ঈশ্বর নিরন্তর এইরূপে এ জগতে কার্য্য করিতেছেন; এইরূপে প্রতিদিন, দাম্ভিক আত্মাভিমানী ব্যক্তিদিগের দর্প চূর্ণ করিতেছেন; প্রতিদিন স্থূলদর্শী বিষয়ী লোকদিগের মূর্খতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। মানুষ যখন যুদ্ধ যাত্রা করিবে মনে করে, তখন কতদিন হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে, সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করে, বন্দুক কামান, গোলা গুলি প্রভৃতি নরহত্যার উপকরণ সামগ্রী সকল সঞ্চয় করিতে থাকে, কিন্তু ঈশ্বর যখন মানব প্রাণে নিজরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন পথের একগাছি তৃণ কুড়াইয়া লইয়া যাত্রা করেন; অথচ সেই তৃণের আঘাতে হিমগিরি কম্পিত হয়, এবং সসাগরা পৃথিবী কাঁপিতে থাকে। মোহান্ধ জগৎ নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, "তৃণের কি এত বল?" "তৃণের কি এত বল?" ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাস বলিবে যে ঈশ্বর দরিদ্রের সন্তান, অজ্ঞ, সামান্য লোক ধরিয়াই বড় বড় কার্য্য সাধন করিয়া লইয়াছেন। এ ব্যবস্থা মূর্খ বিষয়ী লোক দিগের ব্যবস্থা নয়, ইহা ভগবনের ব্যবস্থা। ঈশ্বর যে মানবকে নিজ ভৃত্য ও পুত্র বলিয়া বরণ করেন, তাহা কোন গুণ দেখিয়া? তিনি ধন বা পদসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। যে তাঁহাকে হৃদয় দেয়, যে একান্ত অন্তরে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হয়, তাহাকে তিনি আরও ধরিয়া বসেন। একটু দিলে তিনি আর একটু গ্রাস করেন অবশেষে বলেন "আমি তোমার দ্বারা আমার একটা কাজ করিয়া লইব, তুমি আমার ইচ্ছানুসারে চল।" ঈশ্বরের সাধক ভৃত্য এইরূপে তাঁহার ইচ্ছার দ্বারা অধিকৃত হইয়া কৃতার্থ হইয়া যান। পরমেশ্বর করুন, আমরা যেন বিশ্বাস চক্ষে তাঁহার এই বিচিত্র লীলা দর্শন করিতে সমর্থ হই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসনালয়ে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

যদি কোন যন্ত্রকার এমন একটী অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, যাহা অগ্নির উত্তাপ লাগিলেই বাজিয়া উঠিবে, তাহা হইতে বিবিধ সুস্বর বিনির্গত হইবে, তাহা হইলে কিরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার হয়! আমরা সকলেই কত

আশ্চর্য্যান্বিত হই এবং সেই যন্ত্রকারের কত সাধুবাদ করি। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য যন্ত্রের কার্য্য কি প্রতিদিন আমাদের চক্ষের উপরে দেখিতে পাইতেছি না? প্রতিদিন প্রভাত কালে গাত্রোত্থান করিয়া আমরা যে ব্যাপার সন্দর্শন করি, তাহা কি ইহার অপেক্ষা বিস্ময়জনক নয়? আমরা দেখিতে পাই যে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণজাল জগতের নিদ্রিত মুখে অবতরণ না করিতে করিতে সেখানে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিতে থাকে। মেদিনী সুপ্তোত্থিত মানব কুলের কোলাহলে, প্রবাহিত পবনের শব্দে, ও বিহঙ্গগণের সঙ্গীত ধ্বনিতে নিনাদিত হইতে থাকে। সূর্য্য কিরণের ন্যায় সঙ্গীত সঞ্চারিণী শক্তি কোন দ্রব্যের আছে। বিশ্বশিল্পী সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা তাঁহার এই জগৎ যন্ত্রকে প্রতিদিন বাজাইতেছেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য প্রণালীতে যন্ত্র বাজিতেছে। মানব চক্ষের একটী দৃষ্টিতে হৃদয় যন্ত্র কিরূপ বাজিয়া থাকে, তাহা কি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? ইহা প্রেমের একটী গূঢ় রহস্য। প্রেমিকের দৃষ্টি পড়িবামাত্র প্রণয়ীর হৃদয় যন্ত্র মোহন স্বরে বাজিতে থাকে। সে প্রাণের ভাব ও প্রবৃত্তি সকল সজাগ হইয়া সকলে মিলিয়া এক সুধাময় সঙ্গীত বাজাইতে থাকে। এই সঙ্গীত সুধাহ্রদে মগ্ন হইয়া প্রেমিক জন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান; এবং নিজ প্রাণের সঙ্গীত নিজেই শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতে থাকেন। প্রেমের এমনি মহিমা, একটী দৃষ্টির এমনি শক্তি!

কিন্তু ইহা অপেক্ষা ও আরও একে আশ্চর্য্য প্রণালী আছে। ঈশ্বর স্বয়ং মানবের প্রাণ বীণা লইয়া বাজাইয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি দিবার অপেক্ষা থাকে না, তাঁহার দৃষ্টির সহস্র ভাগের একভাগ পড়িবামাত্র ভক্তের হৃদয় যন্ত্র বাজিতে থাকে। তাঁহার সহিত মিলন হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার আবির্ভাবের আভাস মাত্রে হৃদয় মন নবভাবে ও নব সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া পড়ে, আমরা কতদিন এরূপ অনুভব করিয়াছি। দুই মাস যায়, পাঁচমাস যায়, দশ মাস যায়, মনটা ক্রমেই শুকাইয়া যাইতেছে, ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়িতেছে, এমন কি আর উপাসনাস্থলেও যাইতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় এইত কতদিন বৃথা গিয়া ফিরিয়া আসিতেছি; আর নিত্য নিত্য গতায়াত করিয়া ফল কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এক দিন উপাসনাস্থলে আসিলাম। আসিয়া দেখি উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে সঙ্গীত চলিতেছে। কিন্তু সেদিন একটা কি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে যে প্রবেশ মাত্র যেন একটা কি উত্তাপ আত্মাতে লাগিল। কে যেন হঠাৎ আত্মার ও দিকের একটী দ্বার, যাহা অনেক দিন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, খুলিয়া দিল। আমার আভাস মাত্র বোধ হইল যেন কে আমার দিকে চাহিলেন, দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে স্পষ্ট পরিষ্কাররূপে মিলন হইল না, কিন্তু দৃষ্টির আভাস মাত্র পড়িল। তাঁহাকে যে আমার প্রাণে আসিতে দেখিলাম তাহা নহে। কিন্তু এইরূপ যেন বোধ হইল যে তাঁহার সত্তামণ্ডলের শেষ ভাগের শেষভাগ আমার আত্মাতে ঠেকিল। অমনি আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। অমনি যেন হৃদয় সাগর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমি যেরূপ আসিয়াছিলাম আর সেরূপ থাকিলাম না। আমার হৃদয় যন্ত্র হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। দেখি ঈশ্বর স্বয়ং আমার প্রাণটী কোলে টানিয়া লইয়া বাজাইতেছেন। এইরূপ যাঁহার হৃদয় যন্ত্র ঈশ্বরের হস্ত সংস্পর্শে বাজে নাই, তিনি ধর্ম্মের প্রধান সুখ এখনও বিদিত নহেন।

চরিত রহস্য।

বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার পুরস্কার।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন নগরে একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একটী হতভাগিনী রমণী একাকিনী নিজ শয়ন গৃহে বসিয়া সন্তানগণের ছিন্ন বস্ত্র যোড়া দিতেছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায় তখন ও তাঁহার গৃহ কার্য্য সমাধা করা হয় নাই। তাঁহার পার্শ্বে সন্তানগুলি নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। এই হতভাগিনী অদ্য রাত্রে যেরূপ জাগরণ করিতেছেন, সেইরূপ বিংশতি বৎসরের ও অধিক কাল প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বিবাহ অবধি একদিন ও সুখে যায় নাই। তাঁহার পতি কায়িক শ্রম দ্বারা সামান্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু ক্রমে কুসঙ্গীগণের কুদৃষ্টান্তে পানাসক্ত হইয়া প্রতিদিন কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় শুঁড়িকালয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পান ভোজন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত। তাহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ এই রূপে অপব্যয় হইত এবং তাহার পত্নী ও সন্তানগণকে প্রাণধারণের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। সেদিন রাত্রে সেই নারী তাঁহার চিরাগত প্রথানুসারে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঐ রমণী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, পরমেশ্বর দুঃখীর দুঃখ হরণ করেন, তাঁহার দ্বারে যে প্রার্থনা করে শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক তাহার প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিয়া থাকেন, এই সত্যে তাঁহার সুদৃঢ় আস্থা ছিল। তদনুসারে এই বিংশতি বৎসরকাল তিনি প্রত্যহ পতির জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিলেন। এক দিনের জন্যও নিরাশ হন নাই। অদ্য রাত্রি ক্রমে অধিক হইয়া আসিল। সূচী কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার দেহ মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আর বসিতে পারেন না। তখনও স্বামীর দেখা নাই, আর কতই বা অপেক্ষা করিবেন। অবশেষে শয়নার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শয়নের পূর্ব্বে তিনি যখন পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে পুনরায় নিজ পতির বিষয় জানাইলেন, তখন সেই পতিপরায়ণা, সাধুশীলা, হতভাগিনীর গণ্ডদেশে শোকাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রার্থনান্তে শয্যায় যাইবার ইচ্ছা না হইয়া হৃদয়ে আর এক ভাবের উদয় হইল। তিনি আর গৃহে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, কে যেন তাঁহাকে পতির উদ্দেশে যাইবার জন্য প্রেরণ করিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই গভীর

রাত্রে পতির উদ্দেশে শুণ্ডিকালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন তাঁহার পতি অপর কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে সুরাপান ও আমোদ প্রমোদে রত আছে; এবং ঐ শুণ্ডিকের পত্নী তাহাদিগকে মদ যোগাইতেছে। তাঁহার পতি তাঁহাকে শুণ্ডিকালয়ে আসিতে দেখিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং জঘন্য ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিল। শুণ্ডিকের পত্নী তাঁহাকে বলিল একটু অপেক্ষা কর, তোমার পতি তোমার সঙ্গেই যাইবেন। তিনি "বলিলেন "দেখ বোন্ আর কত অপেক্ষা করিব? সাত বৎসরকাল কি অপেক্ষা করিবার পক্ষে নয়? শুণ্ডিকপত্নী বলিল সাত বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকত আর সাত বৎসর অপেক্ষা কর। তিনি বলিলেন চৌদ্দ বৎসর কি বল, আমি কুশ বৎসর অপেক্ষা করিতেছি। ইহা বলিয়া ঐ ধর্ম্মপরায়ণা নারী জ্বলন্ত বিশ্বাসের সহিত বলিলেন "দেখ বোন্ ঈশ্বর যদি সত্য হন তিনি আমার প্রার্থনা শুনিবেনই শুনিবেন। ত্বরায় এমন দিন আসিবে যখন আমার স্বামী তোমার দোকানের দ্বার দিয়া যাইবেন কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশের প্রবৃত্তি আর থাকিবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি শুণ্ডিকালয় হইতে বাহির হইলেন; পতিকে আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাহাকে কে যেন প্রেরণ করিল কে যেন সুস্থির থাকিতে দিল না। সে ব্যক্তি পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। আর মুখে ক্রোধের চিহ্ন নাই যেন সে ভীরু কাপুরুষ পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর ন্যায় নিজ ভবনে গমন করিল। পর রবিবার আর তাহাকে আমোদ প্রমোদের স্থলে দেখা গেল না। সে পত্নীর সঙ্গে ভজনালয়ে গমন করিল। ঘটনার কি যোগ! সেদিন আচার্য্য যে উপদেশ দিলেন তাহা যেন তাহারই জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেই উপদেশ বাণসম তাহার প্রাণকে বিদ্ধ করিল। তাহার প্রাণে এত যাতনা হইল যে কয়েক দিন কেবল যন্ত্রণায় ছট ফট করিয়া কাটাইল। অবশেষে তৎপরবর্ত্তী রবিবার নিজ পাপ স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষার প্রার্থী হইল। তদবধি ঐ ব্যক্তির জীবন স্রোত ফিরিয়া গেল। সে ব্যক্তি ভজনালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিজ সন্তানদিগকে ডাকিয়া বলিল বৎসগণ! আজ আমার সঙ্গে পরমেশ্বরকে ধন্য বাদ কর। তোমাদের ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতার সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের কি পুরস্কার তিনি দিতেছেন, তাহা দেখ, এই বলিয়া সপরিবারে প্রার্থনা আরম্ভ করিল।

অনুতাপ।

ডেনমার্ক দেশের রাজধানী কোপেন হেগেন নগরে এক জন বণিক বাস করেন। এখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতা ভগিনীগণের মধ্যে বিভাগ হয়, তখন তিনি একটী দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার একখানি উৎকৃষ্ট কুঠারি ছিল। সেই কুঠার খানি এই বণিক পুত্র অতিশয় ভাল বাসিতেন। যখন পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের দিন উপস্থিত হইল তখন তিনি ভাবিলেন, পাছে ঐ কুঠারখানি হস্তান্তর হইয়া যায়। এই ভাবিয়া তিনি কুঠারখানি চুরী করিলেন; কেহই জানিতে পারিল না, তৎপরে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ হইয়া গেল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইল। দেশ মধ্যে তাঁহার মান সম্ভ্রম হইল। এতকাল তিনি ধর্ম্মের বিষয় কখনও মনোনিবেশ করেন নাই। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহিত হইলেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেন। একদিন তাঁহার জামাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন যে বৃদ্ধ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন! কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে সেই কুঠারখানি এত দিনের পর তাঁহার প্রাণকে তপ্ত শলাকার ন্যায় যাতনা দিতেছে। তাঁহার প্রধান দুঃখ এই যে সেই কুঠারখানি নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার জ্ঞাতিদিগকে ফিরাইয়া দিবার উপায় নাই। তাঁহার জামাতা তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। যে ব্যক্তির হৃদয়ে এতদিনের একটী পাপ স্মরণ করিয়া এত যাতনা হয়, সে হৃদয় যে কতদূর সৎ তাহা বলা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীহট্ট সমাজের সম্পাদক বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, 'শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু গঙ্গাদাস সেন মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৮৩) ২১এ মে তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জোয়ানসাই পরগণার অধীন অষ্টগ্রাম নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি এখানকার পুলীশ আফিসের হেড ক্লার্ক ছিলেন, এবং উক্ত কর্ম্ম হইতে প্রমোশন পাইয়া গত এপ্রিল মাসে গোয়ালপাড়া পুলীশ ইন্স্পেক্টর হইয়া গিয়াছিলেন। তথায় যাইয়া তাঁহার জ্বর হয়, সেই জ্বরের উপযুক্ত রূপ চিকিৎসা করাইবার জন্য তিনি গোয়ালপাড়া হইতে ধুবড়ী আগমন করেন এবং এই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীহট্টের সকল সম্প্রদায়ের লোকই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদাস বাবুর পর লোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করিবার জন্য ২৫ এ মে সন্ধ্যাকালে সমাজ গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে লোকে গৃহটী পূর্ণ হইয়াছিল। গঙ্গাদাস বাবুর বিশেষ বন্ধু বাবু তারিণীচরণ মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সংক্ষেপে গঙ্গাদাস বাবুর জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বেদী হইতে অবতরণ করিলে নগেন্দ্র বাবু (তিনি তখন এখানে ছিলেন) একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনার সময় অনেকে না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে দিন সমাজ গৃহ অতি গম্ভীর এবং পবিত্র দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল, শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম সমাজের ২৩ বৎসর মধ্যে এমন গম্ভীর দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। গঙ্গাদাস বাবুর অনেক গুণ ছিল। তিনি অতি বিনয়ী এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং পরোপকার

করিতে পারিলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা অসাধারণ ছিল। তিনি মিষ্টভাষী এবং অতি নিরীহ ছিলেন। তিনি বড় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। এবং তাঁহার ঈশ্বরেতে বিশ্বাস অতি উজ্জ্বল এবং নির্ভর অতি গাঢ় ছিল। যদিও তিনি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি অতি মিষ্টভাষী ছিলেন এবং লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার অতি কোমল ছিল। তিনি লোকের বড় প্রীতিভাজন ছিলেন। এইরূপ নানা গুণে অলঙ্কৃত গঙ্গাদাস বাবুকে হারাইয়া যে শ্রীহট্টে তাঁহার বন্ধু বান্ধব এবং পরিচিত লোকেরা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? গঙ্গাদাস বাবুর মৃত্যুতে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এখানে তাঁহার আত্মদীনতার সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। সাধারণতঃ সমাজে দীর্ঘ উপাসনা হইলে লোকে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। কিন্তু তিনি তাহা হইতেন না। তিনি আচার্য্যের উপর দোষ না চাপাইয়া বরং ইহাই ভাবিয়া দুঃখিত হইতেন যে, ইনি এতক্ষণ ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতেছেন, আর আমি দুর্ভাগা পারিতেছি না। আমার মন ছট ফট্ করিতেছে। সাধারণতঃ লোকে যেরূপ পরনিন্দায় আহ্লাদিত হয়—ইহাঁকে সেরূপ দেখা যাইত না। ইনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন মনের অনেক কথা সরলভাবে আমাকে বলিতেন। তাহার একটী উপরে লিখিয়া দিলাম। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার জীবন কি দরের ছিল। এক্ষণ ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তি বিধান করুন এই প্রার্থনা।

উক্ত বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীহট্টের কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রচারার্থ গত মে মাসে এখানে আসিয়াছিলেন, প্রায় এক মাস কাল এখানে অবস্থিতি করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেক গুলি সারবান, জ্ঞানগর্ভ প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎ শ্রবণে এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃ সে সময়ের জন্যও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা, আন্দোলন ইত্যাদি হইয়াছিল। তিনি কয়েক দিন সামাজিক উপাসনা করিয়াছিলেন এবং ছাত্র সমাজের উপাসনা এবং তাহাদের লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা ইত্যাদি করিতেন। নগেন্দ্রবাবুর উপাসনা, উপদেশ আলোচনা ইত্যাদিতে আমরা উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা না করিলেও চলিতে পারে। কেন না, তিনি এক জন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা এবং গ্রন্থকার। তবে এখানে এই মাত্র বলিতে চাই যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হইয়াও "নির্জ্জলা উপাসনা" প্রচার করেন না। তিনি ধর্ম্মকে উপাসনা হইতে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিয়া কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি জ্ঞান চর্চ্চা, কি দেশ ভ্রমণ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের অধিকার স্থাপন করিয়া থাকেন। যাহা কিছু মানব জীবনের কর্ত্তব্য সমস্তই ধর্ম্ম, এবং তিনি এই ভাবেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম শব্দ আকাশের ন্যায় বিস্তৃত। এতৎসহ তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ, বক্তৃতাদির সারাংশ পাঠাইতেছি তত্ত্বকৌমুদীতে মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন। নগেন্দ্রবাবু যদি মাঝে মাঝে এতদঞ্চলে প্রচার করিতে আগমন করেন তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।

৩১ বৈশাখ—শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে, দুইবেলা উপাসনা। প্রাতঃকালের উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, মনুষ্য যত দিন পর্য্যন্ত না আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সে কখনই তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে লেখা আছে, "অহঙ্কারীর প্রবেশ নিষেধ" আপনাকে তৃণতুল্য হীন মনে না করিতে পারিলে, মানুষ কখনই ধর্ম্মসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আমাদের অনন্তের সহিত যোগ। অনন্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই বুঝিতে পারি, আমি অতি ক্ষুদ্র। যে কারণ আমাদের মহত্ত্ব, সেই কারণেই আমাদের ক্ষুদ্রত্ব ইত্যাদি।

২রা জ্যৈষ্ঠ—শ্রীহট্ট ছাত্র-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব। সমাজমন্দিরে প্রাতঃকালে উপাসনা। উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের নিয়ম ও গূঢ়তত্ত্ব সকল অবগত হওয়াই বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভিতরে ও বাহিরে যে ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, ইহার সৃষ্টি স্থিতি যাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, সমুদায় বিদ্যা তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করে। গ্রন্থ যেরূপ গ্রন্থকারের পরিচয় দেয়, এই অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড গ্রন্থ সেই রূপ ইহার রচয়িতার পরিচয় প্রদান করে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিলাম, অথচ মনে মনে গ্রন্থকারের প্রশংসা করিলাম না, সে যে প্রকার, এই সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছি, অথচ ইহার প্রণেতাকে স্মরণ হইতেছে না, তাহাও সেই প্রকার। "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই"।

উক্ত দিবস গিরিশ বিদ্যালয়ে "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই, শিক্ষা প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত বুদ্ধি; হৃদয়; ইচ্ছা; ও বিবেক। মানব প্রকৃতির এই চারি প্রধান বিভাগ অনুসারে চারি প্রকার শিক্ষা (১) বুদ্ধিগত শিক্ষা অধীত পুস্তকের সংখ্যা অনুসারে হয় না; বুদ্ধি শক্তির বিকাশের পরিমাণ অনুসারে হইয়া থাকে। অনেক পুস্তক পড়িলেই যে, প্রকৃত চিন্তাশীলতা জন্মে এরূপ নহে। সংসারে অনেক পুস্তকবাহী দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের জ্ঞানের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। (২) বর্ত্তমান সময়ে হৃদয়ের শিক্ষা উপেক্ষিত হইতেছে। বুদ্ধিমান লোক অপেক্ষা হৃদয়বান লোক শ্রেষ্ঠ। প্রধান প্রধান লোক হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। সয়তানের তুল্য বুদ্ধিমান কে? কিন্তু তাহা বলিয়াই সয়তানের সংসর্গ প্রার্থনীয় নহে। এই দুঃখময় সংসারে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মরুভূমিতে বৃক্ষচ্ছায়ার তুল্য। (৩) মনুষ্য মনের কোম-

নতা ও কঠিনতা উভয়ই আবশ্যক। বজ্র ও পুষ্প উভয়কে একত্রে বাঁধা চাই। মানসিক বল ভিন্ন চরিত্র সংগঠিত হয় না। (৪) বিবেক সংসার পথের নেতা। বিবেকের নির্ম্মলতা ব্যতীত আর সকলই বৃথা। বিবেকের বাক্য পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ। বিবেক হইতে ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। প্রাণগত যত্নে বিবেকের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে।

৩ রা জ্যৈষ্ঠ—ছাত্রসমাজের সঙ্গত। ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ—সমাজ গৃহে সঙ্গত। ৫ ই জ্যৈষ্ঠ—সমাজগৃহে ছাত্রদিগের সহিত আলোচনা। ৬ই জ্যৈষ্ঠ—গিরীশ বিদ্যালয়ে 'শিখ সম্প্রদায়" বিষয়ে বক্তৃতা। ৭ই জ্যৈষ্ঠ—প্রাতঃকালে সমাজগৃহে উপাসনা ও সংসার অনিত্য পরমেশ্বরই সত্য এই বিষয়ে উপদেশ। উক্ত দিবস সায়াহ্নে উপাসনা। "পাপ প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মধ্যে বিরোধ" বিষয়ে উপদেশ। ১০ই জ্যৈষ্ঠ—সমাজ গৃহে সঙ্গত সভা। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ—সায়াহ্নে সমাজ মন্দিরে উপাসনা। "ঈশ্বর নিকটে অথচ দূরে" এই বিষয়ে উপদেশ। দরিদ্রের কুটীরে তাহার অজ্ঞাতসারে অমূল্য রত্ন প্রোথিত থাকিলে যেমন হয়, আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে পরমেশ্বর সেইরূপ ভাবে রহিয়াছেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। গিরীশ বিদ্যালয়ে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড আশ্চর্য্য কৌশলে পরিপূর্ণ। ইহা কখন জড় পরমাণুর কার্য্য হইতে পারে না। যদি এমন অদ্ভুত দূরবগাহ্য কৌশল সকল পরমাণু সংযোগ বিয়োগ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে যে বুদ্ধি আছে তাহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার স্বজাতীয় মনুষ্যের মন ও বুদ্ধির পরিচয় তাহার কার্য্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে প্রকার জ্ঞানের চিহ্ন পাওয়া যায়, মনুষ্যের মধ্যে তাহার তুলনায় কিছুই পাওয়া যায় না। যদি প্রকৃতির কারণ কোন জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে আমার স্বজাতীয় অপর মনুষ্যের যে জ্ঞান আছে, ইহার সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ। সমাজ মন্দিরে সঙ্গত। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ। নারী জাতির অধিকার সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ২০এ জ্যৈষ্ঠ। ছাত্র সমাজের উপাসনা এবং উপাসনার জন্য কি রূপে মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা। ২১এ জ্যৈষ্ঠ। সমাজমন্দিরে উপাসনা। "প্রেম ও ভক্তির উপযুক্ত বিষয় কি" এই বিষয়ে উপদেশ। ২৩এ জ্যৈষ্ঠ। প্রার্থনার যুক্তিসিদ্ধতা বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ২৪এ জ্যৈষ্ঠ। নারীজাতির অধিকার বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় তর্ক বিতর্ক। ২৮এ জ্যৈষ্ঠ। প্রাতে সমাজগৃহে উপাসনা। সায়াহ্নে উপাসনা এবং পরমেশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে উপদেশ। ৩০এ জ্যৈষ্ঠ। সময়ের সহিত সমাজ সংস্কারের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, আমাদের কর্ত্তব্য দুই প্রকার। জাতিগত ও ব্যক্তিগত। জাতীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে জাতীয় মনকে তজ্জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। যখনই প্রস্তুত হইবে, তখনই উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু ব্যক্তিতে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আমরা সময়ের প্রতীক্ষা করিব না। সময় আসে নাই বলিয়া সমাজ সংস্কার হইতে নিবৃত্ত হইব না। উপনিবেশ সংস্থাপন বা জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি জাতীয় কর্ত্তব্য। জাতিভেদ ত্যাগ করা, বালবিধবার বিবাহ দেওয়া, কন্যা পুত্রের শিক্ষা দেওয়া, বাল্য বিবাহ রহিত করিতে চেষ্টা করা, স্ত্রী জাতীকে বন্ধনমুক্ত করা প্রভৃতি ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। যিশুখ্রীষ্ট, সেন্টপল লুথার, নানক, রামমোহন রায় প্রভৃতি লোকে সময়ের কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সকলেরই বড় লোক হইবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকাণ্ড জগতে ঐ বালুকাকণা এবং ঐ জলবিন্দুরও কাজ করিবার আছে। তোমার আমার কি কাজ নাই? কষ্ট হউক, বিষাদ হউক; আপনার কাজ কর। ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে।

বরিশাল হইতে বাবু কালীমোহন দাস লিখিয়াছেন। গত ১৫ই ভাদ্র রবিবার বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে বিক্রমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগদান করিয়াছেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে ইনি নব বলে বলীয়ান হইয়া, তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে অনন্ত কাল শান্তিভোগ করিতে পারেন।

নলছিটিতে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর এই নব সমাজকে স্থায়ী করিয়া তথাকার মঙ্গল বিধান করুন।

কাকিনীয়া হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে যে স্থানে আমাদের প্রচারকগণ গমন করেন, সেখানকার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ তাহাদের কার্য্যবিবরণ প্রেরণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

"মহাশয়! বিগত ৩০এ শ্রাবণ মঙ্গলবার শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় রংপুর হইতে কাকিনীয়ায় আগমন করেন। ঐ দিবস রজনীতে অত্রত্য ভূম্যধিকারী ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হইয়া একটী বক্তৃতা হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। আচার্য্যের কার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় সম্পন্ন করেন এবং তিনি ও কুমার মহোদয় উভয়েই বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

৩২ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে সমাজ গৃহে ঐরূপ উপাসনা ও বক্তৃতা হয় এবং অপরাহ্নে প্রকাশ্য কাছারির আঙ্গিনায় সামিয়ানার নীচে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজ গৃহে উপস্থিত হন। তৎপর "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি"! এই বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন! আমাদের আর্য্য ঋষিগণ যে একমাত্র নিরাকার পর ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না, ইত্যাদি বিষয় সর্ব্ব সাধারণকে শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা উত্তম রূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অবশেষে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। এ দিবসও উপাচার্য্য মহাশয় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন

১লা ভাদ্র অতি প্রত্যূষে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া অলন্ত উৎসাহের সহিত প্রায় এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত নগর সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। এই সংকীর্ত্তনে অনেক হিন্দু ভ্রাতাও যোগদান করিয়াছিলেন। এই দিবস অপরাহ্নে কাচারির আঙ্গিনায় পুনরায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ সহ বিদ্যারত্ন মহাশয় সমবেত হইয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া "সাকার উপাসনা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন কুমার মহিমারঞ্জন সাকার উপাসনার প্রতিকূলে অনেক যুক্তিগর্ভ কথা দ্বারা একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

পর দিবস ২রা ভাদ্র শনিবার অতি প্রত্যূষে নিয়োতার ধারেঁ হাওয়া খানার বারেন্দায় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা ও বক্তৃ[illegible] করেন। তৎপর কুমার মহোদয় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকা হইতে রজনী ৯ ঘটীকা পর্য্যন্ত জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত অনেক ধর্ম্মালোচনা করেন।

৩রা ভাদ্র রবিবার সমস্ত দিবস ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করা হয়। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা ঐ দিবস কোন প্রকার বৈষয়িক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। অতি প্রত্যুষ কাল হইতে দিবা ১১ ঘটীকা ও অপরাহ্ন ১ ঘটীকা হইতে রজনী ১১ ঘটীকা পর্য্যন্ত সমাজ গৃহে কেবল উপাসনা বক্তৃতা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। বগুড়া নিবাসী অত্রত্য ভূমাধিকারী মহাশয়ের অনেক কর্ম্মচারী বাবু মাধবলাল রায় একটী সুললিত বক্তৃ[illegible] প্রদান করেন; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য আমাদের কি করা কর্ত্তব্য বক্তা তাঁহার বক্তৃতায় তাহা সকলকে জলন্ত ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এ সময়ে কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজে কোন উৎসব উপস্থিত ছিলনা। প্রচারক মহাশয় কেবল ধর্ম্ম প্রচার জন্য এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন; তাঁহার আগমনে কাকিনিয়াস্থ ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে ধর্ম্ম ভাব দ্বিগুণ রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই স্থানে ইহাও বক্তব্য যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি কুমার মহিমারঞ্জনের আন্তরিক টান দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। ধনগর্ব্বিত যুবক জমিদারগণ মধ্যে অতি অল্প লোকই নিষ্ফল আড়ম্বর, শূন্য আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের জন্য এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে বাবু রাধিকানাথ [illegible] তাঁহার সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে প্রত্যেকের হৃদয় মোহিত করিয়াছিলেন। সোমবার প্রচারক মহাশয় সৈদপুর গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মহাশয়!

তত্ত্বকৌমুদীর স্তম্ভে নাটকাভিনয়ের দোষ গুণ বিচারারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। যে ভাবে এই প্রস্তাবের অবতারণা হয়, তাহা আমার রুচি বিরুদ্ধ; যে ভাবে প্রথম পত্রের সমালোচনা হইতেছে, তাহাও আমার নিকট সুবিবেচনা সঙ্গত বোধ হয় না। তত্ত্বকৌমুদীর ন্যায় পত্রে এইরূপ সমালোচনা ও প্রতি সমালোচনা পরিত্যাগ করিলেই ভাল হইত। এবিষয়ে আপনাকে একটু অনুযোগ না করিয়া পারিতেছি না। আপনি প্রথম পত্রের কোন কোন স্থান, পরিত্যাগ না করিয়া অবিকল পত্রখানি মুদ্রিত করাতে সম্পাদকীয় সাবধানতা রক্ষা করেন নাই। পরবর্ত্তী একখানি পত্রেরও কোন কোন স্থান পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। প্রথম পত্র সম্বন্ধে আপনার নিজ মন্তব্য স্থানে স্থানে অসঙ্গতরূপ তীব্র হইয়াছে। বঙ্গমহিলা সমাজের জনৈক সভ্য তাঁহার পত্রে যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কেবল জনৈক ভৃত্যের কেন আপনারও লজ্জিত হওয়া উচিত কেননা আপনি স্বয়ং ততদূর শিষ্টতা দেখাইতে পারেন নাই। আপনার সাবধানতার অভাবে কিঞ্চিৎ তীব্র ভাবে চলিতেছে।

আলোচ্য বিষয়টী অতি গুরুতর, সুতরাং যখন আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক; কিন্তু অগ্রেই বলিয়া রাখি "জনৈক ভৃত্যের" ভাষা যদিও আমি অনুমোদন করি না, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

নাটকাভিনয়ের গুণও আছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। ভাল নাটক অভিনীত হইলে দর্শকবৃন্দের উপকার হইতে পারে, তাহাও বুঝি। পাপের প্রতি ঘৃণা, ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, সাধুতায় অনুরাগ জন্মিতে পারে, স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যে কারণেই হউক, এমন দর্শক জগতে অতি অল্প যাহারা নাটকাভিনয় দেখিয়া পুণ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন; যে স্থলে একজন সৎপথে সমুন্নত হইয়াছেন, তথায় দশজন নরকের পথে দ্রুত পদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় শুভ অপেক্ষা নাটকাভিনয়ে অশুভ ফল অধিক হইয়াছে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। এমন অভিনেতৃ অতি অল্প, যাহারা পাপের প্রতি ঘৃণা, পুণ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে সমর্থ। সেরূপ ক্ষমতার অভিনেতৃ জগতে অতি দুর্লভ। এমন অভিনেতৃর সংখ্যাই অধিক যাহারা ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন করিতে পটু। সুতরাং যে সকল দর্শক শুভ ফল লাভের প্রত্যাশায় গমন করেন, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে অশুভ পথে অনুসরণ করিয়া থাকেন। নাটকাভিনয় দ্বারা শুভ ফল উৎপন্ন করা যখন কৃতকর্ম্মা অভিনেতৃগণের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠেনা, তখন সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ সে দুরূহ ব্রত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা সম্ভব নহে।

ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বিবেচ্য বিষয় আছে, দর্শকবৃন্দের ক্ষতি বৃদ্ধি যাহাই হউক, অভিনেতৃগণের ক্ষতি বিলক্ষণ হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধুতার অংশ অভিনয় করেন, তাহাদিগের ক্ষতি অধিক না হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা অসাধুতার অংশ অভিনয় করেন, তাহাদিগের ক্ষতি যথেষ্ট

হয়। মাতালের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কেহ মাতাল না হউক, কৃত্রিম ভাঁড়ামি করিয়া কেহ সম্পূর্ণ অধঃপাতে না যাউক, কিন্তু বাচাল হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের অভিনয় করে; সে বিষয়ে অকৃত্রিমতা যত অধিক দেখাইতে পারে, তাহার অভিনয় তত মনোহর হইয়া থাকে। অসাধুতার অকৃত্রিম ভাব প্রদর্শন করা অপেক্ষাকৃত সহজ; সুতরাং অসাধুতার অভিনয় যত মনোহর হইয়া থাকে, সাধুতার অভিনয় তেমন মনোহর হয় না; কেননা কৃত্রিম সাধুতা পরিগ্রহ করিয়া তাহার অকৃত্রিমতা প্রদর্শন অসম্ভব। সাধুতার অভিনয় চলে না। লোকের মন মুগ্ধ করিব, এই চেষ্টা করিয়া কেহ সাধু হইতে পারেনা। যে কারণে ধর্ম্মের অভিনয় দূষনীয়, সাধুতার অভিনয়ও সেই কারণে দূষনীয়। আপনি সাধু হইব, অভিনয়ের চেষ্টায় এই ইচ্ছা প্রবল থাকেনা, অন্যের নিকট সাধুতার দেবমূর্ত্তি প্রদর্শন করিব, ইহাই অভিনয়ের মূল ইচ্ছা। এইরূপ ইচ্ছা সাধুতা বা ধর্ম্মের পোষক নহে। সুতরাং নীতিশিক্ষার "অভাব মোচনের জন্য অভিনয়ের অবতারণা করা" আমাদিগের সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

নাটকাভিনয় প্রচলিত হইয়া আমাদিগের সমাজের উপকার হইয়াছে, প্রত্যক্ষ ঘটনা সকল দৃষ্টে তাহা বোধ হয় না। আমি নিজে দুই স্থলে আলোচ্য নাটকাভিনয় দর্শন করিয়াছি। কিন্তু দর্শন করিয়া আমার মনে এই ধারণা জন্মে নাই যে, এইরূপ নাটকাভিনয় শিশু চরিত্র উন্নত করিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট উপায়।" তবে হইতে পারে যে আমি "চিন্তাশীল" নই বলিয়াই উহার শুভফল অনুভব করিতে পারিনাই। উহার পরিণাম যে "অকাল পক্কতার শোচনীয় দৃশ্য নয়, কিন্তু সুনীতি পরায়ণতার মধুর ছবি" "জনৈক ভৃত্যের" ন্যায় আমিও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনাই। অশিষ্টতাপরাধ হইলেও আমি না বলিয়া পারিতেছিনা যে, যে সকল অংশ অভিনয় করিতে বাচালতার অধিক প্রয়োজন, যে সকল বিষয় দ্বারা বালক বালিকারা বাচালতার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে, অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহাদিগকে সেই সেই অংশ অভিনয় করিতে দেওয়া হয়। তাহারা গুরুজনের সম্মুখে যেরূপ শিষ্টতা প্রদর্শন করিতে সাহসী হয়, তাহা যদি "সুনীতি পরায়ণতার মধুর ছবি হয়, তাহা হইলে "অকাল পক্কতার শোচনীয়" ছবি কি তাহা আমি বুঝিতে অসমর্থ। নাটকাভিনয়ে অকাল পক্কতা জন্মিবার একটী প্রধান কারণ এই যে, নাটকের নায়ক নায়িকারা বয়স্ক ব্যক্তিদিগের চরিত্রে চিত্রিত, শিশুপ্রকৃতির তাহা অবিকল চিত্র নহে। সুতরাং শিশুদিগের স্বরচিত খেলায় শিশুপ্রকৃতি যেমন সুন্দর বিকাশ পাইয়া থাকে, নাটকাভিনয়ে তাহা পায় না। অধিকন্তু নিজের আমোদের জন্য খেলা, আর পরের আমোদ জন্মাইবার জন্য নাটকাভিনয়। সুতরাং একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম আর একটী কৃত্রিম চেষ্টা। বালক বালিকাদিগকে খেলা শিখাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না, তাহারা নিজেই আপনার প্রবৃত্তির অনুরূপ খেলা সৃষ্টি করে; কিন্তু নাটকাভিনয় সেরূপ নহে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিতে অনেক যত্ন করিতে হয়; কেননা তাহা তাহাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। বালককে সেকেলে বৃদ্ধ ও কুমতাশয় সাজান, কি তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ? অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে খেলা এবং নাটকাভিনয় এক শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না। গার্হস্থ্য ও সামাজিক নীতি শিরোনামে তত্ত্বকৌমুদীতে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আমার বিবেচনায় মূল আলোচ্য বিষয়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। বালক বালিকাদিগকে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে দেওয়া যে কর্ত্তব্য, সে কথা কেহ অস্বীকার করেন না; তবে প্রশ্ন এই, নাটকাভিনয় বিশুদ্ধ আমোদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না তাহাই দেখা আবশ্যক। নাটকাভিনয় যে বিশুদ্ধ আমোদ উক্ত প্রবন্ধে তাহা প্রতিপন্ন করা হয় নাই। আর একটী কথা যে কার্য্যে শিশুদিগের অনিষ্ট হয়, বঙ্গ-[illegible]সমাজ বা "শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম" তাহার পবিত্র গৃহে ইচ্ছা-[illegible] সেই কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন এ অপবাদ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কেহ প্রদান করেন নাই; তবে মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ আছে, এবং ভ্রমবশতঃ সকলেরই কার্য্যের ত্রুটি হইতে পারে। সুতরাং এই অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করিয়া বঙ্গমহিলা সমাজের জনৈক সভ্যের পত্রের যে অংশ পূর্ণ করা হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারিত।

নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কোঙার	দেহুড়	২৲
" কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঢাকা	৮৲
" বানীকান্ত রায় চৌধুরী	কলিকাতা	১৲
" নন্দলাল মিত্র	কলিকাতা	২৲
ডাঃ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২৷৹
বাবু অম্বিকাচরণ চৌধুরী	ঐ	২৷৹
" আনন্দমোহন বসু	ঐ	২৷৹
" কালীশঙ্কর সুকুল	ঐ	১
" তারাকিশোর চৌধুরী	কলিকাতা	১।৶
" ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	১
কেদারনাথ রায়	ঐ	১৲
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৪।৶১৹
দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২।৵
শ্রীমতী কালীসুন্দরী দেবী	ধুবড়ি	৫৲
পঞ্চসার জ্ঞানদায়িনী সভার সম্পাদক		১৷৹
বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার ঘোষ	কলিকাতা	১৷৹
" উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	কলিকাতা	১৲
" অদ্বৈতচরণ মল্লিক	ঐ	২৷৹
" কালীপ্রসন্ন দে	জামালপুর	১৷৹
" কালীপদ চট্টোপাধ্যায়	বাঁটরা	১

নাম	স্থান	পরিমাণ
বাবু বেনীমাধব রায়	বান্দা	১॥০
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১
,, মধুসূদন রাও	কটক	২
,, বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	কলিকাতা	১।০
,, ননিগোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
,, রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৪
,, রমানাথ মারিক	চড়কপাড়া গোলা	৩
,, কালীকুমার ঘোষ	কলিকাতা	২॥০
,, মহেন্দ্রনাথ দাস	করিমগঞ্জ	৩৶০
,, কৈলাসচন্দ্র রায়	মান্দাইল	৫।৶০
,, দ্বারকানাথ রায়	সক্কর	৭
,, দ্বারকানাথ রায়	পটুয়াখালি	৫॥/০
,, হারাণচন্দ্র বসু	শিমুলাহিল	২
,, বেণীমাধব মিত্র	ত্রিপুরা	৮॥০
,, কেনারাম বসু	পিরোজপুর	৩
,, রামলাল রায়	ঘাটাল	৩
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১
,, ফণীন্দ্রমোহন বসু	ঐ	২॥০
,, মুকুন্দলাল মজুমদার	কলিকাতা	২॥০
,, দ্বারকানাথ শেঠ	ঐ	২॥০
মজুমদার কোম্পানির ম্যানেজার	ঐ	২॥০
বাবু জহরলাল পাইন	ঐ	৸৶১০
,, জগৎচন্দ্র দাস	গৌহাটী	১১॥৶০
,, গুণাভিরাম পাঠক	আজমির	৫
,, চন্দ্রশেখর ঘোষাল	ঐ	২
,, দ্বারকানাথ ঘোষ	সোলাকুড়া	
,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	কলিকাতা	১
,, উমেশচন্দ্র সুর	ঐ	২॥০
,, যুগলকৃষ্ণ সরকার	রামপুর হাট	১॥৶০
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ	বর্দ্ধমান	২৸৶০
,, রজনীকান্ত তপাদার	কৃষ্ণনগর	১
,, বেণীমাধব মল্লিক	ঢাকা	৩
,, অধরচন্দ্র দাস	ঐ	৩
,, বৈকুণ্ঠনাথ রায়	ঐ	১৸৶০
,, অশ্বিনীকুমার গুহ	কলিকাতা	২।০
,, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস	ময়মনসিংহ	২
,, হরিমোহন বসু	কাউনিয়া	১
,, হরিপদ ঘোষাল	কলিকাতা	২॥০
,, মোহিনীমোহন বসু	ঐ	১৸৶১০
,, অন্নদাচরণ কাস্তগিরি	ঐ	১॥০
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	ঐ	১
,, দ্বারকানাথ দাস	ঢাকা	১।৶০
,, প্রসন্নকুমার পাল	চুঁচুড়া	৩
,, ভবানীকিশোর মজুমদার	শ্রীহট্ট	৫
,, শশীভূষণ তালুকদার	টাঙ্গাইল	১৸৶০

ক্রমশঃ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণার্থ দান প্রাপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নাম	স্থান	পরিমাণ
বাবু কালীমোহন ঘোষ	ডেরাড়ুন	২০
,, রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরি	লাখুটিয়া	১০০
,, শরৎচন্দ্র মজুমদার	তেজপুর	৫
,, গুরুপ্রসাদ সেন	বাকিপুর	২০
,, বেণীমাধব মিত্র সবজজ	বরিশাল	৫০
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বসু	বরিশাল	২৫
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৪
,, হুকড়ি ঘোষ	ঐ	১০
,, হরিমোহন সেন ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট	ঐ	১০
,, গুরুনাথ দত্ত ঐ	নওয়াগাঙ্গ	১০
অনারেবল জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র	কলিকাতা	২৫
,, দীনবন্ধু সেন	বরিশাল	৮
,, নন্দলাল সেন	ঐ	২
,, বসন্তকুমার গুহ	ঐ	১৫
,, নবকুমার বিশ্বাস	কলিকাতা	২০
,, একটি বন্ধু	ঐ	১০
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	ঐ	৫
,, রজনীনাথ রায়	বোম্বে	১০০
,, কার্ত্তিকচন্দ্র রায়	কৃষ্ণনগর	১০
ঋণ শোধার্থ আদায়		৪৬/০
শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেব	কোন্নগর	১০০
বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত	ঢাকা	২৫
,, একটি বন্ধু মাং বাবু দুর্গামোহন দাস		২০০
সিন্দুরিয়া পটিস্থ ব্রাহ্মিকা সমাজ		৩৬
,, ডুমরাওনের রাজা মাং বিপিনবিহারি গুপ্ত		২০
,, কৃষ্ণচন্দ্র রায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঢাকা		২০
,, পণ্ডিত সুদর্শন লাল	আরা	৫
মন্দিরের ঋণ শোধার্থ		১
ঐ		৫
ঋণ শোধার্থ		॥০
,, বীরেশ্বর সেন	দার্জ্জিলিং	১
,, একটি বন্ধু (দিনাজপুর)		৫
ঋণ শোধার্থ		২
,, বিহারিলাল ঘোষ	কলিকাতা	২০
ঋণ শোধার্থ	সৈদপুর হইতে	২৫
,, মহারাজা	বর্দ্ধমান	১০০
,, মুকুন্দলাল মজুমদার	কলিকাতা	১৫
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও কালীশঙ্কর সুকুল ঋণশোধার্থ আদায় করেন		৩০
বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আদায় করেন.		১
,, চণ্ডীচরণ গুহ	বানরি পাড়া	৫
,, বিহারিলাল রায় চৌধুরী	বরিশাল	৭৫
শ্রীমতী সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী মাং বাবু ভুবনমোহন ঘোষ		১০
,, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, কৃষ্ণকুমার দাস	বরিশাল	১০
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	ডিমাপ্রি	৫

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ই অক্টোবর শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ৪৭নং বেনেটোলা লেনস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

(১) তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

(২) সভ্য মনোনয়ন।

(৩) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইবার চাঁদার নিম্ন সংখ্যা ।০ আনা হইতে ৩ টাকা করা হউক। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয়ের এই প্রস্তাবের বিবেচনা।

১৮৮৩।
১৪ই সেপ্টেম্বর

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র
সহকারী সম্পাদক।

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ৮১ নং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ৯ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৭ম ভাগ। ১২শ সংখ্যা।	১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে পরম পবিত্র পুরুষ! এই বিশেষ সময়ে আমরা তোমাকে স্মরণ করিতেছি। চারিদিকে কৃত্রিম পরিমিত দেবতার পূজার আয়োজন হইতেছে। আর অল্প দিন পরেই নরনারী আনন্দোৎসবে নিমগ্ন হইবে। যে ধর্ম্ম অতি পবিত্র বস্তু, যাহা মানবাত্মাকে তোমার দিকে লইয়া যাইবে, মানব হৃদয়ে তোমার মহিমা প্রকাশ করিবে, মানবকে পুণ্যধামের অধিকারী করিবে, অল্পদিন পরেই সেই ধর্ম্মের নামে কত নিরপরাধ জীবের প্রাণ বিনষ্ট হইবে, কত বীভৎস কাণ্ড সকল অনুষ্ঠিত হইবে! হে সত্যস্বরূপ! যখন পৌত্তলিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন এই ভাবিয়া ম্লান হই যে এদেশবাসী নরনারী তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতদূর আসিয়া পড়িয়াছে। সত্যস্বরূপ তুমি—তোমাকে জানিলে, তোমাতে প্রীতি স্থাপন করিলে আর কি মানুষ কোন পরিমিত পদার্থের চরণে মস্তক অবনত করিতে পারে? তোমার পবিত্র পূজার আস্বাদন যে জানিয়াছে সে কি আর কোন ক্ষুদ্র বস্তুর আরাধনা করিয়া হৃদয় মনকে তৃপ্ত করিতে পারে? তুমিই ধর্ম্ম, তোমাকে ছাড়িয়া মানুষ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না, তুমিই পরিত্রাণ, তোমাকে ছাড়িয়া মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। দীনবন্ধু! কতদিনে তোমার পবিত্র পূজা ঘরে ঘরে প্রচলিত হইবে; দেশ হইতে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার তিরোহিত হইবে; নরনারী তোমাকে বিশ্বাস ও প্রীতির দ্বারা অর্চ্চনা করিতে শিক্ষা করিবে? আমরা আজ নিজেদের জন্য এবং স্বদেশের জন্য তোমার চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি। হে সত্যস্বরূপ! তোমার সত্যভাব আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। পবিত্র হৃদয়ে তোমার পূজা করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দেও। দেশ মধ্যে তোমার পবিত্র পূজা প্রচার হউক, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের দিন অবসান হউক। আমরা সপরিবারে সবান্ধবে, তোমার চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হই।

একজন ভক্ত ও সাধক লোক অনেক দিন নির্জ্জনে সাধন ভজন করিয়া অবশেষে জ্ঞানালোচনার জন্য গুরুর নিকটে গমন করিলেন এবং লোকালয়ে বাস করিয়া শাস্ত্রালোচনাতে ও পরোপকার ব্রতে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। লোকে এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "এক ব্যক্তি জলে পড়িয়া কেবল যদি আপনার বসন ভূষণ সামলাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং আর একজন যদি আপনি সন্তরণ করিতে করিতে অপরকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে, এই উভয়ে যত প্রভেদ, নির্জ্জন সাধক ও পরোপকার-ব্রতী ভক্ত এই উভয়ে সেই প্রভেদ। আমি ভাবিলাম কেবল নিজের বস্ত্র সামলাইলে হইবে না, যাহারা ডুবিতেছে, নিজে সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে তাহাদিগকেও বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

জগতের সাধুগণ চিরদিন এই মহৎ ভাবের দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই ভাবটী প্রস্ফুটিত না হওয়াতে কত সাধু ভক্ত ও যোগীর জীবন বিজন অরণ্য মধ্যে গত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জগতের কোন উপকার দর্শে নাই। তাঁহারা নিজ অন্তরে যে আলোক লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নর নারীর অন্ধকার নিবারণের উপায় হয় নাই, পাপভারাক্রান্ত মনুষ্য সমাজের পাপ তাপ দূরীকরণের বিধান হয় নাই। ইহা সত্য যে ধর্ম্মসাধন করিবার সময় মানুষকে একা হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। সাধনের সময় অপরের দিকে দৃষ্টি রাখিলে নিশ্চিন্ত ভাবে সাধন করিতে পারা যায় না। তখন সকলকে ভুলিয়া সাধন করিতে হইবে। কিন্তু সাধন বলে ভক্ত যখন ঈশ্বরের চরণে উপনীত হন, তখন আবার ঈশ্বর তাঁহাকে জগতের দ্বারে প্রেরণ করেন, বলেন "যাও যে সত্য পাইয়াছ তাহা জগতে বন্টন কর। আমি যাহাকে যাহা দিয়া থাকি তাহা সাধারণ সম্পত্তি।" ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহারা অপরের সেবাতে নিযুক্ত হন।

(এইরূপ কথিত আছে সিসিলি দেশীয় এক জন রাজা একবার এক জন স্বর্ণকারকে একটী রাজ-মুকুট নির্ম্মাণ

করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মুকুট নির্ম্মিত হইয়া আসিল, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার মধ্যে অন্য কোন ধাতু মিশ্রিত করিল কি না? ইহা ভাবিয়া রাজা আকুল হইলেন। অবশেষে এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ডাকিয়া ইহা নিরূপণের কোন উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। পণ্ডিত এই কঠিন সমস্যার মীমাংসার জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল, তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত, কোন প্রকার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় একদিন স্নানার্থ বসিয়া হঠাৎ ইহার একটী সমস্যা মনে উদয় হইল। এই সত্যটী আবিষ্কার করিতে পারাতে তাঁহার এতদূর আনন্দ হইল যে তিনি "পাইয়াছি" "পাইয়াছি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নগ্নাবস্থাতেই রাজপথে ধাবিত হইলেন।

মহাত্মা শাক্য সিংহের বিষয় এরূপ উক্ত আছে, যে তিনি বহু বৎসরের তপস্যা ও কঠোর সাধনের পর যে দিন সায়ংকালে নব আলোক প্রাপ্ত হইলেন সে দিন তাঁহার এত আনন্দ হইল যে তিনি সেই ক্ষীণ দেহে প্রমত্ত সিংহের বল পাইয়া উঠিয়া বসিলেন; এবং বজ্র মুষ্টিতে ধরণীপৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বলিলেন;— "আমি যে আলোক দেখিলাম তাহা সত্য, সত্য, পরম সত্য"। ইহার পর আর তিনি সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই সিসিলীদেশীয় পণ্ডিতের ন্যায় "পাইয়াছি" "পাইয়াছি" বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই সত্য প্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন। যাঁহারা কোন নব সত্য আবিষ্কার করেন, যাঁহারা এরূপ কিছু জানিতে পারেন যদ্দ্বারা জগতের সুমহৎ কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা সে আনন্দ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি মনে করেন না, জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে যে সত্যালোক দিয়াছেন তাহাতে এ দেশের ভাবী পরিত্রাণের বীজ নিহিত রহিয়াছে? তবে তাঁহাদের প্রচারের জন্য সে উৎসাহ কই? তাঁহারা কি "পাইয়াছি" "পাইয়াছি" বলিয়া জগতবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতে পারিতেছেন, না ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের ভ্রূকুটীর ভয়ে ভীত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। এই সময়ে সকল ব্রাহ্ম একবার এই প্রশ্নটীর বিষয় চিন্তা করুন।

একবার একটী শিশুকে ঈগল পক্ষীতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঐ দুরন্ত বিহঙ্গমের কুলায় একটী গিরি শৃঙ্গোপরি অবস্থিত ছিল। পক্ষী সেই স্থানে শিশুটীকে লইয়া বসিয়াছে, এখনও হত্যা করে নাই, তখনও তাহার কোমল দেহে কঠোর নখর ও চঞ্চুর আঘাত করে নাই। এদিকে গিরিতলে জনতা ও কোলাহলে উপত্যকা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কোন্ পথ দিয়া গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করা যায় কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না; কেহই পথ দেখিতে পাইতেছে না; এক এক জন একএক বার পর্ব্বত বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিয়দ্দূর গিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং সে উদ্যম পরিত্যাগ করিতেছে। ওদিকে সেই শিশুর জননী সেই দুর্গম পর্ব্বতে এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে বিহঙ্গম কুলায়ের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। তাহার সাহস উদ্যম ও সামর্থ দেখিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট। কি হয় কি হয় ভাবিয়া প্রত্যেকে সোৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে সেই রমণীর হস্ত বিহঙ্গম কুলায় স্থিত শিশুর উপরে পতিত হইল। পক্ষীটী এই অসম সাহস দেখিয়া ভয়ে উড়িয়া পলাইল; মাতা স্নেহের ধন সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

সুচতুর পাঠক চিন্তা করিয়া বলুন দেখি এই রমণীকে ঐ সূক্ষ্ম দৃষ্টি কে দিয়াছিল? যে স্থানে কেহই পথ দেখিতে পায় নাই সেখানে কে তাহাকে পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ করিল? যেখানে উঠিতে গিয়া সকলেরই শক্তি পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেখানে কে তাহাকে অতুল সাহস ও আশ্চর্য্য বল প্রদান করিল? কে না বলিবেন মাতৃ-স্নেহ। অতএব একথা অতি সত্য যে প্রেমই মানব চক্ষের আলোক স্বরূপ। প্রেম যদি প্রাণে থাকে, তবে বস্তুর মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, তবে গূঢ় পথ সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে কৃতকার্য্য হইবে। কবি প্রেমের চক্ষে প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখেন, এই জন্যই অপর সাধারণের নিকট যে বস্তু নীরস ও অঙ্গহীন সে পদার্থ তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই তিনি একটী সামান্য পত্র, একটী সামান্য ফুল, বা একটী সামান্য পক্ষীর পাখা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। সেই ঈশ্বর-প্রেম যখন আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে, তখনই আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলিয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে কি সত্য নাই? দেখিবার বস্তু নাই? যথেষ্ট আছে। সেই সকল বস্তু দেখিয়াই যুগে যুগে সাধুগণ প্রেমিক মহাজনগণ মুগ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষের চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহার প্রেম নাই তাহার সে সমুদায় দেখিবার শক্তি নাই। সে আধ্যাত্মিক জগতের বাহিরে বাহিরে বেড়াইতেছে, সাধু মুখে সেই তত্ত্বের সংবাদ পাইতেছে, দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, কিন্তু দেখিবে কিরূপে? যে আলোক তাহার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিবে, যাহাতে তাহার নিকট এই সকল গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিবে, সে আলোক কই? প্রেমের অভাবে তাহার হৃদয়ের ঘর অন্ধকার, তাহার প্রাণের বাতি জ্বলিতেছে না। ইহাকেই বলে চক্ষু থাকিতে কাণা হইয়া থাকা। সত্যসত্যই হে পরমেশ্বর! যাহার প্রেম নাই সে চক্ষু থাকিতে অন্ধ!

প্রেমের চক্ষে না দেখিলে মানুষকেও চিনিতে পারা যায় না। তোমার হৃদয় প্রীতিহীন হউক, একবার মনুষ্য-সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিক্ষা কর, দেখিবে নরনারীর মধ্যে আর সুন্দর বা উৎকৃষ্ট কিছু দেখিতে পাইবে না। বোধ

হইবে যেন জগতে পুণ্যের ভাগ অপেক্ষা পাপের ভাগ অধিক। মানব প্রকৃতি অতি নিকৃষ্ট; স্বার্থই মানবের পরিচালক। বন্ধুতা প্রণয় পরহিতৈষিতা প্রভৃতি কিছুই নয়, প্রত্যেকেই স্বার্থ সাধন মানসে পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। দস্যু পরিবৃত গ্রামে মানবকে যেরূপে বাস করিতে হয় এ জগতে আমাদিগকে সেইরূপ সতর্ক হইয়া বাস করিতে হইবে। কিছু মাত্র অসতর্ক হইলেই তোমার প্রতিবেশী তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। আবার এই মানব সমাজকে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দর্শন কর, তৎক্ষণাৎ ইহার মধ্যে ঈশ্বরের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। দেখিবে ইহার সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, মিত্রতা শত্রুতা, বিষয় বাণিজ্য, বিবাদ বিসম্বাদ সকলেরই মধ্যে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন মানব হৃদয়ের কুৎসিত ভাব দেখিয়া তুমি আর প্রাণে ক্লেশ পাইবে না। কারণ ইহার সদ্ভাব ও সাধুতা তখন তোমার প্রাণকে আকৃষ্ট করিতে থাকিবে। প্রেম বিহীন চক্ষে মানব সমাজকে দেখা এক প্রকার মানসিক ব্যাধির মধ্যে। এই ব্যাধিতে যাঁহাদিগকে ধরিয়াছে, তাঁহারা অপরের গুণভাগ অপেক্ষা দোষভাগ দর্শনে সর্ব্বদাই তৎপর। অপরের কার্য্যে কি ত্রুটী হইল, ইহাই তাঁহারা সর্ব্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা অসুখী, কারণ প্রেম ভিন্ন মানব হৃদয়কে কেহ সুখী করিতে পারে না। কিন্তু মানব সমাজকে আমরা তখনই প্রকৃত প্রেমের চক্ষে দর্শন করিতে পারি, যখন সেই স্বর্গীয় প্রেমের আভা পড়িয়া আমাদের হৃদয় অনুরঞ্জিত হয়। দীনতা যাঁহার প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং পবিত্র স্বরূপের সহবাস লালসা যাঁহার চিত্তকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে, তিনি কখনই জগতকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতে পারেন না। তিনি অতি কোমল ও মৃদু। জগদীশ্বর তাঁহার চক্ষু হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য দর্শনে সমর্থ করেন।

মহম্মদের জীবনচরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি যখন তাঁহার শত্রুগণের উৎপীড়নে সশিষ্যে মক্কানগর হইতে তাড়িত হইয়া মদিনা নগরে পলায়ন করিলেন, তখন মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই নগর পরিত্যাগ করিলেন যে বিধাতা যদি জীবিত রাখেন ও শক্তি দেন, তাহা হইলে মক্কানগরের কাবা মন্দির হইতে মৃৎপাষাণের পূজা দূর করিয়া এক মাত্র মহান ঈশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তিত করিবেন। মদিনা গমনাবধি একদিনের জন্যও এ বাসনা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সহস্র কার্য্য সহস্র প্রকার চিন্তার মধ্যে এ সংকল্প বিস্মৃত হন নাই। পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার এত প্রবল বিদ্বেষ ছিল যে তিনি পৌত্তলিকাচরণকে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন এবং পৌত্তলিকদিগকে বধ কর্ম্ম পশু বধের ন্যায় বিবেচনা করিতেন। তাহাদিগের প্রতি আর দয়া মায়া থাকিত না। আমরা যদিও মহম্মদের এই সংকীর্ণতা ও এই নির্দয়তাকে শোচনীয় মনে করি, তথাপি একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর ভিন্ন মানবের উপাস্য কেহ নাই, এই সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হই।

যাহা হউক বহুদিনের চেষ্টা পরিশ্রম ও সংগ্রামের পর মহম্মদ যখন তাঁহার মক্কাবাসী শত্রুকুলের উপর জয়লাভ করিলেন, যখন অরাতিগণকে সম্মুখ সমরে নিহত করিয়া তাঁহার পিতৃভূমি মক্কানগরে পুনরায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি কি করিলেন? তখন যদি তিনি মক্কাবাসিদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া নিজের রাজকোষ পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে অনায়াসে সেরূপ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহার চিত্ত গেল না। তিনি রাজ্য পদ প্রয়াসী ছিলেন না—তিনি ঐহিক সম্পদের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেন নাই। তিনি যে জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, অগ্রে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে কাবা মন্দিরে গমন করিয়া সেখানকার প্রস্তরময় মূর্ত্তি দ্বারে আনিয়া চূর্ণ করিলেন এবং এক ব্যক্তিকে একটী উচ্চস্থান আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মক্কাবাসিদিগকে আহ্বান করিয়া মহান ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি তদনুসারে উচ্চতম স্থানে অধিরোহণ করিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল;—মক্কাবাসিগণ শ্রবণ কর সেই প্রভু মহান্ ঈশ্বর ভিন্ন আর প্রভু নাই। ঈশ্বরই মহান্, তিনিই পূজ্য।" এই যে মক্কাপরাজয়ের দিন মক্কাবাসিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা হইয়াছিল, তাহার অনুকরণে অদ্যাপি প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা প্রত্যেক মুসলমান ধর্ম্মালয় হইতে নগরবাসিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা হইয়া থাকে। মহম্মদ একদিকে পৌত্তলিকতাকে যেরূপ ঘৃণা করিতেন, আর একদিকে সত্যরূপ ঈশ্বরের উপাসকদিগকে সেইরূপ ভাল বাসিতেন। যদি কেহ পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিত, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কোল দিতেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাদিগকে ভ্রাতা ও আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করা হইত। আর পদগৌরবের চিন্তা থাকিত না; ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্যাদিগের মধ্যে উচ্চ নীচ থাকিত না। এরূপ ব্যক্তিকে আর কর দিতে হইত না। পৌত্তলিকতার প্রতি মহম্মদের এত প্রবল বিদ্বেষ ছিল কেন?

কেবল মহম্মদ নয়, য়িহুদী জাতির ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দৃষ্ট হয় যে অতি প্রাচীনতম কাল হইতে য়িহুদিদিগের মধ্যে মহাজনগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জাতিকে বার বার পৌত্তলিকতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পৌত্তলিকতা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। পৌত্তলিকতা মহা পাপ, যে পৌত্তলিকতাচরণ করে, সে ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হয় এই ভাবটী তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর মানব সন্তানের ন্যায় হর্ষ বিষাদ বা ক্রোধ মোহের অধীন, ঈশ্বরকে এরূপে প্রতিপন্ন করা ভ্রান্তির কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই;

কিন্তু ইহাতে ঐ সকল জাতির একমাত্র মহান্ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের আধিক্যই প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে আর এক প্রকার ভাব। এ দেশে যাঁহারা জ্ঞান বলে চিন্ময় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কখনই পৌত্তলিকতার প্রতি বিশেষ ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করেন নাই। যদিও উপনিষদের মধ্যে এরূপ বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়—যথা:—

"যন্মনসা নমনুতে যেনাহুর্মনোমতং তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" অর্থাৎ "যাঁহাকে মনের মনন শক্তি দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু যিনি মনকে নিজের মনন শক্তির অন্তর্ভূত করেন তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, অ পর যেকিছু পরিমিত বস্তুর উপাসনা লোকে করে, তাহা ব্রহ্ম নহে"। তথাপি পৌত্তলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া বর্জন করিবার উপদেশ বিশেষ রূপে প্রদত্ত হয় নাই। ইহার কারণ কি? আমরা যাহাকে ইহার কারণ বলিয়া অনুভব করি, তাহা এই। য়িহুদী জাতির মনে ঈশ্বরের পুরুষ ভাব অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে ঈশ্বর কেবল চিন্ময় শক্তিমাত্র নহেন কিন্তু একটী পুরুষ, এক জন জ্ঞান, প্রীতি ইচ্ছা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি মানবের কার্য্য কলাপের প্রতি উদাসীন নহেন, কিন্তু মানবের প্রতিমুহূর্ত্তের কার্য্য সকলের সাক্ষী হইয়া নিরন্তর বিচার করিতেছেন। মানব তাঁহাকে প্রীতি করে এবং তাঁহার অনুগত হয়, ইহা তিনি ইচ্ছা করেন, এবং মানবের অপ্রেম ও অবাধ্যতা তাঁহার অপ্রীতিকর, এইরূপ সংস্কার ও বিশ্বাস থাকাতেই তাঁহারা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থের নিকট মস্তক অবনত করাকে ঈশ্বরের অবমান বলিয়া অনুভব করিতেন, সেই জন্যই পৌত্তলিকতাকে মহাপাতক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ গভীর ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ ভাবই বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি পরব্রহ্ম তিনি চিন্ময়, অনন্ত সত্তা, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় শক্তি, তিনি অস্থূল অনণু, অলোহিত, অপীত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অগ্রাহ্য অপরিচ্ছেদ্য, অপরিমেয় অসীম। এই অনন্ত ভাবের আধিক্য বশতঃ যোগিদিগের জ্ঞান লব্ধ ব্রহ্ম মানব জীবন হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন। মানবের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে, মানবের কার্য্য কলাপের সহিত যে তাঁহার প্রীতি অপ্রীতির সম্পর্ক আছে এ ভাব আর প্রবলরূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারিল না। সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অর্চ্চনা করিলে যে তাঁহার অবমাননা করা হয় এ সংস্কার প্রবল হইল না।

ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল অপেক্ষাকৃত নূতন ভাব প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে একটী প্রধান এই, আমাদের উপাস্য যিনি সেই পরমেশ্বর এক জন জাগ্রত জীবন্ত পুরুষ। মানবের সঙ্গে তাঁহার প্রভু ভৃত্য ও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। তিনি মানবকে বলিয়াছেন আমিই তোমার গতি, আমিই তোমার পিতা। আমরা যে কিছু কাজ করিতেছি তিনি তাহার সাক্ষী ও ফল-বিধাতা। এই জাগ্রত সত্য পুরুষ সতত আমাদের নিকটে বর্ত্তমান। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে ঈশ্বরের এই পুরুষ ও ব্যক্তিত্ব ভাব শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং যে ব্রাহ্ম একবার ঈশ্বরকে সত্য পুরুষ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তিনি কল্পিত বস্তু নহেন; কিন্তু সত্য-বস্তু, ইহা যিনি হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, তিনি আর কি রূপে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থের নিকট মস্তক অবনত করিবেন? তিনি যদি ঈশ্বরকে সত্যপুরুষ বলিয়া না জানিতেন, তাহা হইলে একদিন স্বতন্ত্র কথা ছিল, কিন্তু তাঁহাকে সত্য বলিয়া তাঁহারই সমক্ষে অসত্যকে তিনি কিরূপে অর্চ্চনা করিবেন? ইহা কি তাঁহার প্রাণে ঈশ্বরাবমাননা বলিয়া লাগিবে না? ইহা কি স্বতঃই পাপ বলিয়া মনে হইবে না! পৌত্তলিকতাচরণে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাঁহারা কি স্বতঃই কুণ্ঠিত হইবেন না? তিনি কি মনে করিবেন না, "আমি কি করিতেছি! আমি লোক ভয়ে সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছি, আমি সামান্য মানবের ভ্রূকুটীর ভয়ে আমার পিতা ও প্রভু যিনি তাঁহাকে মানব চক্ষে হীন করিতেছি ও তাঁহার প্রদত্ত সত্য সকলকে দুইপদের দ্বারা দলন করিতেছি। এরূপ চিন্তা করিয়া কোন্ ব্রাহ্মের প্রাণ না কম্পান্বিত হয়? বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বলেন, আমার অপরাধের অপ্রতুল নাই, আমার প্রভুকে যেরূপ প্রীতি করা উচিত আমি হতভাগ্য তাহা পারি নাই, তাঁহার সেবাতে যেরূপে কায়মন নিয়োগ করা কর্ত্তব্য আমার দ্বারা সেরূপ হয় নাই, আমি প্রতি দিন দুর্ব্বলতা বশতঃ পদে পদে বিড়ম্বিত হইতেছি, প্রভুর চক্ষে কলঙ্কিত হইতেছি, অবশেষে কি ইহাও করিব যে তাঁহাকে, ও তাঁহার ধর্ম্মকে লোক চক্ষে হীন করিয়া তাঁহাকে অপমান করিব। না আমার দ্বারা এরূপ কার্য্য হইবে না। আমার করুণাময় প্রভু আমাকে রক্ষা করুন আমি তাঁহাকে অপমান করিতে পারিব না। এই বলিয়া ব্রাহ্ম স্বভাবতঃই পৌত্তলিকতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্ম ও মানব প্রকৃতি।

কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক ধর্ম্ম ও নীতির বিচার করিতে গেলে মানব প্রকৃতির বিচার স্বতঃই আসিয়া পড়ে। মানব প্রকৃতিই ধর্ম্মের পত্তন ও বিকাশ ভূমি। এই মানব প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম উঠিতেছেন পড়িতেছেন। কখন তেজঃপুঞ্জ কলেবরে মুমূর্ষু জগতে নবজীবন নবভাবের উদ্দীপন করিতেছেন, কখন বা ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের নামে নর রুধিরে জগত ভাসাইয়া দিতেছেন, আবার কখন দীনের বেশে বিনয়ে অবনত হইয়া প্রেমে গর গর হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। ধর্ম্মের নামে জগৎ কুসংস্কার অন্ধকারে ডুবিয়াছে আবার ধর্ম্মের জন্য জগৎ জীবনপ্রদ আলোকের আভায় পুইয়া

স্বর্গের দিকে উঠিয়াছে, সত্য ও প্রেমের ভাব লাভ করিয়া বাঁচিতেছে, একি ধর্ম্ম মানব প্রকৃতির মধ্যদিয়া নানা ভাবে নানা স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে। বীজ নির্দ্দোষ হইলে কি হইবে, মৃত্তিকা ও জল বায়ুর তারতম্যে তাহার বিকাশ ও বৃদ্ধির তারতম্য হইবেই হইবে। ধর্ম্মবীজ মানবপ্রকৃতিতে নিহিত, তাহাকে সেই প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ করিতেই হইবে। আবার যখন সেই কোমল ধর্ম্মভাব প্রকৃতিভেদ করিয়া জগতে প্রকাশিত হইবে, বাহিরে মস্তক তুলিবে, তখন বাহ্যাবস্থার শীতোষ্ণ বায়ুর প্রভাব তাহার উপর বল প্রয়োগ করিবেই করিবে এবং তাহার স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধির সহায় বা অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রথমতঃ, যে মানব প্রকৃতি ধর্ম্মের পত্তন ভূমি, তাহার ন্যায় গভীর, তাহার ন্যায় জটিল, তাহার ন্যায় দুরবগাহ্য বিষয় বুঝি আর জগতে মিলে না। শ্রেষ্ঠতা, অপকৃষ্টতা, উদারতা, সঙ্কীর্ণতা, চৈতন্য, জড়তা, দেবত্ব, পশুত্ব, যাহা কিছু উচ্চ ও যাহা কিছু নীচ তাহা এই মানব প্রকৃতির উপাদান। এই প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মানুষ নরকে ডুবিয়াছে, আবার এই প্রকৃতিই তাহাকে স্বর্গের অধিকারী করিয়াছে। মানুষ মানুষের কি সর্ব্বনাশ না করিতে পারে, আবার মানুষ মানুষকে হস্তে ধরিয়া স্বর্গে ও তুলিতে পারে। জগতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হা ধর্ম্ম! তুমি এমন মুক্ত ও উদার হইয়া মানব প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হইলে কেন? হা মানব! তুমিই বা আপনার প্রকৃতিকে আপনি না চিনিলে কেন? নরকের কীট হইয়া বিশ্বের দেবতা হইবার অধিকার তোমাতে। কাঙ্গাল ভিখারী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের ভোগ তোমাতে। বিন্দু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়া সিন্ধুর ভাব ধারণ করিতেছ তুমি। পাপ দুর্ব্বলতায় জড়িত হইয়াছ পুণ্য প্রসাদ লাভ করিবে বলিয়া, আকাশ পাতাল ভেদ করিবে বলিয়া শরীরে বদ্ধ হইয়াছ। স্বর্গের সৌরভ ছড়াইবে বলিয়া পাপ পঙ্কিলে মগ্ন হইয়াছ। আর কতকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবে। ঘনমেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ছটা দেখিয়া তুমি চমকিয়া উঠ, কিন্তু আপনার ভিতর জ্যোতির জ্যোতিকে কি দেখিবে না? কে সে যে তোমায় এমন করিল? হে মানব, তোমারি মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বয়ম্ভু সনাতন স্বয়ং মানবপ্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। ধন্য মানব জন্ম, যে জন্য এই আত্ম চৈতন্যের উদয় হইল। ধন্য মানব জন্ম, যে জন্ম লাভ করিয়া আমরা আত্মজিজ্ঞাসু হইলাম। এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যাহারা আত্ম পরিচয় না জিজ্ঞাসা করিল তাহারা জড় ও পশুর ভাব অতিক্রম করিতে পারিল না, মানব জীবনের মহত্ব তাহারা অনুভব করিতে পারিল না। তাই কখন ইতর সুখে মগ্ন হইতেছে, কখন বা মানব জীবনের শূন্যগর্ভতা ও নিরর্থকতা কল্পনা করিয়া গভীর বিষাদে মগ্ন হইতেছে। কখন বা উদাস ভাবে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিতেছে। মানুষের কার্য্যকলাপ ও চরিত্রের আকাশ পাতাল ভিন্নতা দেখিয়া, দর্শন শাস্ত্রকারেরা মানব প্রকৃতির তত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মানব প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাপন্ন ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। স্থূল কথায় ইহা দেব, পশু ও জড়ের ভাব। ভাবই জীবনের পরিচালক। মানব প্রকৃতির এই ভাব রাশির আবার শিক্ষা ও সাধনের প্রভাবে পরস্পর দ্বন্দ্বভাবে সমন্বয় স্থাপিত হইতে পারে। অসদ্ভাব বিদূরিত হইয়া সদ্ভাবের রাজ্য বিস্তৃত হইতে পারে এবং জড় ও পশু ভাবরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া সাত্বিক বা দেব ভাব অনন্ত বিকাশের পথে দাঁড়াইতে পারে। এই শিক্ষা ও সাধনকে বাহ্যাবস্থা বলিয়া উল্লেখ করা গেল।

বৃক্ষের সম্বন্ধে যেমন জল বায়ু ও মৃত্তিকার গুণ সেইরূপ প্রকৃতি গত ভাব নিচয়ের বিকাশের পক্ষে বাহ্যাবস্থা বা শিক্ষা ও সাধন অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যখন দেখি প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিবার জন্যই মানুষের জন্ম, তখন বাহ্যাবস্থা প্রতিকূল হইলেও ভীত বা নিরাশ হইবার কারণ কোথায়? একমাত্র অন্তরের বলে ও ইচ্ছার প্রভাবে মানুষ সকল বিঘ্ন বাধা কাটিয়া উঠিতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যখন মানবের ও মানব সমাজের এত উন্নতি দেখিতেছি তখন সংগ্রামে ভয় করিলে হইবে কেন? বরং যাহারা সংগ্রাম পরাঙ্মুখ তাহারাই শত্রুপদানত ও পর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রকৃতির সঙ্গে একবার যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, যে সংগ্রাম করিতে শিখিল, সে আপনি পৃষ্ঠভঙ্গ না দিলে, আপনি ক্লান্ত হইয়া না পড়িলে তাহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ন্তা এই সংগ্রামে আমাদের জীবনী শক্তির উপাদান যোগাইয়া রাখিয়াছেন। যিনি যত সংগ্রাম করিবেন তিনি তত জীবন লাভ করিবেন। এ সংগ্রামে মৃত্যু নাই। যুদ্ধ প্রকৃতি এক অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডার, সমুদ্র হইতে রত্ন সকল নিঃশেষিত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে রত্নরাজি নিহিত তাহা অনন্ত কালের সম্পত্তি। মানব প্রকৃতি আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ এবং পাতাল অপেক্ষাও গভীর। আবার বাহ্য প্রকৃতিকে ইহার সঙ্গে যোগ কর। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া মানুষ এ পর্য্যন্ত কত রত্ন সঞ্চয় করিল, কত রাজত্ব লাভ করিল, তাহা মানব সমাজের ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মনীতি যেদিকে দেখি, যাহার পানে তাকাই, দেখি তাহা এই সংগ্রামের ফল। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ইহার বৃত্তি। সত্বগুণ স্বরূপ ও শান্ত রজোগুণ দুঃখরূপ এবং সত্ব ও তমোগুণের পরিচালক অর্থাৎ সত্ব ও তমোগুণ রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। তমোগুণের বৃত্তি মোহ স্বরূপ, গুরু ও আবরক। সহজ কথায়, জড়, পশু ও দেব মানব প্রকৃতির পরিচায়ক। মানুষ জড়ভাব বা তমোভাবের আধিক্যে আপনার সকল সদ্বৃত্তি ঢাকিয়া রাখিতে পারে এবং জড়ের সঙ্গে জড় হইয়া নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট ভাবে দিনাতিপাত করিতে পারে। রজোভাব ও পশুভাব দ্বারা চালিত হইয়া

আহার বিহার প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আপনার কার্য্য বদ্ধ রাখিয়া আত্মজ্ঞান হারা হইয়া, পশুর ন্যায় বিচরণ করিতে পারে। আবার সত্বগুণ বা দেব ভাবের আধিক্যে এই জড় ও পশু ভাবকে সংযত করিয়া, আপনার দাসত্বে নিয়োগ করিয়া, মানুষ দিন দিন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। গুটিপোকা যেমন স্বীয় গুটিকা মধ্যে বদ্ধ হইয়া শেষ সুন্দর প্রজাপতি রূপ ধারণ করত তাহা হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ মানব আত্মা সত্ব রজ ও তমোগুণ রূপ কোষ মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার জন্য অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। এই সকল বাধা অতিক্রম করিবার জন্য তাহাকে সংগ্রাম পরায়ণ হওয়া চাই।

বঙ্গে শক্তি পূজা।

(প্রাপ্ত)

বর্ষার অবিরল ঘনঘটার অবসান হইলে যখন বঙ্গের আকাশ নিবিড় নীলিমা ধারণ করিতে থাকে, যখন সরোবরের শৈবালদল সমাচ্ছন্ন স্থির সলিলে জলজ কুসুম সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া উর্দ্ধস্থিত নক্ষত্র মালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকে, যখন সন্ধ্যা ও প্রভাতে প্রকৃতি স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে, আর সুশীতল বায়ু হিল্লোল কৌমুদী ও কুসুম সম্ভার বিস্তার করিয়া কত পূর্ব্ব স্মৃতির উদ্রেক করিতে থাকে, তখন দুর্ব্বল বাঙ্গালী-হৃদয় ভাব যোগে জাগিয়া উঠে, এবং আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই দেশময় অনিবার্য্য আনন্দের কারণ বঙ্গের শারদীয় উৎসব—বঙ্গের শারদীয় পূজা।

আমরা বাঙ্গালী, বঙ্গসমাজের বক্ষে লালিত পালিত, বঙ্গের অন্নজলে জীবিত; বাঙ্গালীর শোণিতে আমাদিগের জন্ম, বাঙ্গালীর ভাবে আমরা অনুপ্রাণিত। শিক্ষা সংসর্গ ও স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে আমাদিগের রুচি ও বিচার শক্তি ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা "বাঙ্গালী"। তাই বাঙ্গালীর এই দেশব্যাপী আনন্দে আমাদিগের প্রাণও স্পর্শ করিয়া থাকে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমরা একদিকে যেমন আনন্দিত, অপরদিকে তেমনই ঘোর বিষাদে মগ্ন। সত্য সত্যই এই সময়ে আমাদিগের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

হর্ষের কারণ কি? এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমরা কি মানুষ নই—আমাদিগের হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? সমগ্র বঙ্গদেশ, আমার স্বজাতি—আত্মীয় বন্ধু জ্ঞাতি প্রতিবেশী সকলে অন্ততঃ এক সময়ে আমোদ উৎসব করিবে, এই চিন্তাতে কি আমাদিগের প্রাণে আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইবে না? চাকুরি ও দাসত্ব সম্বল বাঙ্গালী বৎসরান্তে কয়দিন অবকাশ পাইবে, বন্ধুবর্গের সম্মিলনে প্রবাস জ্বালা দূর করিবে; দারিদ্র্য ও অত্যাচারের ভ্রূকুটি কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়া বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ কয়দিন একটুক হাসিবে, এ চিন্তাতে কি আমাদিগের প্রাণ একটুকও আশ্বস্ত হইবে না? তাই আমাদিগের কিছু হর্ষ।

বিষাদ কেন আর জিজ্ঞাসা করিও না; কেবল বিষাদ বলিলে হৃদয়ের যাতনা সম্যক প্রকাশিত হয় না। বিষাদ কেন? বিষাদ বঙ্গে ধর্ম্মহীনতা ও ধর্ম্মের ব্যভিচার চিন্তা করিয়া, চির পরাধীন চিরলাঞ্ছিত অভিশাপগ্রস্ত বঙ্গভূমির দুর্দ্দশা চিন্তা করিয়া। ইতিহাস বলিতেছে এবং বিশ্বাস করিতেছি যে—ধর্ম্ম ভিন্ন লোক চরিত্র গঠিত হয় না, চরিত্র ভিন্ন সমাজ নীতির উন্নতি হয় না, সামাজিক উন্নতি ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বচ্ছন্দতা কল্পনা মাত্র। অতএব যত দিন বাঙ্গালায় এরূপ ধর্ম্ম হীনতা ও ধর্ম্মের এমন ব্যভিচার থাকিবে, তত দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিতে, নৈতিক উন্নতিতে এবং জাতীয় উন্নতিতে বঙ্গভূমি হীন থাকিবে। ততদিন বঙ্গসমাজ প্রকৃত সভ্যতা ও সম্পদ লাভ করিতে পারিবে না, বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রকার অধোগতি থাকিবেই থাকিবে। তথাপি কি জিজ্ঞাসা করিবে—বিষাদ কেন?

হে পৌত্তলিক ভ্রাতঃ তোমার শারদীয় উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী একখানি সুন্দর শক্তি মূর্ত্তি তুমি আশা মেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কতই পুলকিত হইতেছ। কিন্তু আমার শারদীয় উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ? ঐ দেখ বিশ্বমন্দির পূর্ণ করিয়া বিশ্বম্ভরা ঐশী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। তোমার ঐ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে তুমি ত্রিনয়না ও ত্রিগুণধারিণী বলিয়া আরাধনা করিতেছ, কিন্তু আমার আরাধ্যা মহাশক্তি অনন্তনয়না ও অনন্তগুণধারিণী, অনন্ত কাল ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া দেখিতেছেন ও অনন্ত বিশ্বের অনন্ত কার্য্য ইচ্ছা মাত্রে সম্পন্ন করিতেছেন। তোমার ঐ মূর্ত্তি দশভুজা, উহার হস্তে শঙ্খ, বজ্র, শূল ও অসি প্রদান করিয়া তুমি উহার শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছ। কিন্তু আমার আরাধ্যা মহাশক্তি অনন্তভুজা। মনুষ্য-নির্ম্মিত সামান্য অস্ত্রে সে শক্তির শৌর্য্যবীর্য্য কি প্রকাশ করিতে পারে? তুমি আমি সেই শক্তির কি বুঝিব, যোগী ঋষি সেই শক্তির কি চিন্তা করিবে, কোটী কোটী মার্কণ্ড সে শক্তির কি বর্ণন করিতে পারে? যখন হুহুঙ্কার শব্দে ব্যোমবর্ত্মে বায়ু প্রবাহ প্রবাহিত হয় যখন দৃষ্টিরোধকারী বিদ্যুতাগ্নি ঘন ঘন প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে, আর উপর্য্যুপরি বজ্রধ্বনিতে অন্তরীক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যেন সৌরজগত কম্পিত হইতে থাকে, তখন সেই মহাশক্তির মহিমা কণামাত্র ঘোষিত হয়। উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখ, অনন্ত কোটী জগৎ নিয়ত সেই মহাশক্তির মহিমা প্রচার করিতেছে!

হে শাক্ত, তুমি তোমার কল্পিত দেবতার হস্তে গোলক ও সুধাভাণ্ড দিয়া তোমার আরাধ্য দেবতার সদিচ্ছা ও প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেছ। ঐ দেখ আমার আরাধ্য দেবতা অনন্ত হস্তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, আর অনন্ত হস্তে অমৃত সিঞ্চন করিয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধন

চরিতেছেন। আমার আরাধ্যা মহাশক্তির সহিষ্ণুতার কথা শুনিতে চাও? তবে শোন পর্ব্বত সমুদ্র হইতেছে, সমুদ্র হইতেছে, বিপ্লবের পর বিপ্লবে সমাজ ভাঙ্গিল, কত সমাজ গঠিত হইল, জগতে কত প্রলয় হইতেছে, কত বীর পুরুষ কত রাজবংশ জল বুদ্বুদের মত উঠিল পড়িল তথাপি বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী বিশ্বভরা মহাশক্তি নির্ব্বিকার থাকিলেন, টলিলেন না, আপনার মঙ্গলাভিপ্রায় বিশ্বের মঙ্গল সাধন, জীবের কল্যাণ বিধান মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করিলেন না। যদি আমার আরাধ্য দেবতা সেই মহাশক্তির প্রেম দেখিতে চাও, তবে স্থির মনে জগৎকার্য্য পর্য্যালোচনা কর, পৃথিবীর উর্ব্বরতা শক্তির মধ্যে প্রবেশ কর একবার জ্ঞানচক্ষে জননীর স্নেহে, সতীর হৃদয়ে ও পাপীর অনুতপ্ত প্রাণেও যে অপরাজিত আশার আলোক প্রজ্বলিত হইতেছে, তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত কর। অনন্ত অসীম অযাচিত ও অপরাজিত প্রেম দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবে! হে শাক্ত তুমি দেখিতেছ, তোমার আরাধ্যা শক্তি মূর্ত্তি এক হস্তে অসুরের কেশাকর্ষণ করিয়া অপর হস্তে তাহাকে শূলে বিদ্ধ করিতেছে, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস নেত্রে চাহিয়া দেখ, ঐশী শক্তি অবিশ্বাসী নাস্তিকের কেশ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন, ওদিকে অনুতাপের প্রখর শূলে অবিশ্বাসীকে কত বিক্ষত করিয়া পাষণ্ডতা দমন করিতেছেন। এখন হে ধর্ম্মার্থি, বল দেখি তোমার ও আমার আরাধ্য দেবতার প্রভেদ কি? বল দেখি হে শাক্ত, এখন তুমি আমার পথের পথিক হইয়া প্রকৃত শক্তি পূজা করিতে ইচ্ছা কর কি না?

আর দেখ ভাই পৌত্তলিক তুমি তোমার শারদীয় উৎসবে যে সকল কল্পিত দেবতার পূজা কর, তাহা হইতেও কিছু কিছু শিক্ষা পাইতে পার। কিন্তু পাইবে কি রূপে? তুমি যে মৃত দেবতার উপাসক! তোমার কল্পিত গণপতি হইতে তুমি এই শিক্ষা করিতে পার—গণপতিবিবাহিত দক্ষিণে দিব্যবস্ত্র পরিহিতা নববধূ; তোমার গণপতি যেন প্রচার করিতেছেন, "বিবাহ প্রথা ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। নারী জাতির সম্মান ভিন্ন সমাজের কল্যাণ নাই।" ভাই পৌত্তলিক তুমি ইহা ভাব কি? তুমি "শক্তির" সাধক হইয়া সমাজশক্তির অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী নারীজাতিকে অবজ্ঞা কর। তা করিবেইত, তুমি যে মৃত দেবতার উপাসক।

হে পুরাণের উপাসক, পৌরাণিক ধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস। তোমার কল্পিত পুরাণ বলে যে সরস্বতীর জন্ম বিধাতার মুখে। ঐ দেখ তোমার সরস্বতী যেন বলিতেছে "সত্যই আমার জন্ম বিধাতার "মুখে"—ভাবাতে। ভাবা জ্ঞান ভিন্ন ভাবা সাধন ভিন্ন কেহই প্রকৃত তত্ত্ব বা ঐশী মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না।" পুরাণে লিখিত আছে, সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মীর জন্ম। ঐ দেখ তোমার লক্ষ্মী যেন বলিছে "সমুদ্র মন্থনেই আমার জন্ম, সত্য সত্যই সমুদ্র মন্থন না করিলে কেহ সম্পদ লাভ করিতে পারে না; ঐ দেখ পাশ্চাত্যেরা সমুদ্র মন্থন করিয়াই কত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। হে পৌরাণিক, ঐ দেখ তোমার কল্পিত কমলার এক হস্তে ধান্য ও অন্য হস্তে পদ্মরাগ মণি শোভা পাইতেছে। কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা কর, যে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন দেশের মঙ্গল নাই।

হে পৌরাণিক, তার পর তোমার কুমার মূর্ত্তি। কার্ত্তিকেয় অবিবাহিত, তোমার কার্ত্তিকের যেন বলিতেছে—"বঙ্গবাসি শিক্ষা কর, যে সকলেই বিবাহ করিবে না, সকলেই গৃহ-সুখলালসায় লালায়িত হইবে না, তাহা হইলে সমাজ শক্তিশূন্য হইয়া পড়িবে। হে পৌত্তলিক, অসার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের এই কয়টী কথা গ্রহণ করিবে কি?

হায়! কবে সেই দিন আসিবে, যখন বঙ্গবাসী তৃণ মৃত্তিকায় পুত্তল নির্ম্মাণ না করিয়া এইরূপে শক্তি পূজা করিবে; এইরূপে শক্তি সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। কখন দেখিব, এই শক্তি মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা এই ঐশী শক্তির পদে আত্মোৎসর্গ করিবে। কখন দেখিব, বঙ্গের দম্পতি জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য গজমুণ্ড গণেশের নহে, কিন্তু সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা ঐশী শক্তির আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে। কখন দেখিব বঙ্গের গৃহিণী কল্পনারূপ কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া ঐশী শক্তিকে বরণ করিবেন এবং দেশের ধন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিবেন। কখন দেখিব বঙ্গীয় যুবতী এক হস্তে বেদ ও অন্য হস্তে বীণা লইয়া বাগ্দেবীবেশ ধারণ করিয়া বীণাধ্বনির সঙ্গে বেদ গান করিয়া ঐশী শক্তির তুষ্টি সাধন করিবে। কবে দেখিব, বঙ্গীয় যুবক তুরী ভেরী ও দুন্দুভি ধ্বনির সঙ্গে বঙ্গের এই কুরুচি-কলুষিত নাটমন্দিরে অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রকৃত মহাশক্তির সাধনা করিবে। হায়! কবে এদেশে এইরূপে শক্তি সাধনা আরম্ভ হইবে। কবে বঙ্গবাসী শক্তি পূজা করিতে শিখিবে। হে ধনি! আর কত কাল অসার চিত্রপটে বিলাসভবন পূর্ণ করিতে থাকিবে? আর কতকাল ব্যবসায়ী পুরোহিতের অনুচিত পরিচর্য্যা করিয়া "পতিত" হইয়া থাকিবে? একবার মোহ নিদ্রা পরিত্যাগ কর। একবার মনোমন্দিরে ঐশী শক্তির পূজা কর; আপনি ধন্য হও, আর স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিয়া জীবন সার্থক কর।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসনালয়ে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

১৪ই আশ্বিন, রবিবার।

প্রেমের স্বধর্ম্ম এই যে প্রেম দূরত্ব সহ্য করিতে পারে না। এক প্রেমিক হৃদয় অপর প্রেমিক হৃদয়কে আপনার নিকটে আকর্ষণ করে, যদি কোন প্রকার গুরুতর বিঘ্ন বা বাধা না থাকে এবং যদি অকৃত্রিম অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে এরূপ দুই ব্যক্তি সচরাচর পরস্পরের সহবাস অন্বেষণ করিয়া থাকে। এই জন্যই দেখিতে পাই লোক বহুদূর

হইতে আয়াস ও ব্যয় স্বীকার করিয়া পরস্পরের নিকটে যাইতেছে। যেখানে অকৃত্রিম প্রেম সেই খানেই আলাপস্পৃহা। এরূপ কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন দুই ব্যক্তি পরস্পরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, তাহারা দুইজনে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত এক গৃহে দুইটীতে বসিয়া আছেন, অথচ আলাপ নাই, কথা নাই, আত্মনিবেদন নাই। ইহা কি কেহ কখনও শুনিয়াছেন যে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় আছে, অথচ কেহ কাহার তত্ত্ব লইতেছে না, আলাপ করিতেছে না, চিঠি পত্রাদি লিখিতেছে না। যেখানে প্রেম সেই খানেই এক প্রাণ অপর প্রাণে ঢালিতে চায়, এক হৃদয়ের সুখ দুঃখ অপর হৃদয়ের সুখ দুঃখে মিশাইতে চায়। সেইখানেই চিন্তা ও ভাবের বিনিময়।

এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া সকলে একবার বলুন যে পরমেশ্বরকে কি বাহিরে রাখিলে হৃদয় তৃপ্ত হয়? যাঁহার সঙ্গে আমার প্রেমের সম্বন্ধ সেই হৃদয়েশ্বরকে আমি দূরে রাখিব, আমি দুঃখের সময় তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইব না, আমি অনুতাপের সময় তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারিব না, নির্জ্জনে পাইয়া মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না; ইচ্ছা করিলেই প্রাণ মন্দিরে দেখিতে পাইব না, এরূপ করিয়া তাঁহাকে রাখিলে কি চলে? এই জন্যই পৌত্তলিকতার প্রতি আমার এত আপত্তি। আমি পৌত্তলিকতাকে মানব আত্মার শত্রু মনে করি, তাহার কারণ পৌত্তলিকতা বলে যে আমার উপাস্য যিনি, তিনি আমার প্রাণে নন তিনি আমার বাহিরে। পৌত্তলিকতা বলে ঐ যে দিব্য মূর্ত্তি বিশিষ্ট পদার্থ সম্মুখে দেখিতেছ উহাই তোমার আরাধ্য-দেবতা উহার নিকট মস্তক অবনত কর। হায় হায়! একি সর্ব্বনাশের কথা। আমার প্রভু আমার মুক্তিদাতা আমার বাহিরে; তবে আমি কিরূপে বাঁচিব। আমি ঐ বাহিরের বস্তুর নিকট অশ্রুপাত করিয়া কি করিব, সেত একটীও কথা কহিবে না। তাঁহার সঙ্গে ত আমার প্রাণের আলাপ চলিবে না। আমি যখন আমার প্রাণ-সখাকে হৃদয় মন্দিরে পাইয়াছি তখন কেন আমি আর ঐ সম্মুখস্থিত বস্তুর প্রতি চাহিয়া দেখিব। আমি কেন জন্মের মত অন্ধ হইয়া যাই না! তখন ত আর ঐ বাহিরের বস্তু দেখিবার শক্তি থাকিবেনা তখন কি কেহ আমার প্রাণের বস্তু হরণ করিতে পারিবে। আমি এমনি ঈশ্বর চাই, আমি যাহাকে প্রাণে পুরিয়া রাখিতে পারিব এরূপ উপাস্য দেবতা চাই। আমি মোহান্ধকারে ভয় পাইলে তিনি আমার আত্মাকে স্পর্শ করিবেন, আমি শোক সন্তপ্ত হইলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিবেন। আমি অনুতপ্ত হইয়া যখন নিজবক্ষে করাঘাত করিব, নিজ মস্তকের কেশ নিজে ছিন্ন করিব, ধূলিতে পড়িয়া হাহাকার করিব তখন তিনি আমাকে আশ্বাস করিয়া তুলিবেন।

আমাদের প্রেমময় ঈশ্বর এমনি দেবতা। আহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে যে এত সুধা আছে তাহা ত অগ্রে জানিতাম না। প্রেমের ধর্ম্মের যে এত মিষ্টতা তাহা অগ্রে ত অনুভব করি নাই। আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি আশৈশব এই জানিয়া আসিতেছি যে ধর্ম্ম বলিলে বাহিরের দেবতার আরাধনা বুঝায়' ধর্ম্ম বলিলে কতকগুলি অর্থ-বিহীন অনুষ্ঠান বুঝায়। এখন জানিতেছি প্রেমের ধর্ম্মের কত সুখ! তবু কি এ পাষণ্ডের প্রেম আছে? প্রেম কই? প্রেম ভক্তি ত নাই, একটু আভাস মাত্র প্রাণে যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহাতেই এত সুখ, এত তৃপ্তি, আর প্রভুকে বাহিরে রাখিতে ইচ্ছা হয় না। পৌত্তলিকতা তুমি বিদায় হও, তুমি আমার বন্ধু নও, তুমি আমাকে বল যে আমার প্রভুকে বাহিরে ভাবিতে হইবে। এমন কথা যে বলে আমি তাহার কথা শুনিব না। তিনি বাহিরে থাকিবেন ইহা প্রাণ সহ্য করিবে না। তিনি হৃদয়েশ্বর আমার হৃদয়ে থাকিবেন।

সদুক্তি-সংগ্রহ।

কোন একজন অপরাধীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার জন্য, বিচারালয় হইতে সমন বাহির করা হয়। অপরাধী দূর হইতে আদালতের পেয়াদাকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল! পেয়াদাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীতে লাগিল। কিন্তু ঐ অপরাধী দ্রুতবেগে, যে আদালত হইতে সমন বাহির হইয়াছিল, তাহার শাসনসীমা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইয়া পেয়াদার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। পেয়াদা তখন পরাস্ত হইয়া ঐ অপরাধীকে বলিল, ভাই এখন আর তোমাকে ধরিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই, তবে এস বিদায় হই; এই বলিয়া আপনার হস্ত প্রসারিত করিল। অপরাধী যাই, স্বীয় করে তাহার কর ধৃত করিয়াছে অমনি সে একটু জোরে তাহাকে আপন সীমায় টানিয়া আনিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল ভাই, এখন তুমি আমার ক্ষমতাধীন হইলে।" পাপ প্রলোভনের ভয়ে অনেকে এইরূপে ছুটিয়া স্বর্গের সীমায় দাঁড়ায়, কিন্তু আবার পাপের হাতে পতিত হয়। মনুষ্য যেন কখনও আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ না ভাবে।

এক দিন একটী খৃষ্টীয় রমণী কাষ্ঠ অগ্নি এবং জল লইয়া রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন; পথে এক যাজকের সহিত উহার সাক্ষাৎ হইল। ধর্ম্ম যাজক ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি জন্য এবং কোথায় ঐ কাষ্ঠ অগ্নি এবং জল লইয়া যাইতেছেন, রমণী বলিলেন যে "এই কাষ্ঠ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমি স্বর্গ পোড়াইব; আর এই জল দ্বারা নরকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিব সংকল্প করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে এ সংসারে এমন কে আছে, যে পুণ্যবলে স্বর্গের পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারে; অথবা এমন নিষ্কলঙ্ক জীবন কে যাপন করিতে পারে যে একটুকুও পাপ করিবে না, এবং তৎকলঙ্ক দ্বারা নরকাগ্নিতে পুড়িবে না? ঈশ্বরকে হৃদয় মনের সহিত ভাল বাসিব, তাঁহার দিকে যাইয়া সাধ্যমত যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব—স্বর্গও জানি না নরকও জানি না"।

ধর্ম্মযাজক এই রমণীর জ্ঞানগর্ভ কথায় বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

সুখ উষা।

(প্রাপ্ত)

বিষাদ আঁধার ঢাকা হৃদয়কাননে মোর
ও কি শুনি তান ?
বহুদিন পরে আজি, উষার আলোকে কিরে
পাখী গায় গান ?
সুদূর বিমান হতে ভুলে কিরে রবিকর
আসিলি হেথায় ;
সুদূর কাননে পাখী ! বুঝি উড়ে যেতে পথে
গান গেয়ে যায়।
দুঃখীর ললাট প্রান্তে সিত সমীরণ আসি
আজি পরশিল !
নরকে স্বরগ শোভা আচম্বিতে কেন হায়
আজি দেখা দিল ?
বড় ঘন মেঘময় আকাশে স্বরযভাতি !!
ওহে প্রেম রবি,
আঁধারে আলোক রেখা ; বিষাদে হরষদান
কাঁদে আজি কবি !!
পরাণের চারি ধারে, শিশিরে ভিজিয়া গেছে
বহুদিন পরে ;
প্রতি শিশিরের কণা, শত ক্ষুদ্র সূর্য্যসম,
শোভে রবিকরে।
আজি তবে গাও পাখী, বহ বায়ু, ফোট ফুল,
এসুখ উষায় ;
বহুদিন পরে যদি হেরিলি রবির কর,
ভুলিস্‌নি তায়।

সমালোচনা।

মুক্তাহার—গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছেন, আমরাও তাহা স্বীকার করি। আমাদের দেশে এখন ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কবিতার বড়ই অপ্রতুল। আমরা আরও বলি যে ঐ প্রকার কবিতা সকল দেশেই বড় বিরল। ইহার কারণ এই যে একজন প্রেমিক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সুকবি না হইলে উক্ত প্রকার কবিতা প্রস্তুত হইতে পারে না। Youngসাহেবের Night Thoughts অতি উচ্চ ভাবপূর্ণ ; কিন্তু তবুও তেমন হৃদয়গ্রাহী নয়। ধর্ম ভাবের কবিতা লেখা বড়ই শক্ত কথা। মুক্তাহারের কবিতাগুলি অনেক স্থানেই কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ; কবিতা গুলিতে ধর্ম্মভাবের ও সমাবেশ হইয়াছে। কিন্তু কবিত্ব এখনও যেন তেমন খোলে নাই। ধর্ম্মভাব এখন ও যেন তেমন গাঢ় হয় নাই—যে হৃদয়স্পর্শী হইবে। তবে লেখক যদি এ ব্যবসা না ছাড়েন তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুকবি হইতে পারিবেন। ভগবান করুন যে ভবিষ্যতে তাঁহার সুকবিতা গাঢ় ধর্ম্মভাব দ্বারা অনুরঞ্জিত হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

কিছুদিন হইল ঢাকার নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের মাননীয় বন্ধু জগদ্বন্ধু লাহা মহাশয় তত্রত্য ছাত্র সমাজে "আধ্যাত্মিক উন্নতি" সম্বন্ধে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন আমরা তাহার নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথমতঃ আমাদের জানা আবশ্যক আত্মা কি ? যেরূপ জ্ঞান, হৃদয়, বিবেক প্রভৃতি এক একটী বৃত্তি, সেইরূপ আত্মাও আমাদের একটী বৃত্তি। আত্মা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পূজা, তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করি। জ্ঞান আমাদিগকে সত্যানুসন্ধান এবং তত্ত্বানুসন্ধানে সক্ষম করে ; হৃদয় আমাদের অন্তরে প্রেম, ভক্তি, জন সাধারণের হিতকামনা ভালবাসা প্রভৃতির সঞ্চার করে ; বিবেক আমাদিগকে ন্যায়ান্যায় বিচার, এবং সদ্বৃত্তির অনুসরণ ও অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম করে ; এবং আত্মা আমাদিগকে ধর্ম্ম বন্ধনে বাঁধিয়া পরমাত্মার দিকে লইয়া যায়। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত সকল ধর্ম্মেতে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারাও আত্মার বর্ত্তমানতা স্বীকার না করিয়া পারেন না। গভীর দার্শনিকেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে মনুষ্যের অন্তর মধ্যে একটী প্রবল বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তিই মনুষ্যকে ধর্ম্মের দিকে পরিচালিত করে। আমরা সভ্য সমাজেই নেত্রপাত করি, অথবা অসভ্য সমাজেই নেত্রপাত করি, সকল সমাজেই ধর্ম্মের বর্ত্তমানতা পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্য জগতে অবস্থিতি করিতে পারে না। আত্মা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ; এবং অন্যান্য বৃত্তি নিচয়ের সহিত ইহার খুব নিকট সম্বন্ধ। আমরা কোন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বৃত্তি নিচয়ের সাহায্যে কার্য্য করিতে পারি না। আত্মা আমাদিগকে ঈশ্বরের ভাব দেয় ; জ্ঞান সেই ভাব সমূহকে পরিস্ফুট করে। অজ্ঞানতা দ্বারা পরিচালিত আত্মার অনুসরণ করিয়াই পৌত্তলিকতার সৃষ্টি। আমরা ইহা সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারি যে আমরা যদি জ্ঞানহীন হইয়া কেবল আত্মার অনুসরণ করি, তবে আমাদিগকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া ঘোরতর অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়। যতই জ্ঞানদ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া আত্মা বিকসিত হয়, ততই আমাদের মনে ঈশ্বরের ভাব পবিত্র এবং উন্নত হইতে থাকে। সেই প্রকার হৃদয় পবিত্র এবং উন্নত না হইলে নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহ প্রবল হইয়া মনুষ্যকে পশু করিয়া ফেলে। হৃদয় উন্নত এবং পবিত্র হইলে প্রেম, ভক্তি, দয়া, ভালবাসা প্রভৃতি আসক্তি নিচয়কে

পরিস্ফুট এবং প্রেমময় প্রাণরূপী পরমেশ্বরে আরোপিত করে। আমাদের যদি বিবেক না থাকে, তবে আমাদের মনোমধ্যে নানা প্রকার দূষিত ভাব আনীত হয়; এবং আমাদের নীতি ও কার্য্য প্রণালী ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেবল ধর্ম্মমতে বিশ্বাস এবং কতকগুলি বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইতে পারে না; তাই আমাদিগকে ঠিক ন্যায় পথে চালাইয়া ধর্ম্মে স্থির রাখিবার জন্য বিবেকের প্রয়োজন। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইলে বিবেক ভিন্ন কদাপি সাধিত হইতে পারে না।

এই সমুদায়ের প্রত্যেকের উন্নতি না হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইতে পারে না; কেননা আমরা একটী ছাড়িয়া অপর কোনটীর উন্নতি করিতে পারি না, কাজেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে এ সমুদায়েরই উন্নতির প্রয়োজন।

এখন কিরূপে এ সমুদায়ের উন্নতি হইতে পারে তাহা দেখা আবশ্যক। আমাদের আত্মার স্বাধীনতার অভাব, আত্মার উন্নতির একটী মূল প্রতিবন্ধক। আমরা যদি আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কোন মধ্যবিন্দু স্বীকার করি, অর্থাৎ কোন মনুষ্য কিম্বা কোন প্রকাশিত পুস্তক বা মতকে অভ্রান্ত মনে করি,—তাহা হইলে আমাদের আত্মার স্বাধীনতা থাকেনা; কেননা যাহা আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে এবং যাহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদিগকে অপরের মুখাপেক্ষী ও অপরের সাধনা প্রত্যাশী হইতে হয়; অপরে আমাদের আত্মার আহার যোগাইবে, এরূপ পরপ্রত্যাশী হইতে গেলে আমাদের আত্মার পুষ্টিসাধনের সম্ভাবনা থাকে কোথায়?

স্বাধীনতা না থাকিলে প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। যতই আমরা কোন ব্যক্তি বা পুস্তককে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি যাই, ততই আমাদের মত অন্যের মতের অধীন হইয়া ক্রমে দূষিত হইতে আরম্ভ করে; এবং এই রূপেই জনসমাজে দূষিত মত প্রবেশ করে। আমরা যদি মূলসত্য ভুলিয়া কেবল ধর্ম্মানুষঙ্গিক কতগুলি অনুষ্ঠান নিয়াই ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি ধর্ম্মেতে এবং ঈশ্বরেতে থাকেনা। অনুষ্ঠান কেবল ধর্ম্ম সাধনের সাহায্য করে মাত্র; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অনুষ্ঠান ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে সেই মুহূর্ত্তেই সমাজের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম্ম ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার আদেশ পালন। ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মেতে পার্থক্য থাকা উচিত। যতই ধর্ম্মমত বিশুদ্ধ হইবে, ততই উন্নতি হইবে। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে আমাদের মত অসম্পূর্ণ। একজনের মতের সহিত অন্যের মত না মিলিতে পারে; আমরা এখন যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, অপর কেহ সেই মতের বিরুদ্ধচারী মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য মতভেদে একে অন্যের উপর সঙ্কীর্ণমনা হওয়া উচিত নহে। যদি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করি, এবং ঈশ্বর জীবন্ত রূপে আমাদের প্রাণে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও হৃদয়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি, তবেই আমাদের আত্মার উন্নতি সাধন হয়। এইরূপ কার্য্য, বিশ্বাস এবং উপলব্ধি দ্বারা সহজেই আমাদের প্রীতি, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি তাঁহাতে নিবিষ্ট হইবে। আমরা যদি অনন্ত ঈশ্বরকে জীবন্ত জলন্তভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্তি হইবে। এবং আমরা যদি সকল কার্য্য ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়া করি, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা হইবে এবং তবেই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। তজ্জন্য আমাদের সাধনার প্রয়োজন সাধনা ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারেনা।

আগামী শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন ৪৫ বেনেটোলা লেনে হইবে। সভাগণ উপস্থিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

কলিকাতার ছাত্রসমাজের কার্য্য এ বৎসরের মত বন্ধ হইল। ছাত্রগণের পরীক্ষা উপস্থিত। বিগত রবিবার এই সমাজের বর্ষ শেষের উপাসনা হয়। তদুপক্ষে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "আমাদের সংগ্রাম ও আমাদের পরীক্ষা" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন বিগত ৫০ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ চারিটী নূতন সত্য ও নূতন ভাব এদেশে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। (১ম) সত্যস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রীতি ও বিশ্বাসের দ্বারা অর্চনা করাই মানবের মুক্তির উপায় (২য়) সংসার জনসমাজ ও বিষয় বাণিজ্য এ সকল ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল নয় বরং অনুকূল। (৩য়) আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার চক্ষে মানুষ মানুষের ভাই। (৪র্থ) মানব-চিন্তা ও মানব-বিবেক স্বাধীন, ইহাদের অধিকার কেহ হরণ করিতে পারে না। ছাত্রসমাজে বিশেষ ভাবে কয়েক বৎসরে চারিটী সত্য প্রচার করা হইয়াছে। (১ম) পরমেশ্বরকে লাভ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। (২য়) ধর্ম্ম সংস্কারই সামাজিক রাজনৈতিক সকল সমাজের ভিত্তি, (৩য়) মানবের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা সামাজিক উন্নতির প্রতিকূল না হইয়া বরং অনুকূল। (৪র্থ) হৃদয় মনের উন্নতিই আমাদের সকল প্রকার শিক্ষার চরম লক্ষ্য। এই মহাসত্য গুলি প্রচার করিতে গিয়া দেখিতেছি, যে বহুশতাব্দী ধরিয়া দুর্নীতি, সামাজিক কুপ্রথা, ও কুসংস্কার রাজনৈতিক দাসত্বে বাস করিয়া আমাদের আত্মার বল বীর্য্য এতদূর নষ্ট হইয়াছে যে এই সকল সত্য প্রচারের উপযোগী উদ্যম আমাদের চিত্তে জন্মিতেছে না। তত স্বার্থ নাশের শক্তি আমাদের নাই। দেশের লোকের চিত্তেও এ সকল সত্য শীঘ্র স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ এমন সমাজ নাই যেখানে এই সকল উন্নত ভাব আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। আশ্রয় ভূমির অভাবে এ সকল সত্য প্রচারিত হইয়াও অনেক মারা পড়িতেছে।

কিছুদিন হইল পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় ধর্ম্ম প্রচার মানসে গুজরাণওয়ালা নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে ৫ দিন পুরুষদিগের সভাতে ও তিন দিন স্ত্রীলোকদিগের সভাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণার্থ এত লোক আকৃষ্ট হইত যে স্থানাভাবে অনাবৃত ক্ষেত্রে সভা করা আবশ্যক হইত। এমন কি এক একটী সভাতে দুই সহস্র লোক উপস্থিত হইত। মহিলাগণের সভাতে ৩০। ৩৫ হইতে ৭০। ৮০ পর্য্যন্ত ভদ্র মহিলা উপস্থিত হইতেন। আমরা একজন বন্ধুর পত্রে জানিলাম যে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতাতে সেখানকার সকল শ্রেণীর লোকের মনে প্রবল ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে আরও জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু অগ্নিহোত্রী মহাশয় পুনরায় লাহোর নগরে সকার্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। পাঞ্জাবের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, তাহাতে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সাহায্যের জন্য আরও লোকের প্রয়োজন। কিন্তু লোক কোথায়?

লাহোর হইতে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে থিওসোফিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীযুক্ত হিউম সাহেব তাঁহার প্রণীত "অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ নাই।" এতন্নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ৫০খণ্ড লাহোর ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন। এই সদাশয়তার জন্য আমরা হিউম সাহেবকে অন্তরের সহিত প্রশংসা করি।

রঙ্গপুরের বন্ধুগণের অনুরোধে প্রকাশ করা যাইতেছে, যে কাকিনাধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য এককালিন ১২ টাকা দান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সমাজের ব্যবহার জন্য দুইটী সেজ ও ২টী বেল লণ্ঠন দান করিছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চেষ্টাতে রঙ্গপুরে একটী ছাত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ ছাত্র সমাজের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। আমাদের সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি কোন কার্য্যোপলক্ষে রঙ্গপুরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি রঙ্গপুর ছাত্রসমাজে ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাস স্বভাবসিদ্ধ" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। পত্র প্রেরক বলেন যে বক্তৃতা শুনিয়া ছাত্র কেন অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম উড়িষ্যা প্রদেশের কেন কেনান নামক স্থানে একটী এবং মামুদপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। জগদীশ্বর শিশু সমাজ দুইটীকে দীর্ঘজীবী করুন।

মজঃফরপুরের ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের সমাজের জন্য একটী বাড়ী নির্ম্মাণের সংকল্প করিতেছেন।

এইরূপ স্থির হইয়াছে যে আগামী ২২এ,২৩এ এবং ২৪এ আশ্বিন আমাদের উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনা হইবে। সোমবার প্রাতে ৭ টার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে। মঙ্গলবার প্রাতে ৭টার সময় ব্রহ্মোপাসনা, এবং অপরাহ্নে বালকবালিকদিগের সম্মিলন ও উপাসনা। বুধবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হইবে। সমুদয় বঙ্গদেশের লোক যখন সামান্য ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতার অর্চ্চনাতে মাতিবেন, তখন কি ব্রাহ্মদিগের হৃদয় এদেশের জন্য কাঁদিবে না? তখন কি তাঁহারা মিলিত হইয়া সত্যস্বরূপের নিকট এই প্রার্থনা করিবেন না, যাহাতে পৌত্তলিকতার দিন এদেশ হইতে ত্বরায় অবসান হয়। আমরা আশা করি কলিকাতা বাসি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ এখন হইতে আগামী বিশেষ উপসনার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

কৃষ্ণনগর হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বহুদিন হইতে কৃষ্ণনগরে একটী "ব্রাহ্ম সমাজ" আছে। শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জলন্ত উৎসাহ, আন্তরিক চেষ্টা ও মহৎ আদর্শে এই সমাজ এক সময়ে সকলেরই দৃষ্টি (কেবল দৃষ্টি কেন?) কৃষ্ণনগর বাসীদিগের হৃদয় পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে উন্নতি স্থায়ী উন্নতি হয় নাই। নগেন্দ্র বাবুর কৃষ্ণনগর পরিত্যাগের পর হইতে বিগত কয়েক বৎসরের স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বড় শোচনীয়। মধ্যে মধ্যে দুই একটী উৎসাহী ব্রাহ্ম কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া, উন্নতির আভাস মাত্র দেখাইয়াই চলিয়া গিয়াছেন, লোকের হৃদয়ের উপর স্থত্ব কায়েম করিয়া যাইতে পারেন নাই।

যাহাহউক, আজকাল যেন কৃষ্ণনগরের যুবক সম্প্রদায়ের হৃদয়ের নিকট দিয়া এক নূতন ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সে স্রোত কয়েকটী যুবার হৃদয়ে গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত যেন স্পর্শ করিয়াছে। নূতন ভাবের তরঙ্গ দেখিয়া আমার মনে ও যেন নব আশার সঞ্চার হইয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য শক্তি চুপে চুপে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। আহা! দয়াময়ের কি আশ্চর্য্য কার্য্য, দেখিয়া অবাক হইতে হয়। কয়েকটী ছাত্র (জগৎ যাহাদিগকে বোকা, ক্ষেপা বলিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক হাসা করে) সমগ্র স্থানটীকে এক শুভ আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। কয়েক মাস হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা একটী "ব্রাহ্মসমাজ" সুচারু রূপে চলিয়া আসিতেছে। নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তাহারা কেবল সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন তাহাদের সহপাঠী ও অন্যান্য যুবকগণের ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদের প্রাণপণ যত্ন এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র সত্য প্রচার করিবার জন্য তাহাদের হৃদয়ে প্রবল তৃষ্ণা। সত্য সত্যই এটী বড় মঙ্গলের চিহ্ন। পরমেশ্বর এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাদিগকে বল বিধান করুন, শুভ কার্য্যে ইহাদের সহায় হউন।

শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণনগর আসিয়া ইহাদিগকে মহা উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। "মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা" সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতাটী দিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সুন্দর, সুদীর্ঘ এবং হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল। ভরসা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইহাদি-

দিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। মধ্যে মধ্যে প্রচারক না আসিলে কৃষ্ণনগরের দুর্দ্দশা দূর হইবার নয়। এমন শুষ্ক স্থান বঙ্গে অতি বিরল।

প্রেরিত।

বিগত ২৩এ শ্রাবণ বাঘ আঁচড়া গ্রামে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহটী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ কোন অসুবিধা বশতঃ রেজিষ্টারি করা হয় নাই এবং তাহা ভবিষ্যতে কুফলে পরিণত হইতে পারে, ভাবিয়া মহাশয় ১লা ভাদ্র তারিখের তত্ত্বকৌমুদীর ১০৫ পৃষ্ঠায় যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দূর করিবার এখন বেশ সুযোগ।

১৮৭২ সালের ৩ আইন সংশোধন হইবার আন্দোলন হইতেছে, এই আইনে নিম্নলিখিত ভাবে একটী বিধি হইলে বোধ করি সব দিক্ বজায় থাকিতে পারে।

যিনি ব্রাহ্ম বিবাহ উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করিবেন তাঁহার প্রতি রেজিষ্টারের ক্ষমতা থাকিবে এবং তাঁহার স্বাক্ষরিত একটী ফারম কলিকাতায় কিম্বা এক এক প্রভিন্সের রেজিষ্টারের আফিসে প্রেরিত হইলে দায় ভাগ ইত্যাদির মর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারিবে। এরূপ বিধি হইলে রেজিষ্টারী আফিষ অন্বেষণে ব্রাহ্মদিগকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে না এবং অনেক প্রকার অসুবিধা দূর হইবে।

যত দিন ভারতবর্ষে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ চিরপ্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন এরূপ একটী বিধি অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের বিবাহ স্থানে স্থানে হইলে, আমরা যে নূতন পদ্ধতিতে বিবাহ দিতেছি তাহা অনুকরণীয় কি না, দর্শকেরা আলোচনা করিতে সমর্থ হইবেন। এই শুভ কর্ম্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও প্রচার হইবে ও গরিব ব্রাহ্ম অনেক ব্যয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে। নতুবা ব্রাহ্মেরা কেবল আইনের অনুরোধে একটী সুন্দর আমোদ আহ্লাদ হইতে স্থানীয় বন্ধুবান্ধবগণকে বঞ্চিত করিতে এবং প্রচার কার্য্য আংশিক রূপে বিড়ম্বিত করিতে বাধ্য হইবেন এবং পরিণামে পুরাতন পদ্ধতি নির্ম্মূলিত করিতে কাল বিলম্ব হইবে।

মতিহারি ১১ই সেপ্টেম্বর। শ্রীউমাচরণ ঘটক।

ভ্রম সংশোধন।

গত ১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের যে দান প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতে একটী বন্ধু কলিকাতা ১০০্ এক শত টাকা হইবে। এস্থলে ভ্রম বশতঃ ১০্ দশ টাকা ছাপা হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮৩সালের ৯ম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য		৪৪৫।০
বার্ষিক	৩৭৯্	
মাসিক	৬৮।০	
	৪৪৫।০	
প্রচার কার্য্যের দাতব্য		২২৮৷৷১৫
বার্ষিক	১্	
মাসিক	১৯৬৵০	
এককালীন	৩১৷৵১৫	
	২২৮৷৷১৫	
শুভকর্ম্মের দান		৩্
পাথেয় হিসাবে		৩৭্
পুস্তক বিক্রয় নগদ		১৩১৶১০
পুস্তক হিসাবে সাবেক		৭৫৵০
পুস্তকের কমিসন		।/০
কর্ম্মচারীর বেতন		২৪্
জন্মের রেজিষ্টারি ফি		১।০
		৯৪৫৷৷৶৫
অপরের পুস্তক হিসাবে		২৩৵১৫
গচ্ছিত		৫৯৸৵১০
		১০২৮৸১০
গত কোয়াটারের স্থিত		৭৯৷৶
		১১০৮৶১০

ব্যয়।

প্রচার হিসাবে	১৭২।/১০
বিবিধ ব্যয়	১২৷৷/৫
পুস্তক হিসাবে	১৭৷৷/৫
কর্ম্মচারীর বেতন	১২৩৷৵০
ডাক মাশুল	৬৷৵১৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	৩৸৶
পাথেয়	৩২৶০
তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক	১০৮্
শুদ হিসাবে	৫৮্
ঋণ শোধ	১০০্
	৬৩৪।৵১৫
অপরের পুস্তক হিঃ	১৯৷৷/১০
গচ্ছিত শোধ	৩২৸৶০
	৬৮৬৸৶৫
স্থিত	৪২১৶৫
	১১০৮৶১০

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ৮১ নং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১৭ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক বুধবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵৹

প্রার্থনা।

হে জগদীশ! আত্মবলের উপর যে নির্ভর করে তাহাকে নিরাশার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যখন চারিদিকের অবস্থা প্রতিকূল হয়, যখন তাহার মনের অভিলষিত বিষয় সকল নষ্ট হইতে থাকে, যখন তাহার সহস্র চেষ্টা বিফল হইতে থাকে, যখন তাহার সকল প্রকার আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়, যখন তাহার হৃদয়ের অতি উচ্চভাবও লোকে গ্রহণ করিতে পারে না, বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করে তখন তাহার চিত্ত ঘোর নিরাশাতে পতিত হয়; সে আর আপনার মনের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে পারে না? "আমার দ্বারা বুঝি আর কিছু হইল না" এইরূপ ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার উদ্যম বা উৎসাহ আর থাকে না। কিন্তু তোমার কার্য্য সাধনে তোমার কৃপা ও সাহায্যের উপর যে একান্ত ভাবে নির্ভর করে তাহার চিত্ত কখনও নিরাশ হয় না। নিরাশার ঘন অন্ধকার মধ্যে সে তোমারই চরণ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। অন্ধকার যত গাঢ় হয় তাহার নির্ভর ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উদ্যম এবং শ্রমশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রভো! আমাদের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা তোমার কাজ করিতে গিয়া তোমারই উপর নির্ভর করিতে পারি। যেন আমরা বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তোমার কৃপাকে ভরসা করিয়া তোমারই কাজে পড়িয়া থাকিতে পারি।

স্কটলণ্ড দেশের সুবিখ্যাত ধর্ম্ম সংস্কারক জন নক্স পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের প্রতি খড়্গ ধারণ করাতে, তাঁহার স্বদেশ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনেক ধনী ও সুভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরোধী হইয়া তাঁহার প্রাণ হানি করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থায় নক্স স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের সুইজরলাণ্ড প্রভৃতি দেশে তত্রত্য ধর্ম্মসংস্কারকদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিলেন। সেখানে সম মতাবলম্বী লোকদিগের সহবাসে তাঁহার বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরাগ আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল. পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার এরূপ প্রবল বিদ্বেষ ছিল যে এক সময়ে তিনি উক্ত অপরাধে বন্দীকৃত হইয়া অপরাধের কয়েদীদিগের সহিত জাহাজে নীত হইয়াছিলেন। ঐ জাহাজে একদিন একজন রোমান কাথলিক পুরোহিত যীশু জননী মেরীর একটী প্রতিমা লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"অভিবাদন কর।" নক্স তখন কয়েদী, তিনি পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ অপরাধেই বন্দীকৃত হইয়াছেন, তথাপি ঐ ব্যক্তি যখন তাঁহাকে বার বার বিরক্ত করিতে লাগিল, তখন তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার হস্ত হইতে ঐ দেবমূর্ত্তি চাহিয়া লইলেন এবং সাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "প্রভুর জননী সন্তরণ করুন।" ইহাতে তাঁহার প্রতি পুরোহিতগণের এবং তাঁহার ধর্ম্মান্ধ বিপক্ষগণের আক্রোশ যে শতগুণ বৃদ্ধি হইল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যাঁহারা পৌত্তলিকতা ও তাহার অনিষ্ট ফলের প্রতি একাগ্র চিত্তে অধিক কাল চিন্তা করেন, তাঁহাদের অন্তরে পৌত্তলিকতার প্রতি এইরূপ বিদ্বেষ বৃদ্ধি উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক ব্যক্তিগণ বিদ্বেষ বুদ্ধিকে দমন করিয়া সত্যের দ্বারা অসত্যের পরাজয় করিবার প্রয়াস পান।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র সকলের আদেশ এই "সস্ত্রীকো ধর্ম্ম মাচরেৎ।" সস্ত্রীক হইয়াই ধর্ম্মাচরণ করিবে। এই ভাব হিন্দু শাস্ত্র মধ্যে এত প্রবল যে রামচন্দ্র সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া যখন যজ্ঞারম্ভ করিলেন তখন স্বর্ণ সীতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইল। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এই প্রাচীন কালের অতি পবিত্র ভাব এখনও প্রকৃত ভাবে প্রবেশ করে নাই। অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পত্নীকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ও ব্রহ্মোপসনার পবিত্র আনন্দের অংশ দিতে ইচ্ছুক নন। অনেক ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান নাই। উপাসনাস্থলে স্ত্রীদিগকে লইয়া গেলে লোকে নিন্দা করে, এই লোক-

নিন্দার ভয় তাঁহাদের মনে এত প্রবল যে তাহারা সেই কারণে একটী গুরুতর কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত করিয়া থাকেন। কিন্তু সস্ত্রীক ও সপরিবারে বিশ্ব-বিধাতার নাম করিতে যে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দ তাহা যাহারা অনুভব করিয়াছেন, তাহারা আর কখনই স্বীয় পরিবার পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের আরাধনা করিতে পারেন না।

মহাত্মা লুথারের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে তিনি যখন রোমান কাথলিক আশ্রমে থাকিয়া ভজন সাধনে দিন অতিবাহিত করিতেন, তখন তাহার বিবাহকে অতি নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া জ্ঞান ছিল। কিন্তু তিনি যখন বিবাহ সম্বন্ধের পবিত্রতা ও মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন তাঁহার মনে গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি প্রবল রূপে অনুভব করিতে লাগিলেন যে মানব হৃদয়ের উন্নতি ও মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই জগদীশ্বর উক্ত পবিত্র সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন। সস্ত্রীক হইয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, এই সংস্কার তাহার হৃদয়ে এত প্রবল হইয়াছিল, যে তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু আসিয়া যদি হঠাৎ তাহাকে পরলোক যাত্রার আয়োজন করিতে বলিত, তাহা হইলে তিনি দুই এক দিনের সময় লইয়া একটী সাধুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা নারীকে শয্যার পার্শ্বে আনিয়া বিবাহ করিয়া তবে মরিতেন।'' যাঁহারা প্রীতি ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে জন সমাজকে ও মানবের সম্বন্ধ সকলকে দেখিবেন, তাহারা বিবাহের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপার হস্ত দেখিতে পাইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? প্রকৃত বিশ্বাসচক্ষে না দেখাতে মানব সমাজে বিবাহ সম্বন্ধ কি নীচ ভাব ধারণ করিয়া আছে! এতদ্দ্বারা হৃদয়কে উন্নত না করিয়া কত লোকের হৃদয়কে সাংসারিকতা ও মোহের গর্ত্তে লইয়া ফেলিতেছে।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে কত লোক দেখিলাম যাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বে ধর্ম্মোৎসাহ ও স্বার্থনাশের কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন? তখন তাহাদের মুখজ্যোতিতে, জ্বলন্ত উৎসাহে কত লোকের নিরুৎসাহ ও জড়তা দূর হইত। তাহারা বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে কত কঠিন সঙ্কট সকল অতিক্রম করিতেন এবং নির্ভয়ে ধর্ম্মসাধন করিতেন। তাহারা যখন পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন বন্ধু বান্ধব সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে ব্যক্তি সংসার-তরঙ্গের মধ্যে একাকী আছে, তাহার যদি এক জন সঙ্গিনী হয়, তাহার উৎসাহ আরও কত গুণ বর্দ্ধিত হইবে, সে আরও কত উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে রত হইবে। কিন্তু হায়! বিবাহের কিছু দিন পরেই জানা গেল, যে বন্ধুবান্ধব যে ফলের আশা করিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত ফল ফলিতেছে। তাহাদের জীবনে স্বার্থপরতা, সুখাসক্তি, প্রভৃতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতি আর সেরূপ অনুরাগ নাই, পরোপকারের প্রবৃত্তি আর সেরূপ প্রবল নাই; সংসারের ক্ষতি লাভের গণনা বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। তাহারা নামে ঈশ্বরের ধর্ম্মসমাজকে আশ্রয় করিয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের প্রাণ সংসারের সেবায় রত হইয়াছে। বিবাহবন্ধন অনেক স্থলে ব্রাহ্ম-জীবনের এরূপ হীনতা হইল কেন? ইহার কারণ কেবল এই, যে সকল রমণীর সহিত তাহাদের পরিণয় হইয়াছে, তাহাদের প্রাণে স্বর্গীয় ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই। তাহাদের হৃদয় মন সঙ্কীর্ণ। পতিগণ তাহাদিগের দ্বারা শাসিত সুতরাং তাহাদের ও জীবনে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে পত্নী ধর্ম্মানুরাগিনী ও উৎসাহশালী সে স্থলে বিবাহের অতি সুন্দর ফল ফলিয়াছে। তাহাদের পরিবারগুলি ব্রাহ্মসমাজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছে

মেদিনীপুরে আমেরিকা দেশীয় ফ্রী বাপ্টিষ্ট নামক খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের একটী প্রচার ক্ষেত্র আছে। উক্ত প্রচারক্ষেত্রে অনেকগুলি খ্রীষ্টীয় পুরুষ ও মহিলা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করিতেছেন। ইহারা যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত ও যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহারা মেদিনীপুর জেলার প্রান্তস্থিত জঙ্গলে সাঁওতালদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। ঐ সকল সাঁওতাল জাতির অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের একখানি বার্ষিক কার্য্য বিবরণে দেখা গেল যে, খ্রীষ্টীয় সাঁওতালগণ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মালয়ের ও আচার্য্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেকে স্বীয় মাসিক আয়ের দশ ভাগের একভাগ দিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহার মাসিক আয় ১০্ টাকা সে ১্ টাকা দিয়া থাকে। এই অরণ্যবাসী দরিদ্র সাঁওতালদিগের অবস্থা কিরূপ তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে অনুভব করা যায় না। সামান্য কৃষি ও পশুপালন দ্বারা ইহারা অতি ক্লেশে দিন যাপন করিয়া থাকে। সেই আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ নিজ ধর্ম্ম সমাজের সাহায্যার্থ দেওয়া কিরূপ কঠিন কথা তাহা একবার ব্রাহ্মগণ কল্পনা করিয়া দেখুন। তৎপরে নিজ নিজ অন্তরে চিন্তা করিয়া দেখুন যে তাঁহারা কত জনে স্বীয় স্বীয় আয়ের বিংশতি ভাগের একভাগও ব্রাহ্মসমাজের নানা প্রকার কার্য্যের জন্য দেন কি না? যে ধর্ম্মকে তাঁহারা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছেন, যে ধর্ম্মে তাঁহাদের মুক্তি হইবে বলিয়া মনে করেন, যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করা প্রাণপনে কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার জন্য যদি নিজ আয়ের বিংশতি ভাগের একভাগও দিতে প্রবৃত্তি না হয়, তবে আর তাহারা কোন মুখে অপরকে এই ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিবেন? তাহারা বলিবে,—"যদি তোমরা এই ধর্ম্মকে বাস্তবিক মহৎ বস্তু মনে করিতে তাহা হইলে ইহার প্রচারের জন্য তোমাদের আরও উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ দৃষ্ট হইত। তোমরা যাহার জন্য নিজ আয়ের বিংশতি ভাগের একভাগও ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নও সে জন্য অন্যকে ক্ষতি স্বীকার করিতে বল কেন?" অসভ্য, বর্ব্বর,

দীন দরিদ্র সাঁওতালদিগের দ্বারা যাহা হইতেছে, সুসভ্য, অভিমানী ব্রাহ্মদিগের দ্বারা তাহার অর্দ্ধেকও হইতেছে না। ইহার পর ব্রাহ্মেরা যদি দীর্ঘ দীর্ঘ কথা বলেন তাহাতে কে বিশ্বাস করিবে।

বালকদিগের নাটকাভিনয় সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই। তবে বোধ হইতেছে যে একটী বিষয়ে আমাদের কোন কোন পাঠকের কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে সে ভ্রমটী দূর করা আবশ্যক। আমরা "গার্হস্থ্য ও সামাজিক নীতি" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে কোন স্থানেই এরূপ বলা হয় নাই, যে অভিনয়ের দ্বারা বালকবালিকাদিগের নীতিশিক্ষার উন্নতি বা সাহায্য হয়। সে প্রবন্ধের বক্তব্য এইমাত্র ছিল, যে পরিবার ও সমাজ এমন স্থান হইবে, যে সেখানে তাহাদের হৃদয় মন সুখী থাকিবে। তন্মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ ও ক্রীড়া থাকা একান্ত আবশ্যক এবং তাহাতে পিতা ও অভিভাবকগণের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে সামাজিক ও পারিবারিক নীতি রক্ষার সাহায্য হয়। ইহার অতিরিক্ত বা অধিক কিছুই বলা হয় নাই। অভিনয় সম্বন্ধে এইমাত্রই প্রকাশ করা হইয়াছিল, যে পিতা মাতা গুরুজনের সমক্ষে সুনীতিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার অভিনয় করা নির্দ্দোষ আমোদ মাত্র। তাহাতে ভয় পাইবার বিশেষ কারণ নাই। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন, যে আমরা অভিনয়কে ধর্ম্ম বা নীতি প্রচারের বা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের একটী শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করি। তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মাচার্য্যের বেশ ত্যাগ করিয়া নটের বেশ ধারণ করিতাম। তাহা হইলে যাহারা নিত্য রঙ্গভূমিতে গতায়াত করে তাহারা সুনীতিপরায়ণ লোকদিগের অগ্রগণ্য হইত। রঙ্গভূমির আমোদ ততক্ষণ নির্দ্দোষ যতক্ষণ লোকে ইহার জন্য গুরুতর কার্য্যের ব্যাঘাত না করে, কিম্বা যতক্ষণ অভিনীত বিষয় সকল ও অভিনেতাগণ সুরুচির সীমা অতিক্রম না করে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত মত কি সে বিষয়ে যেন পাঠকগণের ভ্রান্ত ধারণা না থাকে।

"ধর্ম্ম ও মানব প্রকৃতি।"

(অবশিষ্ট)

ধর্ম্ম সকলেরই নিজস্ব। সকলেরই হৃদয় কন্দরে ইহা বীজাকারে নিহিত। তবে ইহাকে বিকশিত হইবার অবকাশ দেওয়া চাই, নচেৎ কৃপণের ধনের ন্যায় ইহা চিরকাল নিহিত অবস্থায় থাকিয়া যাইতে পারে। এই ধর্ম্ম বীজকে অঙ্কুরিত করিতে, এই অমূল্য রত্নকে প্রকৃতির গভীর আবরণ হইতে বাহির করিতে অনেকে অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। অবস্থার দাস, সংসার চক্রে নিষ্পেষিত, যাহারা ধর্ম্মের কোন সংবাদ রাখিতে অবসর পায় না, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবার জন্য অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ বা পীর পেগম্বর সাজিয়াছেন, কেহ বা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কেহ তাঁহার প্রেরিত, কেহবা তাঁহার অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে যাহাই বলুন, বা করুন, মূল কথা তাঁহারা যে ধর্ম্মভাব রূপ মহা রত্ন হৃদয় কন্দরে লাভ করিয়াছিলেন, মানুষকে তাহার অংশী করিবার জন্য ঐরূপ ঈশ্বর নামের মোহরাঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ধর্ম্মের মহাজন ছিলেন তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু প্রত্যেকে যত দিন না নিজ প্রকৃতির মধ্যে ধর্ম্ম রত্ন আহরণ করিতে শিখিবে, যত দিন না তাহার দৃষ্টি বাহির হইতে অন্তরে প্রবিষ্ট হইবে এবং সকল আবরণ ও জটিলতা ভেদ করিয়া স্বপ্রকাশ আত্মাতে গিয়া পৌঁছিবে সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বাহিরের জিনিষ থাকিয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত নানা ধর্ম্ম নানা ভাবে প্রচারিত হইল এবং পরিশেষে কেবল কতকগুলি ক্রিয়া কলাপ, যাগ যজ্ঞ, বাহ্য উপকরণ রাখিয়া সকলেই একে একে যেন মানুষকে ধর্ম্মের অনুপযুক্ত ভাবিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। শাক্য মুনির নির্ব্বাণ, ঈশার সেবা, চৈতন্যের প্রেম এখন কোথায় লুকাইল! এখন মানুষ বহির্বিষয়েই ব্যস্ত, বাহিরের চাকচিক্যে মোহিত। শিল্প বিজ্ঞানের মহা কলরবে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত, এখন সে আর দুইদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিবার অবসর পায় না। কল্যকার বিষয় ভাবিবে কি অদ্যকার দুঃখ কষ্টে তাহার হৃদয় অবসন্ন। পরকালের বিষয় ভাবিবে কি? ইহকালের বিষয় কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে? এইরূপ কূটপ্রশ্নে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। নির্ব্বোধ মানুষ বুঝিল না যে অদ্য সে যাহা আহার করে, কল্য তাহা তাহার শরীরে রক্ত মাংসে পরিণত হয়, তাহার অদ্যকার চিন্তা কল্যকার জীবনের পত্তন ভূমি হয়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও মানুষ পরকালকে কেমন করে ইহকাল হইতে বিযুক্ত করিয়া ফেলে বুঝিতে পারি না। মানুষ এইরূপ বহির্বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আপনা হইতে এত দূরে আসিয়া পড়ে, যে সে আর আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না। হতচক্ষু বলীবর্দ্দের ন্যায় সে সংসার ক্ষেত্রে খাটিয়া মরে কিন্তু কেন খাটে তাহা জানে না। তাহার এই অজ্ঞতা, তাহার এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া ধর্ম্ম যে তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এ কথায় সে বিশ্বাস করে না। এইরূপ অবিশ্বাস করা কি মানুষের প্রকৃতি? কখনই না, ইহা তাহার প্রকৃতির বিকৃতি। তাহার এক দেশ-দর্শিতার দোষে তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। মানুষ বলিয়াই তাহার ধর্ম্মবলের প্রয়োজন। মানুষের দৃষ্টি জীবনের রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম বলিয়াই তাহার পক্ষে ধর্ম্মের আলোক আবশ্যক; এবং আবশ্যক বলিয়াই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাহার প্রকৃতিগত। জড়ের সঙ্গে মানুষ এক সময় জড় ছিল, পশুর সঙ্গে মানুষ পশু ছিল। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তির গুণে মানুষ দেব-পদবাচ্য। মানুষের ভাষা ও জ্ঞান, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান অসভ্য মানুষকে সুসভ্য করিয়াছে, দূরদেশকে নিকট করিয়াছে, আকাশে রাস্তা বানাইয়াছে, বিদ্যুৎকে বার্ত্তাবহ করিয়াছে

কিন্তু জীবন প্রহেলিকার মর্ম্ম ভেদ করিতে, প্রাণের গভীর পিপাসা মিটাইতে, মানুষকে দেবতার অধিকার দিতে ধর্ম্ম মানব প্রকৃতিতে প্রোথিত হইয়াছেন। অনুর্ব্বরা হৃদয়কে উর্ব্বরা করিতে, অনুন্নত চিত্তকে উন্নত করিতে, মানব প্রকৃতির মলিনতা ধৌত করিতে পাপন্নত ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে নির্ম্মল সলিলা ধর্ম্ম স্রোতস্বিনী চিরকাল মনুষ্য সমাজ দিয়া বহিয়া যাইতেছে

স্বীকার করি ধর্ম্মের নামে অনেক অসত্য পোষণ করা হইয়াছে, অনেক কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা ধর্ম্মের দোষে হইয়াছে না মানবপ্রকৃতির দোষে হইয়াছে? জলে বিষ মিশাইয়া পান কর সেই জল প্রাণ নাশের কারণ হইবে, তা বলিয়া জল পান না করিয়া কে কোথা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিয়াছে? চিরবহমানতাই যাহার বিশুদ্ধতার কারণ, তাহার উপর বাঁধ বাঁধিয়া কেন তাহাকে সঙ্কীর্ণ ভূমিতে বদ্ধ করিতে যাও? কেন তাহাতে আবর্জ্জনা জমিতে দেও? কেন ময়লা আনিয়া তাহার গর্ভে ঢাল? হা ধর্ম্ম! হা ঈশ্বর! তুমি কি মানুষকে ত্যাগ করিয়াছ, তোমার পক্ষে কি তাহা সম্ভব, তুমি কি তাহা পার? জড়ের সঙ্গে যে জড়ছিল, পশুর সঙ্গে যে পশু ছিল, আজ কেন তুমি তাহাকে এখানে আনিয়া দাঁড় করাইলে? তোমাকে তো সে জানিত না, জানিবার জন্য তোমার কাছে কাতরতা প্রকাশ করিত না, না জানিতে পারিয়া ছটফট করিত না—আজ যে সে আপনার কথায় আপনি চমকিয়া উঠিতেছে। দেহ মন্দিরে ঐ দৈববাণী কাহার? কে সে যে কথা কয়, কে সে যাহার জ্ঞান হয়? বল জগদীশ তুমি কে? মানুষকে কেন তুমি এত ভাল বাস। দেখাইয়াছ প্রভু দেখাইয়াছ—ভাই ভগিনী, জনক জননী দিয়া দেখাইয়াছ, তুমি মানুষকে কেমন ভাল বাস, সেই সকল অপরিশোধনীয় ঋণদায়ে মানুষ বদ্ধ হইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না, তার উপরে আবার একি নাথ! মহান্ সর্ব্ব শক্তিমান তুমি—পাপী, তাপী ক্ষুদ্রাশয় নীচ মতি মনুষ্য সন্তান অভাবে তোমার কাজ আটকায়! পাপীকে ছেড়ে তুমি থাকিতে পার না—তাই তোমার এই পাপীকে, চাই তা না হলে তোমার চলে না, এ কি কথা! তার দুঃখ তুমি দেখিতে পার না—তাই আজ তার নরক কুণ্ড ভেদ করে তার সম্মুখে এসেছ। প্রাণেশ্বর! এ হৃদয়, এ প্রাণ কি তোমার একান্তই চাই, আমিতো এখনো ইহা তোমাকে দিতে পারি না, আমার যে এখনও সংসারাসক্তি আছে, সুখাসক্তি আছে, এসব থাকিতে নাথ আমি কেমন করিয়া বলিব যে আমি তোমার,—দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায় যে এ আসক্তি আমার ঘুচিল না। আমি আর কতবার তোমাকে ফিরাইব। আর ফিরাইব না নাথ তুমি আমার দুর্দ্দশা দেখ; আমার ন্যায় দুঃখী তাপী পাপী আর কে আছে।

অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ।

কিছু দিন হইল লাহোর ব্রাহ্মসমাজের দুই জন সভ্য তত্রত্য "আর্য্য সমাজ" নামক পণ্ডিতবর দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রবর্ত্তিত সমাজের সভ্য হইবার মানসে আবেদন করেন। ইহাতে আর্য্য সমাজের সভ্যগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা বেদের অভ্রান্তবাদে বিশ্বাস করেন কি না? উক্ত উভয় সভ্যেরা বলেন না। তাহাতে তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি ও বর্ত্তমান থিওসোফিষ্ট সম্প্রদায়ের এক জন মাননীয় সভ্য শ্রীযুক্ত হিউম সাহেব, আর্য্য সমাজের পূর্ব্বোক্ত আচরণের প্রতিবাদ করিয়া "থিওসোফিষ্ট" নামক পত্রে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্র সম্প্রতি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। তাহার নাম "কোন গ্রন্থই ঈশ্বরাদিষ্ট অভ্রান্ত গ্রন্থ নহে।" ঐ পুস্তিকার একখণ্ড আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

পুস্তিকাখানির মধ্যে হিউম সাহেব ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততার প্রতিবাদ করিয়া অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে এতদ্দ্বারা গুরু ও পৌরহিত্যের সৃষ্টি করে এবং নরনারীকে স্বাধীনচিন্তা হইতে বঞ্চিত করিয়া, মানব সমাজের আধ্যাত্মিক দুর্গতি ও পরাধীনতার দিন আনয়ন করে।

এই যুক্তির সারবত্তা অনেকে সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। মনে কর বিশ্বাস করিলাম যে অমুক গ্রন্থখানি ঈশ্বর-প্রদত্ত অভ্রান্ত শাস্ত্র। কিন্তু সেই শাস্ত্রের এক একটী বচনের অনেকগুলি অর্থ হওয়া সম্ভব। তাহার কোন্ অর্থটী ঈশ্বরের অভিপ্রেত? এবং তাহার বিচারক কে? যে বেদকে স্বামী দয়ানন্দ একভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহারই অপর প্রকার ব্যাখ্যা প্রাচীন কালের টীকাকারগণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার কোন অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? যদি বল যে আমার যুক্তি বিবেকানুসারে যে অর্থ সুসঙ্গত বোধ হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অভ্রান্ত শাস্ত্র পাইয়া আমার কি হইল? সেই ত চরমে আমার ভ্রান্তিশীল চিন্তা ও দুর্ব্বল বিবেকের উপর নির্ভর করিতে হইল, সেই ত বিধাতার বিধির উপর আমার যুক্তি ও বিবেককে বিচারক নিযুক্ত করিতে হইল। আর যদি বল যে দয়ানন্দ স্বামী যে অর্থ করিলেন, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত অর্থ, তাহার প্রমাণ কি? ইহা বলিলে কি ফলে এক জন টীকাকারকে, বা ধর্ম্মাচার্য্যকে, বা ধর্ম্ম প্রচারককে অভ্রান্ত বলা হয় না? ইহা ভাবিয়াই হিউম সাহেব অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদকে পৌরহিত্য প্রথার নিদান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে এই পৌরহিত্য প্রথা হইতেই মানবজাতির সমূহ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এই পৌরহিত্য প্রথা জ্ঞানোন্নতির পথ অবরোধ করিয়াছে, মনের স্বাধীন চিন্তাকে হরণ করিয়াছে, সামাজিক রীতি নীতিকে দূষিত করিয়াছে, জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে, নিরপরাধ

ব্যক্তিদিগকে সামান্য মতভেদের জন্য নিপীড়ন করিয়াছে, দেশমধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে, এবং সময়ে সময়ে নরক্লধিরে পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। সুতরাং যাহাতে সেই পৌত্তলিকতা প্রথাকে পুষ্টি করে তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। সুতরাং হিউম সাহেব দয়ানন্দ স্বামীর প্রতিবাদ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন যে যদি কোন মহাপণ্ডিত সাধুজন ভ্রান্তবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, যে কূপের জল হইতে শত শত ব্যক্তির প্রাণধারণ হয়, তাহার জলে প্রবোধ [illegible] বোধে কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করেন, এবং তাহা যদি কোন সামান্য শ্রমজীবী মূর্খ লোক দেখিতে পায়, তাহা হইলে কি তাহার মৌনী থাকা উচিত? তখন লোককে সাবধান করা তাহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দ অতি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও তাঁহার অভ্রান্তবাদ মতের দোষ প্রদর্শন করা তাঁহার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষেও কর্ত্তব্য।" আমরা হিউম সাহেবের এই বিনয়ের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করি।

জগদীশ্বর মানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার অর্থ যাঁহারা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ভক্তির চক্ষে অনেক সময় দেখিয়া থাকিবেন যে ঈশ্বর তাঁহার এক একটী সন্তানকে প্রতিপালন করিবার জন্য যেন সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এক একটী জীবকে রক্ষা করিবার জন্য অগণ্য শক্তি অসংখ্য দিক হইতে কার্য্য করিতেছে। এই দেহের রক্ষা ও উন্নতির জন্য সূর্য্য কিছু দিতেছেন, বায়ু কিছু দিতেছেন, পৃথিবীর ধাতু সকল স্বীয় স্বীয় অংশ অর্পণ করিতেছে। সেইরূপ হৃদয় মন, আত্মার রক্ষা ও উন্নতির জন্য শত শত দিকে শত শত শিক্ষককে ঈশ্বর নিযুক্ত করিয়াছেন। চারিদিকের এই সকল আলোক পতিত হইয়া মানবের জীবন-পথকে আলোকিত করিবে, এই বিধাতার ইচ্ছা। অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ একখানি বিশেষ গ্রন্থকে অভ্রান্ত সত্যের খনি করিয়া অপর সকল আলোককে নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করে। মহম্মদের অন্তিম শিষ্য খলিফা ওমারের বিষয় এরূপ উক্ত আছে, যে তিনি যখন মিশর দেশ জয় করিলেন, তখন সেকন্দ্রিয়া নগরের সুবিখ্যাত পুস্তকালয় দগ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। বলিলেন ইহাতে যে সকল গ্রন্থ আছে তাহা কোরাণের অনুসারী কি না? যদি কোরাণের অনুসারী হয় তবে এ সকল গ্রন্থ থাকা নিষ্প্রয়োজন, কারণ কোরাণের অতিরিক্ত কথা আবার কি বলিবে? দ্বিতীয়তঃ—যদি ইহাদের কোন কথা কোরাণের বিরোধী হয়, তাহা হইলেও ঐ সকল গ্রন্থ নষ্ট করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সেই প্রকাণ্ড পুস্তকালয় দগ্ধ করা হইল। ওমার যেমন নিজ অভ্রান্ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রাচীন কালের ও বর্ত্তমান কালের শত শত আলোককে বলপূর্ব্বক নির্ব্বাণ করিয়া নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদাবলম্বী, তাঁহারা একটী আলোককে প্রজ্বলিত রাখিয়া তদ্বিরুদ্ধ সকলগুলিকে নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা এরূপ প্রয়াসকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ গর্হিত আচরণ বলিয়া গণ্য করি। যদি কেহ লোকমণ্ডলীকে বলেন "তোদের বাতি আবার জ্বলিবে কি? তোদের দীপ্তির কি আছে? তোরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাক্, আমিই জ্বলিতে থাকি, তোদের যদি জ্বলিতে হয়, আমার আলোকে [illegible] তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ আচরণের অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

[illegible] আমাদিগকে এই উদার সত্য শিক্ষা দিয়াছেন যে মানবের শিক্ষা [illegible] উন্নতির ক্ষেত্র অনন্ত প্রসারিত, মানব নিজের বিবেককে [illegible] প্রদর্শক ও প্রার্থনাকে সহায় করিয়া [illegible] পথে প্রবৃত্ত [illegible] এবং [illegible] কল্যাণ মভিধ্যায়েৎ [illegible] নিয়োজিত [illegible] যাহা কিছু সত্য ও আপনার ও পরের কল্যাণকর [illegible] বলিয়া মনে করিবে তাহাতেই আপনাকে [illegible] দের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই [illegible] সকল মানবাত্মার নিকট প্রতিভাত [illegible] মানববিবেকের এবং মানবহৃদয়ের [illegible] দ্বারা [illegible] সকলকে পথ [illegible] দিয়া থাকেন তাহাই আমাদের পক্ষে অবলম্বনীয়। [illegible] শাস্ত্র এবং তদনুসারে [illegible]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সম্মুখে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে উপহার দিবার প্রথা সকল দেশেই প্রচলিত আছে; কোন বিশেষ উপলক্ষে ভালবাসার দশজনকে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ কিছু না কিছু উপহার দিতে সকলেই ইচ্ছা করে। যাঁহারা ধনী তাঁহারা আড়ম্বরের সহিত উপহার দেন, যাঁহারা দরিদ্র তাঁহাদের উপহার তাঁহাদেরই অবস্থার অনুরূপ, কিন্তু এই উপহার-প্রথার মধ্যে দুই শ্রেণীর লোকের দুইরূপ আচরণ দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক উপহার দিবার সময় নিজের অবস্থা, যাহাকে উপহার দিতে হইবে তাহার অবস্থা, নিজেরও তাহার পদমর্য্যাদা, ইত্যাদির বিষয় পূর্ব্বে চিন্তা করেন। অমুক গত বারে আমাকে এইরূপ উপহার দিয়াছিল, অতএব তাহাকেও এইরূপ উপহার দেওয়া উচিত, অথবা অমুক যে শ্রেণীর লোক, আমার প্রদত্ত উপহার তাহার অবস্থার অনুরূপ হওয়া আবশ্যক; এইরূপ চিন্তা এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথমে উদিত হয়।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা অবস্থা দেখেন না, পদমর্য্যাদা বোঝেন না, কেবল মনের ভাল বাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই উপহার দিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপহার হয়ত অতি সামান্য মূল্যের, কিন্তু অর্থের দ্বারা সে উপহারের মূল্যের পরিমাণ হয় না, প্রত্যুত, তাহার পশ্চাতে যে প্রেম, যে অকৃত্রিম ভালবাসা, রহিয়াছে, তাহাতেই উপহারের মূল্য বাড়ে।—গল্পে শুনিয়াছি একজন যুবা সৈনিক পুরুষ যুদ্ধকার্য্যে বিদেশে আসিবার সময়, তাঁহার

ভগিনীরা আপন আপন মস্তকের কয়েক গাছি কেশ তাহাকে দিয়াছিলেন। যুবা পুরুষ ভগিনীদিগের অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ সেই কেশগুলিকে যত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন; "দাদা, আমাদিগকে মনে রেখ" এই কথা বলিয়া ভগিনীরা যে সজলনেত্রে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রবাসী যুবকের ভগিনী-বৎসল হৃদয় সেই প্রদেশে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইতে লাগিল।

অবশেষে একদিন তিনি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যুরা তাঁহার ধনরত্ন লুঠিয়া লইতে লাগিল, কিন্তু যুবক সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, যেখানে ভগিনীদিগের কেশগুলি ছিল, তাহারই রক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দস্যুরা নির্ব্বোধ, মনে করিল, যাহার রক্ষার জন্য যুবক এত ব্যগ্র, তাহা নিশ্চয়ই কোন মহামূল্য রত্ন হইবে। জিজ্ঞাসা করি,—সামান্য কেশ গুচ্ছ রক্ষা করিবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? আমরা সকলেই কেশকে অতি সামান্য মনে করি, যাহার কোন মূল্য নাই, আমরা তাহাকেই কেশের সহিত তুলনা করি;—এই সামান্য, মূল্য হীন, কেশের এত মূল্য কিসে হইল? কেশের মূল্য কিছুই নাই, কিন্তু যে গভীর স্নেহের ভাবে কেশগুলি ভগিনীর মস্তক হইতে 'দাদা'র হস্তে আসিয়াছে, সেই প্রেম অমূল্য, সেই প্রেমই কেশকে মূল্যবান করিয়াছে।

যেখানে উপহারের মূলে অকৃত্রিম প্রেম থাকে, সেখানে উপহারের মূল্য অনেক বাড়িয়া যায়, একথা সকলেই জানেন, এ[illegible] জন্যই দরিদ্রের প্রীতিপূর্ণ উপহার, ধনীর ভাবশূন্য [illegible]পহার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

আমরা এই [illegible]সমাজে দুই শ্রেণীর উপাসক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর উপাসক ধনী উপহার দাতার ন্যায় সাড়ম্বরে উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দীর্ঘ উপাসনা, দীর্ঘ বক্তৃতা, বিশেষ ঘটার সহিত সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ সিক্ত হয় না,—যাহাতে উপহারের মূল্য বাড়ে সেই অমূল্য প্রেমের অভাবে সকলি শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু যেখানে যথার্থ প্রেম আছে, সেখানে আড়ম্বর নাই, প্রেমিক আড়ম্বর শূন্যতার দ্বারাই পরিচিত হইয়া থাকেন। পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে তথায় কাহারো মৃত্যু হইলে আত্মীয় স্বজন সকলে দল বাঁধিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। একজন মৃত ব্যক্তির গুণগান করিয়া সকলকে শ্রবণ করায়, ও অপর সকলে তাহা শ্রবণ করিয়া বক্ষে করাঘাত করে এবং নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গী-সহকারে শোক চিহ্ন দেখায়। কিন্তু শোককারীদিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তির জননীকে চিনিয়া বাহির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না—তাঁহার চক্ষু হইতে জল-ভরে ছিঁড়িয়া পড়িতেছে---তাঁহাকে দুজনে ধরিয়া আছে, পাছে পড়িয়া যান। এইরূপ আড়ম্বর-হীনতা ও অন্যান্য নানা চিহ্নের দ্বারা তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। যিনি ঈশ্বর প্রেমিক, ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার ভালবাসা অকৃত্রিম, তাঁহাকে চিনিতে কতক্ষণ লাগে? অলঙ্কৃত ভাষার ছটা নাই, শব্দের পারিপাট্য তাঁহার অপরিচিত। দীর্ঘ বক্তৃতা তাঁহার অভ্যস্ত বিষয় নহে—অথচ যেমন অকৃত্রিম ভাব তাঁহাতে আছে, যাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে যে সে একজন ঈশ্বর প্রেমিক।—তাঁহার উপহার দরিদ্রের উপহার, মহান ঈশ্বরকে ঘটা করিয়া উপহার দিব, এ উচ্চ কামনা, এ দুরাশা, এ আকাশ কুসুমবৎ কল্পনা, তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না; তিনি মনে ভাবেন "আমার ভালবাসার ঈশ্বরকে আমি কি দিতে পারি, আমি দরিদ্র, সম্বল বিহীন, আমার যাহা দিতে হইবে, তাহা সামান্য; হায়! প্রভুকে তাহা কেমন করিয়া দিব?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি আপনার সামান্য উপহার প্রেরণ করেন; মুখে দুটী সামান্য অনুতাপের কথা কি চক্ষে এক বিন্দু অশ্রুজল, দেখা দিল—অথচ এই উপহারের অতি অধিক মূল্য যে উপহার দিয়া সাধক কৃতার্থ হইয়া গেলেন—তাঁহার জীবনে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে চিরকালের তরে দিব্য-জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলিল। যত দিন ব্রাহ্মসমাজে এই শ্রেণীর দরিদ্র, হীন, প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন আমাদের সুখ কোথায়? প্রভু করুন যেন আমরা আড়ম্বর-শূন্য হইয়া প্রেমের দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া বাঁচি—এবং এইরূপে তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

চরিত্র রহস্য

প্রাচীনকালে ইউরোপীয় একটা পর্ব্বত কন্দরে সেন্ট জেমস্ নামক এক জন তপস্বী বাস করিতেন, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও প্রবল ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল নিতান্ত বিস্মিত হইত এবং তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞানে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। কিছুদিন এইরূপ কঠোর তপস্যার পর এক দিন কতিপয় বিকৃতচেতা ও দুষ্ট প্রকৃতি যুবক একত্র হইয়া পরামর্শ করিল যে উক্ত যুবক তপস্বীর ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয় সংযমের পরীক্ষা করিবে। ইহা ভাবিয়া এক জন লজ্জা ভয় বিহীনা কুলটাকে অর্থ প্রলোভন দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিল। ঐ মায়াবিনী সায়ংকালে তাঁহার গিরি গুহার দ্বারে গিয়া প্রবেশ অধিকার প্রার্থনা করিল। তিনি প্রথমে বলিলেন তাঁহার নির্জ্জন গুহাতে স্ত্রীলোকের থাকিবার স্থান নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন যে রাত্রি অধিক হইতেছে, চারিদিকে হিংস্র জন্তু সকল চীৎকার করিতেছে, ঝঞ্ঝা বাতে স্ত্রীলোকটী দ্বারে দাড়াইয়া কম্পমান হইতেছে, তখন কৃপা পরবশ হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল সে কোন অনতিদূরবর্ত্তী আশ্রমের একজন তপস্বিনী, এক আশ্রম হইতে অন্য এক আশ্রমে যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হওয়াতে তাঁহার আবাসে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে।

সেণ্ট জেম্‌স্ তাঁহার গুহার বাহিরের প্রকোষ্ঠে তাহার শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিজ কন্দরে গিয়া শয়ন করিলেন তিনি অকাতরে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজ শয্যাতে নিদ্রিত আছেন এমন সময়ে ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রমণীর নিকটে গিয়া দেখেন সে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে তাহার এক প্রকার হৃৎরোগ আছে, যাহাতে তাহাকে মধ্যে মধ্যে অস্থির করিয়া তুলে এবং তাহার বক্ষঃস্থলে তৈলের দ্বারা অতি বলের সহিত মালিশ করিতে হয়। এই বলিয়া সে নিজ বক্ষঃস্থলের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল এবং যেন যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। তপস্বী দয়ার্দ্রপ্রায় হইয়া তৈল লইয়া বলপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। এরূপ উক্ত হইয়াছে যে এই সময়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে ঐ তাপস নিজের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহার বাম হস্ত নিকটস্থিত প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন এবং অপর হস্তে সেই নারীর সেবায় রত থাকিলেন। ঐ রমণী সহজেই তাঁহার ঐ কঠোর শাস্তির কারণ অনুভব করিতে পারিল এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞার বল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তখন সে লজ্জিত হইয়া আপনার ভান সকল পরিত্যাগ করিল এবং তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নিজ জীবনের পাপ সকল স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইল।

যাহারা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহারা তাহার মুখে যখন সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিল এবং তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে দর্শন করিল তখন একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। তদবধি সে দেশে ঐ তাপসের নাম আরও প্রচার হইয়া গেল। লোকে তাঁহাকে দেবোচিত ভক্তি প্রদান করিতে লাগিল।

কিন্তু এই লোক প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া এবং দেবোচিত ভক্তি পাইয়া পাইয়া ঐ হতভাগ্য তাপসের মনে কিছু কাল পরে অহঙ্কারের সঞ্চার হইল। তিনি আপনাকে বাস্তবিক দেব, প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া মনে মনে অভিমান করিতে লাগিলেন, আপনার ইন্দ্রিয় সংযমের পরাকাষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক দুর্গতি আরম্ভ হইল। তিনি যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ষষ্ঠি বৎসরের ও অধিক তখন একদিন একজন বণিক গৃহস্থ নিজের একটী যুবতী কন্যাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রমণীর একপ্রকার রোগ ছিল, কিন্তু পিতা মাতার ও আত্মীয় স্বজনের বিশ্বাস ছিল যে সে প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে। সুতরাং এই আশায় তাহাকে তাঁহার নিকট আনা হইয়াছিল যে তাঁহার আশীর্ব্বাদে ও মন্ত্রবলে তাহার প্রেতাবির্ভাব বিদূরিত হইবে। সেণ্ট জেমস্ প্রথমদিন সেই যুবতীর জন্য অনেক প্রার্থনা করিলেন। তাহার শরীরে পবিত্রবারি সিঞ্চন করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইল না। তখন তাহার পিতা তাহাকে কয়েকদিনের জন্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিজ বিষয় কার্য্য দর্শনের জন্য গমন করিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই কন্যাটী আরোগ্য লাভ করিল এবং তাপসের সেবাতে নিযুক্ত হইল। ঐ বণিককন্যা রূপ লাবণ্য বিষয়ে বিখ্যাত ছিল। বৃদ্ধ তাপসের মন সেই রূপ লাবণ্য দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া পড়িল এবং নিজের ধৈর্য্য এবং ইন্দ্রিয় সংযম আর থাকিল না। তাঁহার ধর্ম্ম কলঙ্কিত হইল। হায় তাঁহার পাপ সেই খানেই শেষ হইল না। পাছে ঐ বালিকা তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার কথা জন সমাজে ব্যক্ত করে এই ভয়ে সেই নিরপরাধা রমণীকে হত্যা করিলেন। হত্যা করিয়া তাহার মৃত দেহ নিকটস্থিত একটী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অব্যবহিত পরেই তীব্র ঘোর অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তিনি বহুক্ষণ যাতনায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেই গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর তিনি তাপসবেশ ধারণ করিবেন না, তিনি তাহার অযোগ্য, অতঃপর তিনি জনসমাজে গিয়া নীচ ও ঘৃণিত বৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন। আর তাপসের বেশ ধরিয়া লোকদিগকে প্রতারণা করিবেন না। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটা আশ্রম বাসী তাপসদিগের নিকট গিয়া আপনার ভয়ানক পাপের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিলেন এবং সংসারে ফিরিয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। তাপসগণ শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি একজন সম্মানিত বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাপসের অনুরোধে অবশেষে সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট দশ বৎসর এক নির্জ্জন শ্মশানাঙ্কিত একটী মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সপ্তাহে দুইবার কয়েক ঘণ্টার জন্য ঐ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিতেন, তদ্ভিন্ন দিবারাত্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনুতাপে দিন রাত্রি যাপন করিতেন। কোন মানবকে মুখ দেখাইতেন না; কিম্বা কাহারও সহিত কোন প্রকার আলাপ পরিচয় করিতেন না। অবশেষে পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রাণ বায়ু তাঁহার অনুতাপ-ক্লিষ্ট ও তপঃশুষ্ক দেহ যষ্টিকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

এই হতভাগ্য তাপসের জীবন হইতে আমরা দুইটী অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম, যেখানে অহঙ্কার সেইখানেই পতন। দর্পহারী পরমেশ্বর পাতকীর দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম জগতে অনেক নির্ব্বোধ লোকের এই প্রকারে শাস্তি হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি কুলটার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া লোক-প্রশংসায় যদি স্ফীত না হইত, যদি আপনাকে জেতা বলিয়া মনে না করিত, যদি সেই অভিমানে আপনাকে দেব প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক বলিয়া মনে না করিত, তাহা হইলে বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে এত শাস্তি

পাইতে হইত না। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যখন কোন গুরুতর পাপে লিপ্ত হয়, তখন যদি ঈশ্বর একবার তাহার চক্ষু খুলিয়া দেন, হায় তখন তাহার কি যাতনা। সেই পাপের স্মৃতি বিষাক্ত শল্যের মত তাহার প্রাণের মধ্যে প্রোথিত হইয়া থাকে, সে সহস্র চেষ্টা দ্বারা তাহা ভুলিয়া ফেলিতে পারে না। হতভাগা তাপস দশ বৎসর জন সমাজের মুখ দেখিল না, দিবারাত্রি অনুতাপের অশ্রুধারাতে যাপন করিল, কিন্তু তাহার পাপের অনিষ্টফল দূর করিতে পারিল না। সেই যে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া সেই অসহায়া শরণাগতা বালিকার ধর্ম্ম ও প্রাণ উভয় নষ্ট করিয়াছিল, তাহার সে জীবন ও সেই সরল প্রাণপ্রীতি আর ফিরিয়া দিতে পারিল না। এই চিন্তা নিশ্চয়ই প্রদীপ্ত অগ্নিশলাকার ন্যায় তাহার প্রাণকে বিদ্ধ করিয়া দিনরাত্রি তাহাকে যাতনা দিয়াছিল। এমন কি পরলোকেও হয়ত ইহার জন্য তাহাকে যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে হইয়াছে। হায়! ধন বল, সম্পদ বল, আত্মীয়তা বল, সামাজিক মান সম্ভ্রম বল, নির্ম্মল বিবেকের ন্যায় সম্পদ কিছুই নাই। মরিবার সময় যাহাকে প্রাণে বিষাক্ত শল্য লইয়া মরিতে হয় সেই প্রকৃত হতভাগ্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ১৮৮৩।

বিবাহ রেজিষ্ট্রার নিয়োগ—রেজিষ্ট্রার সময়ে উপস্থিত না হওয়াতে আমাদিগকে অনেক বিবাহের সময় অসুবিধা ভুগিতে হইয়াছে। ২৪ পরগণাবাসী ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের এতকাল কলিকাতা আসিয়া পুলিশ কোর্টে বিবাহ দিতে হইত, এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অতিরিক্ত কয়েকজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনানুসারে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার উপনগরীয় বিবাহ রেজিষ্ট্রার বাবু ভুবনমোহন দাস ও বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৪ পরগণা ও কলিকাতার এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু তুকড়ি ঘোষকে কলিকাতার রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিবাহ আইন সংশোধন—১৮৭২ সনের ৩ আইনের কোন সংশোধন আবশ্যক কি না? তাহা জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন কোন ব্রাহ্মের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত আইনের আলোচনার জন্য বিগত ১৩ই আগষ্ট কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন, তাহাতে সংশোধনের উপযোগী কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ হয়। সেই বিষয় গুলি বিচার করিয়া একটী রিপোর্ট প্রস্তুতের ভার বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের রিপোর্ট পাইলে কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের এক সভা আহ্বান করা যাইবে। ঢাকা নগরেও উক্ত আইন আলোচনা করিবার জন্য এক সভা হইয়াছিল, তাহার কার্য্য বিবরণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত বিষয়ে আরও কয়েকজন ব্রাহ্মের পত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পত্র পর্য্যোক্ত কমিটির হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার নামক এক খানা ডবলক্রাউন কাগজের অষ্ট ফর্ম্মা আকারের ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র গত ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে বাহির হইতেছে। ইহাতে ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা হইবে। ব্রাহ্মগণ অনেক দিন হইতে এইরূপ কাগজের অভাব অনুভব করিতেছিলেন সুতরাং কাগজ তাঁহারা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন। কাগজের বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই কাগজের স্বত্বাধিকারী। কিন্তু সমাজ কাগজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হইলে ব্যয়ের অর্দ্ধেক বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, দেবেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুচরণ মহলানবীশ, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রেসের অধ্যক্ষগণ, বহন করিবেন। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যবিবরণের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কতকগুলি প্রশ্ন ব্রাহ্মসমাজ সমূহে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকগণকে ঐ সকল প্রশ্ন ও পত্রিকা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন শীঘ্র পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে।

প্রচারকদিগের বাসগৃহ—এক গৃহের ছাদ হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত গৃহ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। যাঁহারা এজন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন অথবা যাঁহারা এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শীঘ্র অর্থ প্রেরণ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণের সহায়তা করিলে গৃহটি মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে গায়কদিগের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন হওয়াতে এবং একটি ভদ্রলোক ২০০ শত টাকা সাহায্য দান করিতে স্বীকার করাতে একটি গ্যালারী নির্ম্মাণ করার পরমার্শ হইয়াছে শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

উপাসনালয়ে এ পর্য্যন্ত বারেন্দা না হওয়ায় উপাসনালয় অঙ্গহীন হইয়া আছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বারেন্দা নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যত দিন পর্য্যন্ত বারেন্দা নির্ম্মিত না হয়, ততদিন ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ের জন্য উপাসনালয়ের গ্যালারির কিয়দংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ভিন্ন অপর

পুস্তক ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে অতঃপর বিক্রয়ের জন্য রাখা হইবে না।

উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের মেনেজার জানাইয়াছেন যখনই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের জন্য পাসের প্রয়োজন হইবে, তখন সম্পাদক আবেদন করিলেই পাশ দেওয়া যাইবে। এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য আমরা মেনেজারকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পাসের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ম্মচারীগণ সে জন্য চেষ্টা করিলে পাশ পাওয়ার উপায় হইতে পারে।

উপাসকমণ্ডলি—উপাসকমণ্ডলির কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়াছে এই তিন মাসের অধিকাংশ সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে একবার করিয়া হইত, এখন হইতে প্রতি সোমবারে এই সভার অধিবেশন হইবার নিয়ম হইয়াছে।

ছাত্রসমাজ—ছাত্র সমাজের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়াছে। একদিন অনেকগুলি ছাত্র একত্রে রাণীগঞ্জের উদ্যানে উপাসনা ও সদালোচনায় যাপন করেন।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়টির কার্য্য বেশ চলিতেছে। অনেকে এই বিদ্যালয় হইতে ধর্ম্ম তত্ত্বের অনেক নূতন কথা শুনিয়া সুখী হইতেছেন।

নূতন সমাজ—বিগত তিন মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেসন গুসকরা, ঢাকার নিকটবর্ত্তী কালীগঞ্জ, খুলনার মধ্যস্থ বাগেরহাট, রংপুর ও জলপাইগুড়িতে ছাত্র সমাজ, ফরিদ পুরের অন্তর্গত ভাঙ্গা, উড়িষ্যার করদমহল ঢেঙ্কানলের অন্তর্গত জলার, জামনা পোষ্টাফিসের অন্তর্গত মামুদপুর, বরিশালের অন্তর্গত ননছিটি এবং মোজফরপুরে নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত তিন মাসে প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এজন্য মফস্বলের ব্রাহ্মগনের দৃষ্টান্ত ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। বেহারের ব্রাহ্মগণ সমবেত চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেহারে একজন প্রচারক রাখিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, আমরা সুখী হইলাম যে তাঁহাদের উদ্যম অনেক সফল হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখন বেহার অঞ্চলে তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছেন।

উত্তর বাঙ্গালার উৎসাহী ব্রাহ্মগণ—উত্তর বাঙ্গালার জন্য একজন প্রচারক রাখিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা নানা স্থানে সাহায্যের আশা পাইতেছেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সপরিবারে সৈদপুরে বাস করিতেছেন। রামকুমার বাবু সৈদপুরকে মধ্যবিন্দু করিয়া সুবিস্তীর্ণ উত্তর বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

ঢাকার বন্ধুগণও পূর্ব্ব বাঙ্গালার জন্য একজন প্রচারক রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রচারক অভাবে তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি প্রচারকদিগের মধ্যে কেহ পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আপনার কার্য্য ক্ষেত্র মনোনীত করিবেন।

পঞ্জাবের বিবিধ স্থানে পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মসমাজের জন্য খাটিতেছেন।

বঙ্গ দেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত, এই বিস্তীর্ণ স্থানে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা ভিন্ন সমুদয় উত্তর ভারত বর্ষে এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচারের আয়োজন হইয়াছে। এইরূপে স্থানে স্থানে প্রচারকগণ বাসস্থান নির্দ্দেশ না করিলে ধর্ম্ম প্রচারের কখনও আশাজনক ফল হইবে না।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সিরাজ গঞ্জ, বাগআঁচড়া গিরিধি ও বেহারের স্থানে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কলিকাতা ও উত্তর বাঙ্গালার বিবিধ স্থানে প্রচার করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বড়িষা, বর্দ্ধমান কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায় প্রচার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জরের সম্পাদকতা এবং ছাত্র সমাজ ও ধর্ম্ম বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী লাহোরে, মৈশুরী পর্ব্বতে ও গুজরানওয়ালায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কোন বিখ্যাত মৌলবি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করাতে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী তাহার খণ্ডন করিয়া এক পুস্তক বাহির করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি ও বিশ্বাস ইহার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বর্ণন করিয়া উর্দ্দু ভাষায় আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কোন্নগর, কলিকাতা সৈদপুর, শিলিগুড়ি, দারজিলিং, ঢাকা। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তর বাঙ্গলার বিবিধ স্থানে, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উত্তর বাঙ্গালার নানা স্থানে ও বাবু শশীভূষণ বসু অল্পদিন উত্তর বাঙ্গলায় থাকিয়া তৎপর বিজয় বাবুর সহিত বেহারে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

প্রচার ফণ্ড—প্রচার ফণ্ডের আয় বৃদ্ধি জন্য নানা স্থানে পত্র প্রেরণ করা গিয়াছে—কাকিনা হইতে এজন্য বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে—অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মগণও সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত মোট বার্ষিক ২০৩৷৹ এবং মাসিক ৭৮৶৹ সাহায্যের অঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয়—গত ত্রৈমাসিকের ১৮৮৶১৫ স্থিতসহ ৯২৩৮৶১২॥ ব্যয় ৫২৮৮৶৯ বাদে স্থিত ৩৫৫॥১২॥ মুদ্রাঙ্কন হিসাবে ও অপরের পুস্তক হিসাবে অনেক দেনা আছে।

তত্ত্বকৌমুদীর আয় পূর্ব্ব ত্রৈমাসিকের স্থিত ১২০৮৶২॥ সহ ৪৩৭॥৶১॥ ব্যয় ১৭১৶১৭। বাদে ২৬৬৷৶৫ স্থিত আছে।

বিলডিং ফণ্ডের আয়—পূর্ব্বস্থিত ৬৭১৶১০ সহ ৯১২॥৶১৫ ব্যয় ১২০৶১০ বাদে ৭৯২৶৫ স্থিত আছে। উপাসনালয়ের ঋণ এখনও ৩০০০ টাকা আছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ৩য় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

বিগত ৫ই অক্টোবর, শুক্রবার, অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় বেনেটোলা লেনস্থ ৪৫ নং ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়।

উপস্থিত—বাবু আশুতোষ বসু, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু সুগাকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বাবু হরনাথ বসু, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু প্রমদাচরণ সেন, বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীমতী গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু, বাবু আনন্দমোহন বসু এবং বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের প্রস্তাবে এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পোষকতায়, বাবু আশুতোষ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনন্তর একটী প্রার্থনা পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

গত ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

অনন্তর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য এবং অন্যান্য কতকগুলি বিষয় প্রস্তাব করিয়া বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী যে পত্র লেখেন, তাহা পঠিত হইল।

মতিহারী হইতে বাবু উমাচরণ ঘটক কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে পত্র লেখেন, তাহা পঠিত হইল।

ঢাকা হইতে বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে পত্র লেখেন, তাহা পঠিত হইল।

বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিলেন যে তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ গৃহীত হউক; বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

সভাপতি মহাশয় এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে কার্য্য বিবরণের অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাদি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা এখনই হইবে,—তৎপর পঠিত কার্য্য বিবরণ গৃহীত হইল।

অনন্তর বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন যে উপাসনালয়ের মধ্যে আফিশ না থাকে; বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র প্রথমে এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনার পরে পোষকতা করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় এবং অন্য কেহ ঐ প্রস্তাবের পোষকতা না করায় প্রস্তাব সভার সমক্ষে আসে নাই।

বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু প্রমদাচরণ সেন পোষকতা করিলেন—যে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্দিরের বারান্দা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা না হয়। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পত্রের দ্বারা প্রস্তাব করেন যে নাটকাভিনয় সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দায়ী নহে। স্থির হইল পত্রের বিহিত বিবেচনা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি প্রদত্ত হয়।

অনন্তর বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্রের প্রস্তাবে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষকতায় এবং অধিকাংশের অসম্মতি না থাকায় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর স্থলে, বাবু সীতানাথ দত্ত অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হন।

বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে, বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় এবং অধিকাংশের অসম্মতি না থাকায় বাবু সুগাকুমার চট্টোপাধ্যায় (দেবী বাবুর স্থলে) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রস্তাবে এবং বাবু কালীশঙ্কর সুকুলের পোষকতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত হইলেন;—বাবু উমাপদ রায়, শ্রীমতী উৎপল কুমারী বসু, শরচ্চন্দ্র বসু এবং ডি, নিরঞ্জন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন বার্ষিক চাঁদা ॥০ আট আনা হইতে বাড়াইয়া ৩ তিন টাকা করা হয়, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশের এই প্রস্তাব পোষকতার অভাবে সভার সমক্ষে বিচারার্থ উপস্থিত হইতে পারে নাই।

স্থির হইল বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচারার্থ অর্পণ করা হয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১২এ, ১৩এ, ১৭এ, আশ্বিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। বন্ধ উপলক্ষে মফস্বলস্থ অনেক বন্ধু আমাদের সহিত যোগ দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।

সোমবার প্রাতঃকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মধ্যে তিনি একটী সত্য পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, যে পৌত্তলিকতা অসীম ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "আমি সতর্ক হইয়া জাগিয়া থাকিব, ঈশ্বর সময়ে আমার হৃদয়ে দেখা দিবেন।"

মঙ্গলবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হয়; এই উপলক্ষে তাহাদিগকে বিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

বুধবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে উপাসনালয়ের দ্বার উন্মোচিত হইবামাত্র, বিখ্যাত গায়ক বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্বর কণ্ঠ হইতে লাগিল এবং আচার্য্য ও উপাসক মণ্ডলীর মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিল। পণ্ডিত রামকুমার বেদান্তরত্ন প্রান্তে আচার্য্যের কার্য্য করেন; সাকার উপাস্য দেবতাকে বিসর্জ্জন দিতে ক্লেশ হয়, দেখিয়া তিনি কেমন করিয়া সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ঈশ্বরের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন, উপদেশের মধ্যে তাহা বিবৃত করেন।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় হইতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি চলিতে লাগিল।

রাত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিগত ২৯এ আশ্বিন সোমবার ঢাকা নগরে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের নাম বাবু জগচ্চন্দ্র দাস। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সরলাসুন্দরী গুপ্ত। ইনি ঢাকাস্থ ইডেনফিমেল স্কুলের ছাত্রী। পণ্ডিত রামকুমার বেদান্তরত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৮এ আশ্বিন কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় ৩টী যুবক বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কাকিনিয়া হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে—

"উপনিষদের বিমল পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ভারতে ধর্ম্মের নামে সঙ্কীর্ণ উপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া যে মহাত্মার অন্তঃকরণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যে মহাত্মা কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়া একেশ্বর বাদ প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যাঁহার অনুগ্রহে এই পৌত্তলিকতা পূর্ণ ভারতাকাশে আবার ব্রহ্ম জ্ঞানের জয় পতাকা উড়িতে দেখা যাইতেছে তিনি আমাদের কতদূর ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু ধিক্ আমাদের জীবনে আমরা অদ্যাপি সেই পবিত্র চেতা মহাত্মার স্মরণ চিহ্ন চিরস্থায়ী করিতে কোন কার্য্যই করিলাম না। কত সাহেবের পাথরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; কত জনের নামে হাঁসপাতাল কালেজ উৎসর্গীকৃত হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহনের নামে কিন্তু কোথায় একখণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর কেহ তুলিতে পারিলেন না। আমরা কৃতজ্ঞতা কেমন করিয়া স্বীকার করে, তাহা জানি না ভারত ইতিহাসে গুণগ্রাহিতার বিমল ছবি কোথাও স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত করা হয় নাই। আমরা তাহা শিখি নাই। নতুবা যে রামমোহনের জন্য বিলাতের সকলে হৃদয় ভরিয়া কাঁদিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জ্জন করিয়া সপ্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, যাঁহার আবির্ভাবে পৃথিবী গৌরবান্বিত হইয়াছে বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার নামে আজিও ঘৃণা প্রকাশ করি। আজও তাহাকে বিপ্লবকারী কপট বলিয়া গালি দি। লজ্জার কথা বলিতে হৃদয় ফাটে, আমরা সভ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

এত দুঃখেও সুখ এই কেহ কেহ আজি কালি তাঁহার সম্বন্ধে দু এক কথা বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ব্রাহ্ম মাত্রেই জানেন ২৭এ সেপ্টেম্বরে ব্রিষ্টল নগরে রাজা রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বাস আকাশে বিলীন হয়, তাঁহার পবিত্রাত্মা ঈশ্বর সহবাসে প্রস্থান করে। সুখেরই বল আর দুঃখেরই বল সে দিনও আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য। রামমোহন রায়ের প্রত্যেক কার্য্য আমাদের স্মরণীয় তাঁহার জন্ম মৃত্যু আমাদের দুইটি বিশেষ স্মরণের দিন বলিতে হইবে। যিনি যাহাই বলুন আমরা অন্য কথা শুনিব না। আমরা একান্ত মনে রামমোহন রায়ের বিষয় ভাবিব। নির্জ্জনে চিন্তা করিতে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর দিবস বিশেষ দিন বলিয়া ধরিব। ঐ ২৭ এ সেপ্টেম্বরে অত্রত্য জমিদার কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্য কাকিনিয়ায় একটী সভা আহূত হয়। উপনিষদের ধর্ম্মের সহিত ভারতের প্রচলিত ধর্ম্মের তুলনা করিয়া যে ভাবে রাজা রামমোহন রায় উপধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কুসংস্কারান্ধ স্বদেশীয়গণ দ্বারা যে প্রকার উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, যে প্রকার অটল সাহসে হিমাচলের ন্যায় বুক পাতিয়া দৃঢ়ভাবে সমাজের কঠোর আঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা কথিত কুমার মহোদয় সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বিশদরূপে সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে বাবু কিশোরীনাথ রায় মহাশয় রামমোহন রায়ের বিষয় অতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এক পরব্রহ্মই যে আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা, পৌত্তলিকতা সত্য ধর্ম্ম নহে, বরং ধর্ম্মের নামে এক প্রকার অত্যাচার তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য, নানক, কবির প্রভৃতি সাধকগণের ধর্ম্ম মতের সমালোচনা করিয়া পৌত্তলিকতা যে কিছুই নহে, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া অনেকের চিত্ত বিমল আনন্দ রসে উন্মত্ত করিয়া ছিলেন. এই উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের বিরচিত কয়েকটি সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। আমরা কুমার মহোদয়ের এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তাঁহাকে আমাদের সকলের আদর্শ করুন, এই প্রার্থনা।"

পাঠকগণ অনেকে হয়ত জানেন না যে ১৮৩৩ সালের ২৭এ সেপ্টেম্বর দিবসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর দিবসে ব্রিষ্টল নগরে রাজার স্মরণার্থ একটী সভা হইয়াছিল। তাহাতে মাকুস মলার সাহেব একটী বক্তৃতা করেন। দুঃখের বিষয় যে রাজার মৃত্যু দিনটী অগ্রে আমাদের সকলের স্মৃতিপথে উদিত হয় না। তাঁহার মৃত্যুর পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল। সুতরাং এ বর্ষে তাঁহার স্মরণার্থ সকল শ্রেণীর লোককে একত্র করিয়া একটী প্রকাণ্ড সভা করা উচিত ছিল। যাহা হউক সন্তোষের বিষয় এই কাকিনাস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এতদুপলক্ষে উক্ত মহাত্মার স্মরণার্থ একটী সভা করিয়া আমাদের সকলের মান রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় ১১ই মাঘের সময়ে রাজার স্মরণার্থ যে সভা করা হয় তাহা সে সময় না করিয়া ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজার মৃত্যু দিবসে করিবার নিয়ম করিলে ভাল হয়।

কটক হইতে একজন ব্রাহ্ম বন্ধু লিখিয়াছেন যে বিগত দুই মাসের মধ্যে কটক নগরে দুইটী নূতন ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। একটীর নাম বক্সি বাজার প্রার্থনা সমাজ। কটক মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণই অধিকাংশতঃ এই সমাজের সভ্য। আর একটী সমাজ কটকের চাঁদান চকে প্রতিষ্ঠিত। এখানে কতকগুলি দরিদ্র ও শ্রমজীবী লোক উপাসনার্থ সম্মিলিত হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মান্দ্রাজ সমাজের সভ্যগণের যত্ন ঈশ্বরের কৃপায় সফল হইয়াছে। তাঁহাদের সমাজ মন্দিরের জন্য একটী বাড়ী ক্রয় করিতে ৫০০০ হাজার টাকার প্রয়োজন। তাঁহাদিগের চেষ্টাতে ঐ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ৪৮০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০০ দুই সহস্র টাকা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দান করিয়াছেন এবং এক সহস্র মান্দ্রাজের একজন সম্ভ্রান্ত লোক দিয়াছেন। বঙ্গদেশে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এতদুপলক্ষে কিছু কিছু চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা ত্বরায় স্বীয় স্বীয় অঙ্গীকৃত চাঁদা দিয়া, তাহাদের দাক্ষিণাত্যবাসী বন্ধুদিগকে তাহাদের শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

বিগত ২২এ আশ্বিন কলিকাতায় একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু বঙ্কবিহারী বসু; ইনি বিপত্নিক, বয়স ২৯ বৎসর; সৈয়দপুরে রেলওয়েতে চাকরী করেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদার; ইনি কলিকাতার ব্রাহ্ম বন্ধু মোহিনীমোহন মজুমদারের কন্যা, ইনি কুমারী, বয়স ১৫ বৎসর, বেথুন স্কুলের ছাত্রী। বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রারী হইয়াছে; বাবু কেদারনাথ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বোম্বাই নগরীর প্রার্থনা সমাজ তথাকার কলের মজুরদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি কলের অধ্যক্ষগণ প্রার্থনা সমাজের সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগকে স্কুল স্থাপন করিবার এবং তাহার উন্নতি করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, বোম্বাই ব্রাহ্মসমাজও আমাদের ব্রাহ্মসমাজের নিকট এই এক নূতন শিক্ষার বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি

বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	২৷০
,, অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, শ্যামাচরণ ঘোষ	ত্রিকোলিয়া	৮৶০
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত	বরাহ নগর	৩
,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শিলং	৩৲
,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার	শিমলা	৩৲
,, প্রসন্নকুমার বসু	আলিশাকান্দা	২৲
,, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩।৵
,, নন্দলাল বসু	দেলদুয়ার	৩৲
,, শারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	নাজিরা	১০
,, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সৈদপুর	২
,, কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	সৈদপুর	১৲
,, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
,, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	২।০
,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩৲
,, রামতারণ দত্ত	ঐ	৩৲
,, হরিনাথ সিংহ	ঐ	২৲
,, নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৩।০
,, নীরদবিহারী রায়	শিলিগুড়ি	৪।০
,, বিষ্ণুচরণ দাস	ঐ	৩৲
,, আনন্দচন্দ্র রায়	ঐ	৮।৵০
,, কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
,, জানকী নাথ দত্ত	কুড়িগ্রাম	৫৲
,, কালী পদ চট্টোপাধ্যায়	গোপালপুর	৩৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী রায়	সদ্যপুষ্করিণী	৩৲
বাবু বসন্ত কুমার তরফদার	শিকারপুর	৫৲
,, নীলমণি ধর	মেদিনীপুর	২।৵০
,, শিব নাথ দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, গোপাল চন্দ্র মল্লিক	ঐ	১৲
,, রাম গোপাল রায়	মুরসিদাবাদ	৩৲
বাবু গোপাল চন্দ্র মজুমদার	বোয়ালিয়া	৪৲
,, শ্রীকৃষ্ণ দাস	ঐ	৭৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		১২৲
বাবু রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	নাটোর	১১।০
,, রাম শরণ দত্ত	কোচবিহার	২৸০
,, গোবিন্দ চন্দ্র বসু	কলিকাতা	১৲
,, কালী প্রসন্ন বসু	রংপুর	৩৲
,, গোবিন্দ চন্দ্র গুহ	ঐ	৩৲
রংপুর ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৫।৵০
বাবু চাঁদমোহন মৈত্র	হিজলাবট	।০
,, উপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২।০
ভবানিপুর থিষ্টিকসভা সম্পাদক		২৲
বাবু কানাই লাল পাইন	কলিকাতা	১।০
,, রাজেন্দ্র লাল সিংহ	বর্দ্ধমান	৩৲
,, ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী	বহরমপুর	৪।০

বিজ্ঞাপন।

আগামী রবিবার ২৮এ অক্টোবর ৩ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর ৩য় ত্রৈমাসিক সভার অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ পাঠ এবং আয় ব্যয়ের বিবরণ।

২। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক জন সভ্যের শূন্যপদ পূরণ।

৩। সভ্যমনোনয়ন।

৪। যাঁহাদের বহুকালের দাতব্য অনাদায় আছে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা।

৫। উপাসনালয়ে বারাঙ্গনাদিগের জন্য স্থান হইতে পারে কি না এ সম্বন্ধে এক জন ভদ্রলোকের পত্রপাঠ এবং তৎসম্বন্ধে মীমাংসা।

৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সঃ উপাসকমণ্ডলী — শ্রীগুরুচরণ মহালানবিস।
সম্পাদক।

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ৮১ নং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ৯ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৶৹

প্রার্থনা।

দীনবন্ধু ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাতে অনেকবার এরূপ সংকটে পড়িয়াছি যখন চারিদিকের আশা ভরসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যখন অন্তরে দুর্ব্বলতা ও বাহিরে প্রতিবন্ধক দেখিয়া চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে সময়ে এক একবার মনে হইয়াছে বুঝিবা আর তোমার পথে থাকিতে পারিলাম না। এই শোচনীয় অবস্থাতে আবার বিবিধ সংশয় উৎপন্ন হইয়া জীবনের ভিত্তিস্বরূপ যে সকল সত্য তাহাদিগকে আন্দোলিত করিয়াছে। মন সংশয়াকুল হইয়া প্রশ্ন করিয়াছে, সত্য সত্যই কি একজন জীবন্ত পুরুষ আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; সত্য সত্যই কি দীন জনের প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করিতেছেন? এই দুর্ব্বলতা ও সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া যখন একাগ্র চিত্তে তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছি, জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন কাষ্ঠ মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, সেইরূপ যখন তোমার পবিত্র নাম মাত্র অবলম্বন করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, তখন দেখিয়াছি যে সেই দুর্ব্বলতা সেই বিষাদের ঘন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আবার হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, আবার কার্য্য করিবার উৎসাহ মনে প্রবল হইয়াছে, আবার হৃদয়ের প্রীতি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভো! বার বার তোমার করুণার ও শক্তির নিদর্শন পাইয়াও কেন তদুপরি নির্ভর করিতে পারি না। জগদীশ্বর! নির্ভরের শক্তি দেও। আমরা দুর্ব্বল, তদ্ভিন্ন তোমার কাজ করিতে পারিব না।

অপরিচিত লোকের নিকট বসিতে হইলে মানুষকে সঙ্কুচিত হইয়া বসিতে হয়। লোকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে বসিতে ও আলাপ করিতে পারে না। কিন্তু যেখানে প্রীতি আছে, পরিচয় আছে, আত্মীয়তা আছে, সেখানে মানুষ নির্ভয়ে বসে, নির্ভয়ে কথা কয়, স্বাভাবিক ভাবে আলাপ করে। সেখানে সমুদায় ব্যাপার স্বাভাবিক। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি থাকিলে লোকে স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার নিকট গমন করে, স্বাভাবিক ভাবেই বসে, স্বাভাবিক ভাবে প্রার্থনা করে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা যেরূপ ভাবে যেরূপ স্বরে, পিতা মাতা ভাই বন্ধু প্রভৃতির সহিত আলাপ করি, সেরূপ ভাবে ও সেরূপ স্বরে কি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি? একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলেই দেখা যাইবে, যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই এক প্রকার বিকৃত স্বর অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে মানুষ নিজ পিতা বা মাতার সহিত আলাপ করিতেছে, বা কোন আত্মীয় স্বজনকে কোন প্রার্থনা জানাইতেছে, সেই মানুষ যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তখন যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি উক্ত উভয় অবস্থার স্বর শ্রবণ করেন, দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন লোকের স্বর বলিয়া বোধ হইবে। স্বরের এই অস্বাভাবিকতার কারণ কি? ইহা কেবল অভ্যাসের ফল মাত্র। আমরা জীবনে যে ভাবে কথা বার্ত্তা কহি, সেভাব লইয়া ঈশ্বরের নিকট যাওয়া অকর্ত্তব্য, এই ধারণা যেন আমাদের মনে নিমগ্ন আছে, সুতরাং এক প্রকার বিকৃত স্বরে প্রার্থনা করা আমাদের মধ্যে প্রথা দাঁড়াইয়াছে। এই রীতিটীর দিকে আমাদের একটু দৃষ্টি থাকিলে বোধ হয় সংশোধন হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রতি ব্রাহ্মগণ যদি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে দুইটী চিন্তা যুগপৎ তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল হইবে। প্রথমতঃ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, যে ধর্ম্মের নামে মানুষ কি না আচরণ করিতে পারে। এই ভারতবর্ষে অগণ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং অদ্যাপি বাস করিতেছে, ইহাঁদের অনেকের আচরণ এত নীতির বিগর্হিত যে তাহাও যে কিরূপে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। অথচ শত শত লোকে সেই সকল আচরণকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিতেছে এবং সমাদর পূর্ব্বক সেবা করিতেছে। মানব প্রকৃতির একি আশ্চর্য্য রহস্য? দ্বিতীয়ত, এই সম্প্রদায় গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে যে কি

গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনুভব করা যায়। এই সকল উপধর্ম্ম ও ভ্রান্ত মত নিরাকরণ পূর্ব্বক সত্য স্বরূপের পূজা প্রতিষ্ঠিত করা কি সামান্য কঠিন কথা! সেজন্য কত আয়োজনের প্রয়োজন! ব্রাহ্মেরা তদনুরূপ কি আয়োজন করিয়াছেন? পঞ্চাশ বৎসরে এই বিস্তীর্ণ ভারত ক্ষেত্রের কতটুকু অংশকে তাঁহারা ব্যাপ্ত করিতে পারিয়াছেন?

স্কটলণ্ড দেশের বিখ্যাত রাণী মেরী সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক জন নক্স্‌কে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পোপ ও তাঁহার অনুচরগণ বাইবেল গ্রন্থের এক প্রকার অর্থ করিতেছেন, আপনারা আর এক প্রকার অর্থ করিতেছেন, ইহার কোন অর্থ গ্রহণীয়?" ইহাতে নক্স্‌ উত্তর করিলেন— "ঈশ্বরের প্রদত্ত গ্রন্থ আপনার সম্মুখে আছে, আপনার বিচার শক্তিও আছে, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া অর্থ গ্রহণ করুন। পোপের কথাও শুনিবেন না, আমাদের কথাও গ্রহণ করিবেন না।" মেরী যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ আজ সেই বিপদে পড়িয়াছে। যাঁহার কিছু নূতন কথা বলিবার আছে, সকলেই আসিয়া ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিতেছেন। দশটী সভা দশদিক হইতে লোকের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। এখন ভারতবাসিগণ কোন্ পথে যান। নক্স্‌ মেরীকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, ভারতবাসিদিগের পক্ষেও সেই উত্তর। ঈশ্বর প্রদত্ত বিচার শক্তি ও বিবেকের অনুসারে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি কর—তাহা সর্ব্বদা অবলম্বন কর।

ব্রাহ্মদিগকে যদি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি জন্য চিরপ্রচলিত ধর্ম্মমত, চির আশ্রয় হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজন, পিতা মাতা, ভাই ভগ্নিদিগকে চক্ষের জলে ভাসাইয়া ব্রাহ্ম হইলেন! সত্য বটে অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কেহই কি পরিত্রাণ পাইবার জন্য আইসেন নাই? কেমন করে এ কথা বলিব? আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি অনেক লোক বুঝিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন পরিত্রাণের আর উপায় নাই এবং ব্রাহ্মসমাজ যথার্থ মানবহিতৈষী সমাজ, এই নিমিত্তই তাঁহারা অনেক দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়া এবং পিতামাতাকে চক্ষুর জলে ভাসাইয়াও ব্রাহ্ম হইয়াছেন ও পবিত্র ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু যে কারণেই আসুন না কেন, তাঁহাদের যদি চিরদিন এই ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতার মাধুর্য্য অনুভব করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে অন্ততঃ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ সাধন ভজনের কথা নয় কিন্তু যাহা প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজেই থাকা উচিত, তাহারই কথা বলিব। সে সব অতি কঠোর তপস্যার ফল নয়, যিনি পরমেশ্বরের ভাব একটুকুও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন এবং প্রাণে সম্ভোগ করিতে পারেন।

প্রথম, প্রত্যেক ব্রাহ্মকে চরিত্রবান হইতে হইবে, চরিত্র বড় জিনিষ। ইহা হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হইলে কি বিষময় ফল নিজের জীবনে ও সমাজে ঘটে, তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ চরিত্র সংগঠিত হওয়াই কঠিন, তাহার পর যদি অনেক উপায়ে এবং চেষ্টা যত্নে চরিত্র সংগঠিত হইল, তাহা চিরজীবন রক্ষা করা এ পৃথিবীতে মনুষ্যের পক্ষে অতি কঠিন কথা। অনেক সময় আমরা বলিয়া থাকি যাঁহাদের চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের বিষয়ে তত ভাবনা নাই। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে বাস্তবিক একথা সত্য নহে। অর্থোপার্জ্জন বরং সহজ কিন্তু সেই অর্থ রক্ষা করা এবং তাহার সদ্ব্যবহার করা অরও কঠিন। উপার্জ্জনের সময় যে অধ্যবসায় এবং আগ্রহ থাকে, রক্ষার সময় কিছুমাত্র শিথিলতা আসিলেই মনুষ্যকে একেবারে বিনাশ করে, সুতরাং এসময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ে মহাভারতে সুন্দর একটী উপাখ্যান আছে। "ধ্রুব অনেক তপস্যা করিয়া যে চরিত্র, ধর্ম্ম, সত্য ইত্যাদি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সংসারের বিপাকে পড়িয়া যখন তাঁহার চরিত্র স্খলিত হইল, অমনি দেখিতে দেখিতে তাঁহার ধর্ম্ম বিনাশ পাইল, সত্য লোপ হইল এবং যাহা কিছু বহুকাল তপস্যা করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা কেবল একমাত্র চরিত্রহীনতা হইতে সব বিলোপ প্রাপ্ত হইল।" ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মানুষ অনেক কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করে অতি সামান্য দোষে তাহা বিনাশ পায়। তাহার ধর্ম্মবল সত্যবল সব তাহাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়া যায় এবং পৃথিবীতে সে ভয়ানক দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়। আমাদের মধ্যেও এরূপ দৃষ্ট হইয়াছে অনেকে ধর্ম্মের জন্য বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, অনেক সাধন ভজন করিয়াছেন, কিন্তু সেই উপার্জ্জিত ধন রক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহ এবং যত্ন না থাকায় তাঁহাদিগকে দুর্গতির একশেষ প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। প্রথম একটু চরিত্রহীনতা উপস্থিত হইল, অবশেষে ক্রমে ক্রমে সেই অতি যত্নের সঞ্চিত ধন একটী একটী করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল, শেষে দেখা গেল তাঁহার আর পূর্ব্বের মত কিছুই নাই।

এই চরিত্রহীনতা অনেক কারণে উপস্থিত হয়, কুসংসর্গ, রীতি নীতি না জানা, নানারূপ কুচিন্তা, সংসারের কষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ উপাসনার অভাব। যদি প্রাণে পরমেশ্বরের পবিত্রতার ভাব জাগে, রীতি নীতি না জানাতে ভুলক্রমে একবার পড়িতে না পড়িতেই উঠিতে পারে, যদি তাহার প্রাণ পরমেশ্বরকে চায় এবং কুচিন্তা ও সংসার কষ্টকে মন হইতে দূর করিয়া দিতে পারে, যদি জানে অন্তর্যামী-পরমেশ্বর তাহার বিষয় জানিতেছেন। তবে কুসংসর্গ সত্ত্বেও লোক সৎ থাকিতে পারে, কিন্তু উপাসনাহীনতা মানুষকে একেবারে অধঃপতিত করে। দুঃখের বিষয় আমাদের এই উপাসনার ভাব বড় কম, আমরা নানারূপ উপদেশ দ্বারা মানুষকে ভাল করিতে চাই এবং নানারূপ কাজ করিয়া অন্যদিগকে ধর্ম্মসমাজে পবিত্র

রাখিতে চান। তাই পদে পদে এত বিড়ম্বনা উপস্থিত হইতেছে, আমাদের সংসর্গে যাহারা থাকে তাহারা দিন দিন ভাল না হইয়া বরং অধঃপতিত হইতেছে. কোথায় ধর্ম্মসমাজের লোক ধর্ম্মের ভাবে সব কাজ করিবে, না দেখিতে পাই, কেবল নামের জন্য কেবল বাহিরের ধূমধামে মত্ত। তাহাদের কথায় ভাবে বুঝা যায়,যেন তাঁহাদের সহজ অবস্থা নিত্য ক্রিয়াতেই তাঁহারা তাঁহাদের পরম প্রভুর আরাধনা, ধ্যানধারণার কাজ করিয়া লইতেছেন, তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় কি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী বা নির্দ্দিষ্ট বারের প্রয়োজন করে না। এইরূপ ভাব থাকা তাঁহাদের পক্ষে ক্ষতিজনক কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ যাহারা করে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হয়। যদি আমাদের সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং হিতসাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে প্রত্যেক ব্রাহ্মের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত; ব্রাহ্মগণ নিয়মিত রূপে উপাসনা দ্বারা জীবনে ধর্ম্মভাব লাভ করিয়া নিজেরা উদ্ধার পাউন এবং অনুসরণকারীদিগকে আকৃষ্ট করুন ও পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করুন; নতুবা আর সব উপায় ব্যর্থ।

যদি কেহ বলেন পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইলে ৩৫ হাত দীর্ঘে ও ছয় অঙ্গুল প্রস্থে এক খণ্ড নূতন বস্ত্র দিনে দুইবার গিলিতে হইবে এবং আবার মুখ হইতে বাহির করিতে হইবে," কিম্বা কেহ যদি বলেন পদদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া মস্তকের দ্বারা প্রত্যহ ৪০০ হাত হাঁটিতে হইবে, তাহা হইলে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে। তাহা হইলে আমরা কি বলি? আমরা বলি ইহাও কি কখন সম্ভব যে ঈশ্বর মানবের পরিত্রাণকে এমন অস্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করাইয়াছেন? শরীর ও মনকে অস্বাভাবিক ও কষ্টকর অবস্থাতে না লইয়া গেলে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারিব না, ইহা কি কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? আমরা কি চাই? আমরা ভক্তি চাই, পুণ্য চাই, হৃদয় মনের পবিত্রতা ও উন্নতি চাই। এই সকল স্বর্গীয় পুষ্প পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেম কিরণের সংস্পর্শে স্বাভাবিক ভাবেই হৃদয়কাননে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। তাঁহার সহবাসের জীবনপ্রদ শক্তিতেই ইহাদের বিকাশ হয়, তাঁহাকে হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারিলেই এই পবিত্র দেববাঞ্ছিত আনন্দরস জীবের অন্তরে প্রবাহিত হয়, শারীরিক অস্বাভাবিক ক্রিয়া এবং মানসিক অস্বাভাবিক অবস্থা ইহার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। সরল প্রার্থনাই মুক্তির পরম সাধন, এই মহাসত্যটী ব্রাহ্মমাত্রেরই হৃদয় পটে চিরদিনের মত অঙ্কিত করিয়া রাখা আবশ্যক। যদি কেহ কোন অস্বাভাবিক সাধনের পরামর্শ দেন, তাহাতে ব্রাহ্মেরা কর্ণপাত করিবেন না, সরল প্রার্থনার পথ পরিত্যাগ করিবেন না। কেহ আসিয়া যদি বলেন দিনে তিনবার মস্তকের দ্বারা না হাঁটিলে ভক্তি হইবে না, তাহা উপহাসের কথা, সরল প্রেম ও প্রার্থনার পথাবলম্বীরা সে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না।

আমরা একটী শিশুর কথা জানি। তাহার কল্পনা স্বভাবতঃ এরূপ প্রবল যে সে অতি শৈশবকালে যখন একবার গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চলৎশক্তি বিহীন হইয়াছিল তখন একস্থানে বসিয়া উদ্দেশে গাভীকে আহ্বান করিত, গাভীর আহ্বান হইলে বাটীর আহ্বান করিত, বাটীর আহ্বান হইলে, কল্পিত দুগ্ধ দোহনের অভিনয় করিত, কল্পিত দুগ্ধ দোহন হইলে, কল্পিত বাটীতে কল্পিত দুগ্ধ পানের অভিনয় করিত। ধর্ম্মরাজ্যেও এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ভাব ও কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের এক একটী বিশেষ ভাবকে কল্পনার চক্ষে চিত্রিত করিয়া ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন; ভাবস্রোতেই ভাসিয়া থাকেন; ভাবোচ্ছ্বাসের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন; হর্ষ অশ্রু পুলক প্রভৃতি ভক্তির আবেশের লক্ষণ সকল ধারণ করিয়া থাকেন। অথচ এই ভাবাবেশ তাঁহাদের বিশ্বাস ভূমিকে দৃঢ় করে না, পাপের প্রতি ঘৃণাকে প্রবল করে না, পুণ্যের ক্ষুধাকে অন্তরে জাগ্রত করে না, জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করে না। তাঁহারা যখন ভাবস্রোতে প্রাণকে ঢালিয়া দেন, তখন অনুভব করিতে থাকেন যেন ধর্ম্মের চরম মঞ্চে অধিরোহণ করিতেছেন, যেন ধর্ম্মভাবের চরম গতি ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন. সেই ব্রহ্মদর্শন, সেই ব্রহ্ম সহবাস, সেই স্বর্গবাস। তৎপরে সেই সকল ভাবুক যখন সুখ দুঃখময়, পাপ প্রলোভনময়, হর্ষ-বিষাদময়, চিন্তা ও কার্য্যময় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহাদের চরম গতি ও সপ্তমস্বর্গের বার্ত্তার আর বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শ্রেণীর শোচনীয় ভ্রমের নাম ভাবুকতা। ভাবুকতা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রবঞ্চিত হইয়া কৃত্রিম ক্ষণিক আনন্দোচ্ছ্বাসকেই আত্মার ভোজ্য বস্তু বিবেচনা করেন, এবং পরিতৃপ্ত হইয়া তাহার সেবা করেন। বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা ও সেবা এই চারিটীই ব্রাহ্মের ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিভূমি। ভাব যতক্ষণ এই চারিটীর অধীন থাকে ততক্ষণ প্রার্থনীয়, যখন এই চারিটীকে অতিক্রম করে তখন নিন্দনীয় বস্তু।

যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন বন্ধুকে সেই বন্ধুর নিজের জন্য ভাল না বাসিয়া তাহা হইতে যে লাভ হয় তাহার জন্যই তাহাকে প্রীতি করেন, তাহা হইলে কি তাহাকে বন্ধুতা বলে? সেই স্বার্থপর ভাবকে আমরা কখনই বন্ধুতা বলি না। তাহাকে অতি নিকৃষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিয়া থাকি, সেইরূপ কখন কখনও এরূপ দৃষ্ট হয় যে মানব ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরকে চাহিতেছে না, কিন্তু তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে দেখিলে, বা কোন বিশেষ সাধন প্রণালী অবলম্বন করিলে যে আনন্দটুকু হয় সেই আনন্দটুকুর জন্যই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছে। হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবল না হইলে তাঁহাদের উপাসনা সার্থক হইল এরূপ মনে করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন সাধনের জন্য উপবিষ্ট হন, তখন সেই আনন্দোচ্ছ্বাসটুকুর প্রতি লক্ষ্য থাকে, সেইটুকুর প্রলোভনে

মন ব্যগ্র হইতে থাকে। নিমগ্ন হইয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে এই শ্রেণীর সাধকগণ বাস্তবিক ঈশ্বরকে অবমাননা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরকে চান না, কিন্তু আনন্দের জন্যই তাঁহাকে চান। সুরাপায়ী যেমন সুরার জন্য সুরাকে সেবা করে না, কিন্তু তাহার উন্মাদিনী শক্তির জন্যই তাহার আদর করে, যদি ঠিক সেই প্রকার উন্মাদিনী শক্তি আর কোন দ্রব্যে থাকিত, তাহা হইলে সুরা না হইলেও তাহাদের ক্ষতি ছিল না। সেইরূপ তাঁহারাও গূঢ়ভাবে ঈশ্বর অপেক্ষা আনন্দ বিশেষকে প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক যিনি তাঁহার ভাব কিরূপ? তিনি কি কোন প্রকার লাভের আশায় সেই প্রেমময়কে অন্বেষণ করেন? তিনি কি ঈশ্বরকে বলেন, আমাকে সর্ব্বদা আনন্দ দিতে হইবে তবে আমি তোমাকে অর্চ্চনা করিব তবে আমি তোমার সহবাস প্রার্থনা করি? প্রকৃত ভক্ত কখনই ঈশ্বরকে এরূপ কথা বলেন না। ঈশ্বরকে ডাকিতে গিয়া সুখের পরিবর্ত্তে যদি দুঃখ হয়, তাঁহার সহবাসে আনন্দ না হইয়া যদি ঘোর যন্ত্রণাই হয় তথাপি তিনি ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকেন। ইহা অতি পুরাতন কথা। শিশু যেমন জননীর নিকট প্রহার প্রাপ্ত হইয়া মাতারই অঞ্চল ধরিয়া মা মা করিয়া ক্রন্দন করে সেইরূপ ঈশ্বরের প্রেমিক সন্তান তাঁহার নিকট শাস্তি এবং যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার চরণালিঙ্গন করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা কি বলে? ঈশ্বরকে ডাকিয়া কি সকল সময়ে সুখই হয়? এমন সময় কি আমাদের জীবনে দেখি নাই, যখন যতই ঈশ্বরকে ডাকিতে চাই, ততই অনুতাপের যাতনা প্রবল হয় যতই তাঁহার সন্নিকট হইবার চেষ্টা করি, ততই প্রাণ মন বিবেকের শরে বিদ্ধ হইতে থাকে। অরণ্য মধ্যে মৃগ যেমন ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরের দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকি। ইহাকে কি সুখ বলে? ইহা কি আনন্দের অবস্থা? অথচ প্রকৃত প্রেমিক লোক এমন কে আছেন যিনি এ অবস্থাকে প্রার্থনীয় মনে না করেন। ব্রাহ্মেরা সতত সতর্ক হইয়া দেখিবেন তাঁহারা ক্ষণিক কৃত্রিম আনন্দকে আত্মার ভোজ্য বস্তু মনে করিতেছেন কি না?

বিশ্বাসের পরীক্ষা।

কেবল যে দুঃখ কষ্টে মানবের বিশ্বাসের পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহা নহে, বিশ্বাসের পরীক্ষার প্রকার ও প্রণালী বিভিন্ন। তাহার কয়েকটী নির্দ্দেশ করা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বিশ্বাসের প্রথম পরীক্ষা নির্য্যাতনে। যখন মানবের বন্ধুতা শত্রুতাতে পরিণত হয়, যখন আত্মীয় স্বজনগণ জাত-ক্রোধ হইয়া পীড়ন করিতে থাকেন, তখন মানবের বিশ্বাসের কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। একদিক হইতে সত্য আসিয়া মানবচিত্তকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতে থাকে সত্য ক্ষীণস্বরে মানবকে সাবধান হইতে বলিতে থাকে, অপর দিকে ভয় ও সাংসারিক বুদ্ধি পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবার উপদেশ দিতে থাকে। তখন মানব সন্দেহ ও বিতর্কের মধ্যে দোলায়মান হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তাপরায়ণ হয়। অনেকে এই অবস্থায় লোকভয়ে ভীত হইয়া, সাংসারিক সুবিধার লোভে প্রলুব্ধ হইয়া সত্যকে পরিত্যাগ করে, এবং সত্যকে গোপন করিয়া কার্য্যে অসত্যকে প্রচার করে। তাঁহাদের আচরণ অম্লানবদনে লোককে এই কথা বলে যে যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া এত আদর ও প্রচার করিতেছিলাম, তাহাকে এরূপ গুরুতর মনে করি না, যে সে জন্য কোন প্রকার অসুবিধা বা ক্লেশ ভোগ করিতে পারি। এইরূপে অনেককে নির্য্যাতনে পড়িয়া সত্যকে পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু নির্য্যাতনের পরীক্ষা যদিও প্রবল পরীক্ষা, তথাপি একদিক দেখিতে গেলে ইহাতে উত্তীর্ণ হওয়া নিতান্ত কঠিন নহে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে লোকের প্রতিকূলতা নিবন্ধন মানবের মনে হঠাৎ একপ্রকার তেজস্বিতার আবির্ভাব হয়, লোকে যে পরিমাণে পীড়ন করিতে থাকে সেই পরিমাণে আত্মনির্ভর ও প্রার্থনার ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে। সে সময়ে হঠাৎ মনের এমন কেমন কঠিনভাব হইয়া পড়ে যে তখন আর লোকভয়ের প্রতি বা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপও থাকে না। একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" মহাত্মাদিগের চিত্ত কুসুম হইতে মৃদু অথচ আবার বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। এই কথার প্রমাণ তখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে ব্যক্তির চিত্ত অতি কোমল তিনিও তখন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া পড়েন। নানাপ্রকার ভাব সম্মিলিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে এক আশ্চর্য্য কাঠিন্য প্রদান করে।

নির্য্যাতনের পরীক্ষা অপেক্ষা স্নেহ ও অশ্রুপাতের পরীক্ষা আরও কঠিন। যাঁহাদিগের সহিত সংসারের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে চিরদিন বদ্ধ আছি, যাঁহাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ তাঁহারা যদি ভ্রূকুটী করেন বা রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করেন, বা কর্কশ ও কটূক্তির দ্বারা মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন, বা ক্রোধপরায়ণ হইয়া ভয়ানক নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা বরং একদিন সহ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু ভ্রূকুটীর পরিবর্ত্তে অশ্রুপাত, ক্রোধের পরিবর্ত্তে ব্যাকুলতা ও কর্কশ ভাষার পরিবর্ত্তে কাতরোক্তি যখন সহ্য করিতে হয়, তখন যে প্রাণের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহা যাঁহারা কখনও জীবনে অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তখন মনে হয় জননী এই অশ্রুপাত ও কাতরোক্তি না করিয়া যদি প্রহার করিতেন, যদি অনাহারে রাখিতেন, যদি গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেন, যদি কর্কশ কথাতে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। এ অশ্রুর নির্য্যাতন প্রাণে সহ্য হয় না। যাঁহাদের হৃদয় কোমল ও প্রেমিক, যাঁহারা নিতান্ত কঠোর প্রকৃতিসম্পন্ন লোক নন, তাঁহাদের পক্ষে এই অবস্থা ঘোর পরীক্ষার অবস্থা। তাঁহাদের অনেকে এ সময়ে আর চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে

পারেন না। আর সত্যের ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা হ্রাস হইয়া যায়, এবং আত্মীয় স্বজনের অশ্রুর দ্বারা পরাজিত হইয়া বন্দীকৃত হইয়া পড়েন।

নির্য্যাতনের পরীক্ষা অপেক্ষা অশ্রুর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া অধিকতর দুষ্কর। কিন্তু ইহাও যাঁহারা অতিক্রম করেন তাঁহারা যে সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলেন তাহা নহে আর এক প্রকার পরীক্ষা যেন তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। বিপদে যে ব্যক্তিকে পাড়িতে পারিল না, সম্পদ হয়ত তাঁহার পক্ষে ঘোর শত্রুর কার্য্য করিল। তাঁহারা যতদিন দারিদ্র্য, দুর্ভাবনা ও লোকের নির্য্যাতনের মধ্যে দীন হীন ভাবে বাস করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহাদের বিনয়, নির্ভর ও প্রার্থনার ভাব ছিল; তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনে মতি ছিল; কিন্তু ঈশ্বর যখন তাঁহাদিগকে সম্পদের দিন আনিয়া দিলেন, যখন দরিদ্রতা গেল যখন লোকের প্রতিকূলতা গিয়া অনুকূলতা হইল, যখন সামাজিক সম্ভ্রম ও পদের শ্রীবৃদ্ধি হইল, তখন তাঁহাদের জীবনের ও বিশ্বাসের এক নূতন পরীক্ষা উপস্থিত হইল। তাঁহারা সম্পদে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলেন। ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে সুখাসক্তি, পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার, লোকের অনুকূলতার সঙ্গে সঙ্গে আমোদপ্রিয়তা আসিয়া তাঁহাদের চিত্তকে গ্রাস করিতে লাগিল। যে সকল মহাসত্যকে তাঁহারা দুঃখের দিনে পরম ধন বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন,সেই সকল সত্যকে তখন সামান্য বোধে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই সকল মহাসত্যের প্রতি বিশ্বাস ক্ষীণভাব ধারণ করিতে লাগিল। অনেক সময় দেখা গিয়াছে। এক ব্যক্তি যত দিন লোকের বিরাগ ও সাংসারিক বিপদের মধ্যে বাস করিতে ছিলেন ততদিন তাঁহার চিত্তে এক প্রকার দৃঢ়তা ছিল। লৌহপিণ্ডকে আঘাতের দ্বারা যতই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ করা যায় ততই যেমন তাহার কঠিনতা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ বাহিরের বিপদ ও নির্য্যাতনের আঘাতে তাহাদের চিত্ত ঘন হইতে ঘনতর ভাব ধারণ করিয়া এক আশ্চর্য্য ও নূতন প্রতিঘাত শক্তি প্রাপ্ত হইতেছিল; তাঁহাদের আত্মাদর, বল বীর্য্যের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে অপরাজিত প্রতিজ্ঞার বল প্রদান করিতে ছিল; সে সময়ে তাঁহাদের চিত্ত ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর পরায়ণ ছিল। তাঁহারা মানবের নিকট আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের ক্রোড়ে শরণাপন্ন হইতেছিলেন। উপাসনাতে তাঁহাদের কত অনুরাগ! ধর্ম্ম সাধনে কি আশ্চর্য্য মতি! পরমেশ্বরের উপর কি গাঢ় নিষ্ঠা! কিন্তু হায় যখন বিপদ নিবারিত হইয়া সম্পদের দিন আগমন করিল, যখন লোকের প্রতিকূলতা অনুকূলতাতে পরিণত হইল। যখন চারিদিকের প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত হইয়া ধর্ম্ম সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইল, তখন আর তাঁহাদের পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর থাকিল না। তাঁহারা বিপদে পড়িয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন ঈশ্বর বিপদ নিবারণ করিয়া বলিলেন; 'সন্তান তোমার বিপদ নিবারণ করিয়াছি, এখন অবাধে আমার সেবাতে প্রবৃত্ত হও' তখন তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সম্পদের সময়ে সুখাসক্তি তাঁহাদের চিত্তকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা তখন এই পৃথিবীতে দশ জনের মধ্যে এক জন হইবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। যে সকল সত্যকে এত দিন প্রাণে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাদিগকে তখন অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং বিষয়ী লোকের বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ স্থানে তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সম্পদ কত লোকের শত্রু হইয়া তাহাদিগকে বিপথে নীত করিয়াছে। অতএব সম্পদও একটী গুরুতর পরীক্ষা।

সম্পদের পরীক্ষাতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহারা বীর তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটী গুরুতর পরীক্ষা আছে,তাহা দুর্ব্বলতার পরীক্ষা। অনেক সময় আমরা এরূপ দেখিতে পাই যে আপনাদের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার জন্য আমাদের শুভ অভীষ্ট সকল সিদ্ধ হইতেছে না, অনেক আশা করিয়া যে কার্য্যের আয়োজন করিতেছি, তাহা পণ্ড হইয়া যাইতেছে, মনে ভাবিতেছি কাম ক্রোধকে দমন করিয়া ঈশ্বরের সেবাতে প্রাণ মন ঢালিয়া দিব, আশা করিতেছি, যে সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, সংকল্প করিতেছি যে প্রেম ডোরে দশটী হৃদয়কে এক করিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগাইব; কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি যে এ অন্তরে ততদূর প্রেম নাই, ততদূর নিঃস্বার্থতা নাই; ততদূর নির্ভর নাই। পরে দেখিলাম আমাদের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা আমাদের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া, আমাদের সাধু সংকল্প সকলকে বিফল করিয়া দিতেছে; আমাদের অবলম্বিত সহস্র প্রকার উপায় পণ্ড হইয়া যাইতেছে। যেন কোন অলক্ষিত শক্তি প্রতিকূল হইয়া আমাদের সকল আয়োজনকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে! এই অলক্ষিত শক্তি আমাদেরই দুর্ব্বলতা। এইরূপে বার বার হৃদয়ের সাধু সংকল্প সকল যখন চূর্ণ হইতে থাকে, তখন মানুষ ক্রমে ঘোর নিরাশাতে পতিত হয়, মনে করিতে থাকে, তবে বুঝি যাহা অন্তরে অনুভব করিয়াছিলাম তাহা হইবার নহে, তবে বুঝি প্রাণের সেই আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প কল্পনা মাত্র, তবে বুঝি যে সকল আশ্বাস অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি সে সমুদায় মনের ভাবমাত্র। এই অবস্থাতে সচরাচর দুইটী বিপদ উপস্থিত হয়; প্রথম ইহার পর যদি মানুষ ধর্ম্ম জগতে চালক থাকে,তাহা হইলে অবিশ্বাসী ও সংসারাসক্ত হইয়া থাকে। তখন বলিতে হয় বলিয়া ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা বলিতে আরম্ভ করে; কিন্তু অন্তরে এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখে, যে যাহা বলিতেছি তাহা হইবার নহে। তখন মুখে উদার ভ্রাতৃভাবের কথা প্রচার করিতে থাকে, কিন্তু মনে মনে জানে এবং আপনাকে আপনি বলে, যে উদার ভ্রাতৃভাব জগতের জন্য নহে। সুতরাং তাহার নিজের জীবনে যে সংসারাসক্তি প্রবল হইতেছে সে জন্য আর লজ্জিত হয় না; বরং আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে মনে গণনা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনেকে এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হইয়া ধর্ম্মপথই পরি-

ত্যাগ করে এবং বলিতে থাকে যে ধর্ম্মের উচ্চ কথা সমুদায় কেবল কল্পনামাত্র।

এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায় কি? ইহার প্রধান উপায় ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলিয়া জানা এবং তিনি যে সত্যবাদী এই বিশ্বাসটী সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিবার চেষ্টা করা। ঈশ্বর সত্যবাদী একথার অর্থ কি? অর্থাৎ ব্রাহ্ম যখন এইরূপ দুরবস্থাতে পতিত হইবেন, তখন আপনার অন্তরে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে তিনি যখন সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে কি ভাব ছিল? তিনি কি আশা করিয়াছিলেন? তখন কি তাঁহার অন্তরাত্মা স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে বলে নাই যে ধর্ম্মই জীবের চরম গতি এবং ধর্ম্মই সার; তখন কি অতি উজ্জ্বল ভাবে তিনি অনুভব করেন নাই যে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রেমেরই জয়, সত্যেরই জয়, অপ্রেম বা অধর্ম্ম বা অসত্যের জয় হইবে না। এখনও যদি শান্তচিত্তে আপনার অন্তরাত্মাকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে কি সেই উত্তরই পান না। এ বাণী কার? কে তিনি যিনি এই সকল আশা দিয়া প্রথম দিনে আমাদিগকে ধর্ম্মজীবনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কে তিনি যিনি অদ্যাপি প্রাণ মধ্যে সেই কথাই বলিতেছেন? তিনি কি ঈশ্বর নহেন? ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্য সেই আশ্বাস বাণীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কার্য্যে পড়িয়া থাকিবেন। তিনি ঘোর নিরাশার কারণ দেখিলেও বলিবেন, "আমাদেরই দোষে সমুদায় পণ্ড হইতেছে, নতুবা ইহা মনে করিতে পারি না, যে পবিত্রস্বরূপ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাকে তাঁহার রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা পূর্ণ হইবে। তবে আমাকে তাঁহার উপর প্রেমের সহিত নির্ভর করিতে হইবে। তিনি ইহারই উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকেন।

শিথিল সাধক।

সূর্য্য-গ্রহণের দিন ক্ষয়প্রাপ্ত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য স্বভাবতঃই লোকের ঔৎসুক্য জন্মে। তখন লোকে সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করে। কেহ বা কোন ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে জল রাখিয়া সেই জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়া গ্রহণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করে; কেহ বা একখণ্ড কাচকে দীপের ধূম দ্বারা কজ্জলাক্ত করিয়া তন্মধ্য দিয়া সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করে। এই উপায়ে সূর্য্যমণ্ডলকে দেখিলে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ জনিত নেত্রের ক্লেশ হয় না, অথচ সূর্য্যের কত কলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইল তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

ভস্মাবৃত কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যকে দেখিলে সূর্য্যের কিরণজাল উজ্জ্বল ও প্রখরভাবে চক্ষে পতিত হইতে পারে না। সেই কজ্জলরাশি সূর্য্যরশ্মির প্রখরতাকে নষ্ট করে। মানবের ধর্ম্মজীবনের একটী অবস্থার সহিত এই ভস্মাবৃত কাচের চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে। কাচ যেমন সূর্য্যকে একবারে প্রচ্ছন্ন করিতেছে না অথচ তাহার রশ্মিজালকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতে দিতেছে না। সেইরূপ মানব হৃদয়েরও এমন একটী অবস্থা কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন আমরা এইরূপ অনুভব করিতে থাকি যে একেবারে যে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহার মুখ যে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, অথচ তাঁহার পবিত্রভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছে না। এই অবস্থাতে মানব ধর্ম্মসাধন করে, এবং সাধন করিয়া যে নিতান্ত নিরাশ হয় তাহাও নহে। ঈশ্বরকে এক প্রকার দেখিতে পায়, এক প্রকার তাঁহার সহবাসসুখ অনুভব করে, অথচ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সত্তাদ্বারা প্রাণ অধিকৃত হয় না, সম্যকরূপে মন তাঁহার সৌন্দর্য্যসাগরে মগ্ন হয় না; কিম্বা গভীররূপে তাঁহার সহবাস অনুভব করিতে পারে না।

ইহাকে বলে শিথিলসাধক। এই শ্রেণীর সাধকগণ কিছু কিছু ঈশ্বর সহবাসের মর্ম্ম জানেন, কিছু কিছু তাঁহার সেবার রস আস্বাদন করেন, কিছু কিছু আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব অবগত আছেন। কিছু কিছু ভাবের উচ্ছ্বাসও অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল বিষয়ই কিছু কিছু, পূর্ণমাত্রায় ও গভীররূপে কোন আধ্যাত্মিক ভাবকে উপভোগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের চিত্তে সেই গভীরতা, সেই আভ্যন্তরিক গতি, সেই অন্তর্মুখীন ভাব নাই।

এই শিথিল সাধনের কারণ অনুসন্ধানে যদি প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে কাচখণ্ডের উপর কজ্জল যেরূপ, আত্মার উপরও সেইরূপ কোন না কোন প্রকার মলিনতা সঞ্চিত হইয়া আছে। কোন অশাসিত প্রবৃত্তি, বা অন্যায় ইচ্ছা বা অসঙ্গত ভাব প্রাণকে অধিকার করিয়া তাহাকে হীন ও মলিন করিয়া রাখিয়াছে। হয়ত কোন গূঢ় আসক্তি চিত্তকে আংশিকভাবে হীন করিয়া রাখিয়াছে। সে ব্যক্তি সেই জালে জড়িত হইয়া পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারিতেছে না; পূর্ণভাবে ব্যাকুলতা আসিতেছে না; পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অনুগত হইবার ইচ্ছা হইতেছে না।

আমাদের হৃদয়ের দুষ্প্রবৃত্তি ও অসাধু ইচ্ছা সকল ভস্মের ন্যায় হইয়া আমাদের চিত্তবৃত্তিকে ম্লান করিয়া রাখে সুতরাং সে চিত্ত দিয়া ঈশ্বরের পবিত্রতার তেজ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। যাঁহার চিত্ত যে পরিমাণে নির্ম্মল ও সংসারের মলিন ভাব হইতে মুক্ত হয়, তাঁহার হৃদয়ে সেই পরিমাণে ব্রহ্মের পবিত্র জ্যোতি প্রকাশ পাইতে থাকে, ততই সেই জীবনে আমরা স্বর্গের পবিত্রতার বিকাশ দেখিতে পাই।

আমরা প্রত্যহ যে উপাসনা করি তাহার মধ্যেও দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখিতে পাই, যেন উপাসনারাজ্যের কোন বাহিরের প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছি, আরাধনা করিলাম, প্রার্থনা করিলাম, ধ্যান করিলাম, নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সকল কার্য্য সমাধা

হইল; নিতান্ত যে ঈশ্বরের সহবাসসুখে বঞ্চিত থাকিলাম তাহাও নহে; নিতান্ত যে হৃদয় অপূর্ণ ও শুষ্ক থাকিল তাহাও নহে; আরাধনান্তে এক প্রকার আনন্দ পাইলাম, এক প্রকার প্রেমের উচ্ছ্বাসও দেখিলাম, এক প্রকার তৃপ্তিও লাভ করিলাম, কিন্তু ইহাও অনুভব করিলাম যে প্রাণের গভীরতম স্থানে যেন সে তৃপ্তি পৌঁছিল না; যেন হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশ খালি থাকিয়া গেল, সে আনন্দস্রোত যেন উপর দিয়া চলিয়া গেল, যেন প্রাণ মনের তলদেশকে স্পর্শ করিল না। আবার আর এক দিন সেই উপাসনা প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ের গভীর স্থানে যেন পবিত্রতার স্রোত প্রবিষ্ট হইল; এক নূতন জীবন ও নূতন আনন্দ অনুভব করিলাম। বহুদিনের নিদ্রিত ভাব সকল সেই পুণ্য স্রোতে সিক্ত হইয়া যেন পুনর্জ্জীবিত হইল। প্রাণের মধ্যে এক প্রকার গভীর অপরিস্ফুট শান্তিবাসের আবির্ভাব হইল। একদিনের এরূপ উপাসনার ফল জীবনে বহুদিন স্থায়ী হইল।

উপাসক মাত্রই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম জীবনে এই উভয় প্রকার অবস্থাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সুতরাং প্রত্যেক উপাসকের পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের বহিরঙ্গ গঠনে সন্তুষ্ট থাকিবেন না। তাঁহাদের সাধনের ভিত্তি ভূমি কত গভীর স্থানে নিহিত হইতেছে তাহা সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তাঁহারা নিরন্তর দেখিবেন যে ঈশ্বরের উপাসনাতে যে তাঁহারা নিযুক্ত তাহা কি সম্পূর্ণ বাহিরের ব্যাপার? উপাসনা করিতে বসিবার সময় এই ইচ্ছা করিয়া বসিতে হইবে, যে প্রেম আত্মার গভীরতম ভূমিকে স্পর্শ করুক। সেই সংকল্প হৃদয়ে লইয়া কাতর অন্তরে ক্রমাগত হৃদয়ের নিগূঢ় হইতে নিগূঢ়তম স্থানে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, আত্মার গভীর হইতে গভীরতম স্থানে অবতরণ করিতে হইবে, শান্ত সমাহিত হইয়া, নির্ম্মল চিত্তে পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সেই গভীর আধ্যাত্মিক তৃপ্তি না হইলে উপাসনা সকল হইল না বিবেচনা করিতে হইবে। উপাসনা কালে এই ভাবটী আমাদের মনে প্রবল থাকিলে আমাদের ব্যাকুলতাকে জাগ্রত রাখিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

১৩ই কার্ত্তিক রবিবার।

মানব হৃদয়ের প্রীতির অনেক আশ্চর্য্য শক্তি, তন্মধ্যে একটী শক্তি এই যে ইহার গুণে মানব অপরের জন্য ক্লেশ পায়। এক জনের ক্লেশ দেখিয়া মানব মনে যে ক্লেশ হয় তাহার কথা বলা যাইতেছে না, সামান্য দয়া থাকিলেই লোকের সেরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে। দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া, অপরের যন্ত্রণা নেত্রগোচর করিয়া অশ্রুপাত করা, ইহা সদয় প্রকৃতি মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রীতির যে গুণের বিষয় এখন উল্লেখ করা যাইতেছে তাহা অন্য প্রকার। প্রীতির এমনি শক্তি যে যে কারণে এক জনের দুঃখ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখ হইতেছে না, আর এক জন সেই কারণে গভীর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

মনে কর এক জন যুবক যৌবন দর্পে অন্ধ হইয়া পাপ পথে পদার্পণ করিতেছে, সে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া আপনার আত্মাকে অধর্ম্মের কূপে পাতিত করিতেছে। যদি তাহার চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিত, যদি পাপ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাকে নিতান্ত অন্ধ করিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে তাহার আত্মা ঘোর ব্যাধিগ্রস্ত; এবং তাহা দেখিয়া আর কখনই সুস্থির থাকিতে পারিত না, নিশ্চয়ই ভয়ে ও আতঙ্কে তাহার প্রাণ পূর্ণ হইত, নিশ্চয় অনুতাপের অগ্নি শিখাতে তাহার মন প্রাণ দগ্ধ হইত, তাহার দিবসে শান্তি ও রাত্রিতে বিরাম থাকিত না। কিন্তু সে আপনার প্রকৃতিকে বিকৃত ও নিজের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে সুতরাং আত্মার সেই ঘোর ব্যাধি দেখিতে পাইল না। কিন্তু যে যন্ত্রণা তাহার পাওয়া উচিত ছিল, সেই যন্ত্রণা তাহার জনক জননীর উপর গিয়া পৌঁছিল, তাঁহারা মনের ক্লেশে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাঁহাদের রাত্রি দিনে শান্তি নাই, সর্ব্বদাই অশ্রুপাত ও পরিতাপ করিতেছেন, নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

ধার্ম্মিকদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহাদের অনেকে পিতা মাতার প্রার্থনার বলে পাপ জীবন পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। এক জন ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুর বিষয়ে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে তিনি যৌবনকালে জ্ঞান গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণা বিধবা মাতা অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহাকে পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা পরায়ণ হইলেন। বলিলেন "পুত্র এ পথে আর অগ্রসর হইও না; কুসঙ্গীদের পরামর্শে জননীর নেত্র জলের প্রতি অন্ধ হইও না, তোমার আত্মার ঘোর বিপদ উপস্থিত একবার দর্শন কর, করে ধরিয়া বলি এই ভয়ানক পথ হইতে বিরত হও।" কিন্তু উদ্ধত যুবক জননীর সেই হিতবচনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যত দিন পুত্রের সুমতি না হইবে, ততদিন তিনি ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ করিতে বিরত হইবেন না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সজনে নির্জ্জনে পুত্রের জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। যখন দ্বিপ্রহরা রজনীর নিস্তব্ধ তিমিরাবরণে আবৃত হইয়া সন্তান কুসঙ্গীদের সঙ্গে ঘোর পাপাচরণে নিযুক্ত আছে, তখন হয়ত মাতা নীরব শয্যাপার্শ্বে মুদিত নেত্রে সেই পুত্রের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। সেই বিধবা নারী ভজনালয়ে গমন করেন সেখানে সকলে চলিয়া গেলেও তিনি অপেক্ষা করিয়া

উদ্ধত পুত্রের জন্য প্রার্থনা করা তাহার শেষ কর্ত্তব্য, তিনি সর্ব্বশেষে আচার্য্যের নিকট গিয়া তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া আচার্য্য পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে এক দিন সেই বিধবা নারীকে বলিলেন, "তুমি ঘরে যাও যে পুত্রের জন্য এত অশ্রুপাত হয় সে কখনও একেবারে মারা পড়িবে না।" অবশেষে তিনি যাহা বলিয়া দিলেন তাহাই ঘটিল, সেই পুত্র ঈশ্বর কৃপাতে পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং জগতে ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য হইলেন।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেখা গিয়াছে। কোথাও বা পত্নীর প্রার্থনা ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া পতির চৈতন্য হইয়াছে। ভগিনীর অশ্রুজল দেখিয়া ভ্রাতা পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক দেখিয়াছি একজন সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় লোকের একটী শোকসূচক কথা শুনিয়া এক ব্যক্তির হৃদয় মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি পাপপথে পদার্পণ করিলে এ ব্যক্তির এত ক্লেশ হয় কেন? আমি দুরাচারী হইলে ইহার প্রাণে এত আঘাত লাগে কেন? এই চিন্তা করিতে করিতে তাহার চিত্তে অনুতাপের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হৃদয় নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সময় হইতে তাহার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে।

জগতের সাধু মহাজনদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রীতির এই আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই যে তাঁহারা জগতের পাপতাপ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই ম্লান থাকিতেন। সহস্র সহস্র নরনারী পাপে নিমগ্ন হইয়াও নিদ্রা যাইত, কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রা ছিল না,প্রাণে শান্তি ছিলনা। জগতের পাপের বাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহারা সর্ব্বদা যন্ত্রণাগ্রস্ত থাকিতেন, সর্ব্বদা হাহাকার করিতেন, সর্ব্বদা প্রার্থনা ও অশ্রুপাত করিতেন। জগতের পুঞ্জীকৃত পাপের ভারে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাঁহারা সেই ভারে অবসন্ন হইয়া ঈশ্বরের চরণে সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেন। এই তাঁহাদের মহত্ত্বের মূল কারণ।

প্রেমের একটী স্বধর্ম্ম যেমন অপরের দুর্গতি দেখিয়া ক্রন্দন করা, আর একটী স্বধর্ম্ম ভার-গ্রহণ। যেখানে বিশুদ্ধ অকৃত্রিম প্রীতি থাকে লোকে সেখানে পরস্পরের ভারগ্রহণ করে, পরস্পরের কল্যাণের জন্য পরস্পরকে দায়ী মনে করে। এটী প্রীতির এমনি রহস্য, যে একজন অভিমান করিয়া বা ক্রোধ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, একবার নিকটে আসিতেছে না, একবার তত্ত্ব লইতেছে না; অথচ আর এক ব্যক্তি তাহার জন্য ভাবিয়া মরিতেছে, গোপনে গোপনে তাহার কল্যাণের জন্য চিন্তা করিতেছে, তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে।

তবে যদি এমন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে ভালবাসি কি না? তাহা হইলে এই দুইটীর দ্বারা আমাদের হৃদয়কে পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রথম, দেখিতে হইবে যে ব্রাহ্ম ভাই ভগিনীগণের কোন প্রকার আধ্যাত্মিক দুরবস্থা উপস্থিত হইলে আমাদের প্রাণে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কি না? দ্বিতীয়তঃ আমরা মনে মনে এই সকল ভাই ভগিনীর কল্যাণের জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করি কি না? আমার দশজন ব্রাহ্মভাই উপাসনার প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহাদের বিষয়াসক্তি প্রবল হইতেছে, ইহাতে কি আমরা যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতেছি, সে জন্য কি আমরা সুখে আমোদ প্রমোদ করিতে পারিতেছি না? আমরা কি সেই সকল ভাই ভগিনীর কল্যাণের জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেছি? এই সকল প্রশ্নের সর্ব্বদাই হৃদয় মনকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

স্বর্ণরেণু।

যে সকল নদীর স্রোতে স্বর্ণরেণু ভাসিয়া যায়, তথায় অনেক বালকবালিকা, যুবক, বৃদ্ধ, এই সকল রেণু সংগ্রহে যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু জীবনের খর স্রোতে ভাসমান কত স্বর্ণরেণু আমাদের সম্মুখদিয়া বহিয়া যায়, আমরা শুধু চক্ষের দেখাতেই তৃপ্ত হইয়া, সেই গুলিকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি না। ব্রাহ্ম ভাই! জীবনের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমারই চক্ষের সমক্ষে এইরূপ কত স্বর্ণরেণু ভাসিয়া গিয়াছে, তুমি তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা কর নাই। যখন প্রকৃতির হাস্য ছটায় বিমোহিত প্রাণে সেই পরম সুন্দর দেবতার স্বরূপ জাগরিত হয় অথবা যখন তাহার রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রাণ গম্ভীর ভাবে পূর্ণ হয় এবং সেই সর্ব্ব শক্তিমানের শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনকার সেই ভাবগুলি যদি স্থায়ীরূপে হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে সেই স্বর্ণরেণুর সাহায্যে আমাদিগের আন্তরিক দারিদ্র্য কি অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইত না? আবার স্মরণ কর, একদিন কাহার একটী সামান্য কথাতে, অথবা ভাষাবিহীন মুখের ভাবেতে, তোমার জীবনে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। এইরূপ কত উপলক্ষে, কত স্বর্ণরেণু তোমার নিকটদিয়া অলক্ষিতে চলিয়া গেল, তাহার সীমা কি? ঈশ্বর যাঁহাদিগকে আপনার সত্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত কত সাধু বাক্য, কত সদুপদেশ, হেলায় ভাসিয়া গেল---কেহই সেই সকল মূল্যবান স্বর্ণরেণু সংগ্রহে তৎপর হইল না, প্রায় কেহই তাহার সহায়তা লাভবান হইবার প্রয়াসী হইল না, ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? একজন ফরাসী সাধক এই সকল মূল্যবান স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের ইংরাজী ভাষান্তর হইতে আজ আমরা আমাদের পাঠকদিগের নিকট কতকগুলি স্বর্ণরেণু উপস্থিত করিব। আশা করি এরূপ সংগ্রহে অনেকেরই বিশেষ উপকার হইবে।

একবার একটী প্রেমিক পুরুষ ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'হে প্রভু! মনকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য প্রত্যহ একটু কাজ দিও; আত্মাকে উন্নত এবং পবিত্র করিবার জন্য প্রত্যহ একটু ক্লেশ দিও; অন্তরকে শান্ত করিবার জন্য প্রত্যহ একটু সুফল দিও।"

কার্য্যেতেই মানুষ বড় হয়, কার্য্যেই মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। ধীরে ধীরে, অলক্ষিতে, মানুষ হয় স্বর্গ না হয় নরকের দিকে যাইতেছে; এইরূপে চলিতে চলিতে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন হয় পাপ না হয় পুণ্য করিতে ক্লেশ হয়। তখনই মানুষ চমকিয়া ভাবে "এ কি! কোথায় আসিলাম!"

কখন পাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই; অবনতির দিকে প্রথম পাদবিক্ষেপ মানুষ বুঝিতে পারেনা। ঐ যে হিমাচল শৃঙ্গ চিরনীহারাবৃত, স্তূপে স্তূপে তুষার রাশি, সূর্য্যের রজত কিরণে শোভমান, উহা বিন্দু বিন্দু জলের সহযোগেই উৎপন্ন হইয়াছে—প্রথম বিন্দুকে কে লক্ষ্য করিয়াছিল? অথচ আজ উহার নিকটে যাইতে ভয় হয়, পাছে আমার মস্তকোপরি পতিত হইয়া আমাকে চূর্ণ করে। কেন পাপ করিলাম, কিসে পাপকে আমার অন্তরে প্রবেশাধিকার প্রদান করিল, ইহার বিষয় চিন্তা করিলেও দেখা যায়, প্রথম পাদবিক্ষেপ লক্ষ্য করি নাই। হয়ত কোন পাপ পূর্ণ পরিহাস বাক্যে হাস্য করিয়াছিলাম, হয়ত মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ এমন স্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, যেখানে বিবেক নিষেধ করিতেছিল, হয়ত উপাসনা কঠিন বোধে একদিন করি নাই, হয়ত কল্পনায় সুখী হইবার জন্য প্রকৃত কার্য্য করিতে একদিন অমনোযোগী হইয়াছিলাম।

এক সপ্তাহ চলিয়াগেল—এই সকল কার্য্য ঘনীভূত হইতে লাগিল। তখন বিবেকের "সাবধান"—সাবধান" শব্দ আর শুনা গেলনা। আরও এক সপ্তাহ এইরূপে গেল। ফল কি হইল, প্রত্যেকে অনুভব করুন; হায়! হায়! তাহা কি বিবরণ যোগ্য?

একটী বালিকা একবার আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে, আপনার দৈনন্দিনলিপি পুস্তকে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন:—"জিজ্ঞাসা করা যদি স্পর্দ্ধা না হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তিনি কেন আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন? আমি বুঝিতে পারিনা। আমার দিন আলস্যে যাইতেছে, অথচ তাহাতে আমার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হয় কই! যদি নিজের অথবা অপরের সম্বন্ধে কিছুমাত্র মঙ্গল জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতাম—দিনের একটুকু সময়ের জন্যও তাহা হইলে সুখী হইতাম।" এই কথাগুলি লিখিবার পরে কয়েক দিন কাটিয়া গেল: বালিকার অন্তর তখন আর আবেগে পূর্ণ নাই। সেই সময় তিনি এইগুলি পড়িয়া তাহার নীচে লিখিলেন—"বাঃ, কাজ করা কত সহজ। ঈশ্বরের একটী ক্ষুদ্র তৃষ্ণার্ত্ত সন্তানকে অঞ্জলি পরিমিত পানীয় জল, প্রদান করিলেও ত কাজ হয়।"

ঠিক কথা। ঈশ্বরের নামে সামান্য দ্রব্য পর্য্যন্ত দান করিলেও তাহার ফল আছে। একটী সৎপরামর্শ, একটু সামান্য সাহায্য, একটু ক্লেশ সহিষ্ণুতা, বন্ধুর জন্য একটু প্রার্থনা, অপরের অগোচরে তাহার ত্রুটি জনিত কুফল নিবারণের একটুকু চেষ্টা—এ সকল কার্য্যও মূল্যবান। ঈশ্বরের নামে যে কার্য্য—করা হয়, তাহা বিফলে যায় না।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ২১এ অক্টোবর সোমবার, লাহোর ব্রহ্ম মন্দিরে পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের বিংশতিতম উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বিগত ১৭ই অক্টোবর হইতে সকলে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করেন। উৎসবের দিন যাঁহারা উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের অমূল্য উপদেশ বাক্যে ব্রাহ্ম এবং অপর সাধারণের মন বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। নবাগত বন্ধুদিগের মধ্যে লালা মেহাচাঁদ নামক একটী ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সন্ধ্যার পর তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্বীকার পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসত্যে তাঁহার বিশ্বাস আছে একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করাইয়া, দীক্ষিত করা হয়। প্রাতে "স্বর্গ যাত্রা" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপদেষ্টা বলিলেন "যখন যাত্রীরা তীর্থস্থানে গমন করে, তখন তাহারা একটী পতাকা ধারণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মগণ ও স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় একটী পতাকা ধারণ করিবেন; সে পতাকা বাহ্যিক নহে, আন্তরিক। সেই আন্তরিক পতাকাতে সত্যমেব জয়তে, ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্, একমেবাদ্বিতীয়ম্, এই সকল বাক্য লিখিত থাকিবে।" অপরাহ্ণে "দেবাসুরের যুদ্ধ" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়। একটী গল্প আছে যে ইন্দ্রিয়দিগকে অসুর দমন করিতে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য না হওয়াতে প্রাণ দিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিল। এই গল্পটী অবলম্বন করিয়া উপদেশ গঠিত হইয়াছিল। বিগত ১৭ই অক্টোবর সঙ্গতের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। সভাপতি বাবু নবীনচন্দ্র রায় "কিরূপ ভিত্তির উপর সৎসঙ্গত সভা সকল গঠিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার উপকারিতা "এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি আরও বলেন যে সত্যে এবং প্রেমে মানব জাতির বিশ্বজনীন সম্মিলন সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক কিন্তু ইহার জন্য সকলকেই "সত্য ধর্ম্ম" অবলম্বন করা

কর্ত্তব্য। কিন্তু সত্য ধর্ম্ম কি? প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সকল পরীক্ষা করিয়া স্থির করা যাউক। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সকলকে বহুভাগে বিভক্ত করা যায়। পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি; উপধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া কলাপ; সামাজিক রীতি নীতি; ইত্যাদি। ইহার প্রধান অংশ অর্থাৎ পরম ধর্ম্মকে মূল ভিত্তিস্বরূপ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলন করা সম্ভব—নতুবা সমস্তগুলিকেই অন্তর্নিবিষ্ট করিতে গেলে এরূপ সম্মিলন সম্ভব হইতে পারে না।

১৯এ অক্টোবর শুক্রবার অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সাম্বৎসরিক বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয়—"বর্ত্তমান সময়ের কঠিন সমস্যা।" বক্তৃতাস্থলে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন কয়েকটী মহিলাও পর্দার অন্তরালে থাকিয়া বক্তৃতা শুনিয়াছেন। ২২এ, ২৩এ, ২৪এ, এই তিন দিন মহিলাদিগের, বালকবালিকাদিগের এবং ভৃত্যদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ হয়। মহিলাদিগের বিশেষ উপাসনার দিনে অনূ্যন ৪০টী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই দিন আচার্য্যের উপদেশ এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের পত্নীর প্রার্থনা এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, যে কেহ কেহ ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন একদিন (২৫এ) উদ্যানে ও অপর এক দিন (২৮এ) নদীবক্ষে নৌকারোহণে বিশেষ উপাসনা হয়। সমস্ত উৎসবই সরস বোধ হইয়াছে। নিম্নলিখিত নূতন পুস্তক সকল এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে;——

ভজনমালা (হিন্দী) প্রথম ভাগ। বনিয়াদ উল-ইমান (উর্দ্দূ) অর্থাৎ ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল কি?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টলনগরে অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব "রামমোহন রায়" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে আমরা আরও অবগত হইলাম যে কুমারী কলেট শীঘ্রই রামমোহন রায়ের একখানি জীবনী বাহির করিবেন। আমরা উৎসুক অন্তরে এই পুস্তকের জন্য চাহিয়া রহিলাম।

বাগবাজারে একটী উপাসনা সমাজ আছে, তাহা আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। এই সমাজের সভ্যেরা এতদিন নিকটবর্ত্তী একটী স্কুলগৃহে উপাসনাদি করিতেছিলেন। সম্প্রতি স্কুলটী স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁহারা ক্লেশে পড়িয়াছেন। তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়াছেন, একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, এজন্য প্রায় ৬০০ ছয় শত টাকার প্রয়োজন। যাঁহারা এই সাধুকার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব দাতব্য প্রেরণ করিতে পারেন।

ঝান্দী হইতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন;— স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ৫ম সাম্বৎসরিক উৎসব ১০ই এবং ২১এ অক্টোবর দুই দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিক লোক উপস্থিত না হইলেও, যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বেশ উৎসাহী। সম্পাদক বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ, দুই দিবসই আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আমাদের পাঠকবর্গ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বড় বেলুনের নাম শুনিয়াছেন। তথায় যে দুই জন যুবক ব্রাহ্ম বাস করেন, তাঁহাদের প্রতি গ্রামস্থ লোকের অত্যাচারের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি গ্রামে আছেন, তাঁহার প্রতি সমধিক অত্যাচার হইতেছে। লোকে তাঁহার সহিত কথা কয় না, তাঁহার ধোবা নাপিত বন্ধ হইয়াছে, এবং তাঁহাকে একাকী বন্ধুবিহীনভাবে গৃহে অবস্থান করিতে হয়, কেবল ইহাই নহে। তাঁহাদের ক্ষুদ্র উপাসনা গৃহের সম্মুখে তাঁহারা বহু কষ্টে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ আনিয়া একটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, একদিন রাত্রিতে কে যেন আসিয়া বৃক্ষগুলিকে উৎপাটন করিয়া, তাঁহাদিগের সেই সাধের উদ্যানটীকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একি অত্যাচার! সামাজিক প্রশ্নের সম্বন্ধে মতভেদ হইলে সামাজিক ভাবে শাসন করিবার চেষ্টা করাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ অদূরদর্শিতার সহিত রাজবিধির সীমায় পদার্পণ করা গ্রামবাসীদের পক্ষে বড় নিরাপদ নহে, ইহা তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ত্রিহুত ষ্টেটরেলওয়ের অধ্যক্ষগণ দারভাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক আমাদের বন্ধু বাবু কৃপানাথ মজুমদার মহাশয়কে ঐ লাইনে প্রচারার্থ ভ্রমণের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ দিয়াছেন।

প্রেরিত।

জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত মাণিকদহের প্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে গত আশ্বিন মাসে যে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রেরণ করিতেছি, তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিগত ২১এ আশ্বিন হইতে ২৭এ পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া উৎসব হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা, বরিশাল, ফরিদপুর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে পল্লিগ্রামে যে রমণীয় দৃশ্য দেখা গিয়াছে, কলিকাতা কি ঢাকার মত বড় যায়গাতেও সেরূপ দেখা কঠিন। ভগবানের কৃপায় সকলই সম্ভবে, এই উৎসবে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। যে দুর্গামন্দিরে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল, কাষ্ঠ পুত্তল পূজা, পৌরহিত্য ও পশুবলী চলিয়া আসিয়াছিল। এবার তাহার নাম "মাণিকদহ ব্রহ্ম মন্দির" রাখা হইয়াছে, এবং ঐ মন্দিরের শীর্ষদেশে প্রস্তরফলকে খোদিত লোহিতাক্ষরে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" এই মহা বাক্য দেদীপ্যমান হইয়া শোভা পাইতেছে। উৎসবের সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবচন-শোভিত লোহিত পতাকা সকল

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ও গেটে স্থাপিত হইয়াছিল। বাটীর বহির্ভাগে পুষ্করিণী তীরে নহবত বাদ্য বাজিতেছিল। এই উৎসবে একটুকু নূতনত্ব দেখা গিয়াছিল। ইহাতে একযোগে আমোদ, উৎসাহ, পরোপকার, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কার্য্য দেখা গিয়াছে। উপাসনার সময় উপাসকগণ গদ্গদ হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন, আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তিতে নৃত্য করিয়াছেন। প্রায় শতাধিক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও বালক বালিকা সপ্তাহ পর্য্যন্ত একত্র আহার বিহার ও সংগীতাদি শ্রবণ করিয়া সুখী হইয়াছেন, প্রতিদিন বৈকালে যখন বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম বালক বালিকা অঙ্গনে নৃত্য ও ক্রীড়া করিত, তাহা দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মিত। উৎসব উপলক্ষে প্রায় পাঁচ শত দরিদ্রকে তণ্ডুল পয়সা ও বস্ত্র দান করা হইয়াছে। ২৫এ আশ্বিন অর্থাৎ দুর্গোৎসবের বিসর্জ্জনের দিন প্রায় দুই শত লোক নগর কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন। উৎসবালয় হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ক্ষুদ্র এক নদীতে দশহরা মেলা হইয়া থাকে। নগর কীর্ত্তনকারীগণ তথায় যাইয়া সহস্রাধিক লোকে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, পৌত্তলিক মূর্ত্তি দেখিতে লোকের আর প্রবৃত্তি থাকিল না। অনাহুত হইয়া অনেক লোক কীর্ত্তনে যোগ দান করিল। কীর্ত্তনকারীগণ যখন তরবারি, বন্দুক, আশা-সোটা, নিশান, মৃদঙ্গ, ও করতাল লইয়া বাহির হইলেন, তখন একটী পুরাতন কথা মনে পড়িল। বোধ হয়, বৌদ্ধ ভূপতিদিগের সময়ে এইরূপেই ধর্ম্মপ্রচার হইত। ধর্ম্মের পরিচর্য্যা ও শোভা সম্পাদন জন্য পার্থিব সকল সম্পদই সমবেত হইত, অথচ সাম্প্রদায়িকতা বা বল-প্রয়োগ নাই। কি সুন্দর দৃশ্য!

উৎসবের সময়ে ২টী অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। প্রথম অনুষ্ঠান বিপিনবাবুর কন্যার নামকরণ, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উভয় অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের দিন উপাসনা কালে শ্রাদ্ধকারী পরলোকের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। একদিন বালকবালিকাদিগেরও উৎসব হইয়াছিল। বালক বালিকারা সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়াছিল। বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার বালসৈনিকদলের নায়ক ছিলেন।

আগত বন্ধুদিগের মধ্যে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু ভুবনমোহন সেন, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ভ্রাতাগণ উপাসনাদির কার্য্য করিয়াছেন। উৎসবের সময়ে স্বর্গের দেবতা অজস্র কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন। সমস্ত কার্য্য জাগ্রত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। চারিদিন আলোচনা হইয়াছে। দুই দিন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধর্ম্মজীবন গঠনের বিষয়ে অনেক ভাল কথা হইয়াছে। আর দুই দিন বাহিরের লোকের সঙ্গে পৌত্তলিক পূজা ও জাতিভেদ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। এস্থলে বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান নাই। আলোচনাতে বেশ কাজ হইয়াছে। ব্রাহ্মিকাদিগের গানে ও একটী ভগিনীর একদিনের প্রার্থনায় উপাসকগণ বিগলিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু একদিন সাধারণ লোকদিগের নিকট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উৎসবের সময়ে নিম্ন লিখিত বিষয়ে উপদেশ হইয়াছে।

(১) ঈশ্বর পূর্ণ সুন্দর, তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখ অসম্ভব।
(২) ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিয়া উপাসনা করিলে ফল হয় না।
(৩) বাহ্য বৈরাগ্যে ধর্ম্ম লাভ হয় না।
(৪) ভ্রাতৃভাব সাধন না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।
(৫) প্রেম ভিন্ন ঈশ্বর দর্শন হয় না।
(৬) ব্রাহ্মসমাজের নিকট প্রত্যেক ব্রাহ্ম ঋণী।
(৭) ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্ত আমাদিগের জীবনে কার্য্য করিতেছে।

এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু বেশ সৎসাহস ও অমায়িকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে কোন কথা আমার মুখে শোভা পায় না। তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহার সুমতি ঠিক থাকুক। তাঁহার জমিদারী চারি জেলায় বিস্তৃত, তিনি ইচ্ছা করিলে দেশে সনাতনধর্ম্ম প্রচার ও অনেক সদনুষ্ঠান হইতে পারে। পরিশেষে বক্তব্য এই নানা স্থান হইতে যে সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগিনী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্নেহে, উপদেশে, ও দৃষ্টান্তে আমরা উপকার লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সুখী করুন। শারীরিক অস্বাস্থ্য ও অনুপযুক্ততা হেতু আগন্তুক ভাই ভগিনীদিগের যদি কোন অসুবিধা হইয়া থাকে, তজ্জন্য আমরা বিশেষ ক্ষমা চাহিতেছি, কেন না সেইরূপ অসুবিধার জন্য আমিই তাঁহাদিগের নিকট প্রধানতঃ দায়ী।

উৎসব উপলক্ষে, একটী নূতন বন্দনা রচিত হইয়াছে। তাহা এই—

রাগিণী খাম্বাজ (মিশ্র) তাল একতালা।

গাওরে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে; গায় কোটী চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়!"

জয় সত্য সনাতন, জয় জগত কারণ; জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়।

অচ্যুত আনন্দ ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম; জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল আলয়।

ভুবন বিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি ধামে; "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয়?

হে প্রভু দীন শরণ, পাপ সন্তাপ হরণ; অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয়।

বিনীত
আনন্দচন্দ্র মিত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১মত্রৈমাসিক দানপ্রাপ্তি।

জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ বার্ষিক।

বাবু	গোবিন্দচন্দ্র বসু	কলিকাতা	১৲
,,	গোপালনারায়ণ মজুমদার	ঐ	।৹
,,	বেণীমাধব পাল	ঐ	১।৹
,,	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,,	প্রহ্লাদচন্দ্র পাল	ঐ	২৲
,,	কানাইলাল পাইন	ঐ	১৲
,,	কৃষ্ণকুমার মিত্র	ঐ	১৲
,,	সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১

নাম	স্থান	টাকা
বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায়	সৈয়দপুর	৩্
,, আশুতোষ বসু	ঐ	৩
,, আশুতোষ বসু	জামালপুর	১্
,, ভুবনমোহন কর	দিনাজপুর	১্
,, চন্দ্রকুমার ঘোষ	শিলেট	১।০
,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস	কলিকাতা	।০
শ্রীমতী মনোমোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২্
বাবু দুকড়ি ঘোষ	ঐ	৩্
সরদার দয়াল সিংহ	অমৃতসর	৩০০্
শ্রীমতী ক্ষেমদা মিত্র	কলিকাতা	২্
বাবু কৈলাশচন্দ্র সেন	সৈয়দপুর	।ঃ
,, রূপচাঁদ মল্লিক	বাগআঁচড়া	১্
,, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক	ঐ	।০
,, রাধানাথ মল্লিক	ঐ	।০
,, নন্দকুমার মল্লিক	ঐ	।০
,, আদ্যনাথ মল্লিক	ঐ	।০
,, ঋষিবর মল্লিক	ঐ	।০
,, গোবর্দ্ধন মল্লিক	ঐ	।০
,, অমৃতলাল মল্লিক	ঐ	।০
,, কেশবচন্দ্র দাস	ভবানীপুর	।০
,, বিহারীকান্ত চন্দ	ময়মনসিংহ	২্
,, দুর্গাপ্রসাদ	বোয়ালিয়া	২
,, গণেশচন্দ্র ঘোষ	নওগাঁ	১্
,, শুকগোবিন্দ পাট্টাদার	কটক	২্
শ্রীমতী অম্বিকা দেব	কোন্নগর	৬্
বাবু সত্যপ্রিয় দেব	ঐ	৬
বাবু রাজকৃষ্ণ নাথ	সাপুর	১্
বাবু জ্ঞানদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	।০
,, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	১্
,, পূর্ণচন্দ্র দাস	রামপুরহাট	।ঃ
,, অভয়চরণ দাস	শিলেট	১্
,, কামিনীকুমার দে	ঐ	১্
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	।০
,, হরিচরণ সেন	ঐ	।০
,, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	ধুবড়ি	১্
শ্রীমতি বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায়	ঐ	।০
বাবু রামোত্তম ঘোষ	কলিকাতা	২্
,, আনন্দগোপাল গুপ্ত	হবিবপুর	১
,, রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী	ঐ	১্
,, রামচন্দ্র ঘোষ	শিবসাগর	১।০
বাবু বিপিনবিহারী বসু এলাহাবাদ		৩্
,, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বসিরহাট	১্
,, কেদারনাথ চৌধুরী	শিমলা	৩্
,, জয়শঙ্কর সেন	কুমিল্লা	১।০
,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	১্
,, শশিভূষণ বিশ্বাস	ঐ	২্
শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু	ঐ	১্
বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী	ঢাকা	১্
,, কালীচরণ মুখোপাধ্যায়	সিমলা	৩্
,, মুকুন্দনাথ রায়	কলিকাতা	২্
,, কালীপ্রসন্ন বসু	জলপাইগুড়ি	১।০
,, রজনীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়	দিনাজপুর	।০
		৩৭১

সাঃ ব্রাঃসমাজ মাসিক——

নাম	স্থান	টাকা
ডাঃ মোহিনী মোহন বসু	কলিকাতা	৪্
বাবু আনন্দমোহন বসু	ঐ	৬্
ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু	ফরিদপুর	১২্
বাবু শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৬
বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	২্
,, দুর্গামোহন দাস	ভবানীপুর	৬্
,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	১্
,, হরকুমাররায় চৌধুরী	কলিকাতা	।০
,, ভুবনমোহন দাস	ভবানীপুর	৩্
,, রাখালচন্দ্র সেন	কলিকাতা	১্
,, রমানাথ মারিক	চড়কপাড়াগোলা	৮্
,, যদুনাথ রায়	রামপুরহাট	১২্
,, কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	২্
		৬৬।০

প্রচার মাসিক ——

নাম	স্থান	টাকা
বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু	কলিকাতা	।০
,, আনন্দমোহন বসু		৩১্
,, ভুবনমোহন ঘোষ		২্
ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু	ফরিদপুর	৪্
বাবু কালীশঙ্কর সুকুল		১্
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		।০
,, সীতানাথ দত্ত		৸০
,, বঙ্কবিহারী বসু	সৈয়দপুর	১্
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	ডিমগ্রি	৩্
,, শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৬্
,, পরেশনাথ সেন	কলিকাতা	১্
,, রসিকলাল পাইন	ঐ	১্
বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু	কলিকাতা	৵০
,, অদ্বৈতচরণ মল্লিক	কলিকাতা	১্
,, কালীকুমার ঘোষ	ঐ	।০
,, প্রসন্নকুমার ঘোষ	ঐ	।০
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১্
,, দুর্গামোহন দাস	ভবানীপুর	৪৫্
,, হরকুমার রায় চৌধুরী	কলিকাতা	।০
,, গোপালচন্দ্র মিত্র	ঐ	।০
,, ভুবনমোহন দাস	ভবানীপুর	২৪্
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	হুগলি	৭্
,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১্
,, উমেশচন্দ্র দত্ত	ঐ	।০
,, ভুবনমোহন রায়	ঐ	।০
,, বামাচরণ সেন	ঐ	।০
,, গোপালচন্দ্র দে	ঐ	১্
,, বিপিনবিহারী রায়	মাণিকদহ	২্
,, দেবেন্দ্রনাথ ধর	কলিকাতা	১্
		১৯৬৵

প্রচার বার্ষিক।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু নবকুমার বিশ্বাস	কলিকাতা	১্

প্রচার এককালীন।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু দুকড়ি ঘোষ	কলিকাতা	৪্
বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সিলেট	৫্
,, গণেশচন্দ্র ঘোষ		৵১৫
সিলেট ব্রাহ্মসমাজ		১০্
শিমুলাহিল ব্রাহ্মসমাজ		৫্
কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৫্
একজন দরিদ্র	কোচবিহার	১্
বাবু শশিভূষণ বসু	কলিকাতা	।০
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		১্
		৩১৷৵১৫

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ৮১ নং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ২৪শে কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। — ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪। — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! তুমি আমাদিগকে তোমার ব্রাহ্মসমাজের দিকে কেন আকর্ষণ করিয়াছ? তিনি কে প্রভু! যিনি ঘোর সংশয় ও তুচ্ছ বৃত্তির অন্ধকারের মধ্যে হৃদয়ের নিকট অভ্যুদিত হইয়া সত্যস্বর্গকে প্রকাশ করিয়াছিলেন? তিনি কে যিনি প্রাণের মৃতপ্রায় সাধুকামনা সকলকে নিজ কিরণ স্পর্শে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন? কে তিনি যিনি এই পবিত্র রাজ্যের দিকে প্রথম পদনিক্ষেপ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন? সে কি তুমি নও? আমরা যদি ধর্মজীবনের পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন কেবল এইমাত্র দেখিতে পাই, যে আমরা প্রার্থনা ও আরাধনার দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইলাম এবং কে একজন অজ্ঞাতসারে এই হৃদয় মন প্রাণকে টানিয়া অল্পে অল্পে এই ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদিগের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কে প্রাণে এই বাসনা জ্বালিয়া দিলেন, যে এই দেহ মনের দ্বারা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধিত হইবে, তাঁহার মহৎ নাম প্রচারিত হইবে, তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সেবা হইবে। হে ঈশ্বর! ইহা সত্য কথা যে এ দাসেরা যখন আসিয়াছিল তখন তোমার সেবার সংকল্পেই আসিয়াছিল—বণিকের মত কোন স্বার্থপর ইচ্ছাতে আসে নাই। এই সকল ভাই ভগিনী আমাদিগকে যত্ন করিবেন, বা সেবা করিবেন, বা স্নেহ দিবেন, বা আদর করিবেন এ বাসনা ত তখন হৃদয়ে ছিল না। তবে আজ কেন এই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব? কেন কে কি করিল না করিল তাহা গণনা করিব? কেন ভাই ভগিনীর ত্রুটি দেখিয়া অভিমানী হইব। তোমার সেবকদিগের ত এই দেখাই কর্ত্তব্য যে তাহাদের সেবা প্রকৃতরূপে হইল কি না তাহারা ত আপনাদিগেরই ত্রুটী দেখিবে, নিজেদের অপরাধই সর্ব্বদা গণনা করিবে, আপনাদিগকে হীন ভাবিয়া, সর্ব্বদা ম্লান হইবে। হে জগদীশ্বর! হে পুণ্যস্বরূপ! আমাদিগকে এই শুভ বুদ্ধি দেও।

একটী প্রসঙ্গ অনেকবার করা গিয়াছে আর একবার করা যাউক। সুবিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন "লোকে সচরাচর সতর্ক হয় পাছে অন্যে প্রবঞ্চনা করে, কিন্তু প্রকৃত সাধুতা জন্মিলে লোকে সতর্ক হয় পাছে তাঁহারা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন।" ধর্ম্মভাবের হীনাবস্থাতে মানবের দৃষ্টি অপরের ব্যবহারের উপর থাকে, উচ্চাবস্থাতে সেই দৃষ্টি নিজের ব্যবহারের উপরেই পতিত হয়। সাধু আপনার ত্রুটী লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অন্যে আমাকে দেখিল কি না, অন্যে সমুচিত ব্যবহার করিল কি না এ গণনা থাকে না, কিন্তু আমি অন্যকে দেখিলাম কি না, আমি অপরের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিলাম কি না এই গণনাই তখন প্রবল হয়। যাঁহারা পরের আচরণের প্রতি দোষারোপ করিয়া সর্ব্বদাই অভিমান করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি অপরের ব্যবহারের ত্রুটী হইল বলিয়া সর্ব্বদা ক্ষোভ করিতেছেন দেখা যায়, তাঁহারাই সেই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। সর্ব্বদাই যিনি বলিতেছেন অপরের ভ্রাতৃভাব নাই, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে তিনি ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে সকলের অপেক্ষা হীন। নিতান্তই ইচ্ছা করি ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি এই মহাসত্যটীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

কোন গৃহস্থের গৃহে কোন প্রকার উৎসবোপলক্ষে লোকে যখন নিমন্ত্রিত হয়, তখন সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক কেবল আহার পানের সুখের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারা গৃহস্বামী ও গৃহের পরিবার পরিজনের নিকট সমুচিত সমাদরের প্রত্যাশা করেন। সুতরাং কোন বিষয়ে যদি সেই সমাদরের কিঞ্চিৎ ত্রুটী হয়; যদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাব দৃষ্ট হয়, যদি ভোজন করাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, তবে এই শ্রেণীর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বিরক্ত হইয়া উঠেন; বলেন "চল হে চল, ইহারা ভদ্রলোকের সম্মান জানে না, অথবা ইহাদের বন্দোবস্তের অতি বিশৃঙ্খলা।" এই বলিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হন। তখন গৃহস্বামীকে ধাবিত হইয়া গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাদিগকে রাখিতে হয়। কিন্তু সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক থাকেন,

যাঁহারা গৃহস্বামীর পরমাত্মীয় বন্ধু—তাঁহার কার্য্যের প্রতুল করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা যদিও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, তথাপি যখন দেখিলেন লোকের অভাবে গৃহস্বামী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিতেছেন না; যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না; তাঁহাদের সকল প্রকার অভাব পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহারা পরস্পরকে বলিলেন "এস হে এস বসিয়া আরাম করিলে হইবে না, চল পাকশালাতে যাই, একজন ভাণ্ডার রক্ষা কর, একজন বাজারে যাও, দুই জন অতিথিগণের পরিচর্য্যা কর।" এই বলিয়া তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন এবং গৃহস্বামীর সহিত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম আছেন তাঁহারা ঈশ্বরের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া যেন এই গৃহের পরিজনদিগের নিকট হইতে সর্ব্বদাই সমাদরের প্রত্যাশা করিতেছেন এবং যখনই একটু ত্রুটী লক্ষ্য করিতেছেন অমনি "যাই যাই" করিয়া পা বাড়াইতেছেন এবং গৃহের পরিবার পরিজনকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হাতে পায়ে ধরিয়া রাখিতে হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্বামীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, তাঁহারা কি করিতেছেন? তাঁহারা যাহাতে গৃহস্বামীর কার্য্যের প্রতুল হয় সেজন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ঈশ্বর এই ভাবটাকে আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করুন।

এতদ্দেশে "তাগ্" নামে একটী চলিত শব্দ আছে। তাহার অর্থ এই কোন বস্তকে লক্ষ্য করিয়া যখন ইষ্টক বা প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, তখন যদি সেই ইষ্টক বা প্রস্তর ঠিক লক্ষ্যে গিয়াই লাগে, তখন আমরা বলি সে ব্যক্তির "তাগ্" আছে। যদি লক্ষ্যে না লাগিয়া অন্যত্র পতিত হয়, আমরা বলি তাহার "তাগ্" নাই। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ গভীররূপে চিন্তা করিবার বিষয় আছে। একটী পঞ্চমবর্ষের শিশু হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক পর্য্যন্ত সকলেই ইষ্টক বা প্রস্তর ছুড়িবার সময় ইচ্ছা করিয়া থাকে যে সেটী লক্ষ্যকে আঘাত করুক। কিন্তু একজনের অধিকাংশ ইষ্টক লক্ষ্যকে স্পর্শ করে আর একজনের অধিকাংশ ইষ্টক অন্যত্র পতিত হয় কেন? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবেন "তাগ্" অভ্যাস করা চাই। এই জন্য ধানুকী ও বন্দুকধারীগণ বহুদিন লক্ষ্য ভেদের অভ্যাস করিয়া থাকেন। অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছা ও কার্য্যের সমতা প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে মনে ইচ্ছার দ্বারা আমরা সকলেই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে অধিরোহণ করিতে পারি। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই মঞ্চে আরোহণ করা আর এক ব্যাপার; তাহা অভ্যাস সাপেক্ষ। এই জন্যই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ পথাবলম্বী হইয়া সেই অভ্যাস ও সাধন করা আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা স্পার্জিয়ান সাহেব মধ্যে মধ্যে এক একটী সুন্দর কথা বলিয়া থাকেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন—"লোকে যেমন যন্ত্রের সাহায্যে জল তোলে তেমনি কোন প্রকার কৌশল বা উপায়ে খ্রীষ্টের প্রতি ক্ষণিক প্রেমের উত্তেজনা করিবার চেষ্টা করিও না, কিন্তু তাঁহার সহবাসে থাক, তাঁহার বিষয়ে শ্রবণ মনন কর, তিনি তোমার জন্য যাহা করিয়াছেন সে বিষয়ের ছবি নিজ বক্ষে চিত্রিত কর। তাহা হইলে তোমার প্রেম স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার প্রতি অর্পিত হইবে।" আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বরের প্রতি" এই শব্দদ্বয় বিন্যাস করিয়া লইতে পারি। স্পার্জিয়ান সাহেবের উক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য এই;—যেমন যন্ত্রের দ্বারা জলকে তাহার স্বাভাবিক ক্ষেত্র হইতে অনেক উর্দ্ধে উত্থিত করা যায়, সেইরূপ মানব মনের ভাব সকলকেও উপায় বিশেষের সাহায্যে ক্ষণকালের জন্য অতি উচ্চ স্থানে লওয়া যায়। কিন্তু যন্ত্রোদ্ধৃত বারি যেমন সেই বারির প্রকৃত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে না এবং যন্ত্রের কার্য্য শেষ হইলেই যেমন নিজক্ষেত্রে অবতরণ করে, সেইরূপ মানব মনও উপায় বিশেষের সাহায্যে সহসা উত্তেজিত হইয়া উন্নতভাব অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু সেই উপায়ের বিরাম হইলেই আবার মন তাহার স্বাভাবিক নিম্নাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষণিক উন্নতাবস্থা প্রার্থনীয় নয়। কিন্তু সমগ্র হৃদয় মনের স্বাভাবিক উন্নতি প্রার্থনীয়। সুরাপায়ীর অবস্থার সহিত এই ক্ষণিক উৎসাহের অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি যতক্ষণ সুরার উন্মাদিনী শক্তির অধীন থাকে, ততক্ষণ তাহার কত উৎসাহ, কত প্রফুল্লতা, কিন্তু সে শক্তির অবসান হইলেই সে নির্জীবতা ও অবসাদের গভীর গর্ত্তে পতিত হয়, সুরার সাহায্যে যে জীবন শক্তির সঞ্চার হয়, তাহা যেমন প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু স্বাভাবিক অন্নপান দ্বারা যে পুষ্টি ও বলাধান হয় তাহাই প্রার্থনীয়, তাহাই শরীরের পক্ষে প্রকৃত উপকার জনক, সেইরূপ যে উন্নতভাব জীবনে পরিণত, যাহা স্থায়ী, যাহা চরিত্রের রক্ত মাংস রূপে পরিগণিত, তাহাই প্রার্থনীয়, যাহা কোন বিশেষ কারণে একদিন উত্তেজিত হয় কিন্তু পরদিন থাকে না, তাহা প্রার্থনীয় নহে, জীবনের মূল ও চরিত্রের ভিত্তি উন্নত হউক এই বাসনাই যেন সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে প্রবল থাকে।

ভাবুকতা।

শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্তের একখানি পত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। তিনি আমাদের বিগত সংখ্যক তত্ত্বকৌমুদীর লিখিত কোন কোন প্রবন্ধের ভাষার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ও মনের ভাবের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগ আছে, কিন্তু তিনি আশঙ্কা করিয়াছেন, যে আমাদের লিখন ভঙ্গীতে ভাববিহী-

মতা ও নীরস উপাসনাকে প্রশ্রয় দিতে পারে। আমাদের কোন ভাবা বা কোন ব্যবহার দ্বারা যদি নীরস উপাসনাকে প্রশ্রয় দেয়, কিম্বা ভাববিহীনভাকে আনয়ন করে তাহা যে নিতান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? আশা করি তিনি যেমন আমাদের মূল উদ্দেশ্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন, অন্যান্য পাঠকগণও সেইরূপ করিতে পারিবেন।

ধর্মভাবের বিভিন্ন প্রকাশ, এবং ধর্মসাধনের বিবিধ প্রণালী যাঁহারা পরিদর্শন করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই ভারতক্ষেত্রের ন্যায় প্রশস্ত ক্ষেত্র আর নাই। এখানকার এক একটী সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে এক একটী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্মভাবের উন্নতি কিরূপে হয় তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এই ভারতবর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে এবং ধর্মভাবের বিকৃতির ফল কি তাহাও এই ভারতবর্ষ দেখাইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপের এক এক দিকও মানবজীবনের এক এক ভাগ লইয়া এক একটী সম্প্রদায় কত কাল সাধন করিতেছে। সুতরাং আমরা এখানে সকল প্রকার ধর্মভাবেরই পরীক্ষা করিতে পারি। একদিকে জ্ঞানপথাবলম্বী পরমহংসগণ অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব বিবেকের ভাবকে অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত করিতেছেন, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, প্রভৃতি মানবহৃদয়ের কোমল ও মধুর ভাব সকলকে নির্দয়রূপে দলন করিতেছেন এবং ঈশ্বরের প্রেমময়, কৃপাময়, ভাবকে দূরে রাখিতেছেন, ভক্তিকে বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিতেছেন, পাতকীর ক্রন্দন ও অনুতাপকে অবিদ্যা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রলাপের ন্যায় গণ্য করিতেছেন। দেখিলে বোধ হয় তাঁহাদের চিত্তে রসের লেশমাত্রও নাই; হৃদয় কাষ্ঠ অপেক্ষাও শুষ্ক! সেই প্রেমময়ের সুস্নিগ্ধ ভাব, যাহা স্বর্গের শিশিরের ন্যায় মানবহৃদয়ে পতিত হইয়া সেই হৃদয়কে প্রাতঃকুসুম অপেক্ষা মনোহর ও সুস্নিগ্ধ করে, সে ভাব যেন কঠোর জ্ঞানাগ্নির উত্তাপে শুষ্ক ও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে ভক্তি পথাবলম্বী ভাবুক সম্প্রদায় জ্ঞানপথকে ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ভাব তরঙ্গে ভাসিতেছেন, ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, কল্পনাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহারা কখনও তাঁহাদের আরাধ্য দেবতাকে শিশু করিয়া সেবা করিতেছেন, কখনও পতি করিয়া নারী সাজিতেছেন, এবং বিরহিনীর বিরহ বেদনায় প্রাণ মিশাইয়া গলিয়া যাইতেছেন। জ্ঞানের প্রতি চাহিতেছেন না, পবিত্রতাকে আদর করিতেছেন না, নরনারীর সম্বন্ধকে হীন করিতেছেন, এবং পাপের উপর ধর্মের আভা ফেলিয়া পুণ্যজ্ঞানে সেবা করিতেছেন। কোথাও বা পবিত্রতাপ্রিয় সাধকদল এই সকল যথেচ্ছাচারের প্রতি ঘোরতর বিরাগ প্রদর্শন করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের ধর্ম প্রচার করিতেছেন; রমণীর মুখকে নরকের দ্বার জ্ঞানে নারীকে ত্রিসীমার মধ্যে আসিতে দিতেছেন না, ঘোরতর তপস্যা ও শাস্তি দ্বারা দেহকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন। এইরূপে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্মজীবনের প্রধান বস্তুগুলির এক একটীকে এক এক স্থানে অতি উজ্জ্বলরূপে বিকশিত দেখা যাইতেছে।

ব্রাহ্মগণ এই সকল সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালীর কি দোষ দেখিতে পান? তাঁহারা কি জ্ঞানের আদর করেন না? জ্ঞান কি তাঁহাদের চক্ষে নিকৃষ্ট? তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ পরম হংসদিগের ভাবের মধ্যে তাঁহার গ্রহণ করিবার কি কিছু নাই, ভাবুক সম্প্রদায়ের ভাবোচ্ছাসের মধ্যে তাঁহার আদরের উপযুক্ত কি কিছুই নাই, বিরক্ত তাপস সম্প্রদায়ের ভাবের মধ্যে কি প্রশংসার যোগ্য কিছুই নাই? এমন কথা কে বলিবে? ব্রাহ্ম দেখিতেছেন যে ইহাঁরা ধর্মজীবনের এক এক অঙ্গকে সাধন করিতেছেন। তবে ইহাঁদের ভ্রম এই যে ইহাঁরা একাঙ্গকেই পূর্ণাঙ্গজ্ঞানে সেবা করিতেছেন এবং অপর অঙ্গগুলিকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে বর্জ্জন করিতেছেন। এই জন্যই তাঁহাদের সাধন প্রণালী হইতে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান যখন প্রীতি ও পবিত্রতাকে দূরে পরিহার করে, যখন ভাব ও কল্পনাকে ঘৃণা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, তখনই তাহার অধোগতি আরম্ভ হয়; তখনই সে বিপথে পদার্পণ করে, তখনি তাহার দৃষ্টি সত্য দর্শনে অসমর্থ হইয়া পড়ে, এবং সে পরিণামে ঘোর ভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়ে। সেইরূপ ভাব ও কল্পনা যদি জ্ঞান ও পবিত্রতাকে বর্জ্জন করে, যদি ইহাদিগকে নিকৃষ্ট এবং আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে ইহাদিগকে অধঃকৃত করিয়া নিজে বিকসিত হইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাও মানবাত্মাকে বিপথে নীত করে। সেইরূপে পবিত্রতা যখন জ্ঞান ও ভাবকে হীন করিয়া কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করে তখন আত্মা ঈশ্বরের প্রেমের মাধুর্য্য, মঙ্গলময় ভাবের কমনীয়তা দর্শনে অসমর্থ হইয়া ঘোর ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়ে।

যেমন ভাব ও পবিত্রতাহীন জ্ঞানের নাম শুষ্কতা, তেমনি জ্ঞান ও পবিত্রতাহীন ভাবের নাম ভাবুকতা। আমাদের ধর্মসাধন বিষয়ে কল্পনা ও ভাব যে কতদূর সাহায্য করে তাহা বোধ হয় অনেকে চিন্তা করিয়া দেখেন না। ভাব অনেক সময় আত্মার চক্ষে অঞ্জনের ন্যায় কার্য্য করে। অতি গূঢ় অতি সুন্দর আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকলকে ভাব অনেক সময় প্রকাশ করিয়া দেয়। তুমি আমি সকলেই প্রতিদিন নবোদিত সূর্য্যের শোভা সন্দর্শন করি; বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির প্রফুল্লতা ও প্রস্ফুটিত শোভা নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, কিন্তু শূকর যেমন সেই সকল পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও তাহার মাধুরী, তাহার লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে পারে না, তেমনি তুমি আমিও কত সময় শূন্য চক্ষে দেখিয়া শূন্য প্রাণে ফিরি। কিন্তু ভাবুক ও কবি সেই পদার্থপুঞ্জের মধ্য হইতে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও নিরুপম আনন্দের খনি আবিষ্কার করিয়া থাকেন, বিধাতার প্রেমাঙ্গুলির রেখা নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন। উপরে যে ঈশ্বরের পতিভাবের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ভাবের উচ্ছাবস্থাতে এই অনির্ব্বচনীয় মধুর ও কোমল ভাব কি স্বতঃই ভক্তের প্রাণে বিকশিত হয় না? প্রেমিক সাধক কি সময়ে

সময়ে সতীর ন্যায় বিরহ দুঃখে কাতর হইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করেন না। ঈশ্বরের এই ভাব কি মিথ্যা ভাব? এরূপ কথা কে বলিবে? যে কল্পনা এই ভাবকে চিত্তের নিকট সুন্দর রূপে চিত্রিত করে তাহা কি আমাদের সাধনপথের বন্ধু ও সহায় নয়? কল্পনা তুমি আমার বন্ধু, কারণ আমি জ্ঞানের দ্বারা প্রেমময়ের স্বরূপের রেখা সকল লক্ষ্য করি, তুমি তাহাতে প্রেমের রং ঢালিয়া সুন্দর দৃশ্যে পরিণত কর।

কিন্তু ভাবপথাবলম্বীদিগের কয়েকটী বিপদ আছে। তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রথমতঃ উপরে যাহা উক্ত হইল তাহাতে ইহাই বলা হইয়াছে, যে ভাব ও কল্পনা সেই প্রেমময়কে আমার বিশ্বাস চক্ষের নিকট অত্যুজ্জ্বল রূপে আনিবার পক্ষে সহায় মাত্র। প্রেমময় ঈশ্বরই আমার লক্ষ্য ভাব তাঁহার সহিত মিলনের একটী উপায়। কিন্তু মানুষ যদি উপায়কে লক্ষ্য করে, যদি ভাবকেই আধ্যাত্মিক অন্ন পান ভাবিয়া সেবা করে যদি আরাধনা ও ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগের প্রতি উদাসীন হইয়া ভাবের উচ্ছ্বাসের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়াকেই ধর্ম্ম-সাধনের চরম গতি বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে কিরূপ ভ্রম হয়? আমরা এই মাত্র বলিতে চাই ভাব আত্মার অন্ন নহে—ঈশ্বরই অন্ন পান।

দ্বিতীয়তঃ ভাবের উদয় কিরূপে হয়? ইহার তিন প্রকার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়? প্রথম, চন্দ্রোদয়ে সাগরের জল যেমন অভ্যুদিত হয়, সেইরূপ সেই প্রেমময়ের অভ্যুদয়ে প্রেমসাগর উচ্ছলিত হয়—সেই এক প্রকার ভাবের অবস্থা। দ্বিতীয়, সাগরজলে বায়ুর হিল্লোল লাগিয়া ক্ষণকালের জন্য যেমন তরঙ্গ উত্থিত করে, সেইরূপ কোন বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে বা অপরের ভাবের বাতাস লাগিয়া হৃদয়-সাগরে যে তরঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাও ভাব। এইরূপেই অপরের উৎসাহ দেখিয়া উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ বাহিক কারণে, বাহিক সাহায্যে ও মনের এক প্রকার আন্দোলিত অবস্থা উপস্থিত হয়। রণবাদ্য শুনিয়া পশুদ্বয় নৃত্য করিতে চায়, সুরাপান করিয়া লোকে শোকের পরিবর্ত্তে অট্টহাস্য করে, কীর্ত্তনের তরঙ্গে পড়িয়া নিতান্ত প্রেমবিহীন, পাষণ্ড এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তিও উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে পারে, শরীরকে এক প্রকার বিশেষ অবস্থায় রাখিয়া এবং নিশ্বাসকে এক বিশেষ প্রণালীতে রোধ করিয়া মানব মনে এক প্রকার উচ্ছ্বসিত অবস্থা হইয়া থাকে, ইহাও ভাব। ভাবের হস্তে যিনি আপন হৃদয়কে অর্পণ করিতেছেন তিনি দেখিবেন, যে তাঁহার সেই ভাব ইহার কোন্ শ্রেণীগণ্য? আমরা প্রথমোক্ত ভাবেরই প্রার্থী, অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের ন্যায় সেই প্রেমময়ের অভ্যুদয়ে সমস্ত হৃদয়সাগর যখন আন্দোলিত হইতে থাকে, তাহাকেই আমরা ভাবের প্রকৃষ্ট অবস্থা মনে করি। এই অবস্থায় একটী বিশেষ চিহ্ন এই যে ইহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অপরাপর ধর্ম্মভাবও চরিতার্থতা লাভ করে। দেখা যায় যে জ্ঞান চরিতার্থ হইতেছে, পুণ্যের ক্ষুধা বাড়িতেছে, পাপের প্রতি ঘৃণা অগ্নিসমান হইতেছে, অনুতাপ প্রবল হইতেছে, অনেক দিনের মৃত ভ্রাতৃভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাই ভগিনীদিগের পায়ে পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে, জীবনের বহুদিনের অবহেলিত কর্ত্তব্য সকল সুসম্পন্ন করিবার বাসনা নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে যে ভাব হৃদয়রাজ্যে নবজীবনের স্ফূর্ত্তি করে, যে ভাব হৃদয় কাননের সমুদায় স্বর্গীয় পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করে, যে ভাব জীবনের গতিকে ফিরাইয়া দেয়, সংক্ষেপে বলি, যে ভাব মানুষকে ভাল করিয়া তোলে, সেই ভাবই প্রকৃত ভাব এবং তাহাই প্রার্থনীয়। এতদ্ভিন্ন বাহিক কারণে ক্ষণকালের জন্য হৃদয় সাগরে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেই তরঙ্গকেই যাঁহারা পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া সেবা করেন তাঁহাদের শোচনীয় ভ্রান্তিকে ভাবুকতা নামে অভিহিত করি। এই ভাবুকতাতে সুখ থাকিতে পারে কিন্তু ইহা ধর্ম্মের পথ নহে।

নিঃস্বার্থ সাধন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন ধীমান পণ্ডিত চিন্তা করিয়াছিলেন যে মানবের জীবনের লক্ষ্য কি? এবং মানবের কার্য্যের সদসৎ বিচারের উপায় কি? অনেক চিন্তার পর এই স্থির করিলেন যে সুখই মানব জীবনের লক্ষ্য। মানব যে বিভাগে যে কিছু কার্য্য করিতেছে দুঃখের অবসান এবং সুখের উৎপত্তিই সে সমুদায়ের উদ্দেশ্য। এমন কি যে সকল কার্য্য আপাততঃ দেখিতে নিরবচ্ছিন্ন পরোপকার-বুদ্ধি প্রসূত মনে হয় এবং যে সকল কার্য্য সাধন করিতে আপাততঃ অনেক স্বার্থনাশ এবং ক্লেশ স্বীকার দেখিতে পাওয়া যায়—সে সমুদায়ই অন্তর্নিহিত সুখস্পৃহার ফল মাত্র। তিনি আরও বলিলেন সুখই মানবজীবনের লক্ষ্য সুতরাং যে কার্য্যে দুঃখের অবসান করে ও সুখের বৃদ্ধি করে তাহা সৎ এবং যাহাতে দুঃখের বৃদ্ধি করে তাহা অসৎ। কিন্তু চিন্তা দ্বারা এই সত্য নির্ণয় করার পর তাঁহার মনে আর একটী গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইল। তিনি আপনার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে যেন মনে মনে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল আমি ত স্থির করিয়াছি যে, সকল সাধুকার্য্যেই সুখ হয় এবং সেই সুখের জন্যই সে কার্য্য সৎকার্য্য, কিন্তু আমি কি ঐ সকল কার্য্য করিয়া সুখী হইতেছি? এই বলিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, দেখিলেন সুখের শাস্ত্র যিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন তাঁহার অন্তরে সুখ নাই। তিনি যদি নিজ অন্তরকে জিজ্ঞাসা করেন—"সুখ কোথায়" অমনি যেন হৃদয় কন্দর হইতে নিরাশাসূচক প্রতিধ্বনি হয় 'সুখ কোথায়'। তখন সেই পণ্ডিত আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভাবিলেন এ কি! সুখ যদি অন্বেষণ করি তবে সুখ নাই না কেন? আবার দেখিলেন কত পুরুষ রমণী যাঁহারা নানা প্রকার সৎকার্য্যে রত আছেন, অথচ সুখের চিন্তা একবারও করেন না, কর্ত্তব্য বোধে ও ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধে সেই সকল কার্য্যে রত আছেন, তাঁহারা কেমন সুখী। তখন পণ্ডিতবর আবার এই নূতন মতে উপনীত হইলেন যে সুখ মানব-

জীবনের উদ্দেশ্য বটে কিন্তু সুখকে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইবে না, সুখ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না। কিন্তু সদনুষ্ঠানের জন্যই সদনুষ্ঠান করিবে। এই নূতন মতে যে তাঁহার পূর্ব্বের মতকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল, তাহা তিনি দেখিলেন না।

যাহা হউক এই পণ্ডিত যেমন সুখকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও বলিলেন সুখ চাওয়া হইবে না, সেইরূপ ভক্তিপথাবলম্বীরাও চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন যে, মুক্তির জন্য ঈশ্বরের অর্চ্চনা করা নিকৃষ্ট সাধন—তাহাতে মুক্তি হয় না। ঈশ্বরকে তাঁহার নিজেরই জন্য অর্চ্চনা করিতে হইবে। যে সাধনের মধ্যে স্বর্গের আশা, বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা আধ্যাত্মিক উন্নতির বাসনা, বা অন্য কোন প্রকার লাভের ইচ্ছা থাকে তাহা স্বার্থপর ও নিকৃষ্ট সাধন। তাহা বণিকের কার্য্যের ন্যায়। আমি কিছু পাইব বলিয়া কিছু দিতেছি; সে দ্রব্য যদি আর কেহ দিতে পারিত তবে ইহার নিকট আসিতাম না। ইহা প্রেমিকের ভাব নয় ইহা বণিকের ভাব। ভক্তি ধর্ম্মাবলম্বীরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন; "জগতের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।" মুক্তি কামনা বা স্বার্থবাসনা ইঁহাদের পক্ষে অতি নিকৃষ্ট। তাঁহারা বলেন ভক্ত যখন ঈশ্বরের নিকট যাইবেন তখন মুক্তি বা স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে থাকিবে না। তিনি সেই প্রেমময়েরই জন্য তাঁহাকে ভিক্ষা করিবেন। ইহাকে তাঁহারা অহেতুকী ভক্তি নাম দিয়া শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক কথা। বিশুদ্ধ ভক্তি মুক্তি কামনা করে না অথচ মুক্তি স্বতঃই ঘটিয়া থাকে।

মুক্তি-কামনার ন্যায় যাঁহারা প্রেম ও ভক্তি কামনা করিয়া সাধন করেন তাঁহারা অনেক সময় প্রেম ভক্তিতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আমরা সপ্তাহান্তে উপাসনা মন্দিরে আসি কেন? আমরা দশজনে মিলিয়া ভজন কীর্ত্তন করি কেন? প্রেম ভক্তি বাড়িবে বলিয়া। এরূপ সাধনের ভাব স্বার্থপর সাধনের ভাব। দেখা যায় এরূপ সাধনে অনেক সময় প্রেম ভক্তির পরিবর্ত্তে শুষ্কতাই বিস্তার করে। প্রেম ভক্তিকে সাধনের লক্ষ্যস্থলে না রাখিয়া ঈশ্বরকেই লক্ষ্যস্থলে রাখিতে হইবে। আমরা তাঁহার সহবাসের জন্যই তাঁহার নিকট কাঁদিব এবং সুখ স্বার্থ নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিব, তাহা হইলেই প্রেম এবং ভক্তি স্বতঃই হৃদয়ে জন্ম গ্রহণ করিবে। কৌশলে কেহ কখনও প্রেমকে অধিকার করিতে পারে না, ইহা "স্বর্গের বায়ুর ন্যায় কখন প্রবাহিত হয়—কেন প্রবাহিত হয় কেহই তাহা জানে না।" আমরা সাধনকালে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিব না, কেবল ঈশ্বরের প্রতি, আপনাদের কর্ত্তব্যের প্রতি, আপনাদের হীনতা ও জঘন্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিব। প্রেম ভক্তির জন্য তাঁহাকে ডাকা ইহাও নিকৃষ্ট সাধন।

অনেকে সাধন করিবার সময় যেমন এক প্রকার স্বার্থপর ভাব অন্তরে লইয়া সাধন করিয়া থাকেন সেইরূপ অনেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার সময় এক প্রকার স্বার্থপর ভাব লইয়া যোগ দিয়াছেন। তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন এখানে কেবল পাইবার সম্বন্ধ। অপর দশজনে তাঁহাদের সাহায্য করিবে, অপর দশজনে তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃভাব দেখাইবে, অপর দশজনে তাঁহাদিগকে যত্ন করিবে, অপর দশজনে তাঁহাদের সেবা করিবে। তাঁহারা যে প্রভুর সেবক, সেবক হইয়া সেবা করিবেন, বেতনের আশা না করিয়া প্রভুর আদেশপালনে দেহ মনকে লাগাইবেন, এভাব তাঁহাদের অন্তরে নাই। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা ব্রাহ্মসমাজের নিকট এবং ব্রাহ্মদিগের নিকট প্রত্যাশা করিতেছেন এবং আশানুরূপ ভ্রাতৃভাব বা সাহায্য না পাইয়া অভিমানী হইতেছেন।

যে যোগ ও যে সম্বন্ধের মধ্যে এইরূপ স্বার্থপরতার ভাব প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা প্রকৃত ভাব নহে। প্রকৃতভাবে যিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার বিশ্বাস ও মনের অবস্থা কিরূপ? আমরা কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি, তাহা যদি চিন্তা করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? ইহাই কি দেখিতে পাই না যে ঈশ্বর যখন কৃপা করিয়া আমাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা প্রবল করিলেন, তখন আমরা তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। প্রার্থনা আমাদের জীবনের প্রধান সম্বল হইল: প্রার্থনা চক্ষের জ্যোতি হইয়া সঙ্কটের মধ্যে পথ দেখাইতে লাগিল। কে যেন আমাদিগকে আসিয়া বলিলেন "সন্তান এস তোমাকে আমার ভক্তদলে মিশাইয়া দি, সেখানে তুমি মনের সাধে আমার সেবা করিবে।" সে সময়ে আমাদের অন্তরে একটী আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। সে আকাঙ্ক্ষাটী এই যে কিসে প্রভুকে প্রাণে পাইব, কিসে তাঁহার চির অনুগত হইব। তখন আর কোন বাসনা বা অভিসন্ধি হৃদয়ে ছিল না। এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই চালিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইলাম। ইহা যদি সত্য হয় তবে আজ পরের মুখের দিকে চাহিব কেন? কে দেখিল কে না দেখিল তাহা গণনা করিব কেন? আমি দাস, আমি সেবক, আমি সন্তান। আমার প্রভু ও পিতার ইচ্ছার অনুগত হওয়া ও তাঁহার সেবা করাই আমার লক্ষ্য, আমি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে তাহাই করিব। তোমরা দশজনে যদি সহায় হও, ভালই প্রভুর কর্ম্ম সুচারুরূপে হইবে, যদি সহায় না হও এ দাস একাকীই খাটিবে; এবং তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে সেই কার্য্য যতটুকু হয় তাহা করিবে। এই নিঃস্বার্থ সেবার ভাব যত দিন আমরা না প্রাপ্ত হইতেছি, ততদিন প্রকৃতভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে পারিব না।

সঙ্গত সভার আলোচনা।

২৯এ কার্ত্তিক—মঙ্গলবার।

প্রশ্ন। উপাসনার সময় হৃদয় মনের যেরূপ উন্নত অবস্থা হয় পরে সংসারের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ উন্নত অবস্থা থাকে না কেন?

উত্তর। প্রকৃত গভীর আধ্যাত্মিক উপাসনা হইলে

তাহার সুফল জীবনে থাকিয়া যাইবেই যাইবে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এক সময়ে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপের প্রভাবে ভূস্তর উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ তাপ যখন প্রবল ছিল, তখন গিরি সকল উঠিয়াছে কিন্তু পরে যদিও সেই তাপের প্রবলতা পূর্ব্বানুরূপ নাই তথাপি গিরি সকলের উচ্চতা একেবারে হ্রাস হয় নাই। সেইরূপ উপাসনাকালে মানবাত্মা ভক্তি ও প্রেমের সাহায্যে যে উচ্চভাব ধারণ করে, পরে সেই প্রেম ও ভক্তির উষ্ণতা হ্রাস হইলেও হৃদয়ের সে উচ্চতা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় না।

কিন্তু উপাসনাকালে হৃদয় মনের যে উচ্চভাব হয়, তাহা রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যেমন উপাসনার্থ হৃদয় মনকে প্রস্তুত করা আবশ্যক সেইরূপ উপাসনার সুফল রক্ষার্থ ও হৃদয় মনকে প্রস্তুত করিতে হয়। অনেকের পক্ষে দেখা যায় যে দিনে একবার কিম্বা সপ্তাহে একবার পরমেশ্বরের উপাসনা করাকে তাঁহারা একমাত্র ধর্ম্ম সাধন করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত আর কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহারা উপাসনা কালে যে সকল উচ্চ ভাব লাভ করেন তাহা আশ্রয়াভাবে বিলীন হইয়া যায়। এই কারণে কেবল উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। আরও কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম, ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশক ও ভক্তিভাবের উদ্দীপক গ্রন্থ সকল পাঠ করা আবশ্যক। ২য়, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া আত্মঅভ্যাস করা উচিত। তৃতীয়, সাধুসঙ্গ প্রেমিক ও ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মননে নিযুক্ত হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে উপাসনাকালের প্রাপ্ত সদ্ভাব সকল জীবনে স্থায়ী হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—জীবনের পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে নির্জ্জনে আত্মচিন্তা ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে এক এক সময় ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপ বা আধ্যাত্মিক জগতের এক একটী বিশেষ সত্য অতিশয় প্রবল ভাবে হৃদয় মনকে অধিকার করে। সে সত্যগুলিকে আমরা তখন এত উজ্জ্বল ভাবে দর্শন করি, এতদূর বিমোহিত হই, যে তাহার সৌন্দর্য্যে মন প্রাণ একেবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। সেই সময়ে যদি একটী নামের সহিত, বা কোন একটী পদাবলীর সহিত উক্ত সত্যের বার বার উচ্চারণ দ্বারা যোগ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই নাম ও পদাবলীটী আমাদের নিকট এরূপ জীবন্ত হইয়া থাকে, যে পরে সেই নাম বা পদাবলী উচ্চারণমাত্র সমুদায় মন প্রাণ জাগিয়া উঠে। ইহাকেই বলে নাম সাধন। এইরূপে নাম ও পদাবলী সাধন করিয়া রাখার উপকার এই যে পরে কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে যখনি ঐ নাম বা ঐ পদাবলী উচ্চারণ করি তখনি চিত্তে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়; মনের ভাব ফিরিয়া যায়। গ্রীষ্মের দিনে হঠাৎ একটী দ্বার বা গবাক্ষ খুলিয়া যদি হঠাৎ এক ঝলক সুশীতল বায়ু আসিয়া অঙ্গে লাগে তাহাতে যেমন গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপকে দূর করিয়া শান্তি আনিয়া দেয়, সেইরূপ সংসারের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে সেই প্রিয় নাম বা শব্দগুলি শুনিবামাত্র প্রাণে শীতলতা অনুভব করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন একজন একদিন নির্জ্জনে নিজের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মানবের অসারতা এতদূর অনুভব করিলেন যে, আপনাকে ধূলি অপেক্ষা হীন মনে করিতে লাগিলেন,—এ সত্য এমন উজ্জ্বল ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইল যে পূর্ব্বে কখনও সেরূপ ভাবে প্রতিভাত হয় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ এই ভাব লইয়া "আমি অসার তুমি সার" এই মন্ত্রটী রচনা করিলেন; এবং মনে মনে এই মন্ত্রটীর অর্থ আরও হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "আমি অসার তুমি সার", "আমি অসার তুমি সার" বলিতে বলিতে মন ক্রমাগত যেন গভীর হইতে গভীরতর স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল; প্রাণ এই সত্যের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া গেল; চক্ষুদিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। তিনি অনুভব করিলেন যে তিনি কোন অমূল্য রত্ন পাইলেন। তৎপরে সুখে হউক দুঃখে হউক, নির্জ্জনে হউক সজনে হউন, অবসর কালে হউক আর কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেই হউক যখনি তিনি "আমি অসার তুমি সার" এই কথাগুলি মনে মনে উচ্চারণ করেন, তখনি হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, মনের আলস্য ও ঔদাস্য চলিয়া যায়, প্রাণে ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। তিনি কার্য্যের ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া যখন নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছেন তখন একবার মনে মনে বলিলেন "প্রভো আমি অসার তুমি সার" অমনি নির্ভরের ভাব, ভক্তির ভাব, সেবার ভাব আসিয়া হৃদয়কে পূর্ণ করিল। এইরূপ নাম সাধন করিয়া রাখিয়া সংসারের কার্য্যের মধ্যে অর্পিতে পারিলে উপাসনার সুফল অনেক সময় রক্ষা হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ সংসারের কার্য্য করিবার সময় যে আমাদের হৃদয়ের উচ্চভাব থাকে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে আমরা মনে মনে সংসারকে যেন ভগবানবর্জ্জিত দেশ মনে করি। অর্থাৎ মনে মনে ভাবিয়া থাকি যে যখন আমরা উপাসনা করি তখনই আমাদের ঈশ্বরের সহিত মিলন হয়, আর যখন সংসারে কাজ করিতে যাই তখন আমরা যেন ঈশ্বর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পড়ি। সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় ধার্ম্মিক লোক যেন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলেন "হায়! বাধ্য হইয়া শয়তানের রাজ্যে এই কয়েক ঘন্টা বাস করিতে হইবে।" যেন সে রাজ্য ঈশ্বরের রাজ্য নয়, যেন তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের কোন নিদর্শন নাই। যিনি সংসারের কাজের মধ্যে উপাসনার উচ্চভাবকে রক্ষা করিতে চান, তিনি সংসারের সকল কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে শিক্ষা করুন। সংসারের সকল কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের যোগ করিয়া রাখুন। তাহা হইলে সংসারে গেলে

সংসার ঈশ্বরকেই স্মরণ করাইয়া দিবে। মনে করুন একজন সাধক পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরের যে করুণার প্রকাশ, সে বিষয়ে বার বার চিন্তা করিয়াছেন; মাতৃ স্নেহের মধ্যে তাঁহার কৃপা, ও দাম্পত্য প্রণয়ের মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য মঙ্গলভাব লক্ষ্য করিয়া অনেক বার গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন—তিনি উপাসনান্তে গৃহে গিয়া দেখিলেন পত্নী সন্তানকে স্তন পান করাইতেছেন, অমনি তাঁহার চিত্ত তাহার অন্তরালে সেই প্রেমময়কে দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল. তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেনঃ—

"অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,
আধ আধ মামা বলে স্তন করে পান,
আমি তখনি তাহারি মূলে নিরখি তোমায়
অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।"

এই বলিয়া ভক্তি অশ্রু ফেলিলেন। এখানে সংসার উপাসনার ভাবের ব্যাঘাত করা দূরে থাকুক তাহার পরিপোষক হইল। ব্রাহ্মগণ যেন সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে অভ্যাস করেন, যে কার্য্যকে ঈশ্বরের সহিত এক করিয়া দেখা যায় না, অর্থাৎ যাহাতে অধর্ম্মের বা অসত্যের, বা অন্যায়ের গন্ধ আছে, তাহা যেন তাঁহারা বিসের ন্যায় বর্জ্জন করেন। তাহা হইলে সংসার আর তাঁহাদের ধর্ম্মভাব হরণ না করিয়া ধর্ম্মভাবকে পোষণ করিবে। উপাসনার পর সংসারে প্রবিষ্ট হইলে হাতের ফল কে কাড়িয়া লইল বলিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে না।

পাশ্চাত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম।

আধ্যাত্মিক উন্নতি। *

দুর্ব্বল মানবাত্মা ঝটিকা তাড়িত পক্ষীর ন্যায় যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শান্তি বা বলাধানের জন্য অনন্তের প্রশান্ত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সেই আত্মাতে ধীরে ধীরে ঈশ্বর প্রেমের জন্ম হয়; তাহার পর এই অনুভূতি জন্মে যে ঈশ্বরকে মানবাত্মা যত ভালবাসিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট ভালবাসা পায় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে তখন অন্তরে এই কামনার উদয় হয় যে সেই সত্যস্বরূপের সহিত নিত্য সহবাসে অবস্থিতি করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার প্রেমমুখ দর্শন করি। কামনার কি পরিসমাপ্তি আছে? মনে হয়ত ইচ্ছা হয় যে সেই সত্যস্বরূপের সেই পবিত্র স্বরূপের ন্যায় সত্যে এবং পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ হইয়া চিরকালের জন্য তাঁহার সত্তাসাগরে মিশাইয়া যাই; কিন্তু কার্য্যতঃ মানবাত্মা তাঁহার পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শ দেখিতে না পাইয়া, কোথায় যাইবে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না। পবিত্রতার পথে চলিতে চলিতে যখন আত্মার তেজে সামাজিক কুনীতি সকল প্রশমিত হইল, যখন আত্মার প্রবলতম রিপু সকল খর্ব্বীকৃত হইল, তখনও আত্মার যে কার্য্যকরী ক্ষমতা যে তেজ রহিয়াছে, তাহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক।

কোন অভাবাত্মক অবস্থাকে দমন করিলেই যে ভাবাত্মক উৎকর্ষ জন্মে তাহা নহে। বিষয়টী আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। কোন পাশববৃত্তি সংযত রাখিতে পারিলেই যে দেবভাব সমাগত হয়, এরূপ মনে করা ভ্রান্তি-মাত্র। এইরূপ কার্য্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হইতে আত্মা মুক্ত হইতে পারে, বিবেক শান্ত হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ আদর্শ তথাপি বহুদূরে। অপর পক্ষে পাশব-প্রবৃত্তির দমন উচ্চভাবের প্রাবল্যের যেরূপ পরিচয় দেয়, তেমনি ইহার নিজের দুর্ব্বলতাও প্রকাশ করে, সুতরাং যদি দেববৃত্তি সকল ক্রমশ উন্নমিত হইতে না থাকে, তাহা হইলে মানবাত্মার উন্নতি মধ্যস্থলে বাধিয়া থাকে। এই দেববৃত্তির ক্রমোন্নতিই আত্মার একমাত্র সুস্থ অবস্থা। এই উন্নতির পক্ষে কখন কখন মানসিক উন্নতির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি কি পরিমাণে মানসিক উন্নতির উপর নির্ভর করে এবং উহার বলে বল প্রাপ্ত হয়, ইহার সবিস্তার আলোচনার সময় নাই। তবে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে যে অনেক সময় মানসিক বিভ্রম, নৈতিক বিভ্রমকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিকে নিম্ন ভূমিতেই বদ্ধ রাখিয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় মানসিক জ্ঞানের চর্চ্চা এবং ঐ জ্ঞানের অভাবাত্মক ভাগের বিকাশ করান আবশ্যক। কুসংস্কারকে বিনাশ করাই ধর্ম্ম নহে, কিন্তু জ্ঞান সহযোগে এই বিনাশকার্য্য সাধন করা আবশ্যক, নতুবা আধ্যাত্মিকতা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অন্যপক্ষে,—মানবাত্মা যখন অধিকতর পবিত্রতার আশায় পিপাসিতচক্ষে চারিদিকে চাহিতে থাকে, তখন তাহার মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়, এই পবিত্রতালাভের কোনরূপ উপায় আছে কি না, সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ ধর্ম্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কিনা?

১। আধ্যাত্মিক উন্নতির আদর্শ।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া শুনিয়া আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় এই কথা শিক্ষা পাইয়াছি, যে যীশুখৃষ্টের পার্থিব জীবনই আমাদের পক্ষে পূর্ণতার আদর্শ, সুতরাং অনুকরণীয়। তথাপি যদি আমরা প্রকৃতপ্রসঙ্গে এই জীবন অনুকরণ করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে খৃষ্টের পোষাক আমাদিগকে সাজে না—কারণ খৃষ্টের আকৃতি আমরা পাই নাই। তাঁহার জীবনের অধিকাংশই অ-বিবৃত, সুতরাং আমাদিগকে আমাদিগের চিন্তার সহায়তায় সেই স্থান পূর্ণ করিতে হইবে। যীশুখৃষ্টের সমস্ত জীবন সম্বন্ধে অনেক লোকই আত্মপ্রতারিত হইয়া সুখী হইতে চায়। বিশ্বাস যতই দৃঢ় হউকনা উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত লোককে অকারণে 'কপটী' 'অন্ধপথদর্শক' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা, হেঁয়ালীতে এবং ব্যর্থঘটিত কথায় লোককে উপদেশ দিয়া

* মহামতি ফ্রান্সিস নিউম্যান প্রণীত "আত্মা তাহার দুঃখও আকাঙ্ক্ষা" নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

তাহার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রদান না করা, সঙ্কল্প করিয়া অসৎলোকের ঈর্ষ্যাভাজন হইয়া, উপযাচকের মতন ধর্ম্মবীরত্ব লাভের আশায় প্রাণত্যাগ করা,—সহজ বুদ্ধি বা বিনয়ই এই সকল কার্য্যে বাধা দিবে। যাহা হউক, স্বীকার করিলাম, এ সকল কার্য্য খৃষ্টে শোভা পায়; কিন্তু তথাপি ইহা আমাদিগের জীবনে শোভা পাইত না। আর যদি এই সমস্তের কোন বিষয়েই আমরা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী না হইতে পারি, তবে তাঁহার ন্যায় সমস্ত রাত্রি পর্ব্বতের উপরে উপাসনায় কালযাপন বা ৪০ দিবস উপবাসে কালক্ষেপ করিয়াও বোধ হয় প্রয়োজন নাই। তাঁহার কথা, তাঁহার কার্য্য এবং তাঁহার অন্তরুদ্ভূত কার্য্যপ্রসূ চিন্তার মধ্যে যতই সূক্ষ্ম ভাবে প্রবেশ করা যায়, ততই মনে হয় তাঁহার জীবন আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাঁহার জীবন যে ভাষায় লিপি বদ্ধ হইয়াছে, সেই ভাষা ছাড়িয়া যদি তাঁহার আচরণের 'ভাবের' মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে হয় ত বিষয়টী অন্যরূপ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সে ভাবের কথা কে বলিয়া দেয়? কোন পুস্তকে নাই, মানব হৃদয়ই তাহার একমাত্র বিচারক।

অনেক বিষয়ে যীশুখৃষ্ট কি করিয়াছিলেন বা করিতেন, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে আমাদের সামান্য বুদ্ধির সাহায্যে স্থির করিয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—একথা কি সত্য যে যীশু কখন হাস্য করিতেন না? আপাততঃ এপ্রশ্নটীকে দেখিতে সামান্য মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা দৃঢ় পরীক্ষার যোগ্য। যখন আমরা "পিউরিটান" সম্প্রদায়ের কষ্টসাধ্য হাস্যবিহীন শুষ্ক মনের অবস্থার কথা স্মরণ করি, তখন সেই অবস্থার অনুকরণ করা কত কঠিন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সাধারণতঃ আমাদের প্রকৃতিই এইরূপ যে কোন সাধু মহাপুরুষের নাম শুনিলেই আমাদের মনে হয় যে তিনি হাস্য অপেক্ষা ভ্রূকুটী অধিক করিতেন তাঁহার দৈহিকশ্রীতে কদর্য্য গঠনের লেশমাত্র ছিল না, এবং সামান্য পরিহাসে যোগ দিয়া আনন্দলাভ করা তাঁহার মনের বিস্ময়ের মধ্যেই উদয় হইত না। লুথার যেরূপ প্রাণ খুলিয়া হাসিতে সেন্টপল কি সেরূপ হাসিতেন না? অথচ যে বিষয়ে তাঁহার জীবনবৃত্তে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কি আশ্চর্য্য! এই উল্লেখ নাই বলিয়াই এক শ্রেণীর লোক হাস্যকে দোষের আকর বলিয়া মনে করিতেছে এবং লঘুতার জনক বলিয়া সেইরূপ মনের অবস্থা হইতে সতত দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। মানবজীবনের সম্বন্ধে স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে, যে তথা হইতে হাস্য বা আমোদ প্রমোদকে নিষ্কাসিত করা ভ্রান্তমতি মানুষের কর্ম্ম। স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের দিকে যে প্রণয়ের আকর্ষণ, তাহাকে নিষ্কাশিত করিলেও ইহা অপেক্ষা অধিক অপকার হয় না। সত্যধর্ম্ম কখনই মানব প্রকৃতির কোন অংশের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত নয়, কেবল প্রত্যেক অংশকে স্বস্বস্থানে স্বস্বধর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া সর্ব্বোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলের মধ্যে পবিত্রতা এবং মর্য্যাদা অনুপ্রাণিত করিয়া দেওয়া ধর্ম্মের কাজ। হাস্যদমন করা স্থান বিশেষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কিন্তু হাস্যদমন করিতে পারিলেই যে পরম ধার্ম্মিক হওয়া গেল, তাহা নহে। প্রকৃত ধার্ম্মিক যিনি তাঁহার ব্যবহার শিশুর ন্যায়। শিশু যেমন পিতামাতার নিকট ক্রীড়া কৌতুক করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, যথার্থ ধার্ম্মিক যিনি তিনিও সেইরূপ আপনার নির্দ্দোষ আমোদের ভাবকে কখনই সেই সর্ব্বদর্শীর চক্ষু হইতে লুক্কায়িত রাখিতে প্রয়াস পান না। ক্রমশঃ।

চরিত্র রহস্য।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার উপদেশের একস্থলে বলিয়াছেন—"একটী উষ্ট্রের পক্ষে সূচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাওয়া বরং সহজ, তথাপি ধনীর সন্তানের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে।" টাকা থাকিলেই যে কোন মনুষ্য স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবেন না, খ্রীষ্টের উপদেশের এই ভাব ইহা কখন হইতে পারেনা। ধনীরা কত অল্প সময় ধর্ম্ম চর্চ্চায় যাপন করেন, এবং কত অধিক সময় পার্থিব চাকচিক্যে মোহিত হইয়া বিলাসিতা ও পাপবৃত্তির স্রোতে ভাসমান থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই খ্রীষ্ট ঐ কথা বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধনের সহিত ধর্ম্মের যে স্বাভাবিক বিরোধ নাই, বরং প্রকৃত অবস্থায় একে অন্যকে সাহায্য করে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা আজ এক ধনীর দুহিতার জীবন চরিত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এলিজাবেথ এক রাজার দুহিতা। সাধ্বীমাতার সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশে অতি শৈশবকালেই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। এলিজাবেথ যখন ক্রোড়স্থ শিশু, তখনি তাঁহার পিতা প্রতিশ্রুত হন, যে নিকটবর্ত্তী কোন রাজার পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। তদনুসারে তাঁহাকে সেই রাজার প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়, এবং যাহাতে তাঁহার সুশিক্ষা হইতে পারে তাহারও যথাবিহিত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। এইখানে থাকিয়া এলিজাবেথ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন—তাঁহার মনে ঈশ্বরানুরাগ দিন দিন এত প্রবল হইতে লাগিল এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্যের প্রতি এত বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল যে সর্ব্বদা সামান্য বেশভূষা করিয়া, সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম করিয়া কালযাপন করিতে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইল। যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা হয় সেই রাজপুত্রকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করিতেন যে "হে প্রভো! আমি যেন তোমাকে ভালবাসিয়াই সকলকে ভালবাসি।" তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন তাঁহার ভাবী ননদিনী এবং শ্বশ্রূর সহিত একদিন তিনি অমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ভজনালয়ে গিয়াছিলেন। এলিজাবেথ "ঈশ্বরের গৃহে" প্রবেশ করিয়াই আপনার হীরক জড়িত মুকুট খুলিয়া ফেলিলেন এবং কাতরভাবে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার ভাবীশ্বশ্রূ তাঁহাকে

এইজন্য তিরস্কার করিলে, তিনি বলিলেন—"উপাসনার সময় বেশভূষার চাকচিক্য কি? ঐ দেখুন যীশুর মস্তকে কণ্টক মুকুট! আমি কি তাঁহা অপেক্ষা বড়?" বৃদ্ধা একথার গভীরত্ব বুঝিতে পারিলেন না। গৃহে গিয়া এলিজাবেথ প্রার্থনা করিলেন—হে প্রভো! আমি তোমাকে পূর্ণ প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চাই। তুমি আমার প্রাণেশ্বর তোমাকে যে ভালবাসি, তাহার পরিচয় দিতে আমায় সুযোগ দাও। যাহাকে ভালবাসা যায় লোকে তাহাকে সমস্তই দিতেপারে। তাই নাথ! প্রার্থনা করি যেন আমার যথাসর্ব্বস্ব এবং আমার নিজকেও তোমাতে অর্পণ করিয়া সুখী হই" চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার কি গভীর নির্ভরের ভাব এই প্রার্থনায় প্রকাশিত হইতেছে।

এলিজাবেথের ভাবীস্বামী এতদিন শিক্ষাকার্য্যের জন্য দূরদেশে ছিলেন। বিবাহের কথা হওয়ার পরে তিনিপ্রায়ই এলিজাবেথকে দেখা দিতেন না; সম্প্রতি সুশিক্ষা লাভ করিয়া, মৃত পিতার রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আসিয়া শুনিলেন এলিজাবেথের নামে অনেকে অনেক কুৎসা প্রচার করিতেছে তিনি ছোট লোকের মেয়ের মত বেশভূষা করেন, ছোট লোকের ছেলেমেয়েদিগকে আপনার জন মনে করেন, এবং ছোটলোকের সেবায় আপনার প্রাণ মন যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিতেছেন, ইত্যাদি! এরূপ কথায় ধর্ম্ম পরায়ণ যুবকের আরও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। তিনি এলিজাবেথকে একটী মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া দিলেন।

ইহারই কিছুকাল পরে এলিজাবেথের বিবাহ হইল। স্বামীর সংসারে কোনরূপ ক্লেশ পাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলনা, প্রচুর অর্থ বহুসংখ্যক দাসদাসী, এলিজাবেথ ইচ্ছা করিলেই অপর দশজন "বড়লোকের মেয়ের মত সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণে কি আগুণ জ্বলিয়াছিল। তিনি ধনকে নিজের সেবায় ব্যয় করিতে বিন্দু মাত্রও অভিলাষ করিতেন না। স্বামীর অনুমতি লইয়া এলিজাবেথ রাত্রির অনেক সময় অধ্যয়ন ও উপাসনাদিতেই কাটাইতেন এবং প্রভাত হইবামাত্র ঈশ্বরোপাসনা করিয়া দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনের জন্য ছুটিতেন। উৎকৃষ্ট আহারে তাঁহার রুচি ছিলনা, উৎকৃষ্ট বসনে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। সকলের সহিত আহার করিতে বসিয়া পাছে কেহ বুঝিতে পারে, এই জন্য নানারূপ গল্পাদির দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিয়া, নিজে অল্পাহারী থাকিতেন। বোধ হয় আহার করিতে বসিয়া তাঁহার স্মরণ হইত কত অনাথ অনাথা কত নিঃসহায় বালক বালিকা আজ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে ভগ্নগৃহে বসিয়া হাহাকার করিতেছে। তাঁহাকে সর্ব্বদা দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে,দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত সুতরাং এরূপ মর্ম্মভেদীদৃশ্য,তাঁহার চক্ষের নিকট অপরিচিত কেমন করিয়া হইবে। কখন কখন তিনি নিজ হস্তে দরিদ্রদিগের জন্য সামান্যরূপ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেন তাঁহার দাতব্য প্রবৃত্তির সংখ্যা ছিলনা,স্বর্গের শিশিরের ন্যায় উহা অবারিত ভাবে দীনদুঃখীর মস্তকে বর্ষিত হইত, সে সকল কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার আবশ্যক নাই। অবশেষে দুটী পুত্র এবং একটী কন্যা লইয়া এলিজাবেথ বিধবা হইলেন। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা নিজের ভিতর কোন সদগুণের অভাব বুঝিতে পারিয়া অপরে সেই সদ্গুণ দর্শন করিলে ঈর্ষ্যার অনলে দগ্ধ হন। এলিজাবেথ তাঁহার দেবোপম চরিত্রের গুণে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকের চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া অনুমিত হইবামাত্রই একশ্রেণীর লোকদিগের নিকট তিনি চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। যদিও শেষোক্ত শ্রেণীতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তথাপি উপযুক্ত পত্নীর উপযুক্ত স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে কাহার সাধ্য সাহস করিয়া কোন কথা বলে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে, এলিজাবেথের পার্থিব রক্ষাকর্ত্তা চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরে যে নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়াছে এবং ঈশ্বরকে যে জীবন্ত জাগ্রত সত্তারূপে উপলব্ধি করিতে জানে, পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেই বা তাহার ভয় কি? স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু উন্নত রাজসভাসদ্গণ বলপূর্ব্বক তাঁহার দেবরকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল। একে ভ্রাতৃবধূ, শোকাতুরা বিধবা, ইহাতে এলিজাবেথের প্রতি সদয় ব্যবহার করা দেবরের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি ভদ্রতার নিয়ম, সৌজন্যের নীতি এবং দয়ার অনুবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃবধূকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন নগরে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল, কেহই তাঁহাকে গৃহে স্থান দিতে পারিবে না। অনাথা পথের ভিখারিণীর ন্যায় স্বামীর রাজপথে ঘুরিতে লাগিলেন, তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে দেওয়া হইল না। রাত্রিতে ভজনালয়ের অনাচ্ছাদিত প্রাঙ্গনে বা কোন সাহসী ধর্ম্মভীরু যাজকের গৃহে পর্য্যায় ক্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এলিজাবেথ অবশেষে এক সন্ন্যাসিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন;—ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সন্তানদিগকে তাহাদের নিষ্ঠুর পিতৃব্য গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, সুতরাং তিনটী সন্তানকে লইয়া এলিজাবেথ এই সন্ন্যাসিনীর গৃহে আশ্রয় চাহিলেন। সন্ন্যাসিনী এলিজাবেথের মাসী, বাল্যকালেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভগিনী তনয়ার এবম্প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যথিত অন্তরে তাঁহাদিগকে একটী ঘর প্রদান করিলেন। ঈশ্বরে অনুপ্রাণিত না হইলে অর্দ্ধাহারে বা উপবাসে থাকিয়া প্রফুল্ল চিত্তে দিন যাপন করা সম্ভব নহে, এলিজাবেথ তাহাই করিতে লাগিলেন। পার্থিব সম্পদকে যাঁহারা জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ধনহানি বা সম্ভ্রমনাশে বিকলচিত্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু এলিজাবেথ ধর্ম্মের জন্য, বাহিক নহে আন্তরিক বৈরাগ্যব্রত ধারণ করিয়াছিলেন—ব্রত পালনে তাঁহার ক্লেশ হইবে কেন? এই ক্লেশের সময় কোন কোন সদাশয় বন্ধু তাঁহাকে পত্যন্তর পরিগ্রহণ করিয়া সাংসারিক সুখে সুখী হইতে পরামর্শ দিলেন, আর বাস্তবিক চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী

রাজকুমারদিগের মধ্যে তাঁহার যেরূপ সুখ্যাতির বার্ত্তা প্রচারিত ছিল, তাহাতে এলিজাবেথ এরূপ সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলে অনায়াসেই পার্থিবসুখে সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু অপার্থিব ধনের আশায় যে পাগল হইয়াছে, পৃথিবীতে তাহার সুখ কোথায়? এলিজাবেথ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ঈশ্বরের সন্তানদিগের সেবায় ব্যয় করিবার সঙ্কল্প জানাইলেন। তিনি এরূপ দৃঢ়তা অথচ নম্রতার সহিত আপনার মত ব্যক্ত করিলেন, যে আর কেহই পুনর্ব্বার তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহসী হয় নাই। এইরূপে পরোপকারে, পর সেবায়, এবং ঈশ্বরারাধনায় অনেক দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যবর্ত্তিতায়, তাহার দেবর তাহাকে রাজ প্রাসাদে পুনরাহ্বান করিলেন। এইবার তাহার পদোচিত আচরণের ত্রুটি হইল না বটে, কিন্তু রাজার ঘরে সন্ন্যাসিনী এই বিসদৃশ দৃশ্যে দেবরের এবং তাঁহার পারজন অনেকেই নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। বলা বাহুল্য এই ক্ষোভ সময় সময় ব্যঙ্গোক্তি এবং অত্যাচারের আকারে প্রকাশিত হইয়া এলিজাবেথের প্রাণকে তিক্ত করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কি নির্ভর! কি বিশ্বাস! মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি বলিলেন "আমার প্রাণেশ্বর! তোমার ইচ্ছা, আমাতে এবং আমার দ্বারা পূর্ণ হউক। তুমি যে ক্লেশ দিতেছ ইহা অবশ্যই মঙ্গলাভিপ্রায়ে অতএব তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহার দিন নিকট—সুতরাং তিনি তজ্জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং সকলের সহিত যথোচিত আলাপাদি করিয়া পরলোকের আহ্বান শুনিবামাত্র, আত্মসমর্পণ করিলেন এবং শরীরে অপূর্ব্ব শান্তি সহকারে অনন্তে নিদ্রিত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে রামপুর বোয়ালিয়ার ব্রাহ্মবন্ধুগণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৩০এ সেপ্টেম্বর বুধবার তাঁহাদের সমাজগৃহে একটী সভা করিয়াছিলেন। আমরা এতৎসম্বন্ধে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

"মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে তাঁহার স্মরণার্থ প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় গত ২৭এ সেপ্টেম্বর তাহার মৃত্যুদিন উপলক্ষে আমাদের সে কর্ত্তব্য স্মরণ হইয়াছিল না। কিন্তু বিলম্ব হইলেও শুভ অনুষ্ঠানের আরম্ভ বিষয়ে কাল বিলম্ব জন্য কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায় গতকল্য বুধবার অপরাহ্নে স্থানীয় ব্রহ্ম মন্দিরে একটী বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে, 'রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্ম।" বিষয়ে একটী বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। ঈশ্বর প্রসাদে আগামী বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে আমরা যথা সময়ে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত করিব। আশা করি মহাশয়ের পত্রিকায় এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করিবেন, এবং এই সংবাদটী প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা উপলক্ষে সংগীত।

(বাউলের সুর)

(সবে) ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কর রে গ্রহণ।
(শুন আর্য্য সন্তান রে যতজন) (ও ভাই)

পূর্ণ ব্রহ্ম কল্পনার ফল নয়, আত্ম প্রত্যয় সহজ জ্ঞানে তাঁর দেয়রে পরিচয়, ঋষিগণ যাঁরে উপনিষদে, নির্গুণ বলে করেছেন বর্ণন (ওরে)॥

সত্য বটে বেদের ব্রাহ্মণগণ, সত্যের আলো না পাইয়ে হন ভ্রমেতে পতন; পরে উপনিষৎ প্রচার হইলে, অনেকের সেই ভ্রম, হয়েছে রে মোচন॥ (তাঁদের)

ব্রহ্মসাধন, অভিনব নয় ভেবে, সংসারে তাঁর, সাধনেতে পাছে কোন বাধা হয়, উপনিষদের সেই পূর্ব্ব ঋষিগণ, নির্জ্জন বনে সব করেন গমন। (ভজতে নিরাকার জগৎ-জীবন)

ঈশ্বর কি ভাই পক্ষপাতী হন? তিনি সজনে বিজনে দেন সমান দরশন, তবে মানব বুদ্ধি ভ্রম শূন্য নয়, তাইতে ভুল করেছেন রে ঋষিগণ॥ (হায় হায়)

শুভক্ষণে রাজা রামমোহন রায়, দুঃখিনী ভারতের কোলে হইলেন উদয়, ধন্য ধন্য তাঁহার সার্থক জীবন, করলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মত চলন॥ (বুঝে সংসারেই গড়ে জীবন) (সাধন সংসারেই হয় পত্তন)

রাজবিপ্লবের জটিল জালে, পড়ে সত্যের আলো হারায় রে ভাই ভারত এককালে; ধন্য ধন্য বৃটিশ রাজের শাসন, সত্য পুনঃ দিয়াছেন দরশন॥ (শান্তি সুখে ব্রহ্ম কর সাধন) (সবাই)

দান বলে ভাই কারে কর ভয়, যিনি দিয়াছেন সোণার জীবন লও তাহার আশ্রয়, মুক্তির আশা যদি থাকে ওরে ভাই, ত্বরায় ভজ ব্রহ্ম সনাতন॥ (মুক্তির সুলভ পথ আর নাই এমন) (তাকে ভুলনারে ভাই কখন)॥

মান্দ্রাজের ব্রাহ্ম প্রকাশিকাতে দেখা গেল যে পুণানগরবাসী শ্রীযুত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন চরিত দ্বরায় মুদ্রিত করিবেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নহেন, দেখি ইনি রাজার মহিমা কি ভাবে প্রচার করেন।

কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু এই নিয়ম করিয়াছেন প্রত্যহ সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসনালয়ে সমাগত হইয়া উপাসনা ও কীর্ত্তনাদিতে কিছু সময় যাপন করিবেন।

তদনুসারে তাঁহারা কয়েকদিন হইতে একত্র হইতেছেন। আমাদের অনুরোধ তাঁহারা আগামী মাঘোৎসবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এখন হইতে সেজন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করেন।

আমাদের সঙ্গত সভাটী অনেকদিন হইতে নির্জীব অবস্থায় পড়িয়াছিল, ঈশ্বরের কৃপায় পূর্ব্বোক্ত প্রাত্যহিক মিলনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতি ও একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে বিগতবারে সঙ্গতে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেমের অনুরোধে তাঁহার কত সন্তান যে কতদিকে ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা বলা যায় না। বিগত পূজার সময় অনেক ব্রাহ্মযুবককে বিশ্বাসের অনুরোধে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমাদের একজন যুবক বন্ধু, ঐ সময়ে যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার লিখিত পত্র হইতে নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

"পূজার ৬।৭ দিন পূর্ব্বে আমার অভিভাবকগণ পূজার সমস্ত আয়োজন করিতে জেদ করায় আমি বলিলাম যে যখন বুঝিয়াছি এক নিরাকার ঈশ্বরই সত্য, তখন যতদিন পুনরায় তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত না হইবে ততদিন সাকার বহু দেব দেবীর পূজায় যোগ দিব না। আমার অভিভাবকগণ আমার কথায় দ্বিগুণ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন হয় তুমি পূজার সমস্ত আয়োজনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই বাড়ী হইতে বহির্গত হও, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া এক খানি ধুতি চাদর এবং একটী জামা সঙ্গে লইয়া এবং একমাত্র ঈশ্বরকে সহায় করিয়া বাড়ী হইতে প্রায় এক দিনের পথ যেখানে ব্রাহ্ম বন্ধুদের আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা সেখানে যাইবার জন্য পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। করুণাময় পরমেশ্বরের করুণা আশ্চর্য্য। বাড়ী হইতে প্রায় এক ক্রোশ গিয়াছি সেখানকার পোষ্ট মাষ্টার বাবুটী আমাকে দেখিয়াই অসময়ে কোথা যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিলাম, এবং বুঝিলাম করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার নিরাশ্রয় সন্তানের কষ্ট দেখিয়া আশ্রয় পাঠাইয়াছেন, পোষ্টমাষ্টার বাবুটী তত দূরবর্ত্তী স্থানে আমাকে যাইতে নাদিয়া তাঁহার নিকট রাখিলেন। বিশ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট রহিলাম ইতিমধ্যে বাড়ী হইতে আমার কোন সংবাদ লইলেন না। আমি কলিকাতা আসিবার যোগাড় করিতেছি ইহা শুনিয়া আমার মাতা ঠাকুরাণী এবং স্ত্রীর ক্রন্দনে বোধ হয় আমার পিতার প্রাণ গলিল এবং কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য এক চিঠি লিখিলেন আমি তদনুসারে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, যে দুই দিন বাড়ীতে ছিলাম অপর এক ঘরে থাকিতে হইল। এবার বাড়ী যাইয়া আমার স্ত্রীর নিকট শুনিলাম যিনি আমার পড়িবার খরচ দিতেন, তাঁহাকে আমার খরচ দিতে নিষেধ করিয়া পিতৃব্য মহাশয় চিঠি লিখিয়াছেন।"

এরূপ আরও কত ব্রাহ্ম ছাত্রকে ক্লেশ পাইতে হইতেছে। পবিত্র স্বরূপের প্রেমের সাক্ষী হইতে গিয়া যাহারা এরূপ ক্লেশ পান তাহারাই ধন্য।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধের মহাশয়! বিগত ১৬ই কার্ত্তিকের "তত্ত্বকৌমুদীর" সম্পাদকীয় উক্তিতে আপনি ভাবুকতা ও সুখান্বেষী সাধক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি; আশা করি এই পত্রখানি আগামী সংখ্যক "তত্ত্বকৌমুদীর এক পার্শ্বে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার মন্তব্যদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু অপনার ভাষা কোন কোন স্থলে আমার নিকট আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইল। আপনার লেখার কোন কোন স্থল পাঠ করিলে বোধ হয় আপনি ভাবুকতার (Sentimentalism) নিন্দা করিতে গিয়া ভাবের (Sentiment) নিন্দা করিতেছেন। এবং সুখান্বেষিতার নিন্দা করিতে গিয়া শুষ্ক নীরস উপাসনার প্রশ্রয় দিতেছেন। যে যে স্থল আমার আপত্তিজনক বোধ হইল, প্রথমতঃ তাহার উল্লেখ করিয়া তৎপর উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।

এক শ্রেণীর ধার্ম্মিকের বিষয় উল্লেখ করিয়া অপনি তাঁহাদের নিন্দাচ্ছলে বলিয়াছেন ইঁহারা "ঈশ্বরের এক একটী বিশেষ ভাবকে কল্পনার চক্ষে চিত্রিত করিয়া ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন; ভাবস্রোতেই ভাসিয়া থাকেন; ভাবোচ্ছাসের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হর্ষ, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ সকল ধারণ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি ইহাতে কি কিছু দোষ আছে? এই সমুদায় যে কপটতা অথবা কুসংস্কার সম্ভূত আপনি সেরূপ কিছুই বলিতেছেন না; যদি এই সমুদায় সরল বিশ্বাস হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি এই সমুদায়েতে কি দোষ আছে? ধর্ম্ম বিষয়ে কল্পনা দ্বিবিধ; একটী অজ্ঞানতামূলক; অদৃশ্য আত্মারূপী ঈশ্বরকে ভৌতিক আকারে চিত্রিত করা তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল। এই জাতীয় কল্পনা বাস্তবিকই দূষনীয়: কিন্তু আপনার নিন্দার পাত্রেরা এই জাতীয় কল্পনা দোষে দোষী আপনি এরূপ কিছুই বলিতেছেন না। দ্বিতীয় প্রকারের কল্পনা প্রকৃত বিশ্বাস মূলক; আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপকরণ লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আত্মার পক্ষে যতদূর সম্ভব ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, প্রেম পবিত্রতার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করা এই জাতীয় কল্পনার কার্য্য। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিশ্বাস বলে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও প্রেমময়; জীবনের অভিজ্ঞতা বলে প্রেমিক প্রেমাস্পদের নিকটে থাকিলে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকে; আমাদের আলোচ্য

কল্পনা বলে "যদি তাহাই হয় তবে হে মানব তোমার প্রেমময় সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর এই মুহূর্ত্তে তোমার মুখপানে সস্নেহ নয়নে চাহিয়া আছেন" ভাবিবামাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় প্রেমোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হয়। জিজ্ঞাসা করি এরূপ কল্পনা ও তাহার ফল যে ভাবোচ্ছ্বাস তাহা কিসে দূষনীয়? এরূপ কল্পনা দূষনীয় হওয়া দূরে থাক্, এই কল্পনা শক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে ধর্ম্মোন্নতি আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত, এবং সাধারণভাবে বলা যায়, যদি অন্য দিকে কোন গোলযোগ না থাকে তবে এই কল্পনা শক্তি যাঁর মধ্যে যতদূর প্রবল তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি তত উজ্জ্বল ও সরল, এবং (তিনি যদি ধর্ম্মোপদেষ্টা হন) তাঁহার হৃদয়মন্থন-কারিণী ও উন্মত্তকারিণী শক্তি ততদূর প্রবল, ওয়েসলী হোইটফিল্ড, স্পার্জ্জীয়ণ, মুডী; কাদার নিউমান প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। অতঃপর ইহার ফল যে ভাবোচ্ছ্বাস—হর্ষ, অশ্রু পুলক ইত্যাদি এই সমুদায়ই বা কিসে নিন্দনীয় বুঝিতে পারিতেছি না। কোন কোন স্থলে এই ভাবাবেশ "পাপের প্রতি ঘৃণাকে প্রবল করেনা, পুণ্যের ক্ষুধাকে অন্তরে জাগ্রত করেনা, জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করেনা" (এই সমুদায় না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিনা) তবে ইহাই বলিব এই সমুদায় যে বিশ্বাস সরোবরের তরঙ্গ সে বিশ্বাস সরোবরের গভীরতা অতি অল্প, উহাকে আরো গভীর করিতে হইবে, ইহাই বলিব. ভাবাবেশ হীন-শক্তি বলিয়া ইহার নিন্দা করিব না ভাবুককে ইহার উপর বীতশ্রদ্ধ করিব না, তাঁহাকে ইহা হইতে নিরস্ত করিব না, বরং ইহার মূল গভীর এবং ইহার প্রবলতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব। ইহার শক্তিহীনতা নিন্দার বিষয় নহে, কৃপার বিষয়। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন এই ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে তৃপ্ত হইয়া থাকা উচিত নহে; কিন্তু বোধ হয় আপনিও স্বীকার করিবেন যে ইহাতে যেমন পরিতৃপ্ত হইয়া থাকা উচিত নহে তেমনি অপর দিকে ইহাকে পরিত্যাগ করাও উচিত নহে। ইহাকে পরিত্যাগ করা দূরে থাক্ ইহাকে যত্নের সহিত পোষণ করিতে হইবে, কেন না এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব-কণিকা সম্মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়াই অবশেষে গভীর চিরস্থায়ী প্রেম ও আনন্দে পরিণত হয়।

"আনন্দের" উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দ্বিতীয় মন্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সুখান্বেষী স্বার্থপর সাধকদিগের আপনি যে নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থই সে নিন্দার পাত্র; কিন্তু তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে গিয়া আপনি এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহা আমার নিকট আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইল। ঈশ্বরের সম্মুখীন হইলে পাপ কলঙ্কিত হৃদয়ে যে দারুণ অনুতাপের উদয় হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপনি এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ঈশ্বর সহবাস সকল সময়েই কিছু সুখকর নহে। বাস্তবিক তাহাই কি? আপনার ভাব বেশ বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু কথাটী ঠিকভাবে বলা হয় নাই; ঈশ্বর সহবাস কখনো দুঃখকর হইতে পারে ইহা কল্পনাতীত, বিশ্বাসাতীত। ঈশ্বর সম্মুখীন হইলে পাপীর হৃদয়ে যে কষ্টের উদয় হয় সে কষ্টের আকর, সে কষ্টের কারণ কি ঈশ্বর-সহবাস? ইহাকে বলিবে? সেই কষ্টের কারণ পাপই। নির্ম্মল পাপমুক্ত হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইলে সেই কষ্ট অসম্ভব; সুতরাং এই দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণ হইতেছে না যে ঈশ্বর-সহবাস সকল সময়ে সুখকর নহে। তৎপর আরো দ্রষ্টব্য যে কঠোরতম অনুতাপেও অন্ততঃ এমন একটী অপার্থিব শান্তির ভাব নিগূঢ়ভাবে লুক্কায়িত থাকে যে, যে হৃদয়ে অকৃত্রিম অনুতাপ উপস্থিত হয় সে হৃদয়ে পাপের উচ্চতম সুখের অধিকারী থাকা অপেক্ষা বরং ঈশ্বর সহবাস জনিত প্রবল অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হওয়াকে শ্রেয় মনে করে, উক্ত অপার্থিব শান্তিকণিকার নিগূঢ় আকর্ষণই ইহার কারণ। এই শান্তিকণিকা সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বর-সহবাসে সম্ভব, ইহাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পাপীর হৃদয়কে মুগ্ধ করে এবং তাহাকে পাপপথ হইতে বিরত করে। এইরূপ যে দিক দিয়াই দেখা যায় সকল দিকেই ইহা নিশ্চিতরূপে দৃষ্ট হইবে যে আনন্দময় ঈশ্বরের সহবাস কখনই দুঃখকর হইতে পারেনা, এই অবস্থাতে যদি কখনও দুঃখ হয়, কি সুখের অভাব হয় ইহা নিশ্চয় যে সেই দুঃখ অশান্তি ও নিরানন্দের কারণ আমাদের নিজের পাপ, দুর্ব্বলতা বা অপ্রেম। প্রেমময় চির সুন্দর ঈশ্বরের সহবাস কখনো সুখ শূন্য হইতে পারে, ইহা কল্পনাতীত। সুখ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাওয়া ঘৃণনীয় ইহা যথার্থই, কিন্তু দেখিতে হইবে যেন এই কথাতে আধ্যাত্মিক শুষ্কতা নির্জ্জীবতা আলস্যের প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। সুখের লোভে ঈশ্বরের নিকট যাইতে নাই, নিঃস্বার্থ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হইবে, ইহা ঠিক; কিন্তু ইহাও যেন ঠিক জানি যে যদি ঈশ্বরোপাসনা করিয়া বিষণ্ণ, অশান্ত, নিরানন্দ হৃদয়ে ফিরিয়া আসি তবে নিশ্চয়ই আমরা প্রেমময় চিরসুন্দর ঈশ্বরের দর্শন পাই নাই। নিজের মন কল্পিত কোন নির্জ্জীব জড় দেবতার উপাসনা করিয়াছি এই উপাসনা উপাসনা নামের উপযুক্ত নহে ইহাতেই কখনই পরিতৃপ্ত থাকা উচিতনহে। আনন্দ ময়ের উপাসনা কখনই শুষ্ক হইতে পারে না, তাঁহার প্রকৃত উপাসনা সর্ব্বদাই শান্তিপ্রদ, আনন্দ প্রদ।

কলিকাতা
২৭এ কার্ত্তিক ১২৯০

অনুগত
শ্রীসীতানাথ দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

বৎসর শেষ হইয়া আসিল, যাঁহাদের নিকট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা, প্রচার বিভাগের দাতব্য হিসাবে যাহা প্রাপ্য আছে শীঘ্র পরিশোধ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক সাঃ ব্রাহ্মসমাজ।

৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ৪ ঠা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৮০৫শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ।৵০

প্রার্থনা।

দীনবন্ধু! তোমার নামের দুর্জ্জয় শক্তি। অনেক পাপীর জীবনে তুমি এই শক্তির পরিচয় দিয়াছ। যে ব্যক্তি পাপের পথে গমন করিতেছিল, তাহার চিত্ত যে তোমার দিকে ফিরিল ইহা কি সামান্য শক্তির কার্য্য? তুমি তাহার মুখ ফিরাইয়া দিলে, তুমি তার পাপের প্রতি অরুচি এবং পুণ্যের প্রতি রুচি জন্মিয়া দিলে। সংসারের লোকে অবাক হইয়া দেখিল যে পাপী নবজীবন পাইল। গভীর অনুতাপে তাহার হৃদয় মন দগ্ধ হইয়া গেল, তাহার কঠিন হৃদয় বিগলিত হইয়া কোমল হইল; তাহার পাপপ্রবৃত্তি সকল অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তোমার নামের এই সকল শক্তি তুমি প্রকাশ করিয়াছ। আমাদের অনেকেরই ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে তোমার এই পরিত্রাণপ্রদ শক্তির পরিচয় আমরা উজ্জ্বলরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার সেই শক্তি কি এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? তবে কেন আমরা সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থাতে পতিত হই যে আর কিছুতেই যেন আমাদের চিত্তের অসাড়তা দূর করিতে পারে না, কোন উপায়েই যেন আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারে না। হাজার কথা বলি, হাজার কথা শুনি চিত্ত যেন জাগ্রত হয় না, সত্যের যে এমন শক্তি সে যেন আর আমাদের উপর কার্য্য করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থাতে পতিত হইয়া আমাদের নিরাশার বৃদ্ধি হয়, বিশ্বাস নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, সাহস হ্রাস হইয়া যায়, এবং আমরা জড়ভাবাপন্ন ও নিস্তেজ হইয়া সংসারে মুহ্যমান হইয়া পড়ি। তখন দেখিতে পাই যেন তোমার শক্তি পাপীর হৃদয়ে আসিয়া কোন গূঢ় কারণে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, যেন তাহা হৃদয়কে ধরিতে পারিতেছে না। জগদীশ্বর! এঅবস্থা তোমার ধর্ম্মজগতে মৃত্যুর অবস্থা। প্রভো! এই কৃপা কর যেন আত্মা এরূপ অবস্থাতে পতিত না হয়; তোমার নামের শক্তি যেন চিরদিন আমাদের হৃদয়ে কার্য্য করিতে পারে।

একজন সাধু বলিয়াছেন অগ্নি এবং তৃণ এ উভয়ে দাহ্য দাহক সম্বন্ধ। তৃণে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহাকে দাহ করিবে। কিন্তু সেই তৃণ যদি আর্দ্র হয়, যদি জলে সিক্ত থাকে, তাহা হইলে এমন যে সর্ব্বভুক অগ্নি তাহারও শক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়। সহস্র অগ্নির সংস্পর্শ হইলেও আর সে তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে না। সেইরূপ মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরেরও দাহ্য দাহক সম্বন্ধ অর্থাৎ মানবাত্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে সেই পবিত্রতার শক্তি সহজে তাহাতে কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু সেই হৃদয় যদি সংসারাসক্তির জলে আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মশক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার সহিত সহস্র সংস্পর্শ হইলেও তাহার আর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে না।

জড় জগতের মধ্যে উদ্ভিদ এবং প্রাণি-জগতের মধ্যে পক্ষী ইহাদের কেমন চিরনূতন এবং চিরসতেজ ভাব! প্রতিদিন প্রাতে যেন ইহাদিগকে নবজীবনে পূর্ণ বোধ হয়। ইহার কারণ কি? বৃক্ষকে জগদীশ্বর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে স্বর্গের পবিত্র শিশিরে স্নান করাইয়া থাকেন। দিবাভাগে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে তাহার যে অবসন্নতা হয়, নৈশ শিশিরে স্নান করিয়া ও নৈশ সুধা পান করিয়া তাহার সে অবসন্নভাব দূর হইয়া যায়। পক্ষীও এইরূপ কারণে চিরসুখী। জগতের জীবগণের মধ্যে সে ধন্য কারণ সে আকাশের প্রমুক্ত বায়ু সেবন করিতে পারে। যখনই কোলাহলপূর্ণ এই জগতের দূষিত বাষ্প ও অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে তাহার দেহের অবসন্নতা উপস্থিত হয়, তখনি সে উড়িয়া মুক্ত ও পবিত্র বায়ু সম্ভোগ করিয়া আসে। সেইরূপ জানিবে যে আত্মা সংসারে অবসন্ন হইলেই সেই প্রেমময়ের প্রেম জলে স্নান করিতে পায় এবং তাঁহার প্রকাশের পবিত্র বায়ু সম্ভোগ করিয়া থাকে—তাহার আত্মাও চিরজীবিত ও চিরনূতন। তাহার সতেজ ভাব কখনও যায় না। এই কারণে জগতে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক লোক সর্ব্বদাই সতেজ। তাঁহাদের যৌবন কাল যেন অস্তমিত হয় না; তাঁহাদের মস্তকের কেশ শুক্ল হয়, অঙ্গের মাংস বলিত হয়, তথাপি তাঁহাদের চিত্তে বালকের সদানন্দ ও উৎসাহপূর্ণ ভাব দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধাবস্থা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানেন না। ইহাঁরা প্রেমে জীবিত।

পণ্ডিতেরা বহু দর্শনের পর স্থির করিয়াছেন যে চন্দ্র সম্পূর্ণ মৃত, অর্থাৎ তাহাতে জীবনের আর কোন প্রকার চিহ্নই নাই। সেখানে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ নাই, কিছুমাত্র জল নাই, সেখানকার মৃত্তিকাতে রস নাই, সেখানে কখনও ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত হইতে পারে না, সেখানে বায়ুর গতিবিধি নাই। এমন কি সেখানে যদি একটী পাহাড়ও পড়িয়া যায় তাহার শব্দ হয় না, এবং সে শব্দ শুনিবারও কেহ নাই। ইহার সঙ্গে তুলনায় আমাদের পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা! এখানে আভ্যন্তরিক তাপের প্রভাবে ধরণী ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে; অগ্ন্যুদ্গম হইয়া দ্রব ধাতু সকল গ্রাম জনপদ প্রভৃতিকে প্লাবিত করিতেছে; তরু গুল্ম ভূচর খেচরে পৃথিবীর মুখকে প্রাণপূর্ণ করিতেছে; সাগর জলে অগণ্য জীব বিহার করিতেছে; বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত থাকিয়া জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝা ও ঝটিকা উৎপাদন করিয়া জীব সকলকে কম্পিত করিতেছে। আমাদের ধরণী জীবিত। কিন্তু সে বস্তু কি যাহার অভাবে চন্দ্র মৃত এবং যাহার সদ্ভাবে পৃথিবী জীবিত। চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে, যে উত্তাপই পৃথিবীর প্রাণ এবং সম্পূর্ণরূপে উত্তাপের অভাব হইয়াছে বলিয়াই চন্দ্র মৃত। চন্দ্রও এক সময়ে জীবিত ছিল, এখন আর তাহাতে উত্তাপ নাই, সুতরাং তাহার কোন প্রকার জীবনের চিহ্নও নাই। উত্তাপ যেমন জড়ের প্রাণ, আকাঙ্ক্ষা সেইরূপ আত্মার প্রাণ। যে আত্মাতে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত আছে সেই আত্মা জীবিত; আর যাহা হইতে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা মৃত। ধর্ম্মজগতে চন্দ্রের ন্যায় অনেক মৃত আত্মা পড়িয়া আছে।

সূক্ষ্ম-দর্শন।

আমাদের এই স্থূল বুদ্ধি দ্বারা আমরা সেই পবিত্র সত্তা প্রতীতি করিতে পারি না। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন তিনি নিভৃত-পুরে হৃদয় কন্দরের কন্দরে, ও সৃষ্টির অন্তস্তলে নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিতে হয়। আমরা যখন সূচিকাদ্বারা কোন পদার্থকে ভেদ করি, তখন দেখিতে পাই যে সেই সূচিকা যদি স্থূল হয়, যদি তাহা শাণিত না হয়, তবে সে সূচিকা দ্বারা দশটী পদার্থকে একত্র বিদ্ধ করা দুষ্কর। সূচিকা যে পরিমাণে শাণিত ও সূক্ষ্মাগ্র হয় সেই পরিমাণে তাহা বেধকার্য্যে সমর্থ হয়, ইহা দেখিয়াই পণ্ডিতেরা সেই বুদ্ধিকে সূচ্যগ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যে বুদ্ধি দ্বারা মানব আত্মার মধ্যে ও সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পরমতত্ত্বকে আবিষ্কার করিতে পারে।

আমাদের বুদ্ধি যতক্ষণ চঞ্চল ও স্থূলভাবে বহির্বিষয়েতেই বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার দৃষ্টি বহির্বিষয়েতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং বাহিরের উত্তেজনা ও বাহিরের হর্ষ শোকের অধীন হইয়া সংসার স্রোতের উপরের তরঙ্গেই ভাসিতে থাকে। অন্তরে প্রবেশ করে না সুতরাং অন্তরের বিষয় সকল জানিতে পারে না। কিন্তু নির্জ্জনে বসিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনা যাঁহারা কখনও করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন, যে জগতের কোলাহল ও বিষয় ব্যাপারের জঞ্জাল যখন চিত্তের সম্মুখ হইতে অপসৃত হয়, সংসারের চিন্তা সকল যখন একে একে মন হইতে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, চিন্তা যখন রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া গ্রহনক্ষত্রে গ্রহনক্ষত্র ভেদ করিয়া তাহার পরপারে অগ্রসর হইতে থাকে, মন যখন সৃষ্টির এই গভীরতার মধ্যে গাঢ় প্রবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধতার পর নির্জ্জনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইতে থাকে, সেই নিস্তব্ধ, নির্জ্জন ও প্রশান্ত সময়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। ডুবরিগণ গভীর সাগর গর্ভে অবতরণ করিয়া যেমন রত্ন আহরণ করে, জগতের কোলাহল যেমন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না, সাগর বক্ষের তরঙ্গ সকলের আঘাত আর যেমন তাহাদিগকে আন্দোলিত করে না, সেইরূপ আত্মাও সেই অবস্থায় আপনার মধ্যে আপনি নিমগ্ন হইয়া সকল তত্ত্বের পরমতত্ত্ব স্বরূপ সেই অনন্ত ও উজ্জ্বল সত্তাকে প্রতীতি করে। আত্মা স্থূলদর্শনের দ্বারা যখন কেবল বাহিরের বিষয়ই দেখিতেছিল, তখন প্রশ্ন করিতেছিল "ঈশ্বর কোথায়!" এখন যেন তাহার অন্তরে আর এক প্রশ্নের উদয় হইল;—"জগত কোথায়?" বাস্তবিক এই ধ্যানও অধ্যাত্ম যোগের অবস্থাতে ব্রহ্মসত্তা এমন উজ্জ্বলরূপে অনুভূত হয় ও সেই সত্তাকে এমন সার ও ব্যাপক বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, যে তখন এই জগত সেই সত্তা সাগরের বুদ্বুদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে।

এইরূপেই বোধ হয় এদেশে অদ্বৈতবাদ মতের প্রচার হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই যে সূক্ষ্ম দর্শনের অবস্থা, এ অবস্থাতেও আত্মা আপনার আশ্রয়াশ্রিত ভাব অনুভব করে; আপনার সত্তাকে সেই অপূর্ব্ব অনন্ত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়।

যাহা হউক এই পরম সত্তা একবার জ্ঞানচক্ষে উজ্জ্বল রূপে দেখিলে মানবের বিশ্বাস স্থির হইয়া যায়। এই অবস্থাকে প্রাচীনকালের ঋষিগণ "প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" প্রতিষ্ঠা লাভ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই যে প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের অবস্থা ইহাকে "প্রতিষ্ঠা বল।" যায়। এরূপ ব্যক্তি বোধ হয় আর কখনও সংসার ভ্রান্তিতে পতিত হন না অর্থাৎ তিনি বোধ হয় আর কখনও ঈশ্বরকে ছায়া ও কল্পনা বিবেচনা করিতে পারেন না। সুতরাং সেরূপ ব্যক্তি আর কখনও ঈশ্বর চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে পারেন না। কেবল তাহা নহে ঋষিরা বলেন, "অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" সে ব্যক্তি অভয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেরূপ ব্যক্তি আপনাকে সেই পরম সত্তার আশ্রিত ও তাঁহার মঙ্গলভাবের দ্বারা রক্ষিত জানিয়া এক অপূর্ব্ব নির্ভর ও আনন্দের ভাব প্রাপ্ত হন; যাহা সাধুদিগের জীবনে এক আশ্চর্য্য আকর্ষণের পদার্থরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে অভয় ও নিঃশঙ্কভাব ইহা বিশ্বাসের একটী সুমধুর ফল। এরূপ আত্মা সত্যের দুর্ভেদ্য কবচ পরিধান করিয়া প্রলোভন

পূর্ণ জগতে পরিভ্রমণ করেন, পাপ প্রলোভন অথবা সামাজিক নির্যাতন তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না।

এই সূক্ষ্মদর্শনের শক্তি লাভ করিবার জন্য নির্জ্জনবাস ও গভীর আত্মচিন্তা একান্ত প্রয়োজনীয়। জনসমাজে ও লোকালয়ে আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে, সেখানে দুঃখীর দুঃখহরণ ও জগতের সুখবর্দ্ধনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা পাইতে হইবে; অনুগত বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় পরম প্রভুর সেবাতে কায়মন নিয়োগ করিতে হইবে; কিন্তু যে বলে আমরা কার্য্য করিব, যে আলোকে আমরা পথ দেখিব, যে সুখের গুণে সকল দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিব, সেই বল, সেই জ্যোতি ও সেই আনন্দ আমাদিগকে সূক্ষ্মদর্শনের ব্রহ্মের সহবাস হইতে লাভ করিতে হইবে। আমরা নির্জ্জনে যাহা উপার্জ্জন করিব সজনে তাহা দশজনকে বন্টন করিয়া দিব। যাঁহাদের কার্য্যে যত ব্যস্ততা তাঁহাদের সময়ে সময়ে নির্জ্জনবাসের তেমনি প্রয়োজন। তাঁহারা যদি দিবসের সকল ঘণ্টা ও বৎসরের সকল দিন কার্য্যকোলাহলের মধ্যে যাপন করেন, যদি তাঁহাদের গভীররূপে আত্মানুশীলনের সময় না থাকে, যদি তাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের চিত্ত বহির্মুখীন হইয়া যায়, তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শনের শক্তি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়; তাঁহাদের মন স্থূল স্থূল বিষয় ও স্থূল স্থূল ভাব লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা তামসিক জনসমূহের ন্যায় জনসাধারণের সাময়িক ভাব ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হন, ইতর জনের ন্যায় শোকমোহে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকেন এবং আর কোন বিষয়েরই সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিতে পারেন না। এই কারণে আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই নির্জ্জনবাস ও আত্মচিন্তার জন্য কিছু কিছু সময় রাখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপ্রচারকদিগেরও বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস নির্জ্জনবাসে যাপন করিবার নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নির্জ্জনে সত্যের আলোচনা করিবেন, বিশ্বাসকে উন্নত করিবেন, সজনে জগদ্বাসিদিগকে তাহার সুফল ভোগ করিতে দিবেন।

দীক্ষা কালে প্রদত্ত উপদেশ।

যে যুবক অদ্য সত্যস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সমক্ষে ও আপনাদের সকলের সমক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকলে বিশ্বাস স্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসক পরিবারে প্রবিষ্ট হইলেন, ইনি আমার অনুরোধে ইহাঁর জীবনের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া আমার হস্তে দিয়াছেন। ঐ বিবরণের কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয় আমি আপনাদের গোচর করিতেছি। বিষয়গুলির মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই; এরূপ অবস্থা আমাদের অনেকেরই জীবনে ঘটিয়াছে কিন্তু তথাপি এগুলির আলোচনাতে আমাদের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ইহাঁর জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া আমি জানিলাম যে ইহাঁর জননী অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণা। ইহাঁর জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে এবং জন্মের পর কয়েক বৎসরকাল কোন বিশেষ কারণে সেই ভক্তি নিতান্ত প্রবলা হইয়া উঠে। ইনি যখন নিতান্ত শিশু তখন হইতে মাতা ইহাঁর অন্তরে হরিভক্তি দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পান এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ইনি সেই সুকোমল শৈশবকালে জননীর উপদেশ ও দৃষ্টান্তে হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এমন কি যখন পীড়া হইত তখন শরীর হরিনামাঙ্কিত করিয়া মাতা এবং সন্তান উভয়ে আরোগ্য-লাভের প্রত্যাশায় নিশ্চিন্তমনে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন সেই বাল্যকালে ইনি হরিভক্তদিগের নিয়মের অনুকরণ করিয়া মৎস্য মাংস আহার বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গেল, ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে আর একটী পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞানোন্নতি সহকারে যতই চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতে লাগিল, ততই মাতার প্রদর্শিত পথের প্রতি যে অবিচলিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল, তাহার হ্রাস হইল। সে প্রগাঢ় বিশ্বাসের ভাব হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু একদিকে যেমন বিশ্বাসের ভাব শিথিল হইল, অপর দিকে তৎস্থানে আর কোন ভাব হৃদয়কে অধিকার করিল না; মন প্রাণ শূন্য থাকিয়া গেল। কিন্তু ইনি প্রথম প্রথম সে শূন্যতা অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন আমোদপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। যে পৌত্তলিকতাতে অন্তরে বিশ্বাস করিতেন না, তখন আমোদের লোভে তাহার উৎসাহদাতা হইলেন এবং মুখে পৌত্তলিকতার ও জাতিভেদ প্রভৃতি চিরপ্রচলিত রীতি নীতির পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন সমপাঠী ব্রাহ্মযুবকের সহিত ইহাঁর পরিচয় হয়। ঐ যুবকের অনুরোধে যদিও তখন কয়েকবার ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন, কিন্তু সে যাওয়া কেবল উপহাস ও বিদ্রূপ করিবার জন্যই যাওয়া। তখনও ইনি ঐ ব্রাহ্মযুবকের সহিত প্রাচীন রীতিনীতির সমর্থন করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেন। কিন্তু এইরূপ তর্ক এবং বিচার করিতে গিয়া নিজে একটী গুরুতর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। যতদিন ধর্ম্মবিষয়ে চিন্তা করেন নাই, যতদিন সত্যাসত্য বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই, ততদিন একপ্রকার নিশ্চিন্তভাবে সাধারণের মত প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। চিন্তাবিহীনভাবে পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে আনন্দ এবং উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন ধর্ম্মচিন্তাতে মন নিযুক্ত হইল তখন নিজের অন্তরের শূন্যতা ধরা পড়িল। প্রাণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন প্রাণ খালি হইয়া রহিয়াছে। দেখিলেন আর পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। সে সমুদায় শূন্যগর্ভ ও প্রাণবিহীন ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপ চঞ্চল অবস্থাতে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে ইহাঁর একবার খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে মনের বিশেষ

গতি হয়। এক দিন হঠাৎ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের একটী ভজনালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের উপাসনা সংগীত প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ইহাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হইল। মনে করিলেন নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবেই পূজা করা কর্ত্তব্য। এই ভাব ইহাঁর মনে এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইবেন এরূপ সংকল্পও করিলেন। কিন্তু সেই সংকল্প সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই ইহাঁর দৃষ্টি আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। ইনি যখন কুমিল্লা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন সেখানে একজন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক গমন করেন। তাঁহার প্রচার কার্য্য-নিবন্ধন যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবের আবির্ভাব হয়, ইনিও সেই যুবকদলের একজন ছিলেন সুতরাং ইনিও সেই নবভাব লাভ করিলেন। ইহাঁরা কয়েকজন যুবক মিলিয়া একটী শাখাসমাজ স্থাপন করিলেন, তাহাতে ইহাঁরা একত্র হইয়া উপাসনাদি করিতেন। এই সময় হইতে ইহাঁর অনুরাগ বাড়িতে বাড়িতে ইনি আজ সেই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, যে দ্বার দিয়া অদ্য ইনি ঈশ্বরের উপাসক পরিবারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন।

ইনি যে ব্রাহ্মধর্ম্মে অদ্য দীক্ষিত হইতেছেন তাহা নহে। যে দিন ইনি সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের সহিত নিজের সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন, যে দিন ইহাঁর অন্তরে পৌত্তলিকতার অসারতা এবং চৈতন্য স্বরূপ শুদ্ধ বুদ্ধ পরমেশ্বরের উপাসনার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল, যে দিন ইনি পাপকে ঘৃণা করিয়া পবিত্রস্বরূপের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই দিন ঈশ্বর স্বয়ং ইহাঁকে দীক্ষিত করিয়াছেন। তদবধি তিনিই ইহাঁর হস্তধারণ করিয়া এক এক পা করিয়া অগ্রসর করিয়া আজ তাঁহার উপাসক পরিবারের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাঁর জীবনের যে স্থূল স্থূল বিষয়গুলি উল্লেখ করিলাম তাহা হইতে আমরা কিছু কিছু উপদেশ পাইতে পারি। আমরা ইহাঁর জীবনে দেখিতেছি যে যতদিন না সত্যস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরকে ইনি জানিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন ইহাঁর প্রাণের শূন্যতা ঘোচে নাই। বাস্তবিক প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই প্রাণকে পূর্ণ করিতে পারে না ; এবং সত্যস্বরূপ জীবন্ত পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত বিশুদ্ধ প্রেমের যোগ স্থাপিত হইতে পারে না। ক্ষুদ্র পরিমিত পদার্থের পূজা করিয়া কখনই প্রাণের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর হইতে পারে না। যে অর্চ্চনা প্রেমের অর্চ্চনা নয় তাহাতে প্রাণ কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।—এই মহা সত্যটী যেন সর্ব্বদাই আমাদের মনে থাকে।

হে ভাই! তুমি যে আজ ঈশ্বরের উপাসক পরিবারে প্রবিষ্ট হইবার জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়াছ, তোমাকে গুটিকত কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। প্রথমতঃ তুমি আজি যে কার্য্য করিতেছ তাহার গুরুত্ব বিশেষরূপে অনুভব কর। তুমি যে আজ ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া নিজ পরিচয় দিলে ইহার অর্থ একবার হৃদয়ঙ্গম কর। এ পথ যে বড় সুখের পথ তাহা বিবেচনা করিও না। এ পথে অনেক বিঘ্ন অনেক ক্লেশ। যাঁহারা তোমার অগ্রে গমন করিয়াছেন তাঁহাদের পদচিহ্ন আজ দর্শন কর। এ পথে অশ্রুপাতের চিহ্ন দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে, এ পথে অনেক রক্তপাত হইয়াছে সেই রক্তধারার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। আজ মনে ভাব তুমি এক ঘোর রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিতেছ। যাহারা দেশের বহু শতাব্দীর কুসংস্কার, দুর্নীতি ও সামাজিক কুনীতির উন্মূলনের জন্য সমর-ঘোষণা করিয়াছে, তুমি সেই সেনাদলের একজন সৈনিক বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতেছ ; তুমি একটী নিশান লইয়া তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতেছ। লোকের প্রতিকূলতা, গ্লানি, নির্যাতন এ সমুদায় সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও, এবং যে সকল মহাসত্য প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ নিরন্তর পরিশ্রম করিতেছেন, তদ্দ্বারা হৃদয় মনকে সবল করিবার চেষ্টা কর। ভাবিয়া দেখ ব্রাহ্মসমাজ এদেশে কতগুলি নূতন কথা প্রচার করিতেছেন। প্রথমতঃ আমরা এদেশে চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি নিরাকার পদার্থকে প্রীতি বা ভক্তি করা যায় না, আকার বিশিষ্ট দেবতা না হইলে ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করা যায় না। ব্রাহ্মসমাজ এই কথার অসত্যতা প্রমাণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছেন সেই অখণ্ড পবিত্রতা ও প্রেমের আধার ভিন্ন প্রকৃত ভক্তি অন্য বস্তুতে সম্ভবে না। একথা বলিলে দেশের লোকে যে বিরোধী হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। দ্বিতীয়তঃ এদেশে চিরদিন শুনিতেছি যে সংসার এবং ধর্ম্ম উভয়কে যুগপৎ সেবা করা যায় না। সংসারকে বর্জ্জন না করিলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ইহার বিপরীত কথা প্রচার করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছেন যে সংসারই ধর্ম্মসাধনের প্রকৃষ্ট স্থান—ইহাই প্রভুর সেবার ক্ষেত্র, এখানে থাকিয়াই ধর্ম্মকে সেবা করিব। ইহা অতি কঠিন কথা। আমি জানি অনেকে এই কথাকে তাঁহাদের সংসারাসক্তিকে ঢাকা দিবার উপায় স্বরূপ করিয়াছেন। সংসারে থাকিয়া উভয়কে সেবা করা দুরূহ, কিন্তু তাহা হইলেও এমত অতি সত্য মত। তৃতীয়তঃ এদেশে চিরদিন শুনিতেছি যে মানুষ মানুষের ভাই নহে ; শূদ্র ব্রাহ্মণের ভাই নহে। জাতিভেদ চিরদিন এদেশে মানবের ভ্রাতৃভাব বিরুদ্ধ কথা প্রচার করিয়া আসিতেছে। এই জাতিভেদ দূষিত দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিতেছেন যে "মানুষ মানুষের ভাই"। এ জন্যও ব্রাহ্মসমাজ লোকের চক্ষে নিন্দিত। চতুর্থতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনতার ধর্ম্ম। মানসিক ও আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত করা ইহার লক্ষ্য। গুরুর দাসত্ব, শাস্ত্রের দাসত্ব, বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের দাসত্ব, সকল প্রকার দাসত্ব হইতে মানবাত্মাকে মুক্ত করিয়া সত্যস্বরূপের নিকট স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। তুমি আজ এই মহৎ লক্ষ্যগুলি ভাল করিয়া মনে ধারণ কর। এই সকল মহাসত্যের জন্য তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে আজ এই প্রতিজ্ঞা সকলকে জানাইতেছ।

কিন্তু এ রাজ্যে যে যে বিপদ আছে আজ তোমাকে

বলিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। তোমার অগ্রে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের অনেককে যে যে বিপদে পড়িতে দেখিয়াছি তাহা তোমাকে মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ করি। আমার প্রথম অনুরোধ, ভাই তুমি আজ কি ভাবে এই উপাসক পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিতেছ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। আজ কে তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে আকর্ষণ করিতেছেন? তুমি কি মানবের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়াছ? একথা যদি বল, তবে জানিলাম তুমি ভ্রান্ত তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এখনও ফুটে নাই। আজ তুমি দিব্য চক্ষে দর্শন কর স্বয়ং ঈশ্বর তোমার হাত ধরিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকগণ! তোমরাও বিশ্বাসচক্ষে দর্শন কর এই নবাগত ভ্রাতাকে তোমাদের পিতা ও প্রভু ঈশ্বর আকর্ষণ করিতেছেন। যদি বল ইহা মানুষের কার্য্য; ইহা আমার বা আর কাহারও উপদেশের শক্তি। একথা মানি না, ইহা মিথ্যা কথা, ইহা ব্রহ্মশক্তি, ইহা পবিত্রতার শক্তি। হে বন্ধু! আজ তোমাকে আবার অনুরোধ করি তুমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর তিনি তোমাকে আকর্ষণ করিতেছেন কি না? তাহার উত্তর না পাইয়া তাঁহার পরিবারে প্রবেশ করিও না। আর এক পা বাড়াইও না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কেন তোমাকে আকর্ষণ করিতেছেন। যদি প্রভুর সেবার জন্য প্রভুর দাস দাসীদের নিকট আসিতেছ এই ভাবটী অন্তরে প্রবল থাকে, কাহারও নিকট কিছুরই প্রত্যাশা করিও না। আমাদিগকে স্বর্গের দেবতা ভাবিও না, পরম পবিত্র লোক মনে করিও না, সকলে যে তোমাকে আদর করিবে বা ভ্রাতৃভাব দেখাইবে এরূপ আশা করিও না। দিবার জন্য প্রস্তুত হও পাইবার আশা রাখিও না।

তৎপরে এ রাজ্যে যে যে বিপদ ঘটে তাহার দুই একটী দেখাইয়া দিতেছি। এরাজ্যের প্রথম বিপদ নিরাপদ ভাব। এরূপ অনেক ব্রাহ্ম দেখিয়াছি, তাঁহারা যখন লোকের নিকট অপরিচিত ছিলেন, একাকী নিজ জীবনের প্রলোভন ও পরীক্ষা সকলের সহিত সংগ্রাম করিতে ছিলেন, আপনাকে অনেকের অপেক্ষা হীন জানিয়া বিনয়ে সকলের নিকট নম্র ছিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তরে বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা, ব্যাকুলতার তীব্রতা, প্রার্থনার ঐকান্তিকতা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যখন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে পরিচিত হইলেন, যখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দশজনের একজন হইলেন, যখন সমাজ মধ্যে বড়দরের ব্রাহ্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, যখন সমাজ মধ্যে উন্নতপদে অধিরোহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের দুর্গতির দিন উপস্থিত হইল। তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতে লাগিলেন। মনে করিলেন;—"আর কি ব্রাহ্মধর্ম্ম একপ্রকার আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি; এক প্রকার বুঝিয়াছি। এখন আর উপদেশ আমাদের জন্য প্রয়োজন নয়, এখন অপর সকলকে উপদেশ দিবার সময়।" দেখ ভাই! সম্ভ্রমে এইরূপ অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তুমি এখনও অপরিচিত লোক আজ হইতে সকলের নিকট পরিচিত হইবে, দেখিও যেন দশজনের একজন হইয়া অনেক প্রবীণ ব্রাহ্মের ন্যায় দুর্গতি প্রাপ্ত হইও না। এরাজ্যের আর একটী বিপদ সাংসারিকতা। আমি অনেক ব্রাহ্মের কথা জানি, যৌবনকালে তাঁহাদের কত উৎসাহ ছিল, সকল ভাল বিষয়ে অনুরাগ ছিল, ধর্ম্মসাধনের প্রতি মতি ছিল, ঈশ্বরের জন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ক্রমে ঘোর সংসারাসক্তির বিষ তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা যে দুশ্চরিত্র বা অসৎ হইয়াছেন তাহা নহে। বাহিরে দেখিতে তাঁহাদের চরিত্র সৎ ও আচরণ ভদ্র। সৌজন্য, ভদ্রতা, সত্য কথা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরোপকার তাঁহাদের আছে। কিন্তু তাঁহাদের জীবন হইতে উপাসনার ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে; ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া গিয়াছে; তাঁহাদের চিত্ত এখন ভক্তি অপেক্ষা পৃথিবীর ধন মানকে অধিক প্রার্থনীয় মনে করিতেছে, এবং তাহারই অনুসরণ করিতেছে। তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সাবধান! সাবধান! এই বিষয়াসক্তি রোগে পড়িওনা। এই রোগ হইতে বাঁচিবার দুইটী ঔষধও বলিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের নিত্য উপাসনাকে জীবনের একটী প্রধান ব্রত বলিয়া ধরিয়া চলিও, ইহার প্রতি কখনও আলস্য বা ঔদাস্য বশতঃ অবহেলা করিওনা। এই দৈনিক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াই অনেক ব্রাহ্মের আত্মার মৃত্যু হইয়াছে। দৈনিক উপাসনা করিতে গিয়া অনেক সময় দেখিতে পাইবে যে অনেক দিন উপাসনাতে মন বসিতেছে না, আত্মাতে তৃপ্তি পাইতেছ না, তখন হয়ত মনে হইবে তবে আর এ নিয়ম রক্ষাতে ফল কি? নিত্য উপাসনার প্রয়োজন কি? এরূপ মনে করিয়া সে নিয়ম পরিত্যাগ করিও না। নিত্য অন্ততঃ দুইবার কিএকবার ঈশ্বরের নিকট দিবার চেষ্টা করিও তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হইবে। আধ্যাত্মিক জীবনরক্ষার এমন সদুপায় আর অন্বেষণ করিয়া পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া ও ইহার সকল প্রকার কার্য্যে সাহায্য করাকে জীবনের একটী সর্ব্ব প্রধান নিয়ম বলিয়া গণনা করিবে। হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার ঘরে বসিয়া ডাকিলে কি ঈশ্বর শুনেন না? অনেক ভ্রান্ত লোক এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। তুমি কখনও এরূপ ভ্রমে পড়িও না! সকল দিন এখানকার উপাসনা তোমার ভাল লাগিবে না; এখানকার উপাসনা অনেক দিন শুষ্ক ও নীরস বোধ হইবে। তখন হঠাৎ এ যোগ বিচ্ছিন্ন করিও না। যদি ইহাদের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন কর তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে যখন কোন সৎ উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে বা ভক্তির ভাব আসিবে, বা কোন সাধু সংকল্প জাগিবে তখন তুমি দূরে থাকিবে; সে অমূল্য পদার্থ সকল লাভ করিতে পারিবে না। তুমি যে এত দিন এখানকার উপাসনাতে যোগ দিয়াছ, সমরে কি এরূপ দেখ নাই যে যে দিন কিছু পাইবে এরূপ আশা করিয়া এস নাই, সেই দিন প্রাণের অঞ্জলি পুরিয়া মহামূল্য বস্তু লইয়া ঘরে গেলে? লোকগুলো শুকাইয়া কাষ্ঠের মত হইয়া রহিয়াছে, উপাসনা স্থানে যাইতে তাহাদের পদদ্বয় উঠিতে চায় না; এইরূপ ভাব লইয়া উৎসবক্ষেত্রে আসিল; হঠাৎ

স্বর্গের কোন দ্বার খুলিয়া ঈশ্বরের কৃপাবারি অবতীর্ণ হইল। খানা খন্দ পূরিয়া গেল। যদি এক দিনও এমন সুফল দেখিয়া থাক, তবে তাঁহার অনুরোধে পড়িয়া থাক, সর্ব্বদা মনে ভাব কি জানি কখন প্রভুর কৃপা অবতীর্ণ হয়। আমি পাপী আমি নদীর পাড়ে বসিয়া থাকি।

এ রাজ্যের আর একটী বিপদ নিরাশা। এ ভয়ানক বিপদ। ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যত অগ্রসর হইবে ততই সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা আসিবে, যখন নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজে অভিভূত হইয়া পড়িবে। দেখিতে পাইবে শত সহস্র প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া যাইবে. দেখিবে যে দুষ্প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া মধ্যে মধ্যে তোমার চিত্তের শান্তিকে নষ্ট করিতেছে। তখন নিরাশাতে পড়িয়া হয় ত মনে মনে বলিবে— ঈশ্বর কি আমার প্রার্থনা শুনিতেছেন?" যতই গুরুতর কর্ত্তব্যভার মস্তকে লইবে ততই এই নিরাশা আরও ঘনীভূত হইবে, ততই আপনাকে আপনি চিনিবে, নিজের দুর্ব্বলতা দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে। সেই সময় মনকে সাহসী রাখা বড় কঠিন। অনেকের মন এরূপ অবস্থায় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। সেই দিনে অন্ধকার দিনের কথা স্মরণ করিবে। মনে মনে প্রশ্ন করিবে সেই দিন যে ঈশ্বর আমার হস্তে ধরিয়া তাঁহার রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি কি মিথ্যাবাদী? তিনি যে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেবাতেই আমার ইহ পরকালের সদ্গতি, সে কি মিথ্যা কথা? সেই দিন ভাই! "ঈশ্বর সত্যবাদী তাঁহার কৃপার জয় হবেই হবে, পবিত্রতার জয় হবেই হবে।" এই সকল মন্ত্র জপিয়া প্রাণে বল সঞ্চয় করিও। আমার এই অনুরোধ, এই পরামর্শ, এই উপদেশ। এস তবে এস, হে ঈশ্বরের নবাগত সন্তান, এস তোমার জন্য পরিবার ও কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত, তুমি অবাধে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হও।

ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! তোমরা কি দেখিতেছ? তোমরা কি আনন্দিত হইতেছ না? যে দিন একটী শিশু আমাদের জগতে জন্মগ্রহণ করে সে দিন কুলনারীগণ শঙ্খধ্বনি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেইরূপ একটী পাপী যখন নবজীবন পাইয়া ঈশ্বরের সত্যরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে, তখন সাধুমণ্ডলীর মধ্যে এবং স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়, তোমরা আনন্দধ্বনি কর যে একটী আত্মা ঈশ্বরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইল।

পাশ্চাত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম।

আধ্যাত্মিক উন্নতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরিশ্রমী জীবনের কার্য্য ও চিন্তার ভার লঘু করিবার জন্য মানব সমাজে যে সকল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে যোগ দান করা কর্ত্তব্য কি না, ঈশ্বরদত্ত-শাস্ত্রানুবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে এবিষয়ে ভয়ানক মতদ্বৈধ দেখা যায়। কেহ বলিলেন "যীশুখ্রীষ্ট বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন, তবে আমি নৃত্যগীতে কেন উপস্থিত থাকিতে পারি না?" দ্বিতীয় পক্ষ হয়ত তদুত্তরে বলিলেন "বিবাহের কথা ছাড়িয়া দাও, কারণ উহা অতি গুরুতর বিষয়, উহা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, কিন্তু যীশু আদেশ করিয়াছেন পার্থিব পাপে রত থাকিও না, সুতরাং থিয়েটার, যাত্রা গান প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকা অকর্ত্তব্য।" শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিলেই এইরূপ বাদানুবাদের হেতু দূরীভূত হইতে পারে না। বিবেক এসম্বন্ধে প্রকৃত পথপ্রদর্শক, ঈশ্বর-দত্ত শাস্ত্র পথ-প্রদর্শক নহে। যীশুখ্রীষ্ট কখন যাত্রা গান শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং আমারও করা নিষেধ, এইরূপ যুক্তি উপস্থিত করা কি বাতুলের কার্য্য নয়? এইরূপে দৈনিক জীবন ঘটিত যত প্রশ্ন বিচারার্থ উপস্থিত হউক, শাস্ত্রের দোহাই দিলে কিছুই নিষ্পত্তি হইতে পারে না। শাস্ত্র প্রত্যক্ষ পাপকার্য্য সম্বন্ধে নিষেধ অথবা প্রত্যক্ষ পুণ্য কার্য্যের সম্বন্ধে বিধি দিয়া থাকে, কিন্তু যে কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে পাপ নাই অথবা যাহার অনুসন্ধানে প্রত্যক্ষ পুণ্য হয় না, তাহা করা অনুচিত কি উচিত, ইহা কাহার দৃষ্টান্তে শিক্ষা করিব? এই খানেই আধ্যাত্মিক জীবনের কার্য্যক্ষেত্র এবং ইহাই আধ্যাত্মিকতার বিবেচ্য বিষয়। খৃষ্ট অথবা পলের জীবন বৃত্তপাঠে আমাদের জীবন গঠনের পক্ষে অনেক চিন্তার বিষয় পাওয়া যায়, এবং তৎসম্বন্ধে সহায়তা হয়, নতুবা এই সকল জীবনকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা রূপে পরিণত করিলে, অনেক সময় আত্ম প্রতারিত ও নিজের স্থির বিচার শক্তির নিকট অবিশ্বাসী হইতে হয়। তবে যে পল বা পিটার খৃষ্টকে অনুকরণ করিতে বলিয়াছেন তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ এই যে তাঁহারা যাহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, সেই শ্রেণীর লোকের নিকট বিনয় ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ, ত্যাগ স্বীকার, প্রভৃতি খ্রীষ্টে আরোপিত গুণ সকলের কিছুই মূল্য ছিলনা। * * * *

প্রত্যক্ষ পাপ বা প্রত্যক্ষ পুণ্যের অতীত যে সকল কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ কার্য্যাবলীর যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে যেমন শাস্ত্রের ব্যবস্থা কিছুমাত্র সহায়তা করে না, সেখানে যেমন আমাদের আভ্যন্তরীণ সহজ বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও সেই রূপ এই সহজ বুদ্ধিকে আবর্জ্জনা মুক্ত এবং সতেজ করা আবশ্যক। এই সতেজ ভাবই মানব চরিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, এবং মানবকে ন্যায় অন্যায়ের কেশ-সূক্ষ্ম প্রভেদের মধ্যে আপনার গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। সাধু এবং বিশ্বাসী আত্মা এই সতেজ সহজ বুদ্ধির অনুপ্রাণনায় সহজেই বুঝিতে পারে, কোন্ কার্য্যে ঈশ্বরের সহিত যোগ দৃঢ়বদ্ধ এবং কিসেই বা তাঁহার সহিত যোগের লেশমাত্র ব্যাঘাত হইল। এই জন্যই আধ্যাত্মিকতা বিহীন নীতিবিদ্‌দিগের যেখানে ভয়, ইহাঁদের সেখানে নিঃসঙ্কোচভাব, এবং নীতিবিদ্‌গণ যেখানে বেগে গমন করেন, ইহাঁরা একান্তমনে তথা হইতে দূরে দূরে ভ্রমণ করেন। এই সতেজ ভাবকে পোষণ করিতে করিতে আত্মার ভিতর আর একটী শক্তি জন্মে, সেটী সাধুভাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি এ পৃথিবীতে সতেজ ভাবেই সমস্ত প্রধান

কার্য্য হইয়া থাকে, ইহাতে অনেক সময় কুফলও প্রসব করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আধ্যাত্মিক জগতে এই সতেজভাবের বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়।

যে সহজজ্ঞানের কথা বলা হইল, তখন তাহা পশুপক্ষীতে পরিদৃষ্ট হইলে উহা পরমাত্মার অনুপ্রাণনা সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করি, তখন মানবাত্মার সহজ জ্ঞান কি এইরূপ অনুপ্রাণন সম্ভূত নহে? স্বীকার করিতেছি, এইরূপ তুলনা যুক্তি যুক্ত বা সর্ব্বদা নিরাপদ হইতে পারেনা; তথাপি কি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে না, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রূপ ও বহুতর বিষয় পর্য্যন্ত এই সহজ জ্ঞান নিরূপণ করিয়া দিতেছে? পুরাকালে এই সহজ জ্ঞান মাত্র সহায় করিয়া যখন মানবাত্মা আঁধারে প্রাণাধারকে অন্বেষণ করিতেছিল, তখন কি জগৎবাসীগণ পূর্ব্ব কথিতরূপ অনেক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত পরিচিত হইতে শিক্ষা পায় নাই। অজ্ঞান, ঈশ্বর বিহীন আত্মা যদি এতদূর করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন যে আত্মা ঈশ্বরের নিত্য সহবাসে থাকিয়া তাঁহার প্রেমে বল লাভ করিয়াছে, তাহার কত করা উচিত?

যদি কাহারও জীবন অনুকরণ করা আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রেমপূর্ণ হইয়া সহজ জ্ঞানের সহায়তায় করা আবশ্যক। সেই আদর্শ জীবনের উপরে ভাসিয়া বেড়াইলে চলিবে না, কিন্তু ভিতরে যাওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক সাধু এই জন কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে পরমাত্মার নিকট হইতে আপন আপন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন; আর বাস্তবিক ধর্ম্মশিক্ষা এইরূপেই করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে যেমন কেবল ঈশ্বরকেই দেখিয়া চলিয়াছেন, দুঃখের বিষয় অনেক সময় তাঁহারা নিজেই অন্যকে সে ভাবে চলিতে দেন না। মানবাত্মার কি যে আশ্চর্য্য ব্যাধি নিজের জন্য স্বাধীনতা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিল, একদল লোককে পশ্চাৎবর্ত্তী দেখিলে, অমনি তাহা ভুলিয়া গেল, এবং নিজের মতের শৃঙ্খল এই সকল লোকের গলদেশে পরাইতে আরম্ভ করিল। হতভাগ্য মানবগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই শৃঙ্খল ধরিল! পুরাকালে এইরূপ কার্য্যের অপকারিতা ইতিহাস বর্ণনা করেন নাই, এবং আপাততঃ এইরূপ নিঃসঙ্কোচে অপরের মতানুবর্ত্তী হওয়াতে যে কার্য্যের সুবিধা হইল, তাহাতেই অনেক স্থানে বিবেকের নিষেধবাণী ডুবিয়া গেল। কিন্তু অধুনা শিক্ষা ও উন্নতির উৎকর্ষ সময়ে এইরূপ ভ্রান্তমত পরিহার করা বিশেষ আয়াস সাধ্য নহে;

মর্ম্মণ সম্প্রদায়।

যে সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে অভ্যুদিত হইয়া, তাহার অলোকসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ ধীশক্তির বলে স্বদেশী বিদেশী সকলকে চমকিত করিতেছিলেন, যখন তিনি একেশ্বর সমর-বিজয়ী বীরের ন্যায় হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের সহিত ঘোর তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গের আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন, যখন তিনি স্বদেশীয়দিগের ভ্রম ও কুসংস্কার প্রদর্শন করিয়া পুস্তিকার পর পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রচার করিতেছিলেন, যখন তিনি কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে অসংখ্য লোকের প্রতিযোগিতা ও কটূক্তি, এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নির্য্যাতনের প্রতি দৃকপাতও না করিয়া এই মহানগরীর মধ্যস্থানে একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সুদূর আমেরিকা দেশে বহুবিধ বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মধ্যে এক নূতন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সূত্রপাত হইতেছিল। আমরা অদ্যাবধি এই সম্প্রদায়ের যে কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা বিপক্ষ এবং বিরোধী লোকদিগেরই প্রমুখাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং সে বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস যোগ্য কি না জানি না। যাহা হউক তাহাদের উৎপত্তি ও বিস্তারের যে বিবরণ সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার স্থূল স্থূল বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের নাম জোসেফ স্মিথ; ইনি পাশ্চাত্য মহম্মদ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শারণ নামক স্থানে এই ব্যক্তির জন্ম হয়। ইহার পিতা এক জন হীনাবস্থ ও দুরাচারী লোক ছিলেন। জোসেফ যে কখনও কোন প্রকার বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। কারণ এরূপ কথিত আছে, যে তাঁহাকে অন্যের সাহায্য লইয়া সামান্য চিঠি পত্র পর্য্যন্ত লিখিতে হইত।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ তাঁহার পিতার সহিত নিউইয়র্ক নগরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একজন ইতিহাস লেখক বলেন যে এই স্থানে পিতাপুত্রে বিবিধ দুষ্ক্রিয়াতে রত হইয়া কালহরণ করিতেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে একজন স্বর্গীয় দূত জোসেফের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে এক নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও মানবজাতির মুক্তির নববিধানের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিল; এবং তাঁহাকে এক স্বর্ণ পত্রে লিখিত নূতন ধর্ম্মগ্রন্থের সন্ধান বলিয়া দিয়া গেল। ঐ গ্রন্থ এক গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। জোসেফ তাহা আবিষ্কার করিলেন এবং অলৌকিক শক্তি দ্বারা তাহা পাঠ করিয়া ইংরাজীতে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ইতিহাস লেখক বলেন—যে পরে প্রকাশ পাইয়াছে, যে রেভারেণ্ড, স্পলডিং নামে একজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক য়িহুদীবংশ হইতে মার্কিন জাতি সকলের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া এক খানি কল্পিত উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার জন্য একজন মুদ্রাকরকে দেওয়া হয়—কিন্তু মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই স্পলডিংএর মৃত্যু হওয়াতে তাহা মুদ্রিত হইতে পারে নাই। সুতরাং সেখানি মুদ্রাকরের হস্তে বহুদিন পড়িয়া থাকে, ক্রমে স্পলডিংএর পরিবারবর্গ তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া যান। সেই মুদ্রাযন্ত্রে রিগ্‌ডন নামে একজন লোক কর্ম্ম করিত। এই ব্যক্তিই পরে জোসেফের দক্ষিণ হস্তের মত হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে উক্ত গ্রন্থখানি কোনরূপে ঐ রিগ্‌ডনের হস্তগত হয়। সে ব্যক্তি ঐ খানি অপহরণ করিয়া জোসেফকে দেয় এবং জোসেফ ঐ

খানিকে অবলম্বন করিয়া ও তাহার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় বাইবেল মিশাইয়া একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করান এবং কৌশলক্রমে ঐ খানিকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া প্রচার করেন। ইতিহাস লেখক বলেন যে, যে সকল লোক এই জাল কার্য্যে জোসেফের সহায় ছিল, তাহারা পরে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছে। এবং মর্ম্মণ বাইবেল যখন প্রকাশিত হইল, তখন স্পলডিংএর পত্নী, পরিবারবর্গ, ও বন্ধুবান্ধব যাঁহারা স্পলডিংএর আদিগ্রন্থ অমুদ্রিত অবস্থায় পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই গ্রন্থের উল্লিখিত নাম ও বর্ণনা সকল লক্ষ্য করিতে পারিলেন। কিন্তু ইহাতে জোসেফের অভীষ্ট সিদ্ধির কিছু ব্যাঘাত হইল না। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহম্মদের শিষ্যদলের ন্যায় জোসেফের শিষ্যদল ত্বরায় জনসমাজের ঘোরতর বিদ্বেষের পাত্র হইয়া পড়িল। তাহারা কোন পল্লীতে আসিলে পল্লীস্থ লোকের সন্ত্রাস উপস্থিত হইত। তত্তৎ স্থানের অধিবাসিগণ সশস্ত্র হইয়া তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় পল্লী হইতে বিদ্রাবিত করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ইহাতে দাঙ্গাহাঙ্গাম, রক্তপাত, হত্যা প্রভৃতি চলিতে লাগিল। লোকে তাহাদের প্রতি চৌর্য্য, প্রতারণা, ব্যভিচার, প্রভৃতি সকল প্রকার পাপের আরোপ করিত। কিন্তু কিছুতেই জোসেফের শিষ্যদলের বৃদ্ধির ব্যাঘাত করিতে পারিল না। অবশেষে ১৮৩০খ্রীঃ ৬ই এপ্রেল দিবসে মহা সমারোহের সহিত প্রথম মর্ম্মণ উপাসনা মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করা হইল; জোসেফের সংস্থাপিকা শক্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল; তিনি সদলে পশুযূথের ন্যায় তাড়িত হইয়া নগর হইতে নগরে জনপদ হইতে জনপদে বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু ইহার মধ্যেই অলোকসামান্য উদ্যোগী শক্তির গুণে তাঁহার নবজাত সম্প্রদায়ের সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন। ধর্ম্মসমাজের এমন সুপ্রণালী, সামাজিক শাসনের এমন সুনিয়ম, সভ্যগণের এমন একতা, পরস্পর সাহায্যের এমন আশ্চর্য্য নিয়ম আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

১৮৩২ অব্দে ব্রিগহাম ইয়ঙ্‌ এই সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গুরু দীক্ষিত হন এবং প্রথম মর্ম্মণ সংবাদপত্রের জন্ম হয়। ১৮৩৫ অব্দে খ্রীষ্টের অনুকরণে জোসেফের দ্বাদশ শিষ্য প্রেরিত নামে অভিহিত ও দীক্ষিত হন। ১৮৩৭ অব্দে ইহার প্রচারকগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হন। ১৮৩৯ অব্দে মর্ম্মণগণ একজন ধনীর নিকট হইতে এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানের "নাওভূ" নামকরণ করিয়া এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। দেখিতে দেখিতে এই স্থান শত শত মর্ম্মণ পরিবারে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ইহাঁরা আপনাদের মধ্যে আপনাদের সমাজের শাসন প্রণালী, বিদ্যালয়, ধনাগার, ধর্ম্মালয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন, এবং অতুল আনন্দ ও উৎসাহের সহিত আপনাদের ধর্ম্মসাধন ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে জোসেফ এক নূতন কথা প্রচার করিলেন, তিনি বলিলেন যে তিনি বহুবিবাহ করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদনুসারে তাঁহার পত্নী সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইখানে মর্ম্মণগণ সুন্দর নগর সৃষ্টি করিলেন। কয়েক বৎসরে প্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য হর্ম্ম্য, বিশাল ভজনালয়, বহু জনাকীর্ণ বিপণি, প্রভৃতি সমুদায় উন্নতির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু "নাওভূর" চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসিগণ, দিন দিন মর্ম্মণদিগের ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। এই সময় হইতে ১৮৪৪খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে জোসেফকে অনেকবার প্রতারণা, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি অভিযোগে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু কোনস্থলে বা প্রমাণাভাবে কোন স্থলে বা অন্য কোন কৌশলে তিনি দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মর্ম্মণগণ ইলিনই প্রদেশের লেফনান্ট গবর্ণর বগ্‌স সাহেবকে হত্যা করে। ইহাতে জোসেফ ও তাঁহার ভ্রাতা বন্দীকৃত হন। কিন্তু প্রদেশবাসি সাধারণ লোক তাঁহাদের প্রতি এতদূর জাতক্রোধ হইয়াছিল যে তাঁহারা উভয়ে যখন কারাগার মধ্যে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন কতকগুলি লোক কালি মাখিয়া ও রূপান্তরিত হইয়া হঠাৎ কারাগার মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিল। জোসেফ ঘাতকের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই সংবাদ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইল এবং তাহাদের উৎসাহ ও অনুরাগকে দশগুণ প্রবল করিয়া তুলিল। জোসেফের মৃত্যুর পর ব্রিগহাম ইয়ঙ নূতন মর্ম্মণ বিধানের নেতা হইলেন। বহুবিবাহের কর্ত্তব্যতা তিনি আরও প্রচার করিলেন। শিষ্যদলের মধ্যে বহুবিবাহ দিন দিন বহুল প্রচার হইতে লাগিল। এই সময় হইতে মর্ম্মণগণ দেখিলেন যে ইলিনই প্রদেশে অবস্থিতি করা দুস্কর। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকের শত্রুতা ও অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাঁহারা এক নূতন স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে এবারে আর জনসমাজের ত্রিসীমার মধ্যে থাকিবেন না। এই স্থির করিয়া তাঁহারা "ইউটা" নামক এক লবণাম্বুময় সাগরের মধ্যে এক জঙ্গলময় দ্বীপকে আপনাদের ভাবী বাসস্থান বলিয়া নিরূপণ করিলেন এবং "নাওভূ" নগরে হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণার্থ যে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার প্রতি দৃকপাতও না করিয়া, সেই সহস্র সহস্র পুরুষ ও রমণী পুনরায় নগর স্থাপন করিবার জন্য ইউটার অভিমুখে যাত্রা করিল। এ সময়কার দৃশ্য অতি চমৎকার বোধ হইয়াছিল। শীতবাতে কম্পিত হইয়া, গৃহশূন্য ও আশ্রয় শূন্য হইয়া যখন তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া লবণাম্বু মধ্যে আবার সুরম্য নগর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহাদের নিতান্ত বিরোধী লোকেরাও বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের জয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল। এই লবণাম্বুময় দ্বীপ এখন আমেরিকার মধ্যে একটী সুন্দর ও সুদৃশ্য নগরীতে পরিণত হইয়াছে। মর্ম্মণদিগের অবিশ্রান্ত শ্রম ও অধ্যবসায় গুণে এই স্থান একটী ছবির আকার ধারণ করিয়াছে। সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য বীথিকা, প্রণালীবদ্ধ হর্ম্ম্যরাজি প্রভৃতি সভ্য সমাজের সকল শোভা সেখানে বিস্তৃত হইয়াছে। এই নগরে নিরাপদে অবস্থিত হইয়া মর্ম্মণগণ অতুল উৎসাহের সহিত

স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারে নিযুক্ত আছে। এখন পৃথিবীর এমন স্থান নাই যেখানে মর্ম্মন প্রচারকগণ গোপনে শিষ্য সংগ্রহ করিতেছে না। ইহাদের আর একটী কৌশল এই যে ইহারা বিদেশ হইতে শিষ্যসংগ্রহ করিয়া ইউটা নগরে লইয়া যাইতেছে, আমেরিকা দেশীয় একখানি সংবাদপত্র সম্প্রতি বলিয়াছেন যে বিগত বর্ষে এক নিউইয়র্ক দিয়া ২০০০ দুই সহস্র মর্ম্মন শিষ্য ইউটা দ্বীপে গিয়াছে।

এই সকল উপায়ে মর্ম্মনদিগের বল কিছুতেই ভগ্ন হইতেছে না। ইউটার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইহাদের শক্তি এতদূর প্রবল যে "কনগ্রেস" মহাসভায় বার বার বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না।

কেবল ইউটা নগর স্থাপনেই যে মর্ম্মনগণ আপনাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে,. ইহাদের ধর্ম্মসমাজের কতকগুলি নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহাদের একটী নিয়ম এই যে প্রত্যেক মর্ম্মনকে তাঁহার আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ নিজ ধর্ম্মসমাজের উন্নতির জন্য দিতে হয়। এই নিয়ম সকল শিষ্যই আনন্দের সহিত প্রতিপালন করিয়া থাকে। এইরূপে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা আদায় করিবার জন্য ইউটা নগরে একটী সুরম্য গৃহ আছে, সেইটীই ইউটার সর্ব্বোপরি দর্শনীয় দৃশ্য। এইখানে প্রত্যেক গৃহস্থ যথাসময়ে আসিয়া স্বীয় স্বীয় আয়ের দশ ভাগ প্রদান করিয়া যায়।

মর্ম্মনদিগের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত তাঁহাদের প্রচার প্রণালী। এ প্রচার প্রণালী অতি বিচিত্র। একজন গৃহস্থ কর্ম্ম করিতেছেন। মনে কর তিনি তিন শত টাকা বেতন পাইতেছেন। হঠাৎ তাঁহার প্রতি মর্ম্মন প্রচারক সভার আদেশ হইল যে তাঁহাকে জর্ম্মনিদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিতে হইবে। অমনি তাঁহাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে এবং জর্ম্মনি যাত্রা করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার যাত্রার ব্যয় তাঁহাকেই যোগাড় করিয়া লইতে হইবে, ইহাঁদের প্রচার সভা সে বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন না।

ইহাঁদের ধর্ম্মমত অপরাপর খ্রীষ্টীয় মতের ন্যায়। বিশেষের মধ্যে যে ইহারা মর্ম্মন বিধানকে নববিধান ও শেষ বিধান মনে করিয়া থাকেন, ইহারা বলেন এই শেষ বিধান। যখন ইহার কার্য্য শেষ করিবে তখনি খ্রীষ্টের পুনরাগমন হইবে।

মর্ম্মন সম্প্রদায়ের এই ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত হইতে ব্রাহ্মদিগের শিক্ষা করিবার কি কিছুই নাই। ইহাঁদের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম এক বৎসরেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আজ মর্ম্মনগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বহু বহু সহস্র লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বিগত লোক সংখ্যা গণনানুসারে বঙ্গদেশে ৮০০ শতও হইবে না। আবার এ ৮০০ শতের মধ্যে কতজন ব্রাহ্মধর্ম্মে দেহ মন, সমর্পণ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোক অর্দ্ধ ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ হিন্দুসমাজকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।

মর্ম্মনগণ যখন তাঁহাদের বহু বৎসরের শ্রম ও উপার্জ্জনের ফলস্বরূপ "নাভু" নগর পরিত্যাগ করিয়া ইউটার অভিমুখে যাত্রা করিল ব্রাহ্মেরা একবার কল্পনার চক্ষে সেই অবস্থাকে চিত্রিত করুন! তাহার মধ্যে কিরূপ স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মের জন্য কিরূপ কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখিতে পান। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কতগুলি পরিবার আছেন? যাঁহারা এরূপ করিবার জন্য প্রস্তুত।

তৎপরে তাঁহাদের আয়ের দশ ভাগ দিবার নিয়মের বিষয় ব্রাহ্মগণ চিন্তা করুন। আমরা তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক ব্রাহ্মপাঠককে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তিনি আপনার আয় ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এত সার বলিয়া মনে করেন, যাহার প্রচার হওয়া জগতের পরিত্রাণের পক্ষে বিশেষ এদেশের পক্ষে আবশ্যক মনে করেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার আয়ের কত ভাগ দিয়া থাকেন। দশ ভাগের এক ভাগ দেওয়া দূরে থাকুক বিংশতি ভাগের একভাগ দেন কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

যদি এখন কেহ জিজ্ঞাসা করেন মর্ম্মনদিগের ধর্ম্ম কেন এত প্রচার হইল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মই বা প্রচার হইতেছেনা কেন, তাহা হইলে আমরা বলি মর্ম্মনদিগের নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইহাদের সর্ব্ব প্রধান নেতা এই ধর্ম্মের জন্য দস্যুহস্তে হত হইলেন। তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা এত অধিক, যে লোকের উৎপীড়ন, কি রাজবিধি কিছুতেই তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিলনা। ব্রাহ্মদের সে নিষ্ঠা, সে বিশ্বাস, সে দৃঢ়তা কই? কি দুঃখের বিষয় কি পরিতাপের বিষয়, কি লজ্জার কথা যে মর্ম্মনগণ ভ্রান্ত, দুর্নীতি পরায়ণ, ও অসভ্য তাহারা বিশ্বাস, নিষ্ঠা, স্বার্থ ত্যাগের গুণে জগতে দিন দিন জয়লাভ করিতেছে, আর ব্রাহ্মগণ সত্যের আশ্রয় পাইয়াও প্রাণ দিতে পারিল না সামান্য বিষয় সুখের লোভ ছাড়িতে পারিল না, সামান্য ইন্দ্রিয় সেবার ব্যাঘাত করিতে পারিলনা, ইহা দেখিলে কাহার না হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। জগদীশ্বর আমাদিগকে বিশ্বাস ও স্বার্থ নাশের শক্তি দিন।

স্বর্ণ-রেণু।

৪।

নীরবে, নির্জ্জনে যে দয়ার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকে। আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় চারিদিকে কিছু পরিমাণে সুখের জ্যোতি বিকীর্ণ হইল, ইহা ভাবিতে কত আনন্দ! পরকে সুখী করিয়া সুখী হওয়ার মতন সুখের কাজ কি আর কিছু আছে? হে প্রভো! তুমি নিজে সর্ব্বত্যাগী। কে তোমার মত হইতে শিখাইবে?

৫।

বহুকাল যাহাদের সহিত বাস করিতেছি, এবং যাহাদের কৃত উপকার আমার রক্তমাংসের সহিত মিশিয়া আছে, আজ হঠাৎ যদি তাহাদের অবিবেচনায়, একটু কটু কথায়

বা একটু দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, পূর্ব্বতন সমস্ত কথা ভুলিয়া যাই, তবে আমার মত অকৃতজ্ঞ কে আছে? চির-কালের দয়া একটু ত্রুটিতে মুছিয়া যাইবে! কি আশ্চর্য্য।

৬।

কে সুখী? বড় আশ্চর্য্য, যে 'কোথায় সুখ' কোথায় সুখ' বলিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে, সুখ তাহাকে দেখা না দিয়া চির দুঃখী নর নারী যাহারা "বিধাতা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া এতক্ষণ নীরবে অশ্রুবারি ফেলিতেছি, তাহা-দের ঘরে উদয় হইল, যে খুঁজিল সে পাইল না, কিন্তু যে বিধাতার বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে সহ্য করিতেছিল, সুখ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইল।

৭।

পরিবারস্থ লোকের সহিত যদি শান্তিতে বাস করিতে চাও, তাহা হইলে একটী ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকের কথা শুন। তিনি কর্কশ স্বভাবী কোন স্ত্রীলোকের সহিত বাস করিতেন, অথচ তাঁহার গৃহে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না। কেন? চারিটী কথায় তাহার উত্তর দিব—

তিনি তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন;

হাসিমুখে সমস্ত কাজ করিতেন, ক্লেশ হইলেও লোকে জানিত না;

অসন্তোষের কারণ সকল ধৈর্য্যের সহিত বহন করিতেন;

এবং নিজে অনেক বিষয়ে ভাল বুঝিলেও সেই কর্কশ স্বভাবী রমণীর সহিত পরামর্শ করিতেন।

বিবেককে সন্তুষ্ট রাখিতে যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রত্যহ দেখাইও, যে প্রার্থনা কার্য্য পবিত্রতা লাভের প্রয়াস বা ধৈর্য্য শিক্ষা, এই চারিটী কার্য্যের একটী বা অন্যটীতে বা সকলগুলিতে তোমার দিন যাইতেছে।

যদি পবিত্র হইতে ইচ্ছা কর, তবে উপরি লিখিত বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত গুণগুলি সংযোগ কর—শৃঙ্খলা, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক সজীবতা, এবং অধ্যবসায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

সিন্দুরিয়াপটী পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গত ১১ই পৌষ প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অপ-রাহ্নে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্য্য করেন।

বিবাহ আইন সংশোধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার বিচারার্থ আগামী রবিবার ২ ঘটিকার সময় ৪৫ নং বেনেটোলা লেনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতা বাসী সভ্যদিগের একটী সভা হইবে।

দারভাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক বাবু কৃপানাথ মজুমদার উত্তর বেহারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। আশা করি আমাদিগের বন্ধু তাঁহার চতুপার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মদিগের সহিত বিশেষ যোগ রাখিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির চেষ্টা করিবেন।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে আমা-দিগের বন্ধু ডাক্তার উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে। যে সময় গুরুতর মতভেদের জন্য মর্ম্মাহত হইয়া উপাসকমণ্ডলী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময় আমাদিগের বন্ধু আপনার গৃহে আমাদিগকে উপা-সনার্থ স্থান প্রদান করেন, এবং তদবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল। আমাদের একজন প্রকৃত হিতৈষীবন্ধু ছাড়িয়া গেলেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে পরলোকে শান্তিতে রাখুন।

আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আগামী মাঘোৎসবের সময় প্রচারকপদে বরিত হইবেন, প্রচার কমি-টির অনুরোধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া-ছেন। এসম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। যাঁহারা নবদ্বীপ বাবুকে জানেন, তাঁহারা এই সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা ইঁহাকে জানেন না, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বলা আব-শ্যক যে, নবদ্বীপ বাবু বাল্যকাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী, এবং সেই সময় হইতে এই পর্য্যন্ত স্বীয় সাধু চরিত্রেরগুণে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা ইঁহার সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারা ইঁহার নম্রতা, সরল ব্যবহার, মিষ্ট ভাষায় মুগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইনি অবিবাহিত; সুতরাং বিবাহিত লোকের চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে ঈশ্ব-রের ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারিবে। এইরূপ লোকই সেবক হইবার উপযুক্ত। আমাদিগের বন্ধু খাটিতে আসিতেছেন, বড়ই সুখের বিষয় ঈশ্বর দিন দিন তাঁহার সেবক সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন,—অত্রত্য পাবনা নগরীতে প্রায় ২৭ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত আছে কিন্তু ইহার অন্তর্গত একটী উপাসনা মন্দির না থাকাতে স্থায়ীত্ব বিষয়ে অনেক সন্দেহ ছিল এবং উপাসক দিগকেও তজ্জন্য নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। পরম কারুনিক পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাদিগের বহুদিনের অভাবটী মোচন হইয়াছে।

তিন চারি বৎসরের যত্ন ও চেষ্টার পর আমরা সুন্দর একটী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এপ্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, ও খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে আশাতিরিক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২৫০০, দুই হাজার পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে এপর্য্যন্ত প্রায় ২১০০৲ দুই, হাজার এক শত টাকা আদায় হইয়াছে। বক্রী প্রায় ৪০০৲ চারি শত টাকা ঋণ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে।

মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিট ও প্রস্থে ২৫ ফিট। ইহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে বারাণ্ডা ও দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার জন্য একটী গ্যালারী প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দির

অভ্যন্তরে প্রায় ২০০ দুই শত লোকের বসিবার স্থান সংকুলন হইতে পারে। সম্প্রতি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। ২৪এ কার্ত্তিক, শুক্রবার। প্রত্যুষে ব্রাহ্মগণ পুরাতন উপাসনাস্থলে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপর একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর একটী কীর্ত্তন গান করিতে করিতে নূতন উপাসনা মন্দিরে গমন করেন।

সঙ্কীর্ত্তন।

২৪এ কার্ত্তিক শুক্রবার ১৮০৫ শক।

এস এস সবে মিলে প্রেম ভক্তি ভরে;
(আজ) মাতি গিয়ে মহোৎসবে উৎসব মন্দিরে।
(চল চল ভাই সবে) (হৃদয় খুলে চল সবে)
সুখের প্রভাতে আজি হ'য়ে এক প্রাণ;
নব অনুরাগে করি বিভু গুণ গান।
(এস এস ভাই সবে) (চল চল ভাই সবে)
আশার কুসুম আজি দেখ কে ফুটিল;
চল গিয়ে সবে করি মানস সফল।
(চল চল চল হে)
প্রেমের জলধি পিতা সংসার মাঝারে;
ডাকিছেন শুন ওই সুমধুর স্বরে।
(ঐ শুন শুন রে) (পিতার দয়া বড় হে)।

মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন করণান্তর আর একটী প্রার্থনা করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা হয়।

প্রতিষ্ঠা পত্র পঠিত হইলে পর, বেলা ৮টার সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে নগেন্দ্রবাবু যে উপদেশটী দিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বেলা প্রায় ১০টার সময় উপাসনা শেষ হয়। অপরাহ্ন ৮টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইয়া, রাত্রিকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৫এ কার্ত্তিক, শনিবার। প্রাতেঃ ৭ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইয়া ১০ টার সময় শেষ হয়। তৎপরে বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আলোচনা ও ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হয়। বেলা ৫॥ টার সময় বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ, ইংরাজীতে "Infinite in the finite" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ ও সুললিত বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা স্থলে প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ৭॥ টার সময় রাত্রিকালীন উপাসনা আরম্ভ হইয়া ১০টার সময় শেষ হয়। এই দিবস বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। ২৬এ কার্ত্তিক, রবিবার। প্রাতেঃ ৭॥টা হইতে প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত নগেন্দ্র বাবু "ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে" বাঙ্গালাতে একটী বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটী সর্ব্ব সাধারণের প্রীতিকর হইয়াছিল; উপস্থিত অধিকাংশ লোকে বক্তৃতা শুনিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

অপরাহ্ন ২॥টা হইতে ৪॥টা পর্য্যন্ত গরিব দুঃখী লোকদিগকে চাউল ও কাপড় বিতরণ করা হয়। বেলা ৫টার সময় নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া বাজারের মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া বাজারের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে পতিত স্থানে উপস্থিত হয়। তথায় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ লোকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক ঈশ্বর-বিশ্বাস ও সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে সহজ ভাষায় কিছু বলেন। বলা শেষ হইলে পুনরায় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে গমন করা হয়। তৎপর রাত্রি ৭॥টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু চাঁদমোহন মৈত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

এই উপলক্ষে কুমারখালী, ...লাবট, কুষ্টিয়া ও কলিকাতা হইতে বন্ধুগণ উৎসবে যোগ দিয়া আহ্লাদ বর্দ্ধন করিয়াছেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই উপলক্ষে ... নূতন লোক সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

শিলং ব্রাহ্মসমাজের নবম উৎসবের নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ঈশ্বর কৃপায় শিলং ব্রাহ্মসমাজ নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া বিগত ৮ই নবেম্বর দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন। ৮ই বৃহস্পতিবার হইতে ১১ই নবেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত ক্রমাগত চারি দিন নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৪।০ হইতে ৮৸০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন। "ঈশ্বর প্রেমে আগে আপনি না মাতিলে অপরকে মাতাইতে পারা যায় না" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাহ্ন ৬॥ হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনা, বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭॥ হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও উপাসনা, বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। "গৃহস্থ ব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন, যে কোন কার্য্য করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাহ্ণ ৪॥ হইতে ৫॥ টা পর্য্যন্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতা, বিষয় "মতের ধর্ম্ম ও হৃদয়ের ধর্ম্ম" শুষ্ক মত লইয়া যে কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না এবং ধর্ম্ম হৃদয়কে স্পর্শ না করিলে যে কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না, বক্তা শ্রোতৃবর্গকে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ৫॥ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন, "ভিক্ষুকগণ যেরূপ ধন বিতরণকারীর নানা প্রকার তিরস্কার ও প্রহার সহ্য করিয়া ও ধনীর গৃহে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ লোকের নিন্দা, গ্লানি, ও অশেষ প্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া ও আমাদের যাহাদের ধর্ম্মরূপ অমূল্য ধন না হইলে চলে না তাহাদের ব্রাহ্মসমাজে পড়িয়া থাকিতে হইবে" এই বিষয়ে উপদেশ হয়।

শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭।০ হইতে ৮৸ পর্য্যন্ত উপাসনা, বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ সেন উপাসনার কার্য্য করেন। "অহঙ্কার ও

ভিমান পরিত্যাগ করিয়া দীন না হইলে কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না" এই বিষয়ে উপদেশ হয়।

অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ৮ পর্য্যন্ত উপাসনা, বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। এই সময় অক্ষয় বাবুর পরিবারস্থ মহিলাগণও উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

রবিবার, এই দিন প্রাতঃকালে শিলং ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কতকগুলি নিয়ম সংশোধিত ও কয়েকটী নূতন নিয়ম সংযোজিত হয়। এবং আগামী বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়।

বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ও বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী আচার্য্য, বাবু প্রকাশচন্দ্র ...র সম্পাদক, বাবু অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও লালমাধব বসু সহকারী সম্পাদক এবং বাবু ... চৌধুরী শিলং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েন। ইহা ব্যতীত কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ও নিযুক্ত করা হয়। বিকালে নগরসংকীর্ত্তন হয়; এই বেলার দৃশ্য অতি চমৎকার, অতি সুন্দর, অতি হৃদয় মুগ্ধকারী। এ অপরূপ দৃশ্য শিলঙ্গে কখনও দেখি নাই, কেহ দেখে নাই। অনেক ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন-হৃদয় ও অবিশ্বাসী অন্তঃকরণও আকৃষ্ট হইয়াছিল। বেলা দুইটা হইতে লোক সমাজগৃহে একত্রিত হইতে লাগিল। তিনটার সময় সংকীর্ত্তন বাহির হইল, একদল অগ্রে অগ্রে নিশান লইয়া চলিল। গায়কগণ উৎসাহের সহিত "আর কত দিন, সংসারে ভুলে করিবে যাপন" গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা বাজারের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন চারিদিক হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোক সংকীর্ত্তন শুনিবার জন্য একত্রিত হইল, আর বর্দ্ধিত উৎসাহের সহিত গায়কগণ গাইতে লাগিল "গেলরে দুঃখ রজনী সমুদিত দিনমণি, সত্য ধর্ম্ম হইল প্রকাশ।"; এইরূপ নগরের কিয়দংশ প্রদক্ষিণ করিয়া যখন সমাজের সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন "আজ মাতিব আনন্দে সবে, সেই দয়াল নামের মধুর হিল্লোলে।" এই অংশ গান করিতে করিতে, আনন্দে এবং উৎসাহে নৃত্য করিতে করিতে, গায়কদল সমাজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। সমাজ গৃহে এত লোকের স্থান হইল না; কেহ বেঞ্চের উপরে, কেহ মাদুরের উপরে, কেহবা শুধু ঘাসের উপরে বসিয়া পড়িলেন। কীর্ত্তনের উৎসাহ তখনো কমে নাই, সেই উৎসাহ লইয়া বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার "সমবেত শক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। উৎসাহের আতিশয্যে হৃদয়ের গভীর ভাবে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া সকলেই সুখী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যে আমাদের দেশীয় সকল সম্প্রদায়ের সহানুভূতির উপযুক্ত বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সকলেরই যে আপনাদের সমুদায় শক্তি ও ক্ষমতা এই সমাজের উন্নতির জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। যেই তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইল অমনি আমাদের ভ্রাতা বাবু লালমাধব বসু (ইনি এখানকার সেক্রেটরিয়েট কর্ম্মচারী) কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আহা! তাঁহার প্রার্থনায় আমাদের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল, চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। ভ্রাতা কাঁদিতে কাঁদিতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষিত হইলেন। ইহাঁর প্রার্থনা শেষ হইল। আবার রোদনপূর্ণ প্রার্থনাধ্বনি উত্থিত হইল। ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি এখানে পবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন; ইনি অক্ষয় বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) হৃদয়ের দুই একটী কথা বলিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন! এ দৃশ্যে পাষাণ গলিল, মৃতজীবনে উৎসাহ সঞ্চার হইল। দীক্ষা শেষ হইবামাত্র "ধন্য ধন্য ধন্য আজি" এই মধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল। উপাসকগণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপন আপন স্থানে বসিয়াছিলেন। গীত আরম্ভ হইবামাত্র আর তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলে দৌড়াইয়া বেদীর চারিপাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। নবদীক্ষিত ভাই দুটী তাঁহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। আর "তবপদে প্রভু লইনু শরণ কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ" মধুর গীত চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চক্ষের জলে গায়কদিগের মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। বসিয়া পড়িলেন, উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার এদিকে চন্দ্র আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই দৃশ্যের স্বর্গীয় ভাব আরও বৃদ্ধি করিতে লাগিল। গীত শেষ হইল, আবার রোদন পূর্ণ প্রার্থনা ও রোদন মিশিয়া মধুরতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাহার পর "কেমন করে তোমায় ছেড়ে" গীত। তাহার পর উৎসব শেষ হইল। তখন আলিঙ্গন, ছোট বড় ভেদাভেদ সকলে ভুলিয়া গিয়া হিন্দু, ব্রাহ্ম, বাঙ্গালী, আসামী সকলে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। উৎসব শেষ হইল। উপাসকগণ যে ভাব লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন তাহা এখনও অনেকেরই মধ্যে অক্ষত রহিয়াছে। এখনও অনেকের হৃদয় "কেমন করে তোমায় ছেড়ে" এই গান গাইতেছে। ঈশ্বর কৃপায় এবারকার উৎসবে নবজীবন লাভ করিয়াছি। অনেকে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। "জয় ব্রহ্মের জয়"। "ব্রহ্ম—কৃপাহি কেবলম্।"

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৫ ধারা প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতানুসারে এবং প্রচার কমিটির অনুরোধক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আগামী মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিবেন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৮৮৩-
২৯এ নবেম্বর

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ শনিবার, ১৮০৫শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ৩
প্রতি সংখ্যা

প্রার্থনা।

পরম সত্য পরমেশ্বর! তোমাকে লক্ষ্য স্থলে না রাখিয়া যাহা করিতে যাই, তাহাতেই আমরা বিপদে পড়ি। কিসে তোমাকে লাভ করিব, কিসে তোমার নিকটস্থ হইব, সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যে এই বাসনা যদি অন্তরে প্রবল না থাকে, তাহাহইলে আমরা পদে পদে বিপথে পদার্পণ করি। তোমাকে লক্ষ্য স্থলে না রাখিয়া কোন প্রকার নিকৃষ্ট বা স্বার্থপর লক্ষ্যের জন্য যে ধর্ম্মসাধন করা যায় তাহাতে শরীর মনের পরিশ্রম হয়, অথচ প্রকৃত প্রেম উৎপন্ন হয় না। বরং নিজের পৌরুষ ও কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান প্রবল হইয়া ঘোর আধ্যাত্মিক অহঙ্কারকে উৎপন্ন করে। যদি তোমাকে লক্ষ্য স্থলে না রাখিয়া গৃহধর্ম্ম করিতে যাই, যদি অন্তরে এই ভয়ানক ভ্রম প্রচ্ছন্ন থাকে, যে ধর্ম্মালয়েই তোমার সহিত যোগ, কিন্তু গৃহ কার্য্যে অন্য লক্ষ্য. সেখানে ধন লক্ষ্য, সংসারের সুবিধা লক্ষ্য, পার্থিব মান সম্ভ্রম লক্ষ্য, তাহাহইলে আমাদের গৃহধর্ম্ম কখনই সুপথে থাকে না; ঘোর বিষয়াসক্তি আমাদের চিত্তকে গ্রাস করে। যে বিদ্যার লক্ষ্যস্থলে তুমি না থাক, সে বিদ্যা আলোক না আনিয়া অন্ধকার আনয়ন করে. বিনয় উৎপন্ন না করিয়া অহঙ্কার উৎপন্ন করে. দাম্ভিকতার বৃদ্ধি করে। এমন কি যে সৎকার্য্য তোমার সেবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়, সেই সৎকার্য্যই যদি তোমাকে লক্ষ্য স্থলে না রাখিয়া করি, তাহা হইলে তাহাতে আত্মার ইষ্ট সাধন না করিয়া অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে। তাহাতে আত্মাকে নীরস ও অহমিকাপূর্ণ করিয়া তুলে। হে প্রেমময়! তোমার প্রকৃত ভক্ত যিনি, তাঁহার নিকট অন্য লক্ষ্য আর নাই। তিনি যেখানে থাকুন, যে কার্য্য করুন, তাঁহার দৃষ্টি একটী পদার্থের উপরেই অর্পিত থাকে; তাঁহার আকাঙ্ক্ষা একটী সুখেরই জন্য উত্থিত হয়; একটী বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত থাকে, সে কেবল তোমাকে লাভ করা, ও তোমার ইচ্ছার অনুগত হওয়া। হে কৃপাসিন্ধু! আমরা দুর্ব্বল, আমরা রক্তমাংসময় জীব, আমরা ভ্রান্তিশীল মানব; আমরা ত পদে পদে তোমার প্রদর্শিত পথ হইতে স্খলিত হইব, পদে পদে পৃথিবীর ধূলায় পতিত হইয়া আপনাদিগকে ধূষরিত করিব। কিন্তু যদি তোমার কৃপায় এতটুকুও হয় যে সকল অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি তোমার প্রতি স্থির থাকে, তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না। তাহা হইলে আমরা সকল বন্ধনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব। তুমি আমাদের প্রতি এই কৃপা কর যে যাহা কিছু করি, তাহা যেন তোমাকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া করিতে পারি। তত্ত্বকৌমুদীর লেখকদিগকে আশীর্ব্বাদ কর তাঁহাদের লেখনী যেন তোমারই মহিমা প্রচারে সমর্থ হয়; তাঁহারা যেন তোমাকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া সকল কথা লিখিতে পারেন। ইহার উক্তি সকলের দ্বারা যেন তোমার দিকেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকই নিশ্চয় পল্লীগ্রামের প্রশস্ত প্রান্তর অর্থাৎ মাঠ দিয়া গতায়াত করিয়া থাকিবেন। যে মাঠের মধ্যে পথ নাই. এবং যাহা অতি বিস্তীর্ণ এমন কি যাহার পরপারের বৃক্ষলতা পরিষ্কার রূপে লক্ষ্য হয় না, তাহার মধ্যে চলিতে গেলে লোকে সচরাচর কি করে? তাহারা যে স্থানে গিয়া উঠিবে সেই দিকে প্রথমে লক্ষ্য করিয়া সেই দিকের বা সেই স্থানের হয় একটী বৃক্ষ না হয় অন্য একটী পদার্থ সর্ব্বাগ্রে প্রধানরূপে লক্ষ্য স্থির করে। তৎপরে চলিতে আরম্ভ করে। চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পায় যে প্রকৃত সরল পথ হইতে সরিয়া পড়িতেছে, তখন সেই লক্ষ্য স্থলে স্থিত পদার্থ দর্শন করিয়াই তাহা নিরূপণ করে এবং বিপথ হইতে ফিরিয়া আসে। এইরূপে বারবার বিপথ হইতে সুপথে আসিতে হয়। তৎপরে প্রকৃত গম্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। যাহারা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পথ চলিবার সময় কোন পদার্থের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করে,তাহারা সত্বর পথভ্রান্ত হইয়া একদিক যাইতে আর একদিকে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারেনা। ক্রমাগত চলিতেছে এবং মনে করিতেছে যে ঠিক পথেই চলিতেছে. অবশেষে প্রান্তর পার হইয়া দেখে যে গন্তব্য স্থান হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপে অনেক পথিককে প্রান্তর মধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। অনেক

সময় দিবা দ্বিপ্রহরে এরূপ ভ্রান্তি ঘটে বলিয়া, কুসংস্কারাপন্ন লোকে মনে করে যে পথিকদিগকে ঐ প্রকারে পথভ্রান্ত করা ভূত প্রেতের কার্য্য। যাহা হউক সংসার প্রান্তর মধ্যে পথ চলিবার সময় আমাদের লক্ষ্য কি? যাঁহারা পরমেশ্বরকে লক্ষ্য স্থলে রাখিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই এই প্রান্তর পার হইয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেন, নতুবা আর সকলকে প্রেত ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় গন্তব্য পথ হইতে দূরে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

একজন সংশয়ী লোক একদিন তর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, যে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পরিশ্রম করা ...কারণ ইহলোকে কার্য্য করিবার সময় কেহই পরকালের কথা স্মরণ করিয়া কার্য্য করে না। যাঁহাদের পরকালে বিশ্বাস তাঁহারাও যখন তাঁহাদের জীবনের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি করেন, তখন কি প্রত্যেক কার্য্যটী করিবার সময় পরকাল স্মরণ করিয়া থাকেন? যদি প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় এরূপ স্মরণ থাকা সম্ভব বা স্বাভাবিক না হয়, তাহা হইলে পরকাল মানা না মানা দুই সমান। এই ব্যক্তি যদি আমাদের প্রতিদিনের গমনাগমনের সহিত তুলনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই ভ্রান্তি উপস্থিত হইত না। মনে কর দুই ব্যক্তি বাজারে যাইবার জন্য গৃহ হইতে একত্র বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা পথে নানা প্রকার বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছেন; হয়ত উচ্চভাবে কোন গুরুতর বিষয়ে তর্ক করিতেছেন। তাঁহারা কি প্রত্যেক পা খানি তুলিবার সময় বাজারের বিষয় স্মরণ করিতেছেন? কখনই না। তাঁহারা কথাতে আচ্ছন্ন হইয়া কখন পদদ্বয় তুলিতেছেন তাহা জানিতেছেন না; পদদ্বয় স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ উঠিতেছে ও পড়িতেছে, অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তাঁহারা বাজারের অভিমুখে যাইতেছেন, যেখানে পথ পরিবর্তন আবশ্যক সেখানে পথ পরিবর্তন করিতেছেন; যেখানে যে গলিতে প্রবেশ আবশ্যক সেখানে সে গলিতে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহারা হয়ত প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে অনুভব করিতেছেন না, কিন্তু আমরা অনুভব করিতেছি যে তাঁহাদের গতি বাজারের দিকে। সেইরূপ পরকালে কাহারও প্রকৃত বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার কার্য্য অলক্ষিত ভাবে পরিচয় দেয় যে তাঁহার দৃষ্টি ইহকালে বদ্ধ নয়। অগ্রে যে পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যে লক্ষ্য স্থলে রাখিবার কথা বলা হইল, এই দৃষ্টান্ত হইতে সে বিষয়েও কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। জীবনের ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে না পারিলে যে ঈশ্বরকে লক্ষ্য স্থলে রাখা হয় না তাহা নহে। লোকে সংসারে কাজ করিবার সময় অন্য মনস্ক হইয়া কাজ করিতে পারে, অথচ সকল কাজের গতি তাঁহার দিকে থাকিতে পারে। অথচ বিশ্বাসী ও প্রেমিক লোকের এমন একটী অবস্থা আছে যে অবস্থাতে তাঁহারা সর্ব্বদা প্রত্যেক কার্য্যেই পবিত্রস্বরূপ একবার প্রেমের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন "হে প্রভো! আমি যখন একা তখন তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তি, আমরা যখন দুইজন তখন তুমি তৃতীয় ব্যক্তি, আমরা যখন তিনজন তখন তুমি চতুর্থ!" বাস্তবিক, আমরা যখন পাঁচজনের সঙ্গে একত্রে বসিয়া কোন বিষয়ের আলাপ করি, তখন সেই বিষয়ে চিন্তা আমাদের মনে থাকে অথচ সেই পাঁচজনের সত্তারও জ্ঞান থাকে, সেইরূপ সংসারের কাজ করিবার সময় সেই বিষয়ের চিন্তা ও থাকিতে পারে এবং পরম প্রভুর সত্তার জ্ঞান ও থাকিতে পারে। প্রেমেরও বিশ্বাসের উন্নত অবস্থাতে অধিরোহণ করিলে ভক্ত জনের চিত্ত তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব দ্বারা সর্ব্বদা এমন পূর্ণ থাকিতে পারে যে সকল কার্য্যেই তাঁহার জ্ঞান প্রাণের সহিত মিশাইয়া থাকিতে পারে। কেহ কেহ সাধনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে এই অবস্থা অনুভব করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহা বড় সুখের অবস্থা, এ অবস্থাতে মন এক প্রকার পবিত্ররসে সিক্ত থাকে; হৃদয়ে কাম ক্রোধ প্রভৃতির উত্তেজনা হইতে রক্ষা, মনের পবিত্রভাব সকল প্রস্ফুটিত হয়। আহা! কিরূপ প্রেম হইলে তবে মানুষ বলিতে পারে হে প্রভু! আমি যখনই একাকী তখন তুমিই দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমরা যখন দুই জন তখন তুমি তৃতীয় ব্যক্তি, আমরা যখন ৫০০জন তখন তুমি পাঁচশত এক ব্যক্তি। জগদীশ্বর করুন তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব যেন আমাদের হৃদয়কে ভাল করিয়া অধিকার করে।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রথম ৫০বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল। তাহার মধ্যে পাঠকগণ চিন্তা করিবার বিষয় অনেক প্রাপ্ত হইবেন। তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে একটী বিশেষ ঘটনার দিকে তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তাঁহারা উক্ত বিবরণের মধ্যে দেখিতে পাইবেন, যে নৃশংস শত্রুদলের হস্তে যীশু যখন প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যগণ শোকাকুল হইয়া দিন রাত্রি প্রার্থনাতে যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন না; কিম্বা নির্য্যাতনকারী শত্রুদলের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হইলেন না; কিম্বা আপনাদের বুদ্ধি বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য উপায় ও কৌশল আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু তাঁহাদের গুরু মৃত্যুকালে তাহাদিগকে যে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন, সেই আশ্বাসবাণী অবলম্বন করিয়া, একান্ত অন্তরে প্রার্থনা-পরায়ণ হইলেন। যীশু বলিয়া গিয়াছিলেন, তোমরা শোক করিও না, আমার মৃত্যুর পর ঈশ্বরের পবিত্রতার তেজ অবতীর্ণ হইবে এবং তোমাদিগকে অগ্নির দ্বারা অভিষিক্ত করিবে।" তাঁহারা এই আশ্বাসবাণীর উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া দিন রাত্রি ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কি হইল? তাঁহারা এমন এক অলোকসামান্য বল, উৎসাহ, ও অনন্ত ভাব প্রাপ্ত হইলেন যে, যে মূক ছিল সে বাচাল হইয়া উঠিল; যে মূর্খ ছিল সে নানা ভাষায় অগ্নিময় বাক্য সকল

ঈশ্বর সন্তানের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। ইহা হইতে আমরা কি উপদেশ পাই? আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, আত্মার বল যদি কেহ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করেন, ধর্ম্ম জগতে যদি কেহ বীরের ন্যায় কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে তিনি যেন প্রার্থনাকেই সকল বলের খনি বলিয়া অবলম্বন করেন, এবং ঈশ্বরের সহিত প্রেমের যোগ স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। ক্ষুদ্র মানব-শক্তির উপর নির্ভর করিলে, তাঁহাকে পরাস্ত ও নিরাশ হইতেই হইবে। তাঁহার শক্তিই "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" মূককে বাচাল করে ও পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ করে।" ইহা একটী অমূল্য উপদেশ।

একজন মফস্বলবাসী বন্ধু তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন—"পুরাতন ধর্ম্মের ভ্রম প্রদর্শনের সময় জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, তখন বক্তৃতার প্রয়োজন ছিল। এখন সকলেই জানিয়াছে পৌত্তলিক ধর্ম্ম ভ্রমাত্মক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখন পর্য্যন্ত যে জানে নাই সে আত্ম-প্রবঞ্চক, তাহাকে আপনারা জানাইতে পারিবেন না। সুতরাং এখন নূতন ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন। ইহা বক্তৃতার কার্য্য নহে, জীবনের কার্য্য। জ্ঞান বিতরণে যেমন জ্ঞানোন্নতি বিধান করা যায়, ধর্ম্ম বিতরণে সেইরূপ ধর্ম্ম বিধান করা যায়। কিন্তু বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম বিতরণ অসম্ভব। বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার যে মত সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লেখা সম্বন্ধে আমার সেই মত। উহা দ্বারা জ্ঞানোন্নতি মতোন্নতি হয়? ব্রাহ্মধর্ম্মের সূক্ষ্ম মত লোকে বুঝিতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হয় না। কিন্তু একটী প্রবন্ধে যদি ধর্ম্মজীবনের একটী অতি সহজ কথা (অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গিয়াছে) কেহ দেখিতে পায়, সেই কথাটীতে ধর্ম্ম প্রচার হয় লোকে ধর্ম্ম পায়।"

পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলির মধ্যে যে মহাসত্যটী নিহিত আছে ঈশ্বর করুন সেই সত্যটী আমাদের প্রত্যেকের মনে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হউক। ধর্ম্ম জগতে যত প্রকার শোচনীয় অবিশ্বাস দৃষ্ট হয়, বক্তৃতা বা বাচিক প্রচারের উপর বিশ্বাস তাঁহার একটী প্রধান বলিয়া গণ্য করা উচিত। আমি হতভাগ্য জীব নিজে প্রেমিক নই, অথচ আমি বাক্যের শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের মনে প্রেম উৎপন্ন করিতে পারি, আমি একটা অবিশ্বাসী, অথচ আমি হাঁড়িচাঁচা পক্ষীর ন্যায় শূন্যগর্ভ চীৎকার করিয়া, ভক্তি দিতে পারি, ইহা বিশ্বাস করিলে এই বিশ্বাস করা হয়, যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবঞ্চনার জয় হয়। কেবল তাহা নয় যে ব্যক্তি আপনাকে দেখে না অথচ দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা অপরকে স্বর্গে তুলিতে যায়, সে তাঁহার আচরণের দ্বারা ঈশ্বরকে অপমান করে, সে মুখে অপরকে বলে উপাসনাশীল হও, ভক্ত হও, প্রেমিক হও, নিজে আপনার মনকে বলে প্রেম ভক্তি কিছুই নহে। আবার বলি জগদীশ্বর এ প্রকার কপটতার প্রতি আমাদের আন্তরিক বিদ্বেষ প্রবল করুন। এই তত্ত্ব-কৌমুদীতে এই সত্যটী বহু প্রকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের বন্ধু বলিয়াছেন মত প্রচারের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হয় না। এই বাক্যের সত্যতা ও গভীরতা প্রদর্শন করিবার জন্য কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। মনে কর আমি বহুতর তর্কের দ্বারা এক ব্যক্তির নিকট প্রতিপন্ন করিলাম যে পৌত্তলিকতা সত্য নহে, এক মাত্র নিরাকার চিন্ময় পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরই জীবের উপাস্য। ইহাতেই কি তিনি পৌত্তলিকতা হইতে প্রকৃত ভাবে মুক্ত হইলেন? তাহা নহে, তিনি যখন বাস্তবিক পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রীতির সহিত পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন; যখন তাঁহার আরাধনার সুখ অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন, যখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে পরমেশ্বরের আরাধনাতে মানবাত্মার বাস্তবিক গভীর তৃপ্তি হইয়া থাকে, তখন পৌত্তলিকতা জন্মের মত তাঁহার মন হইতে খসিয়া পড়িল। তখন তিনি কখন নিরাকারকে অর্চ্চনা করা সম্ভব কি না এ তর্ক উপস্থিত করিবেন না। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা কিছু দিন ঈশ্বরের উপাসনাতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও আর এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনা যায় না। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় কেবল মাত্র মত প্রচারের দ্বারা লোকে আধ্যাত্মিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না, ধর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারাই মানবকে সেই সকল সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের ধর্ম্মজীবনের দিকে দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়ুক।

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় আমাদের বিগত শরৎকালীন উৎসবের উল্লেখ করিয়া কতগুলি পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার সকলগুলি সবিশেষরূপে এস্থলে আলোচনা করিবার অভিপ্রায় নাই। কেবল দুই একটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে? আমরা বিগত শরৎকালীন উৎসবের সময় পৌত্তলিকতার বিনাশের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন;—উপদেশ কালীন আচার্য্য সাধারণ লোকে শারদীয় উৎসব যে প্রকারে সম্পাদন করে, তাহা অপেক্ষা এইরূপ প্রণালীর উৎকৃষ্টতা অবশ্য দেখাইবেন, কিন্তু পৌত্তলিকতাকে গালাগালি দিবেন না, যে হেতু পৌত্তলিকেরা যে ঈশ্বরের উপাসনা অন্তরূপে করিয়া থাকে আমরাও সেই ঈশ্বরের উপাসনা করি। উপাসনা হীন দুরাচার ব্রাহ্ম অপেক্ষা ধার্ম্মিক পৌত্তলিক শ্রেষ্ঠ।"

সকলের শেষ পংক্তিতে যে কথা কয়টী লিখিত হইয়াছে, আশা করি ব্রাহ্মগণ তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। উপাসনা বিহীন দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্রাহ্ম অপেক্ষা ধার্ম্মিক পৌত্তলিক শ্রেষ্ঠ। তত্ত্ববোধিনীর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় গম্ভীর ধ্বনিতে এই বাক্য সহস্রবার প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ণে উচ্চারণ করুন। মতের বিশুদ্ধতা আমরা প্রার্থনীয় মনে করি, এবং অবিশুদ্ধ মতের প্রতিবাদও করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা বিলক্ষণ জানি, এবং চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছি যে মত অপেক্ষা জীবন ও চরিত্রই শ্রেষ্ঠ। অধিক কি পৌত্তলিকতার প্রতি যে আমাদের এত আপত্তি—ইহার মতের ভ্রান্তিই তাহার এক মাত্র

কারণ নহে। কিন্তু ইহাতে প্রেমের ধর্ম ও পবিত্রতার ধর্ম হইতে মনুষ্যকে দূরে ফেলে, যিনি প্রাণের দেবতা, প্রাণের অধিপতি, প্রাণ সিংহাসনে যাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, তাঁহাকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, এই জন্যই ইহাকে এত শোচনীয় মনে করি। আমার ঈশ্বরকে আমি প্রাণে রাখিতে চাই, তিনি আমার সকল সময়ের সখা, আমি বিপদে পড়িলে তিনি আমার প্রাণে থাকিয়া বল বিধান করিবেন, আমি নির্জ্জনে যখন নিজ পাপ স্মরণ করিয়া অশ্রু জল বর্ষণ করিব, তখন তিনি আমার সহিত মিষ্ট ভাষায় আলাপ করিবেন; তিনি প্রকৃতির নিভৃত মন্দিরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া আমার চক্ষুর চক্ষু হইয়া আমাকে প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখাইবেন। এই তাঁহার সহিত আমার ...কারক, তাঁহাকে এত ঘনিষ্ট ভাবে না দেখিলে আমার প্রাণ সুখী হয় না। এই যখন মনের অবস্থা তখন আমি পৌত্তলিকতাকে কিরূপে সহ্য করিতে পারি। পৌত্তলিকতা বলে "আমার উপাস্য দেবতা বাহিরে, ঐ মৃত পদার্থ তোমার উপাস্য, উহার চরণে প্রণত হও" সেই অনন্ত প্রেমময়ের সহিত গোপনে প্রণয় সূত্রে যে বাঁধা পড়িয়াছে, সে এরূপ কথা শুনিয়া হাস্য করিবে এবং হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া ও বলিবে "দূর হ। ঐ মৃত বস্তু আমার দেবতা, ঐ আমার প্রাণেশ্বরকে প্রাণ মন্দিরে দেখ।" প্রেম যেখানে পৌত্তলিকতা সেখানে কোথায়!!! পৌত্তলিকতা কি আবার ধর্ম!! তাহাতে কি কিছু আছে? সুতরাং মাননীয় সম্পাদক দেখুন, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাবে আমরা পৌত্তলিকতাকে গালাগালি দিই নাই। কিন্তু যে রাজ্যে প্রেম বাস করে সে রাজ্যে ইহার অধিকার নাই এই মাত্র বলিয়াছি।

সুতরাং উপাসনা বিহীন, প্রেম বিহীন, চরিত্র বিহীন ব্রাহ্মের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগ দিতে পারি, কারণ যে প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছে সেই পৌত্তলিকতার হীনতা জানিয়াছে; যে প্রেমের আস্বাদন জানে না, সে পৌত্তলিকতার নিকৃষ্টতা কিরূপে জানিবে, সে যদি পৌত্তলিকতার নিন্দা করে সে কেবল দলে পড়িয়া ও লোক মুখে শুনিয়া, যে ব্রাহ্ম উপাসনা করে না, সেই চিন্ময় পবিত্র পুরুষকে অর্চ্চনা করে না, তাহার ত প্রেম নাই, সুতরাং সে ধর্ম্মই জানে না। এরূপ ব্যক্তি পৌত্তলিক হইতে নিকৃষ্ট। কারণ পৌত্তলিক অজ্ঞতা বশতঃ সেই প্রেমময়কে ভুলিতেছে; কিন্তু উক্ত ব্রাহ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞান পাইয়াও মূর্খের ন্যায় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতেছে, তাহার অপরাধ গুরুতর।

তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও।

একজন বিশ্বাসী ভূপতি একবার স্বীয় বিদ্রোহী পুত্র কর্ত্তৃক তাড়িত এবং স্বজন বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ঘোর দৈন্যদশায় পতিত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একটী সংগীত রচনা করেন, তাহার মূল মন্ত্র এই—"হে আত্মন্ তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও।" আমার মন তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও, একি আশ্চর্য্য কথা! পাঠকগণ একবার এই মহাবাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করুন।

ঈশ্বরে আশ্বস্ত হওয়া কাহাকে বলে? মানুষ বিপদে পড়িলে সচরাচর কিরূপে আশ্বস্ত হইয়া থাকে? সাধারণতঃ দেখা যায়, মানবহৃদয়ের আশা অতি ঘোরতর দুর্গতির মধ্যেও মানবকে পরিত্যাগ করে না। যার "সান্ত্বনার দিক আঁধার বিষাদ ঘনোদয়ে" তাহারও অন্তরে আশা প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন "অন্ধকার যত নিবিড় হয় ততই যেমন দীপের আলোক উজ্জ্বল হইতে থাকে, তেমনি বিপদও দারিদ্র্যের অন্ধকার যত গাঢ় হয় ততই আশা মানব অন্তরে সমধিক দীপ্তি পাইতে থাকে।" আশা নিতান্ত দীন দরিদ্রকেও পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি নাস্তিক ভ্রান্তিক্রমেও যে একবার সেই প্রাণারামের অভয়প্রদ মুখজ্যোতির দিকে চাহিয়া দেখে না, এ রূপ ব্যক্তিও সর্ব্বজন মোহিনী আশার গুণে প্রাণ ধরিয়া থাকে, চক্ষু হইতে শোকের অশ্রু মুছিয়া ফেলে, জীবনের ভার সকল বহন করিবার জন্য আবার বদ্ধ-পরিকর হয়। বিপদে পড়িয়া মানব আশা করে যে সে বিপদে চিরদিন থাকিবে না, পাপে পড়িয়া আশা করে, তেমন পাপে আর পড়িবে না, সন্তান হারাইয়া আশা করে আবার সন্তান জন্মিবে; ধনে বঞ্চিত হইয়া আশা করে আবার মিত ব্যয়িতাদি দ্বারায় অর্জ্জিত ধন পুনঃ সঞ্চিত করিবে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন স্থানে দেখা যায় বিপদে পড়িয়া মানুষ বন্ধু বান্ধবের মুখ চাহিয়া আশ্বস্ত হইতেছে। ভাবিতেছে অমুক বন্ধুর নিকট সাহায্য পাইব, অমুক ধন দিয়া রক্ষা করিবে, লোকের নিকট দুঃখ জানাইব, পরের সাহায্যে বিপদুদ্ধার হইব। ইহারা সংসারে পর মুখাপেক্ষী, কোথাও বা ইহাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, কোথাও বা সাহায্যের পরিবর্ত্তে অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। ইহাদের আত্মার দুর্গতি দেখিলে দুঃখ হয়, বুদ্ধিমান লোকে শোক করিয়া থাকেন।

ইহাদের উপর আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা বীর, তাহারা নিজ মনুষ্যত্বের গর্ব্বে পূর্ণ। তাহারা বিপদে পতিত হইলে পরমুখাপেক্ষা করাকে কাপুরুষের কার্য্য মনে করেন। তাঁহারা এরূপ অবস্থায় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আপনার উপরেই নির্ভর করেন। তাঁহাদের চিত্তে ধৈর্য্য শক্তি এত অধিক, স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞার বল এত অধিক, যে বাহিরের বিপদের ভয় যত অধিক হইতে থাকে, ততই তাঁহাদের মন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভাবাপন্ন হইয়া আপনার উপর নির্ভর করিতে থাকে। ইহারা মানবকুলে আত্মনির্ভরশালী ও তেজস্বী। কিন্তু ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও ইহার অর্থ কি? ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কে আশ্বস্ত হইতে পারেন? যিনি বিশ্বাস চক্ষে অতি উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পান, যে এই ব্রহ্মাণ্ড সেই পূর্ণ পুরুষের প্রেমবাহুর আলিঙ্গনে বেষ্টিত, ইহার প্রত্যেক কার্য্য তাহার মঙ্গল সংকল্পের দ্বারা নিয়মিত, ইহার প্রত্যেক

ঘটনা অজ্ঞাতসারে সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়, প্রেমের জয় সংস্থাপনের জন্য সহায়তা করিতেছে তিনিই সেই পূর্ণমঙ্গল সংকল্পের উপর বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করিয়া, এবং সেই বিশ্বব্যাপী প্রেমের দ্বারা আপনাকে সুরক্ষিত জানিয়া আপনার মনকে বলিতে পারেন 'মন! তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও।" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সেই অখণ্ড প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া তুমি নির্ভয়ে বাস কর। প্রাচীন কালের সাধকগণ এই ভাবেরই আভাস হৃদয়ে প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। "ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কুত্রাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ কোন্ অবস্থায় মনকে এইরূপ বাক্য বলা আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ সাংসারিক দুর্গতির সময়। যখন শরীর রোগাক্রান্ত হইয়া জীর্ণ হইয়া পড়ে, যখন পদে পদে অর্থের ক্ষতি হইয়া সচ্ছলতার পরিবর্ত্তে ঘোর দারিদ্র্য আনয়ন করে, যখন ভয়ানক মৃত্যু গৃহমধ্যে পদার্পণ করিয়া আশার প্রদীপগুলিকে নির্ব্বাণ করিতে থাকে, যখন পৃথিবীর বন্ধুবান্ধব প্রতিকূল হইয়া শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত ভূপতির মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভক্তের মনে স্বভাবতঃ সেই ভাবের উদয় হয়। তিনি সেই সমুদায় কষ্ট দুঃখের বোঝা মস্তকে লইয়া বলিতে থাকেন, "মন! তুমি অবসন্ন হইও না। তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও" অর্থাৎ তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার উপর প্রাণপণে নির্ভর কর। বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ভুলিও না।

দ্বিতীয়তঃ মানব যখন দুর্ব্বলতাবশতঃ পাপে পতিত হয়, যখন ঘোর অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয় মনকে দগ্ধ করিতে থাকে, যখন মুখের অন্নের গ্রাস বিরস হইয়া যায়, দিবা শান্তিশূন্য ও রজনী নিদ্রাশূন্য হইয়া পড়ে; যখন আত্মা আপনাকে ঈশ্বরের সহবাসের অযোগ্য জানিয়া এবং আপনাকে তাঁহার পবিত্র মুখের জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসিত জানিয়া মুহ্যমান হইতে থাকে, তখন যদি একবার বিশ্বাস সহকারে বলিতে পারা যায় "মন! তুমি ঈশ্বরেতে আশ্বস্ত হও" তাহা হইলে আর সান্ত্বনার বাকি কি থাকে? তখন এরূপ প্রবোধ বচনের অর্থ এই হয় "মন! তুমি শাস্তি পাইতেছ। শাস্তি ভোগ কর। নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। কিন্তু তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও, তুমি জানিও যিনি তোমার প্রভু, তিনি পাপী জনের পরিত্রাতা, তিনি তোমার কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত'। তুমি তাঁর প্রসাদে নবজীবন লাভ করিবে, তোমার পাপ জীবন বিনষ্ট হইবে, তুমি আবার তাঁর সহবাস সুখে অধিকারী হইবে।

তৃতীয়তঃ যখন আমরা সত্যের অনুরোধে, ঈশ্বরের অনুরোধে সত্য পালনে প্রবৃত্ত হই, যখন আমাদের বন্ধুগণ সেই কারণে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করেন, যখন তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমাদিগকে শত্রুর ন্যায় উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন, যখন তাঁহারা আমাদিগকে ঘোর দুষ্প্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাড়না করিতে থাকেন, তখন ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান সেই ঘোর ধর্ম্ম সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া বলিতে থাকেন— "মন! তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও। তিনি বলেন—

"কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়"
সর্ব্ব শক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।"

মন তোমার ভয় কি? যাঁহার সত্যের নিশান করে ধরিয়াছি, তিনি তোমার সহায়, তিনি তোমার রক্ষক।

চতুর্থতঃ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় সাধু কার্য্যের অনেক বিঘ্ন। অনেক সময় আমরা হৃদয়ের অতি উদার নিঃস্বার্থ ও মহৎভাব হইতে কার্য্য করিতে যাই— কিন্তু অবশ্য আমাদের ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রতিযোগিতা করেন, আমাদের কার্য্যের প্রতি দুরভিসন্ধির আরোপ করিয়া নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকেন। কেহ আমাদিগকে শত্রুবোধে বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে বিশেষ সহিষ্ণুতা ও বিশেষ বিশ্বাস ব্যতীত মনুষ্য শুভ-সংকল্প অবলম্বন করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। সে সময়ে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিরা এবং অল্প-বিশ্বাসী লোকেরা অসহিষ্ণু হইয়া সেই শুভ কার্য্যকে পরিত্যাগ করেন; বলেন যাহাদিগের উপকারের জন্য করিব, তাহারাই যখন বুঝে না তবে তাহারা মরুক। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত তখন বলেন—"মন তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও। যদিও লোকে তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেছে না, যিনি তোমার সদভিসন্ধি জানা আবশ্যক তিনি ত জানিতেছেন, তবে তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও। তুমি মনে কর যে তোমার অভিসন্ধি যখন বিশুদ্ধ, তোমার সংকল্প যখন মহৎ, তখন ঈশ্বর তোমার সহায়, তিনি তোমার রক্ষক, মানবের নিগ্রহ অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। তোমার সদভিসন্ধির প্রতি অপরে অসদভিসন্ধির আরোপ করিল তাহা বলিয়া তুমি সদভিসন্ধি দ্বারা চালিত হইতে ভয় পাইও না, ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও, ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও, তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রতি নির্ভর কর।"

এইরূপ আমরা জীবনের নানা প্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া দেখিয়াছি যে যদি বিপদে পড়িয়া একবার পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি "মন! তুমি ঈশ্বরে আশ্বস্ত হও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিপদের ভার লঘু হইয়া যায়; এবং প্রাণ সেই জীবন্ত প্রেমভাবের দ্বারা আপনাকে সুরক্ষিত জানিয়া এক প্রকার পবিত্র আনন্দ অনুভব করে। জগদীশ্বর করুন আমরা রোগ শোকে, ভয় বিপদে, পাপ তাপে যেন আত্মাকে এই প্রবোধ বচন সর্ব্বদা বলিতে পারি।

খ্রীষ্টসমাজের প্রথম ৫০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

যে দিন রাত্রে যীশু শত্রু হস্তে ধৃত হন তাহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাকে ত্বরায় শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া এক দিকে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল, তিনি এক দিকে শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, অপর দিকে

নানা প্রকার প্রবোধ বচনে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের এই শেষ সপ্তাহের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে স্থানে স্থানে অশ্রুবেগ সম্বরণ করা দুষ্কর। তখন তাঁহার অবস্থা কি? তিনি তখনও গালিলিয়বাসী একজন সামান্য লোক, জগতের ধনী মানীদের সমাজে তাঁহাকে কেহ জানে না; ধর্ম্মাভিমানী য়িহুদী প্রচারকগণ তাঁহাকে নীচ বংশোদ্ভব ও অজ্ঞ বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে; কেবল কতকগুলি ধীবর, কতকগুলি সামান্য দরিদ্র লোক ও কতকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার গুণে ও তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অলোক-সামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেছে এবং তাঁহার প্রতি একান্ত মনে আসক্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। যখন দুরন্ত শত্রুগণ যীশুকে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া, একজন সামান্য প্রাণদণ্ডিত দস্যু বা তস্করের ন্যায় হত্যা করিল, তখন তাঁহার দুঃখিনী মাতা ও এই কতিপয় শিষ্য ভিন্ন তাঁহার জন্য কাঁদিবার কেহ রহিল না। যখন তাঁহার মৃতদেহ ক্রুশ কাষ্ঠ হইতে অবতারিত হইল, তখন দেখা গেল যে কতিপয় দরিদ্র লোক আসিয়া সেই মৃতদেহ কোলে করিয়া কাঁদিতেছে; এবং এক জন হতভাগিনী কুলটা যাহাকে যীশু নিজ উপদেশের দ্বারা ঘোর পাপপথ হইতে ফিরাইয়াছিলেন সে আসিয়া তাঁহার মৃতচরণে চুম্বন ও অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য ও এইরূপ কতিপয় শিষ্য রাখিয়া যীশু এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমরা শোক করিও না, আমি আবার আগমন করিব এবং ঈশ্বরের পুণ্যময় তেজ তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হইবে, ঐ তেজ তোমাদিগকে শক্তিতে দীক্ষিত করিবে এবং তোমরা শান্তি ও আশ্বাস পাইবে" তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার এই আশ্বাস বাক্যের উপরে দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে যীশু বুঝি বাস্তবিক সশরীরে পুনরাগত হইয়া জগতে রাজাদিগের ন্যায় ঐহিক সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন। তখনও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এত অনুজ্জ্বল ছিল যে তাঁহারা যীশুর বাক্যের গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেবের পুনরাগমন প্রত্যাশায় প্রতিদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থনাকেই তাঁহাদের বিপদকালের একমাত্র সম্বল করিলেন।

এইরূপে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বল ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্ম সমাজের প্রথম সূচনা দেখা গেল। এই অবস্থায় তাঁহাদের প্রথম কার্য্য এই হইল যে তাঁহারা হতভাগ্য বিশ্বাসঘাতক জুডাসের স্থানে—যে ব্যক্তি ত্রিংশৎ মুদ্রার লোভে যীশুকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দিয়াছিল—অধিকাংশের সম্মতিতে আর এক জনকে মনোনীত করিয়া প্রেরিত সংখ্যা দ্বাদশ জন পূর্ণ করিলেন। এই দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য অপর শিষ্য মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্য প্রার্থনা ও ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের উৎসাহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল, এবং বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে আরও বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বাইবেলে এরূপ উক্ত আছে যে অবশেষে এক দিন শিষ্যগণ দেখিলেন যে হঠাৎ প্রকাণ্ড বায়ু উপস্থিত হইয়া এক আশ্চর্য্য অগ্নি-শিখা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল। তাঁহারা সেই অগ্নিদ্বারা অভিষিক্ত হইলেন। ইহার আধ্যাত্মিকভাব গ্রহণ করিয়া এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহাদের অন্তরে এক আশ্চর্য্য পবিত্র অগ্নির আবির্ভাব হইল। যাহারা দুর্ব্বল ছিল, সবল হইয়া উঠিল, যাহারা ভীরু ছিল সাহসী হইয়া পড়িল; যাহারা লজ্জাবশতঃ কখনও কোনও উপদেশ দেয় নাই, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিল। বাইবেলে বর্ণিত আছে, যে খ্রীষ্টের প্রেরিতদিগের এই আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া চারিদিকের লোক অবাক হইয়া গেল এবং নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। যাহা হউক এত দিন তাঁহারা স্বদলের মধ্যে গোপনে গোপনে প্রার্থনাদি করিতেছিলেন, এখন হইতে প্রকৃত পক্ষে প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইল। এমন কি, এরূপ উক্ত হইয়াছে যে যীশুর একজন প্রধান শিষ্য পিটার এক দিনে তিন সহস্র লোককে জলাভিষিক্ত করিলেন।

এই আদিম খ্রীষ্টমণ্ডলী সকলে একত্রে সদানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে যিনি যীশুর প্রচারিত পথাবলম্বন করিতেন, তিনি স্বীয় সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ভ্রাতৃমণ্ডলীর সেবার জন্য দেহ মন সমর্পণ করিতেন এবং সেই মণ্ডলী মধ্যে ধনী দরিদ্র থাকিত না, সকলে সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে যথাবশ্যক অন্নবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বিশ্বাসের এই গুরুতর পরীক্ষা সত্ত্বেও দলে দলে শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমে খ্রীষ্টীয় সংখ্যা পাঁচ সহস্র হইল। এত দিন জেরুশালেম নগরবাসীগণ এই ঘৃণিত নব সম্প্রদায়ের প্রতি মনোযোগ করে নাই। রোমীয় রাজপুরুষ এবং ধর্ম্মাভিমানী য়িহুদী সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন, যে সেই দরিদ্র সূত্রধরের তনয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্প্রদায় লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যখন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল যে তাহাদের সম্প্রদায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন আবার নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। এক দিন য়িহুদী দলপতিগণ পিটার ও জন নামক দুইজন প্রেরিত শিষ্যকে বন্দী করিলেন। তাঁহাদের অপরাধের বিচারার্থ একটী সভা আহূত হইল। উক্ত সভাতে পিটার সাহসের সহিত নিজ বিশ্বাস ও মত সমর্থন করিয়া এরূপ বক্তৃতা করিলেন যে সকলে চমৎকৃত হইল। যাহা হউক এবারে তাহাদিগকে আর কোন প্রকার গুরুতর শাস্তি করা হইল না। তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

তাঁহারা বন্ধন মুক্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে পুনরায় ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করে সেই সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ভ্রাতৃমণ্ডলীর চরণে দেহ মন অর্পণ করে;

নিজের সম্বল কিছু রাখে না। ইহাতে তাঁহাদের সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। অনাথ সকল প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এ সময়ের একটী গল্প আছে। আনানিয়াস নামে এক জন দীক্ষিত শিষ্যের অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল। সে ব্যক্তির ইচ্ছা হইল যে সর্ব্বস্ব দান করার সুখ্যাতিটী লাভ করে, অথচ তাহার ঐহিক সম্পদের লোভটুকু যায় নাই; সুতরাং সে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিবার সময় গোপনে নিজের জন্য কিছু অর্থ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই কথা যখন সকলের বিদিত হইল, তখন পিটার তাহাকে ডাকাইয়া অতিশয় তিরস্কার করিলেন। বলিলেন কেহ তোমাকে যথাসর্ব্বস্ব দিতে বলে নাই, যে তুমি তোমার নিকৃষ্ট কপটতা দ্বারা ধনলোভ ও যশোলোভ উভয় প্রদর্শন করিয়াছ, তুমি খ্রীষ্টের শিষ্য নামের উপযুক্ত নও। এরূপ উক্ত হইয়াছে যে এই তিরস্কারে সে ও তাহার পত্নী গতাসু হইয়া পতিত হইল। এই সময়ে প্রেরিতগণ আরও কয়েকবার বন্দীকৃত হইয়াছিলেন।

একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যে ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইত, তাহাকে যে কেবল সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সাধারণ ধনভাণ্ডারে সেই অর্থ প্রদান করিতে হইত তাহা নহে, কিন্তু কেহ কোন প্রকার অপরাধ করিলে তাহাকে অতিশয় গুরুতর দণ্ড বিধান করা হইত। এই দরিদ্র দলে থাকিবার পক্ষে লোকের কোন প্রকার সাংসারিক লাভের আশা ছিল না; লোকে মনে করিলেই ইহাদের দল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এবং অতি গুরুতর শাস্তি ভোগ করিয়াও লোকে ইহাদের দলে পড়িয়া থাকিত কোন ক্রমেই এ দলকে পরিত্যাগ করিতে চাহিত না।

ক্রমে যখন ইহাদের দলপুষ্টি হইয়া একটী বৃহৎ সমাজের আকার ধারণ করিল, তখন প্রেরিতদিগের কার্য্য এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহারা আর সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এই সময়ে একশ্রেণীর কতকগুলি বিদেশীয় খ্রীষ্টান, যাঁহারা আসিয়া জেরুশালেম নগরস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত একত্র বাস করিতেছিলেন,—এই অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে প্রেরিতগণ স্বদেশীয়দিগের দুঃখেই অধিক দর্শন করেন বিদেশীয় ভ্রাতাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। এই অভিযোগের মীমাংসার জন্য প্রেরিতগণ উক্ত ভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া নিজেদের কার্য্যের সাহায্যের জন্য ৭ জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন, তদনুসারে সাধারণ কর্ত্তৃক ৭ জন লোক মনোনীত হইলেন। এই ৭ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রেরিতদিগের সহায় হইয়া উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচারে ও অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ষ্টিফেন ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই য়িহুদীগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া ইষ্টক মারিয়া ষ্টিফেনকে হত্যা করে। যাহারা প্রস্তর মারিয়া হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্রগুলির ভার লইয়া একজন যুবক বসিয়াছিল এবং উহাদিগকে বার বার উৎসাহিত করিতেছিল। তখন উহার নাম সল ছিল; পরে ইনিই সেন্টপল নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ষ্টিফেনের মৃত্যুর পর হইতে খ্রীষ্টীয়দের প্রতি শত্রুদলের নির্যাতনের উৎসাহ এতদূর বৃদ্ধি হইল, যে তাঁহাদের আর জেরুশালেম নগরে অবস্থিতি করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তাঁহারা শ্বাপদ তাড়িত পশুযূথের ন্যায় প্রাণভয়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পাঠক খ্রীষ্টের দরিদ্র শিষ্যদলের এই সময়কার অবস্থা একবার কল্পনার চক্ষে চিত্রিত করুন। তাঁহাদের এ পৃথিবীর সম্বল সহায় কিছু নাই, রোমকগণ তখন সে দেশের রাজা, আমাদের বর্ত্তমান রাজগণের ন্যায় তাঁহারা য়িহুদীদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহাদের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে উৎপীড়ন করিলে তাহাতে হস্তার্পণ করিতেন না, এই জন্য খ্রীষ্টীয়দের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিল না, তাঁহারা যেখানে যান সেই খানে প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহাদিকে উৎপীড়ন করে, কিন্তু তাহারা যে ঘটনাকে আপনাদের ঘোর দুঃখের কারণ বলিয়া গণ্য করিয়া ছিল, সেই ঘটনাই তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে আশ্চর্য্য সহায়তা করিল, জেরুশালেমনগর জুডিয়া দেশের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয়গণ জেরুশালেম নগরে যতদিন বদ্ধ ছিল ততদিন তাহাদের ধর্ম্ম দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা যখন উৎপীড়নের ভয়ে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, তখন এক এক জন লোক এক একটী পরিবার এক একটী জীবন্ত বীজের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নূতন ধর্ম্ম মত প্রচার করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে আবিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী সৃষ্ঠ হইতে লাগিল।

এদিকে টার্সনবাসী সেই যুবা পুরুষ, যে ষ্টিফেনের হত্যাতে এত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল, উৎসাহের সহিত জেরুশালেম নগরবাসি খ্রীষ্টীয়দিগকে নির্যাতন করিতে ব্যস্ত আছেন, তাঁহার দৌরাত্ম্যে খ্রীষ্টীয়গণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে এক দিন পল শুনিলেন যে কতকগুলি খ্রীষ্টান জেরুশালেম হইতে পলায়ন করিয়া ডামস্কস নগরে আশ্রয় লইয়াছে এবং আপনাদের ঘৃণিত মত প্রচার করিতেছে। অমনি পল সেখানে গিয়া তাহাদিগকে নির্যাতন করিতে কৃত সংকল্প হইলেন এবং য়িহুদী দলপতিদিগের নিকট অনুমতি ও অধিকার লইয়া ডামসকসের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যখন একাকী চিন্তাকুল চিত্তে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দীপ্তি তাঁহার চক্ষের নিকট প্রকাশিত হইল। তিনি তাহার আলোকে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে কয়েক দিনের জন্য তাঁহার দর্শন শক্তি ছিল না। সেই আলোকের মধ্য হইতে এক গম্ভীর ধ্বনি তাঁহাকে বলিল "পল, পল তুমি কেন আমাকে নির্যাতন কর," ইহা বাইবেলের বর্ণনা। আমরা ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া এই মাত্র বুঝি সেই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম হঠাৎ সত্য বলিয়া পলের নিকট প্রকাশিত হইল, ইহা যেন এক অপূর্ব্ব আলোকের ন্যায় তাঁহার আত্মার দৃষ্টিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কি কাজে যাইতে ছিলেন আর কি ভাব হৃদয়ে আসিল সুতরাং একেবারে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আত্মার মহত্বের প্রধান চিহ্ন এই যে

এই দিন হইতে তাঁহার জীবন স্রোত ফিরিয়া গেল। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া ধুলিসাৎ হইয়া গেল। যে পলের জ্ঞানদর্পে বসুমতী কম্পমান ছিল, তিনি সেই জ্ঞানকে, সেই সম্পদ ঐশ্বর্য্যকে মানবের পরিত্যক্ত ঘৃণিত বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যিনি নিজে খ্রীষ্টীয়-দিগকে নির্যাতন করিতে ছিলেন, নগর হইতে নগরান্তরে পশু-যূথের ন্যায় বিদ্রাবিত করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তিনি তখন অসহ্য প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য নিজের পৃষ্ঠদেশকে প্রস্তুত করিলেন।

ইহার পর পলের কি কষ্টের দিন উপস্থিত হইল। তিনি য়িহুদী দলের এক জন প্রধান ব্যক্তি ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। নিজ দলে তাঁহার সুখ সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু এখন তিনি একেবারে ফকীর হইলেন। প্রথমে তিনি বিনীত হইয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দ্বারে শরণাপন্ন হইলেন কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল সুতরাং তাঁহারা সহসা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। পল অনন্যগতি হইয়া বহুদিন একাকী ভজন সাধনে যাপন করিলেন। অবশেষে বার্ণাবাস নামক একজন প্রধান শিষ্য তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাহাকে যেরুশালেমের প্রেরিতদিগের নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা তখন তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ইহার পর পল বার্ণাবাসের সহিত ও অপর দুই এক জন প্রচারকের সহিত মিলিত হইয়া নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চারি দিকে খ্রীষ্টীয় ভজনালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল।

এত দিন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম য়িহুদীদিগেরই মধ্যে প্রচারিত হইতেছিল। এক্ষণে খ্রীষ্টীয়গণ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়াতে য়িহুদী ভিন্ন অন্যান্য জাতিদিগেরও মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল। ইতিহাস লেখক বলেন যে এ সময়ের য়িহুদী খ্রীষ্টীয়গণ বাহিরে য়িহুদী ধর্ম্মের আচরণ করিতেন। য়িহুদী ধর্ম্মালয়ে গিয়া উপাসনা করা, বলিদান দেওয়া, ধূপ ধুনা দগ্ধ করা, তাঁহাদের ব্রত নিয়ম উপবাসাদি পালন করা, এ সকল বিষয়ে য়িহুদী রীতি নীতি রক্ষা করিতেন অথচ অন্তরে অন্তরে খ্রীষ্টের প্রচারিত সত্য সকল অবলম্বন করিতেন, যখন খ্রীষ্ট সমাজের সীমা বিস্তৃত হইতে লাগিল, যখন য়িহুদী ভিন্ন অপরাপর জাতি সকল এই ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন এক গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। সে প্রশ্নটী এই, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে য়িহুদী আচরণ আবশ্যক কি না, য়িহুদীরা অন্যান্য জাতির অন্ন জল গ্রহণ করিত না, তদনুসারে আদিম য়িহুদী খ্রীষ্টীয়গণ জাতিভেদ রক্ষা করিতেন। ক্রমশঃ।

---

* চরিত রহস্য।

(মার্টিন লুথারের জীবনের দ্বাদশটী চিত্র)

১। কাঠুরিয়া, স্ত্রীর সহিত পাহাড়ের উপরিস্থিত বনে কাঠ কাটিতে যাইত, তাহাদের একটী চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র ও সাহায্যের জন্য সঙ্গে গমন করিত। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তারিখে এই বালকের জন্ম হয়। পার্থিব ধন কাঠুরিয়ার ছিল না বটে, কিন্তু ধর্ম্মভাব অতিশয় থাকাতে, তাহাদের পুত্রকে ঈশ্বর-পরায়ণ করিয়া তুলিতে এবং সুশিক্ষিত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এই বালকই মার্টিন লুথার, চারি বৎসর বয়সের সময় লুথারকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়; শিক্ষক মহাশয় সাক্ষাৎ যমাবতার, কথায় কথায় বেত্রাঘাত, আর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় সর্ব্বদাই মুখ ভার করিয়া আছেন। লুথার প্রহারের ভয়ে এক এক সময় পলায়ন করিতেন, আবার মা মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া পাঠাইয়া দিতেন। শিক্ষক যখন ঈশ্বরের কথা বলিতেন, তখন সকল বালকেরই মনে এই ধারণা হইত যে ঈশ্বর রাগী বিচারপতির ন্যায় সর্ব্বদাই মানুষের ত্রুটী ধরিতে ব্যস্ত এবং মানুষকে শাস্তি দিবার জন্য বেত্র উঠাইয়া বসিয়া আছেন। লুথার বলিয়াছেন ঈশ্বরের নাম শুনিলে আমার ভয়ে গা শিহরিয়া উঠিত।" এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ কাটিয়া গেল, অথচ লুথারের যথার্থ শিক্ষা কিছুই হইল না। কিন্তু এইরূপ কঠোর শাসনে শিক্ষালাভ করিয়া এই সুফল লাভ হইল যখন সংস্কারক নামে পরিচিত হইয়া লুথার স্বদেশে বহু মানাস্পদ হইলেন, তখন বিদ্যালয়ের অবস্থা উন্নত করিতে এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে সুশিক্ষার সুবিস্তার করিতে, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সদুদ্দেশ্যে ক্লেশ স্বীকার করিলে, সে ক্লেশ কখনও ব্যর্থ হয় না, ইহাতে আমরা এই বুঝিতেছি।

২। এরূপ বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লুথারের পিতা লুথারকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় লুথারের কয়েকজন আত্মীয় ছিলেন। পিতা আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই লুথারকে থাকিতে এবং খাইতে দিবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। লুথার দূর দেশে গিয়া বিপদে পড়িলেন, তখন নিরাশ হইলে কি হইবে, যখন ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠিত তখন অন্যান্য দরিদ্র লোকদিগের দেখাদেখি সঙ্গীত গান করিয়া পথে পথে আহার্য্যদ্রব্য ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেন। একদিন বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, খাদ্য মেলে না, লুথার অন্যান্য বালকের সহিত একটী সুসজ্জিত গৃহের নিকটে গিয়া গান গাহিয়া "ঈশ্বরের নামে কিছু খাইতে দাও" এই বলিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। ভিক্ষা না দেও সে এক কথা, কিন্তু কে জানিত 'দূরহ! দূরহ!" বলিয়া তাহাদিগকে কটু কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিবে। মার্টিন লুথারের চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি ভাবিলেন, একটু লেখা পড়া শিখিবার জন্য ভিক্ষা করিতেছি, ইহাতেও লোকে ঘৃণা করে! তবে কি পিতার নিকট ফিরিয়া যাইব?" যে গৃহের নিকটে দাঁড়াইয়া লুথার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন এবং অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছিলেন, তাহার অধিবাসিনী দয়া পরবশ হইয়া লুথারকে গৃহে আহ্বান করিলেন। তদবধি লুথারের ক্লেশ ঘুচিয়া গেল। ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও লুথার নিজের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর আমরা সংসারের

সকল প্রকার সুখের মধ্যেও নিজেদের উন্নতি করিতে পারি না।—হায়! হায়!

৩। আরফার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালীন লুথার এক দিন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত পুস্তকালয়ের পুস্তকাবলী দেখিতেছিলেন। একখানির পর আর একখানি পুস্তক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একখানি বৃহৎ লাটিন পুস্তকের উপরে তাঁহার চক্ষু পড়িল তিনি পড়িলেন "বিব্লিয়া সাক্রা" অর্থাৎ পবিত্র পুস্তক। বহুকালের হারান ধন পাইলে মানুষ যেমন আহ্লাদ সহকারে চমকিয়া উঠে এবং চমকিয়া অপার আহ্লাদে ডুবিয়া পড়ে, লুথারের মনেও সেইরূপ ভাবের উদয় হইল। লুথারের সময়ে ধর্ম্ম জগতে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় বিশেষের একচ্ছত্র রাজত্ব চলিতেছিল। রোমনগরীর পোপ এই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় এবং তাঁহারই অনুগত পুরোহিত সম্প্রদায় এই শ্রেণীর স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সাধারণ লোকের ধর্ম্ম গ্রন্থ দেখিবার অধিকার ছিলনা, পোপের আদেশানুসারে পুরোহিতগণ যাহা বলিতেন, তাহাই সাধারণ লোকের নিকট অভ্রান্ত সত্য। লুথার এই গ্রন্থ দেখিতে পাইয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন, যে তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, পড়িয়া দেখিলেন,—পোপ এবং তাঁহার মন্ত্রীশিষ্যগণ যাহাকে সত্য শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিতেছেন আদি গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তখন তিনি এই গ্রন্থের মূল্যবান সত্য সকল জগতে প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তাঁহারই সে সঙ্কল্প আমরণ তিলমাত্র বিচলিত হইলনা। আজ তাঁহারই চেষ্টাতে খ্রীষ্টিয়ান জগতের অধিকাংশ স্থান প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী।

৪। যথাসময়ে লুথার আরফার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আইন পড়িতে পরামর্শ দেন, তদনুসারে লুথার ব্যবহার শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একদিন প্রাতে শুনিতে পাইলেন তাঁহার প্রিয় বন্ধু আলেক্সিসকে কে যেন অস্ত্রাঘাতে বিনাশ করিয়াছে। শুনিবামাত্র লুথার ব্যগ্র হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন। জনতা ভেদ করিয়া লুথার মৃতপ্রায় বন্ধুকে বাহুতে ধরিলেন, এবং তাঁহার জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বর সে প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন না। তখন লুথার সাংসারিক জীবনে বিতৃষ্ণ হইয়া পুরোহিতের ধর্ম্মব্রত জীবনকে আশ্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বলিলেন "হে প্রভো! তুমি আমাকে আহ্বান করিতেছ, তাহা বুঝিয়াছি; তবে কি আর সংসারের আশা, উচ্চপদ, মান সম্ভ্রমের কামনা আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? আমি আর এসব চাইনা। আমি তোমাকে চাই, আমি স্বর্গ চাই।"

৫। লুথার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীরা এরূপ একজন কৃতবিদ্য যুবককে আপনাদের দলে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু সম্মান প্রদর্শন করিলে পাছে আশ্রমের অমর্য্যাদা হয়, এই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে শারীরিক শ্রমসাধ্য কঠিন অথচ সামান্য কাজে নিযুক্ত করিলেন। গৃহমার্জ্জন, বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীদিগের সেবা, ভিক্ষা বৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যে লুথারের সমস্ত সময় যাইত, অথচ যতটুকু সামান্য অবকাশ পাইতেন, তাহাও পুস্তক পাঠে বা আধ্যাত্মিক চিন্তায় কাটাইতে পাইতেন না। আশ্রমের অধ্যক্ষ, লুথারকে কখন ও পাঠ করিতে দেখিলে, পুস্তক কাড়িয়া লইতেন এবং বলিতেন 'আঃ অত পড়া কেন? পড়িলে আশ্রমের কোনই উপকার হইতে পারেনা, ওর চেয়ে বরং কিছু টাকা, কি ডিম্ব, কি মাছ যদি ভিক্ষা করে আন, তা হলে ভাল হয়।"—এইরূপে ভয়ানক কষ্টের মধ্যে থাকিয়া লুথারের সন্ন্যাসাশ্রম শেষ হইল।

৬। সন্ন্যাসাশ্রম শেষ হইল বটে কিন্তু বাহিরে তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ গেলনা। এই সন্ন্যাসীর বেশে তিনি একদিন উইটেমবর্গ নগরের কনফেশনাল অর্থাৎ পাপ-স্বীকার করিবার স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অনেক পুরুষ এবং স্ত্রীলোক তৎকালীন প্রথা অনুসারে আপন আপন পাপ স্বীকার করিতেছে। কেহ বলিল "আমি চোর" কেহ বলিল "আমি ব্যাভিচারী," কেহ বলিল "আমি অযথা সুধে ঋণদান করি। লুথার সকলকেই বলিলেন "পাপ পরিত্যাগ কর এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে সৎপথে চল।" যাহারা মৌখিক অনুতাপ করিয়াছিল, তাহারা পাপ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। লুথার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'সেকি?" পুরুষ এবং রমণীগণ এক এক খণ্ড কাগজ লুথারকে দেখাইল। তাহাতে লেখা ছিল "এই কাগজের ক্রেতাদিগের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হইবে।" লুথার কাগজগুলি হস্তে লইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, ধর্ম্ম জগতে ক্ষমতার এরূপ ব্যভিচার হইতে পারে, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং কাগজগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন "অনুতাপ না করিলে, নিশ্চিত মৃত্যু!" সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!" সেই কথা পোপের আদেশ প্রাপ্ত পাপ ক্ষমা-পত্র-বিক্রয়কারী টেজেলের কর্ণে গেল। টেজেল তখন সকলকে আহ্বান করিয়া ক্ষমাপত্র বিক্রয় করিতেছিলেন, এই অসমসাহসের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে আদেশ করিলেন, এবং অগ্নির ন্যায় আরক্ত লোচনে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "যে পাষণ্ড এই সকল ক্ষমাপত্রের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করিবে, তাহাকে এই অগ্নিতে দগ্ধ করিব।" এদিকে লুথার ভাবিলেন "কি! পরিত্রাণ বিষয়ে ব্যবসায়? ইহার জন্য আবার ঢকা নিনাদ করিয়া লোককে আহ্বান করা যাইতেছে? যদি জীবিত থাকি, তোমার ঢকার ছিদ্র করিয়া তবে অন্য কাজ।" কিছুকাল অতিবাহিত হইলে উইটেমবার্গের ভজনালয়ে কোন উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হইল। লুথার সুযোগ বুঝিয়া পোপের বিরুদ্ধে এবং আপনার মত ব্যাখ্যা করিয়া ৯৫টী মূলমত-পূর্ণ একখানি বিশ্বাস-পত্র উইটেমবার্গের ভজনালয়ে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহার কি ফল হইবে, লুথার তাহা চিন্তা করেন নাই। অচিরাৎ তাঁহার বিশ্বাস-পত্র দেখিবার জন্য লোকের জনতা পড়িয়া গেল। অল্পসময়ের

মধ্যেই সমগ্র জর্ম্মান দেশময় তাঁহার নাম ও তাঁহার বিশ্বাস-পত্রের কথা প্রচারিত হইল। লুথার ভাবিলেন "পোপকে জব্দ করিয়াছি"। যে অগ্নি জলিল, তাহা আর নিভিল না।

৭। রোমের পোপের কাণে লুথারের দুর্ব্ব্যবহারের কথা পৌঁছিল। এতদিনে তাঁহার সিংহাসন টলিল। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দশম লিওর আধ্যাত্মিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে একজন সামান্য লোক সাহসী হইয়াছে, ইহা কি সহ্য হয়? অচিরাৎ তাঁহার ৯৫টী মূলমতের সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া পোপ এক ঘোষণা-পত্র বাহির করিলেন,—"তোমার মতগুলি প্রত্যাহার কর অথবা নির্ব্বাসিত-প্রায় একঘরে হইয়া থাক।" লুথার কি এই ঘোষণা পত্রে ভীত হইবার লোক? গৃহে বসিয়া লুথার ভাবিলেন "কি করি? ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে লিখিব? তাহা যথেষ্ট নয়। তবে কি একটী সাধারণ সভার নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইব. তাহাও যথেষ্ট নয়।" ভাবিতে ভাবিতে লুথার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন পোপ আমার সরল মতকে দূষণীয় স্থির করিয়াছেন, আমি তাঁহার অস্তিত্বকেই দূষণীয় স্থির করিব। তাঁহার ঘোষণা পত্র আমাকে ভয় দেখাইয়াছে, আমি সেই ঘোষণা-পত্রকে দাহন করিব।" লুথারের এই সঙ্কল্পের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরদিন, ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে অধ্যাপক, ছাত্র,বণিক,বালক বৃদ্ধ, দলে দলে ভজনালয়ের পূর্ব্বদ্বারে সমাগত হইল। যে দশম লিও পোপের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কোন কার্য্যে কাহারও নিকট বাধা পান নাই, আজ তাঁহার ঘোষণা-পত্র সকলের সাক্ষাতে লুথার কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইল। "যে ঈশ্বরের সত্যের অবমাননা করে, তাহার এই দশাই হওয়া উচিত" এই বলিয়া লুথার উর্দ্ধমুখে চাহিলেন—"আকাশ এবং পৃথিবী যাঁহার সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম আমাদিগের সহায়।"

৮। সম্রাট যাঁহার পদানত সেই পোপকে অপমান করিয়া লুথার কতদিন সুস্থির থাকিবেন? অচিরাৎ জর্ম্মান সম্রাটের সভা আহূত হইল। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা রাজপুত্রগণ একদিকে উপবিষ্ট, অপরদিকে পোপের অনুচরবর্গ লুথারকে হীনপ্রভ করিবার আশায় সমুপস্থিত—রুগ্ন শরীরে লুথার সেই সভাতলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিল।—কেহ বলিল "এ লোকটা পাপীর শেষ।" অপর কেহ বলিল "ইনি পরম ধর্ম্মাত্মা।" একজন রাজানুচর বলিল "ইহা কেন বলনা, একজন সামান্য লোকের পক্ষে পোপ, রাজা, সম্রাট, এবং জগতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, এই নূতন দেখিতেছি।" লুথার একাকী সভাতলে দণ্ডায়মান, চারিদিকেই তাঁহার শত্রু, অথচ লুথার যেন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া সকলকে এমনি বুঝাইয়া দিলেন, যে তাঁহার সম্বন্ধে শত্রুতা করিতে কাহারই সাহস হইল না,—দুর্ব্বল ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মের জন্য অসাধারণ সাহস দেখিয়া, সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ পর্য্যন্ত চমকিয়া গেলেন।

৯। হারিলে কি মানুষের মনের আবেগ মেটে? লুথার জয়ী হইয়া সদম্ভে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। এই সময়ে জর্ম্মান দেশের একজন রাজা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্মমতে মোহিত হইয়া, কয়েকজন শস্ত্রধারী পুরুষের সাহায্যে লুথারকে রাজপথ হইতে আক্রমণের ছলে নিজের গৃহে আনিলেন। লুথারের সঙ্গীরা বুঝিল তিনি শত্রুহস্তে পড়িলেন, অথচ লুথার নির্ব্বিবাদে বন্ধুর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এরূপ না করিলে লুথারের বাঁচিবার উপায় ছিল না। লুথার বন্ধু-গৃহরূপ কারাগারে বসিয়া পোপের ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, তাঁহার জলন্ত লেখনীপ্রসূত উক্তি পাঠ করিয়া অনেকেই বুঝিল, লুথার আজিও জীবিত আছেন। নির্জ্জনে বসিয়া লুথার বাইবেল গ্রন্থ জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১০। লুথার এতদিন অবিবাহিত ছিলেন। পোপের অনুচরগণ বিবাহ করিতে অধিকারী ছিলেন না। লুথার এই মতকে দূষণীয় বলিয়া স্থির করিলেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে নিজের মতকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। বিবাহ কাহারও চরম লক্ষ্য হউক এ কথা আমরা বলি না, কিন্তু যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে একজন সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যে অবিবাহিতের নীরস জীবন অপেক্ষা অধিকতর সরল গতিতে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? বিবাহ করিয়া লুথার সন্ন্যাসাশ্রমের মস্তক চূর্ণ করিলেন।

১১। লুথারের বিবাহিত জীবন বড়ই সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। লুথার নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া স্ত্রী পুত্রদিগের নিকটে বীণাসংযোগে গান করিতেন এবং গান শেষ হইলে সকলের দিকে তাকাইয়া বলিতেন "স্বামী স্ত্রী যেখানে একমত হইয়া শান্তিতে বাস করে, তাহা অপেক্ষা সুখের অবস্থা, মধুময় অবস্থা আর নাই। ঈশ্বর মনুষ্যকে যত বস্তু দান করিয়াছেন, তাহার জ্ঞান এবং ভক্তির পরেই এইরূপ জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় অবস্থা।

১২। আর একটী চিত্র। লুথার মৃত্যু শয্যায় শয়ান। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লুথার মৃত্যুশয্যা পাতিয়াছেন। সঙ্কট পীড়ার সূচনা হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তিনি ৪ বার বক্তৃতা করেন এবং ২০টী ধর্ম্মালোচনাতে যোগ দেন। অবশেষে মৃত্যুর লক্ষণ সকল দেখা দিল;—লুথার প্রার্থনা করিলেন। পরে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "পিতঃ! আমায় ধর—সত্যস্বরূপ তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।"—আর কথা বাহির হইল না। তাঁহার বন্ধুগণ গাত্র-স্পর্শ করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর নাই; তাঁহারা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তাঁহার পার্থিব জীবনের উপরে কালের যবনিকা পড়িয়া গেল।

স্বর্ণরেণু।

৮।

কাহাকেও কোন বিষয় শিক্ষা দিবার সময় বা কাহারও সহযোগিতায় কোন কার্য্য করিবার সময়, তাহার কোন

ত্রুটিতে উপহাস করিওনা। কারণ হঠাৎ বুঝিবার ভ্রম বশতঃই হউক, অথবা অজ্ঞতাবশতঃই হউক, পরিহাস সর্ব্বদাই নিন্দনীয়। অবোধকে ধীরভাবে শিক্ষা দিবে—কার্য্য করিবার প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে; ইহাতে বিশেষ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহা জানি; কিন্তু ঈশ্বর কত সহিষ্ণু স্মরণ কর দেখি, কত অত্যাচার করিতেছি তথাপি ঈশ্বর কেমন ধীরভাবে শিক্ষা দিতেছেন! আমরা কি সেরূপ হইতে চেষ্টা করিব না?

৯।

অন্তঃকরণ যখন কোন কারণে ম্রিয়মাণ হয়, নিরাশা এবং নির্জীবতা যখন ব্যাধিরূপে আত্মাকে ছাইয়া ফেলে, আহা! তখন যদি স্মরণ থাকে যে প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে করণীয় কার্য্য, আমাদিগের জন্য রহিয়াছে, তাহা হইলে কি আর দুঃখ থাকে! অলসের মস্তিষ্ক নানারূপ দুর্ভাবনায় আশ্রয় স্থল;—কার্য্য মানুষকে দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করে, এবং প্রার্থনা তাহাকে সতেজ করিয়া তোলে। হে বন্ধু! একবার প্রাণ খুলিয়া বল দেখি "বিধাতঃ তোমার বিধান সর্ব্বদাই আমার জীবনে সফল হউক, ইহাতে 'যদি' কিংবা 'কিন্তু' নাই!" এবং এই বলিয়া কুবুদ্ধিকে তিলমাত্র আশ্রয় স্থান না দিয়া, সৎকার্য্যে লাগিয়া যাও দেখি, দেখিবে সব পরিষ্কার বোধ হইবে, আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে পারিবে, "আঃ বাঁচিলাম।"

১০।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিছুতেই তাঁহাদের মন উঠে না। তাঁহাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না সে নিজেও কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। নিজে সকলের সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিব, অথচ লোকে আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইবে, এরূপ কল্পনা করিলে চলিবে কেন?

১১।

কে আছ যে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য দয়াময় নামামৃত হস্তে লইয়া ফিরিয়া থাক? কত অভাগা সংসারে বড় হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে মরার মত পড়িয়া আছে. এমন লোকের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয় না কি? তাহারা জানে না যে তাহারা মরিতেছে, ব্যাধি অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায়, তাহাদিগকে অন্তরে অন্তরে শেষ করিতেছে। তাহাদিগের সহিত দেখা হইলে তাহাদিগের উপরে অমৃত জল ছিটাইয়া দিও, যদি কিছুমাত্র প্রাণ থাকে, ফিরিয়া আসিবে।—মৃতপ্রায় রোগীর নাসারন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করাইয়া দিলে, যদি প্রাণের চিহ্নমাত্রও থাকে, তাহা হইলেও সেই বায়ু ক্ষণকালের জন্য রোগীকে জীবিতবৎ করিয়া তোলে, তাহা যেন স্মরণ থাকে। জগতে কত [illegible] রাক্ষসী মানবাত্মাকে নরক পথে লইয়া যাইতেছে [illegible] "রেণুর" লেখক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ তা[illegible] [illegible]টীকেও ঈশ্বরের দিকে আনিতে পারেন, তাহাতেও ম[illegible]

১২।

দৈনিক কার্য্যের [illegible]লোচনা করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে কে ঈশ্ব[illegible] সাহস করিয়া বলিতে পারেন "হে প্রভো! আজ আমি লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, কাল আমাকে সেইরূপ ব্যবহারে ফেলিও।" আজ হয়ত কোন পুরুষ বন্ধুর অল্প বুদ্ধিতে পরিহাস করিয়াছি, বা কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কই নাই, বা সময় নাই বলিয়া কাহারও প্রয়োজনীয় কথা শুনি নাই, অথচ তাহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলস্যে কাটাইয়াছি, অথবা কোন মহিলার কটুবাক্যে বিদ্ধ হইয়া সমগ্র স্ত্রী জাতির নিন্দা করিতে বসিয়াছি, এইত আমার দৈনিক কার্য্যের তালিকা! তবে কোন্ মুখে ঈশ্বরের নিকট যাই? যেরূপ ব্যবহার চাই না, কেন সেরূপ ব্যবহার করি? একি ব্যাধি?

সখি।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব সন্নিকট। এখন হইতে ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হউন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ৫ই মাঘ শুক্রবার হইতে বিধিমত উৎসব আরম্ভ হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে চারি দিন অর্থাৎ ১লা মাঘ হইতে ৪ঠা পর্য্যন্ত চারি দিন উৎসবের জন্য হৃদয় মনকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ৪টী বক্তৃতা পাঠ করা হইবে। সমুদায় কার্য্যপ্রণালীটী নিম্নে মুদ্রিত করা গেল;—

১লা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারি সোমবার "জ্ঞান ও জ্ঞানীবৃন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ।

২রা মাঘ ১৫ই জানুয়ারি মঙ্গলবার—"ভক্তি ও ভক্তবৃন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারি, বুধবার—"কর্ম্ম ও কর্ম্মীবৃন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারি, শুক্রবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৬ই মাঘ, ১৯এ জানুয়ারি, শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্মপরিবার ও ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস সকলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা। সায়ংকালে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

৭ই মাঘ, ২০এ জানুয়ারি, রবিবার—প্রাতে উপাসনা অপরাহ্ণ ৩।৷ টার সময় বালক বালিকাদের সম্মিলন। সায়ংকালে উপাসনা।

৮ই মাঘ, ২১এ জানুয়ারি, সোমবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের বার্ষিক উৎসব।

৯ই মাঘ, ২২এ জানুয়ারি, মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণে নগরকীর্ত্তন ও শ্রমজীবিদের জন্য বিশেষ উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৩এ জানুয়ারি, বুধবার—প্রাতে ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন ভবনে উপাসনা। উপাসনা মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক উৎসব। সায়ংকালে সঙ্গত সভার বার্ষিক উৎসব।

১১ই মাঘ, ২৪এ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার—মাঘোৎসব।

১২ই মাঘ, ২৫এ জানুয়ারি, শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন। ৭॥০ টার সময় প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা।

১৩ই মাঘ, ২৬এ জানুয়ারি, শনিবার—প্রাতে উপাসনা।

১৪ই মাঘ, ২৭এ জানুয়ারি রবিবার—উদ্যান-যাত্রা। সায়ংকালে—উৎসব সমাপক উপাসনা।

সময় স্থান ও অপরাপর বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে। আবশ্যক বোধ হইলে এই প্রণালীর কোন কোন অংশও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮২-৮৩ সালের কার্য্য বিবরণ সাধারণের হস্তগত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। ঢাকার বন্ধুগণ নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যেরূপ সচেষ্ট এই কার্য্য বিবরণ পাঠে তাহার আভাস দেখিতে পাইয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। ইহাঁদের পুস্তকালয়, ছাত্র সমাজের-ধর্ম্মালোচনা সভা, উপাসনাসভা প্রভৃতি প্রত্যেকটীতেই এক এক ভাবে ঢাকার ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম জীবন গঠনের সহায়তা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আয়ব্যয়ের অবস্থা সন্তোষজনক। এই কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা আরও জানিলাম যে ঢাকার এক জন ধনাঢ্য পুরুষ তাঁহার পরলোকগত পিতার স্মরণার্থ ব্রাহ্মসমাজ গৃহের চতুঃসীমার মধ্যেই একটী 'প্রচারক নিবাস' নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। গৃহটী প্রায় শেষ হইয়া, ভগ্ন হইয়া যায়, আমরা শুনিলাম পুনর্ব্বার গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।

"ইংরাজ মার্কিন, এবং হিন্দুদিগের মধ্যে আধুনিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ" এই নামের এক খানি ফরাসী পুস্তক আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি বেলজিয়ম নগরের রাজধানী ব্রুসেলস্ নগর হইতে প্রকাশিত। আমরা ফরাসী ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নহি, তথাপি পুস্তক খানির স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া আমাদের এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে লেখক (কাউন্ট গব্লে দালভিয়েলা) বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আধুনিক ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কাউন্ট মহাশয় স্বীয় পুস্তকের প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থল ব্যয় করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমরা বারান্তরে ব্রাহ্মসমাজের তিনটী বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার কি মত, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কাকিনীয়া হইতে এক জন পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন যে বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রদ্ধাস্পদ বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া পরদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনাদি করেন। ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় নগেন্দ্র বাবু "নাস্তিকতা ভ্রমসঙ্কুল কি না?" এই বিষয়ে একটী সরস, সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলেন যে "সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর বিশ্বব্যাপিনী শক্তি সমন্বিত জীবন্ত ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত রহিয়াছেন।" ১৪ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বৈকালে "সাধু ধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে, প্রাচীনকালের একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়া, একটী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়; ইহাতে প্রাচীন দলের ২।৪টী লোক ব্যতীত সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ১৫ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন হয়। শনিবার বেলা ৪টার সময় নগেন্দ্র বাবু "ব্রহ্মোপাসনা বিধিবিহিত কি না" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন প্রতিদিনই প্রাতে ধর্ম্মালোচনা হইয়াছে। পত্র প্রেরক আরও লিখিয়াছেন যে স্থানীয় জমীদার ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী নানারূপ সৎকার্য্যে আপনার সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এ সংবাদে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার ইংরাজী ২রা ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত লক্ষণ সিংহ মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে; দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য উপাসনাদি নির্ব্বাহ করেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে বাবু লক্ষণ সিংহ নেপাল দেশবাসী। গত বৎসর ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেন, এইটী তাঁহার প্রথম সন্তান।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী প্রচারক বাবু কালীমোহন দাস সম্প্রতি আহুত হইয়া গৈলা গ্রামে গমন করেন, এবং তথায় "একতা" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। আমরা শুনিলাম তিনি আরও দুই জন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত সম্প্রতি পটুয়াখালীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর উদ্যোগে একটী সভা আহূত হয়, এবং সেই উপলক্ষে আমাদিগের বন্ধু "আমাদিগের আশা" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন, এ বক্তৃতাটীও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

লণ্ডনের ব্রাহ্মবন্ধু আচার্য্য ভয়সী সাহেব তাঁহার ভজনালয়ের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের মুদ্রাতে যেন প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে "যাঁহাদের সম্মিলিত অর্থ সাহায্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম সমাজের প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয় হইত, মৃত্যু তাঁহাদিগকে হরণ করাতে, আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। এই উপলক্ষে যাঁহার যত দূর সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সাহায্য করুন।" অর্থাভাবে ভয়সী সাহেবের হস্তের সৎকার্য্য ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইবে, ইহা বড়ই পরিতাপ, কিন্তু ভারতের দরিদ্র ব্রাহ্মেরা দীর্ঘশ্বাস এবং প্রার্থনা ভিন্ন আর কি দান করিতে পারে।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

তত্ত্বকৌমুদীর এক জন গ্রাহক এই ইংরেজি স্বাক্ষরের এক খানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রপ্রেরক উপাসক মণ্ডলীর কোন কর্ম্মচারির একটী ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে কতকগুলি তিরস্কার ও কটূক্তি করিয়াছেন, অথচ নিজ নামটী দিতে সাহসী হন নাই। আমরা এইপ্রকারের বিনামা পত্র মুদ্রিত করিতে পারি না। তবে তিনি কর্ম্মচারীর যে ত্রুটী উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিষয় তাঁহার গোচর করা যাইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া যাইবে। তাহাই বোধ হয় পত্রপ্রেরকের উদ্দেশ্য।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ।
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ রবিবার, ১৮০৫শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ৩
প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! তুমি যে ব্রাহ্মসমাজকে কৃপা করিয়া এত কাল রক্ষা করিয়াছ, তুমি যাহাকে দুর্ব্বলতার অবস্থায় বল বিধান করিয়া তোমার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ করিয়াছ, তুমি যাহাকে সংশয় ও ভ্রমের মধ্যে সত্যালোক প্রদর্শন করিয়া সত্য পথে উন্নীত করিয়াছ, তুমি যাহাতে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মজীবনের ভাব সকল নানাপ্রকারে প্রস্ফুটিত করিয়াছ, সেই ব্রাহ্মসমাজ তোমার কৃপায় ও তোমার শুভাশীর্ব্বাদে নিজ জীবনের চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া নব বর্ষে পদার্পণ করিয়া চলিয়াছে। প্রভো! আমরা তোমার কৃপার কার্য্য দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তুমি কার্য্য করিবার সময় মানবকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য কর—মানবের মধ্য দিয়াই তোমার সত্যকে ঘোষণা কর; মানবকেই তোমার প্রিয়-কার্য্য সাধনে নিযুক্ত কর। মানব দুর্ব্বল! মানব ভ্রান্ত! মানব রিপুকুলের অধীন, সুতরাং আমরা কত সময় তোমার সত্যালোক মলিন হৃদয়ে ধরিতে পারিতেছি না, কত সময় তোমার বিমল সত্যকে বিকৃত করিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিতেছি, কত সময় ভ্রান্তিবশতঃ অসত্যকে সত্য বলিয়া আশ্রয় করিতেছি, কত সময় হৃদয় মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ জীবনকে পঙ্কিল ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতেছি, অথচ দেখিতেছি যে এই সকল দুর্ব্বল লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার সাহায্যে তোমার সত্য জগতে ঘোষিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের বিগত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, তুমি গম্ভীরধ্বনিতে আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছ, যে যাহারা অকপট চিত্তে তোমার উপর নির্ভর করে এবং অকপট চিত্তে সত্যের অনুসরণ করে তুমি তাহাদিগকে নিজে সহায় হইয়া সত্য রাজ্যের দিকে লইয়া যাও। আজ আমরা বর্ষান্তে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে এই প্রার্থনা করিতেছি—"পিতা! আমরা যেন অকপট চিত্তে তোমার উপর নির্ভর করিতে পারি। সত্যের সেবাই যেন জীবনের সার হয়।

লোকের চক্ষু।—জগতের অনেক ভক্ত সাধক লোকের চক্ষুকে সাধন পথের প্রতিবন্ধক বলিয়া গণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক লোকের চক্ষু যে গূঢ় ভাবে আমাদিগকে কতদূর শাসন ও গঠন করে তাহা আমরা অনেক সময় অনুভব করি না। আমরা সচরাচর মনে করি লোকের দৃষ্টি আমাদিগের উপর থাকিলে আমাদের দুষ্ক্রিয়া সকল দমন হয়। কিন্তু নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে অতি উচ্চ উচ্চ সৎকার্য্য সকল ও লোক-প্রশংসা-প্রিয়তা দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি লোকের প্রশংসা চায়, এবং কার্য্য করিবার সময় পরোপকার বা ঈশ্বর সেবা অপেক্ষা সেই লোভ যাহার অন্তরে প্রবল থাকে, আমরা এরূপ ব্যক্তির কথা বলিতেছি না। সেরূপ ব্যক্তি ত নিকৃষ্ট-শ্রেণীগণ্য, এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট নিন্দিত। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার হৃদয় মনের অবস্থা আছে যে অবস্থাতে মানুষ নিজে জানে না যে তাহার কার্য্য কলাপের মধ্যে প্রশংসা-প্রিয়তা প্রচ্ছন্ন আছে, অথচ সেই প্রশংসা-প্রিয়তা গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার কার্য্য সকলকে নিয়মিত করে। এরূপ ব্যক্তি নিকৃষ্ট-শ্রেণীগণ্য নহে কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে তাঁহার কার্য্যের মূল্য অল্প। জগতে কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা সাধারণের প্রশংসিত। যে সকল লোকের প্রকৃতিতে লোকানুরাগ-প্রিয়তা প্রবল, তাহারা অজ্ঞাতসারে সেই সকল কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক সময় নিজেরাই তাহা বুঝিতে পারেনা। এই আকর্ষণে হয়ত তাহারা ভয়ানক স্বার্থ-ত্যাগ করে, ধর্ম্মের জন্য ক্লেশ সহ্য করে। তাহারা যখন মনে করে, যে তাহারা কায়মন প্রাণে ঈশ্বরের সেবা করিতেছে, তখন হয়ত গূঢ়ভাবে নিজেদেরই সেবা করিতে থাকে; যে স্বার্থ তাহারা ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য ছাড়িল, মনে করিতেছে, সেই স্বার্থ হয়ত নিজের কর্ণ সুখেরই জন্য ছাড়িতেছে। হৃদয় মধ্যে এই দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত থাকাতে প্রকৃত গভীর ধর্ম্মভাব চিত্তে জন্মিতে পারে না—বিমল প্রেমের উদয় হয় না। যাহাদের অন্তরে লোকচক্ষুর এরূপ কার্য্য, তাহাদের প্রকৃতি বিশুদ্ধ ভক্তির অনুকূল নয়। গভীর আত্মদৃষ্টি ও প্রার্থনা ব্যতীত এই শোচনীয় ভ্রান্তি ধরিবার উপায় নাই।

বন্ধু বান্ধবের সহিত আমরা দুই প্রকার কথা কহিয়া থাকি। কখনও কখনও দেখা যায় যে কোন একটী মনের কথা বলিবার জন্য একজন বন্ধুর নিকটে গেলাম। গিয়া দেখি অপর কেহ কেহ সে স্থানে রহিয়াছেন. তখন আর সেই গোপনীয় কথাটী বলিতে সাহস হইল না। অপর পাঁচটী বাহিরের বিষয় লইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলাম। বন্ধু বুঝিলেন যে কথাটী বলিতে আসিয়াছিলাম তাহা বলিলাম না। তাহা অপর সময়ের জন্য রাখা হইল। ভাবিলে দেখা যাইবে যে আমরা পরমেশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা করিয়া থাকি তাহার মধ্যেও দুই প্রকার প্রার্থনা থাকে। সজনে এক প্রকার প্রার্থনা করি, তাহার মধ্যে গভীর প্রাণের কথা থাকে না। সে বাহিরের ও দশজনের নিকট করিবার প্রার্থনা। অনেক সময়ে ঠিক প্রাণের প্রার্থনাটী নির্জ্জনে করিবার জন্য রাখিয়া দি। আমরা যে পরিমাণে প্রার্থনা করি, সে পরিমাণে যে জীবনের উন্নতি হয় না, তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে, আমাদের অনেক প্রার্থনা এইরূপে বাহিরের প্রার্থনা হইয়া যায়। অনেকের জীবনে দেখা যায় এইরূপ সামাজিক প্রার্থনা ভিন্ন গোপনে নির্জ্জনে নিজের মনের প্রার্থনা করিবার সময় নাই, এই কারণে তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মভাবের উন্নতি দেখা যায় না।

প্রাণের সহিত চক্ষুর অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীরের অপরাপর অঙ্গ অপেক্ষা চক্ষুই অধিক পরিমাণে প্রাণের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাণে যখন ক্লেশ হয়, চক্ষু তখন অশ্রুবারি বর্ষণ করে; হৃদয়ে যখন ক্রোধ হয়, চক্ষু তখন লোহিত বর্ণ ধারণ করে, হৃদয়ে যখন প্রেমোচ্ছাস হয়, চক্ষু তখন সেই উচ্ছসিত প্রেমের আভা প্রকাশ করে। চক্ষু শত্রুকে মিত্র করে, মিত্রকে শত্রু করে। কিন্তু ভক্তির সহিত চক্ষুর যে গূঢ় যোগ তাহা চিন্তা করিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়। হৃদয় যখন নীরস, শুষ্ক ও ভক্তিবিহীন থাকে, তখন চক্ষুর কি ক্লেশ! তখন চক্ষুর অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। চক্ষু জ্বলিতে থাকে;—রুক্ষভাবে চারিদিকে চায় ও সর্ব্বত্রই রুক্ষভাব দর্শন করে। অতি কমনীয়, অতি সুকোমল, বিষয়ও তখন চক্ষু কঠোরভাবে দর্শন করে; ধর্ম্মের অতি মধুর ভাব দেখিয়াও শান্তি অনুভব করে না। ঈশ্বরের ভক্ত চক্ষুর এই জ্বালাতে অস্থির হইয়া ঘোর যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকেন। তিনি বলেন এ দগ্ধ চক্ষু লইয়া আমি কি করিব। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া বলেন—"হে প্রভো! দেখা দেও, আমি নয়ন শীতল করি।" 'নয়নের তুমি তারা। প্রেমচন্দ্র হৃদাকাশে।" বাস্তবিক সেই অপূর্ব্ব সত্তা সলিলে স্নান না করিলে চক্ষু প্রকৃত শীতলতা অনুভব করিতে পারে না। ভক্তির অশ্রুজলে ধৌত না হইলে চক্ষুর উত্তাপ বিগত হয় না। প্রকৃত উপাসনা যে দিন হয় অর্থাৎ যে দিন সেই অপূর্ব্ব সত্তাসাগরে চক্ষু অবগাহন করিতে পায়, সে দিন চক্ষুর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে শুষ্ক চক্ষু, কঠোর চক্ষু কর্কশ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, রুক্ষভাবে নিকৃষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিতেছিল; অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। চক্ষু সুস্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহাতে এক প্রকার আশ্চর্য্য শীতলতা ও সুস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রকাশিত হইল। সত্য সত্যই ভক্তবৎসল উপাসনা ক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহার ভক্তকে ইন্দ্রজাল দেখাইয়া থাকেন। যে চক্ষুতে সে শূন্যও শুষ্ক জগতে শূন্যতা দেখিতেছিল, স্বর্গ ভুলিয়া নরক দর্শন করিতেছিল, অপ্রেম ও অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল, ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সেই চক্ষুকে মুদ্রিত হইতে বলিলেন; তাহা হইতে দুই বিন্দু প্রেমজল গড়াইয়া পড়িল, তৎপরে উন্মীলিত করিয়া দেখিতে আদেশ করিলেন, ভক্ত চাহিয়া দেখেন, যে এক আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকাশ পাইতেছে। সেই আকাশ, সেই জীব-শ্রেণীপূর্ণ জগত, সেই জন কোলাহল-পূর্ণ পৃথিবী, এই সমুদায়ের উপর যেন কি এক স্বর্গীয় আভা পড়িয়াছে। সমুদয় পদার্থ সুস্নিগ্ধ ও ইন্দ্রধনুর আভাযুক্ত বোধ হইতেছে। এরূপ অবস্থা কি সাধক অনেক সময় অনুভব করেন নাই?

নৌকাযোগে যাঁহারা কখন দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবেন যে কখনও কখনও নাবিকগণ বহিত্র ফেলিয়া জলসেচনে নিযুক্ত হইতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাওয়া যায় যে নৌকাতে "জল উঠে।" জল সেচন করিয়া না ফেলিলে কি জানি অধিক জল উঠিয়া কোন্ সময় নৌকাকে জলমগ্ন করে। নিশীথ কালে যখন নাবিক ও আরোহী সকলে নিদ্রিত, তখন এক ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া দেখে নৌকা অর্দ্ধেকের অধিক জলে পূর্ণ। তৎক্ষণাৎ সকলে সজাগ হইয়া উঠিল। "জল সেচ" "জল সেচ" রব পড়িয়া গেল। জল সেচন আরম্ভ হইল। আমাদের ন্যায় যে সকল ব্যক্তি দুর্ব্বল প্রকৃতি লইয়া ধর্ম্মজগতে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারা সছিদ্র নৌকার ন্যায়। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া সেচন করিতে করিতে যাইতে হইতেছে। যদি তাঁহারা অলস বা চিন্তাবিহীন হইয়া নিদ্রা যান, তবে অর্দ্ধ রাত্রে হয়ত জাগিয়া দেখিবেন যে নৌকা জলমগ্ন প্রায়। যে সকল সাধক চিন্তাশীল ও প্রার্থনাই যাঁহাদের চক্ষের জ্যোতি তাঁহারা নৌকাতে জল দাঁড়াইতে দিতেছেন না। কিন্তু সাধন-নৌকার জল কি? পাঠক চিন্তা করিলেই অনুভব করিবেন যে, যে সকল গূঢ় দুর্ব্বলতা হৃদয়ের তলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অল্পে অল্পে হৃদয়কে বিকৃত করে, অসাধুভাব সকলকে উৎপন্ন করে, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে ম্লান করে, সে সকল যেন সছিদ্র নৌকার জলের ন্যায়। জল যেমন নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে নৌকায় প্রবিষ্ট হয়, ঐ সকল গূঢ় দূষিত ভাব ও সেই প্রকার নিঃশব্দে হৃদয়কে অধিকার করে। ভাই! তুমি মনে করিতেছ, যে তুমি ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত আছ, তুমি বিবেকানুমোদিত কার্য্য করিতেছ, তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছ, তুমি উৎসাহের সহিত পবিত্র স্বরূপের নাম প্রচার করিতেছ, তুমি প্রভুর কার্য্যে দেহ মন অর্পণ করিতেছ, অতএব

তুমি নিরাপদ। সাবধান সাবধান অনুসন্ধান করিয়া দেখ হয়ত তোমার শয্যার তলে আত্মম্ভরিতার জল, প্রশংসা-প্রিয়তার জল, সুখাসক্তির জল, বা স্বার্থপরতার জল উঠিয়া তোমার নৌকা ভারি করিয়া তুলিয়াছে। তুমি সছিদ্র নৌকা লইয়া যাত্রা করিয়াছ ইহা ভুলিওনা। জল সেচন কর আর বাহিয়া যাও।

আমি যদি একটু দাঁড়াইবার ভূমি পাই, তবে যে হাবু ডুবু খাইতেছে তাহাকে ধরিয়া কূলের দিকে আকর্ষণ করিতে পারি। কিন্তু আমি যখন নিজে অতল জলে পড়িয়া সন্তরণ দিতেছি, তখন আমার দুর্ব্বল হস্তে আমি কয়জনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি। আমার বক্ষঃ ভারিয়া যায়, আমার দেহের বল অবসান হয়; আমার আকর্ষণের শক্তি হ্রাস হয়, আমি ও সেই ব্যক্তির সহিত ডুবিতে আরম্ভ করি। এই কারণেই ধর্ম্ম রাজ্যে সিদ্ধ পুরুষেরাই অপরকে প্রকৃত ভাবে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। অসিদ্ধ ব্যক্তিরা এক ব্যক্তিকেও কূলে উঠাইতে পারে নাই। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ কাহাকে বলে? যিনি বিশ্বাসের ভূমি পাইয়াছেন, যিনি সেই সত্য জ্যোতিতে আশ্রয় পাইয়াছেন, যাঁহার সংগ্রাম জয়ে পরিণত এবং অনুতাপ আশা ও আনন্দে পরিণত হইয়াছে, তিনিই ধর্ম্মজগতে সিদ্ধ পুরুষ।

একদিন যীশু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে এক স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার বিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে একজন কুলটা স্ত্রীলোক যে তাঁহার উপদেশের দ্বারা নবজীবন লাভ করিয়াছিল,—আসিয়া চক্ষুজলে তাঁহার চরণ অভিষিক্ত করিয়া নিজের কেশজাল দ্বারা সেই চরণ মুছাইতে লাগিল। ইহাতে সমাগত লোকদিগের কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং তিনি এরূপ ব্যক্তিদিগকে প্রশ্রয় দেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতে লাগিল। তিনি উত্তর করিলেন "উহার প্রেমই উহার অপরাধ ক্ষালন করিতেছে।" আপন আপন মনকে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেই এই উক্তির গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ সেই নারী কি ভাবে যীশুর প্রতি এত অনুরাগ প্রকাশ করিতেছিল, তিনি কি প্রকৃতির লোক তাহা কি সে জানিত না? তাঁহার প্রতি এই গাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করাতে কি এই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছেনা, যে সাধুতার মূল্য সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সাধুতার প্রতি যাহার গাঢ় আস্থা, সে কি অসাধু? তাহার জীবনে কি ধর্ম্ম ভাবের জন্ম হয় নাই? এই ধর্ম্মভাব টুকুর জন্ম দেখিয়া যীশু সেই নারীর প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "উহার প্রেমই উহার সব দোষ ক্ষালন করিতেছে।" সাধুতার প্রতি যে প্রেম প্রদর্শন করে, তাহার সেই ভাবকে রক্ষা করা ও পোষণ করা ধার্ম্মিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

প্রাচীন মাসিডোনিয়াধিপতি যুবরাজ সেকন্দর সাহের জননী অতিশয় দুর্বৃত্তা ছিলেন। তাঁহার উপদ্রবে রাজকর্ম্মচারিগণ কার্য্য করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বিদেশ-গত যুবরাজকে সর্ব্বদাই পত্র লিখিয়া অনুযোগ করিতেন। ইহাতে কুমার বিরক্ত হইয়া একবার লিখিলেন—"আমার মাতার নামে অভিযোগ করিওনা, সকল অত্যাচার সহ্য কর। আমার জননীর একবিন্দু নেত্র জল তোমাদের শত সহস্র পত্রকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে।" এই প্রাচীন আখ্যায়িকাটী অনেকে শুনিয়াছেন। বুদ্ধিমান সেকন্দর সাহ কি নিজের মাতার দুর্ব্বিনীততার কথা জানিতেন না? কিন্তু সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না কেন? প্রেমের এমনি স্বভাব যে ইহা সমস্ত দোষকে ভুলাইয়া দেয়। মাতা যাহা হউন না কেন, তিনি অকৃত্রিম বাৎসল্যের সহিত পুত্রকে ভাল বাসিতেন। সেই স্নেহের এমনি গুণ যে তাহা প্রাণকে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই প্রেমের শক্তি যে ব্যক্তি একবার প্রাণে অনুভব করিয়াছে সে ইহার পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই পাশে বদ্ধ হওয়া মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাহারা এই স্নেহ রজ্জুতে বদ্ধ হয় না যাহারা ইহাকে সহজে ছিন্ন করিতে পারে, যাহারা ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারে, আমরা জনসমাজে তাহাদিগকে বিকৃত প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। যতই চিন্তা করা যায় ততই দৃষ্ট হয় যে মানবহৃদয়কে বদ্ধ করিবার একমাত্র রজ্জু প্রেম! শক্তি ও প্রতিভা লোককে চমৎকৃত করিতে পারে স্বার্থ লোকের সাহায্যকে ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু যে মন্ত্রে লোকের হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায় তাহা প্রীতি। যদি প্রেমিক হও তবে অপরকে বাঁধিতে পারিবে। এই পুরাতন সত্য কত সময় আমরা বিস্মৃত হইয়া থাকি। ইহাকে ভুলিয়া মানবহৃদয়কে বাঁধিবার জন্য অন্য কত রজ্জু সৃষ্টি করিয়া থাকি।

কখন কখনও দেখি নিবিড় বনের মধ্যে কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে একটী ফুল ফুটিয়াছে। সচরাচর পুষ্পের যে সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র বর্ণ থাকে সে পুষ্পটীর তাহা নাই। কিন্তু সে গন্ধে বন আমোদিত করিয়াছে; তাহারই আকর্ষণে লোক আকৃষ্ট হইয়া কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ও সেই বনের মধ্যে গমন করিতেছে। জনসমাজে এই প্রকৃতির লোক মধ্যে মধ্যে দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের চরিত্রে অনেক কণ্টক আছে, যে জন্য তাঁহাদের নিকটে থাকা ক্লেশকর বোধ হয়, হয়ত কাহারও প্রকৃতি উগ্র, হয়ত কাহারও কথা কহিবার রীতি কর্কশ, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান সৌরভ এই যে তাঁহারা অকপট চিত্তে যাহা সৎ বলিয়া জানেন, তাহার সেবা করিয়া থাকেন। অকপট চিত্তে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, ও তাঁহার পথে চলিবার ইচ্ছা করেন। এই অকপট ভাবটুকু তাঁহাদের চরিত্রের সৌরভ। সেই জন্য আমরা কণ্টকের জ্বালা সহ্য করিয়াও এরূপ লোকের নিকট গিয়া থাকি; এবং ক্ষত বিক্ষত হইয়াও ইহাঁদের সহবাস প্রার্থনা করি। বাস্তবিক এই অকপট

ভাবটুকুই মানব মনের সৌরভ। এই টুকু যেখানে আছে সেইখানেই সকল সদনুষ্ঠান সকল হয়। এই টুকুর প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে।

বর্ষান্তের আলোচনা।

ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে দেখিতে চতুঃ পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়া চলিল। ইহার ঘটনাময় জীবনের আর এক বৎসর অতিবাহিত হইল। বর্ষান্তে একবার চিন্তা করি আমরা কোন দিকে যাইতেছি, বিধাতার মঙ্গল বিধি আমাদের অপূর্ণতা, দুর্ব্বলতা, ও মনের হীনতা নিবন্ধন কত দূর ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইতেছে।

সর্ব্বাগ্রেই আজ প্রত্যেক ব্রাহ্ম বিশ্বাস নেত্রে দর্শন করুন যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তই এই ব্রাহ্ম সমাজকে চালিত করিতেছে। আমরা কি দেখিয়া এমন আশাজনক কথা বলিতেছি? বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের যে অবস্থা তাহা দেখিয়া কি আমরা আত্মগৌরবে স্ফীত হইতেছি? না তাহা নহে, এই পত্রেই বার বার প্রদর্শিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আজিও সমুচিতরূপে প্রচারিত হয় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভারত খণ্ডের কোটি কোটি অধিবাসীর লক্ষ ভাগের এক ভাগকেও ব্রাহ্ম সমাজ স্পর্শ করিয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও যে নিতান্ত সন্তোষজনক তাহা নহে। যে দিন না আমাদের নিজ দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া ক্ষোভ করিতে হয়, সে দিনই নয়। যতই জগদীশ্বর আমাদের উপর গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেছেন, যতই তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগকে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন, ততই আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি যে আমাদের শক্তি সামর্থ্য এবং আমাদের হৃদয় মন এই সকল গুরুতর ব্রত পালনের উপযোগী হয় নাই, আমাদের মন নিবীর্য্য, হৃদয় দুর্ব্বল ও বিবেক মলিন, আমরা তাঁহার সেবার উপযুক্ত নহি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ কোথায়! আর আমাদের বর্ত্তমান সমাজ কোথায়! ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্রতা ও উন্নতি কোথায় আর আমাদের এই হীনতা, দুর্ব্বলতা কোথায়! তবে কেন বলিতেছি এই ব্রাহ্ম সমাজের উপর ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দর্শন কর। ব্রাহ্ম সমাজের বিগত ইতি বৃত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই এরূপ কথা বলিতেছি। সেই ইতিবৃত্তের দিকে চাহিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কি দেখিতে পাই না যে কি এক আশ্চর্য্য প্রণালীতে কি এক অপূর্ব্ব নিয়মে, অসত্যের মধ্য হইতে ঈশ্বর এই সমাজকে সত্যের দিকে আনিয়াছেন। এই সত্য সংগ্রামে কোন পার্থিব বল ইহার সাহায্য করে নাই। বরং যখন পার্থিব বল সহায় ছিল, যখন ধনী মানীগণ ইহার সভ্য ছিলেন, তখন ইহার দুর্ব্বলাবস্থা ছিল, কিন্তু যখন মানবের প্রেম, বিশুদ্ধ ভক্তি, ও অকপট বিশ্বাসের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইল, তখন হইতেই ইহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির দিন উপস্থিত হইতে লাগিল। আমরা আজ পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিতেছি, যে ইহার অভ্যুদয়ের দিন অবধিই লোক ইহার বিরোধী, এক সময়ে এই শিশু সমাজকে পদদলিত করিবার জন্য দেশের প্রবল পরাক্রান্ত সমাজপতিগণ চক্রান্ত করিয়াছিলেন, ধন বল, লোক বল, কটূক্তি বল, সকল বলই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন বলেই ইহাকে নিধন প্রাপ্ত করিতে পারিল না। কে ইহাকে রক্ষা করিলেন, কে সেই সংগ্রাম মধ্যে ইহাকে শত্রুর সম্মুখীন হইতে সমর্থ করিলেন? অগণ্য ত্রুটি, পদ স্খলনের মধ্য দিয়া কে আমাদিগকে ধীরে ধীরে স্বর্গ রাজ্যের পথে অগ্রসর করিলেন? হে ব্রাহ্ম! হে ব্রাহ্মিকা! অবিশ্বাসী হইও না, অকৃতজ্ঞ হইও না, তোমাদের বাধা বিপত্তি, দুঃখ দুর্দ্দশা, ত্রুটিহীনতার মধ্যেও ঈশ্বরের কৃপার হস্ত দর্শন কর! ব্রাহ্মসমাজে যাহা হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের কৃপাতেই হইয়াছে; যাহা হয় নাই, তাহা আমাদের কুৎসিত জীবনের জন্যই হয় নাই। ঈশ্বরকে মঙ্গল বিধাতা বলিতে কুণ্ঠিত হইও না, কত সময় তাঁহার কৃপা আমাদের জীবনের প্রতিকূলাবস্থার জন্য ব্যর্থ হইয়া যায়, সে কি বিধাতার দোষ; না আমাদের সাংসারিকতাপূর্ণ ইন্দ্রিয় পরায়ণ পৃথিবীর কীটস্বরূপ, পার্থিব জীবনের দোষ? ঐ নিঃশব্দে বৎসর শেষ হইয়া যাইতেছে, কত কাজ করিব বলিয়া বৎসরের প্রারম্ভে আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু অনেক কাজ আজিও অসম্পাদিত থাকিয়া গেল। কত কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল, ব্রাহ্মসমাজ তাহাতে আজিও হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় জনবলের সম্মুখে আজ ঈশ্বর অনন্ত প্রসারিত কার্য্য ক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন ঐ হৃদয়ের দ্বারে স্বর্গের নিমন্ত্রণ আসিতেছে! শোন! বিশ্বাসের কর্ণে শ্রবণ কর! ওই শোন, বিধাতা তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন। "খাটিয়া যাও! বাঁচিয়া যাও! কোটী লোকের শক্তি আজ সম্মিলিত হইয়া আমার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক, নতুবা এ অসাড় দেশের প্রাণে সজীবতা আসিবে না, নতুবা এ মৃত দেহে প্রাণ পাইবে না।" ক্ষেত্র বিস্তৃত, কিন্তু খাটিবার লোক নাই। আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্য প্রচারক প্রচারিকা না হইলে চলে না। মুডী এবং স্যানকির সম্মিলনের সংবাদ শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। স্যানকি কোন অর্থোপার্জ্জনের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, মুডী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন মুডী স্যানকির সুন্দর স্বর শুনিয়া মোহিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্যানকি সেই নিমন্ত্রণ শ্রবণ করিয়া পার্থিবতার প্ররোচনায় প্রথম প্রথম অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু যখন মুডী বলিলেন "তোমাকে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে; তোমার ঐ সঙ্গীত করিবার ঈশ্বরদত্ত অপূর্ব্ব ক্ষমতা ঈশ্বরের সেবায় বিনিয়োগ করিতেই হইবে," তখন স্যানকি অস্বীকার করিতে সাহসী হইলেন না। শুভ মুহূর্ত্ত, অনুকূল অবস্থা দেখিয়া সেই দিন ঈশ্বরের কৃপা সুবুদ্ধিরূপে স্যানকির হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল,

এ ৎ অপূর্ব্ব কৌমুদীর আকারে তাঁহার সন্দেহাধার পরিপূর্ণ হৃদয়কে বিভাসিত করিয়া ফেলিল। স্যানকি ঈশ্বরের আহ্বানে মুডীর সঙ্গী হইলেন; ঐ দেখ আজ স্যানকীর সুললিত সঙ্গীতের সহযোগিতায়, মুডীর গভীর ধর্ম্মপ্রচারে জগতের কত লোকের পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইতেছে!

খ্রীষ্টীয় জগতে যেখানে সহস্র সহস্র লোক ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে, সেইখানেই যদি আজিও এইরূপ যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া লোকে ঈশ্বরের নামে ফকীর হয়, তাহা হইলে আমাদের এ পবিত্র বহু প্রসারিত কার্য্যে আরও কত স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন! আমরা কি করিলাম, আমরা কি করিতেছি? যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, "তোমার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমার সঙ্গে আইস";—সেই মন্ত্রের উপদেশ প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, কোন একটী সামান্য স্বার্থ ব্রাহ্মসমাজের জন্য চূর্ণ করিতে আমরা আজিও ভালরূপে পারিয়া উঠিতেছি না, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? আর নয়, একবার জড়তা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহার করিয়া দাঁড়াই; বিধাতার আহ্বানে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হই; এবং যাঁহার কৃপায় মানুষ হইয়াছি, যাঁহার দয়া ভিন্ন জগতে পরিত্রাণ নাই নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তাঁহার নামের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য—জগতে প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই! প্রভু করুন তাঁহাকে সেবা করিবার মতি যেন আমাদের মনে চিরকাল প্রবল থাকে।

আমাদের উৎসব নিকটে আসিল। পূর্ব্ব বৎসর যে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া, প্রাণ ভবিষ্যতের জন্য পুলকে নৃত্য করিতেছে। যাঁহারা গত বারের উৎসবে যোগ দিয়া পরলোকগত হইয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি। দূর দেশ হইতে যে সকল বন্ধুবান্ধব উৎসবে যোগ দিবার আশায় কলিকাতায় আগমন করিতেছেন, আজ তাঁহাদের সকলের নিকটেই আমাদের প্রেমের হস্ত বাড়াইয়া দিতেছি। আজ আর অতীতের শোচনীয় স্মৃতিতে ডুবিয়া থাকিবার সময় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য বৃথা চিন্তা না করিয়া আজ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই; "ভাই ভাই" এই রবে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া কোটী বাহুতে খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করি। প্রভু বল দিন; বিশ্বাস দিন; তাঁহার নাম ধন্য হউক।

আধুনিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।*

কাউণ্টগবে দালভিয়েলা মহাশয়ের লিখিত এই নামের এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের কথা আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি। এবারে সেই পুস্তকখানির সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

পুস্তকখানি তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ইংলণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডে আমেরিকা, তৃতীয় খণ্ডে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকাতে বলিয়াছেন, "অন্যান্য দেশকে বর্জ্জন করিয়া কেবল এই তিনটী দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে প্রথম এই সকল দেশে সহজে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, দ্বিতীয়তঃ এই সকল দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে।" ইংলণ্ড ও আমেরিকার ধর্ম্মসম্বন্ধে কাউণ্ট মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কিছুই বলিব না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে ইংলণ্ডের হাইচর্চ্চ, লোচর্চ্চ, ব্রডচর্চ্চ, ফ্রী খ্রীষ্টীয়ান চর্চ্চ, ইউনিটেরিয়ান চর্চ্চ, কোমতবাদী, অজ্ঞানবাদী, একেশ্বরবাদী প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়েরই উল্লেখ করিতে গ্রন্থকার ছাড়েন নাই। আমেরিকার চ্যানিং এবং বীচার, ইমারশন্ এবং পার্কার, ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মমত সমালোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেরূপ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। দূরদেশে থাকিয়া, ভিন্নদেশবাসী হইয়া তিনি এত অনুসন্ধান করিয়াছেন, দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্ময় জন্মে। কাউণ্ট মহাশয় একবার ভারতবর্ষে ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন; বোধ হয় তখন ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্য এবং বৈষ্ণবদিগের কার্য্য, কবির ও নানকের চেষ্টা, শীখ এবং তাহাদের গুরু, এ সকল বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত তিনি যে অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মসম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে "শিক্ষিত যুবক আজ মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে না, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের অভাবাত্মক সুফল অনেককাল প্রসূত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পরীক্ষার সময়। ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিকে যেমন হিন্দুধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, অপর দিকে তেমনি আধুনিক সভ্যতার সহগামী এবং বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার অনুমোদিত; সুতরাং ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আশা আছে।" আমাদের সম্বন্ধে এইরূপ উৎসাহজনক কথা এক জন বিদেশীয় লোকের মুখে শুনিতে পাইয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ব্রাহ্মসমাজত্রয়ের মধ্যে গ্রন্থকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষ আদর্শ স্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে এক পক্ষে যেমন আমাদিগের গৌরবের কারণ, অপর পক্ষে তেমনি আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া গম্ভীর হইবার কারণ। আমরা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের নিকট উপহার দিতে পারিলাম না; যাহা হউক ভবিষ্যতে চেষ্টা করিব।

পুস্তকখানি ফরাশী ভাষায় লিখিত, সুতরাং প্রায় সকলের পক্ষেই বদ্ধদ্বারস্বরূপ। আমরা আশা করি কোন উপযুক্ত লেখক এই পুস্তকখানিকে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া, ইহার মধ্যস্থিত অনেক মূল্যবান চিন্তা ও বাক্যের দ্বার আমাদের সকলেরই নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

---

* L'evolution Religeuse contemporaine, par Lecomte Goblet D'Alviela-Brussels.

সৰ্ব্বং পরবশং দুঃখং।

(প্রাপ্ত)

যে দিন ইংলণ্ডের প্রথম চা'লস্ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীর উপদ্রবে, এক সম্প্রদায়ের লোককে স্বাধীন ধর্ম্মমত পরিচালনের আশায় হতাশ হইয়া, স্বাধীনতার ক্ষেত্র ইংলণ্ডের পূত উপকূল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া আজ প্রত্যেক হৃদয়বান ইংরাজ ক্ষোভ করিয়া থাকেন। বহু আন্দোলনের ফলে আজ ইংলণ্ডের লোক ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। অনেক সংক্ষোভ, অশ্রু ও রক্তপাত, ঘোর অগ্নিকাণ্ডের পর ধর্ম্মক্ষেত্র উর্ব্বরা হইয়া এতদিনে সুফল প্রসব করিতেছে,—আজ ইংলণ্ডের লোক ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আজ ইংরাজ যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, রাজনৈতিক জগতে তাঁহার গতি অব্যাহত, সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তির কোন অন্তরায় নাই। কেবল যে এক মাত্র ইংলণ্ড দ্বীপেই এই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে, যেখানে স্বাধীনতার বায়ু বহিয়াছে, অধিবাসী জন সাধারণের অন্তরুস্থিত ইচ্ছার প্রতিধ্বনিতে যেখানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, সেই খানেই এই ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যে দেশ পর পদানত, তথায় ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মনীতির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যখন ঈশ্বরের কৃপা পরাধীন ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখন তথায় ধর্ম্মনীতির উন্নতি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অবস্থা অনুকূল না হইলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্যকরী হইতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এই অনুকূল অবস্থার মধ্যে অন্যতম। বিগত নবেম্বর মাসের "কন্টেম্পোরারী রিভিউ" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের এক জন লেখক ক্ষোভের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে আমেরিকার কাফ্রীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে উন্নত হইতে পারে নাই। ইহাতে আমরা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় দেখি না। মানব চরিত্র এবং মানব মন স্থিতি স্থাপক পদার্থের ন্যায় সর্ব্বদাই সম্প্রসারিত হইতে চায়, সুতরাং যে বেগে কাফ্রীকে একদা সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার তেজ অপসারিত হইবামাত্র, সে যে দ্বিগুণবেগে বিপরীত দিকে ছুটিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র কোথায়? রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একমাত্র অনুকূল অবস্থা একথা আমরা বলিনা।

যদি বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়টী পরিষ্কার রূপে অনুভূত হইবে। যে দিন ব্রাহ্মণ উচ্চাসন হইতে শূদ্রের প্রতি ঘৃণার চক্ষে তাকাইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শূদ্রের প্রতি নানারূপ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই দিন যে শূদ্রের নৈতিক অধঃপাতের সূত্রপাত করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? একজন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন, "আত্মার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষ মহৎ হইতে পারে, কিন্তু নিজকে নীচ বলিয়া মনে করিলে, তাহার সর্ব্বনাশের দ্বার প্রশস্ত হইল।" এই কথাগুলি অত্যন্ত সত্য। যে বুঝিল আমিও মানুষ, আমার কিছু করিবার আছে, সে বাঁচিয়া গেল: কিন্তু যে তাহা বুঝিল না সে সংহারের পথে চলিল। অত্যাচারী ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আত্মার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে দিলেন না, শূদ্রও বুঝিল না, তাহার পতন হইল। যাহারা বুঝিয়াছিল, তাহারা ধর্ম্মে মন দিল, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই অধীনতাতে আত্মবিস্মৃত হইয়া অধঃপাতে যাইতে লাগিল। অবশেষে বুদ্ধদেব শূদ্রকে ডাকিয়া বলিলেন 'উঠ, জাগ, তুমিও উপযুক্ত গুরুর নিকট যাইয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ হও।" হতভাগ্য শূদ্র নিজের মূল্য, বুঝিল, এবং সেই অবধি তাহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।

মুসলমানদিগের যথেচ্ছাচারের সময়, আমাদের দেশের ধর্ম্মনীতি বস্তুতঃই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এ দুর্দ্দিন বহুকাল রহিল না। অনেক মুসলমানের হস্তে হিন্দুর গুণের সম্মান হইতে লাগিল; হিন্দুর আত্মা মুসলমানের নিকট সমান বলিয়া স্থির হইতে লাগিল, সুতরাং পরাধীনতার আংশিক ক্ষতিপূরণ এইরূপে হওয়ার সূচনা হইল।

উপরে এক মহাত্মার মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি, যে আত্মার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষ মহৎ হইতে পারে, কিন্তু মহৎ হইবার আর একটী অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম আছে। আত্মার মধ্যে যে সকল বৃত্তি বা গুণ পরমেশ্বর নিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার বিকাশের পথ প্রশস্ত রাখা আবশ্যক। শুধু আবশ্যক তাহা নহে, না রাখিলে প্রত্যবায় আছে। আত্মার অন্তরনিহিত শক্তি, বৃত্তি, বা গুণের বিকাশের পক্ষে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা উপস্থিত করি, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতী, যদি বাহিরের কোন বাধা আসিয়া পড়ে, তাহা নিবারণের চেষ্টা না করিলে আমি পাপী। এ কথা কেন বলিতেছি? আজ আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে এ কথা আপনিই মনোমধ্যে উদয় হইতেছে। "যে দেশে গুণের মর্য্যাদা নাই, সে দেশে গুণীর জন্ম হয় না" এ কথা অনেক চিন্তাশীল লোক বলিয়াছেন, কিন্তু আজ ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে, ভারতবাসীর গুণের সম্যক্ মর্য্যাদা কোথায়? তত্ত্বকৌমুদীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছুমাত্র সূত্রপাত করা হইতেছে দেখিলে, অনেকে বিরক্ত হন, সুতরাং তাঁহারা এ প্রস্তাব দেখিলে কি মনে করিবেন, জানি না। যোগ, ভক্তি, ভজন, সাধনের ব্যাঘাত করিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সমস্ত পাঠক পাঠিকাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢক্কা নিনাদ করিয়া বেড়াইতে বলিতেছি না, তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, পার্থিব দৈনিক জীবনের কার্য্যে, সংসারের কোলাহলময় হাটে, যাহাদিগকে দিবসের অধিকাংশ সময় থাকিতে হয়, তাহাদিগকে শুধু উচ্চ সাধন লইয়া নির্জ্জনে থাকিলে চলে না, কার্য্যে যখন তাহার কঠোর পরীক্ষা হইবে, তখন তাহার জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক।

যেখানে শ্রমজীবী দৈহিক শ্রমে অবসন্ন হইয়া রাজপ্রাসাদের ছায়াতে বিশ্রাম করিতে করিতে চিন্তা করিতে পারে,

যে উপযুক্ত হইলে এক দিন ঐ প্রাসাদ তাহারই হইবে, তথায় ধর্ম্মনীতি কেন স্ফূর্ত্তি পাইবে না? কিন্তু যেখানে রাজ-বিধি তারস্বরে বলিতেছে "হে মানব! তুমি যতই কেন উপযুক্ত হও না, এই পর্য্যন্ত আসিবে, তাহার পর এদিকে তোমার পথ বন্ধ," সেখানে আত্মার অধোগতি কে বারণ করে? গুণের সম্মান নাই, মহত্বের মর্য্যাদা নাই, ঘোর রাজনৈতিক জাতিভেদে যে দেশের প্রধান পুরুষদিগের চক্ষু অন্ধ, তথায় বাস করা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞার বিরুদ্ধ বলিয়া এক একবার বিশ্বাস জন্মে। ভারত পুণ্যভূমি নামে এক সময় আখ্যাত ছিল, কিন্তু ভারতবাসীর আত্মার হীনতা মুখে না হউক, কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন করিয়া, ভারতবাসীকে তাহার নীজের চক্ষে হীন করিয়া, আজ রাজপুরুষগণ ভারতকে পাপসাগর করিয়া তুলিতেছেন। ইহা কি কল্পনার কথা? ইহা কি বাতুলের প্রলাপ? কখনই না। বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা যাঁহারা অবগত আছেন, পদতলে দলিত হইয়া যাঁহারা দেশের কোটী নির্ব্বাক অধিবাসীর মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এই হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিশ্চয়ই ক্লিষ্ট হইয়াছেন। রাজপুরুষগণ যদি প্রজার আত্মাকে হীন মনে করিয়া তাহাকে সেইরূপ ব্যবহার প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রজাদের নৈতিক উন্নতির পথে যে সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে?

রাজপুরুষদিগের পক্ষপাতিতায় আমরা হীন হইয়া পড়িতেছি, এ কথা সকলে স্মরণ রাখুন। আমাদের গুণের মর্য্যাদা নাই, আমাদিগের অন্তরনিহিত বৃত্তিনিচয়, সম্যক বিকাশ পাইবার পথাভাবে, ম্লান হইয়া যাইতেছে, আমাদের অধঃপতনের আর কি বাকী আছে? গুণের মর্য্যাদা না থাকিলে দেশমধ্যে গুণীর জন্ম হয় না, রাজনৈতিক জাতিবৈষম্যে দেশের উন্নতি হইতে পারে না, এ সকল জানিয়া শুনিয়া আমাদিগের তিলমাত্র নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। বদ্ধপরিকর হইয়া আসুন সকলে কার্য্যে নিযুক্ত হই। আহা! ভারত তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল! তোমার চিরদীপ্ত, জ্ঞানগৌরবান্বিত পূর্ব্ব-পুরুষগণের বংশপরম্পরা কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে! বহুকালের পরাধীনতায়, যোগ, ভক্তি, ভজন, সাধন সমস্তই বিফলে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হায়! হায়! কবে আমরা পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদস্থ হইব, কবে পুণ্যভূমি ভারত পুনর্ব্বার পুণ্যের আধার, জ্ঞানের আধার গুণের আধাররূপে পরিণত হইবে, কবে রাজপুরুষগণ অদূরদর্শিতা পরিহার করিয়া ভারতের গুণবান সন্তানকে সম্মান করিতে শিখিবেন, কবে মানবাত্মাকে মহৎ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সাম্যের অনুকূল পবনে আমরা আমাদের জীবনতরী অনন্তের পারে ভাসাইতে পারিব!

স্বর্ণরেণু।

১৩।

ঈশ্বরে ডুবিয়া যে জগতে বিচরণ করে, তাহার সর্ব্বদাই মনে মনে এই কামনা হয়, যেন পৃথিবীর অলক্ষিতে ভব-যাত্রা শেষ করিতে পারি। ভাসা ভাসা ঈশ্বর প্রীতিতেই যাহাদের সন্তোষ, তাহাদের সেই প্রীতির ভাব স্থিরতর রাখিবার জন্য লোকের স্তুতিবাদের প্রয়োজন। শিশুকে চলিতে শিক্ষা দিবার সময় কত উৎসাহ বাক্য বলিতে হয়? কিন্তু যে ডুবিয়াছে, যে ঈশ্বর, জগৎ এবং আত্মা এই তিনের সম্বন্ধ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে কি ধর্ম্ম জগতে তুরী ভেরী নিনাদ করিতে পারে? নীরবে ফুটিয়া, নির্জ্জনে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া, বিরলে অনন্তের ক্রোড়ে দেহ-বাস পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইতেই তাহার প্রাণ সর্ব্বদা চায়।

১৪।

একদিন এক জন স্ত্রীলোক কাহাকে ক্রোধ ভরে কটু কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটী বলিলেন। "তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ করা উচিত।" গুরু উত্তর করিলেন "ন্যায়ের কার্য্য অপেক্ষা দয়া ধর্ম্মের কার্য্যের দিকে অগ্রে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।" বাস্তবিকই ন্যায় অপেক্ষা দয়াকে অনেক সময় প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর যদি দয়াময় না হইয়া আমাদিগের উপর ন্যায় দণ্ড বিধান করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইতেন, তাহাহইলে আমাদের গতি কি হইত?

১৫।

একটী সাধ্বী স্ত্রীলোক একবার লিখিয়াছিলেন—"আমার নিজের পরিবার মধ্যে আমি কাহারও কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে চাই না; সমস্ত কার্য্যেই সন্তোষ প্রকাশ করি, কেহ আমাকে সুখের ব্যাঘাত বলিয়া মনে করিতেছে, এচিন্তাকে মনেও স্থান দিইনা। যদি লোকে আমাকে স্নেহ করে, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি? যদি আমায় তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া ছাড়িয়া যায়,বেশ;—তাহাতেই বা অসুখ কি? নির্জ্জনে বসিয়া সুখে কাল কাটাই। এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি সমস্ত কার্য্য করি;—তাহা এই যে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া ঈশ্বরের সন্তোষের জন্য মানুষ সমস্ত কার্য্য করুক।"

১৬।

বিদ্যাশিক্ষার একটী মহতী উপকারিতা আছে, তাহা কিরূপ যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে নিজের প্রতি এই প্রশ্ন কর—আমি যে এতকাল ইতিহাস, কাব্য, বিজ্ঞান, বা উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করিলাম, তাহাতে কি আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, অধিকতর উৎকৃষ্ট, অধিকতর সুখী হইয়াছি?

জ্ঞানী—অর্থাৎ পশু বৃত্তির শৃঙ্খল ছেদ করিয়া আত্মসংযম শিখিয়াছি কি না ও বিরক্তির কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত ভাব, দুর্ভাগ্য বহনে সাহস, লাভ করিয়াছি কি না?

উৎকৃষ্ট—অর্থাৎ অধিকতর ক্ষমাশীল, পরের ছিদ্রান্বেষণে অধিকতর পরাঙ্মুখ, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশীবর্গের সুখান্বেষণে অধিকতর ব্যগ্র হইয়াছি কি না?

সুখী—অর্থাৎ জীবনের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য বিধাতার বিধানে বিরক্ত না হইয়া স্থিরভাবে চারিদিক হইতে সুখ সংগ্রহে তৎপর ও নিজের অবস্থার শোভা সম্পাদনে যত্নশীল হইয়াছি কি না? ঈশ্বরে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখে তাঁহারই হস্ত দেখিতে শিখিয়াছি কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে যদি 'না' বলিতে হয়, তাহাহইলে অবিলম্বে হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর। তথায় গিয়া নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে তিনটী ভয়ানক বন্য পশু ঈশ্বরের অঙ্কুর সকল নষ্ট করিয়া দিতেছে;—সেই পশুদের নাম অহঙ্কার, দুরাশা, এবং আত্মম্ভরিতা, তাহারা সমস্ত বিনাশ করিতেছে, এই দেখিয়া, নিশ্চিন্ত থাকাই কি বিদ্যাশিক্ষার ফল হইবে? হে বন্ধু, দুটী দ্রব্যকে প্রাণ মনের সহিত ধারণ কর, প্রার্থনা এবং শারীরিক শ্রম।

১৭।

এক জন দরিদ্র কৃষক গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়াছিল, এমন সময় একজন আসিয়া তাহাকে বলিলেন "তুমি বড় দরিদ্রাবস্থায় দিন কাটাইতেছ।" কৃষক নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল 'হাঁ!' সেই ব্যক্তি পুনরপি বলিলেন "আজ যদি তুমি পীড়িত হইয়া পড়, তবে তোমার স্ত্রী পুত্রাদির কি হইবে? কৃষক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "আমি বড় হতভাগা!" সন্ধ্যাকালে কৃষক এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার দিব্য জ্ঞান জন্মিল, দুঃখের মেঘ কাটিয়া গেল,—কে যেন তাহাকে অন্তরে ডাকিয়া বলিল "ওগো, এই ত্রিশ বছর পৃথিবীতে আসিয়াছ, তোমার আপনার বলিবার ধন সম্পত্তি পৃথিবীতে নাই, তথাপি কি ঈশ্বর তোমার দুঃখ দূর করেন নাই? তোমার ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য ঈশ্বর যে ক্লেশ আনিয়া দিয়াছেন, তাহা কি কখনও অধিক হইয়াছে? বাঁচিয়া আছ, দৈনিক এবং রাত্রিকালীন বিশ্রাম উপভোগ করিতেছ, সাহায্যের প্রয়োজন হইলেই সাহায্য আসিতেছে।—এ সকল কাহার কৃপায়? কৃতজ্ঞ হও, অবিশ্বাসীর ন্যায় বলিও না—"যিনি এতদিন সাহায্য করিয়াছেন, যখন বার্দ্ধক্যে অবসন্ন পড়িয়া অধিক সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করিবে, তখন তাঁহার হস্ত সঙ্কুচিত হইবে?" এই আশ্বাস বাক্যে কৃষক শান্ত হইল।

১৮।

সকল স্থানেই এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক দেখা যায়, যাহাদিগকে প্রায় সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহাদিগকে পরিচিত লোকের মধ্যে গণনা করা লজ্জার বিষয় এবং অধর্ম্মের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ শোচনীয় পরিণাম সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের কেন হইল? স্বাধীনভাবে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের দিকে ইহাদের যাইবার ইচ্ছা নাই, এই জন্য? ইন্দ্রিয় সেবাকে জীবনের সার বলিয়া ইহারা মনে করিয়াছে, এই জন্য? ইহার কিছুই এই শোচনীয় অবস্থার গূঢ় কারণ নয়। সমাজ স্ত্রীলোককে পুরুষাপেক্ষা হীন মনে করে,ইহাই প্রকৃত কারণ। যখন আলস্য আসিয়া মস্তকে দুশ্চিন্তা প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন কোন স্ত্রীলোক আপনার সমক্ষে স্বাধীন কার্য্যের পথ উন্মুক্ত দেখিতে পান? পুরুষ যখন জীবনের পথে হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া যায়, তখন আমরা তাহার গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া ঘরে লই, কিন্তু স্ত্রীলোক, প্রায়ই নিজের দোষে নয়, অপরের দোষে যদি একবার পড়িল, কে তাহার দিকে ফিরিয়া চায়? সে যে গেল, সে গেল—আর তাহার উঠিবার যো নাই। হে পবিত্রতাভিমানিন্! সমাজের তার স্ত্রীলোকের বেলা ভয়ানক চড়া বাঁধা, নাড়িতে গেলেই ছিঁড়িয়া যাইবে—আর পুরুষের বেলা বেশ ঢিলে আছে।—তাহা কি দেখিতে পাইতেছ? সাবধান হও, নতুবা ঘোর অনুশোচনা করিতে হইবে।

১৯।

কোন পরিবারের জননী, অথবা কোন্ গৃহের কর্ত্রী'র কত ধৈর্য্যশীলা হওয়া আবশ্যক। জীবনের অন্য কোন কার্য্যে ধৈর্য্য-শক্তির এরূপ অগ্নিপরীক্ষা হয় না! তিনি একখানি পত্র লিখিতেছেন অথবা একটী হিসাব প্রস্তুত করিতেছেন, এমন সময় হয়ত দশবার ব্যাঘাত হইল। তিনটী সন্তান বা তিন জন লোক আসিয়া তিনটী ভিন্ন দিকে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল, গৃহিণী কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া, একে একে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এবং স্থিরভাবে পুনর্ব্বার আপনার হাতের অসম্পূর্ণ কাজ লইয়া বসিলেন। কি আত্মসংযম, কি পবিত্রতা, কি নির্ভরের প্রয়োজন! যাঁহারা গৃহকর্ত্রী হইবার প্রয়াস রাখেন, এমন কজন কুমারীর এরূপ চরিত্র আছে?

২০।

জীবনে এমন এক এক সময় উপস্থিত হয়, যখন সমস্ত পৃথিবীকেই বিরুদ্ধাচারী বলিয়া মনে হয়। আমাদের সদভিপ্রায় দুরভিসন্ধিতে পরিণত হয়, কাহারও সহিত মিষ্ট কথা কহিতে গেলে তাহাও কটু বলিয়া লোকে গ্রহণ করে, কাহাকে বন্ধু বলিয়া ধরিতে গেলে সে ঠেলিয়া দেয়, কাহাকেও সাহায্য করিতে গেলে সে মুখ ভার করিয়া অপরের সাহায্য লয়। ইহাতে কত ক্লেশ হয়! এরূপ অবস্থার কারণ কি, না বুঝিতে পারিয়া দ্বিগুণ কষ্ট হয়।

অশান্ত আত্মন্! শান্ত হও। ঈশ্বর তোমার চিত্তকে তাঁহার বীজের জন্য কর্ষণ করিতেছেন, কর্ষণের তেজে ক্লেশ পাইলে চলিবে কেন? হৃদয় ক্ষেত্র কত বিকৃত হইলেই বীজ বপনের সুবিধা হইবে। ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত সহ্য কর; দেখিবে, ঈশ্বরের দয়া তোমার ক্ষত চিত্তে রসামৃতের ন্যায় অবতীর্ণ হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব সন্নিকট। এখন হইতে ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মিকাগণ মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হউন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সমুদায় কার্য্যপ্রণালীটী নিম্নে মুদ্রিত করা গেল।

১লা মাঘ ১৪ই জানুয়ারি সোমবার "জ্ঞান ও জ্ঞানীবৃন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারি মঙ্গলবার—"ভক্তি ও ভক্তবৃন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারি, বুধবার—"কর্ম্ম ও কর্ম্মীবৃন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারি, শুক্রবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৬ই মাঘ, ১৯এ জানুয়ারি, শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্মপরিবার ও ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস সকলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা। সায়ংকালে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

৭ই মাঘ, ২০এ জানুয়ারি, রবিবার—প্রাতে উপাসনা অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় বালক বালিকাদের সম্মিলন। সায়ংকালে উপাসনা।

৮ই মাঘ, ২১এ জানুয়ারি, সোমবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের বার্ষিক উৎসব।

৯ই মাঘ, ২২এ জানুয়ারি, মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণে নগরকীর্ত্তন ও শ্রমজীবীদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৩এ জানুয়ারি, বুধবার—প্রাতে ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন ভবনে উপাসনা। মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক উৎসব। সায়ংকালে সঙ্গত সভার বার্ষিক উৎসব।

১১ই মাঘ, ২৪এ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার—মাঘোৎসব।

১২ই মাঘ, ২৫এ জানুয়ারি, শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন। ৭॥০ টার সময় প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা।

১৩ই মাঘ, ২৬এ জানুয়ারি, শনিবার—প্রাতে উপাসনা।

১৪ই মাঘ, ২৭এ জানুয়ারি রবিবার—উদ্যান-যাত্রা। সায়ংকালে—উৎসব সমাপক উপাসনা।

সময় স্থান ও অপরাপর বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে। আবশ্যক বোধ হইলে এই প্রণালীর কোন কোন অংশও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত কুচবেহারের মহারাজা বাহাদুর আপনার অভিষেক উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৪০০৲ চারিশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

ব্যাঙ্গালোর রেজিমেণ্টাল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সহায় শ্রীযুক্ত টি, সি, আপাভু পিলে বাহাদুর মহাশয়ের মৃত্যুর সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। ইনি সৈনিক বিভাগের কোন উচ্চপদে থাকিয়া, শরীর এবং অর্থের দ্বারা সৈনিক এবং সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিতেছিলেন। ঈশ্বর ইঁহার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।

বিগত ২ রা পৌষ রবিবার বর্দ্ধমান নগরে ব্রাহ্মমতে একটী অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য স্বর্গীয় প্যারীলাল সিংহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তৎপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল সিংহ ও রাজেন্দ্র লাল সিংহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও উৎসাহী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এ তদুপলক্ষে উপাসনা ও অনুষ্ঠানের কার্য্য করেন মফস্বলের ব্রাহ্মদের মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠানের সমধিক প্রচলন খুব আশার বিষয়।

শিলং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আপনাদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। আশা করি যাঁহাদের সাধ্য আছে, তাঁহারা এই কার্য্যে কিছু কিছু দান করিয়া বাধিত করিবেন।

বিগত ৮ই ডিসেম্বর সোমবার শনিবার রাউলপিণ্ডিতে একটী ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম গৌরীকান্ত রায়; ইনি বিপত্নীক, জাতিতে কায়স্থ, বয়ক্রম ২২ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী প্রেমমতী দেবী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ক্রম ১৫ বৎসর, ইঁহার পিতা হিন্দু স্থানী ব্রাহ্মণ, বাটী মিরট; তথায় কমিসনর আফিসে কর্ম্ম করেন। লাহোর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র রায়, নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন ও তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করেন, বিবাহ লাহোরে তিন আইন মতে রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। সমস্ত পাঞ্জাবে দুই জন মাত্র রেজেষ্ট্রার আছেন ইহাতে ব্রাহ্মদিগের অতিশয় অসুবিধা এই অসুবিধা নিবারণের জন্য লাহোর ও রাউলপিণ্ডি ব্রাহ্মসমাজ হইতে এক জন ব্রাহ্ম রেজেষ্ট্রার নিযুক্ত করিবার জন্য পাঞ্জাবের ছোট লাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই এ বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি হইবে। উপরিলিখিত বিবাহ রেজিষ্টরির জন্য অতিশয় কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ২৬ শে নবেম্বর বিবাহের দিন ধার্য্য হয় পরে যখন জানা গেল যে রাউলপিণ্ডির ডেপুটি কমিসনরের বিবাহ রেজিষ্টরি করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আবার লাহোরের ডেপুটি কমিসনরের নিকট আবেদন করা হয় ও তিনি ৭ই ডিসেম্বর দিন ধার্য্য করেন। একটা সুবিধা ছিল যে গৌরী বাবু লাহোরেই কর্ম্ম করেন নতুবা বিবাহ রেজিষ্টরি হওয়া দুর্ঘট হইত। নানা অসুবিধা সত্বেও বিবাহ কার্য্য সুচারুরূপে

সমাধা হইয়া গিয়াছে। সমাগত সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নবীন বাবু হিন্দিতে এক পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন; অনেকটা সেই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইয়াছে। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "পদ্ধতির অন্যান্য অংশে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু কর্পূর জ্বালাইয়া সাতবার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবার কোন প্রয়োজন দেখিনা, ইহাতে শুদ্ধ কয়েকটী ব্রাহ্ম নয়, অনেক হিন্দুতেও আপত্তি করিয়াছেন। ইহাতে যদিও পৌত্তলিকতা কিছুই নাই। কিন্তু তাহার আভাস পাওয়া যায় ও অনাবশ্যক বলিয়াও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

বিগত ৮ই পৌষ শনিবার, বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪র্থ কন্যার (৭ম সন্তান) নামকরণ হইয়াছে। কন্যাটীর নাম সোফিয়া নীরজা রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ন মের প্রথমাংশ কুমারী কলেটের সম্মানার্থ রক্ষিত হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা যে আর দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করি নাই; সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আমরা আশাতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ১৬ই পৌষ তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে আচার্য্যের কার্য্য করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি মহর্ষির বিশেষ স্নেহ, তাই জরাজীর্ণ শরীরেও আমাদের উপাসনালয়ে আসিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথঠাকুর কলিকাতায় আসিবার কালে পথে গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

ঝিনাইদহ উপাসনা সমাজের ১লা হইতে ৪ঠা পৌষ পর্য্যন্ত ২য় বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত স্থানান্তরে প্রেরিত স্তম্ভে প্রকাশিত হইল।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বাঁকুড়া হইয়া গিরিধি সমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন নিমন্ত্রিত হইয়া ইতিমধ্যে ফরিদপুরে গমন করেন; তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

মাঘোৎসব সমাগত। আমরা সাদরে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এই মাঘোৎসবের সময়ে সকলে মিলিত হইব, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। যাহারা সপরিবারে উৎসবে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে স্ব স্ব নাম সহ পত্র প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইলে থাকিবার বন্দোবস্ত করার সুবিধা হইবে। বন্ধুগণ অবিলম্বে পত্র লিখিবেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও শশীভূষণ বসু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাঁকুড়ায় আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহা বড় আনন্দের সমাচার। ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য বক্তৃতা ও উপদেশ, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনের আবশ্যক চিরকালই থাকিবেক। কিন্তু ধর্ম্ম জীবন ভিন্ন লোকের মন ধর্ম্মের দিকে কখন স্থায়ীরূপে আকৃষ্ট হইবেক না। ক্রাইষ্ট কি সার কথাই বলিয়া গিয়াছেন বীজ ধ্বংস না হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ না দিলে ধর্ম্ম সমাজমধ্যে বদ্ধমূল হয় না। আমাদের জীবনের প্রতিদিনের কার্য্যে, লোকের সঙ্গে আমরা যে সহজ কথা বার্ত্তা কহি, তাহাতে যদি ধর্ম্ম প্রচার না হয় তবে ধর্ম্ম আমাদের হইতে এখন অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছে।

নবদ্বীপ বাবু আমাদের মধ্যে যে এক সপ্তাহকাল কাটাইয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার জীবনে এই সহজ, সরল ধর্ম্মের ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। লোকটী যতদিন আমাদের কাছে ছিলেন, আমরা ভাবিয়াছি যে এ লোকের দ্বারা কেমন করে ধর্ম্ম প্রচার হইবে? কিন্তু এখন দেখিতেছি আমাদের অলক্ষিত ভাবে তিনি আমাদের জীবনের উপর বিশেষ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হওয়া যাইবে। তিনি এই প্রস্তাব করেন, কিন্তু আমরা অনেকে সে বিষয়ে উৎসাহ দিলাম না, নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল না, কিন্তু নবদ্বীপ বাবু আমাদিগকে লইয়া সকাল ও সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন করিতে বসিতেন। তখন আমরা কেহ কেহ উদাস ভাবে তাহাতে যোগ দিতাম, কিন্তু এখন দেখি অনেক লোক সেই সঙ্কীর্ত্তন শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, এমন কি ধর্ম্মের প্রতি অনেক উদাসীন ব্যক্তি সেই সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া সেই সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে "আমাদের অভাব" অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভাব সম্বন্ধে নবদ্বীপ বাবু একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাস্থলে সহরের অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপ বাবু অতি সহজে, বিনা আস্ফালনে, লোকে যেমন লোকের সঙ্গে কথা কহে এই ভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়া গেলেন। আমাদের একটী বিশেষ অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ আজ কাল আমরা অনেক ভাল বিষয় বুঝিতেছি, তর্ক যুক্তিতে কুসংস্কার ও কুৎসিৎ দেশাচারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছি, কিন্তু যাহা বুঝিতেছি বা বলিতেছি, জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতে পারিতেছি না। এই প্রধান অভাবের ভাবটী অতি সুন্দররূপে বক্তা সকলের মনে মুদ্রিত করিয়া ছিলেন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজে কয়েকদিন উপাসনা, উপদেশ প্রদান ও সঙ্কীর্ত্তন এবং এখানকার জজ আদালতের একাউ-

নেটে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ সেনের বাসায় একদিন উপাসনা করিয়া নবদ্বীপ বাবু এক্ষণে গিরিধি যাত্রা করিয়াছেন।

বাঁকুড়া। শ্রীকেদারনাথ কুলচি।

মহাশয়!

আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজগৃহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। উৎসবাদি ক্রিয়া উপলক্ষে সকলের বসিবার স্থানের সংকুলান হয় না। আমরা একটী প্রশস্ত গৃহের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু বিগত সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গৃহের সংকীর্ণতা বশতঃ যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। নগর সংকীর্ত্তনের পর আমরা যখন সমাজ গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখি সকলের সমাবেশ হইবার স্থান নাই। কাজেই বাহিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বক্তৃতা আরম্ভ হইল। আগন্তুকের মধ্যে অনেকেই এই শীতপ্রধান দেশের শীতবাত অসহ্য বোধ করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহাদিগকে বসিবার স্থান দিতে পারিলাম না, নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই কারণে এবং আমাদের এখানে কয়েক মাসের জন্য একজন প্রচারক থাকিবেন, তাহাতেও সামাজিক উপাসনায় অধিক লোকসমাগমের সম্ভাবনায় আমাদের এখানকার ব্রাহ্মসমাজের বিগত সাধারণ সভায় প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব স্থির করা হইয়াছে। এই কার্য্যে অন্যূন তিন হাজার টাকার প্রয়োজন। স্থানীয় সভ্যগণ প্রত্যেকে এক এক মাসের বেতন দিলেও এই টাকা উঠিবে না, কাজেই আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বদান্য মহোদয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইতেছে। যাঁহার যাহা অভিরুচি আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমাদিগের বিশেষ উপকার বোধ হইবে এবং আমরা অভীষ্ট কার্য্যে সুসিদ্ধ হইব, তাহাও আশা করিতে পারি।

আমাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র দেব এবং অন্যতর আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। তথায় অবস্থিতিকালে যে কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা আদায় করার ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

এখন ব্রাহ্মসমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আমাদিগের উপস্থিত অভাব পূরণ করেন। ইতি।

শিলং ব্রাহ্মসমাজ। } শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক

মহাশয়! নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঝিনাইদহ উপাসনা সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১লা পৌষ শনিবার—সন্ধ্যার পর ঈশ্বর উপাসনা ও "ব্রহ্মোৎসবের প্রকৃতি" বিষয়ে উপদেশ।

২রা পৌষ রবিবার—প্রাতে উপাসনা ও 'ঈশ্বর আরাধনা ও ঈশ্বর মননে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ" বিষয়ের উপদেশ; উপাসনান্তে দরিদ্রদিগকে চাউল ও বস্ত্র দান করা হয়। মধ্যাহ্নে 'ঈশ্বর আরাধনার উপকারিতা" বিষয়ে বক্তৃতা ও তৎপরে স্কুলের বালকদিগকে কয়েকটী হিতোপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। ইহার পরে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। রাত্রিতে, ঈশ্বর উপাসনা ও ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের গাঢ় অনুরাগ সাধন করিলেই "মানবাত্মা চির-উৎসব ক্ষেত্র হয়" বিষয়ে উপদেশ। উপাসনার কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী করেন।

৩রা পৌষ সোমবার—প্রাতে "ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মোৎসবের শেষ নাই, ইহা আত্মার অনন্ত কালের উপভোগের বিষয়" এই বিষয়ে উপদেশ। বৈকালে "নীরব উপাসনা বিষয়ে" বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে রাত্রিতে উপাসনা ও ব্রহ্ম কৃপার উপর নির্ভর করিলেই ভব সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় "এই বিষয়ে উপদেশ হয়।

৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার—রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান পুস্তক পাঠ, আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বর উপাসনা বিষয়ে আলোচনা তৎপরে প্রীতি ভোজন হয়।

অনুগত
শ্রীতারিণীচরণ মৌলিক

ঝিনাইদহ ব্রাহ্মসমাজ। সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৫এ জানুয়ারি শুক্রবার বেলা অপরাহ্ণ ৫২ ঘটিকার সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ২১১ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে।

আলোচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক রিপোর্ট ও আয় ব্যয় হিসাব পাঠ।
২। সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্য।
৩। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন।
৪। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন।
৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা।
৬। সভ্য নির্ব্বাচন।
৭। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় } শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
২৮এ ডিসেম্বর ১৮৮৩। } সম্পাদক।

আগামী ১২ই জানুয়ারি শনিবার বেলা অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘটিকার সময় ৪৫ নং বেনেটোলা লেনস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভাধিবেশন হইবে।

আলোচ্য বিষয়।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

২। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, সমাজের নিয়মাবলীর যে কয়েকটী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা

৩। সভা নির্ব্বাচন।

৪। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
১৩ই ডিসেম্বর। ১৮৮৩।
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ২৩এ পৌষ রবিবার ২ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। গত সভার কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২য়। বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ।

৩য়। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৪র্থ। আগামী বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠন।

৫ম। আগামী বর্ষের জন্য আচার্য্য মনোনয়ন।

৬ষ্ঠ। সভ্য মনোনয়ন।

৭ম। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সঃ কলিকাতাস্থ
উপাসক মণ্ডলীর কার্য্যালয়
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
সম্পাদক।

ব্রাহ্ম মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন।

আজি বিংশতি বৎসর অতীত হইল, শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এপর্য্যন্ত ইহার একটী গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। গৃহ অভাবে সমাজটীর যে কত দুর্গতি গিয়াছে তাহা বলা যায় না। এক্ষণেও ঐ অভাব নিবন্ধন বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে, প্রচারেরও তাদৃশ সুবিধা হইতেছে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা এই সমাজের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছি। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বহুল অর্থের প্রয়োজন; আমাদের সামর্থ্য সঙ্গতি অতি সামান্য; একারণ আপনাদের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দানে আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন। আমার নিকট সাহায্য প্রেরয়িতব্য।

বিনয়াবনত
শ্রীরজনীকান্ত মল্লিক
শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ। সম্পাদক

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

গত প্রকাশিতের পর।

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ভবানীপুর	২৷৹
,, শ্রীশচন্দ্র বসু,	রসাপাগলা	১৷৹
,, ছকড়ি ঘোষ,	কলিকাতা	২৷৹
,, বিপিনবিহারী ঘোষ,	ঐ	৩
,, নন্দলাল মিত্র,	ঐ	১
,, দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	২
,, শশীভূষণ সেন,	ঐ	৸৹
,, পরেশনাথ সেন,	ঐ	২৷৹
,, শশীভূষণ বিশ্বাস,	ঐ	২৷৹
,, শশীভূষণ তালুকদার	টাঙ্গাইল	২
,, ক্ষেত্রমোহন ধর,	কলিকাতা	৷৹
,, যদুনাথ ঘোষ,	ঐ	২৷৹
,, শশীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী,	ঐ	৪৷৹
,, কেদারনাথ রায়,	ঐ	১৷৶১০
,, নির্ম্মলচন্দ্র রায়	বাঁকীপুর	১
,, শরৎকুমার রায় চৌধুরী,	কলিকাতা	২৷৹
,, তারাকান্ত মজুমদার,	কোণ্ডা	৩৷৵৬
কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী,	কাকিনিয়া	৯৸৵৹
বাবু বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,	ভৈরব	৩
,, গুরুপ্রসাদ ভৌমিক,	ছত্রম	৪
,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	জেজপুর	২৷৵৹
,, চন্দ্রশেখর ঘোষাল,	আজমির	৩
,, প্যারিলাল সোম,	কাইগর	৫
,, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	চিলমারি	৪
,, হারাধন নাগ, ব্রাঃ সঃ সঃ	বহরমপুর	৩
,, মধুসূদন সরকার,	রাউলপিণ্ডি	৫
,, লক্ষ্মীনাথ দাস,	জয়পুর আসাম	৩
বাবু মোহিনীমোহন বসু	কলিকাতা	১
,, গুরুচরণ মহলানবিশ	ঐ	১৷
,, উমাপদ রায়	ঐ	৩
,, রজনীনাথ রায়	ঐ	২৷
,, ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৷৹
,, কালীশঙ্কর সুকুল	ঐ	৫৸৶১০
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	ঐ	১
,, সীতানাথ দত্ত	ঐ	২৶
,, প্রমদাচরণ সেন	ঐ	২৷
,, বরদানাথ হালদার	লক্ষ্মীপুর	৫৷৶
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়		২৷৶
,, বনমালী রায়,	বনয়ারি নগর	২৷৹
,, অধরচন্দ্র বসু,	কলিকাতা	৩
,, গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত,	গয়া	১০
,, কৃপানাথ মজুমদার	দারভাঙ্গা	৩৸৵৹
,, গোকুলচন্দ্র দে	সিলিগুড়ি	৩
,, প্রকাশচন্দ্র দেব	শিলং	৩
,, কালীদয়াল ঘোষ	ঢাকা	৪৷৹
,, অক্ষয়কুমার রায়	কলিকাতা	১
,, মুন্সি তানুল্লা	চিরিবন্দর	২
,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	বিষ্ণুপুর	২৸৹
,, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	গঙ্গাকরটী	২৷৵৹
,, কালীপদ মুখোপাধ্যায়	পাক্কা	৪
,, গোলকচন্দ্র সেন	বেনারস	৩

ক্রমশঃ

৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, ২০এ পৌষ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্বকৌমুদীর ক্রোড়পত্র।

১৬ই পৌষ রবিবার ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৪।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮৩ সনের ২য় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, মে, জুন,) আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আয়।

বিবরণ		টাকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য	১৭৬	১৭৬৲
বার্ষিক	১১৮॥০	
মাসিক	৫২॥০	
এককালীন	৫৲	
	১৭৬৲	
প্রচার কার্য্যের দাতব্য		৩১৭৶০
বার্ষিক	৩৩৲	
মাসিক	১৭৫॥০	
এককালীন	১০৮৷৶০	
	৩১৭৶০	
শুভকর্ম্মের দান		২৭৲
জন্মের রেজিষ্টার ফিঃ		॥০
পাথেয় হিসাবে		২৪৲
পুস্তকের কমিসন হিসাবে		১৸০
পুস্তক বিক্রয় নগদ		১৫২৸৶০
পুস্তক হিসাবে সাবেক বাকী আদায়		১১১৶১০
কর্ম্মচারীর বেতন (তত্ত্বকৌমুদী ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত)		২৪৲
পুস্তকের ডাকমাশুল		৴৩
		৮৪৪॥৴১০
হাওলাত জমা		৯০৲
অপরের পুস্তক বিক্রয়াদি		৪৮৴০
গচ্ছিত		১॥০
		৯৮৪৶১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত		৪২১৷৫
		১৪০৫৷৶১৫

ব্যয়।

বিবরণ	টাকা
প্রচার ব্যয়	৩৩৭॥১০
ডাকমাশুল	২॥৫
পুস্তকে হিসাবে	২৯৯॥৴৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	৫৶০
বিবিধ ব্যয়	১৩৷৶১৫
মুদ্রাঙ্কন ব্যয়	৪৲
কর্ম্মচারীর বেতন	৮০৶০
পুস্তকের কমিসন	৪॥০
পাথেয় হিসাবে	৪১৸৴১০
অপরের পুস্তক হিসাবে	৬১৸৫
গচ্ছিত শোধ	২৷৶০
হাওলাত শোধ	৯০৲
তত্ত্বকৌমুদীর দরুন সম্পাদক	১৭৪৶১০
	১১১৭৷৴০
হস্তে স্থিত	২৮৮৴১৫
	১৪০৫৷৶১৫

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৩য় (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আয়।

বিবরণ		টাকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য		১৭৮৸০
বার্ষিক	১২২॥০	
মাসিক	৫৪৷০	
এককালীন	২৲	
	১৭৮৸০	
প্রচার কার্য্যের দাতব্য		২৭৬৶০
বার্ষিক	৪১৲	
মাসিক	২২২॥০	
এককালীন	১২॥৶০	
	২৭৬৶০	
কর্ম্মচারীর বেতন (তত্ত্বকৌমুদী হইতে		৩২৲
শুভকর্ম্মের দান		২৲
বিবিধ ফিঃ		৴১৫
পুস্তকের ডাকমাশুল		॥৶০
পুস্তকের কমিসন		১৸৴১২॥০
পুস্তকের হিসাবে সাবেক বাকী আদায়		১০৪॥৴০
মৃত্যু রেজষ্টরী হিসাবে		৷০
পাথেয় হিসাবে		১২৷০
গচ্ছিত হিসাবে		১২৷১০
হাওলাতি হিসাবে		১৫৲
অপরের পুস্তক হিসাবে		৶১০
		৬৩৫॥৶১৭॥০
গত কোয়াটারের স্থিত		২৮৮৴১৫
		৯২৩৸৴১২॥০

ব্যয়।

বিবরণ	টাকা
প্রচার ব্যয়	২৪৯৷৴১৫
বিবিধব্যয়	৪৭৴১০
কর্ম্মচারীর বেতন	৮৬৷০
ডাকমাশুল	১১৶১৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	১৷৴১০
পুস্তকহিসাবে	৸৴০
তত্ত্ব-কৌমুদী দরুন সম্পাদক	১৪৮৲
পাথেয় হিসাবে	৪৲
গচ্ছিত শোধ	১০৲
অপরের পুস্তক হিসাবে	১০৷৴০
	৫৬৮৷৴১০
	৩৫৫॥২॥
	৯২৩৸৴১২॥০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণার্থ দান প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের জের	২৯৮০২৸৪
শ্রীমতী মহারাজ কুমারী, (বর্দ্ধমান)	২৫্
বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, (সৈদপুর হইতে আদায় কারণ)	১৭্
,, হারাণচন্দ্র বসু, (শীমলা)	২্
,, মধুসূদন দে, (রাজসাহি)	৫্
,, নন্দগোপাল ভাদুড়ী, মাজদিয়া	১০্
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, বগুড়া	১০্
বাবু মুকুন্দচন্দ্র সেন, দ্বারভাঙ্গা	২্
বাঁকুড়া স্কুলের ছাত্রগণ	১৷০
পরলোকগতা হেমপ্রভা সরকার	১০্
ঋণ শোধার্থ একটী বাবু দান।	
মাং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত	১০্
বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী, মানিকগঞ্জ	৫্
,, অনাথনাথ দে	
মাং বাবু হরনাথ বসু	৫্
বাবু জানকীনাথ দত্ত, কুড়িগ্রাম	২্
ঋণ শোধার্থ আদায়	৫্
বাবু গোপীমোহন ঘোষ, সাহাজাদপুর	১০্
,, বিপিনবিহারি রায় জমিদার, মানিকদহ	১০০্
,, বিদ্যাধর রায়, হামছাদী	১০্
,, কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডেরাডুন	১৫্
	২৪৪৷০
	৩০০৪৭।৪

১৮৮২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত } শ্রীগুরুচরণ মহালানবিস সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

Almanack for 1884		।০
Brahmo year Book (১৮৭৬)		৸০
ঐ	(১৮৭৭)	৸০
ঐ	(১৮৭৮)	১্
ঐ	(১৮৭৯)	১্
ঐ	(১৮৮০)	১্
ঐ	(১৮৮১)	১।০
ঐ	(১৮৮২)	১
Life of the Educated Native		৶০
New Dispensation and the Sadharan Brahmo Somaj		।০
Rules of the Sadharan Brahmo Somaj		৶০
Trust deed of the Prayer hall of the Sadharan Brahmo Somaj		৶০
Practical Sermons, By the Late Rev. Dr. Carpenter—(Reduced Price		।০
Memoir of the Late Dr. Carpenter—(Reduced Price)		।০
Gleams of the New Light		।/০
A Discourse on the Nature and Progress of Theism		৶০
A Lecture on Man (Reduced Price)		৶০

গৃহধর্ম্ম		।৶০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী		/০
চিন্তা কণিকা (উৎসব উপলক্ষে) অর্দ্ধ মূল্য		৴১০
জীবানবিন্দু,	ঐ	।০
বরাহ নগর সংগীত	,,	১০
ব্রহ্মসংগীত ২য় ভাগ ১ম সং	,,	/০
২য়		৶০
ঐ ১ম ভাগ ৩য় সং		১।০
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর		/১০
দ্বিগু শিরাক্ত অভিষেক উৎসব উপলক্ষে অর্দ্ধমুল		৴১০
শিশুপালন দ্বিতীয় ভাগ	ঐ	।/০
ধর্ম্ম কুসুম,	,,	১০
নীতি কবিতাবলী,	,,	৶০
ব্রাহ্ম পকেট এলমানাক পুরাতন অর্দ্ধমূল্য		।০
শ্রাদ্ধক্রিয়া,	ঐ	/০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নববিধান,	,,	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের তালিকা,	,,	৶০
জাতি ভেদ		/১০
পরকাল		/০
প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তি যুক্ততা		৴১০
কুসুমহার		৵০
মার্টিন লুথারের জীবন চরিত		।০
মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী		৵০
বুদ্ধদেব চরিত		১্
কার'কুসুমিকা		।৶০
চিরজীবী		।০
বঙ্গমহিলার প্রতি উপদেশ,		/০
নীতি সংগ্রহ		৷০
ধর্ম্ম সাধন		।০
আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন		৵০
এই পথে চল		৴৫
গরিবের কুটীর		৴১৫
জড়ের ভাষা		৴৫
মানব চরিত্রে প্রতিজ্ঞার বল		৴১০
তত্ত্ব-কৌমুদী একত্র বাঁধা		
১ম ও ২য় বৎসরের		৩্
৩য় খণ্ড		২্
৪র্থ খণ্ড		২
৫ম খণ্ড		২্
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়		/০
জ্ঞান ও ধর্ম্ম		৶০
কুমুদিনী চরিত		।৶০
চিরযাত্রী		৷০
সুখ		/০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ		।৶০
চারুদত্তের গুপ্ত ধনাবিষ্কার		/১০
যাজ্ঞ বল্ক জীবনী		৵০
রামবাবুর উইল		/০

৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, ২০এ পৌষ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ২০,২১ সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

নববর্ষের প্রার্থনা।

হে কৃপাময়; হে পতিতপাবন! তুমি আমাদিগকে উৎসবে যে আনন্দ বিধান করিয়াছ, যেরূপ প্রচুর ভাবে তোমার কৃপা বারি বর্ষণ করিয়াছ সেজন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করি। তোমার করুণায় অনেক পাষাণ প্রাণে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, অনেক নিরাশ অন্তরে আশার সঞ্চার হইয়াছে; অনেক তৃষিত অন্তরের তৃষ্ণা নিবারিত হইয়াছে। এখন এই আশীর্বাদ কর যে আমরা তোমার প্রদত্ত বস্তু সকল রক্ষা করিতে সমর্থ হই। আমরা নববর্ষের কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে আবার তোমার চরণে পতিত হইতেছি। এই বর্ষে তুমি আমাদিগকে প্রধানতঃ তিনটী ভাব দেও। প্রথমতঃ আমাদিগকে বৈরাগ্য দেও। যেন আমাদের অসারের প্রতি আসক্তি না থাকে, এবং সার ধন যে তুমি তোমাকে যেন আমরা ভাল করিয়া চিনিতে পারি ও প্রীতি করিতে পারি। সামান্য সুখের লালসা যেন আর না থাকে, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য তোমার পবিত্র নাম প্রচারের জন্য যেন আমরা স্বার্থনাশ করিতে সমর্থ হই। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগকে বিনয় দেও। হে দর্পহারি! আমাদের দর্প চূর্ণ কর। আমরা যেন তোমার কাজ করিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইতে পারি। যেন সকল কার্য্যে তোমারই গৌরব অন্বেষণ করি! তোমারই মহিমা প্রচার করা যেন আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য হয়; আপনাদিগকে অসার ও তোমার কৃপাকে সার জানিয়া যেন সেই করুণার উপর প্রাণপণে নির্ভর করিতে পারি। তৃতীয়তঃ আমাদিগকে নির্ভরের শক্তি দেও। যেন তোমার হস্তে ফলাফল সমর্পণ করিয়া ও তোমার কৃপার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া আমরা তোমার নাম প্রচারে ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে রত হইতে পারি। তোমার দাসদিগকে রক্ষা করিবার ভার তোমার, এবং তুমি চিরদিন সে ভার বহন করিতেছ, ইহা জানিয়া যেন নিশ্চিন্ত মনে আমরা তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। হে পরম প্রভু! হে পতিতপাবন! হে মঙ্গলময়! আমাদিগকে বিনয় দেও, বৈরাগ্য দেও, ও নির্ভর দেও। এই তিনটীর জন্য বর্ষারম্ভে বিশেষ প্রার্থনা জানাইতেছি।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন পরলোক গত হওয়াতে একটী কথা বড় জাগিয়া উঠিয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধীগণ উৎসাহের সহিত সেইটীকে ঘোষণা করিতেছেন। সেটী এই যে বিগত জন সংখ্যা গণনার সময় জানা গিয়াছে যে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রহ্মসংখ্যা দুই সহস্রও নয়। তাঁহারা বলিতেছেন তবে ব্রাহ্মসমাজ ৫১ বৎসরের আন্দোলন ও ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা কি করিলেন? আমরা পূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

এটী আমাদের পক্ষে চিন্তা করিবার একটী গুরুতর বিষয়: ব্রাহ্ম সংখ্যা কি হ্রাস হইতেছে অথবা বৃদ্ধি হইতেছে? একটী বিষয় ব্রাহ্ম মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। অদ্যাবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম ইংরাজী শিক্ষার অন্যতম ফলস্বরূপ হইয়া, ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বদ্ধ রহিয়াছে। এক একটী নগরে বা প্রদেশে যে সকল লোক ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা কয়েক জনে একত্র হইয়া একটী ব্রাহ্মসমাজ করিয়া সেখানে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। সে অনুরাগও আবার চির দিন থাকে না। যতদিন অবসর থাকে, বা সুবিধা থাকে, বা কোন গুরুতর প্রতিবন্ধক না থাকে, বা কোন প্রকার সাংসারিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, ততদিন ইহাঁদিগকে সমাজের সহিত যোগ দিতে দেখা যায় কিন্তু কালক্রমে কার্য্যের ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইলে, বা কোন প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিলে, সেই অনুরাগটুকুকে অনেকস্থলে শিথিল ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়। এইরূপে প্রথমে যে দুই চারিজন শিক্ষিত ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অনেকে সেই যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত প্রসারিত সমাজ অরণ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া পড়েন। এইরূপে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক পুরাতন ব্রাহ্ম শিথিল যত্ন

হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন এবং কোন কোন স্থলে নূতন লোক আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করিতেছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভেদ এই যে খ্রীষ্টধর্ম্মে এক ব্যক্তি একবার প্রবিষ্ট হইলে আর তিনি সহস্র ইচ্ছুক হইলেও সহজে হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া খ্রীষ্ট সমাজ মধ্যে বাস করিতে হয় কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্ম মনে করিলেই স্বীয় স্বীয় সমাজ মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারেন।

একদিকে যেমন বহুসংখ্যক লোক বৎসর বৎসর বিচ্ছিন্ন হইতেছেন সেইরূপ যদি অপরদিকে আমাদের প্রচার বিষয়ে উৎসাহ থাকিত এবং দলে দলে নূতন লোক আকৃষ্ট করিতে পারিতাম তাহা হইলে ঐরূপ সংখ্যা হ্রাস হইত না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অবস্থা এখনও অতিশয় হীন হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমাজের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক একটী সমাজে দুই চারি বৎসরে দুই চারিটী সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। অধিকাংশ সমাজের পক্ষেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজটী প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় প্রথম প্রথম অনেক গুলি লোকের উৎসাহ থাকে, অনেকে সমাজে যোগ দিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কালক্রমে এক একটী করিয়া সেই যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া অবশেষে দুই চারিজন মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যান। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ে মফস্বলের অধিকাংশ সমাজেরই অতিশয় হীনাবস্থা দৃষ্ট হয়। কোন সমাজে দুইটী, কোন সমাজে চারিটী, কোন সমাজে পাঁচটী মাত্র উৎসাহী সভ্য দেখা যায়। পাঁচ বৎসর পরে আবার একটী সমাজে প্রচার করিতে যাই, সেই প্রাচীন বন্ধুগুলিকে দেখিতে পাই, বরং অনুসন্ধান করিয়া শুনিতে পাই প্রাচীন লোকগুলির মধ্যে দুই চারিজন আর সমাজে আসেন না। নূতন লোক কতগুলি যোগ দিয়াছেন অনুসন্ধান করিয়া দেখি তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

এইত গেল সভ্যের সংখ্যা, সমাজগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলেও অতি শোচনীয় দশা দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী নগরে যে এক একটী ব্রাহ্ম সমাজ আছে, সেটী এমন নির্জ্জীব, তাহার শক্তি এত কম, যে স্থানীয় লোকে তাহাকে গ্রাহ্য করে না। অনেক স্থলে শিক্ষিত লোকেরাও জানেন না যে সেখানে একটী সমাজ আছে। কোন্ দিন কখন্ কয়েকটী লোক একত্র হইয়া ভগবানের অর্চ্চনা করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাঁহারা সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে বলিয়া জানেন তাঁহারাও তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সেস্থানের শিক্ষা, বা কোন প্রকার সামাজিক উন্নতির উপর ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রকার প্রভাব বা শক্তি দেখা যায় না। আবার যে কতিপয় ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য তাঁহারাও কি সমুদায় মন প্রাণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতেছেন? কই, তাহা ও নহে। তাঁহাদের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অর্দ্ধেক হৃদয় দিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সকলে পৌত্তলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া দেশীয় প্রাচীন সমাজের শাসন শিরোধার্য্য করিতেছেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ইংরাজী শিক্ষার একটী অঙ্গস্বরূপ করিয়া রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম আশানুরূপ প্রচার হইতেছে না। ওদিকে দেশের অশিক্ষিত সাধারণ লোক সকল ব্রাহ্মধর্ম্মকে ও ব্রাহ্মসমাজকে কি চক্ষে দর্শন করিতেছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে একটী ধর্ম্মমত, মানবের পরিত্রাণ যে ইহার লক্ষ্য, জন সমাজের পাপতাপ নিবারণ যে ইহার প্রধান কার্য্য, ইহা কি তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে? তাহাদের মধ্যে মুক্তি-পিপাসু ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি কি এই দিকে পড়িতেছে? চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজে যে মানবাত্মার মুক্তির জন্য [illegible] আছে তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে না। তাহাদের অনেকে ভাবিতেছে যে ইংরাজী শিক্ষা করিলে যুবকগণ প্রথম প্রথম যত প্রকার সভাদি করিয়া থাকে, ব্রাহ্মসভা করাও তাহার মধ্যে একটী। এখানে শিক্ষিত যুবকগণ কি করে তাহা জানিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত নহে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে জনসাধারণের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপস্থিত করিবার চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা এতদিন ইংরাজী শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেই প্রচার করিয়া আসিতেছি। প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিতেছেন। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, শিক্ষিতদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, গাড়ি চড়িয়া তিনি একজন শিক্ষিত বন্ধুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, সভার আয়োজন হইল, শিক্ষিত লোকেরাই নিমন্ত্রিত হইলেন, শিক্ষিত ব্যক্তিরাই শুনিলেন, তাঁহারাই করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেখানে যে কয়েক জন মুটে বা মজুর সেই সভার বেঞ্চ প্রভৃতি বহন করিতেছিল তাহারা স্বপ্নেও ভাবিল না যে সে সভা তাহাদেরও জন্য বা সে ব্যক্তির তাহাদেরও নিকট কিছু বলিবার আছে। তৎপরে প্রচারক মহাশয় কয়েকদিন শিক্ষিতদিগেরই মধ্যে বিচরণ করিলেন, শিক্ষিত লোক সকলই তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিলেন। সাধারণ লোকদিগের সহিত যোগ স্থাপন হইল না। আবার যদি কৌতূহল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোন সামান্য লোক সমাজ মন্দিরের দ্বারে আসিল তবে সে কি দেখিল? সে দেখিল একজন বাবু একটী উচ্চস্থানে বসিয়া কি বলিতেছেন আর কয়েকজন বাবু বেঞ্চে বসিয়া শুনিতেছেন। সে ব্যক্তি প্রচারকের কথা গুলির প্রতি কর্ণপাত করিয়া মর্ম্ম গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, তাহার অধিকাংশই গ্রহণ করিতে পারিল না। হয় তাহা গভীর আধ্যাত্মিক কথা তাহাদের গ্রহণ শক্তির অতীত, না হয় তাহা বিদেশীয় চিন্তা ও ভাবে পরিপূর্ণ। তাহা শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল কি শুনিতেছি। হয়ত ফিরিবার সময় তাহাদের মধ্যে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল "এ কি ভাই?" অপরজন উত্তর করিল "কি জানি ভাই, বাবুরা ওই একটা কি করিয়া থাকে।"

তাহার মধ্যে যে তাহাদের জন্য কোন সমাচার আছে তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারিল না।

উপরে যাহা উক্ত হইল তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে অদ্যাবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচার হইতেছে কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে ইহা বদ্ধমূল হইতেছে না, এবং অপর দিকে দেশের সাধারণ লোকদিগের মনে ইহা স্থান পাইতেছে না। এ অবস্থাটী কিরূপ তাহা ব্রাহ্মগণ একবার চিন্তিত অন্তরে অনুধ্যান করিয়া দেখুন। আমরা সহরের কোলাহলের মধ্যে, নিজ দলের মধ্যে, উৎসাহী লোকদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা যে কত গভীর তাহা অনেক সময় অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু চিন্তা ও অনুসন্ধানের দ্বারা সেই দুর্ব্বলতা ধরিতে পারা যায়।

নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা এই জন্য এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বিশেষ ভাবে প্রচার কার্য্য ও প্রচার প্রণালীর বিষয় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবেন। যেরূপ দুর্ব্বলভাবে আমরা এতদিন প্রচার করিয়া আসিতেছি সেরূপ দুর্ব্বলভাব থাকিলে চলিতেছে না। কেহ আত্ম-প্রতারিত হইয়া থাকিবেন না। হে ব্রাহ্ম! যদি তুমি বাস্তবিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে ও ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত ভাল বাস, তবে তাহাদের অবস্থা দর্শন কর; এবং কিসে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে ও অধিকতর উৎসাহের সহিত এই ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে সেই চিন্তায় প্রবৃত্ত হও।

চতুঃপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

সর্ব্ব প্রথমেই আমরা অনন্ত করুণার আধার পরমেশ্বরকে প্রণত হইয়া ধন্যবাদ করি যে তিনি বিগত উৎসবের সময় আমাদিগের অনেকের দগ্ধ প্রাণকে শীতল করিয়াছেন। তাঁহারই কৃপাতে ইহার সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। তাঁহার কৃপা কটাক্ষ না হইলে আমাদের সহস্র চেষ্টা বিফল হইত। মানুষ কি করিতে পারে? মানুষ আয়োজন করিতে পারে, অর্থ ব্যয় করিতে পারে, লোক ডাকিতে পারে, ছুটা ছুটী করিতে পারে, কিন্তু যে প্রেম অন্নে পাপীর ক্ষুধা যায় সে অন্ন কি মানবীয় হস্ত পরিবেশন করিতে পারে, যে শান্তিবারি ধারাতে পাতকীর দগ্ধ প্রাণের শুষ্কতা দূর হয় সে জল কলস কি মানবের হস্তে আছে? না তাহা নহে। আজ আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে ঘোষণা করিতেছি যে সেই পতিতপাবন মঙ্গলময় বিধাতা এবার অনেক পাপীর প্রাণ শীতল করিয়া প্রচুর কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় যে এবার মফস্বলের নানা স্থান হইতে অনেক বন্ধুর সমাগম হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং শিলিগুড়ি, সৈদপুর, কাকিনা, রংপুর, পাবনা, রাজসাহী, শিরাজগঞ্জ, কুমারখালি, বগুড়া, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নদীয়া, কাঁথি, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট, দ্বারভাঙ্গা, মতিহারি, কাশী, গয়া, লাহোর, পুনা প্রভৃতি বহু বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ভাই ভগিনীগণ আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিলেন। উৎসব কার্য্য যেরূপে সমাহিত হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১লা মাঘ, সোমবার। অদ্য সায়ংকালে সংক্ষিপ্ত উপাসনানন্তর একটী বক্তৃতা হয়। বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত; বক্তৃতার বিষয় জ্ঞান ও জ্ঞানিবৃন্দ। ধর্ম্মরাজ্যে জ্ঞানের স্থান কোথায় এবং ধর্ম্ম জীবন গঠন পক্ষে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কত তাহা নির্দ্দেশ করা বক্তার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিলেন যে সংকীর্ণ হৃদয় ধর্ম্ম যাজকেরাই জ্ঞানকে নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। জ্ঞান ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ; জ্ঞানের ভিত্তি না পাইলে ধর্ম্মজীবন দণ্ডায়মান হইতে পারে না। এমন কি ঈশ্বর আছেন কি না এই প্রশ্ন করিলেই, আমাদিগকে জগৎ ও আত্মা সম্বন্ধীয় অনেক জটিল প্রশ্নের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয়, এবং সেই সকল প্রশ্ন পরিষ্কার রূপে মীমাংসা হইয়া সন্দেহ নিরাকরণ না হইলে বিশ্বাসের ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎপরে তিনি বিদেশীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ জ্ঞানীর বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের জীবনের মহৎভাব সকল কিছু কিছু প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেন।

সীতানাথ বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি বলিলেন যে জ্ঞানের পথ দিয়া যে সকল মহাত্মা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিলে কয়েকটী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানিগণের মধ্যে প্রধানতঃ তিন জনের নাম করা যাইতে পারে; বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্য, ও প্রাচীন গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত সক্রেটিস। ইঁহারা প্রত্যেকেই জ্ঞানপথাবলম্বী ও জ্ঞান বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা যদিও একপথাবলম্বী ছিলেন তথাপি বিশেষ ভাব সাধন করিয়া জ্ঞান সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাত্মা শাক্যসিংহ গভীররূপে জ্ঞান সাগরে নিমগ্ন হইয়া এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন যে জগতের সুখ সম্পদ অসার এবং বাসনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়।" সক্রেটিস সেই জ্ঞান সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া এই সত্য লইয়া উঠিলেন যে মানব অসার, মানব কিছু জানেনা, এবং নিজের অসারতা ও অজ্ঞতা বুঝিতে পারাই মানবের প্রকৃত মহত্ত্ব। আবার মহাত্মা শঙ্কর গভীররূপে জ্ঞানালোচনা করিয়া এই সত্য প্রচারিত করিলেন, যে "ঈশ্বরই সার, তিনিই একমাত্র বস্তু, এবং আর সমুদয় ছায়ামাত্র। তবে আমরা দেখিতেছি যে জ্ঞান ধর্ম্মজগতে পরম বন্ধু। জ্ঞান আমাদিগকে এই কথা বলে যে আমরা অসার, ও ঈশ্বর সার। জ্ঞান আমাদিগকে বিনয় ও বৈরাগ্যের উপদেশ দেয় এবং ঈশ্বরকে সারাৎসার রূপে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ধর্ম্মজীবনের পরম বন্ধু, জ্ঞান আত্মদৃষ্টিকে প্রস্ফুটিত করে, চিত্তের চাঞ্চল্যকে নিবারণ করে, গর্ব্বকে খর্ব্ব করে, অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে দূরে নিক্ষেপ করে, এবং অন্তরাত্মাকে

ব্রহ্ম দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে। আমি শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ উপনিষদে বলিয়াছেন "এই পরমেশ্বরকে চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ করা যায়না বাক্যের দ্বারা গ্রহণ করা যায়না, কিম্বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় বা যাগযজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা গ্রহণ করা যায়না। জ্ঞান প্রসাদে যাহার চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই নিষ্কল পুরুষকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়।" অতএব জ্ঞান আমাদের ধর্ম্ম সাধনের সহায়। তদনন্তর প্রার্থনা ও সংগীত পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

২রা মাঘ মঙ্গলবার, অদ্য সায়ংকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ভক্তি ও ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সংক্ষিপ্ত উপাসনা পূর্ব্বক বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বক্তা প্রথমে ভক্তি কি তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন—মানবের প্রার্থনা ও ব্রহ্মের কৃপা একত্র মিলিত হইয়া যে তৃতীয় শক্তি উৎপন্ন হয় তাহা ভক্তি। মানব সতৃষ্ণ-নয়নে ঈশ্বরের দিকে চায়, ঈশ্বর প্রেম দৃষ্টির দ্বারা তাহার তৃষিত নেত্রকে চরিতার্থ করেন। সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে মিলন হইলে সেই সন্ধিস্থলে যে অপূর্ব্ব ভাবের জন্ম হয় তাহা ভক্তি। তদনন্তর তিনি ঈশ্বরের সাধকদিগকে পুরুষ প্রকৃতি সম্পন্ন ও নারী প্রকৃতি সম্পন্ন, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। উভয়েই প্রেমিক উভয়েই সেই প্রেমময়ের দর্শন প্রার্থী, উভয়েই তাঁহার সহবাসাকাঙ্ক্ষী অথচ উভয়ের ভাবের প্রভেদ আছে। ভক্তি জগতের পুরুষগণ উৎসাহবান, উদ্যমশীল, সেবাপ্রিয়, এখানকার নারীগণ কোমল, সহবাস সুখে মুগ্ধ, ও ভাবসাগরে নিমগ্ন। উভয়েই ভক্তি রাজ্যের প্রজা এবং ধর্ম্মজগতে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। তৎপরে বক্তা আসাম প্রদেশীয় শঙ্কর দেউ কবীর প্রভৃতির জীবন হইতে ঘটনাবলী উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিলেন যে একনিষ্ঠতা বিশুদ্ধ ভক্তির একটী প্রধান লক্ষণ। ভক্তি চিরদিন একনিষ্ঠ; ইহা সেই প্রেমময় ভিন্ন অপর কাহাকেও হৃদয় রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করে না। তিনি ব্রাহ্মদিগকে এই একনিষ্ঠ ভক্তির পথ অবলম্বন করিবার জন্য বিশেষভাবে উত্তেজিত করিলেন। পরে প্রার্থনা ও সংগীত পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

৩রা মাঘ বুধবার। অদ্য সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ মহাশয় "কর্ম্ম ও কর্ম্মিবৃন্দ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতাটী স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।

৪ঠা মাঘ বৃহস্পতিবার।—অদ্য সায়ংকালে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন যে আমাদের দেশে জ্ঞান, প্রেম, ও কর্ম্ম এই তিনটী পথ পৃথক ভাবে চলিয়া আসিতেছে; ইহাদের মধ্যে নিরন্তর বিরোধ। অদ্বৈতবাদীদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিরোধের কথা আপনারা জানেন। এক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ জ্ঞান কর্ম্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অজামীলের উপাখ্যান তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। অজামীল ব্রাহ্মণতনয়, বহু পাপকার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণত্বচ্যুত হইল এবং চণ্ডালতনয়াকে বিবাহ করিল। অবশেষে অজামীলের মৃত্যুর সময় উপস্থিত। চণ্ডালীর গর্ভে অজামীলের নারায়ণ নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাকে অজামীল বড় স্নেহ করিত। মৃত্যু সময়ে অজামীল তাহাকে "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মরিয়া গেল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার আত্মাকে লইয়া যমদূতে এবং বিষ্ণুদূতে কলহ বাঁধিল। যমদূতেরা অজামীলকে মহাপাপী মনে করিয়া নরকের দিকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বিষ্ণুদূতেরা তাহাদিগের নিকট হইতে অজামীলের আত্মাকে কাড়িয়া লইতে আসিল। তাহারা যমদূতদিগকে বলিল, "তোমরা যে এ ব্যক্তিকে পাপী বলিতেছ, ভাল তোমরা ধর্ম্ম কাহাকে বল?" যমদূতেরা উত্তর করিল "কেন? বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ করিলেই ধর্ম্ম হয়।" বিষ্ণুদূতেরা বলিল "আরে মূর্খ! তাহাতে কি ধর্ম্ম হয়? ভক্তিতেই ধর্ম্ম।" এই উপাখ্যানে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে ভক্তিপথই মুক্তির একমাত্র পন্থা। তৎপরে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের বিরোধের কথা সকলেই জানে, ইহা কর্ম্ম ও প্রেমের বিরোধ মাত্র। মহাত্মা চৈতন্য তাঁহার সময়ের বহুপ্রচলিত তান্ত্রিক আচরণের মধ্যে প্রেমের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আপনার সমুদায় চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে যত দৃষ্টান্ত লওয়া যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বহুকাল হইতে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই পথত্রয়ের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই তিনের সামঞ্জস্য করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে এই তিনেরই সহায়তা চাই। এ কথার গভীর অর্থ কি তাহা প্রকাশ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন বার বার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মেও এইরূপ উপদেশ দেখা যায়—"Love God with all thy mind, with all thy hea[illegible], and with all thy strength," ইহাতেও এই তিন পথের সামঞ্জস্য প্রকাশ করিতেছে। অদ্য দেখাইব, এই তিন প্রকার সাধন না হইলে ঈশ্বরের ভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, এবং মানবের [illegible] ও পূর্ণ হয় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব এই [illegible] হা দুর্ব্বল, ক্ষীণ, তথাপি এই আশ্চর্য্য কথা বলিতে [illegible] নুষ সাক্ষাৎ অব্যবহিত ভাবে প্রভু পরমেশ্বরের নিক[illegible] র। ইহাই যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে [illegible] দেখিতে হইবে কিরূপে এই লক্ষ্য চরিতার্থ [illegible]। করিলেই দেখা যায় যে জ্ঞান, প্রেম, [illegible] ত্র না হইলে পরমেশ্বরের ভাব প্রকা[illegible] কি শিক্ষা দেয়? যখন জগতের মূলে য[illegible] আলোচনা করি, যখন বিষয় কোলাহ[illegible], তখন জ্ঞান আমাদিগকে কোন্ সত্য, [illegible] শিক্ষা দেয়? জ্ঞান বলে,—তিনি সার—[illegible] তক্ষণ না এইরূপে নিজের মধ্যে ডুবিয়া [illegible] বাহিরের কোলাহলের মধ্যেই সার দেখি। নিজের [illegible] ঈশ্বরকে সার, ঈশ্বরকে মহাশক্তি

বলিয়া বুঝিলাম—তাহাতেই কি যথেষ্ট হইল? না, আমার হৃদয় আরও কিছু চায়। আমি তাঁহাকে কেবল সত্যমাত্র জানিয়া সন্তুষ্ট হ'তে পারিনা, আমি তাঁহাকে প্রেমময় পুরুষ রূপে চাই। ইহার পর প্রেমের চক্ষে যখন দেখি, তখন দেখিতে পাই যিনি জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ শক্তিরূপে উপলব্ধ হইতেছিলেন, তিনি প্রেমের মহাশক্তি, অনন্ত কৃপার শক্তি। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হই না। তাঁহাকে আরও নিকটে চাই। তিনি একজন আছেন, তাঁহার প্রেমও আছে, কিন্তু তাহা হইলেও তো তিনি দূরে থাকিতে পারেন। আমার সঙ্গেতো তাঁর নিকট সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। ইচ্ছার দিক দিয়েও তাঁকে চাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার যোগ আছে। তিনি জ্ঞানময়, প্রেমময়, ইচ্ছাময় পুরুষ, এই তিনটী না জানিলে ঈশ্বরের ভাব আমাদের আত্মার সম্বন্ধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মানুষের ভাব ও এই তিনটী ভিন্ন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা মানবাত্মাকে জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান তখনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন ইহা আপনার পথে, চিন্তার পথে অগ্রসর হইতে হইতে অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী যে ভাবে সমুদ্রে বিলীন হইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য হারায় সেরূপ নহে, কিন্তু ঐকতান বাদনে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত যন্ত্র মিশিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও যেরূপএক সুর বাজায় সেইরূপ। তেমনি আমাদের মানবীয় প্রেম তখনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যখন বিকশিত হইতে হইতে জগতের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন ঈশ্বর প্রেমের সঙ্গে মিলিয়া যায়, যখন সেই প্রেম আমাদের প্রেমকে চালিত করিতে পারে। সুবিখ্যাত এমারশন বলিয়াছেন ধর্ম্ম উপদেশ, সংস্কার, সংশোধন, এ সমস্তের একই লক্ষ্য It is engaging us to obey," অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির যে অসামঞ্জস্য বা বিরুদ্ধভাব তাহাকে ঘুচাইয়া দেওয়া, ঈশ্বরের প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির মিশিয়া যাওয়া। এ মিশিয়া যাওয়া কিরূপ? না, ঈশ্বরের যে প্রিয়কার্য্য তাহাই আমার প্রিয়কার্য্য; হৃদয়ের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে জগতে যাহা কিছু হিতকর, যাহা কিছু জীবনের পক্ষে কল্যাণকর, তাহাতেই অনুরাগ, অনন্ত মহাশক্তির যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই আমার প্রাণে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান নামক পুস্তকে একটী অমূল্য সত্য আছে। তাহা এই; তিনি বলিয়াছেন সকল প্রকার অধীনতাতেই মানবাত্মা অসুখী, কিন্তু এমন একটী স্থান আছে যেখানে মানুষ অধীনতাকেই চায়, অধীনতাতেই সুখ পায়—সে স্থান ঈশ্বর-প্রেম। ইহার গূঢ় অর্থ এই যে প্রেম সেই বস্তু যাহাতে অধীনতাকে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ সুখ দিতে পারে, ইহাই প্রেমের মহত্ত্ব। যাহার প্রেম আছে সে স্বভাবতঃই সমস্ত সৎকার্য্য করে, বাধ্য হইয়া ঈশ্বরের বিধি ও ইচ্ছা পালন করে, অথচ সে, মনে করে যেমন জল মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সেও সেইরূপ সম্পূর্ণ। তৃতীয়তঃ মানব প্রকৃতি ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণতা পায়না, যতক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছা মিলিয়া না যায়, ঈশ্বরের মহান ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা এক সুরে না বাজে। সেইদিন মানুষ ঠিক সত্য পথে দাঁড়াতে পারিবে যেদিন মানুষ বুঝিবে যে এই পৃথিবীতে এমন একটীও পরমাণু নাই যার গতি সত্যের দিকে নয়। একি কথা! একথার অর্থ আছে। যদি সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা পূর্ণ হন, যদি তিনি মঙ্গল ইচ্ছাময় হন, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে সমস্তই তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য, ধর্ম্মকে জয় যুক্ত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, এই তিনটী যখন মিলে তখন বড় আশ্চর্য্য দেখি যে একটী অপরটীকে উৎপন্ন ও প্রবল করে। তখন ভাবি জগতে এই তিন পথের মধ্যে কেন বিরোধ দেখিতে পাই? প্রথমতঃ জ্ঞানের দ্বারা প্রেমের উৎপত্তি হয়। যখন প্রেমরঞ্জিত জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বস্তুর দিকে তাকাই, তখন দেখিতে দেখিতে প্রেমের উচ্ছাস হয়। আবার প্রেম জ্ঞানকে উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বে যে সকল কথা সহজভাবে দেখিতেছিলাম, হঠাৎ প্রেমের আবির্ভাব হওয়াতে সকলই অপূর্ব্ব দেখিলাম, প্রকৃত জ্ঞান হইল। এই জন্যই দেখাযায় যাঁহারা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া কেবল জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন, প্রেমের চর্চ্চা করেন নাই, তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ এমন কার্য্য করিয়া ফেলেন যাহাতে সামাজিক কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। যাহার যাহা নাই, সে তাহা দেখিবে কেন? কশাই দয়ার মর্ম্ম কি বুঝিবে? নীচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক নরনারীর হৃদয়ের পবিত্রতার মর্ম্ম কি বুঝিবে?

আবার জ্ঞান এবং প্রেম মিলিত হইয়া প্রকৃতভাবে চলিলে ইচ্ছা বা কার্য্যকে উৎপন্ন ও প্রবল করে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ। ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্যস্থলে রাখিতে হইবে। গতকল্য বক্তা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের ভাব প্রবল নহে। বাস্তবিকই আমরা এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী হই নাই। খৃষ্টীয়ানদিগের সৎকার্য্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও জলন্ত ত্যাগস্বীকারের মধ্য হইতে আমরা অনেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এই ভাব প্রস্ফুটিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি কোথাও কাহারও দুঃখ দূর করিবার প্রয়োজন থাকে, কোথাও কাহারও চক্ষুজল মুছাইবার প্রয়োজন থাকে, যদি কোথাও কাহাকে উৎপীড়ন হইতে বাঁচাইবার প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা এইদেশে। দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে, দারিদ্র্যের যন্ত্রণায়, বিধবার হাহাকারে আজ দেশ পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মসমাজের কিকিছু করিবার নাই? ব্রাহ্মগণ সেই মহাশক্তির মহান ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও; ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, যে ধর্ম্ম তোমরা গ্রহণ করিয়াছ যে ধর্ম্মে জগতের পরিত্রাণ হইবে, তাহার জয় হউক।

৫ই মাঘ, শুক্রবার—অদ্য প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবার সকলে এবং ব্রাহ্মছাত্রদিগের বাসায় ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। অপরাহ্নে উপাসনালয়ে উৎসবের উদ্বোধনার্থ উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। গত কয়েক দিন যে বক্তৃতা ও আলোচনাদিতে ব্রাহ্মগণের মন মহোৎসবের জন্য কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত হইতেছিল অদ্য গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশে সেই হৃদয়কে আরও জাগ্রত করিয়া তুলিল। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই;—একবার অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। অমরগণ দুর্দ্দান্ত অসুরদলের পরাক্রমে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাশক্তির বোধন আরম্ভ করিলেন। মহাশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে করিতে তাহাদের অন্তরে এক আশ্চর্য্য অগ্নির আবির্ভাব হইল, তাহারা সেই অগ্নির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অপরিমেয় বল বিক্রম লাভ করিলেন এবং দীপ্তিশালী হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তেজ ও পরাক্রম দেখিয়া অসুরদল কম্পিত হইয়া গেল, মৃতপ্রায় আশা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দেবগণের জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মহাশক্তির প্রভাবে সুরগণের জয় হইল। অদ্য আমরা ব্রহ্মশক্তির উদ্বোধন করিতেছি। জীবন সংগ্রামে আমাদের দেবভাব সকল ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের চিত্তবৃত্তি নিস্তেজভাব ধারণ করিয়াছে; আমরা সম্বৎসরের সংগ্রামে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি, অদ্য সেই পবিত্র ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইব বলিয়া ব্রহ্মশক্তির উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই শক্তি আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় মনে বল প্রয়োগ করিবে, আমাদের মৃতপ্রায় আশাকে পুনরুজ্জীবিত করিবে, আমাদের ক্ষীণ ও অবসন্ন মনে নবজীবন আনিয়া দিবে।

৬ই মাঘ—শনিবার। অদ্য প্রাতে উপাসনালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে ৬৫নং বেনিয়াটোলা ভবনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হয়। উক্ত সভাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত দুইটী সঙ্গীত হইয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তর কার্য্যারম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য কি এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিলেন। ঐ বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

নগেন্দ্র বাবু সত্যই বলিয়াছেন যেমন একজন উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া, যখন কেহই জাগে নাই, তখন যদি ঘরে ঘরে গিয়া সকলকে ডাকিয়া তোলে, এবং সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিবার জন্য জানালার দ্বার সমস্ত খুলিয়া দেয়, তাহার অবস্থার মত রাজা রামমোহন রায়ের অবস্থা ছিল। যখন দেশের কেহই জাগে নাই, সেই সভ্যতার উষাকালে তিনিই প্রথমে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যেখানে যত ঘর দ্বার বন্ধ ছিল, জ্ঞানের রবি তাহার মধ্যে যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য সমস্ত খুলিয়া দিয়াছেন। এমন কোন হিতকর বিষয় ছিল না, যাহাতে তিনি হস্তার্পণ করেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে দরিদ্রদিগের পক্ষ হইয়া তিনিই প্রথমে অগ্রসর হন, স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকারের জন্য তিনিই প্রথমে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন, একমাত্র নিরাকার চিন্ময় পরমেশ্বরের পূজা তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, সামাজিক দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া তিনিই প্রথমে ইংলণ্ডে গমন করেন,—এইরূপে যে দিকে দেখুন না কেন, দেশহিতকর এমন অতি অল্প বিষয়ই ছিল, যাহাতে তিনি হাত দেন নাই। এ সকলইতো তাঁহার কার্য্য। কিন্তু তাঁর কার্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য কি? তিনি যাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য মনে করিতেন তাহাই? না যাহার দ্বারা দেশের খুব উপকার হইয়াছে? না, যাহাকে আমরা দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী মনে করি? ইহার উত্তর এই, সেই কার্য্যের বিষয়েই আমরা আলোচনা করিব, যাহার ভাব তাঁহার সমস্ত জীবনে পরিস্ফুট দেখা যায়, যাহার ফল দেশ মধ্যে বিস্তৃত দেখা যায় এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে।

মানুষ নিজের কীর্ত্তি, নিজের পৌরুষ রেখে যাবার জন্য অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মানুষ সমস্ত জীবন যাহার জন্য কলহ, আন্দোলন করিল, তাহার দ্বারা জগতের কিছুই উপকার হইল না, কিন্তু চরিত্রের অন্তরালে যে মহত্ত্ব গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত ছিল, তাহাতেই হয়ত দেশের শ্রী ফিরিয়া গেল। যাঁহারা শিক্ষক তাঁহারা জানেন, বালক বালিকাদিগকে উপদেশ দিব বলিয়া উপদেশ দিতে গেলে, তাহাতে ফল হয় না, কিন্তু এক দিন হঠাৎ একটী কথা মুখ হইতে বাহির হইল বা হঠাৎ একটী কার্য্য করিয়া ফেলিলাম, তাহাতেই চরিত্রের গূঢ় অবস্থা প্রকাশিত হইয়া বালক বালিকাদিগের চরিত্রের উপরে কার্য্য করে। এইরূপ ধর্ম্মজগতে যে সকল সাধু মহাত্মাদিগের কথা শুনা যায়, তাঁহার কোন্ বিশেষ মতে বিশ্বাসী ছিলেন, কি বিশেষ মত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, কালের হস্তস্পর্শে সে কথা মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রের যে সকল গভীরভাব, সময় সময় সামান্য সামান্য বাক্যরূপে বহির্গত হইয়াছে, জগৎ যত্নসহকারে তাহাই সংগ্রহ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা উপকৃত হইতেছে। লুথারের পুস্তক পাঠ করিলে দেখা যায় যে তাহাতে তিনি সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করিয়া নানারূপ দুর্ব্বোধ্য মতের ব্যাখ্যা করিতেছেন, পুস্তকখানি এত নীরস যে অধিক পড়িতে ইচ্ছা হয় না। এই সকল মতের জন্য কি আজ লুথার বড় লোক? তিনি যে অনন্ত নরক, শয়তান, প্রভৃতির কথা বলেছেন, তাহাতেই কি তাঁহাকে আমরা সম্মান করি তাহা নয়। আমরা এ সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতরে, আত্মার গৌরবজ্ঞান ছিল, তাহাতেই তিনি আজ জগদ্বাসীর হৃদয়ে উচ্চাসন পাইয়াছেন। রামমোহন রায়ও এইরূপ অনেক সূক্ষ্ম মতামত ব্যক্ত করেছেন, অনেক দুর্ব্বোধ্য বচন সংগ্রহ করেছেন, তাঁহার পুস্তকের তিন পাত পড়িলে আর পড়িতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের প্রমাণ পাই, তাহাতেই তাঁহাকে বড়লোক বলিয়া মনে হয়। এখন প্রশ্ন এই, তাঁহার মহত্ত্বের কি প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের আত্মা এত বড় দরের ছিল, মনের শক্তি সকল এরূপ অলৌকিক ছিল, যে তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ সমাজ এবং নরনারী ত্রিসীমায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। এমন এক আশ্চর্য্য ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার, মনুষ্যত্বের, পৌরষের, এবং তেজের ভাব, তাঁহার আত্মাতে ছিল, যে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। একজন ষোলবৎসরের বালক কোরাণ পড়িতে পড়িতে প্রচলিত ধর্ম্ম মতকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিল, এক আশ্চর্য্য কথা! আজ কাল এরূপ হওয়া হয়ত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে, যখন দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, তখন চারিদিকে প্রচলিত ধর্ম্মের ছড়াছড়ি, তখন তাহা মিথ্যা বলে মনে করাই কঠিন, তা যদিওবা মনে করিলেন, তথাপি কি সাহস! পিতার নিকট গিয়া বলিলেন 'পৌত্তলিকতা ভ্রান্ত।' একি আশ্চর্য্য কথা! ইহার ফল এই হইল, রামমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। দিন কতক বসিয়া থাকিয়া মনে করিলেন "বৌদ্ধ ধর্ম্মটা কি একবার জেনে আসা যাক," এই স্থির করে তিনি পদব্রজে হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া, তিব্বত দেশে গমন করেন।

তিনি তিব্বত দেশে গেলেন, সেখানে গিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সেখানেও মানবাত্মার স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্রতা। তিব্বত দেশে 'লামা' নামক পুরোহিতকে অবতার জ্ঞানে পূজা করে, রামমোহন এই বিষয় লইয়া তাহাদের সহিত ঘোর তর্ক করিলেন। এইরূপ বিরুদ্ধ মতের ফলে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে এতদ্দেশীয়া রমণীদিগের দয়াতেই বাঁচিয়া গেলেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধেও তাঁহার অন্তরে এই স্বাধীনতার ভাব বর্ত্তমান ছিল। তিনি বলিয়াছেন, যে তিব্বত দেশে গমন করিবার একটী কারণ ইংরাজ ও বিদেশী শাসনের প্রতি বিদ্বেষ! যদিও পরিশেষে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরেজদিগের দ্বারা আমাদের দেশের উপকার হইতেছে, তথাপি পূর্ব্বজীবনে তাঁহার এমনি স্বাধীনতাপ্রিয়তা ছিল যে বিদেশের অধীনতা হইতে পলায়ন করিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এক জন ইংরাজ রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে আমি মনে করিয়াছিলাম, এই লোকটা বুঝি কেবল ধর্ম্ম, ধর্ম্মই করে! কথা কহিয়া দেখি, ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধেও বিশেষ পরিপক্ক। ইনি আমার সঙ্গে এই তর্ক করিলেন স্থায়ী সৈন্যদল স্বাধীনতার বিরোধী।—রামমোহন রায় যখন দেওয়ানের কার্য্য করিতেন, তখন দেশ দেশান্তর হইতে যে সকল সংবাদপত্র আসিত, রামমোহন ঔৎসুক্য সহকারে সে গুলি খুলিয়া দেখিতেন, যে স্বাধীনতা পক্ষের জয় হইতেছে কি না। স্পেন দেশে স্বাধীনতা পক্ষের জয় হইল, রামমোহন রায়ের আহ্লাদের সীমা নাই, তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে একত্রিত করিয়া টাউনহলে এক প্রকাণ্ড ভোজ দিলেন। কি স্বাধীন ভাব! এই ভাব তাঁহার অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

আবার কি নির্ভীক ভাব! চারি দিকে নানা সম্প্রদায়ের সহিত একাকী তর্ক যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন। আরব্য, পারস্য, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইত্যাদি ভাষার পুস্তক বাহির হইতেছে, ওদিকে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, চারি দিকে রামমোহন রায়কে প্রহার করিবার চেষ্টা হইতেছে, একাকী রামমোহন সকল দিকই দেখিতেছেন, এবং একাকীই সকল দিক রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার শিষ্যেরা চিন্তাতে, সহানুভূতিতে তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহারা তাঁহার আদেশানুসারেই চলিত, সুতরাং রামমোহন একাকী এই বিষম যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোথা হইতে তাঁহার এ সাহস আসিল? তাঁহার দাঁড়াইবার ভিত্তি কোথায়? সত্য এবং ঈশ্বরে প্রবল বিশ্বাস থাকাতেই তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন।

তাঁহার আত্মার উদারতার পরিচয় অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়, যে তাঁহার শত্রুরা এমন কুবাচ্য ছিল না যাহা তাঁহার প্রতি ব্যবহার করেন নাই, অথচ তিনি স্থির গম্ভীর অবিচলিতভাবে মৃদু উপহাস করে সেই সমস্ত কুবাচ্যের উত্তর দিয়া বিচারকার্য্য চালাইয়াছেন। যখন বড় কঠিন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তখন বলিয়াছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, আমি যদি সেইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতাম, তবে তিনি না জানি কি মনে করিতেন।" সেই সময়ের এক খানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে রামমোহন রায়ের এই উদারতাকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছিল যে তর্ক যুদ্ধে ইহাঁর সমকক্ষ কেহই নাই, ইনি ইহাই প্রমাণ করিলেন। গালাগালি, তিরস্কার, কটূক্তি ধীর ভাবে সহ্য করিয়া এমন উদারভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তির উত্তর দিতেন, যে চিন্তাশীল লোক মাত্রেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। তাঁহার লিখিত "প্রার্থনা পত্র" নাম প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মৈত্রীর জন্য চেষ্টা করিতেন। কেবল তাহা নয় তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে যেন সকল সম্প্রদায়ের লোকেই একত্র মিলিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারে। তিনি প্রায়ই ফিরিঙ্গী বালকদিগকে সমাজে আনিয়া তাহাদের দ্বারা ডেভিডের 'সাম' নামক সুন্দর সঙ্গীতগুলি গাওয়াইতেন। ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রষ্ট ডীড্‌পত্র তিনি প্রস্তুত করেন, তাহাতে তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতেন বলিয়া বোধ হয়, আমরা এখন আর সে ভাবে দেখি না।

এইরূপে যিনি সর্ব্বপ্রথমে এ দেশের রাজা প্রজার যথার্থ সম্বন্ধ, স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব ও অধিকার, মানবাত্মার মহত্ব ও স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন ও তাঁহার কার্য্যাবলী এক আশ্চর্য্য স্বাধীনতার ভাব, এক অদম্য নির্ভীকতা, এক বিশ্বব্যাপী উদারতা, এবং এক অনন্য সাধারণ মহত্বের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য কি? কি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই দেখিতে পাই যে কোরাণ পাঠ করিয়া, ইংরাজী শিক্ষা করিয়া, যখন প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস চলিয়া গেল, তখন, অন্য লোক হইলে

হয় অবিশ্বাসী হয়, নতুবা বাহিরে বিশ্বাস দেখাইয়া পদ মর্য্যাদা ও সাংসারিক উন্নতি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি সে দিকেই গেলেন না। এক দিকে যেমন তাঁহার বিশ্বাস চলিয়া গেল, তেমনি অপর দিকে তাঁহার ঘোর পিপাসা উপস্থিত হইল কোথায় কেমন করিয়া সার ধর্ম্মকে আবিষ্কার করিবেন। এই দারুণ পিপাসার ভাব তাঁহার সমস্ত জীবনে দেখা যায়। সত্যের জন্যই বাল্যকালে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, সত্যের জন্যই যৌবনকালে দেশের ধনী নির্ধন সকলের শত্রু হইলেন, এবং সত্যের অন্বেষণেই বিদেশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যখন চাকরী করিতেন, তখনও তাঁহার গৃহ নানা সম্প্রদায়ের লোকে পরিপূর্ণ থাকিত, আফীস হইতে আসিয়া পরিধেয় বস্ত্র রাখিয়া মুখ হাত ধুইবার অবকাশ পর্য্যন্ত থাকিত না, অমনি ধর্ম্মালোচনায় সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেন; যেন জীবনের এই প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য কবে চাকরী পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহার জন্য উৎকণ্ঠাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নামে উৎকোচ গ্রহণের যে অভিযোগ আছে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লেখক একজন সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি উৎকোচ লইয়া থাকিলে, ইংলণ্ডে অর্থাভাবে তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইত না। তাঁহার যাহা কিছু উপার্জ্জন ছিল, তাহা এই দেশেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা, নানারূপ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে প্রচার করা, এইরূপ কার্য্যেই তাঁহার অর্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে যখন সতীদাহ নিবারণের কথা হয়, তখন তিনিই প্রথমে হতভাগিনী বিধবা দিগের ক্লেশ বর্ণনা করিয়া তৎকালিন গবর্ণর জেনেরালের পত্নী মার্শনেস্ অভ্‌হেষ্টিংশ্‌কে এক পত্র লেখেন, এবং এ সম্বন্ধে অন্য অনেক রূপ চেষ্টা করেন। তাহারই ফলে বেন্‌টিঙ্কের সময় সতীদাহ উঠিয়া যায়।

এ সমস্তই তিনি করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিরজাগ্রত চিন্তা এই ছিল, কেমন করিয়া মানুষ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজায় রত হইবে। তাঁহার জীবনময় এই একই ভাব। তিনি যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তথায় সর্ব্বদা কি করিতেন, এই বিষয়ে একজন বিবি লিখিয়াছেন—"নিমন্ত্রণালয়ে, নৃত্যাগারে, হাস্যপরিহাসের মধ্যেও রামমোহন রায় পরমার্থতত্ত্বের আলোচনায় রত, যে সময় লোকে 'হাওয়া কেমন?' 'কোন্ থিয়েটার ভাল?' 'অমুক কেমন লোক?' ইত্যাদি পরম তত্ত্বের বিষয় মনোনিবেশ করে, রামমোহন রায় সে সময়েও ধর্ম্মের কথা বলিতেন!!" এই সকল দেখিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাঁহার শরীর মনের এক জাজল্যমান বাসনা এই ছিল, "কেমন করিয়া সত্যভিত্তির উপরে মানব জীবনকে স্থাপন করা যায়।" তিনি তাহারই আবিষ্কার করেন। অনেকেরই মুখে অনেক ধর্ম্মের কথা শুনিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের আশা মিটিল না। তিনি সকল ধর্ম্মের মূলানুসন্ধানে রত হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে জানিবার জন্য তাহার আদিস্থান তিব্বত দেশে গেলেন। ২২ বৎসর পর্য্যন্তও ইংরাজী জানিতেন না, ৫ বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী শিখিয়া বাইবেল পড়িলেন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া গ্রীক এবং হিব্রু ভাষায় আদিগ্রন্থ পড়িবার জন্য ঐ ভাষাদ্বয় শিক্ষা করিলেন। যখন মার্শমান সাহেবের সহিত বিচার উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন "তোমরা এখানে ঠিক বুঝ নাই; হিব্রু ভাষায় অমুক যায়গার ভাব এইরূপ তোমাদের ইংরাজী অনুবাদ ঠিক হয় নাই। বিশেষতঃ হিব্রু পূর্ব্বদেশীয় ভাষা, ইহার উপমা প্রভৃতি, আমরা পূর্ব্বদেশীয় আমরা যত বুঝি, তোমরা কি তত বুঝিবে?" এই বলিয়া আলোচ্য স্থানের মূল হিব্রুবচন হতে ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা দেখিয়া, শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। হিব্রুতো আর তাহাদের জানা নাই, ভাবিলেন 'এলোকটা কোথা হইতে আসিল' এইরূপে দুই তর্কের পর, বহু শাস্ত্রানুসন্ধানের পর, তিনি এই উদার মহৎ সত্য আবিষ্কার করিলেন যে "একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।" ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। • কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে এবিষয়ের গুরুত্ব লোকে বুঝিতে পারে নাই। প্রজাদিগের জন্য বক্তৃতা, সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা, ইংলণ্ডযাত্রা, এ সমস্ত বিষয়ের জন্য সুখ্যাতি তখন হইয়াছিল। এ দিকে তিনি যে সমাজসংস্থাপন করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন, তিনি চলিয়া গেলে তাহা ভয়ানক ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য দেশের ধনী সম্ভ্রান্ত বলবানলোক দিগের একটা ধর্ম্মসভা হইল। শুনিয়াছি, তাহার অধিবেশনের দিনে, রাস্তার অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া গাড়ী দাঁড়াইত, এবং প্রধান প্রধান দলপতিগণ দম্ভসহকারে বলিতেন "কোথায় রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ! পুটি মাছের মত তাকে টিপে নিকেশ করবো!"—বাস্তবিকই তখন ধর্ম্ম সভার নিকট রামমোহন রায়ের ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ কোথায় ছিল? কিন্তু তিনি বিশ্বাস চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা প্রবল হইল। যে জন্য স্বদেশে, তিনি আপনার শরীরের শক্তি ও মনের বল নিয়োগ করেছিলেন, তাহাই আজ ব্রাহ্মসমাজে মুদ্রিত হয়ে সকলের সম্মুখে স্নেহ ক্রোড় বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে রামমোহন রায়ের গ্রন্থ প্রকাশকদিগের সাহায্যকারী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে ত্বরায় রামমোহন রায়ের স্মৃতি চিহ্ন রক্ষার জন্য কিছু না করিলে তাহার যে কিছু বিদ্যমান আছে তাহাও থাকিবে না। এই বলিয়া তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে তাহার "ইউনেটেরিয়াণ যন্ত্রে" মুদ্রিত কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনার দিন যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইত, সেই কাগজ একখানি প্রদর্শন করিলেন। তিনি যত্নপূর্ব্বক সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আর সেখানি অধিক দিন রক্ষা করিতে পারা যাইবে না, এই বলিয়া তিনি সমস্ত ব্যক্তিদিগকে রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে আমাদের পুরাতন বন্ধু ডল সাহেব

সভাপতির অনুমতি ক্রমে কয়েকটী কথা বলিয়া কার্য্য শেষ করিলেন। সভাস্থল জন সমাগমে পূর্ণ হইয়াছিল। এবং ঈশ্বরের কৃপায় সভার কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইল।

৭ই মাঘ রবিবার। অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিলেন। উপাসনান্তে উপাসকমণ্ডলী ও আচার্য্য সকলে সমবেত হইয়া নবনির্ম্মিত প্রচারকদিগের বাসগৃহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে গমন করিলেন। ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত গান করিতে করিতে চলিলেন। গৃহের সম্মুখস্থ অনাবৃত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় উক্তগৃহ দ্বারে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সংগীত সংকীর্ত্তন শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক ঐ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তাঁহার প্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু মহাশয় একটী হৃদয় গ্রাহী প্রার্থনা করিলেন। এই গৃহটী এখন অতি সামান্য। দুইটী মাত্র ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর। কিন্তু এটী একটী মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত মাত্র। প্রচারকদল যতই বর্দ্ধিত হইবে, প্রচারক্ষেত্র যত বিস্তৃত হইবে, প্রচারকদিগের পরিবার সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে এইরূপ আরও কত ঘর নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু এই বাহিরের ঘর অতি সামান্য বস্তু, ইহাকে নির্ম্মাণ করা বা ভগ্ন করা অতি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু যে জলন্ত জীবন্ত ধর্ম্মভাব, যে ভক্তি ও বিশ্বাস, যে বৈরাগ্য ও নির্ভর ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই প্রচার হইবে না সেই জীবন্ত ধর্ম্ম ভাব ও সেই বিশ্বাস ভক্তি পূর্ণ জীবন গঠন করাই দুষ্কর। আনন্দ মোহন বাবু সেই ধর্ম্ম জীবনের জন্য একান্ত অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। আমরাও একান্ত অন্তরে প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর আমাদের প্রচারকগণকে বিনয়, বৈরাগ্য ও নির্ভর দিয়া কৃতার্থ করুন।

প্রচারকদিগের গৃহ প্রতিষ্ঠার পর ব্রাহ্মগণ কয়েক ঘণ্টার জন্য স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। আবার অপরাহ্নে চারিটা না বাজিতে বাজিতে উপাসনালয়ের আসন সকল দর্শক ও উপাসক বৃন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল। বালক বালিকাদিগের সাম্বৎসরিক সম্মিলন দেখিতে উৎসুক হইয়া সকলেই যথা সময়ে সমবেত হইলেন। এবার বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম-পরিবার মফস্বল হইতে সমাগত হওয়াতে বালক বালিকাদিগের সংখ্যা পূর্ব্ব কয়েক বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। যখন বেদীর উভয় পার্শ্বের আসন সকল দুই শতেরও অধিক বালক বালিকাতে পূর্ণ হইল, এবং যখন শিশুদিগের প্রত্যেকের কণ্ঠদেশ পুষ্পমালার দ্বারা, ও প্রত্যেকের হস্ত এক একটী পুষ্প গুচ্ছের দ্বারা অলংকৃত হইল, তখন সেই দৃশ্যটী এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। দেখিয়া যে কেবল জনক জননীর চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল তাহা নহে, সমাগত উপাসক ও দর্শকগণেরও প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল।

বালক বালিকাগণ সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে উপাসনা কালে কিরূপে বসিতে ও থাকিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে উপাসনার জন্য প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর বালক বালিকাদিগকে এক কণ্ঠে নিম্ন লিখিত সংগীতটি গান করিতে আদেশ করিলেন।

("আমি এমন করে কতদিন আর" ইত্যাদির সুর ও তাল।)

(আজি) প্রাণখুলে সবে মিলে কর জয় ধ্বনি।
(দেখ) পোহাইছে ধীরে ওই দুখ-রজনী।
সম্বৎসর পরে আজি (মোরা) সুখের সুবেশে সাজি,
(এস) এ উঁহার মুখে চেয়ে সুখে যাই ভেসে।
স্নেহের নিধি জননী (আহা) পিতা মোদের গুণমণি
(এমন) ধরম সুখের খনি কোথা আর আছে?
এত সুখ, এত আশা (মোদের) এত স্নেহ, ভালবাসা
(মোদের) যে দিল করুণা করি এস তাঁয় স্মরি।
তিনি যে আনন্দময়ী প্রেম বাহু পসারিয়ে,
(আজি) বিপদে বিষাদে ঢাকি রাখিছেন সবে।
এ শুভ সুখের দিনে (সবে) কর জয় জয় ধ্বনি,
(আজি) প্রীতিফুলে তাঁর পায়ে দাও সকলে।

সংগীতানন্তর বালক বালিকাগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল; শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে বালক বালিকাদিগের উত্তর প্রত্যুত্তর একটী পুরাতন সংগীত হইল। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাচরণ সেন, বালক বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া একটী উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে সংগীত ও পুনরায় প্রার্থনা ও শান্তিবাচন পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল। সভা ভঙ্গ হইলে আর এক মনোহর দৃশ্য দৃষ্ট হইল। জননীরা সাদরে সমুদায় বালক বালিকাকে ভোজন করাইবার জন্য মন্দিরের পশ্চাতস্থিত প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন। বালক বালিকার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল, যে উৎসব কালের আহারাদির জন্য যে ঘরখানি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে ধরিল না; তখন শিশুদিগকে অনাবৃত স্থানে প্রাঙ্গণে বসাইতে হইল। মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণটী শিশুগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ১॥০ বৎসরের শিশু অবধি ১২।১৩ বৎসরের বালক বালিকা পর্য্যন্ত সকল বয়সের শিশুগণ যখন আহারে প্রবৃত্ত হইল, এবং জননীগণ যখন তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, তখন সেই শোভা দেখিয়া প্রাণে যে পবিত্র আনন্দের সঞ্চার হইল তাহার বর্ণনা হয় না, মনে হইল এইরূপ জগন্মাতা তাঁহার আধ্যাত্মিক রাজ্যের শিশুগণকে প্রেমান্ন পরিবেশন করিয়া থাকেন। জগদীশ্বরের কৃপায় উৎসবের এই অঙ্গটুকু অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইল।

শিশুগণের পরিচর্য্যা শেষ না হইতে হইতে আবার সায়ংকালিন উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"একবার একটী প্রদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক বড় ক্লেশ পাইতেছিল, এমন দিন যাইত না যে দিন লোকের

মৃত দেহ শ্মশান স্থানে নীত হইতে দেখা যাইত না. রাত্রি-কালে লোকের আর্ত্তনাদে ও মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন ধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইত। এইরূপে অনেক দিন পর অবশেষে রাজ পুরুষদিগের দৃষ্টি সেই হতভাগ্য প্রদেশের উপর পতিত হইল। তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া ঔষধ সহ একজন চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। চিকিৎসক সেই প্রদেশের মধ্যস্থ একটী গ্রামে গিয়া চিকিৎসালয় খুলিলেন। সেই সমাচার চারিদিকে প্রচার হইল। নানা গ্রাম জনপদ হইতে দলে দলে দরিদ্র লোক ঔষধ লইবার জন্য আসিতে লাগিল। একদিন গিয়া দেখি চিকিৎসালয়ের প্রাঙ্গণে রুগ্ন ও জীর্ণ, নর নারী সমবেত হইয়াছে, তাহারা কি বেশে, কি ভাবে সেখানে আসিয়াছে, লোকে জনসমাজে, দশজনের মধ্যে যে ভাবে যায় তাহারা কি সে ভাবে আসিয়াছে? না তাহা নহে। একটী ভদ্রস্থানে যাইতেছি, একজন ভদ্রলোকের নিকট যাইতেছি এ চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় নাই। তাহারা আসিবার সময় আপনাদের বেশ ভূষার প্রতি দৃষ্টি করে নাই। তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র সুতরাং তাহাদের অধিকাংশ লোকেই জীর্ণ ও মলিন বসন পরিধান করিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বসিয়া কাঁপিতেছে, কোন কোন রমণী অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। তাহার পর তাহারা ঔষধ লইবার জন্য যেরূপ পাত্র লইয়া আসিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি তাহাও তদনুরূপ। কেহ বা একটী অতি পুরাতন শিশি কোন প্রকারে ধৌত করিয়া লইয়া আসিয়াছে, কেহ বা একটী ভাঙ্গা প্রস্তরের বাটী আনিয়াছে, কেহ বা একটী মৃণ্ময় পাত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। চিকিৎসক সেই সকল পাত্রে ঔষধ দিবার সময় বলিতেছেন এ পাত্রে যে পড়িয়া যাইবে। রোগীগণ ক্ষীণস্বরে বলিতেছে "বাবা আমার ঘরে অন্য পাত্র নাই এই পাত্রেই দয়া করিয়া দেও." এইরূপে তাহাদের চিকিৎসা কার্য্য চলিতেছে। অদ্য উৎসব ক্ষেত্রে আমরা যত পুরুষ ও রমণী আসিয়াছি,ভাবিয়া দেখি আমাদেরও যেন আধ্যাত্মিক এই প্রকার অবস্থা। আমরা অদ্য মুক্তিদাতার দ্বারে আমাদের পাপব্যাধির মহৌষধ লাভের জন্য আসিয়াছি, দেশে এই বার্ত্তা প্রচার হইয়াছে যে মাঘোৎসবের সময় স্বয়ং মুক্তিদাতা পরমেশ্বর পাপীদিগকে পাপরোগের ঔষধ বিতরণ করিবেন তাই আমরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়াছি। আমরা আজ ভদ্রবেশে, পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিয়া আসিতে পারি নাই। আমাদের অনেকেরই আত্মা জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া এই উৎসব ক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছে, অনেক ভগিনী আজ সেই পরম চিকিৎসকের ও পরম গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া লজ্জা সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তৎপরে দেখ আমরা কিরূপ পাত্র লইয়া আসিয়াছি। হায়! আমাদের সকলের হৃদয় পাত্র ত এই জীবনপ্রদ পুণ্য বারি ধারণ করিবার উপযুক্ত নয়। অনেকে ভাঙ্গা হৃদয় পাত্র লইয়া আসিয়াছি, এ পাত্রে যাহা দেওয়া হয় তাহা বহুদিনের সঞ্চিত মলা না গিয়া কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা লইয়াই তাঁহারা আসিয়াছেন। কি করি. বিলম্ব করিতে পারি না, যে ব্যক্তি পাপরোগে জীর্ণ সেকি আবার আপনার মান সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য করিবে, সে কি আবার ভাল পাত্রের জন্য বসিয়া থাকিবে। সে আজ করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই মুক্তিদাতা পরম পিতাকে বলিবে "হে দয়াময় আমি অতি অভাজন, এই পাত্র ভিন্ন আমার ঘরে আর পাত্র নাই। আমাকে কৃপা করিয়া এই ভগ্নপাত্রে প্রেমামৃত ঢালিয়া দেও। এই ভাবে সকলে মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য চেষ্টা করুন। তদনন্তর সংগীত সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে অদ্যকার উপাসনা শেষ হইল।

৮ই মাঘ সোমবার। অদ্য ব্রাহ্মিকা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন। পূর্ব্ব হইতেই ৩২নং বেনিয়াটোলা লেন ভবনে পুরুষদিগের প্রাতঃকালিন উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তদনুসারে প্রভাতে বহুসংখ্যক স্বদেশীয় বিদেশীয় বন্ধু পূর্ব্বোক্ত স্থানে সমবেত হইলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এদিকে অতি প্রাতেই উপাসনালয়ে বামাকণ্ঠের সংগীত ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ভগিনীদিগের অনেক অতি প্রত্যূষে আসিয়াই সংগীত আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাতঃকালের সমীরণ সেই সংগীতসুধা চারিদিকে বহন করিতে লাগিল। পল্লীস্থ সকল ভগিনী ত্বরা করিয়া উপাসনার্থ প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে সমাগত ভগিনীমণ্ডলীতে উপাসনালয়ের বেদীর চতুঃপার্শের আসন সকল পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মিকাগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীকে তাঁহাদের উৎসবের উপাসনাকার্য্য করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অদ্য বরিশাল হইতে সমাগত শ্রদ্ধেয়া মনোরমা মজুমদার মহাশয়াকে আচার্য্যের কার্য্য করিবার ভার দিলেন। ভগিনী মনোরমার হৃদয়গ্রাহী উপাসনা ও উপদেশে অনেকেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। উপাসনানন্তর ব্রাহ্মিকাগণ সকলে সমবেত হইয়া একত্র প্রীতিভোজন করিলেন। এবারে তিন শতেরও অধিক ব্রাহ্মিকা সমবেত হইয়াছিলেন। আহারান্তে তাহারা পুনরায় উপাসনালয়ে সম্মিলিত হইয়া বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে মিলিত হইলেন। অদ্যকার এই দিনের বিবরণ ইহাদের বার্ষিক রিপোর্টের সহিত মুদ্রিত হইবে। বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য শেষ হইতে বেলা অবসান হইল। সায়ংকালে উপাসনালয়ের দ্বার আবার উন্মুক্ত হইল,আবার আসন সকল দর্শক ও উপাসক বৃন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। সংগীতানন্তর ছাত্রসমাজের সাম্বৎসারিক উৎসব আরম্ভ হইল। অদ্যকার উপাসনা বক্তৃতাদি ইংরাজীতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "মানবচরিত্র ও আত্মশাসন শক্তি" সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন শাসন ও স্বাধীনতা এই উভয় ভাবের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন সমাজের ভিত্তি শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তি স্বাধীনতার উপর প্রতি-

চিত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতি মানবকে ধর্ম্ম শাসনের অধীন করে। সে অধীনতা মানবাত্মার সর্ব্বোচ্চ স্বাধীনতা। চরিত্রই শাসন ও স্বাধীনতার সমতা বিধান করিয়া থাকে।

৯ই মাঘ মঙ্গলবার। অদ্য প্রাতে উপাসনালয়ে উপাসনা হইল। সায়ংকালে "ধর্ম বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের" সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বর্ত্তমান সময়ের নাস্তিক ও অজ্ঞতাবাদীদিগের প্রদর্শিত কতকগুলি যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন। এবং প্রকৃতির শক্তি ও কার্য্য হইতে ঈশ্বরের সত্বা ও জ্ঞান প্রতিপন্ন করিলেন।

১০ই মাঘ বুধবার। অদ্য প্রাতে উপাসনালয়ে উপাসনা হইলে অপরাহ্ণ ২টার পর ব্রাহ্মবন্ধুগণ দলে দলে উপাসনালয়ে সমবেত হইতে লাগিলেন। আজ নগরের রাজপথে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন হইবে, যুবা বৃদ্ধ উৎসাহের সহিত উপাসনালয়ে সম্মিলিত হইলেন। এবার এই নূতন কীর্ত্তনটি রচিত হইয়াছিল।

উঠে দেখরে মন! প্রেমময়েরি প্রেমের মাধুরী, জেগে উঠে দেখ সেই শোভা ভুবন আলো করি। (আমার মনরে! মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে দেখ রে)

একিরে কুমতি দেখি তোর! (কিসে ভুলে রৈলি রে)

অনিত্য সুখের লাগি, পাপে হলি অনুরাগী, ডুবাইলি ধরম করম। (কি কাজ করিলি রে)

অমিয় সাগর ত্যজি, বিষয় গরলে মজি, খোয়াইলি এহেন জনম। (একি ভ্রান্ত মতি রে)

ভুলে সে পরম ধনে, ভ্রমিলি ভব গহনে, পেয়ে আঁখি অন্ধের মতন। (একি দশা দেখি রে)

অমূল্য মাণিক ফেলি, কুড়ায়ে বাঁধিলি ধূলি, প্রাণে রাখি করিলি যতন। (মহামূল্য জ্ঞানেরে)

মিল। বৃথা দিন যায়, থেকনা মন সে ধন পাশরি। (অবোধ মনরে অসার সুখে মত্ত হয়ে রে)

দেখ রে প্রেম নয়নে, সৎস্বরূপ নিরঞ্জনে, প্রাণ রূপে প্রাণের মাঝারে।

(প্রাণের প্রাণ তিনি রে) (জ্ঞান চক্ষে চেয়ে দেখ) (প্রেম আঁখি মেলে দেখ।)

হেরে সে সত্যের জ্যোতি, সে বিমল রূপ ভাতি, দূর কর মনের আঁধার। (প্রেমের আলো পেয়ে রে) (হৃদয় কন্দর মাঝে)

বারেক হৃদয়াকাশে, যদি সে শশী প্রকাশে, উথলিবে প্রেমেরসাগর। (সুখে ভেসেযাবি রে) (অপরূপরূপ সাগরে)

পূরিবে সব কামনা, ঘুচিবে ভব যাতনা, প্রেমরসে জুড়াবে অন্তর। (পাপের জ্বালা রবে না) (প্রেমরসে মগ্ন হলে)

মিল। সেই দীননাথ অধমে তারিবেন কৃপা করি। (আমার মনরে কাতর প্রাণে ডেকে দেখ রে।)

ও মন প্রেমধনে যদি পাবে, পাপের বাসনা ছাড়রে তবে, নইলে দেখাতো পাইবে না রে (পাপ ছাড়িতে হবে)

বিনা সাধনে সেধনে কিরে, পায় কেহ এ সংসারে, (দুর্লভ রতন সে যে)

পবিত্র প্রাণে যে জন ডাকে, প্রভু দেখা দেন তাকে। (হৃদয়-সখা রূপে।)

মিল। ছাড় ছাড় পাপ, কাতরে বলি রে বিনয় করি। (অবোধ মনরে পাপের খেলা দেখা হলো রে)

প্রেম সুধা এ সংসারে ওকি সহজে মিলে।

যেজন তৃণের সমান হবে, প্রেম-তত্ত্ব সে জন জানিবে। (সাধু জনের উক্তি হে)

আমি মত্ত সদা অহঙ্কারে, আমি কেমনে পাব তাঁহারে। (গতি কি হবে রে)

আমি না চিনিনু তত্ত্ব ধনে, আমি না সেবিনু ভ্রাতৃগণে, (আমার দুকুল গেল রে)

মিল। দেখ দেখ নাথ, পাতকে ডুবিয়ে বুঝি মরি। (প্রেমসিন্ধু হে! দুকুল আমার বয়ে যায় হে)

প্রেমের জয় কর ঘোষণা আজ হৃদয় ভরে ও পাপী মন।

আর পাবে না অনেক দিনে সুদিন এমন। (হৃদয় খুলে গাও গাওরে)

আজ পরাণে পরাণে বাঁধি কর রে কীর্ত্তন। (সুধামাখা দয়াল নাম রে)

আজ প্রেমেতে লুটায়ে ধর সবারি চরণ। (একাকার হয়ে যাক্‌রে)

আজ ব্রহ্মনামে দয়াল নামে ছাও রে গগণ! (দিক দশ পূরে যাক্‌ রে)

আজ থর থর হোক ধরা করিয়ে শ্রবণ। (ব্রহ্ম নামের ধ্বনিরে)

আজ পাপী তাপী সবাই দেখ খুলিয়ে নয়ন। (দেখে নয়ন সফল কর রে)

আজ ব্রহ্মনামে মুক্তিধামে যায় পাপীগণ। (জয় জয় প্রেমের জয় রে)

মিল। আজি অধমে করুণা করি দেও চরণ তরি। (প্রেমদাতা হে! প্রেম দিয়ে বাঁচাও প্রাণে হে)

সঙ্কীর্ত্তনের মহানিনাদে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে দলে দলে বাগবাজারে উপাসনা সমাজে গমন করিলেন। বাগবাজার সমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের উপাসনালয়টি পত্র পুষ্পে সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। গৃহটি ক্ষুদ্র—উপাসক ও দর্শক শত শত। গৃহে স্থান হইলনা, অনেকেই রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। উপাসনা শেষ হইল, বরাহনগরের শ্রমজীবীগণ আসিয়া যোগ দিল, সঙ্কীর্ত্তনের দল রাজপথ বহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জনতা ক্রমে বৃদ্ধি হইল—রাজপথের উভয় পার্শ্বের গৃহের ছাদ ও গবাক্ষ নরনারীতে পূর্ণ হইল, উপাসকগণ মন খুলিয়া ব্রহ্মনাম গাইতে লাগিলেন। যত সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, যত সঙ্গীতের মাধুর্য্যে প্রাণ মন গলিতে লাগিল, ততই প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস চারিদিক প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিল। গায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ উৎসাহে মত্ত হইয়া ক্রমে দিশা হারা হইয়া গেলেন—প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস

উত্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, উপাসনালয় নিকট হইল—ব্রাহ্মগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে গীত যাহারা গাইল,আর সে গীত যাহারা শুনিল, তাহারাই বলিতে পারে কি অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। দয়াল পিতা সকলের হৃদয় আক্রমণ করিলেন, পাপী কৃতার্থ হইল, শুষ্ক পাষাণ প্রাণ গলিয়া গেল। ধীরে ধীরে সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, মন্দিরে বিন্দু পরিমাণ স্থান নাই। এদিকে প্রেমোচ্ছ্বাসে মত্ত হইয়া অনেকে সংজ্ঞা হারাইয়া হতচেতন হইলেন-স্বর্গীয় দৃশ্য উপস্থিত হইল। আজ নিরাকার লইয়া মানুষ মত্ত হইল—যাঁহারা বলেন নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরকে কি ক্ষুদ্র মানুষ সম্ভোগ করিতে পারে—তাঁহারা সেদিন উপস্থিত থাকিলে বুঝিতে পারিতেন নিরাকার ঈশ্বরকে লইয়া মানুষ কেমন মুগ্ধ হইতে পারে। প্রবল তরঙ্গের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা আরম্ভ করিলেন। আজকার উপাসনা আর কি, বহুদিন পরে ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ করিয়া আজ কেবল ক্রন্দন। ক্রন্দনের রোলে—নরনারীর ক্রন্দনের রোলে আজ মন্দির পরিপূর্ণ। সে ছবি আঁকিব কি,তাহা ভাবিতেও পারিনা, সে ছবি স্বর্গীয়। "বিনয়ী হও, আপনাকে ভুলিয়া যাও" এই সেদিনকার উপদেশের বিষয় ছিল।

১১ই মাঘ—আজ সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। পৃথিবীর মুখ হইতে গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে আর উপাসকগণ বহু আশা প্রাণে ধরিয়া, ক্রতপদে উপাসনালয়ে গিয়া দৃঢ় আসনে বসিতেছেন। উষার প্রাক্কালেই মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া গেল—সঙ্গীতের মোহন ধ্বনিতে প্রাণ চমকিয়া উঠিতে লাগিল। রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর সঙ্গীত,শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন উপাসকগণের মন মোহিত করিয়া ফেলিল—১১ই মাঘের প্রাতঃকাল, তাহে মধুর সঙ্গীত, উপাসকগণ সকল ভুলিয়া ব্রহ্মপূজায় ডুবিয়া গেলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদীতে উপবেশন করিলেন। বিধাতা আচার্য্যের মুখ দিয়া স্বর্গের তত্ত্ব নরনারীকে অবগত করিলেন—ঈশ্বরকে পাইয়া আচার্য্য ধন্য হইলেন, উপাসকের প্রাণে পরিত্রাণের আশা হইল। সে সময়ে যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল—মানুষের ক্ষমতা নাই যে তাহার যথাযথ বর্ণনা করে। মানুষের প্রাণ মন ভরিয়া যে ব্যাকুলতার গভীরধ্বনি উঠিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা,না করাই ভাল। অপরাহ্নে আবার উপাসনা হইল—পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য উপাসনা করেন। উপাসনার পর প্রার্থনা, সঙ্গীত, শ্লোক পাঠ,সঙ্কীর্ত্তন হইতে হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আবার উপাসনা আরম্ভ হইল—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। উপাসনার সময় ১৭টি যুবক ও একটি রমণী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

১২ই মাঘ—অদ্য প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়—অদ্যকার উপাসনাতেও ঈশ্বরকৃপা সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইতেছিল—উপাসকগণ সে কৃপা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছিলেন, এমন সময় আমাদের কোন বন্ধু অনিচ্ছাসত্বেও মনের আবেগে কতকগুলিকথা বলিয়া উপাসকদিগের প্রাণে আঘাত দিলেন, ঈশ্বরকৃপা যেন সেখানে তিষ্টিতে না পারিয়া, নিন্দাবাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া অন্তর্হিত হইল। যদিও পরে তিনি অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন তথাপি সেদিনকার দুঃখের কথা আর বর্ণনা হয় না। সকলেই যেন স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। অপরাহ্ণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা হয়। তাহার কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে। সন্ধ্যার পর সঙ্গত সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "মানুষ কি ঈশ্বরকে জানিতে পারে?" এই সম্বন্ধে অতি সুযুক্তি পূর্ণ ও সরস বক্তৃতা করিয়া অজ্ঞতাবাদীদিগের অসার যুক্তি গুলি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। তাঁহার বক্তৃতাটি পরে প্রকাশিত হইবে।

১৩ই মাঘ—প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা ও অপরাহ্ণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশন হয়।

১৪ই মাঘ—উদ্যানে উপাসনা। বাবু বেণীমাধব পাল মহাশয়ের দমদমার নিকটবর্ত্তী উদ্যানবাটীতে প্রায় ২৫০ শত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা সম্মিলিত হন। বেণী বাবু স্বীয়ব্যয়ে ইহাঁদের সকলের আতিথ্য সৎকার করেন। অদ্যকার জন্য বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় এক সুন্দর বেদী রচিত হইয়াছিল—বৃক্ষতলে বসিয়া উপাসকগণ সম্মিলিত হৃদয়ে উপাসনা করিয়া পরে পৃথক পৃথক দলে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিলেন। কেহবা নির্জ্জন ধ্যানে, কেহবা ধর্ম্ম কথায় সময় যাপন করিতে লাগিলেন। উদ্যানে "প্রচার" বিষয়ে কথোপকথন নির্দ্দিষ্ট ছিল, অনেকে প্রচার সম্বন্ধে বিবিধ পরামর্শ প্রদান করিলেন। সারাদিন প্রকৃতির ক্রোড়ে যাপন করিয়া অপরাহ্ণে আবার ব্রাহ্মগণ দলে দলে সহরে ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর আবার উপাসনালয়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনার সময় বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রচারক পদে অভিষিক্ত হন—তাঁহার প্রচারক ব্রতগ্রহণে ব্রাহ্মগণ পরম হর্ষ প্রকাশ করেন। কয়েকটি বন্ধু আপনাদের প্রীতি ও হর্ষের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে পুষ্পমালা পুষ্পগুচ্ছ ও কয়েক খানি গ্রন্থ প্রদান করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নব প্রচারক মহাশয়ের প্রতি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধ পত্র পাঠ করেন এবং আচার্য্য এই শুভ অনুষ্ঠানের উপর ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করেন। অদ্যকার উপাসনার পর উৎসব শেষ হইল। "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" উৎসব দীনদিগকে এই সুখের সংবাদ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমরাও আগামী বৎসর "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" এই কথা বলিতে বলিতে, জীবনে এই কথা প্রমাণ করিতে করিতে যেন যাপন করিতে পারি।

১৫ই ১৬ই ও ১৭ই মাঘ সন্ধ্যাকালে উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। এই কয়েকদিন যথাক্রমে বরিশালের বাবু কালীমোহন দাস, শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার ও পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

কর্ম্ম ও কর্ম্মীবৃন্দ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

এই পৃথিবীতে আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, জগতের সৃষ্টি কৌশল, কিংবা জগতের কার্য্য পরিচালনা, বা জগতের স্থিতি, প্রভৃতি যাহার বিষয়ই আলোচনা করি, তাহাতেই দেখিতে পাই, যে এক মহাশক্তি সমস্ত পদার্থের অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। যখন দেখি যে এসংসারে অতিসামান্য, অতিক্ষুদ্র, অতিতুচ্ছ জিনিষ হইতে প্রকাণ্ড ব্যাপার, মহা বিপ্লব সংসাধিত হইতেছে, তখন কাহার মন না আশ্চর্য্যে পূর্ণ হয়? যখন দেখি একটী সামান্য বীজ হইতে মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হইতেছে, তখন কাহার না মনে হয় যে এক মহাশক্তি ঐ বীজের অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। নতুবা সামান্য বীজের কি সাধ্য যে কালে একটী মহাবৃক্ষ, প্রকাণ্ড শাখাপত্রশালী বৃক্ষকে উৎপন্ন করিবে?

পৃথিবীর মধ্যে কেমন করিয়া সমাজ স্থিতি করিতেছে, কেমন করিয়া শত শত, সহস্র সহস্র, কোটী কোটী লোক বিভিন্ন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি সত্বেও এসংসারে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতেছে, এবিষয় চিন্তা করিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে ইহার অন্তরালেও সেই মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে, নতুবা কিসে এই কোটী কোটী বিভিন্ন রুচিকে একীভূত করিতেছে?

আবার যখন আমরা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি, যখন দেখি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জড় পদার্থ শূন্যে নিরবলম্বভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে, শুধু তাহাই নহে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কাহারও সহিত কাহারও ঘর্ষণ হয়না, মানুষের মত সচেতন না হইয়াও তাহারা ঠিক আপনার গন্তব্য পথে গমন করিতেছে, এবং বিশালতা সত্বেও নিরবলম্বভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে, যখন বুঝি জড় পদার্থের নিজের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই, তখন কি ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি, যে এক মহাশক্তির আশ্রয়েই ইহারা আপনাদের কার্য্য করিয়া দিবানিশি পরিভ্রমণ করিতেছে।

একজন মহা প্রতিভাসম্পন্ন মনুষ্য,—যাঁহার উপরে পৃথিবীর লোক কত আশা স্থাপন করিয়াছে, তিনি যখন জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া, লোকের আশাকে নিরাশ করিয়া অকালে পরলোকে চলিয়া যান, তখন লোকে অবাক্ হইয়া তাঁহার কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করে, এপ্রহেলিকা ভেদ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহারও অন্তরালে সেই মহাশক্তির কার্য্য।

এইরূপে দেখাযায় যে জগতের সৃষ্টির মূলে, তাহার স্থিতির মূলে, এবং পার্থিব নিয়তগামী পরিবর্ত্তনের মূলে একই মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে। সেই শক্তিই আমাকে জীবন দিতেছে, বল দিতেছে, সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছে। যে এই শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া আপনার প্রাণে শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে, সেই ক্ষমতাবান, সংসার-সংগ্রামে সেই জয়ী হয়। এ পৃথিবীতে সকলেই প্রবৃত্তি, জ্ঞান, ও ইচ্ছা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু একজন পৃথিবী পরিচালিত করে অপর সকলে জড়বৎ চালিত হয়। ইহার কারণ এই যে একজন সেই মহাশক্তির অস্তিত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, অপর বহুসংখ্যক নরনারী সেই শক্তির অস্তিত্বের বিষয় হয় জানেনা নতুবা তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেনা। এ পৃথিবীতে শক্তি একই; মানুষের শক্তি বা জগতের পরিদৃশ্যমান শক্তি, সমস্তই সেই মহাশক্তির অবস্থান্তর মাত্র। আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকি। ইহার অনুপ্রাণনা ব্যতীত সৎকার্য্য অসম্ভব। আমরা কোন কোন সম্প্রদায়ের কথা শুনিতে পাই, তাঁহারা এরূপ সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যে তাহার তুলনা হয়না, ইহার কারণ এই তাঁহারা এই মহাশক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে যাহারা আপনাদিগকে বিস্মৃত হইয়া এই মহাশক্তিতে নিমজ্জিত হইতে পারিয়াছে, তাহাদিগের দ্বারাই কার্য্য হইয়াছে। এ জগতের সকল স্থানেই কর্ম্মীবৃন্দ মহাশক্তির নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদিগের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয়না তাহার কারণ এই যে আমরা নিজেদের চেষ্টার উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভর করি, ইহার এই ফল হয় যে কোন কার্য্যে সুফল হওয়া দূরে থাকুক বরং কুফলই উৎপন্ন হয়।

সমস্ত সৎকার্য্যের মূলমন্ত্র এই "আপনাকে ভুলিয়া সেই মহাশক্তিতে ডুবিয়া যাও, সৎকার্য্য আপনা আপনি উৎপন্ন হইবে।"

আমাদের দেশে অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়। তন্মধ্যে একটী সম্প্রদায় আমাদের স্বদেশের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত জগতে আপনার আধিপত্য ও খ্যাতি বিস্তার করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আজ সৎকার্য্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সৎকার্য্য আছে বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত কাহারই তুলনা হয়না। বৈষ্ণব ধর্ম্মে সেবার ভাব, ভক্তির উচ্ছ্বাস, এ সকল যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান; কিন্তু যে সৎকার্য্যে একটী পতিত দেশের উদ্ধার হয়, একটী পদানত জাতি উন্নত হয়, সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ হয়, এরূপ ভাবের কার্য্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ে পাওয়া যায় না। এইরূপ ভাব ব্যক্তিগত ভাবে অন্যত্র দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সমগ্র সম্প্রদায়ে পরিব্যাপ্ত আর কোথাও দেখা যায়না। বুদ্ধদেব মানবজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা, জ্বালা যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া আপনার রাজ প্রাসাদ বিষাদে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যেও এই ভাব জাজ্বল্যমান। জীবের দুঃখ তাঁহার শিষ্যদিগের প্রাণে সয়না, এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে জীবের কল্যাণের জন্য যেরূপ কার্য্য হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয় নাই।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন, যে সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতির জনক স্বয়ং পরমেশ্বর, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে মানুষ পরের দুঃখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিবে, একজন রোগগ্রস্ত হইলে অপরে তাহার সেবা করিবে

একজন ক্ষুধিত হইলে অপরে আপনার মুখের অন্ন লইয়া তাহার মুখে দিবে। সেই মহাশক্তিতে এইভাবে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই যথার্থ কর্ম্মী। বৌদ্ধগণ এইজন্যই সংসারে সকল সুখে বিরত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন। তাহার কি ফল হইয়াছে, অতীত সাক্ষী ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এক সময় এই সম্প্রদায় আপনাদিগের প্রতাপ পশ্চিমে গ্রীস হইতে পূর্ব্বে চীন, ও কোরিয়া পর্য্যন্ত এবং উত্তরে তিব্বত হইতে দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। গৃহত্যাগী কৌপিনধারী সন্ন্যাসীর দল কাহার বলে দেশে বিদেশে গিয়া আপনাদের ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল? সেই কয়েকটী ভিক্ষুর মধ্যে এমন কি বস্তু ছিল। যাহার প্রভাবে অসাধু সাধু হইল, অসভ্য সভ্য হইল, এবং সমুদায় এসিয়া পদানত হইয়া পড়িল। ইউরোপীয় রুষিয়া, লাপলাণ্ড, এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রচারক গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাহাদের লোক বল, ধন বল, পার্থিব কোনরূপ সুখ সম্পদ ছিল না, তাহারা জগতে এইরূপ অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিল, ইহার গূঢ় কারণ কি? ইহাতে আমরা কি দেখিতে পাই? ইহাতে এই দেখিতেছি, যে মানুষের জয় হয় না, সেই মহাশক্তি, সেই মহাসত্যেরই জয় হয়। যখন সেই সত্যের অধিষ্ঠান আমাদের প্রাণের ভিতরে এবং বাহিরে হয়, তখন রাজার ভ্রূকুটী বা সমাজের দণ্ডের ভয় থাকে না। তখন সৎকর্ম্মের বিস্তৃতি অনিবার্য্য।

বৌদ্ধদিগের এই শক্তি কেবল যে প্রচারকার্য্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; তাঁহাদের অপার প্রেম দেশময় নানারূপ কার্য্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ প্রেম যে কেবল মানুষের মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহা নহে, সমুদায় জীবের উপরেই বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন কালে যে সময় দেশে ধর্ম্মের নামে রক্তের স্রোত বহিতে ছিল, নানারূপ যাগযজ্ঞে মানুষের রক্ত পশুর রক্ত দেবতার তুষ্টির জন্য লাগিত, ঘোর নৃশংসতা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, সেই সময় বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন "অহিংসা পরমধর্ম্ম কেবল যে মানুষকে ভাল বাসিবে, তাহা নহে, তোমাদের পদদলিত জীবকেও ভাল বাসিবে।" ইহা কেবল মুখের উপদেশ নহে। আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব আপনার শিষ্যদিগের প্রতি এই অনুশাসন করিয়াছেন, যে ছাঁকিয়া জলপান করিবে, রাত্রিকালে আহার করিবে না, পাছে অজ্ঞাতসারে কোন জন্তু উদরসাৎ হয়। আমাদের যাহা কিছু দয়া, তাহা কেবল মুখে, কাজে তাহা কোথায় দেখাই! পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভা আজ কাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে সভ্য সময়ের উপযোগী দয়া দেখান হইয়া থাকে—পীড়িত পশুকে গুলি করিয়া মারা হয়!! আর সেই ঘোর অন্ধকারময় সময়ের কথা স্মরণ করুন, সেই সময়ে রোগার্ত্ত পশুদের জন্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, কোথায় পথের ধারে কোন্ দুর্ভাগা পশু রোগ যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া এই সকল আশ্রয় বাটিকাতে আনা হইত—সৎকার্য্যের আর কি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন? পশুর প্রতি যাহাদের এরূপ প্রেম, তাহারা যে আরও কত সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার আর কি দৃষ্টান্ত দিব? এই সকল দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, যে সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকিলে, সত্য আত্মার অন্নপান না হইলে, সৎকার্য্য করা অসম্ভব।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মেও সৎকার্য্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের আদি ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সেই প্রাচীন কাল হইতেই খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকেরা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। মানুষের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেই হইবে, মানুষের ভ্রান্ত ধর্ম্মমত বিশুদ্ধ করিতেই হইবে, এই প্রাণগত বিশ্বাসের অনুরোধে শত সহস্রলোকে পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকার মরুভূমিতে পশুবৃত্তিময় অসভ্যকে ভাল করিতে চেষ্টা করিতেছেন, বনভূমির রাক্ষস স্বভাবাপন্ন অধিবাসীকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া, মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া, বহু বাধা বিপত্তি সত্বেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীরের রক্তপাত করিতেছেন। মহাত্মা লিভিংষ্টোনের দৃষ্টান্ত দেখুন, তিনি আফ্রিকার জন্য আপনার যথা সর্ব্বস্ব অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকদিগের কি সাহস, কি প্রতিজ্ঞা! মহাসমুদ্রের মধ্যে যে সকল দ্বীপের লোক ভয়ানক অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছে, পরস্পরকে ভক্ষণ করে, আপন পিতা মাতাকে ধরিয়া খায়, প্রচারকেরা সেই স্থানে গিয়া তাহাদিগকে সৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হয়ত এক দলকে তাহারা আহার করিয়া ফেলিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে আর এক দল নির্ভীক চিত্তে তথায় অগ্রসর হইলেন। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে একদল সৈন্য পতিত হইলে, পশ্চাৎ হইতে অপর একদল গিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে, সেইরূপ এই খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকেরা একদল বিনষ্ট হইলেন, পশ্চাৎ হইতে অন্য একদল মা ভৈ, মা ভৈ!! শব্দে গগণ বিকম্পিত করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহাদের এ শক্তি, এ সাহস কোথা হইতে আসিল? সত্যে বিশ্বাস করিয়াই তাঁহাদের বল জন্মিয়াছে। সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহাদের এই শক্তি।

কেবল যে পুরুষদিগের মধ্যেই এইরূপ সৎকার্য্য দেখা যায় তাহা নহে। স্বর্গে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও এরূপ অসাধারণ ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত শত শত। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সংসারে কিসের অভাব ছিল, তাঁহার রূপ ছিল, বিদ্যাছিল, ধন সম্পদ ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে একজন দরিদ্রকে বিবাহ করিয়াও সুখী হইতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না। অন্যান্য মহিলারা যখন সংসারের সুখে আত্মহারা হইয়া যান, তখন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল দরিদ্র, শোকার্ত্ত, রোগার্ত্তদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদেরই জন্য জীবন সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে সকল হতভাগ্য দরিদ্রের কাতর ক্রন্দন কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না, নাইটিঙ্গেল তাহাদের জন্য সমস্ত ত্যাগ

করিলেন। দুঃখীর অশ্রুমোচন, পীড়িতকে ঔষধ প্রদান, পথশ্রান্ত ও অসমর্থ রুগ্ন ব্যক্তিকে বহন করিয়া চিকিৎসালয়ে আনয়ন, এইরূপ নানা কার্য্যে তাঁহার জীবন ব্যয় করিতে লাগিলেন। শুশ্রূষাকার্য্য শিক্ষা সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া কুমারী নাইটিঙ্গেল জার্ম্মনিদেশে গমন করেন। যে বয়সে যুবক যুবতীগণ বিলাসসুখ উপভোগার্থ সমুদ্রতীরে, শৈলশিখরে, হ্রদের তীরে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই বয়সে কুমারী নাইটিঙ্গেল জার্ম্মনির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া শুশ্রূষা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিলেন। ইহারই কিছুকাল পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। কুমারী নাইটিঙ্গেল কয়েকজন সহচরি সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া স্নেহকোমল শুশ্রূষার গুণে যে কতলোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন।

এইরূপ মহিলা আরও অনেক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কুমারী কার্পেন্টারের কথা আপনারা জানেন। তিনি দরিদ্র বালিকাদিগের জন্য আপনার বাটীতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যে তাহাদের কত উপকার করেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা উপযুক্ত পরিদর্শনাভাবে পাপ পথে যাইতেছিল, তাহাদিগকে এইরূপ একত্র করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিয়া এবং ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করিয়া, কুমারী কার্পেন্টার যে সৎকার্য্যের বীজ বপন করেন, আজ তাঁহার দৃষ্টান্তে দেশময় এইরূপ বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহা হইতে সুফল ফলিতেছে। ভারতবর্ষের দরিদ্র বালক অপরাধীদিগের জন্য কোন রূপ বিধান যাহাতে হয়, তাহার জন্য ইনি বৃদ্ধ বয়সে অনেকবার ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং ইহাঁরই চেষ্টাতে আলিপুর কারাগারে একটী সংশোধিনী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে— সেইরূপ বিদ্যালয় সমস্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের দেশে পাপ কার্য্যের পরিমাণ যে কত কমিয়া যাইত, তাহার শেষ নাই। ভারতবর্ষীয় মহিলাদিগের শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নতির জন্য তাঁহার জাতীয় ভারত সভার সংস্থাপন আর একটী সৎকার্য্য।

সে দিন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে একটী আশ্চর্য্য সভার সাম্বৎসরিক ভোজ হইয়া গিয়াছে। এই সভা হাটন নামক একজন সাহেব এবং তাঁহার পত্নীর যত্নে স্থাপিত হইয়াছে; চোর এবং বদমায়েসদিগকে ভাল করা এই সভার উদ্দেশ্য। উক্ত ভোজে প্রায় ৮০০০ চোর এবং বদমায়েস উপস্থিত ছিল; স্বাভাবিক লজ্জা বশতঃ অপরাধীগণ পাছে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত না হয়, এজন্য হাটন এবং তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহ ভোজে উপস্থিত ছিলেন না;—এই উপলক্ষে প্রায় ২০০০ লোক জীবন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

ইংলণ্ডে বা এরূপ সম্ভব হয় কেন? আর আমাদের দেশের লোকেইবা কেন এত নিশ্চেষ্ট? দুঃখ দুর্দ্দশা কি আমাদের দেশে কম? লক্ষপতির দ্বারে আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়া যে দরিদ্র বালক উদরান্নের জন্য একটী পয়সা পায় না, সে বাধ্য হইয়া অসৎ কার্য্যে যাইবেনাত কি? ইংলণ্ডের কত মহান পুরুষ এবং রমণী জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিয়া দুঃখীদিগকে পরিদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের সে ভাব কোথায়? হতভাগ্য অপরাধীদিগকে ভাল করিবার জন্য ইংলণ্ডে যে চেষ্টা, আমাদের তাহা কোথায়? মানুষকে ভালবাসিলে কি আমরা আমাদের দেশের লোকের এ শোচনীয় অবস্থা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম? এই সহরের মেছুয়াবাজার নামক স্থানে কত চোর কত বদ্মায়েস বাস করে, তাহাদের দুরবস্থার বিষয় কি—আমরা কখনও চিন্তা করি? এই উপাসনালয়ের পার্শ্বে কত পতিতা রমণী কত ক্লেশ পাইতেছে, আমরা ভ্রমেও কি একবার তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া দেখি? যদি আমরা শুষ্ক না হইতাম, মৃত না হইতাম, তাহা হইলে এই হতভাগ্য লোকদের দুঃখ দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে কি শিক্ষাদিতেছে? আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের মূল মন্ত্রই এই যে "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব," কিন্তু কোথায় এভাব? আমরা ব্রহ্মকে লইয়া উৎসব করিতে যাইতেছি, কিন্তু কোথায় আমাদের ব্রহ্ম প্রেম? আমরা মুখে যাহা বলি, প্রাণের সহিত তাহা কোথায় বিশ্বাস করি? যদি বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে এরূপ মুখের কথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিতাম না, তাহা হইলে দেশের সম্বন্ধে এইরূপ হস্তপদ গুটাইয়া জড়প্রায় হইয়া থাকিতে পারিতাম না।

তবে কর্ত্তব্য কি? যে সমস্ত সৎকার্য্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, তাহাতে আমাদের সকলের হস্ত থাকুক। সুখে থাকিব, স্বচ্ছন্দে থাকিব, সাংসারিক হইয়া থাকিব, সংসারের অনিত্যতা বুঝিব না, প্রাণে একটু বৈরাগ্য আসিবে না, এরূপ হইলে চলিবে কেন? কেবল পুরুষ কেন, স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ত্তব্য আছে। জানি, আমাদের সমাজের দোষে আমাদের স্ত্রীলোকদিগের কুমারী নাইটিঙ্গেল বা কুমারী কার্পেন্টার হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু কুমারী ষ্ট্যান্লি যেরূপ নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য আশ্রমবাটিকা স্থাপন করিয়া নিরাশ্রয়াদিগকে কার্য্যশিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমাদের মহিলারা সেরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। আমাদের দেশে বিধবাদিগের কি অসহ্য যাতনা! এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত জানি, যেখানে বিধবারা আপনাদিগের যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া সাহায্য চাহিতেছেন, কিন্তু কে তাঁহাদিগকে সাহায্য করে। নিরাশ্রয়দিগের জন্য আশ্রয় করিবার সময় কি হয় নাই। আশ্রিত রমণীগণ চেষ্টা করিলে আপনাদিগের শিল্প কার্য্যের উপস্বত্ব দ্বারা এরূপ একটি আশ্রম অক্লেশে চালাইতে পারেন। বর্ত্তমান সমাজ শৃঙ্খলায় রমণীগণ বড় নিরাশ্রয়, জগত শুদ্ধ লোক মরিয়া গেলেও একজন পুরুষের দৃকপাৎ নাই। রমণীগণের সেরূপ নহে।

স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন জীবিকার পথ নাই; এইরূপ একটি আশ্রয় স্থান করিবার এখনই সময় উপস্থিত, কিন্তু কে অগ্রসর হইয়া ভার লয়। সৎকার্য্য করা প্রভু পরমেশ্বরের, ইচ্ছা, যতদিন এবিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস না হইবে, ততদিন কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম বিষয়ক, কোন রূপ সংস্কারই আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না?

(শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতার সারমর্ম)

"অদ্যকার বক্তব্য বিষয় কি তাহা আপনারা জানেন যে মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না।" কিন্তু এই বিষয়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমার একটী কথা আছে, তাহা এই যে বিষয় নির্ব্বাচনের জন্য আমি আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। গত কয়েক দিন মাঘোৎসব উপলক্ষে এই মন্দির মধ্যে যে প্রকার স্বর্গীয় ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছে,এখনও যে প্রকার প্রেম ও ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই এরূপ জ্ঞান প্রধান বিষয়ের নির্ব্বাচন সময়োচিত হয় নাই। কিন্তু বিষয়টী উৎসবের পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, শেষে পরিবর্ত্তন করার সুবিধা হয় নাই, সুতরাং আমি আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ের স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা এই যে ভাব ও জ্ঞান উভয়ই উচ্চ পদার্থ, প্রেম ও ভক্তির স্রষ্টা যিনি, জ্ঞানেরও স্রষ্টা তিনি, সুতরাং তাঁহার এই পবিত্র মন্দিরে উভয়েরই তুল্যরূপ আলোচনা হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য জগতে নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদ প্রবল হইতেছে। এক শ্রেণীর নাস্তিক আছেন, যাঁহারা বলেন ঈশ্বর আছেন কি না জানি না, তিনি থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বলেন ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার কিছুই জানি না, তাঁহার কিছুই জানা যায় না। যাঁহারা বলেন ঈশ্বর অজ্ঞেয়, তাঁহাদের নিকট যদি বল ঈশ্বর দয়াময়, তাঁহারা বলিবেন "না, না," যদি বল ঈশ্বর জ্ঞানময়, তাঁহারা বলিয়া উঠিবেন "না, না, আমরা তাঁহার কিছুই জানি না, মানুষ তাঁহার কিছুই জানিতে পারে না।" ইউরোপ এবং আমেরিকাতে এই মত উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই মতের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে।

এই বিষয়ে কতকগুলি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ পরমেশ্বরকে যদি অজ্ঞেয় বল, অর্থাৎ যদি বল যে মানুষ কোন প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারে না, তাহা হইলে প্রথমেই তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, যে তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাঁহাকে জানা যায় না? সংসারে সমস্ত বস্তুকেই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, যাহা জানা যায় এবং যাহা জানা যায় না। শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এই এই লক্ষণ যেসকল বস্তুর আছে, তাহারা অজ্ঞেয়, এবং এই এই লক্ষণ যাদের আছে, তাহারা জ্ঞেয়। তবেই অজ্ঞেয় পদার্থের কতকগুলি লক্ষণ তোমার জানা প্রয়োজন হইতেছে। কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ রূপে না জানিলে বলিতে পারি ঐ বস্তু অজ্ঞাত, কিন্তু কোন বস্তুর কিছু কিছু জানিলে কেমন করিয়া বলি ঐ বস্তু অজ্ঞেয়? কিছু না জানিলে কেমন করিয়া বলি যে তাঁকে জানা যায় না. তবেই তুমি জান, তাঁর প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহাতে তাঁকে জানা যায় না। লোকে বলে ঈশ্বর অনন্ত, তাঁকে কি মানুষ জানিতে পারে? ভাল, "অনন্তকে আমি জানি না," ইহা বলিলেই যে অনন্তের অস্তিত্ব জ্ঞান বুঝা যায় না, তাহা কোথা হইতে আসিল? তবে তুমি এই জান যে অনন্তের শেষ নাই, পার নাই, তার সীমা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। তবেই তুমি কিছু জান।

দ্বিতীয়তঃ, পরিমিত পদার্থকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। যেমন হ্রস্ব শব্দ বলিলেই অহ্রস্ব যে দীর্ঘ বস্তু তাহাকে জানা হয়, সেইরূপ পরিমিতকে জানিলে অপরিমিত যে অনন্ত তাহাকে জানা হয়। এক অপরের সহিত জড়িত। জগতের প্রত্যেক পরমাণু অনন্তের জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে, যখনই পরিমিতকে জানি, তখনই অনন্তকে জানিতেছি। কিন্তু একটী কথা এইখানে বলা আবশ্যক—মানুষ যখন বলে অনন্তকে বুঝিতে পারি না, তখন কি সে অসত্য বলে? না, তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারে না। শৃঙ্গ উপশৃঙ্গ সমন্বিত বিরাটমূর্ত্তি হিমাচলের সমস্ত দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি যদি কাহাকেও ধারণা করিতে বলা যায়, তাহা হইলে সে কি পারে? এক স্থানে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী আছে, তাহার সমস্তটা কি এক সঙ্গে ধারণা করা যায়, হয় হলটী, না হয় বাগানটী, না হয় অন্য কোন ভাগ, এইরূপ একাংশ মাত্র ধারণা করিতে পারি। এই যদি হ'ল, তবে যিনি অনন্ত পরমেশ্বর, তাঁহাকে কেমন করে ধারণা করিবে? তবে একেবারেই বুঝি না, এ কথা সত্য কি না। একটা গল্প বলিতেছি, বালকেরা হাসিবেন না। ছেলেদের মধ্যে একরূপ খেলা আছে, একজনের চোখ বাঁধিয়া আর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। তাহাকে অন্যান্য বালকদিগকে চিনিয়া বাহির করিতে হয়। এক একজন বালক বড় চালাক—কাপড়ের পাশ দিয়ে একটু দেখিয়া লয়, পরে হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলে "কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না!!" যাঁরা অজ্ঞেয়তা বাদী, তাঁহারাও জগৎকার্য্যের মধ্যে তাঁহাকে এইরূপ একটুখানি দেখিয়া লইয়া এখন বলিতেছেন জগতের আদি কারণকে জানা যায় না।"

এখন অন্য দিক থেকে দেখি। ভাল, স্বীকারই করিলাম যে মানুষ আদি কারণকে জানিতে পারে না। কিন্তু সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার কি এমন ক্ষমতা নাই যে তিনি মানব হৃদয়ের নিকট আত্ম প্রকাশ করিতে পারেন? তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে আধুনিক অজ্ঞেয়তাবাদীদিগের শিরোমণি হার্বার্ট স্পেন্সার কি বলিয়াছেন শুনুন:—

"এরূপে দেখা যাইতেছে যে সেই আদিকারণ সকল ভাবেতেই পূর্ণ, অভাবহীন, ত্রুটি বিহীন, এবং সর্ব্বশক্তির আধার ও ভৌতিক নিয়মের অতীত।"

এমন যে পুরুষ তিনি কি আপনাকে জীবের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন না? মানুষের না হয় ক্ষমতা নাই থাকিল, কিন্তু তাঁহার কি নাই? যদি না থাকে, তবে তিনিতো সর্ব্বশক্তিমান নন; আর যদি থাকে,তবে অজ্ঞেয়তা-বাদ কোথায় রহিল? কে বলিতে পারে যে তিনি কোন দেশে কোন কালে কাহারও নিকট প্রকাশিত হন নাই? যে মুখে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিতেছ,যাঁহাকে জগতের সর্ব্বত্র কারণরূপে বিদ্যমান বলিতেছ, যদি সেই মুখেই বল তিনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না, তাহা হইলে তদপেক্ষা অসঙ্গত কথা আর কি হইতে পারে?

ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনিলেন। এখন ভারত-বর্ষের দর্শন শাস্ত্র দেখুন ভারতীয় ঋষিরা ধ্যানস্তিমিত নেত্রে দেখেছিলেন ঈশ্বরকে জানা যায় না।—তাঁহারা বলেছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দম্ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

অর্থাৎ,—মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। মন যাঁহাকে ধরিতে পারে না, বাক্য কাজেই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না,—এতো বেশ কথা। কিন্তু তার পরেই বলা হইতেছে "সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন," ইহার অর্থ কি? জানিতে পারা যায় না, তবে কিরূপে জানিবে? দেখিলে বোধ হয় যেন এই দুই ভাবে মিলিতেছে না। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের বিরোধ নাই, দুয়েরই খুব চমৎকার অর্থ আছে। তাহা এই যে, মানুষ যদি নিজের বুদ্ধি দিয়ে তর্ক বিতর্ক করে, ভগবত্তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা পায়, তাহাতে পারে না। তবে কেমন ক'রে তাঁকে পাওয়া যায়? আমরা নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে একটী পতাকা হস্তে করিয়াছিলাম, তাহাতে অঙ্কিত ছিল "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"। ইহাই সার। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্
পাপ নাশ হেতু রেষ নতু বিচার বাগ্বলম্।"

দেখুন কত মিষ্ট কথা! ব্রহ্ম কৃপাই পাপ নাশের হেতু। বিচার বা বাগ্যুদ্ধে কিছুই হয় না। ইহাই ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব। যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত বুদ্ধির ছুরি দ্বারা তাঁহাকে কাটিতে গিয়েছেন, তাঁদের ছুরি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে একমনে তাঁকে ডাকে, সেই পাপী দীন হীনের হৃদয়ে সেই রাজরাজেশ্বর দেখা দেন! বড় বড় দর্শনের জোরে যাঁকে পাওয়া যায় না, চক্ষের জল পড়িতে না পড়িতে তিনি হৃদয়ে আসিয়া উদয় হন।

আর একটী কথা। আমরা চতুর্দ্দিকে কত আশ্চর্য্য কল দেখিতে পাই। কিন্তু জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে কল, তাহার কাছে কোন্ কল? জগতে যত বিখ্যাত পুস্তকাদি হয়েছে, সমস্ত এই ব্রহ্মাণ্ড বেদের ভাষ্য মাত্র। মানুষ কতটুকু? আদি কারণ পরমেশ্বর তিনিই বা কত বড়? তবেই এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে কৌশলপূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আশ্চর্য্য জ্ঞান-সম্পন্ন। কেন এরূপ সিদ্ধান্ত করি? মৃন্ময় পুরুষকে দেখিলে বুঝি তাহার কোন কার্য্যই নাই, সুতরাং তাহার কিছুই জ্ঞান নাই, যে অল্প বুদ্ধি তাহার কোন কার্য্য দেখিলেই বুঝি তাহার অল্প বুদ্ধি আছে, এবং একজন প্রতিভাশালীর সমস্ত কার্য্যই তাহার জ্ঞানের পরিচয় দেয়। তখন এই মহা কৌশলময় ব্রহ্মাণ্ড কার্য্যে কি মহা জ্ঞানের পরিচয় পাই না? এক্ষণে, তার্কিক মহাশয় হয়ত বলিলেন "কৌশল থেকে জ্ঞানের সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে।" আমি তাহার উত্তরে এই বলিব "অনন্ত কৌশলে যদি জ্ঞানের প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে মহাশয়ের যে ছটাকখানিক বুদ্ধি আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি?"

অজ্ঞেয়তাবাদীরা বলেন এই ব্রহ্মাণ্ড এক মহান শক্তির দ্বারা পরিচালিত। এখন প্রশ্ন এই, যদি কিছু না জানা যায়, তবে এই শক্তির অস্তিত্ব জানি কেমন করে? ঈশ্বরের অন্যান্য গুণের মধ্যে শক্তি একটী। তাঁর শক্তি আছে বলিলেই তো তাঁকে লক্ষণাক্রান্ত করা হইল? কিন্তু শক্তি মানিলেই আর দুটী লক্ষণ মানিতে হয়। কেন? শক্তি জিনিসটা কি? শক্তি জড় পদার্থ নয়, কারণ উহা দৈর্ঘ্য, বিস্তার, এবং গতি বিরহিত। তবে শক্তি কি? ইহা বাহিরের পদার্থ নয়। বহিরিন্দ্রিয় তাকে খুঁজে পায় না। আর এক ইন্দ্রিয় আছে তার নাম মন। জড় জগতে শক্তি অনুমানের বিষয়, অন্তর জগতে শক্তি প্রত্যক্ষ বিষয়। ইংরাজীতে ইহার নাম উইল্ (will) বাহিরে সর্ব্বত্রই শক্তি বিরাজিত, অথচ তাহাকে তথায় দেখি না। পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত—জড় এবং মন। শক্তি জড়ের উপর কার্য্য করে, কিন্তু মনেতে প্রত্যক্ষ। তবেই এই সিদ্ধান্ত হইতেছে সমস্ত বিশ্বভুবন এক মহান জ্ঞানময়ী শক্তিতে পরিচালিত সেই ইচ্ছারূপিনী জ্ঞানরূপিনী শক্তি সমস্ত জগতে বিরাজিত।

কেহ কেহ বলিবেন "এ যে ভয়ানক! সকল বস্তুতেই জ্ঞান ও ইচ্ছা বিরাজিত, তবে তো ভৌতিক পূজা প্রচলিত হইতে পারে?" না না। ঊনবিংশশতাব্দীতে এমন একটী আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, যাহাতে বলিয়া দিতেছে যে, যে শক্তি আমার পদতলে, কোটী কোটী যোজন দূরে নক্ষত্রেও সেই শক্তি। এই শক্তি এক, অবিনশ্বর, এবং সর্ব্বব্যাপী। মনো বিজ্ঞান বলিতেছে, এই শক্তি জ্ঞানও ইচ্ছারূপিণী। সেই শক্তি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন। আপনারা দেখুন ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্মবিজ্ঞান কেমন অখণ্ড ভিত্তির উপরে স্থাপিত। যখন ভাবি ঈশ্বর সর্ব্বত্র, আমার চারি দিকে, তখন প্রাণে কত আনন্দ হয়। তিনিই যথার্থ আদ্যাশক্তি ভগবতী, তাঁহার মূর্ত্তি হয় না, সীমাবদ্ধ স্থানে তাঁকে দেখা যায় না, আমরা তাঁহারই পূজা করি। হাবার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন There is a sole of truth in things erroneous, অর্থাৎ ভ্রান্ত

বিষয়ের মধ্যেও সত্যের রেখা দেখা যায়। পৌত্তলিকেরা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহারা আদ্যা শক্তিকে ত্রিনেত্রা বলিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ দর্শন করেন, সুতরাং তিনি ত্রিনেত্রা। তিনি দশভূজা কারণ দশদিকেই তাঁহার শাসন দণ্ড চালিত হইতেছে। এবং তিনি অসুর নাশিনী, কারণ তাঁহার জন্যে অমঙ্গলরূপ অসুর জীবিত থাকিতে পারে না। আধুনিক Natural Selection কিম্বা Evolution বা ক্রম বিকাশবাদ (বান্ধব সম্পাদকের মতে "বিবর্ত্তবাদ") যে দিকেই যাও, এই কথাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে যে মঙ্গলেরই বৃদ্ধি হইতেছে। এমন যে শক্তি তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। এই কথা আমাদের দেবতার নিকট আমাদের বলা উচিত; ভ্রান্ত পৌত্তলিক এই কথা মাটীর পুতুলের নিকট বলে এই তো দুঃখ।

ধার্ম্মিকেরা বলিয়া থাকেন God made the man after His own image অর্থাৎ ঈশ্বর আপনার আদর্শে মানুষকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নাস্তিকেরা এই কথা লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকেন, যে, তাতো নয়।

মানুষই আপনার আদর্শে ঈশ্বরকে প্রস্তুত করে। যাঁহারা বিদ্রূপ করেন, তাঁহাদের বিদ্রূপকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু গম্ভীর ভাবে এ কথা বলিলে, উহাতে ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন, "মানুষ অনেক সময় আপনার কল্পিত গুণ ঈশ্বরে আরোপ করে। মহিষেরা যদি এ বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিত, তাহারা ভাবিত যে ঈশ্বর আর কেহ নহেন, বেশ হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ একটী মহিষ, স্বর্গের মাঠে ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছেন।" ব্রাহ্মগণ! আপনারা সাবধান হইবেন, কল্পনাতে ঈশ্বরসৃষ্টি করিয়া মারা যাবেন না।

অজ্ঞেয়তাবাদীরা বলেন—"তোমার মনের মত ক'রে, তোমার নিজের গুণ তাঁকে দিয়ে তাঁকে ছোট করা হ'চ্ছে।" এটী কি হাঁসির কথা! আমরা কখনই তাঁকে ছোট করি না, বা আমাদের গুণ তাঁকে দিই না। আমরা বলি তিনি পিতা আমরা পুত্র, পিতা পুত্রে যদি কিছুমাত্র সাদৃশ্য না থাকে, তবে সম্মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি যদি আমাদের অন্য রূপ ক'রে সৃষ্টি করতেন, তা হলে তো তাঁকে আমরা জানতে পারতাম না। স্পেন্সার এই সাদৃশ্যের কথা লইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—"একটা ছোট ঘড়ি মনে করিতেছে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা একটা বড় ঘড়ী!!" একি আশ্চর্য্য কথা? এ সম্বন্ধে আমি একটু বলি, আপনারা দেখুন উহা সঙ্গত কি না। মনে করুন, তিনটা ঘড়ী আছে, একটা বিবর্ত্তবাদী সে বলিল আমার চাকা, স্প্রীং প্রভৃতি আপনি আপনি হইয়াছে। দ্বিতীয়টা পৌত্তলিক ঘড়ী, সে বলিল আমার নির্ম্মাতা একটা বড় ঘড়ী। তৃতীয়টী ব্রাহ্মঘড়ী, সে দুজনের কথারই উত্তরে বলিল, "আপনি হওয়া সম্ভব নয়। তাহার পর যদি নির্ম্মাতাকে নিজের মত বল, তা হলে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হয়। বরং এই বল যিনি তোমার নির্ম্মাতা তিনি জ্ঞানবান ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে, হে স্পেন্সার, তোমার ক্রম-বিকাশবাদ Evolution কোথায় রহিল?

এখন, ঈশ্বরকে জানা যায় কি না? ঋষিরা বলেছেন 'তাঁকে যে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে," এ কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে সেই অনন্তকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করি এমন সাধ্য কাহারই নাই, অথচ কিছু না জানি এমন নহে। ঋষিরা সমস্ত সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানের এমন গভীর প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, যাহার ত্রিসীমাতেও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাইতে পারেন নাই। অনন্ত মহাশক্তির সমস্ত ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়া আমরা কি কিছুই পাইতে পারি না? প্রশান্ত মহাসাগর পারে বসিয়া একজন ঘটীতে করিয়া জল তুলিতেছে, সে কি তাহার ঘটিতে সমস্ত সাগরকে পায়? না, তাহার যতটুকু ঘটি, সে ততটুকুই প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে আমরা সকলেই হৃদয় খুলিয়া দি, যাহার হৃদয়ের ঘটি যতটুকু, সে ততটুকুই লাভ করে। সে অনন্ত মহাসাগরের পার নাই। বহুবিদ্যালোচনার পর নিউটন বলিলেন "আমি আজিও বেলাভূমিতে, উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি সমীপে মহার্ণব অক্ষুণ্ণ রহিল।" সক্রেটিস্ তাঁহার সময়ের সমস্ত বিদ্যার অধিকারী হইয়াও, আরও কত বিদ্যা রহিয়াছে, তাহার শেষ নাই, দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'নিজেকে জান, নিজেকে জান! বিনীত হও! আমি অনেক অনুসন্ধানের পর এই জানিলাম যে আমি কিছুই জানি না।'—তবে কি আমরা সে অনন্তের প্রয়াসী হইব না? তাহা কেন? সন্তান কি ভাবে? তাহার বাবা কত বড় বিদ্বান কি বুদ্ধিমান। সে জানে তাহার বাবা। সে জানে পিতার নিকট ছুটিয়া যাইতে, তাঁহার কোলে উঠিতে, তাঁহার পায়ে পড়িতে। সে বিদ্যা বুদ্ধি, মান সম্ভ্রম বোঝে না, সে জানে ওই তাহার বাবা। তাই সে ছুটিয়া যায়। আমরাও সেইরূপ আমাদের পিতার অনন্তত্বে ভীত না হইয়া তাঁহার প্রেমকোলে ছুটিয়া যাইব।

বগুড়া হইতে প্রাপ্ত।

প্রকৃত শিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষালয়ের অভাব নাই, শিক্ষার্থীরও অভাব নাই, চতুর্দ্দিকেই শিক্ষার জন্য নানাবিধ পথ প্রস্তুত হইতেছে। নগরে, গ্রামে, পল্লীতে যেদিকে চাই শত শত শিক্ষালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। শিল্প বল, বিজ্ঞান বল, রাজনৈতিক বল, কৃষিতত্ত্ব বল, কি বিষয় বাণিজ্যই বল, এই প্রকার বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষার জন্য নানা প্রকার বিদ্যালয়, নানা প্রকার সভা ইত্যাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। আজ ভারতক্ষেত্র নূতন সাজে সজ্জিত নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়াছে, নূতন গঠনে গঠিত নূতন চালে চালিত হইয়াছে আপাততঃ সমস্তে কেবল সুখের প্রহেলিকা, আনন্দের ঢেউ অনুভূত হয়, যে দিকপানেই তাকাই সকল যেন আমাদের অনুকূলে চালিত হইতেছে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া

কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়? আশাতে কাহার না মন নাচিয়া উঠে? এইরূপ শিক্ষার জন্য সকলেই ব্যাকুল নূতন নূতন পথ আবিষ্কৃত করিবার জন্য সকলেরই আন্তরিক ব্যগ্রতা ভাব দেখিতে পাই। এটীও আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূলাবস্থা বলিতে হইবে। সকলইত অতি মনোরম বলিয়া বুঝিলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাই কি ঠিকরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? কখনই না।

অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে প্রত্যেকের মধ্যেই বিষাদের রেখা স্তরে স্তরে সাজান দেখিতে পাই। যে শিক্ষার বলে আজ এই পার্থিব জগতের উপর আধিপত্য স্থাপিত করিতে শিখিয়াছি এবং যাহার প্রসাদে সকল প্রকার বৈষয়িক নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করিয়াছি এবং যাহার প্রসাদে সকল প্রকার বৈষয়িক সুখ স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি, যে শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বাড়িয়াছে, আমাদের অনেক প্রকার কুসংস্কার, অন্ধতা চলিয়া গিয়াছে এবং যে শিক্ষায় আমাদের জ্ঞানগুলি বিকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আজ সে শিক্ষার গুণেই আবার বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। কিম্বা এই সুবিস্তার শিক্ষা ক্ষেত্র দেখিয়াও আহ্লাদ কি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ইতিপূর্ব্বে যাহাকে অতি মনোরম বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, যে স্রোতকে সুখের একমাত্র কারণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম এক্ষণ বিশেষরূপে ডুবিয়া দেখিলাম প্রত্যেকের মধ্যেই আমাদের দুঃখের প্রবাহ মিশ্রিত রহিয়াছে, আমাদিগকে প্রকৃত লক্ষ্যস্থান হইতে চ্যুত হইবার জন্য সমস্ত আয়োজনই সংঘটিত হইতেছে। বৈষয়িক শিক্ষার বিষয় তৃষ্ণা এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে সর্ব্বদাই যেন বিষয় লালসা হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সকল বিষাদের আঁধার দেখিয়া মন স্তম্ভিত হয়, ভীত হয় এবং নিরাশার সাগরে ডুবিয়া যায়। সাধারণতঃ শিক্ষার দুইটী বিভাগ দেখিতে পাই, একটী দ্বারা শারীরিক বৈষয়িক বিষয়ে উন্নতি সাধন, অপরটীর দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি সাধন, একের দ্বারা শরীরের পুষ্টি অপরের দ্বারা আত্মার পুষ্টি। এইক্ষণ যত প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহাতে কেবল এই একটী বিভাগেই উন্নতি সাধিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার কোন শিক্ষালয় কি কোন প্রকার সুবিধা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, অধিকন্তু এইরূপ শিক্ষায় যে সাধারণ সত্য লাভের উপায় আছে সে বিভাগেও এবিষয়ে পথরুদ্ধ রহিয়াছে। যে শিক্ষাই হউক না কেন প্রত্যেকের মধ্যেই এই দুইটী বিষয় নিহিত থাকে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সে শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল লুকায়িত হইয়াছে, অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং আমাদের শোকের অবস্থা ব্যতীত আর কি দেখিব? বহুদিন বহুকাল হইতে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছি, মূল সত্য হারাইয়াছি, কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে চ্যুত হইয়াছি এবং গৌণে পড়িয়া আত্মার সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া বিষয়ের ভীষণ আঁধারে নিপাতিত হইয়াছি। যে আত্মাকে বিবিধ ভূষণে সাজাইবার জন্য, যে আত্মাকে স্বর্গীয় ভাবে অনুরঞ্জিত করিবার জন্য, অমর করিবার জন্য এই অসীম বিষয় রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে আমরা কি না সেই আত্মাকে ছাড়িয়া বিষয়কেই সার করিয়া বসিয়াছি এবং বিষয় বিষের কুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া আপনার মৃত্যু আপনারাই ডাকিয়া আনিয়াছি। এই শোচনীয় অবস্থাগুলি যখনি স্মরণ করি, যখনই চিন্তা করি তখনই নিজেরা যে থাকিতেও মরিয়াছি, আত্মতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি ইহা বুঝিতে পারি। আজ আধ্যাত্মিক বিষয়, আত্মার বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিলেও আমাদের সাধ্য নাই যে প্রকৃত ভাব, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া উঠি। একে আহারাভাবে আত্মা মৃত্যুমুখে পতিত—তাহাতে আবার বিষয় মরুভূমিতে নিপতিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তের মরীচিকা দেখিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। আলেয়ার আলো যেরূপ মনুষ্যদিগকেও বিষয়ের আলো তাহার বাহ্যিক চিত্ত-মুগ্ধকারিণী শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা ভুলাইয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত আলো, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে বহু দূরে রাখিয়াছে। আমরা যদি সেই মায়াবিনীর মায়া দ্বারা ভ্রান্ত না হইতাম, যদি আধ্যাত্মিক পথগুলি বিষয়ের আবর্জ্জনা কর্ত্তৃক রুদ্ধ না হইত, যদি চালকদিগের শক্তি নিস্তেজ না হইত, এবং নির্ণয়ের ভ্রম না থাকিত, তবে এই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের কি আবশ্যক ছিল? আজ যে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের দরকার বোধ করিয়া স্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইতেছি এবং কতপ্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতেছি তখন কি ইহার ভাব বুঝাইতে কাহারো আবশ্যক হইত? কিম্বা এই জন্য তাদৃশ বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তি চতুর্দ্দিক হইতে বর্ষিত হইত? যাহা হউক কালের কুটীল আবর্ত্তনেই হউক, আর শিক্ষার বৈচিত্র বশতঃই হউক যে রূপেই হউক, আমাদের নিজ নিজ স্বত্ব হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। এইক্ষণ আমাদিগের সেই হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সকলেরই প্রাণগত চেষ্টার আবশ্যক, বুদ্ধির আবশ্যক, জ্ঞানের আবশ্যক ও পথের আবশ্যক। আমরা এই সকল অভাবের মোচন মানসে এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছি। এই বিদ্যালয় দ্বারা আমাদের সেই উদ্দেশ্য, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, সম্পুর্ণরূপে ইহা বিশ্বাস করি। আপাততঃ যদিও এই বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রণালীগুলি অতি কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং জীবনে তাহা সাধন অতিশয় শক্ত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত পক্ষে কঠিনতার কিছুই নাই। যাহা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি, স্বাভাবিক শক্তি, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইতে জাত, যাহা মানবের সুখকর, শান্তিকর, আরামকর, যাহা আপনা হইতেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহার জন্যও কি আবার কষ্ট কল্পনা সাপেক্ষ?

হায়! কেন এই দৃশ্য? আর পারি না, এই ভয়ানক চিত্র আর সহ্য হয় না—বরং ইহার বিরুদ্ধে যাওয়াই মানুষের পক্ষে অতি কঠিন কথা ছিল। কোথায় বিপক্ষে যাওয়াই আমাদের কঠিন ছিল; আর কোথায় সপক্ষে যাইতেই আজ এত বাধা এত বিঘ্ন এত শক্ত ব্যাপার দেখিতেছি এবং কত অন্তরায় মনে করিয়া হতাশ্বাস হইতেছি। আমরা মুখো-

দ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াই সমস্ত সংসারের ঘটনা স্রোতে এতদিন ক্রীড়া করিয়াছি সুতরাং কোন বিষয়েতেই প্রকৃত সুখ প্রকৃত শান্তি পাই নাই ; সুখ—শান্তির জন্য যাহাকে আশ্রয় করিয়াছি ; সকলেই বিষ-দন্তে দংশন করিয়া এতদিন জালাইয়াছে। যদি এতদিন আত্মার দিকে দৃষ্টি থাকিত. যদি প্রথম হইতে তাহার গতি বুঝিয়া তদনুযায়ী গতি করিতাম তবে সমস্ত ব্যাপারই তৎপশ্চাৎ গমন করিয়া প্রকৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত।

মনুষ্য যে সকল রত্ন লাভ করিলে এই পৃথিবীতে গিয়াই স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে, সেই অপার্থিব অমূল্য রত্ন—সত্য, ন্যায়পরতা, সরলতা স্বাধীনতা, বিনয়, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি মূল্যবান রত্নরাশি লাভ করিয়াও নিজ দোষে আমরা হারাইয়াছি ; সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্যতা, সরলতার পরিবর্ত্তে অসরলতা ইত্যাদি হৃদয় মলিনকর বিষয়গুলিই জীবনের আভরণ করিয়াছি সুতরাং প্রকৃত রত্নের মর্ম্ম এবং তাহার ফল আমরা কি জানিব? জানিনাই বলিয়াই তাহার জন্য আজ প্রাণ কাঁদে না। কিম্বা সেই ভূষণের জন্য মন এখনও ব্যাকুলিত হয় না। যদি হৃদয় তাহার আস্বাদ পাইত, সত্যের জ্যোতি একবার দেখিতে পাইত তবে অসত্যের আশয়ের ভীষণান্ধকার আসিয়া কি আমাদিগকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিতে সক্ষম হইত? না—তাহার অশান্তির কুক্ষিগত করিয়া প্রকৃত সুখ শান্তি হইতে আমাদিগকে আজ বিছিন্ন করিতে পারিত? আমরা যথার্থ পথ ছাড়িয়া, সার ভূষণ অগ্রাহ্য করিয়াই তাহাকে আশ্রয় দিয়াছি, নতুবা তাহার কি ক্ষমতা আছে যে সত্য জ্যোতির নিকট সে দাঁড়াইতে পারে? কিম্বা আমাদিগকে দুঃখসাগরে ডুবাইতে পারে? ভ্রাতৃগণ! ভগিনীগণ! একবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আপনাপন ভূষণের জন্য ব্যাকুল হইল, তাহার উদ্ধারের জন্য এই পার্থিব প্রাণ উৎসর্গ করুন। তবে নিশ্চয় জানিবেন আবার সেই স্বর্গীয় রত্ন হস্তে আসিবে, দস্যু হস্তগত ধন আবার ঘরে ফিরিবে এবং আমাদিগকে সুখী করিবে। আমরা যদি সেই ভূষণে সকলেই ভূষিত হইতে পারি, তবে নিশ্চয় জানিবেন আমাদিগের মধ্যে যতপ্রকার একত্র হইবার অন্তরায় আছে সে সমস্তই চলিয়া যাইবে এবং এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া চিরসুখ চিরশান্তিতে আমরা ইহজীবন কাটাইয়া যাইব।

বগুড়াস্থ, নব প্রতিষ্ঠিত

আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী।

আস্তিক মাত্রই কোন না কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সকল ধর্ম্মেই কতকগুলি অবিরোধী জীবনপ্রদ মূল সত্য আছে, তাহার সাধনা করিতে পারিলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখে বাস করা যায়। এই বিদ্যালয়ে সেই সাধারণ মূল সত্য গুলি সংগৃহীত হইয়া যাহাতে জীবনে প্রতিফলিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা যাইবে। সুতরাং সকল ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীগণ নির্ব্বিরোধে প্রোক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে সমর্থ হইবেন।

১। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে ধার্য্য হইল যে এই বিদ্যালয়ে কোন কথায় কি ভাবে, ঈশ্বরের কিম্বা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত বস্তুর, কিম্বা কোন সাধু-সাধ্বীর অপমান কি নিন্দা হইতে পারিবে না, কেহ এই নিয়ম ভঙ্গের উদ্যোগ করিলে প্রধান শিক্ষক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সতর্ক করাইয়া দিবেন, তাহাতেও যদি তিনি নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে স্কুল হইতে অবসারিত হইবেন।

২। এই বিদ্যালয়ে ১৬ বৎসরের ন্যূন কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী নর-নারীদিগের অধ্যয়নে অধিকার থাকিবে।

৩। নাস্তিক অথবা সংশয়বাদী এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৪। নাস্তিকবাদ, সংশয়বাদ, জড়বাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া কোন আন্দোলন কিম্বা কোন প্রবন্ধ কি কোন বক্তৃতা হইতে পারিবে না।

৫। ইহার প্রত্যেক ছাত্র শিক্ষকের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ; ছাত্র ভিন্ন অন্য কেহ শিক্ষক হইতে পারিবে না।

৬। প্রতি অধিবেশনে এক এক জন প্রধান শিক্ষক রূপে গৃহীত হইবেন। ছাত্রগণ মধ্য হইতে নামের শ্রেণী অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেককেই প্রধান শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা যাইবেক। কিন্তু অপারগতার কারণ দর্শাইলে দুইটী অধিবেশন পর্য্যন্ত আপত্তি শুনা যাইবে সপ্তম অধিবেশনে আর আপত্তি শুনা যাইবে না উপস্থিত মত ধরিয়া গণনা হইবে।

৭। প্রত্যেক অধিবেশনে সকলের প্রবন্ধ পাঠ হইলে সকলেই একবার করিয়া বলিতে পারিবেন।

তৎপর অধিকাংশের মতে যে প্রবন্ধের যে অংশ গৃহীত হইবে তাহা সংশোধিত হইয়া মীমাংসা পুস্তকে লিখিত হইবে। প্রধান শিক্ষকের দুইটী মত থাকিবে। কিন্তু মতের গণনায় সমান হইলে যে পক্ষে লোকসংখ্যা অধিক সেই দিগের মত স্থিরতর থাকিবে।

৮। প্রতি মাসে প্রথম ও তৃতীয় রবিবারে বেলা ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য চলিবে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যে সময়ে ছাত্রগণ উপস্থিত হইবেন তাহা রেজেষ্টরী বহিতে লিখা থাকিবে।

৯। রেজেষ্টরী বহি, মীমাংসার পুস্তক, লাইব্রেরীর বহি ও কাগজাদির তালিকা পুস্তক এবং পুস্তক দেওয়া নেওয়ার এক একখানি করিয়া বহি থাকিবে।

১০। আপাততঃ নিম্নলিখিত শিক্ষার শ্রেণী খোলা হইবে। সত্য, ন্যায়পরতা, সরলতা, স্বাধীনতা, বিনয়, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, মিতাচার, সহিষ্ণুতা, কৃতজ্ঞতা, শুদ্ধতা, দৃঢ়তা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সাম্য ও আত্মোৎসর্গ।

১১। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে আপনার অধ্যয়নের বিষয় জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইতে হইবে। যদি কেহ তাহার অন্যায়াচরণ করেন, তবে যে কেহ হউক তাহা জানিতে পারিলে,

তিনি যে রূপে জানিলেন এবং যেরূপ অনুসন্ধান করিলে সত্যতা সপ্রমাণিত হইতে পারে তাহা লিখিয়া সম্পাদক অথবা প্রধান শিক্ষকের নিকট চিঠি বন্ধ করিয়া দিবেন। সম্পাদক কিম্বা প্রধান শিক্ষক তাহা খুলিয়া দেখিয়া যাহার বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে, তাহাকে প্রেরিত চিঠি দেখাইয়া চিঠিখানা বিদ্যালয়ে রাখিবেন যেন তাহা অন্য কেহ দেখিতে না পারেন। সে কথা লইয়া অন্য কাহার নিকট আন্দোলনও করিবেন না। সংবাদদাতা স্কুলের ছাত্র হইলে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে, অন্য লোক হইলে তাহা দিতে হইবে না।

১২। একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক ও একজন সংশোধক থাকিবে। সম্পাদকের উপরে বিজ্ঞাপন দেওয়া ও চিঠি পত্রাদি লেখা এবং বিদ্যালয়ের যাবতীয় জিনিসাদির ভার থাকিবে, সহকারী সম্পাদক তাহার সাহায্য করিবেন। সংশোধকের উপরে প্রবন্ধ সকলের সংশোধনের ভার থাকিবে।

১৩। এই স্কুল হইতে ছাত্র ব্যতীত কাহাকেও প্রবন্ধ লিখিবার জন্য কি বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে না। তবে যদি কোন ধর্ম্ম প্রচারক এখানে আগমন করেন, আর ছাত্রদিগের অধিকাংশের মত হয়, তবে স্কুলের নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি জানানর পরে যদি তিনি সেই নিয়মে দিতে সম্মত হন তবে দেওয়া যাইবে।

অপর আপনা হইতে যদি কোন প্রবন্ধ কেহ এই স্কুলে পাঠের জন্য দেন, তবে সম্পাদক দেখিবেন সেই প্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কিম্বা উদ্দেশ্য রক্ষা হইতে পারিলে পাঠ করা হইবে নতুবা ফেরৎ দেওয়া যাইবে। পঠিত হইলে অধিকাংশের মতে সংশোধন হইবে। ইহাতে প্রবন্ধকর্ত্তা আপত্তি করিলে তাহা শুনা যাইবে না। ইহাতে সম্মত হইলে প্রবন্ধ পাঠ হইবে।

১৪। স্কুলে যে সমুদায় পুস্তক থাকিবে তাহার মধ্যে যাহার যে বিষয় পাঠ্য থাকিবে সেই বিষয়েরই তিনি পুস্তক পাইবেন।

১৫। স্কুলের পক্ষ হইতে প্রত্যেকেই স্কুলের আবশ্যকীয় পুস্তক জামীন হইয়া লইতে পারিবেন কিন্তু সম্পাদকের নিকট জমা করিয়া না দিলে স্কুল দায়ী হইবে না। সম্পাদকের নিকট হইতে যে সকল পুস্তক লইবেন তাহা খোয়া গেলে কিম্বা নষ্ট হইলে যিনি লইবেন তিনি তাহার মূল্যের দায়ী হইবেন।

১৬। নির্দ্দিষ্ট তারিখে যদি কোন বিশেষ কারণে স্কুল না হইতে পারে তবে তৎপর যে কোন রবিবারে হউক বিজ্ঞাপন দিয়া স্কুল করিতে হইবে। মাসে দুইটী অধিবেশন হওয়া চাই।

১৭। এই স্কুলে কেহ ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করিলে সম্পাদকের নিকট হইতে নিয়মাদি পাঠ করিয়া মীমাংসার পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া ভর্ত্তি হইবেন। অধিবেশনের তিন দিবস পূর্ব্বে ভর্ত্তি না হইলে সে অধিবেশনে বলিতে সক্ষম হইবেন না।

১৮। যদিও এই বিদ্যালয়ে সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ ও মহাত্মাদিগের জীবনচরিত সকল থাকা একান্ত আবশ্যক তথাপি আপাততঃ এ বিষয়ের জন্য অর্থ ভিক্ষা কিম্বা পুস্তকাদি প্রার্থনা করিতে গেলে অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন এই জন্য জামিন হইয়া পুস্তকাদি লওয়া এবং পাঠ হইলে ফেরৎ দেওয়া স্থির হইল।

১৯। যদি অযাচিতরূপে স্কুলের সাহায্য জন্য কেহ পুস্তক, টাকা কিম্বা জিনিষাদি অনুগ্রহ করিয়া প্রেরণ করেন তাহা হইলে সম্পাদক ধন্যবাদের সহিত স্কুলের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিবেন।

২০। আগামী অধিবেশনের কার্য্যাদি পূর্ব্ব অধিবেশনে স্থির হইবে। পূর্ব্ব অধিবেশনে প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যান্য বিষয় পর অধিবেশনে প্রথম পাঠ হইবে।

২১। প্রতি পাক্ষিক অধিবেশনে যে সকল সার সংগৃহীত হইবে তাহা কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় ও মাসিক পত্রিকায় ও পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইবে। প্রকাশিত পত্রিকার এক এক খণ্ড স্কুলে রাখা হইবে।

২২। সমস্ত বৎসরের প্রবন্ধ ও কার্য্যবিবরণ সকল একত্র করিয়া "আধ্যাত্মিক" বিদ্যা নামে একখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। তিন মাস পূর্ব্বে এই বিষয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় স্কুল হওয়া স্থির হইল

বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য বিবরণ।

১৮০৫ শক।

ঈশ্বরের প্রসাদে পুনরায় আমাদের প্রিয় সভা আর এক বৎসর অতিক্রম করিল। আবার আমরা সকল ভগিনীতে মিলিত হইয়া আনন্দ ও উদ্যমের সহিত সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছি। যাঁহার কৃপা অন্তরালে থাকিয়া ইহাকে নানা প্রকার বিঘ্নের মধ্যে অনুক্ষণ অক্ষত দেহে রক্ষা করিয়াছে এবং গূঢ়ভাবে কর্ত্তব্য সাধনের সহায় হইয়া ইহাকে দিন দিন উন্নতি পথে অগ্রসর করিতেছে, আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতার চরণে কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণত হইতেছি। শুভ সঙ্কল্প সাধনের সহায় পিতা আমাদের সহায় হউন।

মাঘোৎসবের পর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে সিটিস্কুল গৃহে সভার অধিবেশন হইত, পরে ফেব্রুয়ারী হইতে সভার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, সভা গৃহ নিজের হওয়াতে সভার কার্য্যের অনেক সুবিধা হয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য নিয়মিত রূপে সভায় যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কয়েকটী কারণে বৎসরের শেষে আমরা সেই গৃহটী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি, এখন পর্য্যন্ত আমরা সভা হইতে পারে এমন একটী উপযুক্ত গৃহের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। নিজের গৃহ না হইলে সভার নিয়মিত রূপে অধিবেশন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। নানা অসু-

বিধা ভোগ করিয়া সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিজের একটী ঘর না হইলে সভার কার্য্য কোনমতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। তিন শত টাকার সংস্থান হইলে সভার কার্য্য চলে এরূপ একটী গৃহ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সহৃদয়া মহিলাগণ অনুগ্রহ করিলে অনায়াসেই এই টাকাগুলি সংগৃহীত হইতে পারে। আশা করি শীঘ্রই আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

সভা গ্রীষ্ম কাল উপলক্ষে এক মাস ও শারদীয় অবকাশে এক মাস কাল বন্ধ ছিল, বৎসরের শেষে গৃহের অভাবে কয়েক সপ্তাহ সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই।

এতদ্ভিন্ন নিয়মিত রূপে সভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। আলোচনা সভায় "সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার" বিষয়ে দুটি রচনা পঠিত হয় জ্ঞানোন্নতি বিভাগে "গুটী কয়েক পরামর্শ" "শিক্ষার সুফল" "মানব দেহ" "পানীয় জল" "বায়ু" "খাদ্য" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্য বিষয়ে পরিষ্কৃত জ্ঞান থাকা সকলেরই বিশেষতঃ মহিলাদিগের পক্ষে একান্ত অবশ্যকীয়; এজন্য এবৎসর অতি সহজ ভাষাতে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে অনেক গুলি বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। উপাসনা সভার কার্য্য অধিকাংশই মহিলাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সামাজিক সম্মিলনীর এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয় কি কি বস্তু সংযোগে জল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

গত বৎসর দুটী বালিকাকে সভা হইতে পড়িবার ব্যয় দেওয়া হইতেছে। সভা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছেন যে বালিকা দুটী পাঠে আশানুরূপ ফল লাভ করিতেছে উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতে পারিলে এবৎসর ও এরূপ কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত থাকিবে।

এবৎসর সভা হইতে দ্বিতীয় ভাগ সরলনীতি পাঠ নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির হইয়াছে। সরলনীতি পাঠ প্রথম ভাগ অনেক স্থানে পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে; আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সরল নীতিপাঠ প্রথম ভাগ ও প্রবন্ধলতিকা এই উভয় পুস্তকেরই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে হইবে।

গত বৎসর সভার অধীনস্থ পুস্তকালয়ে আরও কতকগুলি নূতন ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং প্রধান প্রধান সাময়িক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সমুদয় ইহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। পুস্তকালয়টী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে, আশা করি আমাদের চেষ্টা সফল হইবে।

গত ১লা আগষ্ট সভার জন্মদিনের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শতাধিক পুরুষ ও মহিলা এই উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। রচনা পাঠ ও অবশেষে একটী ক্ষুদ্র নীতিগর্ভ গল্প অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ কাস্তগিরী মহাশয় তাঁহার প্রণীত সরল শরীর পালন নামক গ্রন্থের ৪০ খানা বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যদিগকে প্রদান করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি যে কষ্ট স্বীকার করিয়া সভায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য সভা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছেন। আর যে সকল মহোদয় ব্যক্তিগণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা সভাকে উপকৃত করিয়াছেন, সভা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছেন।

গভীর শোক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা আজ একটি সভ্যের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। গত বৎসর এদিনে শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা রায় আমাদের সহিত একত্র উৎসব করিয়াছিলেন, কিন্তু এবৎসর উৎসব আসিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তিনি আমাদের সমাজ স্থাপিত হওয়া অবধি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে অসমর্থ না হইলে তিনি সভা হইতে অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলে যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।

যে কয়েকটী ইউরোপীয়া মহিলা আমাদিগের সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে সভা আয় বিষয়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহা হউক সভা আশা করেন, যে স্বদেশীয়া ধনবতী দানশীলা মহিলাগণ তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবেন। গত বৎসরে সভ্যদিগের নিকট হইতে ১৭৭ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছিল।

সংক্ষেপে আমাদের গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ উল্লিখিত হইল। গত বৎসর প্রথমে যত কাজ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নিরাশ হইব না; আগামী বৎসর যাহাতে এই সকল ত্রুটী না হয়, এবং যাহাতে সকল সভ্য নিজ নিজ দায়িত্ব স্মরণ করিয়া অধিকতররূপে সভার কার্য্যে যোগদান করিতে পারি, ঈশ্বর সে বল হৃদয়ে দিন। আগামী বৎসর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। সকল শুভ কার্য্যের ফলদাতা ঈশ্বর আমাদের সহায়। তিনি আমাদের ক্ষীণ হস্তে বল দান করুন, তাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া নূতন উৎসাহ নূতন বলের সহিত কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হই। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

ফরিদপুর ছাত্রসমাজের সম্পাদক বাবু রামচরণ ধর লিখিয়াছেন। দয়াময়ের কৃপায় ফরিদপুর ছাত্রসমাজ অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ২৫এ, ২৮এ ও ২৭এ মাঘ ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। অত্রত্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার চন্দ "বিশ্বাস ও জীবন" সম্বন্ধে একটী

সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ২য় ও ৩য় দিন তিনি উপাসনা করেন।

অতিশয় আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্যই উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগ দান করিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়াছেন। অনূন ৩০ জন সভ্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন।

অত্রত্য "সেন ব্রাদারস্ এণ্ড কোং" আমাদের ছাত্র সমাজের উৎসব সম্পাদনার্থে স্থান প্রদান করিয়া ছাত্র সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিলেন। মঙ্গলময়ের কৃপা ছাত্রসমাজের উপর অবতীর্ণ হউক"।

বিগত ৩১এ জানুয়ারী সৈয়দপুরে বিক্রমপুর নিবাসী বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন করিয়াছেন, এই তাঁহার প্রথম অনুষ্ঠান, ঈশ্বর তাঁহার অন্তরে বল দিন। বাবু আশুতোষ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়াছেন।

বরদা রাজ্যে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

প্রায় ছয় সাত মাস হইল জাতীপাড়া কৃষ্ণনগর পোষ্ট-অফিসের অন্তর্গত বাহির গড়া গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত বৎসর ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ে কেবল বক্তৃতা হইত এবৎসর হইতে ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদিগকে লইয়া একটী শ্রেণী করা হইয়াছে, প্রায় ২৫টী ছাত্র তাহাতে নিয়মিত রূপে শিক্ষিত হইতেছে।

মাঘোৎসবের পর হইতে ছাত্রসমাজের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় মাঘোৎসব উপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন এবং স্থির করিয়াছিলেন যে বেহার এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচার করিতে করিতে স্বীয় স্থানে গমন করিবেন। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে তাঁহার স্ত্রীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া হঠাৎ তথায় চলিয়া যাইতে হইয়াছে। সে স্থান হইতে তাঁহার উৎসাহ পূর্ণ পত্র পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর পীড়া আরোগ্য না হওয়াতে তিনি এখনও প্রচার কার্য্যে বাহির হইতে পারিতেছেন না। দয়াময় তাঁহার সহায় হউন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ১১ইমাঘ রাত্রির উপাসনার পর ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, পরমেশ্বর ইহাঁদের ধর্ম্মপথের সহায় হউন।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪ পরগণা।
,, ,, মথুরানাথ ঘোষ—পাবনা।
,, ,, হীরালাল হালদার—দার্জিলিং।
,, ,, মহেশচন্দ্র আতুর্থী—ঢাকা।
,, ,, প্রকাশচন্দ্র দেব—শ্রীহট্ট।
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র দেব—ঢাকা।
,, ,, গোবিন্দনাথ গুই—ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যাম সুন্দর দত্ত—বালেশ্বর।
,, ,, রেবতীমোহন সেন—কলিকাতা।
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ রায়—শান্তিপুর।
,, ,, বিহারীকৃষ্ণ বিশ্বাস—২৪ পরগণা।
,, ,, সত্যচরণ মিত্র—হুগলি।
,, ,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—খুলনা।
,, ,, গোপালচন্দ্র নন্দী—ঝিনাইদহ।
,, ,, গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ।
,, ,, ভুবন মোহন রায়—২৪ পরগণা।
,, ,, শ্রীমতী বিনোদা বন্দ্যোপাধ্যায়—খুলনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকার নিয়মানুসারে ৪০ জন করিয়া অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইতেন, এবৎসর সেই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া ৪০ জনের স্থানে ৫০ জন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা গেল।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন বরিসাল, সুন্দরীমোহন দাস সিলেট, রজনী কান্ত ঘোষ ঢাকা, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা, ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু ফরিদপুর, বাবু কালীপ্রসন্ন বসু রংপুর, আশুতোষ বসু সৈদপুর, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান, গোবিন্দ চন্দ্র রক্ষিত গয়া, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় বগুড়া, নবীন চন্দ্র রায় লাহোর, এম, বুচিয়া পান্টালু মান্দ্রাজ, মিঃ মহিপতরাম রূপরাম আমেদাবাদ, বাবু গুরুদয়াল সিংহ কুমিল্লা, উমাচরণ ঘটক মতিহারী, ব্রজকিশোর বসু বহরমপুর, যদুনাথ রায় রামপুরহাট, বিপিনবিহারী রায় মাণিকদহ, মিয়া জালাল উদ্দীন জলপাইগুড়ি, বাবু প্রকাশ চন্দ্র দেব সিলং, কলিকাতার বাবু দুর্গামোহন দাস হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, আদি নাথ চট্টোপাধ্যায়, তুকড়ি ঘোষ, সূর্য্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভুবন মোহন ঘোষ, হরনাথ বসু, ফণীন্দ্র মোহন বসু, রজনী নাথ রায়, মোহিনী মোহন বসু, শশীভূষণ বসু, কামাখ্যা চরণ ঘোষ, হরকুমার রায়চৌধুরী, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর সুকুল, বিপিন চন্দ্র পাল, সীতানাথ দত্ত, কামিনীকুমার চন্দ, উমাপদ রায়, প্রমদাচরণ সেন, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী, পরেশনাথ সেন, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভুবনমোহন ঘোষ, শ্রীমতী বিধুমুখী রায়, বাবু ভুবনমোহন দাস, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, মোহিনীমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, রজনীকান্ত রায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, কেদারনাথ রায়, ফণীন্দ্রমোহন বসু, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত।

আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক, কৃষ্ণকুমার মিত্র সহকারী সম্পাদক, গুরুচরণ মহলানবিশ ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

এবৎসর নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ মাঘোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছেন।

সিলং, দারজিলিং সিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, দিনাজপুর, রংপুর, গোপালপুর, কাকিনিয়া বগুড়া, পাবনা সিরাজগঞ্জ, রাজসাহী, মাণিকদহ, মথুরা, ফরিদপুর, কুমারখালি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কালিকচ্ছ কুমিল্লা বরিশাল, শ্রীহট্ট, গোয়ালন্দ, ঝিনাইদহ, বাগআঁচড়া, শান্তিপুর, বাঁশবেড়ে বর্দ্ধমান, কোন্নগর, হুগলি, হরিনাভী, মজিলপুর, ফরাসডাঙ্গা বড়বেলুন, রামপুরহাট, বহরমপুর, মতিহারী, বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাঁথি, মেদিনীপুর, লাহোর, পুনা, ইত্যাদি এবং কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম।

১১ই মাঘ উপলক্ষে কুড়িগ্রাম ব্রাহ্মসমাজে কয়েকদিন উৎসব হয়। এই উৎসবে উপাসনা, নগরকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। বাবু হরিনাথ সিংহ ডাক্তার মহাশয় উৎসবের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর ইঁহার অন্তরে স্বর্গীয় বল আনয়ন করুন।

বিগত ২৯এ জানুয়ারী কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মমতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ হোমিওপেথি চিকিৎসক, বয়স ৩০ বৎসর, নিবাস ময়মনসিংহ জেলা। এই ইঁহার প্রথম বিবাহ। পাত্রীর নাম শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দে নিবাস ফরিদপুর জেলা, বয়স ১৫ বৎসর। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে—

২৫এ মাঘ—প্রাতে ও অপরাহ্ণে উপাসনা।

২৬এ মাঘ—প্রাতে উপাসনা। মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে দান, অপরাহ্ণে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা।

২৭এ মাঘ—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণে বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভবনে সংকীর্ত্তন ও তৎপর উপাসনা।

২৮এ মাঘ—প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন হইয়া মন্দিরে উপাসনা হয়। মধ্যাহ্নে আলোচনা ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ। অপরাহ্ণে বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় সমাজগৃহে "মানব জীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিয়মিত উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

২৯এ মাঘ—অতি প্রত্যুষে বালারবাড়ী নামক পল্লিগ্রামে ধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করা হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সাধারণ লোক দিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া এবং সংকীর্ত্তন হয়।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

Life of the Educated Native		।/০
New Dispensation and the Sadharan Brahmo Somaj		।০
Almanack for 1884		।০
Brahmo year Book	(১৮৭৬)	৸০
ঐ	(১৮৭৭)	৸০
ঐ	(১৮৭৮)	১৲
ঐ	(১৮৭৯)	১৲
ঐ	(১৮৮০)	১৲
ঐ	(১৮৮১)	১।০
ঐ	(১৮৮২)	১৲
Rules of the Sadharan Brahmo Somaj		৶০
Trust-deed of the Prayer hall of the Sadharan Brahmo Somaj		৶০
Practical Sermons, By the Late Rev. Dr. Carpenter—(Reduced Price)		।০
Memoir of the Late Dr. Carpenter—(Reduced Price)		।০
Gleams of the New Light		১/০
A Discourse on the Nature and Progress of Theism		৶০
Lecture on Man (Reduced Price)		৶০
গৃহধর্ম্ম		।৶০
জাতি ভেদ		⁄১০
পরকাল		/০
প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তি যুক্ততা		৴১০
কুসুমহার		৶০
মার্টিন লুথারের জীবন চরিত		।০
মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী		৶০
বুদ্ধদেব চরিত		১৲
ব্রহ্মসংগীত ১ম ভাগ ৩য় সংস্করণ (কাগজের মলাট)		১।০
চিরযাত্রী		।০
ব্রহ্মসঙ্গীত ২য় ভাগ		৶০
চিরজীবী		।০
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর		/১৲
ধর্ম্ম কুসুম		৴১০
রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী		৶০
ধর্ম্ম সাধন		।০
গরিবের কুটীর		৴১০
মানবচরিত্রে প্রতিজ্ঞার বল		৴১০
তত্ত্ব-কৌমুদী একত্র বাঁধা ১ম ও ২য় বৎসরের		৩৲
৩য় খণ্ড		২৲
৪র্থ খণ্ড		২
৫ম খণ্ড		২৲
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়		।০
রামবাবুরউইল		/০

৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১৪ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ২২শ সংখ্যা।	১৬ই ফাল্গুন বুধবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৫।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে দীনদয়াল পিতা! আমরা প্রতিদিনের জীবনের পরীক্ষায় দেখিতেছি, প্রতিদিনের উপাসনায় অনুভব করিতেছি, যে তোমার কৃপা ভিন্ন আমরা ধর্ম্মরাজ্যের কোন তত্ত্ব জানিতে পারি না। এমন কি সরল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া যে তোমাকে ডাকিব তাহা পর্যন্ত পারি না। তথাপি আমাদের কেমন দুর্ব্বুদ্ধি যে কিছুতেই তোমার প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারিতেছি না। আমরা যখনই ভাবি আজ আমাদের সব আয়োজন আছে, সুন্দর সংগীত করিবার লোক আছে, অনেক গুলি লোক একত্র হইয়াছি, আজ খুব সরস ভাবে তোমার পূজা করিতে পারিব, আজ প্রাণ খুলিয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করিব। যখনই আমরা আমাদের বলের প্রতি, আয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হই, তখনই দেখি তোমার পূজায় নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আমাদের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়। যখনই নিজের বলের প্রতি নির্ভর করিয়া তোমার কার্য্যে যাই, তখনই দেখি কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাহার পরিবর্ত্তে ঘোরতর অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া ফেলি। প্রভু! আমরা প্রতিনিয়ত জীবনে ইহা অনুভব করিতেছি, তথাপি আমরা তোমার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল হইতে সক্ষম হইলাম না। দীনবন্ধু কবে আমাদের দুর্ম্মতি ঘুচিবে, কবে আমরা তোমাকেই সার জানিয়া তোমার বলকেই একমাত্র বল জানিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইব। প্রভু! আমাদের অজ্ঞানতা সহজে যাইতেছে না। আমরা আজিও বুঝিলাম না সৎ যাহা, সাধুতা যাহা তাহা তোমা হইতে আগত হয়, যাহা কিছু ভাল কার্য্য সমাজে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মূলে তোমারই হস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। দয়াময় আর আমাদিগকে মূর্খের ন্যায় নিজ বলের গৌরব করিতে দিও না। আমরা এখন হইতে যেন তোমারই মহিমা ঘোষণা করিতে পারি। তোমারই নামের জয় ঘোষণা করিতে সমর্থ হই। মানুষের জয় ঘোষণা পৃথিবী অনেক দিন করিয়াছে। প্রভু! তাহার ফল আর দেখিতে অবশিষ্ট নাই। এখন হইতে তুমি আমাদিগকে সুমতি দেও যেন তোমারই নামে আত্ম-সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। তোমারই জয় ঘোষণায়, দেহ পাত করিয়া অক্ষয় জীবন লাভ করিতে পারি।

আলোক বিজ্ঞানের একটী সহজ সত্য এই, যে আলোকের গতি সরলভাবে হইয়া থাকে। যদি আলোক বক্রভাবে গমন করিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে জগতের যে শৃঙ্খলা দেখিতেছি ইহার বিষম বিপর্য্যয় ঘটিত। এক স্থানে বসিয়াই লোকে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হইত। আমরা অমাবস্যার রাত্রিতে যে অন্ধকার দেখি, তাহা আর সম্ভব হইত না। কারণ সূর্য্যের আলোককে চন্দ্র আর বাধা দিয়া রাখিতে পারিত না। এমন কি অন্ধকার শব্দ এজগতে আর থাকিত না, সর্ব্বত্র সকল সময়েই দিবালোক বর্ত্তমান থাকিত। কোন বস্তু দর্শন করিবার জন্য আর ঘুরিয়া সেই বস্তুর নিকটবর্ত্তী হইতে হইত না। আমরা যে এখন এক স্থানে বসিয়া সমস্ত দর্শন করিতে পারি না, আলোকের গতি মধ্যবর্ত্তী বস্তু সকলে বাধা পাইয়া সরল ভাবে চক্ষুর উপর না পড়াই তাহার একমাত্র কারণ। বাহিরের জগতে যেমন দেখিতেছি মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান না ঘুচিলে দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। কোন বস্তু হইতে তাহার প্রতিবিম্ব সরল ভাবে চক্ষুর প্রতি পড়িতে না পারিলে তাহার দর্শনজ্ঞান সম্ভবে না। অন্তর্জ্জগতে—আধ্যাত্মিক জগতেও কি এই নিয়ম খাটিতেছে না। আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব মানবাত্মা সরল এবং সম্মুখীন ভাবে ঈশ্বরের নিকট যাইতে না পারিলে, কখনই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না, কখনই সত্যের জ্যোতি অনুভব করিতে পারে না। যে কোন ব্যবধান সম্মুখে থাকুক, তাহাতেই চক্ষুকে সেই দর্শন হইতে বঞ্চিত করে। নিজের অসরলতার ব্যবধানই হউক, অভিমানের ব্যবধানই হউক, কিম্বা পাপ প্রলোভনের ব্যবধান হউক, এসমস্তই সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সম্মুখীন হইবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করে। একতঃ নিজের দোষেই আমরা ঈশ্বরের মধ্যে বহু প্রকার ব্যবধান আনিয়া ফেলি, তাহাতে আবার বাহির হইতেও অনেক ব্যবধান মানুষের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে। কোথাও গুরুর

ব্যবধান, কোথাও শাস্ত্রের ব্যবধান, কোথাও অজ্ঞানতারূপ পৌত্তলিকতার ব্যবধান মানুষের দৃষ্টিকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়। যে মানুষ সদুপদেষ্টা হইয়া মানুষের দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া দিবে, যে মানুষ মনুষ্যের অজ্ঞানতা দূর করিয়া ধর্ম্ম পথে চলিবার উপযুক্ত করিবে, এবং সকল ব্যবধান দূর করিয়া মানুষকে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইবার সহায়তা করিবে, সেই মানুষই কিনা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি যাইবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। আপনাকেই মধ্যস্থলে রাখিয়া ঈশ্বরের প্রতি মানুষের দৃষ্টি যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দেয়। যাহারা এইপ্রকারে আপনার দৃষ্টিকে মানুষের প্রতি আবদ্ধ করিয়াছে, ধর্ম্মজগতে তাঁহারা বড়ই দীন। তাহারা বহু পরিশ্রম করে, কিন্তু কেন সেই পরিশ্রম করে তাহা বুঝিতে পারে না এবং যে ফল লাভ করিবার জন্য খাটে তাহাও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের দৃষ্টি মানুষকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের দিকে যাইতে পারে না। জগতে এই দৃষ্টান্তের বাহুল্যের অভাব নাই এবং ইহার যে ফল তাহা ভোগ করিতেও জগৎ বাসী অবশিষ্ট রাখে নাই। এত দেখিয়াও যাঁহারা শিক্ষালাভ করিল না তাঁহাদের আর শিক্ষা কে দিবে। ব্রাহ্মগণ! যাহারা অনুভব করিয়াছেন সরলভাবে, অব্যবধানে, ঈশ্বরের প্রতি না তাকাইলে, তাঁহার দর্শন সম্ভব নয়, তাঁহারা সাবধান হউন। বড় কঠিন সময় আসিয়াছে। আপনাদের দৃষ্টিকে যেন মধ্যবর্ত্তীর আবরণ আবৃত না করে, তাহার জন্য এখন হইতে সতর্ক হউন। দৃষ্টান্ত দেখিয়া, যাহারা শিক্ষা করিতে পারে তাহারাই বাস্তবিক বুদ্ধিমান। যে দেশে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহার জল বায়ু বড় ভাল নয়। এখানে বহু লোক মধ্যবর্ত্তী হইয়া মানুষকে অন্ধ করিয়াছে। এমন কি জড়জগত পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী হইতে ছাড়ে নাই। তাই বলিতেছি ব্রাহ্মগণ সাবধান হইবেন। এদেশে একেশ্বরবাদ নূতন নহে। অনেকবার এ দেশে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্তই প্রায় মধ্যবর্ত্তীতায় বা উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ এসময়ে আপনাদের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করুন। সামান্য হৃদয়ের ভাব প্রবণতা চরিতার্থ করিবার জন্য নিজে সেই ঈশ্বর দর্শন হইতে বঞ্চিত হইবেন না এবং পরকেও বঞ্চিত করিবেন না। এ দেশের দুর্ভাগ্য রজনীর যে অবসান হইল বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার আর প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। সাক্ষাতভাবে ঈশ্বরের নিকট না গেলে কাহারও পরিত্রাণ নাই—সে দুর্ল্লভ দর্শন লাভের সম্ভাবনা নাই। এ সময় সকলে এই কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইহাই একান্ত অনুরোধ।

জ্ঞান ও জ্ঞানীবৃন্দ।

মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক পঠিত বক্তৃতা:—

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় জ্ঞান ও জ্ঞানীবৃন্দ। জ্ঞান নানাবিধ—নানা বিষয়ক, যথা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান, মানবাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, সমাজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইত্যাদি। সমুদায়ের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং যে সকল জ্ঞান শাখা ইহার সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ তাহাদের বিষয় আলোচনাই আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই প্রবন্ধে জ্ঞান বলিলেই ঈশ্বর বিষয়ক, ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। আলোচ্য বিষয়টীকে নিম্ন লিখিত কয়টী বিভাগে বিভক্ত করা যাক্:—(১) জ্ঞান কি? (২) জ্ঞানের আবশ্যকতা, (৩) জ্ঞানের অধিকৃতভূমী, (৪) জ্ঞানের সাধন। (৫) জ্ঞানী জীবনের আখ্যায়িকা।

সঙ্কীর্ণ হৃদয়, অশিক্ষিত ধর্ম্ম যাজক ও ধার্ম্মিকগণ চিরকালই জ্ঞানকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোকই ইহাকে ধর্ম্ম জগতের লভ্য সামগ্রী সমূহের মধ্যে অতি নিম্ন স্থানভুক্ত বলিয়া মনে করেন। 'সামঞ্জস্যীভূত উন্নতি' বাদী সুশিক্ষিত ব্রাহ্মের নিকটেও জ্ঞানের বিশেষ আদর দেখা যায় না। তিনি ইহাকে অবজ্ঞা না করিতে পারেন, অনাদর না করিতে পারেন, কিন্তু তিনিও ইহাকে ঈশ্বরের গৃহের বহির্ভাগবাসী বলিয়াই মনে করেন। অন্তঃপুরে ইহার অধিকার আছে; অথবা সেখানে ইহার কোন প্রয়োজন আছে, ইহা তিনিও বড় স্বীকার করেন না। বাস্তবিক কি তাহাই? বাস্তবিক কি জ্ঞান কেবল বাহিরেরই বস্তু? যথা স্থানে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব। এখন উপরোক্ত বিভাগানুসারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

(১ম) জ্ঞান কি? জ্ঞান অর্থ জানা—ধর্ম্ম বিষয়ক প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া। ধর্ম্ম কি? ঈশ্বর ও মানবাত্মার পরস্পর সম্বন্ধজনিত যে কর্ত্তব্য তাহার নাম ধর্ম্ম। সুতরাং আমাদের আলোচ্য জ্ঞান কি? না ঈশ্বর, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধ জনিত যে কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ক প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া। এই গেল জ্ঞানের সংজ্ঞা; এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এই জ্ঞান লাভ করিতে গেলে আর কি কি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, কি কি প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক, জ্ঞানের "অধিকৃত ভূমী" নামক বিভাগে এই সমুদায়ের আলোচনা করা যাইবে। এখন ২য় বিভাগে আসা যাক্। এই যে ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান—ইহার আবশ্যকতা বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, অথচ এতদ্বিষয়ে পরিষ্কার বোধ না থাকাই চতুর্দ্দিকস্থ অজ্ঞানান্ধকার ও মানসিক (intellectual) জড়তার একটী প্রধান কারণ, সুতরাং এই বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। যিনি উপাস্য, যিনি প্রাপ্য তাঁহাকেই যদি না জানিলাম, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য কি যদি না জানিলাম, তবে আর ধর্ম্ম কি রূপে সম্ভব। যে তাঁহাকে জানে না, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য কি জানে না, তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তবে প্রশ্ন হইতে পারে ধর্ম্মের পক্ষে জ্ঞান কতকটা আবশ্যক বটে, কিন্তু অধিক না হইলেও তো চলে, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাপন্ন যাহারা তাহাদের মধ্যে কি ধর্ম্মভাব নাই, ধর্ম্ম জীবন নাই?

হা আছে। কিন্তু তাহা সমুচিত জ্ঞানের অভাবে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। যতটুকু জ্ঞান তদুপযোগীই ভাব, তদুপযোগীই জীবন, তদপেক্ষা এক তিলও অধিক নহে। যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্র ও আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই জানেন জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই তিনটী মূল শক্তি লইয়া আত্মা গঠিত; এই শক্তিত্রয়ের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে একটীর অভাবে আর একটী থাকিতে পারে না ও কার্য্যকারী হইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে, একটীকে ছাড়িয়া আর একটীকে ভাবিতেও পারা যায় না। জ্ঞান ব্যতীত ভাব অসম্ভব, ভাব ব্যতীত ইচ্ছা ও কার্য্য অসম্ভব। একটী বস্তুকে না জানিলে তৎসম্বন্ধে হৃদয়ে কোন ভাব জন্মিতে পারে না, আর উহার সম্বন্ধে হৃদয়ে কোন না কোন ভাব না জন্মিলে তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্য করা যাইতে পারে না। ভাব শূন্য জ্ঞান ও ইচ্ছা শূন্য ভাব কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান শূন্য ভাব ও ভাব শূন্য ইচ্ছা অভাবনীয়; কারণ ব্যতীত কার্য্য যেমন অসম্ভব, জ্ঞান ব্যতীত ভাব ও ভাব ব্যতীত ইচ্ছাও তেমনি অসম্ভব। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে জ্ঞান সমুদায় মানসিক ক্রিয়ার মূল শক্তি, জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য মানসিক ক্রিয়া অসম্ভব। এবং ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে যে খানে যত ভাব সেখানে সেই ভাবের কারণরূপী জ্ঞানও সেই পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। অস্বাভাবিক শিক্ষা ও সাধনে হৃদয়ের প্রাকৃতিক ভাব শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, সুতরাং যেখানে জ্ঞানের আধিক্য সেখানেও ভাবের অল্পতা অসম্ভব নহে, কিন্তু আত্মার প্রকৃতিস্থ অবস্থায় জ্ঞান ও ভাবের পরিমাণে সামঞ্জস্য থাকিবে সন্দেহ নাই। সেই অবস্থায় যত জ্ঞান তত ভাব, জ্ঞানের আধিক্যে ভাবের আধিক্য, জ্ঞানের অল্পতায় ভাবের অল্পতা। একটী সুন্দর বস্তুকে যত স্পষ্ট রূপে দেখা যায়, ইহার গুণের বিষয় যতই অধিক আলোচনা করা যায় হৃদয় ততই ইহার প্রতি অধিকতর আসক্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানাবস্থায় ও ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবন সম্ভব বটে। কিন্তু সে ভাব ও জীবন তাহার কারণরূপী ক্ষুদ্র জ্ঞানেরই উপযোগী তাহা অপেক্ষা অধিক নহে পর্ব্বতবাসী অসভ্য প্রস্তরোপাসকের নীরস ও উশৃঙ্খল জীবনে ও উপাসনাশীল সুসভ্য ব্রাহ্মের প্রেম পবিত্রতাপূর্ণ জীবনে যে প্রভেদ তাহার কারণ কি? ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের তারতম্যই ইহার প্রধান এবং প্রায় একমাত্র কারণ। কুসংস্কারাপন্ন প্রতিমা উপাসকও ভাবে গদ্গদ প্রাণ হয় এবং বিশুদ্ধ চরিত্র হয় ইহা সত্য, কিন্তু তার কারণ এই যে সে ঈশ্বর-স্বরূপের কিয়দংশ জানিতে পারিয়াছে, সুতরাং তদুপযোগী ভাবের ও অধিকারী হইয়াছে, কিন্তু ইহা ও সত্য যে অনন্ত দেবতার উপাসকের জ্ঞানালোকিত গভীর হৃদয়ের ভাবরাশী ও উন্নতির অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান জীবনের সহিত পৌত্তলিকের ক্ষুদ্র ভাব কণা ও সীমাবদ্ধ জীবনের স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ। উচ্চতর বিষ্ণুভক্ত গণকে গভীর ভাবতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে এবং পবিত্রতার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে দেখা গিয়াছে সন্দেহ নাই; ইহার কারণ এই যে তাঁহারা বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই সকল নামেই অনন্তের দেখা পাইয়াছিলেন; কিন্তু অপর দিকে দেখা গিয়াছে ইহারাই আবার বিশুদ্ধ ঈশ্বর জ্ঞানের অভাবে, সাকার বাদ ও অবতার বাদের প্রভাবে নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধনে শরীর মনকে ক্লেশ দিয়াছেন এবং মানুষরূপী উপাস্য দেবতার দূষিত কার্য্য সমূহের সমর্থন করিতে গিয়া হৃদয়মনকে সঙ্কুচিত ও কলুষিত করিয়াছেন, এবং ইহাদেরই অশিক্ষিত অজ্ঞান অনুচরগণ ইঁহাদের উচ্চ ভাবের অধিকারী হইতে না পারিয়া ধর্ম্মের নামে অপবিত্রতার নিম্নতম প্রদেশে নিমগ্ন হইয়াছে, এই সম্প্রদায়ের বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; এই সম্প্রদায় কে না জানে? যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে যে প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহার অগণ্য দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া হৃদয়কে ব্যথিত করে। ইহারই অভাবে বৈষ্ণব বামাচারী ও ক্যাথলিক মহন্তদিগের কলঙ্ক স্রোত মানব সমাজকে কলুষিত করিয়াছে. ইহারই অভাবে মানুষ পরস্পরের সহিত পবিত্র সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের উপর অত্যাচার ও আধিপত্য করিয়াছে। নরবলি সতিদাহ, শিশুবধ প্রভৃতি বিভৎস কার্য্যের কারণ ইহাই, অধিক কি সমুদায় সামাজিক ও রাজনৈতিক কুপ্রথা ও অত্যাচারের প্রধান কারণ ইহাই। যে ব্যক্তি যে জাতি অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যময় ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা শিখিয়াছে, তাহার আর ভয় কি? আর যে ব্যক্তি বা জাতি ইহা হইতে বঞ্চিত তাহার সুখের কি আশা; উন্নতির কি আশা? কি সুখে তাহার হৃদয়কে তৃপ্ত করিবে, কি বলে তাহার উন্নতি হইবে? অজ্ঞানতা অন্ধকার দূর হউক, বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক পৃথিবীর সমুদায় দুঃখের মূলে কুঠার পড়িবে।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, আমরা—ব্রাহ্মেরা যাঁহারা অনন্ত ঈশ্বরকে জানিয়াছি, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাও জানিয়াছি, ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা, মানবের প্রতি সার্ব্বভৌমিক মৈত্রী, তাহাও জানিয়াছি, তাহাদের আর অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের দুটী উত্তর; প্রথমতঃ প্রত্যেক জ্ঞানাভিমানী ব্রাহ্ম নামধারী ব্যক্তিই যে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে। ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ ব্রাহ্মিকা ভগ্নি! অগ্রে এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি তাহা হইলে বুঝিব তুমি ব্রহ্মকে জানিয়াছ কি না? প্রথমতঃ, তুমি যে পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া চিণ্ময় ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা অবলম্বন করিয়াছ, জিজ্ঞাসা করি পৌত্তলিকতা হইতে তোমার উপসনার শ্রেষ্ঠতা তুমি বুঝিয়াছ কি না? এক জন ভ্রমাচ্ছন্ন ভ্রাতা কি ভগ্নিকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পার কি না? যদি না বুঝিয়া থাক, যদি না বুঝাইতে পার, তবে জানিও তুমি বাস্তবিক ব্রহ্মকে জান নাই; তোমার ভ্রমান্ধ ভ্রাতা ও ভগ্নি অপেক্ষা তুমি জ্ঞান বিষয়ে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহ; সে যেমন কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞানান্ধ তুমিও তদ্রূপ কুসংস্কারাপন্ন ও

অজ্ঞানান্ধ : সে যেমন না বুঝিয়া সুজিয়া বেদে বিশ্বাস করে, তুমিও তেমনি না বুঝিয়া সুজিয়া তোমার ব্রাহ্মনেতা ও উপদেষ্টাকে বিশ্বাস কর ; তোমার বিশ্বাসকে তাহার বিশ্বাসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিবার তোমার কোন অধিকার নাই। দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা, তোমার অবলম্বিত ধর্ম্মমত সমূহে, তোমার উপাস্য দেবতার অস্তিত্বে তাঁহার স্বরূপে, তাঁহার উপাসনা ও সেবা সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে তোমার কখনও সন্দেহ হয় কি না? তোমার নিজের হৃদয়োত্থিতই হউক, আর সন্দেহবাদীদিগের যুক্তি তর্ক জনিতই হউক, কোন প্রকার সন্দেহ তোমার বিশ্বাস কে কখনও আচ্ছন্ন করে কি না? যদি করে, তবে জানিও তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই ; তোমার এই যে সংশয়ছিদ্রযুক্ত বিশ্বাস ইহা প্রকৃত বিশ্বাস নহে, ইহার উপর স্থায়ী সুকঠিন ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে পারেনা। তুমি কি মনে করিতেছ ভক্তির সাধনে অগ্রসর হইলে এই সন্দেহ প্রবণতা দূর হইয়া যাইবে? ইহার মত ভ্রম আর নাই। ভ্রান্ত বিশ্বাস লইয়া কি কখনো ভক্তিতে উন্নত হওয়া সম্ভব? যদি কেহ বলেন সম্ভব, জানিও সে উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে। সে ভক্তিতে উন্নতি নহে। সে কল্পনার রাজ্যে উন্নতি ভাবুকতার রাজ্যে উন্নতি। ভক্তিতে উন্নত হইলে বিশ্বাসের অসম্পূর্ণতা চলিয়া যাইবে, বিশ্বাস সন্দেহমুক্ত হইবে, ইহা মনে করা যাহা, গৃহ সুকঠিন হইলে কোমল ভিত্তি কঠিন হইবে, সাগরতীরস্থিত বালুকাময়ী ভিত্তি পর্ব্বততুল্য হইবে ইহা মনে করাও তাহাই। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, জ্ঞানের সন্দেহ কেবল জ্ঞানালোচনাতেই দূর করিতে পারে, অন্য উপায়ে তাহা দূর করা অসম্ভব। অতএব ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা, অসম্পূর্ণ জ্ঞানলইয়া নিশ্চিন্ত থাকিওনা। সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস লইয়া মনে করিওনা স্বর্গীয় রত্নের অধিকারী হইয়াছ। তোমার অবলম্বিত ধর্ম্মমতগুলিকে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে চেষ্টা কর। সৎযুক্তি দ্বারা সবল কর, যত প্রকার সন্দেহ হইতে পারে সমুদয় সন্দেহের আশঙ্কা হইতে মুক্ত কর। মেঘ ও কুয়াশার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার সূর্য্যালোকে এস, তাহা হইলে বুঝিব ব্রহ্মজ্ঞান তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝিব, ভক্তির পথে, শ্রদ্ধার পথে, অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ।

উপরোক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই—এতদূর যিনি আসিয়াছেন, ধর্ম্মের মূলসত্যগুলি যিনি জ্ঞান [illegible] প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিও ব্রহ্মজ্ঞানের কণামাত্র লাভ করিয়াছেন, তিনিও জ্ঞানরূপ মহাসাগরের তীরবর্ত্তী কয়েকটী উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন অনন্ত জ্ঞানের আকর তাঁহার সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহজীবনের কয়েক বৎসরে এই অসংখ্য রত্নরাশী সংগ্রহ করা দূরে থাক্, কোটী কোটী বৎসরেও তাহা নিঃশেষ হওয়া সম্ভব নহে—অনন্ত জীবন আমাদিগকে এই জ্ঞানরাশী সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব বলিওনা ব্রাহ্ম তোমার জ্ঞানোপার্জ্জন শেষ হইয়াছে। তুমি জ্ঞান গৃহের দ্বারদেশে আসিয়াছ, গৃহের অভ্যন্তরে অসংখ্য বস্তু রহিয়াছে যাহাদের বিষয় তোমাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, জানিতে হইবে। সেই সকল বস্তু কি যথা স্থানে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকটন করিতে চেষ্টা করিব।

এই বিভাগের উপসংহারে একটী কথা—জ্ঞানের আবশ্যকতা, উপকারিতা দেখান হইল? জ্ঞানের অনিষ্টকারিতা কি দেখিতে হইবে? আমি বলি জ্ঞানের অনিষ্টকারিতা কিছুই নাই? কোন আধ্যাত্মিক অতি জ্ঞানালোচনায় নাকি মানুষকে শুষ্ক নীরস করে? এই কথা মিথ্যা কথা—জ্ঞান মানুষকে শুষ্ক করেনা, ভক্তিহীনতা মানুষকে শুষ্ককরে, অনেক জ্ঞানীকে যে শুষ্ক নীরস দেখা যায়, জ্ঞানের আলোচনা তাহার কারণ নহে,—ভক্তিহীনতাই তাহার কারণ।

ক্রমশঃ।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

পার্কারের পিতা ও মাতা উভয়েই ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা হইয়াছিল বলিয়া, প্রথম হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত সকল অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানদিগের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উদার ও বিশুদ্ধ ছিল।

ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্ম কি? অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের প্রভেদ কি? যাঁহারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার ও পাপীর পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, সচরাচর তাঁহারাই খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। ইউনিটেরিয়ানগণ অবতার বাদ স্বীকার করেন না ; পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিন ঈশ্বরের মত তাঁহারা যুক্তি ও বাইবেল—বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। ইহাই প্রধান প্রভেদ। অন্যান্য বিষয়ে প্রভেদ নিরূপণ করা কঠিন ; কেন না ইউনিটেরিয়ানদিগের পরস্পরের মধ্যেই এক্ষণে অতি গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়।

পার্কারের পূর্ব্বে ইউনিটেরিয়ানগণ খ্রীষ্টকে ঈশ্বর-প্রেরিত অভ্রান্ত নেতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মুসলমানেরা মহম্মদকে যে ভাবে দেখেন, ইউনিটেরিয়ানেরা খ্রীষ্টকেও সেই ভাবে দেখিতেন। কেবল তাহাই নহে, বাইবেল গ্রন্থকেও তাঁহারা অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু পার্কারের সময় হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল ; তিনিই সেই পরিবর্ত্তনের একমাত্র অথবা প্রধান কারণ। এক্ষণে উন্নতি স্রোত এতদূর প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে যে, এখনকার উন্নত শ্রেণীর ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্ম্মমতের সহিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছুই প্রভেদ নাই।

পার্কার খ্রীষ্টধর্ম্মের কুসংস্কার বিনাশ ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ ভয় করিতে লাগিলেন যে, চতুর্দ্দিক হইতে কুসংস্কারান্ধ খ্রীষ্টীয়ানগণ তাঁহার প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিবে। এই আশঙ্কায় কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি পার্কারকে তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পার্কারের বন্ধুগণের দৃষ্টি তাঁহার উপর বিশেষরূপে পতিত হইল। কেহ বা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, কেহবা উৎসাহ দিয়া, এবং কেহবা এই কণ্টকময় পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। দুইখানি পত্রের উত্তরে এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

"আমি ভরসা করি, আমার এমন সাহস আছে যে ফল যাহাই কেন হউক না, আমি সর্ব্বদা সত্য বলিতে পারি আমার বোধহয়, কোন মত বা কার্য্যের ফলাফল বিষয়ে যতদূর চিন্তাকরা আবশ্যক, লোকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ভাবিয়া থাকে। যদি স্থির হয় যে, কোন মত সত্য, অথবা কোন কার্য্য উচিত, তাহা হইলে তাহার ফলাফল কি হইবে সে বিচার করিবার তোমার আমার অধিকার কি? ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে, মানুষের হস্তে নয়। সূর্য্যোদয় বা জোয়ার ভাঁটার উপর যেমন মানুষের কোন হাত নাই, কর্ত্তব্য ও সত্য পালনের ফলাফলের বিচার করিবারও সেইরূপ কোন অধিকার নাই। 'লোকে গালিলিওকে বলিয়াছিল, তোমার বৈজ্ঞানিক মত সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সে মত প্রচার করিলে কি ফল হইবে।' সম্ভবতঃ জ্ঞানী গালিলিও উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমি ফলাফলের উপর দৃক্‌ক্ষেপ করিবনা। সত্য বলা ও কর্ত্তব্য পালন করাই আমার কার্য্য; পরমেশ্বরের হস্তে ফলাফলের ভার।' সতর্ক হইবার জন্য আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু আপনি ভাবিবেন না যে, প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত সকল প্রচার করিয়া জগতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করিতে আমি ইচ্ছা করি। কোন কোন অল্পবয়স্ক যুবক তাহাদের মনের অপরিণত ভাবসকল প্রচার করিয়া তাহাদের নিজের ও সাধারণের যে প্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করে, আমার অবস্থা সে প্রকার নহে। সচরাচর লোকে যাহাকে বিবেচনা করিয়া চলা বলে তাহা অতি হীন ধর্ম্ম। উহার জন্য লোক আপনার কার্য্যের মহত্ত্ব ও চিন্তার দেবভাব বিসর্জ্জন দিয়া নীচ স্বার্থের অন্বেষণ করে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মসঙ্গত যে বিবেচনা তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ; উহার কারণ দেখিয়া ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং যখন সেই ফল উপস্থিত হইবে, তখন তাহা বহন করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া সকলই মঙ্গলের জন্য, এই সম্পূর্ণ বিশ্বাস, দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমার একমাত্র শান্তনা। এমন একদিন আসিবে, যে দিন এই সকল কষ্টের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল আমি প্রাপ্ত হইব; এবং দুঃখ কষ্টের জন্য আক্ষেপ করা যে কি নির্ব্বোধের কার্য্য তখন তাহা বুঝিতে পারিব। মনুষ্য মাত্রকেই অনেক বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া দুঃখ করিতে হয়; আমাদের অনেক প্রিয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র বিফল হইয়া যায়; কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে মেঘ সরিয়া যায়, তখন আমরা দেখিতে পাই যে সে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে অধিকতর অনিষ্ট হইত। সকল স্থলেই এই প্রকার। পুরাকালের একজন জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর যেন আমাদের অর্দ্ধেক প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।" পূর্ণ অমঙ্গল কিছুই নাই; এবং সর্ব্বশক্তিমান যেরূপ সমুদয় ব্যাপার একদৃষ্টে দেখিতেছেন তাঁহার নিকট অমঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই। সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে এই বিশ্বাসই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আমি সেই জন্য প্রাচীন কবি হেন্‌রি মূরের ন্যায় বলিতে পারি, "প্রভো! আমাকে ধূলির মধ্যে গভীররূপে মিশ্রিত করিয়া দেও, তাহা হইলেই তুমি আমাকে ন্যায়বানদিগের সহিত উঠাইতে পারিবে।"

আধ্যাত্মিক সতীত্ব।

গভীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কতিপয় অভিনব সুখ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশার উদয় হয়; শুষ্ক নীতিবাদী এবং সংসারের প্রচলিত গভীরতা শূন্য চলন সই ধর্ম্মের নিকটে এই সমুদায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিবেক যতই কোমল হইতে থাকে, কর্ত্তব্যের ভূমি যতই বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই নব নব পাপ ও পুণ্য যাহাদিগকে পূর্ব্বে পাপ পুণ্য বলিয়া বোধ হইতনা—অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করে। এই নব পরিচিত পুণ্য সমূহের মধ্যে একটীকে উৎকৃষ্টতর নামের অভাবে—আধ্যাত্মিক সতীত্ব বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃতি কি কিরূপে আত্মা ইহার দর্শন পায়, ইহার সাধন প্রণালী কি, এই বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব।

যতদিন আত্মা ঈশ্বরকে কেবল জগতের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা বলিয়া পূজা করে, যতদিন তাঁহার সহিত কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অনুভব করিতে না পারে, ততদিন ধর্ম্ম গভীরতাশূন্য ও শুষ্ক থাকে; ততদিন ইহাতে সংগ্রাম থাকেনা। সুখ দুঃখ থাকেনা। যখনই আত্মা ঈশ্বরের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ অনুভব করে—যখন বুঝিতে পারে তিনি কেবল জগতের ঈশ্বর নহেন আমার নিজেরও ঈশ্বর, তিনি কেবল সাধারণভাবে নহে বিশেষভাবে আমাকে দেখিতেছেন, বিশেষভাবে আমাকে যত্ন করিতেছেন—আত্মা যখনই ইহা অনুভব করে, তখন হইতেই তাঁহাকে কোন একটী সুমিষ্ট নামে আহ্বান করিতে আরম্ভ করে। এই ভাব হইতেই ঈশ্বর পিতা, মাতা, বন্ধু, প্রভু, নাথ এবং অপরাপর অসংখ্য মধুর নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সংক্ষেপে তিনটী কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, যথা তিনি পিতা তিনি প্রভু, তিনি নাথ। আধ্যাত্মিক সাধনের পক্ষে এই সম্বন্ধত্রয়ের যে কোন একটী যথেষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং সাধকদিগের প্রিয় নামরূপে গণ্য হইয়াছে কিন্তু আমাদের বোধহয়, যে আত্মা ঈশ্বরের সহিত যে গভীর ও সুমধুর যোগে সংযুক্ত হইতে সক্ষম, এবং যে যোগের জন্য ইহা পিপাসিত হয়, এই নামত্রয়ের কোন একটী স্বতন্ত্রভাবে সেই যোগ সম্বন্ধ সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে পারেনা। "পিতা" বলিলে একদিকে ঈশ্বরের পিতৃ-স্নেহ ও

এক জন চিকিৎসক সেই পীড়িত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার মানসে নিজ প্রাণভয় গণনা না করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা ভাজন মনে করি। কাহার মন না অবিচারিতভাবে উত্তর দিবে যে দ্বিতীয় ব্যক্তিই আমাদের সমধিক শ্রদ্ধার পাত্র? তবেই দেখুন আমাদের বিবেক স্বভাবতঃ পর সুখের জন্য নিজ সুখাশা ত্যাগ করাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে। এই সকল কারণে চার্ব্বাকদিগের মতকে অতি ভ্রান্ত ও ঘৃণিত মনে হয়।

ইহার পর দেখা যাউক—দ্বিতীয় মতটী কি প্রকার? ইহা ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত অগস্ত কোমত প্রধানভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। মতটী এই—আমরা আছি অপরের জন্য, যে হৃদয় হইতে এই মতটী উদিত হইয়াছিল সে হৃদয়কে অগণ্য ধন্যবাদ করি। কিন্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে এই মতের কোন তাৎপর্য্য দেখিতে পাই না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে এই জগতের এক জন নিয়ন্তা আছেন এবং জগতের কল্যাণ তাঁহার শুভ ইচ্ছার অনুগত, তাঁহাদের পক্ষে সেই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলাইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করা স্বাভাবিক এবং সেরূপ কার্য্যের যুক্তি আছে। কিন্তু নাস্তিক যে পর সুখের জন্য জীবন দিবেন, কেন দিবেন। তাঁহার বাধ্যতা কোথায়? যাহাতে বাধ্যতা নাই তাহা কর্ত্তব্য শ্রেণীগণ্য নহে? আস্তিক বলিবেন—জগতের সুখ ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত সুতরাং তদনুসারে চলিতে আমি বাধ্য। নাস্তিক কি বলিবেন? তাঁহাকে হয় বলিতে হইবে যে জগতের অসুখ উৎপাদন করিলে তাহারই মধ্যে তোমার নিজের অসুখ নিহিত, সুতরাং তুমি জগতের সুখান্বেষণে বাধ্য অথবা তাঁহাকে বলিতে হইবে যে জগতের অসুখ উৎপাদন করিলে, তুমি লোকের বিরাগ উৎপাদন করিবে, তোমার জীবন ধারণ দুষ্কর হইবে লোকে তোমাকে যাতনা দিবে। তবে দেখ, ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা স্বকীয় নীতির ভিত্তি স্থাপন করিতে যান, তাঁহাদিগকে হয় স্বার্থের দোহাই না হয় ভয়ের দোহাই দিতে হয়। নীতির এই ভিত্তি যে নিকৃষ্ট তাহা কে না স্বীকার করিবেন?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তোমরা যে ঈশ্বরোপাসক তোমাদেরও নীতির ঐ উভয় দোষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তোমাদেরও মনে স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয় থাকে। তোমরাও ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া স্বর্গ ও ভয়ের দোহাই দিয়া থাক। আমরা বলি প্রেমের রাজ্যে স্বর্গ ও নরক নাই। ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তি যখন ধর্ম্মপথে চলেন তখন স্বর্গের লোভে চলেন না—কিম্বা নরকের ভয়ে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত হন না। পুণ্য তাঁহার নিকট এই জন্য প্রার্থনীয় যে পুণ্য তাঁহার প্রেমময়ের স্বরূপ ও তাঁহার ইচ্ছা সঙ্গত,—পাপ এই জন্য তাঁহার পরিহরণীয়, যে পাপ সেই প্রেমময়ের ইচ্ছা বিরুদ্ধ। প্রেমিকের নিকট ঈশ্বরের সহবাসই স্বর্গ এবং তাঁহার বিচ্ছেদই নরক।

তৃতীয় উত্তর প্রাচীন হিন্দুগণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে আমরা এই জগতে আছি কর্ম্মফল ভোগের জন্য। ইহারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন এবং বলিতেন যে মানব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জন্মই ইঁহাদের চক্ষে এক ঘোর বিড়ম্বনা। আমরা যে জন্মিয়াছি ইহাই আমাদের প্রধান শাস্তি। এই মতের প্রতিকূলে অনেক যুক্তি আছে তাহার সকলগুলি উল্লেখ করা অনাবশ্যক। তবে এই মাত্র বলা যায় যে এই মতের বিরুদ্ধে যদি আর কোন যুক্তি নাও থাকিত তাহা হইলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইত যে এরূপ মত ঈশ্বরের স্বরূপ বিরুদ্ধ। আমরা যদি তাঁহাকে করুণাময় পিতা বলি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য আরও গাঢ়তর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন করিবেন, বা এরূপ দুর্গতি করিবেন যাহাতে পাপী তাঁহাকে না জানিয়া আরও পাপপথে নিমগ্ন হইবে, ইহা তাঁহার প্রেমভাবের সহিত সঙ্গত বোধ হয় না। আমরা যখন একটী দুর্ব্বৃত্ত সন্তানকে সংশোধনের জন্য সৎসঙ্গে, উৎকৃষ্ট স্থানে রাখিবার জন্য ব্যগ্র হই, তখন ঈশ্বর যে দুষ্কৃতির শাস্তির জন্য জন্ম কারাগারে প্রেরণ করিয়া আরও অজ্ঞতার পাশে বদ্ধ করিবেন ইহা কি সম্ভব বোধ হয়?

অতএব আমরা মানব জীবনকে ও মানব-জন্মকে এরূপ চক্ষে দর্শন করি না। আমরা বলি জগদীশ্বর আমাদিগকে এই জন্যই এ জগতে রাখিয়াছেন যে আমরা এখানে থাকিয়া তাঁহাকে জানিব ও তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইব।

এই স্থানে অজ্ঞেয়তাবাদীগণ হয়ত অশেষ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিবেন। হয়ত বলিবেন, মানুষ কি ঈশ্বরকে জানিতে পারে? তাঁহারা দুইটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঐরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, প্রথমতঃ বলেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ মানবের প্রকৃতির অনুরূপ নয়, সুতরাং মানব তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারে। যাহার অনুরূপ বস্তু আমাদের জ্ঞানে নাই, আমরা কিরূপে তাহার কল্পনা করিতে পারি? যদি কেহ বলে যে বস্তুর দৈর্ঘ প্রস্থ বেধ ব্যতীত আর একটী পরিসর আছে তবে যেমন আমাদিগকে বলিতে হয়, থাকিতে পারে কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহার প্রমাণ নাই জানিবার উপায়ও নাই, সেইরূপ ঈশ্বরের সম্বন্ধেও এই বলিতে হয় যে এরূপ কোন মহানপুরুষ থাকিতে পারেন কিন্তু আমাদের জানিবার উপায় নাই। ইহার উত্তর একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত দিয়াছেন—তিনি বলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ যে আমাদের স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা কে বলিল? যিনি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া আমার প্রাণে পুণ্যের প্রতি আদর ও পাপের প্রতি ঘৃণা দিয়াছেন, আমি কি মনে করিতে পারি যে তাঁহার প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তাঁহার পাপের প্রতি আদর ও পুণ্যের প্রতি ঘৃণা। আমাদের বিবেক ও ধর্ম্মভাব সকল তাঁহার স্বরূপের পরিচয়, সেইগুলিই পিতা পুত্রের মিলনের স্থান ও পিতা পুত্র সম্বন্ধের ভিত্তি।

অজ্ঞেয়তা বাদিদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ঈশ্বর অনন্ত আমরা পরিমিত আমরা কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারি? আমার অর্থ ত ধারণা নয়? আমি কি চক্ষু দ্বারা অনন্তপ্রসারিত আকাশকে সমগ্রভাবে ধারণা করিতে পারি? কখনই নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি ইহা বলিতে পারি যে সেই আকাশের কিছু জানি না? আমি ক্ষুদ্র থাকিতে যতটুকু দেখিতে পাই, ততটুকু আমার জানা হয়। আরও চিন্তা করিয়া দেখুন "অপূর্ণ" এই শব্দ ব্যবহার করিলেই তাহার মধ্যে "পূর্ণের" ভাব নিহিত থাকে। যে বলিবে আমি "অপূর্ণ" তখনই প্রমাণ পাওয়া গেল যে পূর্ণ যে কি তাহার একটা ভাব তাহার অন্তরে আছে। কারণ "সমগ্রের" ভাব যাহার অন্তরে নাই তাহার পক্ষে "অর্দ্ধেক"ই যেমন সমগ্র, সেইরূপ পূর্ণের ভাব অন্তরে না থাকিলে অপূর্ণই পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব এই কথাই সত্য এবং আমাদের ভক্তি ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার ব্যাখ্যানে বার বার এই উপদেশ দিয়াছেন যে আমরা আত্ম জ্ঞানের মূলেই ব্রহ্ম জ্ঞানকে নিহিত দেখিতে পাই। অতএব কিরূপে বলি যে আমরা তাহাকে জানিতে পারি না।

কিন্তু অজ্ঞেয়তাবাদিদিগের এই যুক্তির একটী সদুত্তর গ্লাডষ্টোন সাহেব একবার দিয়াছিলেন, সেটী শুনিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন কেমন সুন্দর কথাটী বলিয়াছেন। একজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অজ্ঞেয়তাবাদের কথা উল্লেখ করাতে তিনি হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ অনেক সময় বৃথা কথায় ঝগড়া করিয়া সময় নষ্ট করেন। তাঁহারা এক নূতন কথা আবিষ্কার করিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরকে স্বরূপতঃ জানি না সুতরাং আরাধনা হইতে পারে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি ইংলণ্ডের লোক তোমরা কি আমাকে স্বরূপতঃ জান? আমি কোন প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হই, আমার হৃদয়সাগরে কি তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা কি জান? তথাপি তোমরা ত প্রতিদিন আমাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধার কথা শুনাইতেছ। এইরূপে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের যে জ্ঞান আছে তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞান। অথচ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর সংসারের বিষয় বাণিজ্য, কারবার সমুদয় চলিতেছে। যদি অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া বিষয় বাণিজ্য, আইন আদালত সমুদয় চলিতে পারে তবে কি ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া উপাসনা প্রার্থনাদি চলিতে পারে না?

কিন্তু আমি যে বলিয়াছি যে ঈশ্বরকে জানাই এ জীবনের লক্ষ্য। তাহার আরও গভীর অর্থ। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য আমাদের তিনটী চক্ষু আছে, সেই তিনটী চক্ষু উজ্জল না হইলে আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না, জ্ঞান, প্রেম, ও পবিত্রতা এই ত্রিবিধ চক্ষুর দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকি, তিনি জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন মানসিক শক্তি সকলের বিকাশ ভিন্ন, প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা ভিন্ন আমরা তাঁহার জ্ঞান স্বরূপকে প্রকৃত ভাবে ধরিতে পারি না। সেইরূপ প্রেমের বিকাশ ভিন্ন তাঁহার প্রেমকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। নির্দ্দয় দয়া দেখিতে পারে না, অপ্রেমিক প্রেম দেখিতে পায় না, অতএব ঈশ্বরের প্রেমভাব দেখিতে হইলে আমাদিগের প্রেমে উন্নত হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ পবিত্রতার উন্নতি ভিন্ন সেই পুণ্যময়ের আভাস আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি না। যে পরিমাণে আমরা জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যে উন্নত হই অর্থাৎ যে পরিমাণে আমাদের আত্মা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে আমরা তাঁহাকে জানি। সেইরূপ তাঁহাকে লাভ করা এ জীবনের লক্ষ্য। তাহার অর্থ কি? নদী সকল যে ভাবে সাগরকে প্রাপ্ত হয় ইহা কি সেই ভাবে? নদী সকল যেমন নানারূপ পরিহার করিয়া অনন্ত জলরাশিতে ক্ষুদ্র জলরাশি মিশাইয়া বিলীন হইয়া যায়—ঈশ্বরকে লাভ করা কি সেইরূপ? না তাহা নহে। দ্বিত ঘুচিয়া একত্ব প্রাপ্তি নহে। ঈশ্বরকে পাওয়ার অর্থ প্রীতি ও ইচ্ছাতে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া। যখন আমার প্রেম তাঁহাতে অর্পিত হয়, এবং তাঁহার প্রেম আমাতে অর্পিত হয়—এবং যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হয়—তখনই বলি যে আমি ঈশ্বরকে পাইয়াছি। পতি-পত্নীর সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায়—যে তাহারা অনেক সময় একজন অপরকে বলেন, "আমার বড় ভাগ্য যে তোমাকে পাইয়াছি।" ইহার অর্থ কি? যে প্রেম থাকাতে একজনের উপর অপরের অধিকার জন্মিতেছে, একজন অপরকে "আমার" বলিয়া অনুভব করিতেছে, একজন অপরে ডুবিতেছে, আত্মসুখ বিস্মৃত হইতেছে, একজনের সুখ অপরের ইচ্ছার অনুগত হইতেছে, সেই প্রেমই বলিয়া দেয় যে তাহারা পরস্পরকে পাইয়াছে। আমরা যখন প্রেম ও ইচ্ছা-যোগে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হই, তখনই বলি যে আমরা ঈশ্বরকে পাইয়াছি।

এই ভাবে ঈশ্বরকে জানা ও লাভ করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য সেই জন্যই আমরা এ জগতে আছি। যে পরিমাণে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয় সেই পরিমাণে আমাদের জীবন সার্থক এবং যে পরিমাণে এই লক্ষ্য হইতে আমরা ভ্রষ্ট হই সেই পরিমাণে আমাদের জীবন লক্ষ্যহীন পশু জীবন মাত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়।

আচার্য্যের উপদেশ।

এই বসন্তের সময় প্রকৃতি নব আনন্দে উৎফুল্ল। তরু লতা, জীব, জন্তু সকলেই যেন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের মনও এ সময় আনন্দ অনুভব করে। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখি উদ্যানের বৃক্ষ সকল নব বেশ ধারণ করিয়া মানুষকে কত শিক্ষা দিতেছে; কি সুন্দর সাজে তাহারা সাজিয়াছে, নব পল্লবে বিভূষিত, সেই নববেশধারী পরমেশ্বর রচিত বৃক্ষগুলিকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা দেবপুত্র। কি সুশীতল ছায়া দান করিয়া তাপিতের প্রাণকে শীতল করিতেছে। আবার যখন নানা বৃক্ষের নানা পুষ্পের দিকে দেখি, দেখিয়া অবাক হইয়া যাই, এক ভূমির রস গ্রহণ করিয়া

কত নানা বর্ণের পুষ্প হইতেছে? মৃত্তিকার রসে কি গুণ যাহা হইতে এই সকল পুষ্প হইতেছে; চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তাঁহার সৃষ্টিতে কত মহিমাই প্রকাশ করিয়াছেন! চাহিয়া দেখি অশোক বৃক্ষ আমাদের শোক নিবারণের জন্য, তাহার প্রভু-দত্ত অলঙ্কার পরিয়া কি শোভা ধারণ করিয়াছে, অশোকের পুষ্প কি সুন্দর! আমাদের ভগ্নীরা এই পুষ্পদ্বারা অঙ্গের ভূষণ করেন। অশোক বৃক্ষের নিকটে যাইলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ। আবার শতদল পদ্ম প্রভৃতি কত অসংখ্য অসংখ্য পুষ্প উদ্যানের কি শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যিনি ইহাদের রচয়িতা, সেই বিশ্বের অধিপতি ভগবান যিনি জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তিনি কেমন পরম সুন্দর। প্রকৃতি তাঁহার কন্যা, জগতের রাজা তাঁহার সকল রত্ন, সকল অলঙ্কার দ্বারা প্রকৃতি কন্যাকে সাজাইয়া দেন। পৃথিবীর রমণীরা নির্জীব অলঙ্কার পরেন কিন্তু বিধাতা পুরুষ তাঁহার কন্যাকে সজীব অলঙ্কারে সাজান। উদ্যানে আর কি শিখিলাম? শিখিলাম স্বর্গ আমাদের সম্মুখে আমরা অন্ধ হইয়া থাকি তাই দেখিতে পাইনা। পরমেশ্বর স্বর্গ দেখান, বলেন দেখ পুত্র চাহিয়া দেখ, তোমার সম্মুখে স্বর্গ রহিয়াছে; পুষ্পে স্বর্গ নিষ্কলঙ্ক সরল শিশুর পবিত্র মুখে স্বর্গ, সুন্দর যাহা তাহাতেই স্বর্গ। উদ্যানে আসিয়া সাক্ষাৎ স্বর্গ দেখিলাম, স্বর্গে পরমেশ্বরের সিংহাসন রহিয়াছে, তথায় কত অসংখ্য অসংখ্য রত্ন গড়াইতেছে কত চন্দ্রমা লুক্কায়িত হইতেছে। আহা! প্রভু আমাদের এমন করিয়া ভুলাইতেছেন তথাপি কি তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করিবনা, সেই সুন্দর পুরুষের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাইব না? উদ্যানে যে সকল বৃক্ষগুলি আপনাপনি ভূমি হইতে রস গ্রহণ করিতেছে সেগুলি কেমন হৃষ্ট পুষ্ট। আর যেগুলি টবে বসান, মালী আসিয়া যাহাদের জল দেয় সেগুলি বাঁচিয়া আছে বটে কিন্তু তেমন হৃষ্ট পুষ্ট নহে। ধর্ম্ম জগতেও ঠিক সেইরূপ নিজের উপর নির্ভর করিলে যেরূপ হয়, অন্যের উপর চিরজীবন ধর্ম্মের জন্য নির্ভর করিয়া থাকিলে সেরূপ হয়না। কিন্তু বৃক্ষগুলির চারা অবস্থায় মালীর দ্বারা জল সেচন এবং বিশেষ যত্ন রাখা আবশ্যক, সেইরূপ ধর্ম্মজীবন গঠনের প্রথম অবস্থায় অন্যের সাহায্য আবশ্যক হয়; ধর্ম্মজীবনে যদি সমুদায় সময় অন্যের উপর নির্ভর করি, তবে আমাদের ধর্ম্ম জীবন শুষ্ক ও নির্জীব হইয়া পড়িবে, উপাসনা কেবল অন্যের কথায় হইবে, দুই ঘন্টা কাল তাঁহার ধ্যান করিয়া প্রাণে রসাস্বাদন করিয়া উপাসনা করিতে পারিব না। আর যদি শিকর মাটিতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, মূল ভূমিতে নিহিত হয়, প্রাণ অনন্ত রসস্বরূপে সংলগ্ন হয়, তবে আর ধর্ম্ম জীবন শুষ্ক হইবে না, তবেই উপাসনা যথার্থ হইবে। আরো দেখিতে পাই যে, বৃক্ষের উপরে জল সেচন করিলে কোন ফল লাভ হয় না, সেইরূপ বাহিরে বাহিরে উপাসনা করিলে, কতকগুলি কথা শুনিলে কিম্বা গান করিলেই উন্নতি হয় না, প্রাণের ভিতর যদি রস না যায়। উদ্যানে এইসকল উপদেশ পাইলাম; পরম গুরু পরমেশ্বর প্রকৃতির সকল বিষয় হইতেই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা আমরা ভক্তির সহিত গ্রহণ করিব। আমাদের প্রাণ রস-স্বরূপে গেল কি না, তিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে জাগিতেছেন কি না তাহা প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি আত্মার মূল রস-স্বরূপে প্রবেশ করিতে না পারে, যদি সেই একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভর করিতে না পারি, তাহা হইলে উপকার কিছুই হইবে না। আর দেখিতে হইবে যেন পত্রের উপর জল সেচন না হয়, কেবল বাহিরে বাহিরে উপাসনা না হয়; উপাসনা জীবনের বস্তু জীবনে যদি তাহা দেখাইতে না পারিলাম, যদি ভাই ভগ্নিদের ভালবাসিতে না পারিলাম, যদি নিঃস্বার্থ হইতে না পারিলাম, যদি আপনা ভুলিয়া প্রভুর দাস হইতে না পারিলাম তবে তাহা ধর্ম্ম নহে, পত্রের উপরে জল সেচন সার হইল। প্রতিদিন অন্ততঃ তিনবার নির্জ্জনে উপাসনা করিতে হইবে। যেরূপ অনেকের একবার আহার করিলে হয় না, বার বার আহার করিতে হয় নতুবা দুর্ব্বলতা যায় না, সেইরূপ আমাদের দুর্ব্বল আত্মার পক্ষে একবার উপাসনা যথেষ্ট নহে, অন্ততঃ তিনবার আবশ্যক, আর প্রতিদিন আত্ম পরীক্ষা করিতে হইবে; এক স্মরণ পুস্তিকা রাখিয়া তাহাতে উন্নতি অবনতির জমা খরচ করিতে হইবে। যেমন বৃক্ষলতা সুন্দর, সেইরূপ আমাদের ও সুন্দর হইতে হইবে। কিন্তু সুন্দর হইতে হইলে ব্রাহ্ম-রসে আত্মাকে সংলগ্ন করিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে, আত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপাসনা চাই, পরমেশ্বরে সজীব থাকিতে হইবে; স্তব স্তুতি করিলেই হইবে না, তাহাকে কল্পনায় নয়, কথায় নয়, প্রাণে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে; যতই ইহা করিতে পারিব ততই আমরা সুন্দর হইব এবং জগৎকে সুন্দর দেখিব; যদি একবার মাত্র তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই তবে আর তাঁহাকে ছাড়িতে পারিব না। তিনি সকলের আদি কারণ, তিনিই সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে যেন না ভুলি, ধর্ম্মকে যেন না ভুলি ধর্ম্ম জীবন্ত, ধর্ম্ম প্রাণের সম্বল, মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম যাহাতে লাভ করিতে পারি পরমেশ্বর এরূপ কৃপা করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

সিলিগুড়ি সমাজের সম্পাদক বাবু আনন্দ চন্দ্র রায় লিখিয়াছেন। 'দয়াময় ঈশ্বরের কৃপাতে সিলিগুড়ি ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তসাম্বৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে সম্পাদন হইয়াছে।"

২৯এ মাঘ সোমবার সন্ধ্যার পর আচার্য্য উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন।

১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রাতেঃ শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত বাবু আদি নাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন, উপাসক গণ উপাসনাতে আনন্দ এবং শান্তি লাভ করিয়া সুখী হন। সন্ধ্যার পর পুনরায় আদি নাথ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন এবং সত্য ও অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাতে মনুষ্যের

একমাত্র শান্তি এবং পরিত্রাণ এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় অপার আনন্দ ও শান্তিতে উপাসকগণের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

২রা ফাল্গুন বুধবার। প্রাতেঃ সম্পাদকের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হয়, সন্ধ্যার পর ধর্মোন্নতির প্রতিবন্ধক কি? এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

মঙ্গলবার হইতে বুধবার পর্যন্ত উপাসনা এবং বক্তৃতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু আদি নাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করেন। দয়াময় ঈশ্বরের কৃপাতে এবৎসর উৎসবে আশাতিরিক্ত ফল আমরা লাভ করিয়াছি। করুণাসিন্ধু ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বাগেরহাট হইতে বাবু হরিনাথ দাস লিখিয়াছেন মাঘোৎসব উপলক্ষে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

৯ই মাঘ রাজা রাম মোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা। তাহাতে তাঁহার জীবনী ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও তাঁহার রচিত কয়েকটি সঙ্গীত হইয়াছিল।

১০ই মাঘ। নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাজারে যাইয়া সাধারণ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া দুইজন ব্রাহ্ম দুইটী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সমুদায় নগর প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল ও মধুর দয়াল নাম দ্বারে দ্বারে গান করা হইয়াছিল।

১১ই মাঘ। প্রত্যুষে সংকীর্ত্তন। প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্ণ চারিটার পর পাঠ, আলোচনা, ও সঙ্গীত। সন্ধ্যার পর উপাসনা। রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত সমাজের কার্য্য হইয়াছিল। উপাসনা অন্তে বাবু জগদীশ্বর সেন গুপ্ত জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন, পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি বিধান করুন, আমরা তাঁহার অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হই। উৎসবের সমস্ত কার্য্যেই স্থানীয় ভদ্র এবং সাধারণ অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন।

আমাদের কাঁথিস্থ বন্ধু বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন গত ২৩এ, ২৪শে ফেব্রুয়ারি কাঁথির নিকটবর্ত্তী চণ্ডীভেটী উপাসনা সমাজের উৎসব হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে কীর্ত্তন ও সাধারণ লোকদিগের নিকট বক্তৃতা ও রাত্রিতে উপাসনা হইয়াছিল। ২য় দিন প্রাতে উপাসনা মধ্যাহ্নে নগরকীর্ত্তন ও সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়, পরে রাত্রিতে উপাসনা হয়। "মানুষের স্বার্থপরতা ও নিজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইচ্ছাই বারংবার ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে ও তাহার স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনে বাধা দিয়াছে, ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস দ্বারা উপদেশে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছিল" উৎসবে সকলেই বিশেষ লাভবান হইয়াছেন। বিশেষ নগরকীর্ত্তনে অতি স্বর্গীয় ভাবে সকলের প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এখানকার অধিকাংশ সভ্যই সাধারণ লোক, ইহাদের সরলধর্ম্মভাব দেখিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ৭।৮ জন ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে তেলিনীপাড়া গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে দুই দিন উপাসনা এবং এক দিন তেলিনীপাড়া হইতে নগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভদ্রেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া হয়। সেখানে একটী উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রকারে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত না হইলে বাস্তবিক ধর্ম্ম প্রচারে সফল মনোরথ হওয়া সম্ভব নয়।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আসাম প্রদেশে প্রচার করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কৃষ্ণনগর ছাত্রসমাজের উৎসবে আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তথাহইতে কাকিনিয়া ও কুড়িগ্রাম হইয়া শীঘ্রই ধুবড়ি যাইবেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। আশা করি স্থানীয় বন্ধুগণ তাঁহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ জানাইবেন। এবার রামকুমার বাবু ৬ম মাসেরও অধিক কাল আসাম প্রদেশে থাকিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত নগর সংকীর্ত্তনটী ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে বিগত মাঘোৎসব উপলক্ষে নূতন রচিত হইয়াছিল।

(সকলে শূন্যময় হেরি—গানের সুর।)

জগতজননীর নাম গাওরে নগরে;
আজ বদন ভরে গাওরে ওনাম সুমধুর স্বরে।
না হেরে জননী মায় জগত আকুল,
না হেরে জননী মায় (মোদের) পরাণ ব্যাকুল;
আয় ভাই সবে মিলে মা মা বলে জুড়াই অন্তরে।

(যুবা বৃদ্ধ নরনারী, ব্রহ্মপাদ পীঠ হেরি—সুর।)

আমাদের মা যিনি, তোমাদের মা তিনি,
একই মায়ের অসংখ্য সন্তান (ভাই ভাই সবে মিলিয়ে);
(তবে) দীন ধনী পদ ভুলি, কর সবে কোলাকুলি,
(ভাইরে) মায়ের কোলে লই সবে স্থান
(তাঁহার অভয় কোলে রে)
হেরিয়া মায়ের মুখ, ভুলে যাই সব দুখ,
চেয়ে থাকি ডাকি মামা বলে (আমরা সবাই মিলিয়ে;)
আয় ভাই চলে আয়, কারে ছেড়ে কে কোথায়,
দেখরে মায়ের চরণ কমলে (বিনয় করে বলি ভাই রে;)
তুমি কাঁদ আমি কাঁদি, হিয়ায় হিয়ায় বাঁধ বাঁধি,
নয়নজলে করি সরোবর (প্রেমের সরোবর রে;)
প্রেম সরোবর নীরে, ডুবে যাই ধীরে ধীরে,
দূরে ফেলে অসার সংসার (পাপে তাপে ভরা রে;)
না রহে শমন ভয়, শোক তাপ নাহি রয়,
সব কাজে জয় মায়ের নামে (সেই মধুর নাম রে;)
এক ইহ পরলোক, মরণে অমৃত যোগ,
সব এক জননীর ধামে (সেই স্বর্গ ধামে রে;)
মিল—নইলে অসুখ অশান্তি কত পাইবে সংসারে।

(মনোহর সাই।)

ও ভাই নগরবাসী আয় রে, তোরা শোন রে—
আমরা শুনেছি যে সেই ব্রহ্ম নামে

যায় যে সশরীরে স্বর্গধামে (মধুর ব্রহ্ম নামে রে।)
তাঁরে মা বলিয়ে একবার ডাকিলে
নামে স্বর্গধাম ধরাতলে (মায়ের নামে।)

(ওরে রসনা, কেমন বাসনা—সুর)

ও ভাই এসরে একবার দেখরে,
দেখ ভূতলে স্বরগ উদয় (ভুবন আলো করে রে;)
ও ভাই মায়ের কোলে (কোলে) যত ছেলে,
তারা নাচে হাসে আপন ভুলে (ভুবন ভুলাইয়ে।)

(প্রভু কি দিবেদিব আমি—সুর।)

(কভু) করতালি দিয়ে, আপন ভুলিয়ে,
মা মা বলে ডাকে।
দেয় আলিঙ্গন, সহাস্য বদন,
বিমোহিত হয়ে থাকে। (প্রেম রসে মজে)

(করে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী—সুর)

সরল সংগীতে, পুলকিত চিতে,
মায়ের নামে এস তাপিত প্রাণ জুড়াই।
স্নেহের প্রভাতে, (লয়ে) ভক্তি পারিজাতে,
জননীর মোরা চরণে লুটাই:
দীন হীন সবাই, ডাকি ভাই ভাই,
মা মা বলে আজি জগতে জাগাই।
মিল—দূরে ফেলে ধূলো খেলা, এস সবে এইবেলা,
স্বর্গপুরে করি মায়ের চরণ বন্দনা;
আর এমন দিনত পাবেনারে অনিত্য সংসারে।

চল যাই আনন্দ ধামে—সুর

এস সবে ত্বরা করে, ও ভাই নগরবাসীরে,
(দীন দুখী সবে মিলিয়ে) (পাপী তাপী সবে মিলিয়ে)
দেখবি যদি এস সবেরে, ধরাতলে স্বর্গপুরে,
(কিবা শোভা মরিরে) (দুঃখ দূরে গেলরে।)
মিল—দেখ আনন্দময়ী মা আজি আনন্দ মন্দিরে।

গত ১৫ই ও ১৬ই ফাল্গুন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের ১৭ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে অনেক গুলি ব্রাহ্ম তথায় গমন করিয়াছিলেন। প্রথম দিন নগর-সংকীর্ত্তন ২য় দিন সকালে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন এবং দুই বেলা উপাসনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। এই উৎসবের সময় হরিনাভি সমাজের সম্পাদক বাবু হারাণচন্দ্র মিত্রের ১মা কন্যার নামকরণ হইয়াছে। কন্যাটির নাম শ্রীমতী সুমতিবালা রাখা হইয়াছে।

মূল্য প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশীতের পর।

বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী	বালিয়াটি	৮।০
„ রাধাগোবিন্দ সাহা	কলিকাতা	২।০
„ মথুরচন্দ্র নন্দী	ঐ	৩৲
শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস	শালং	১৲
বাবু জহরলাল পাইন	কলিকাতা	১৲
„ কৈশোরমঞ্জরি দাস	শ্রীহট্ট	৩৲
„ আশুতোষ মিত্র	কলিকাতা	১।০
„ রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর	দিনাজপুর	৩৲
„ মাধবচন্দ্র ঘটক	কোয়াকদি	১৲
„ রাজেন্দ্রলাল বল	মেদিনীমণ্ডল	২৲
„ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ রাজচন্দ্র চৌধুরী	শিলং	৪॥৴১০
„ নন্দীরাম দাস	ঐ	৩৲
„ গগনচন্দ্র হোম	কলিকাতা	১৲
„ মোহিনীমোহন বসু	কলিকাতা	১।০
„ বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	ঐ	১।০
„ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	ভবানীপুর	২।০
„ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী		১॥০
„ যাদবলাল দাস	কলিকাতা	২॥০
„ বেণীমাধব পাল	ঐ	২॥০
„ উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	পূর্ব্বনপাড়া	২৲
শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী	গাজীপাড়া	৩৲
„ অন্নদাময়ী	স্বর্ণগ্রাম	৩৲
„ অবলাসুন্দরী দাস	মান্দ্রাজ	৪৵০
বাবু সত্যরঞ্জন দাস	লণ্ডন	৪৸০
„ দুর্গামোহন দাস	ভবানীপুর	২।০
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী	কলিকাতা	১১।৵০
বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		২।০
„ অভয়চরণ দাস	মির্জ্জা	৩৲
„ চাঁদমোহন মৈত্র	হিজলাবট	৩৲
„ আনন্দচন্দ্র সেন	মাহিগঞ্জ	৩৲
„ উপেন্দ্রনাথ দে	সৈয়দপুর	৩৲
„ বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		২৲
„ হরিপদ ঘোষ	ভবানীপুর	৩৲
„ কৈলাসচন্দ্র বাগচী	সিরাজগঞ্জ	৩৲
„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	৫।৵০
„ শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী	কাঁথি	১॥০
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	১॥০
„ কৌষকীচরণ গুপ্ত	টেজাঘাত	৩৲
„ ভারতচন্দ্র চৌধুরী	শিলং	৩৸০
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	পুনা	৩৲
„ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	আগরা	৩৲
„ রামনাথ দাস	বালেশ্বর	৮৸০
„ দলু সিংহ	কৃষ্ণনগর	৩৲
„ ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	তেলিনীপাড়া	২৲
পূর্ণিয়া প্রার্থনা সমাজ সম্পাদক		১৪।৵০
বাবু কেদারনাথ চৌধুরী	শিমলা	৩৲
„ ভুবনমোহন বসু	কলিকাতা	১৲
„ জহরিলাল পাইন	ঐ	১৲
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	রাজারামপুর	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন সিংহ	বাহিরগড়া	১৲
„ উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	কলিকাতা	।০

ক্রমশঃ—

৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ২৯শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ২৩শ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় পিতা! এ দেশের অসংখ্য নর নারী তোমাকে ভুলিয়া, সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কতনা দুর্গতি ভোগ করিতেছে। তাহারা এত দূর হীনাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে কোন প্রকার সদনুষ্ঠানে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার বা উৎসাহ থাকা আবশ্যক তাহা আর তাহাদের নাই। সত্যই মানুষের একমাত্র বল, সেই সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ আর কাহার বলে সত্যের সেবা করিবে। এই দুঃখী দেশের উদ্ধারের জন্য যে সত্যের আলোক তুমি প্রকাশ করিয়াছ, এখন মানুষ তাহা আর গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রস্তরের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে সে জল যেমন তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া গাত্র বহিয়া পড়িয়া যায়, তাহার অভ্যন্তরভাগকে সিক্ত করিতে পারে না; সেইরূপ এদেশের অগণ্য নরনারী সত্যকে বার বার অগ্রাহ্য করিয়া, প্রাণ হইতে সত্যের প্রভাবকে দূর করিয়া দিয়া, এখন এমন অসাড় হইয়া গিয়াছে, যে সত্য আর তাহাদের প্রাণে কোন কার্য্য করিতে পারে না। তাহারা সত্য শ্রবণ করে, প্রশংসা করে কিন্তু প্রাণে ধারণ করিতে পারে না। প্রভু! আর কতকাল এ দেশের নর নারী সত্য হইতে বিচ্যুত থাকিয়া, এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর কতকাল সত্যের পরাক্রম এ দেশ হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে। প্রভু! যাঁহারা সত্যের সেবা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণে তুমি সত্য গ্রহণ ও প্রচার করিবার শক্তি দেও। মানবের শক্তি পরাস্ত হইয়াছে। এখন তোমার সত্যের দুর্জ্জয় বল মানবের প্রাণকে অধিকার করুক। আর যেন মানুষ আপনার প্রাণকে সত্যের আশ্রয় হইতে দূরে রাখিয়া দিন দিন অধিকতর বিপদাক্রান্ত না হয়। তুমি কৃপা করিয়া সকলের মনে সুবুদ্ধি দেও, আর অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দিও না।

কখন মানবের প্রাণে ঈশ্বর লালসার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, কে বলিতে পারে? অনেক দিন উপাসনা করা গিয়াছে, নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা গিয়াছে, কিন্তু প্রাণ যেমন সংসারে মগ্ন তেমনই মগ্ন আছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু পাওয়া গেলনা। কিন্তু একদিন পৃথিবীর অগ্নি জ্বালাইতে দেখিয়া এই মনে হইল যে লোকে পার্থিব অগ্নি যে প্রণালীতে জ্বালায়, স্বর্গের অগ্নিও সেই প্রণালীতে জ্বালিতে হয়। দেখা গেল চকমকি পাথরে লৌহাঘাত করিতেছে, আর অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইতেছে। কিন্তু সঞ্চিত হইতেছে না, আগুণও পাওয়া যাইতেছে না। তাহার পর দেখিলাম একখণ্ড পোড়ান সোলাকে সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের দিকে ধরিল এবং যেই তাহাতে অগ্নি কণা নিপতিত হইল, অমনি ফু দিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ মধ্যে যে অগ্নি সংগৃহীত হইল তাহাতে ভস্মীভূত না করা যায় এমন কিছুই নাই। পাহাড়ই বল আর যাই বল, সে অগ্নিতে সব ভস্মীভূত হইতে পারে, এ পৃথিবীর অগ্নি জ্বালাইবার যে প্রণালী দেখা গেল. ঠিক এই প্রণালীতে মানব অন্তরে ধর্ম্মের অগ্নি জ্বালাইতে হয়। সংসারের আসক্তিতে ভিজা প্রাণে ধর্ম্মের আগুণ যদি জ্বালিতে চাও, তবে অগ্রে অন্তর সোলাকে অনুতাপানলে পোড়াও এবং তাহার পর প্রার্থনা রূপ অগ্নিকণা তাহাতে নিক্ষেপ কর, দেখিবে সেই অনুতাপদগ্ধ প্রাণে প্রার্থনার অগ্নিকণা লাগিবামাত্র তোমার প্রাণে প্রবল ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে। একবার যদি এ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে কাহার সাধ্য সে অগ্নি নির্ব্বাণ করে? তোমার হৃদয়ের মলা আর কত, সে অগ্নি দেশ শুদ্ধ সকল লোকের অন্তরের পাপের মলা ভস্মীভূত করিতে সক্ষম হইবে। এই অগ্নি জ্বালিবার জন্য সকলে সচেষ্টিত হও, মানব সমাজ উদ্ধার পাইবে, পরমেশ্বরই সহায়, আর কে এ অগ্নি জ্বালাইতে সহায়তা করিবে? দয়াময় কৃপা করিয়া আমাদের প্রাণে এই অগ্নি জ্বালাইয়া দিউন।

মানুষ বিজ্ঞানবলে যতদিন আকাশের বিদ্যুতকে ধারণ করিয়া আপনার ব্যবহারোপযোগী করিতে অসমর্থ ছিল, যতদিন চঞ্চলা সৌদামিনী স্থির ভাবে মানুষের সেবার উপযোগী হয় নাই, ততদিন মানুষ এই সামান্য দীপালোক বা গ্যাসের আলোকেই রজনীর অন্ধকার নিবারণের এক প্রকার উপায় করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাপেক্ষা উজ্জ্বল আলোক যে মানুষের ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে, সে কল্পনা মানুষ করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আপন

আপন প্রয়োজন সাধন করিতেছিল। কিন্তু বিজ্ঞান উজ্জ্বল তাড়িতালোককে যে হইতে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করিয়াছে, সেই হইতেই মানুষ বুঝিয়াছে, পূর্ব্বে যাহাকে একমাত্র উৎকৃষ্ট আলোক জ্ঞান করিতাম, তাহা বাস্তবিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। তাহা এই বর্ত্তমান বিদ্যুতালোকের নিকট অতি হীন—আলোক নামেরই যোগ্য নহে। ধর্ম্ম রাজ্যেও দেখিতে পাই যাহারা গ্রন্থ বিশেষের আলোক বা মনুষ্য বিশেষের আলোককে আপনাদের পথ চলিবার পক্ষে একমাত্র জ্যোতি মনে করিয়াছেন বা ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল আলো মানুষের পথ প্রদর্শক হইতে পারে যাঁহারা সেই সন্ধান পান নাই, তাঁহাদের দশাও এই প্রকার। তাঁহারা মনুষ্য বিশেষের ক্ষমতায় এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাকে এত মহৎ মনে করিয়াছেন যে, তাঁহাতে জীবন পথে চলিবার সমস্ত আয়োজন দেখিয়া নিজের ভার সেই মনুষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনপথে চলিবার সহায়তার জন্য ইহা অপেক্ষা মহৎ শক্তি বা আলোর কল্পনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এ ভ্রম দূর না হইলে, তাঁহারা মানুষের সামান্য ও বিপজ্জনক সেই জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। আলোকের উজ্জ্বলতার অভাবে যেমন এক বস্তুকে ভিন্ন বস্তু বলিয়া জ্ঞান জন্মে এবং কোন বিভীষিকা না থাকিলেও ভয়ের কারণ আছে বলিয়া যেমন ভীত হইতে হয়, তদ্রূপ যাঁহারা প্রকৃত সত্যজ্যোতির আকর পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া সেই আলোককে আপনার পথ চালক না করিয়া, ঈশ্বরের জ্যোতির আভামাত্র যে মানুষ গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাকেই এক মাত্র আলোক জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। তাঁহারা জানেন না সত্যের আকর কোথায় এবং জীবনের চালক কে। তাঁহারা সামান্য জোনাকীর আলোককেই পথ চলিবার প্রশস্ত উপায় মনে করিয়া পদে পদে বিপথগামী হইতেছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন মানুষের এ ভ্রান্তি যাইবার উপায় নাই। যখন মানুষ প্রকৃত সত্যের আলোকের সন্ধান পায়, তখন অবাক হইয়া বলে হায় হায় এতদিন কি ঘোর ভ্রমে ছিলাম এবং কি সামান্য আলোককেই আপনার পথ চলিবার উপায় স্থির করিয়াছিলাম। যখন আপনার ভ্রম বুঝিয়া প্রকৃত সত্য জ্যোতির অনুসরণ করিতে থাকে এবং যতই সেই সত্য জ্যোতির সন্ধান পায় ততই অবাক হইয়া যায়। ধর্ম্ম রাজ্যে এ বিড়ম্বনা মানুষ বহুকাল ভোগ করিয়াছে এবং সত্যকে অসত্য জ্ঞানে তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়া, অসত্যকে সত্য জ্ঞানে সেবা করিয়া বহুদিন পণ্ডশ্রম করিয়াছে। কিন্তু অপার করুণার আধার পরমেশ্বর কাহাকেও চিরদিন অন্ধকারে থাকিতে দেন না। তাঁহার অনুগ্রহে মানুষ চিরভ্রমে আচ্ছন্ন থাকে না। মানুষ যাহাতে ভ্রম হইতে উদ্ধার পাইয়া সত্যের জ্যোতিতে আপনার পথ দেখিতে পায় এবং সরল ও সহজ পথে পরিত্রাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, এজন্য নিয়ত তাঁহার করুণা সকলকে জাগ্রত করিয়াছে, করিতেছে। যাঁহারা জাগিয়া সেই আলোকে চলিতে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। আর যাহারা জাগিয়াও জাগিল না তাহাদের দুঃখনিশা শেষ হইবার নয়। কে আর তাহাদের দুঃখ দূর করিবে। বর্ত্তমান সময়েও এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতেছি, যাঁহারা এই আলোককে আপনার পথ প্রদর্শক করিয়া চলিবেন মনে করিয়াছেন তাঁহাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। আর অনেকগুলি লোক জাগিয়াও ঘুমেরঘোর ছাড়িতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই ভ্রমেই পড়িতেছেন। মানুষকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। হায় কি পরিতাপ যাঁহারা এক সময় এই ঈশ্বরের আলোককে জীবনের চালক স্থির করিয়া, মানুষকে সে পথে চলিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার আপনাকে মানুষের আলোর অধীন করিয়া ফেলিলেন। যাঁহারা এখনও সত্যের আলোকে চলিতে ইচ্ছা করিতেছেন—সাবধান ভ্রম মানুষকে সহজে পরিত্যাগ করে না। নানা আকারে মানুষের মনকে ভুলাইয়া লয়। সত্যের আকারে অসত্য নানা প্রকারে মানুষকে ভুলায়, এ সময় সকলে সতর্ক হইবেন। দৃষ্টিকে ঈশ্বরের উপর সংস্থাপিত রাখিবেন। সময়ের গতি বড় ভাল নয়। এখন বসিয়া থাকিবার সময় নয়। প্রার্থনাকে এবং সরল সত্য-স্পৃহাকে সম্বল রাখিয়া এখন চলিতে হইবে। আপাততঃ মনোহর জ্ঞানে অসত্যের সেবায় কেহ রত না হন ইহাই একান্ত অনুরোধ। জগতে বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কিরূপে মানুষ সত্য জ্যোতি-ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানতার কূপে ডুবিয়াছে। কিরূপে ঈশ্বরের উপর হইতে দৃষ্টিকে মানুষের প্রতি লইয়া গিয়াছে এবং ঈশ্বরের স্থানে মানুষকে বসাইয়া তাহারই সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। এই জন্য সকলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস দেখিয়া শিক্ষা করুন। সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না, ঈশ্বরকে আপনার জীবনের চালক করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

জীবনের নিয়ামক।

এক সময় যখন ইংলণ্ড ধর্ম্ম বিষয়ে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে সময় ইংলণ্ডে অত্যন্ত শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় রিচুয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। জন ওয়েস্‌লি এই রিচুয়ালিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া একবার ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অত্যন্ত ঝড় উপস্থিত হইল। জাহাজ ডুবু ডুবু প্রায়, সকলেই আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া জীবনের অন্তিম দশা ভাবিয়া সকলেই চিৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। জন ওয়েস্‌লি একজন ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন বটে, কিন্তু এ অবস্থায় তাহারও চিত্তের স্থিরতা রহিলনা, তাহারও প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, ঈশ্বরে নির্ভর

করিয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রাণের ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু জাহাজের এক কোনে তাকাইয়া দেখেন কতক গুলি লোক বসিয়া আছে.তাঁহারা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই আনন্দ মনে বসিয়া আছেন, কাহারও মুখে একটি বিষাদের রেখা নাই। ওয়েস্‌লি ইহা দেখিয়া অবাক হইলেন, ভাবিলেন সে কোন্ মহামন্ত্র যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে আসন্ন বিপদেও প্রফুল্ল হওয়া যায়। এই ভাবিয়া তাহাদের নিকট গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এই লোকেরা মোরেবিয়ান সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন; যে মোরেবিয়ান সম্প্রদায়কে ইংলণ্ডের লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, ইহারা সেই ঘৃণা ভাজন মোরেবিয়ান সম্প্রদায় ভুক্ত; প্রশ্ন শুনিয়া ইহারা উত্তর করিলেন কেন ভয় পাইব? যে স্থানে যাইলে মানুষের ভয় থাকেনা ভাবনা থাকেনা, যে স্থানে যাইলে মানুষ বিপদ আপদ গ্রাহ্য করেনা, আমরা সেই হর্ষ বিষাদের অতীত স্থানে গিয়াছি। আমাদের বালক বালিকারাও বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিক্ষা পায়, কাজেই আমরা কেহ ভয় পাইতেছিনা। বাস্তবিক ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া আমরা বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার পাই। জানি এজগতে যাহা সৎ তাহাই থাকে, যাহা অসৎ তাহারই বিনাশ হয়। এ সংসারে বাস্তবিকই এইরূপ দুই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান আছে—এক দল মনে করে, সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জগতে যাহা সৎ তাহাই ঘটিতেছে, এই ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত—আর এক দল জগতে কিছু দেখিতে না পাইয়া বিপদে জড়সড় ম্রিয়মাণ।

আমরা কি দেখিতে পাই না যে একদল লোক সকল বিপদ আপদ এবং নানা প্রকার প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাইয়া সত্যের অনুসরণ করিয়া নিরন্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, আবার আর একদল প্রতি পদে পদে প্রলোভনে পড়িয়া মারা যাইতেছে? আমাদের নিজ জীবনেই আমরা দেখিতে পাই, যে যখন পরমেশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তখন সকল বাধা বিপদ হইতে উদ্ধার হই। কিন্তু যখনি তাঁহাকে ভুলি অমনি প্রলোভনে পড়িয়া মারা যাই। দেখিতে পাই এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া, ঈশ্বরকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া তুচ্ছ সংসারের সুখ দুঃখকে অগ্রাহ্য করিতেছে; আর এক শ্রেণী সংসারের মায়া পাশে বদ্ধ হইয়া মজিয়া আছে। কেন এরূপ দেখি?—বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এরূপ স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদের কারণ কি? মোরোবিয়ানেরা বিপদে পড়িয়া প্রফুল্ল, আর ওয়েসলির মত লোকও কেন বিষণ্ণ?

প্রত্যেক মানুষেরই দুইটি শক্তি আছে—গ্রহণী শক্তি এবং বর্জ্জণী শক্তি। শরীর এবং মন উভয়েতেই এই দুইটি শক্তি বিদ্যমান। শারীরবিধানে আমরা দেখিতে পাই ফুসফুসের এই প্রকার বর্জ্জণী ও গ্রহণী শক্তি আছে। রক্ত ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইয়া যখন দুষিত পদার্থের সহিত মিশিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন ফুসফুস অম্লজান গ্রহণ করে এবং অঙ্গারক গ্যাস বর্জ্জন করিয়া রক্তকে পুনঃ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপ আমরা আরো দেখিতে পাই পাকস্থলী কিরূপে পুষ্টিকর সামগ্রী গ্রহণ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে, এবং দুষিত পদার্থ বর্জ্জন করে। আমাদের শরীরের ব্যাধি আর কিছুই নহে। তাহা কেবল দুষিত পদার্থ বর্জ্জনের উপায় মাত্র।

আমাদের মনের মধ্যেও এইরূপ বর্জ্জণী এবং গ্রহণী শক্তি অল্প ও অধিক পরিমাণে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। বিজ্ঞান জগতে আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর একটি সামান্য ঘটনা শত শত লোক যাহা প্রতিদিন দেখিতেছে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যে সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলনা। কিন্তু একজন লোক যাহার গ্রহণীশক্তি সম্যক বিকশিত সে তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সুপ্রসিদ্ধ নিউটন মাধ্যাকর্ষণের সত্য যাহা হইতে নির্দ্ধারণ করেন প্রতিদিন তাহা কে না দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই সে সত্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই নয় যে তিনি মহাপুরুষ অথবা বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কারণ এই যে তাহার গ্রহণী শক্তি সম্যক বিকশিত হইয়াছিল। কেবল জ্ঞান বিষয়ে যে এইরূপ তাহা নহে। আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। আমরা দেখিতে পাই এক পরিবারে দুইটি ভাইয়ের মধ্যে একটি ভাই অনন্ত স্বরূপ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইবার জন্য লালায়িত, ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত, আর একটি ভাই সংসারের মায়ায় প্রাণ মনকে ডুবাইয়া দিয়াছে। এ প্রভেদের কারণ এই যে, যাহার যত সত্য গ্রহণ এবং অসত্য পরিবর্জ্জন করিবার শক্তি বিকশিত হয় সেই তত উন্নত হইয়া যথার্থ মানুষ নামের অধিকারী হয়।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহাত্মারা জগতে সত্য প্রচারের জন্য জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, তাহাদের নাম জগতে ঘোষিত হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম দেশ বিদেশে আজিও প্রচারিত হইতেছে, অনেকের মতে তাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ, তাঁহাদের কথা নাহয় বলিবনা, কিন্তু সামান্য অবস্থার লোকদিগের মধ্যেও এরূপ শত শত লোক রহিয়াছেন যাহাদের গ্রহণী এবং বর্জ্জণী শক্তি সম্যক বিকশিত হইয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা পৃথিবীর অনেক সুমহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইহারা লোকের প্রশংসা এবং নিন্দার দ্বারা চালিত হইয়া এই সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। লোক-নিন্দার ভয়ে অথবা স্তুতির মোহন ধ্বনিতে ভুলিয়া তাঁহারা এই সকল কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন ইহা কি কখনও সম্ভবে? একথা কি আমরা বলিতে সাহসী হই? ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস কি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে? না ইহা সম্ভবেনা। ধর্ম্মের পথ আশু সুখপ্রদ নহে। কঠোর প্রতিজ্ঞার বল, সত্যের প্রতি একান্ত নির্ভর এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে না পারিলে এ পথে চলিতে পারা যায়না।

ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ের ঘটনা একবার স্মরণ করা যাউক, প্রটেষ্টাণ্ট

ধর্ম্মবীরদিগকে কিরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে! তাঁহারা কোন বাধা বিপত্তি না মানিয়া সত্যের দিকে চাহিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অম্লান বদনে জীবন দান করিয়াছেন। সামান্য অবস্থাপন্ন লোক-দিগের দ্বারাও কিরূপ সৎকার্য্য সকল সংসাধিত হইয়াছে, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ফ্রান্সদেশের কোন নগরে একদিন পোপের একজন প্রতিনিধি ধর্ম্মযাজক এই ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন যে এই ধর্ম্ম মন্দিরের উপা-সনায় যে যোগ দিবে এবং ইহাতে অর্থ প্রদান করিবে সে চির-জীবনের পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে। যাহারা চিরজীবন পাপ করিয়া হৃদয় মনকে একেবারে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল, ধর্ম্ম যাহাদের মনে লেশ মাত্রও স্থান পায় নাই, আজন্ম কাল অসংখ্য পাপরাশিতে ডুবিয়াছিল, তাহাদের আনন্দ দেখে কে! ধর্ম্ম যাজকের ঘোষণা পত্র প্রচারে চতুর্দ্দিকে পাপীদের মধ্যে আনন্দের রোল উঠিল, ভাবিল অর্থ দ্বারা অনন্ত নরক হইতে উদ্ধার পাইব। কিন্তু একটি সামান্য লোকের প্রাণে প্রকৃত ধর্ম্ম স্থান পাইয়াছিল। ঘোষণা পত্র শুনিয়া তাহার প্রাণ বাজিয়া উঠিল, ভাবিল ইহা হইতে পারে না, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে অসত্য প্রচারিত হইতে পারে না। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন একার্য্য সফল হইতে দিব না। গভীর নিশিথে সকলেই যখন নিদ্রিত,পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, সাহসে বুক বাঁধিয়া নির্ভয়ে ধর্ম্ম মন্দিরের উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং ধর্ম্ম যাজকের ঘোষণা পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া দশ দিকে উড়াইয়া দিলেন এবং বৃহৎ অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন "পাপের জয় হইবে না, পুণ্যেরই জয় হইবে, সত্যেরই জয় হইবে, যদি সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে না চাও তবে সহস্র অর্থ দিলেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" ধর্ম্ম যাজকের ঘোষণা পত্রে আশ্বাসিত হইয়া যে সকল পাপীরা পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছিল, ইহা দেখিয়াই তাহাদের প্রাণ আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিল, হৃদয় মন বিষাদের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আবার অনেকের চক্ষু ফুটিল তাহাদের নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিল; কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। এদিকে ধর্ম্মযাজক এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিলেন। রাজার আদেশে বিরুদ্ধচারিকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক ধাবিত হইল, লোকেরা দ্বারে দ্বারে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কে এরূপ লিখিয়াছে। সেই দরিদ্র লোক রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ভীত হইলেন না, সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন "আমিই ওরূপ লিখিয়াছি।" রাজার আদেশে তাঁহাকে সহরের চতুর্দ্দিকে লইয়া বেত্রাঘাত করা হইল, লৌহ পুড়িয়া তাঁহার কপালে বিধর্ম্মী বলিয়া দাগ দেওয়া হইল, দেহ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া দরদর ধারে রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু এই লোমহর্ষণ দৃশ্যেও পাষণ্ডদিগের দয়া হইল না, পৈশাচিক দৃশ্যে আপনাদের নয়ন চরিতার্থ করিতে লাগিল, দিক দিগন্ত অট্ট হাস্যে প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু তাঁহার মুখে বিষাদের রেখা একটিও দেখা দিল না, তিনি প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "দয়াময় তোমার জয় হউক, আজ আমার রক্তে তোমার ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, অনুর্ব্বর ফরাসী ভূমি উর্ব্বর হইল" তিনি পরে অন্যত্র নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু সেই সিংহাসনের স্থানে একদিন মেরীর মূর্ত্তি পূজা হইবে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল, অনন্ত পরমেশ্বরের মূর্ত্তি পূজা হইবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না, এবারেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাত্রিযোগে মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে কষ্ট হইল না সকলেই বুঝিতে পারিল কাহার দ্বারা একার্য্য হইয়াছে। রাজা বলিলেন এবার ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে, দেখাইতে হইবে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধচারি হওয়া কি সুখের কথা; এক একটি করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ ছিন্ন করিতে আদেশ দিলেন। রাজ আদেশানুসারে তাঁহার দেহ হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্যুত হইল, কিন্তু তথাপি প্রাণ বাহির হইল না, তখন এক দুর্দ্দান্ত পিশাচ-স্বভাব লোক চিম্‌টা দ্বারা তাঁহার হৃৎপিণ্ড বাহির করিল, কিন্তু তখনও তাঁহার মুখ প্রফুল্ল রহিয়াছে; অবশেষে তাঁহার আত্মা দিব্য ধামে চলিয়া গেল, প্রাণ পক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল।

সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই এই রূপ কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। (শিখদিগের ইতিহাসেও ধর্ম্মের জন্য অকুতোভয়ে জীবন দানের শত শত জলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বন্দু নামক শিখ গুরুকে যখন সপরিবারে ধরিয়া আনা হইল এবং বলা হইল যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা তোমার জীবন থাকিবেনা। তিনি বীরের ন্যায় উত্তর করিলেন "আমি জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করি,তোমরা শরীরের যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমার আত্মাকে বশীভূত করে কাহার সাধ্য!" তাঁহার সম্মুখে তাহার পরিবার সকলকে একে একে নিধন করিয়া, তাহাদের রক্ত তাঁহার মুখে প্রদান করা হইল। বহু যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার প্রাণ হরণ করা হইল, তথাপি তিনি স্বীয় ধর্ম্ম ছাড়িলেন না।) ইহা দ্বারা আমরা কি শিক্ষা করি? মানুষ কি কেবল স্তুতির জন্য অথবা নিন্দা পরিহার জন্য ধার্ম্মিক হয়? যদি তাহাই হইত, তবে সে যখন দেখিতেছে যে সত্য গ্রহণ করার জন্য জগতের লোক তাহাকে নিন্দা করিতেছে তথাপি সে সত্য লাভের জন্য করে কেন? মানুষ সে জন্য সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জ্জন করে নাই, করিতেছেনা এবং করিতে পারেনা। পৃথিবীতে যত সাধু লোক পাপকে পরিহার করিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে মানুষ যখন বুঝিতে পারে সাধুতারই জয়, পুণ্যেরই জয়, সত্যেরই জয়, ধর্ম্মেরই জয় তখনই ধর্ম্মপথে চলিতে সক্ষম হয়। যাহারা বুঝিতে পারেন এ সংসার পুণ্যেরশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেই সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহারাই অনন্ত বলে উন্নতির দিকে ধাবিত হন। আর যাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন হন তাঁহারা তৃণের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে অবনতির দিকে চলিয়া যান।

পুণ্যচক্র নিয়ন্তর ঘূর্ণায়মান হইতেছে. অনন্ত কাল ঘূর্ণায়মান হইবে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কেবল এই চিহ্নই চিত্রিত রহিয়াছে। চাহিয়া দেখ,দেখিতে পাইবে,যে জাতি এই পুণ্যচক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইতেছে তাহারই পতন হইতেছে; জগতে বহুসংখ্যক জাতি যে অসভ্যতম অবস্থা হইতে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে তাহার কারণ এই যে তাহারা পুণ্যচক্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া, তাহার সঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড যখন মানুষের উপর হস্তক্ষেপ করিল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, নানা প্রকার জাতীয় পাপ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, অমনি ইহার মধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। প্রথম চারলস্ তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সভ্যতার শিরোভূষণ রোমের পতন হইল কেন? নিরোর ন্যায় অত্যাচারী লম্পট সম্রাট দ্বারা রোম জাতি কোন্ পাপে না কলঙ্কিত হইয়াছে? এই জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য রোমের পতন হইল।

আমাদের প্রিয় ভারতভূমি আজিও কেন এরূপে প্রপীড়িত হইতেছে? কেবল পুণ্যচক্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজিও হয় নাই। ভারতে যখন ব্রহ্মপূজা হইত, তখন এ দেশের অবস্থা কি ছিল, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিল সেই হইতে আর ইহার দুর্দ্দশার সীমা পরীসীমা রহিল না, জাতিভেদ প্রভৃতি নানা প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়া ইহার সর্ব্বনাশ করিল, তাই আজি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। আমেরিকার দিকে দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাইব সে পুণ্যচক্রের সহিত অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া কি উন্নতি লাভ করিয়াছে।

অতএব ধার্ম্মিক হইতে পারে কে? যে প্রাণের সহিত এই কথা বিশ্বাস করে। যে জানে সামান্য পাপের ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, সে কি কখন প্রাণ থাকিতে এক বিন্দুও পাপের অনুমোদন করিতে সাহসী হয়?

যে বিশ্বাস করে সংসারে কেবল পুণ্যেরই জয় সত্যেরই জয়, ধর্ম্মেরই জয় সে এমন স্থান পাইয়াছে, যেখানে পাপ যাইতে পারে না, কারণ পাপ করিতে তাঁহার প্রাণ সঙ্কুচিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে আমরা এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাই, যাঁহারা সমাজে আসেন, উপাসনায় যোগ দান করেন, তথাপি কুসংস্কার ও পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না, ইহার কারণ কি? তাহারা প্রাণের সহিত পুণ্যকে সম্বল করিতে পারেন না, তাই তাহাদের এই দুর্ব্বলতা। যাহারা বিশ্বাসী পৃথিবীর ভয় তাহাদিগকে ভীত করিতে পারে না। আমাদের দেশে যে এত লোক কাপুরুষের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে, তাহার কারণ এই যে তাহারা সত্যকে প্রাণের সম্বল করিতে পারে নাই।

তবে যদি স্বদেশের প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে, যদি দেশকে উন্নত করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি দেশের পাপান্ধকার মোচন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, যদি লোককে উদ্ধার করিতে প্রাণ ব্যগ্র হইয়া থাকে,তবে প্রাণে এই বিশ্বাস সঞ্চিত করা আবশ্যক যে সত্যেরই জয় হইবে, কিন্তু এক বিন্দু পাপ থাকিলে পতন নিশ্চয়। বিশ্বাস করিতে হবে সাধুতারই জয় হয়, অসাধুতার জয় হইবে না। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে পাপের জয় কখনই হয় না। যাঁহারা এই কথা অকপট মনের সহিত বিশ্বাস করিতে পারেন জগতে তাঁহারাই পবিত্র জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন। বিন্দুমাত্র বিষে জীবন ধ্বংস হয়, বিন্দুমাত্র গোমূত্রে দুগ্ধভাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, বিন্দু মাত্র পাপে এ সংসারে জীবনতরী ডুবিয়া যায়, পাপকে তুচ্ছ করিও না, বিন্দু পরিমাণ পাপ থাকিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যদি প্রত্যক্ষ বুঝিতে পার, পুণ্যের দ্বারা জগৎ শাসিত হইতেছে,জড়জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতে পুণ্যের ন্যায়দণ্ড সর্ব্বদা জাগ্রত,এই বুঝিয়া যদি জীবনকে চালাইতে পার, তবেই জীবনের নঙ্গর লাভ করিতে পারিবে, সংসারের ভীষণ বাত্যা উপস্থিত হইয়া আর তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

জ্ঞান ও জ্ঞানীবৃন্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর আমাদের আলোচনার তৃতীয় বিভাগে আসা যাক। দেখা যাক ধর্ম্ম জ্ঞান লাভের আশায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে কি কি প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই বিষয়ের নিঃশেষ আলোচনা অসম্ভব; ঈশ্বর অনন্ত মানবাত্মা অমর, কর্ত্তব্য অনন্ত ধর্ম্ম অনন্ত, সাধন অসীম,সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও অসংখ্য। তৎপর, নিঃশেষ আলোচনা দূরে থাকুক, এতদ্বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তোষকর আলোচনাও আমার সাধ্যাতিত, এবং যাহা কিছু সাধ্যায়ত্ত ছিল সময়াভাবে তাহাও অসম্ভব। সুতরাং এই বিষয়ে ২।৪টী কথা মাত্র বলা যাইতেছে।

ধর্ম্ম জ্ঞানের মূল বিষয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব। ঈশ্বর আছেন কি না এই প্রশ্নটীকে আপাততঃ একটী অমিশ্র মৌলিক প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানের আলোচনায় একটু গভীর ভাবে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় এই প্রশ্নটী একটী মৌলিক প্রশ্ন নহে। ইহার মধ্যে বহুল প্রশ্ন নিহিত, আর ইহার সম্যক মীমাংসা করিতে হইলে ধর্ম্ম জ্ঞানের ভূমি অতিক্রম করিয়া মনোবিজ্ঞান দর্শন ও পদার্থ বিজ্ঞানের ভূমিতে প্রবেশ করিতে হয়। সেই সমুদয় প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। "ঈশ্বর" অর্থ জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা বা আদি কারণ। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বা আদিকারণ একজন আছেন বলিলেই এই বুঝায় যে জগৎ সৃষ্ট, জগৎ এককালে ছিল না; সুতরাং প্রথমেই প্রমাণ করিতে হইবে যে জগৎ এককালে ছিল না? এই বিষয়ের প্রমাণ কোথায় পাই? এস্থলে আমরা সতৃষ্ণ নয়নে পদার্থ বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করি, এবং পদার্থ বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক সাহায্যও করেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমাদের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন না; তিনি এই পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়া দেন যে জগৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান অবস্থায় ছিল না, জগতের বর্ত্তমান শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা নূতন সৃষ্ট; আদিতে গঠন শূন্য বাষ্পাকার জড়মাত্র বর্ত্তমান ছিল। এই আদিম জড় পদার্থ সৃষ্ট কি অসৃষ্ট? জড় বিজ্ঞান ইহার উত্তর দিতে অক্ষম; কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর

না পাইলে ধর্ম জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় না, ঈশ্বর তত্ত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। এবার আমরা আগ্রহ সহকারে দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করি—জিজ্ঞাসা করি জড় কি? জড় আর আমাতে সম্বন্ধ কি? জড় কি আত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কোন পদার্থ? দৃষ্ট ও জ্ঞাত বস্তুকে কি দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে কল্পনা করিতে পার? আর জড় যদি স্বতন্ত্রই হয়, তবে কি স্বয়ম্ভূ অনাদি হইতে পারে না? এ দিকে এখন আর যাইব না; দেখিতেছি এদিকে গিয়া দর্শনের নিবিড় অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়; কিন্তু প্রবেশ না করিয়া রক্ষা নাই, উজ্জ্বল জ্ঞান লাভ করিতে গেলে প্রবেশ করিতেই হইবে, আর প্রবেশ করিলে একটী না একটী পথ না ধরিয়া বাহির হইবার যো নাই। এই সকল পথের কোনও পথে গেলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, নির্ম্মাণকর্ত্তা মাত্র; তিনি একমাত্র আদি কারণ নহেন জড় অন্যতর আদি কারণ। অন্য পথে গেলে দেখা যায় আদি জড়ই আদি কারণ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, আবার কোনও পথে গেলে বোধ হয় ঈশ্বরই একমাত্র আদি কারণ, আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন জড়ের উৎপত্তি অসম্ভব। এই শেষোক্ত পথই প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞানের পথ। অতঃপর এই বিষয়ের দ্বিতীয় শাখা কোন্‌দিকে গিয়াছে দেখা যাক। জগতের বর্ত্তমানাবস্থা নূতন ইহা সত্য বলিয়া মানিলেও প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। আদিম মৌলিক পদার্থ যাহা তাহা কি আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া থাকিতে পারে না? স্বতন্ত্র কারণ কল্পনার প্রয়োজন কি? প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বা অবস্থা নিচয় কি পরবর্ত্তী অবস্থা বা অবস্থা নিচয়ের কারণ হইতে পারে না? যদি এতদ্ভিন্ন অন্য কারণ থাকে তাহা কি? যদি বল সে কারণ শক্তি, তবে জিজ্ঞাস্য এই শক্তি কি জড়ের থাকিতে পারে না? জড়-শক্তিতে কি এই জগৎ-সৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। যদি বল না, জড় শক্তিহীন, শক্তি কেবল আত্মাতেই সম্ভবে, তবে তাহারও প্রমাণ চাই। এই শক্তি-জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ইহাকে জানিবার উপায় কি? যদি ইহা আধ্যাত্মিকই হয়, আত্মা সম্বন্ধীয়ই হয় তবে অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন ইহাকে জানিবার আর কোন উপায় নাই; অন্তর্দৃষ্টি কি বলে, এ স্থলেই আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়; এই মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের ন্যায় নিবিড় অরণ্য তুল্য—যদিও তত নিবিড় নহে; এখানেও কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বাপর-সংঘটিত অবস্থা পরম্পরা ব্যতিত আমরা মনের বিষয় আর কিছুই জানিনা এবং এই সমুদায় অবস্থা পরম্পরা হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণিত হয় না; স্বাধীন ইচ্ছা, উৎপাদিকা শক্তি (originating power) যাহার উপর ঈশ্বর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত—মনের এরূপ কোন শক্তি নাই; আবার কেহ কেহ বলেন মনের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, উৎপাদিকা শক্তি, সৃষ্টি শক্তি আছে এবং এই সৃষ্টি শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারে আমরা ইহা কল্পনা করিতেও অক্ষম; এই স্বতঃ সিদ্ধ সত্যই ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি। এরূপ আরো কত কত প্রশ্ন আছে। এস্থলে সমুদয়ের উল্লেখ অসম্ভব। কেবল এক ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়াই এত প্রশ্ন উঠে, উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই সমুদায় প্রশ্নের মীমাংসা করিতেই হইবে। যদি কেহ বলেন এই সমুদায় জটিল প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়াও সরল সহজ যুক্তির পথে ঈশ্বর-তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাঁহাকে সহজেই দেখান যায় তাঁহার কল্পিত সরল সহজ যুক্তির ভিতরে এই সমুদায় জটিল প্রশ্ন প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে; যাহা হউক এখন তাহা প্রদর্শন করার সময়াভাব। প্রসিদ্ধ আছে জ্ঞানের পথ কণ্টকাকীর্ণ, আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন ধর্ম্মের পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধারের ন্যায়। জটিল প্রশ্ন দেখিয়া ভয় পাওয়া অনর্থক। ঈশ্বর সহজ লভ্য হইলে এত প্রিয় হইতেন না, মানুষ তাঁর জন্য প্রাণ দিত না।

একটী বিষয় সম্বন্ধেই এত প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক, তার পর তো আরো কত বিষয়ই আছে। ঈশ্বরের স্বরূপ—তাঁহার অনন্ত শক্তি, জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতা, জগতের অপূর্ণতা ও সাময়িক বিশৃঙ্খলার সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিরোধ আছে কি না, জগতের বহুল দুঃখ ও অমঙ্গলের সহিত অনন্ত প্রেমের এবং মানুষের পাপ অপবিত্রতার সহিত তাঁহার অনন্ত পবিত্রতার বিরোধ আছে কি না, যদি না থাকে অপূর্ণতা, দুঃখ ও পাপ এই সমুদায় কোথা হইতে আসিল, ঈশ্বরের সহিত জগতেরও মানবাত্মার কত দূর নিকট সম্বন্ধ, তিনি কি সাধারণ ভাবে জগতের পিতা মাতা বিধাতা মুক্তিদাতা, অথবা প্রত্যেক আত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, যদি প্রত্যেক আত্মার সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে তবে তাহা কত দূর এবং কি প্রকার, মনুষ্য সমাজে যে আত্যন্তিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় এই বৈষম্যের সহিত এই নিকট সম্বন্ধের বিরোধ আছে কি না, ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন কি না, অথবা চিরকালই নীরব নিঃস্তব্ধভাবে ভক্তি ও সেবা গ্রহণ করেন, মানবাত্মা অমর কি না, বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞানের ক্রম বিকাশ মত আত্মার অভৌতিকত্বের বিরোধী কি না, উপাসনার আবশ্যকতা কি জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত প্রার্থনার বিরোধ আছে কি না এই সমুদায় এবং এতৎ সদৃশ অন্যান্য বহুল প্রশ্নের মধ্যে প্রত্যেকটীর অভ্যন্তরে আবার বহুল ক্ষুদ্র২ প্রশ্ন নিহিত রহিয়াছে; ধর্ম্ম জীবন গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মার্থীকে এই সমুদয়ের পরিষ্কার মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে।

জ্ঞানের এই বহির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক, নীরস, সুখ শূন্য; কিন্তু জ্ঞানের একটী অন্তর্দ্দেশও আছে, কেবল আছে তাহা নহে, ইহার সহিত উহার তুলনা হয় না; ইহা সীমাবদ্ধ উহা অনন্ত। সেই অনন্ত অন্তর্দ্দেশের পথ সমূহ শুষ্ক বালুকাময় নহে, তাহা ভক্তি জলে অভিষিক্ত। একবার দেখিতে চেষ্টা করা যাক, জ্ঞান সেই দেশে গিয়া কি প্রকার প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। বিবেক-প্রদর্শিত পরম সুন্দর পবিত্রতার আদর্শ ও পাপাত্মার অপবিত্রতা পূর্ণ বিজ্ঞানের মধ্যে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ আত্মা তাহা অনুভব করা

মাত্রই তন্মধ্যে একটী ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং এই সংগ্রাম হইতে অসংখ্য প্রশ্ন উত্থিত হয়, আত্মাকে প্রথমতঃই এই সমুদায় প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত, নব জীবন লাভ, ঈশ্বরের সহিত পুনঃ সম্মিলন এই কয়েকটী এই নৈতিক বিভাগের প্রধান বিষয়। এই বিভাগের উল্লেখ মাত্র করা গেল। তার পর ভক্তি ও সেবার অনন্ত রাজ্য, এই রাজ্যের কি জানি, কি বলিব? তবে এই জানি এখানেও জ্ঞান আলোক, জ্ঞান নেতা। আত্মা প্রথমে দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হয় যে জ্ঞানের বহির্দ্দেশে ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহা সত্বেও ইহা প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারিতেছে না, ভক্তির সাধন সম্বন্ধে আরো অনেক জ্ঞানের প্রয়োজন। বর্ত্তমান জীবনে তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারি না কেন? ভক্তি পাইতে গেলে আমার জীবনে কি কি পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক? কিরূপ কার্য্য করিব, কিরূপ চিন্তা করিব? কিরূপ লোকের সহবাস করিব, কিরূপ গ্রন্থ পাঠ করিব? তাঁহাকে হৃদয়ে পাইয়াও আবার হারাইয়া ফেলি, কিরূপে পুনর্ব্বার লাভ করিব? হৃদয়ে প্রবল ভাবের তরঙ্গ উঠিল, মনে করিলাম বুঝি চিরদিনের মতন ভক্তি পাইলাম, ক্ষণকাল পরেই আবার হৃদয় মরুভূমী তুল্য; ইহার কারণ কি? এই জোয়ার ভাটা কিসে দূর হয়; তাঁর প্রতি স্থায়ী আকর্ষণ কিসে হয়? এই সমুদায় প্রশ্ন তো দ্বারের সম্মুখেই দেখিতেছি। তার পর,--জানিতো তিনি আছেন, নিকটে আছেন, প্রাণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আছেন, অথচ কেন সর্ব্বদা দেখিতে পাই না; উপাসনাতেও সকল সময় দেখিতে পাই না; কিন্তু দেখিতে ইচ্ছা করি কেবল তাহা নয়, সকল সময়ে—আহারে বিহারে, কার্য্যক্ষেত্রে নির্জ্জন পথে লোকারণ্য মধ্যে সকল সময়ে দেখিতে ইচ্ছা করি; কিরূপে দেখা পাইব? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধানে আত্মার প্রথম-লব্ধ জ্ঞান স্ফুলিঙ্গ উজ্জ্বলতর হয়, অবশেষে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক বুদ্ধিঘটিত বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মজ্ঞান জীবন ব্যাপী আনন্দপূর্ণ উজ্জ্বল ব্রহ্মদর্শনে পরিণত হয়। জ্ঞানের প্রথমাবস্থা চিন্তা, ভাবনা, জিজ্ঞাসা; দ্বিতীয়াবস্থা গভীর ধ্যান, তৃতীয় ও উচ্চতম অবস্থা জীবনে নিত্য ব্রহ্মসহবাস।

৪। জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে বহুলরূপে আলোচনা করিবার আর অবকাশ নাই। জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রারম্ভেই একটী বিষয় নিতান্ত আবশ্যক, অসত্য ও অজ্ঞানতার প্রতি দারুণ বিদ্বেষ, কি জানি অসত্য মতে বিশ্বাস করি এই ভয়—আর সত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ। অতঃপর গভীর চিন্তাশীলতা, ঐকান্তিক যত্নপূর্ণ অধ্যয়ন, মন ও জীবনের স্থিরতা, সহ জ্ঞানার্থীদিগের সহিত জ্ঞানালোচনা, এই সমুদয় জ্ঞান লাভের চির প্রসিদ্ধ উপায়, এই সমুদায়ের বিশেষ উল্লেখ বাহুল্য।

৫। জ্ঞানীবৃন্দ সম্বন্ধেও অধিক বলার সময়াভাব; এই বিষয় আমার অধিক বলিবারও নাই। যাঁহারা সাহসের সহিত নিবিড় অজ্ঞানতা, এবং ধর্ম্মজীবন গ্রাসকারী সন্দেহ অবিশ্বাসের সম্মুখীন হইয়া জয়ী হইয়াছেন, ঈশ্বরকে চিরদিনের মতন লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞানী নামের উপযুক্ত। এরূপ মহদ্ব্যক্তির সংখ্যা অগণ্য—কিন্তু বিশেষ ভাবে কতিপয়ের উল্লেখ করা নানা কারণে কঠিন, এবং আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। ২।১টী লোকের মাত্র উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ ডেকার্ট সম্বন্ধে এক সময় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিব।* ("তত্ত্বকৌমুদী" "বিশ্বাস সাধন।")

২। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দর্শনবিৎ ক্যাণ্ট। ক্যাণ্ট বলিয়াছেন যখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাস্তিক দার্শনিক হিউম আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ কোন সত্য নাই, লকের এই দার্শনিক মূল সূত্রের অনুসরণ করিয়া সার্ব্বভৌমিক সন্দেহ (Universal Scepticism) প্রচার করিলেন—জড় আত্মা ও ঈশ্বর কোন বিষয়ক বিশ্বাসেরই সুদৃঢ় ভিত্তি নাই দেখাইয়া দিলেন এবং এই দার্শনিক অন্ধকার ইউরোপের চিন্তাশীল সমাজকে গ্রাস করিতে চলিল তখন তাঁহার নিদ্রা ("Dogmatic slumber") ভঙ্গ হইল; তিনি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন যে আমাদের হৃদয় নিহিত কোন আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ সত্য আছে কি না? তাঁহার গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফল একটি বহু শাখাযুক্ত দর্শনশাস্ত্র—যাহা এখনো তাঁহার শিষ্য ও অনুচরদিগের যত্নে শাখা বিস্তার করিতেছে এবং সুফল প্রসবকরিতেছে। তাঁহার দর্শন সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর তত্ত্বের বিশেষ সহায় হইল না বটে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়, মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা, সুস্পষ্ট বিবেকবাণী, এই সমুদায় মহৎ সত্যের সমর্থন করিয়া অসাক্ষাৎভাবে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা করিল এবং তাঁহার নির্ম্মল কর্ত্তব্য পরায়ণ জীবন মানবাত্মার সম্মুখে একটী উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গেল।

এখন চারিদিকে যেরূপ বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনা তাহাতে এই সমুদায়ের মধ্যে থাকিয়া গভীর চিন্তাশীলতা ও ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নপূর্ণ জ্ঞানালোচনা ব্যতীত ধর্ম্ম বিশ্বাসে স্থির থাকা ও উন্নত হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে সন্দিগ্ধ-হৃদয় হইয়া স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা আরো বিশেষ রূপে খাটে। ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট থিওডোর পার্কার, ফ্রান্সিস নিউম্যান ও কুমারী কবের লেখাতে স্পষ্টই আছে, তাহারা এক কালে সন্দেহের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, কেবল ঐকান্তিক যত্ন ও ধর্ম্মানুরাগের বলে সেই সন্দেহ মেঘ ভেদ করিয়া বিশ্বাসের উজ্জ্বল রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও হইয়াছেন। চলুন ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আমরা ও ধীর গভীর ভাবে অগ্রসর হই—ব্রহ্ম কৃপার উপর নির্ভর করিয়া অবিশ্বাস সন্দেহ ও অজ্ঞানতার অন্ধকার ভেদ করিয়া ঈশ্বরের সমুজ্জ্বল জ্ঞান রাজ্যের দিকে অগ্রসর হই এবং অন্তরে বাহিরে তাঁহার উজ্জ্বল দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

* ১৮০৫ শকের ১লা শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদী দেখ।

সিদ্ধি ও সিদ্ধপুরুষ।

জগতে যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের নাম আমরা শ্রুত হইয়াছি তাঁহাদের সকলেরই জীবনে একটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে কঠোর সাধন ও তপস্যাতে যাপন করিয়াছিলেন। শাক্য সিংহ তাঁহার অভিনব মুক্তিমার্গ প্রচারের পূর্ব্বে ছয় বৎসর কাল অতি কঠোর তপস্যা ও আত্ম-চিন্তাতে যাপন করিয়াছিলেন। এই তপস্যা হইতেই তিনি সেই আলোক প্রাপ্ত হইলেন, যাহা জগতের অনেক অন্ধকার পূর্ণ স্থানকে বাস্তবিক আলোকিত করিয়াছিল। যীশু খৃষ্টের জীবন চরিতে দৃষ্ট হয়, যে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ কাল যে তিনি কোথায় কোন ভাবে যাপন করিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। তিনি যে এতাবৎ কাল কোন নির্জ্জন বনে বা মরু প্রান্তে তপস্যায় রত ছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তিনি যখন সর্ব্বপ্রথমে অনুতাপ প্রচারক জনের নিকট আসিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবামাত্র জন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সমুদায় শ্রবণ করিলেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে নির্জ্জন স্থানে তিনি তপস্যা করিতেছিলেন তাহা জনের বিদিত ছিল। চৈতন্যদেবের বিষয়েও এরূপ উক্ত আছে যে তিনি ভক্তি প্রচারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে দুই বৎসর কাল শ্রীবাসের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভজন সাধন করিয়াছিলেন। অপরাপর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জীবনেও এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আর বাহুল্যরূপ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই কয়টী দৃষ্টান্তই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

আমরা যাহা বলিবার অভিপ্রায় করিতেছি তাহা এই অদ্যাবধি যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন, যাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অদ্যাবধি কোটি কোটি নর নারী গমন করিতেছে, যাঁহাদের মুখের এক একটী সামান্য কথা জীবন্তভাব ধারণ করিয়া জগতে তুমুল সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, যাঁহাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা বশতঃ লোকে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই সকল ধর্ম্ম প্রচারক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহাদের অবলম্বিত মার্গে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া বীর হইয়াছিলেন এই জন্যই পৃথিবীকে কাঁপাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সংগ্রাম কি সংগ্রাম? ইহা রিপুকুলের সহিত—হৃদয়ের দুষ্প্রবৃত্তি সকলের সহিতও ঘোর বিষয়াসক্তির সহিত-সংগ্রাম। শাক্য সিংহ এবং যীশু উভয়েরই জীবনে এই সংগ্রামের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল শাস্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে যীশু যখন সত্য রাজ্য ঘোষণা করিবার সংকল্প করিলেন, তখন "শয়তান তাঁহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিল। একবার বলিল তুমি পৃথিবীর রাজ্য সম্পদ গ্রহণ কর, একবার বলিল আমি তোমাকে উচ্চস্থান হইতে ফেলিয়াদি দেখি তোমার ঈশ্বর কেমন তোমাকে রক্ষা করেন। যীশু শয়তানের কোন উক্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু ঈশ্বরের উপর দৃঢ়তররূপে নির্ভর করিয়া স্থির থাকিলেন। শয়তান তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল; তিনি ধর্ম্ম সংগ্রামে জয় লাভ করিলেন এবং চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে আত্ম-চিন্তা ও প্রার্থনাতে যাপন করিলেন। আমরা শয়তান নামক কোন দৈত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না সুতরাং আমরা বাইবেলের উল্লিখিত এই আখ্যায়িকাটীকে রূপক মনে করিতেছি। আমরা বলি যে তিনি এই সময়ে নিজ হৃদয়ের দুষ্প্রবৃত্তি সকলের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। শাক্য সিংহের চরিতে ও দৃষ্ট হয় যে তাঁহার সিদ্ধি লাভের প্রাক্কালেই "মারে"র সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মার একটী সংস্কৃত শব্দ ইহার অর্থ কাম। কাম অনেক প্রকারে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রতি নিবৃত্ত হইল, তখন বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করিয়া ভুবন জয়ের শক্তি পাইলেন এবং শত সিংহের বল প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইলেন।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল তাহাতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে, যে নিজ রিপুকুলের উপর জয়লাভ করিতে পারাই প্রকৃত সিদ্ধি। এই সকল ধর্ম্মবীর যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ইহাঁদের জীবনেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম চিহ্ন ইহাঁদের জীবনে বিষয়াসক্তি দৃষ্ট হয় নাই। ইহাঁদের কেহই পার্থিব ধন রত্ন সংগ্রহের চেষ্টা পান নাই। যে একজন পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন তিনিও তাহা অবজ্ঞাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যের ভাব ইহাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহাঁরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর সম্পদ ঐশ্বর্য্যকে অতি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করিতেন। ইহাঁরা সংসারের পথে পথে বেড়াইতেন অথচ মোহ ইহাদিগকে গ্রাস করিতে পারিত না। ইহাঁদের সিদ্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ,—চিত্ত ও জীবনের একাগ্রতা। ইহাঁদের হৃদয় এবং জীবন উভয় একত্রে ছিল। ইহাঁরা আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রদর্শিত যে আলোক দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাঁদের দৃষ্টি চিরদিনের জন্য তদুপরি নিবদ্ধ ছিল; একটী দিনেরও জন্য ইহাঁরা সে লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। জীবনে এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহাতে এই আলোকের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সেই কথাই বলিতেন, সেই আলোকেই বাস করিতেন এবং তাহাতেই আনন্দ পাইতেন। সিদ্ধি লাভের তৃতীয় লক্ষণ ইহাঁদের জীবনের জীবন্ত পবিত্রতা। ইহাঁরা পৃথিবীর পাপ মলিনতা পূর্ণ পথে বেড়াইতেন, নরকের দুর্গন্ধময় স্থান সকলে গমন করিতেন অথচ পাপ ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না। বরং ইহাঁদের পদ স্পর্শে পবিত্র হইয়া যাইত। অসাধু হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইত। ইহাঁদের জীবনে এমন আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ পবিত্রতা ছিল।

সংস্কৃত ভাষায় একটী প্রাচীন উক্তি আছে তাহা এই "স্বয়মসিদ্ধঃ কথংপরান্ সাধয়তি"। যে ব্যক্তি স্বয়ং অসিদ্ধ সে কেমন করিয়া অপরকে সাধন পথে প্রবৃত্ত করিবে। একথার অতি গূঢ় অর্থ, যে ব্যক্তি নিজে অতি কষ্টে সন্তরণ করিতেছে সে কি বহুজনকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে? যে নিজে সেই তরঙ্গমালার মধ্যে নিজের দণ্ডায়মান হইবার ভূমি পাইয়াছে, সেই অপরের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ করিতে পারে, অতএব যিনি ধর্ম্ম প্রচারক্লপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার অগ্রে সিদ্ধি লাভ করা উচিত অর্থাৎ অগ্রে তাঁহাকে সংশয় তরঙ্গের মধ্যে বিশ্বাসের ভূমি লাভ করিতে হইবে, এবং রিপুকুলের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিবার শক্তি লাভ করিতে হইবে। তবেই তাঁহাদের চরিত্রের তেজ ও বাক্যে শক্তি আসিবে।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ।

পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে, কেবল পুরাণ কেন ঋগ্বেদ সংহিতাতেও ইহার উল্লেখ আছে যে এক সময়ে বৃত্র নামে এক অসুরের সহিত দেবতাদিগের সংগ্রাম হয়। বৃত্র দেবতাদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে, দেবতারা আর কিছুতেই স্বর্গে থাকিতে পারেন না এবং যখন দেখিলেন যে ইন্দ্রও কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন দেবতারা নিরুপায় হইয়া মহা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা নানা প্রকারে মহা বিষ্ণুর স্তব স্তুতি করিলে তাঁহাদের নিকট এই আকাশ বাণী হইল যে তোমরা যদি দধীচি ঋষির নিকট গমন করিতে পার এবং তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিতে পার, তবেই সেই বজ্র দ্বারা যুদ্ধ করিলে তোমরা জয় লাভ করিবে। তদনুসারে দেবতারা দধীচির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার অস্থি প্রার্থনা করায় দধীচি বলিলেন আমি ইহাকে আমার পক্ষে অত্যন্ত শুভ মনে করি, আমার অস্থি দ্বারা যদি এরূপ কার্য্য সাধিত হয় তাহতে আমার জীবন সার্থক হইবে, এবং এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবতারা তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রের সাহায্যে বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইন্দ্র পূর্ব্বে অনেকবার পরাজিত হওয়াতে তাঁহার নিজ বলের উপর এত অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে এবারেও তিনি বার বার পরাভূত হইতে লাগিলেন; অবশেষে বৃত্র বলিলেন যে দধীচির অস্থি দ্বারা তোমরা যে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহা দ্বারা আমাকে সংহার কর, ইন্দ্র ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কেন সে নিজ সংহারের উপায় বলিয়া দিতেছে; বৃত্র ইহাতে উত্তর করিলেন যে তোমরা যে বজ্র আনিয়াছ তাহা মহা মূল্যবান এবং উহা যেরূপে আনিয়াছ তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না, এইরূপে বৃত্রাসুরের বধ হইল। ইহা একটি গল্পমাত্র কিন্তু দেখা দেখা যাউক ইহা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিতেছি। পুরাণের এক স্থলে এরূপ লিখিত আছে যে অন্তরে পাপ পুণ্যের যুদ্ধই এই বৃত্রাসুরের সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধ, পাপ অসুর এবং পুণ্য দেবতা। সকল দেশে সকল সমাজেই এই দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়া থাকে। কখনও দেবতারা জয় লাভ করেন, কখন বা অসুরেরা জয় লাভ করে। আমাদের দেশের এখন সেই পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা নাই, কাল নাই, কিছুই নাই। আমরা যদিও সেই দেবতাদিগের—আর্য্যদিগের বংশোদ্ভব তথাপি একণে আমাদের বংশকে আর্য্য বংশ বলিলে ভাল দেখায় না,—আমাদের দেশকে সেই দেবতাদিগের দেশ বলিলে ভাল দেখায় না, একণে আমরা কি দেখিতেছি?—রোগ, শোক, পাপ, মহামারি প্রভৃতি দেশকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—আমাদের দেশে যেরূপ ভয়ানক পাপ সকল প্রবেশ করিয়াছে, এখন আর রক্ষা নাই, এবার দেবাসুরের ঘোর সংগ্রাম বাঁধিয়াছে, আমাদের একণে দয়াময় পরব্রহ্মের নিকট গিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করিতে হইবে, তিনি অবশ্যই পাপ অসুরকে বধ করিবার উপায় বলিয়া দিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এক জন দধীচির আবশ্যক, এমন এক জন নিঃস্বার্থ লোক চাই যিনি আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারিবেন, যিনি যথার্থই ধর্ম্মকে জীবনে দেখাইতে পারিবেন। এদেশের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই; ধর্ম্ম—জীবন্ত ধর্ম্ম চাই। আমরা যে এখানে বসিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য কি? ঘরে বসিয়া উপাসনা করিলেই ত হয়। কিন্তু এখানে সকলে একত্র হইয়াছি কেন?—এদেশে যাহাতে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম আসে তাহা করিতে হইবে; সেই সত্য ধর্ম্ম চাই, সকল মনুষ্যেরই এই ধর্ম্ম, সেই পরব্রহ্মের উপাসনা চাই, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" এ সকল কথা প্রকাশ্যরূপে বলি তাহার কারণ এই যে দেশকে উদ্ধার করা চাই, কিন্তু ধর্ম্ম না পাইলে বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার হইবে না।, অভিনয়ের ন্যায় কেবল কথা বলিলে হইবে না। যেরূপ বৃক্ষের ধর্ম্ম ফল পুষ্প উৎপন্ন করা, অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি, সেইরূপ আত্মার প্রকৃতিই ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম চাই, ইহা বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। ইহা দ্বারা পাপ অসুরকে বধ করিতে হইবে, ধর্ম্ম জীবনের সম্বল করিতে হইবে, উপাসনালয়ে ধর্ম্ম, গৃহে ধর্ম্ম, কর্ম্ম স্থলে ধর্ম্ম, সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম। যদি উপাসনালয়ে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি আর গৃহে গিয়া মন্দ আচরণ করি, দাস দাসীদের প্রতি কটু ব্যবহার করি, তবে আর লোকে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিবে না, তাহা হইলে পাপাসুরের রাজ্যই স্থাপিত হইবে।

তবে ব্রাহ্মগণ! বড় সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে, বড় পরীক্ষার সময় উপস্থিত, এখন আর কথায় চলিবে না, গান করিলেই হইবে না, এখন ধর্ম্ম জীবনে দেখাইতে হইবে। সেই ঈশ্বর যিনি ইহলোক পরলোকের আশ্রয়, প্রাণের প্রাণ, সত্য স্বরূপ, তিনি আছেন একথা বিশ্বাস করি কি না, তিনি আমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন ইহা উপলব্ধি করি না, এসমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হইবে। বিবেক বজ্র দ্বারা সত্য বজ্র

দ্বারা পাপকে দূর করিয়া দিতে হইবে ; যদি প্রত্যেকের প্রাণে এইরূপ বজ্র ধারণ করিতে পারি, তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে ; দয়াময় ঈশ্বর এই জন্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে এদেশে পাঠাইয়াছেন। ইহা মানুষের দ্বারা আসে নাই। ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম, ইহা দ্বারা দেশ উদ্ধার হইবেই হইবে। এই ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম বস্তু। সামান্য কারণেই এই ধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হয়, সামান্য কারণে—এমন ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। অতএব ধর্ম্মকে অতি যত্নের সহিত প্রাণের সম্বল করিয়া রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, ইহা কোন স্থানে পরিমিত থাকিতে পারে না, ইহা সকল স্থানেই আছে ; যেখানে কেহ জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, কেহ পরোপকার করিতেছেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যেখানে যিনি সত্য প্রচার করিতেছেন তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রসাদে এই বিশুদ্ধ, জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করিয়া আমরা উদ্ধার পাইব, দেশ উদ্ধার পাইবে।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত সংখ্যা তত্ত্ব-কৌমুদীর "জ্ঞান ও জ্ঞানীবৃন্দ" প্রস্তাবের ২য় স্তম্ভের ৩৩ শ পঙ্ক্তিতে "অবিকৃত" স্থলে "অধিকৃত, "৫ম স্তম্ভের ১৬শ পংক্তিতে "ভ্রান্ত" স্থলে "ভগ্ন," ৩৪ শ পংক্তিতে "শ্রদ্ধার "স্থলে "সেবার" ৬ষ্ঠ স্তম্ভের ৩য় পংক্তিতে "প্রকটন "স্থলে "প্রদর্শন" এবং ৭ম পংক্তিতে "আধ্যাত্মিক" কথার পর "সর্ব্বদাই অনিষ্টকর নহে।" এরূপ হইবে। আধ্যাত্মিক সতীত্ব শীর্ষক প্রস্তাবের ২য় স্তম্ভের নিম্ন হইতে ১০ম পংক্তিতে 'দৈহিক' স্থলে "দৈনিক", ৩য় স্তম্ভের ৩য় পংক্তিতে "নিকটে" স্থলে "নিজের", ৮ম পংক্তির "চান না" স্থলে "চান তাহা নহে" এবং ২৭শ পংক্তিতে "হইতে উদয় হয় না" স্থলে "হইতে দেয় না" হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আসাম প্রদেশে প্রচারোদ্দেশে বহির্গত হইয়াছেন। পথিমধ্যে তিনি যে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দুই খানা পত্র হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

বিগত ৫ই ফাল্গুন আমরা কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে যাই। কৃষ্ণনগরে ছাত্র সভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৬ই ফাল্গুন প্রাতে ও রাত্রিতে দুই বেলা উপাসনা ও মধ্যাহ্নে ছাত্রদিগের সহিত আলোচনা হয়। পরদিন ৭ই ফাল্গুন সোমবার কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজ গৃহে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "কথা ও কার্য্য" বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন অদ্য এখানকার ব্রাহ্মবন্ধু শশীভূষণ সেনের বাসায় পারিবারিক উপাসনাও হয়। ৯ই ফাল্গুন সন্ধ্যার সময় শশী বাবুর বাসায় উপাসনা হয়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বাসায় আলোচনা হইয়াছিল।

"বিগত ১১ই ফাল্গুন প্রাতে রামকুমার বাবু কৃষ্ণনগর হইতে রংপুরে আগমন করেন। সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে রীতি মত উপাসনা হয়।

১২ই শনিবার প্রাতে উপাসনা এবং অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অত্রত্য ছাত্র সমাজে "ধর্ম্ম কি ?" এই বিষয়ে একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা স্থলে বহু সংখ্যক ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি এখানকার ছাত্র সমাজের প্রতি ছাত্রদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অনুরাগ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

১৩ই রবিবার প্রাতে সমাজের কতিপয় সভ্যের সহিত পণ্ডিত মহাশয় মাহীগঞ্জে গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার আনন্দ চন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও উপদেশ হয়। উপাসনা স্থলে অনেক লোকের সমাগম হইয়া ছিল। অদ্যকার উপদেশে ও সৈদপুর হইতে সমাগত বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গীতে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এখন হইতে নিয়ম হইয়াছে যে স্থানীয় সমাজের সভ্যগণ প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া মাহীগঞ্জে প্রচারার্থ যাত্রা করিবেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় পুনরায় রংপুরে প্রত্যাগমন করা হয়। এবং সমাজের নিয়মিত উপাসনা নির্ব্বাহিত হয়।

১৪ই, ১৫ই, সমাজ গৃহে নিয়ম মত উপাসনা হয়। ১৬ই বুধবার প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা এবং অপরাহ্নে রংপুরস্থ বাজারের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মহাশয় সাধারণ শ্রমজীবী দিগকে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা হয়। এবং প্রভাতে পণ্ডিত মহাশয় কুড়িগ্রাম যাত্রা করেন।"

"১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমরা কুড়িগ্রাম আসিয়া পহুছি। এখানে আসিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহিত রীতি মত উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। এখানকার স্কুল গৃহে "বিশ্বাস" বিষয়ে রামকুমার বাবু একটী বক্তৃতা করেন। এখানকার একটী ব্রাহ্মবন্ধু হরিনাথ সিংহের কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে হইয়াছে। তাহাতে রামকুমার বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। এখানকার বাজারে সামান্য লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, কুড়িগ্রামের পশ্চিমে ১১ মাইল দূরে শীব বাড়ী গ্রামে একটী ক্ষুদ্র মেলা হয়, সেই মেলায় আমরা গিয়াছিলাম। মেলার মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও এখানকার হরনাথ বাবু বক্তৃতা করেন। অনেক লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিয়া ছিল। এই রূপে হাটে বাজারে পণ্ডিত মহাশয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্ম নাম প্রচার করিতেছেন।"

বিগত ১৯এ ও ২০এ ফাল্গুন সাহাপুর ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৯এ ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্নে চেৎলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র ঘোষ ডাক্তার মহাশয়ের বাটী হইতে নগর কীর্ত্তন বাহির হইয়া চেৎলার স্কুলের নিকটে সকলে সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "সংসার অনিত্য" এই বিষয়ে একটী সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তৎপরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সাহাপুর পর্য্যন্ত যাওয়া হয় এবং সায়ংকালে উপাসনা হইয়া ঐ দিবসের কার্য্য সমাধা হয়।

২০এ ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকাল ;— সুমধুর সংগীত সহকারে প্রাতঃকালীন উৎসব আরম্ভ হয়। উপাসনা হইতে উপদেশ পর্য্যন্ত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়াছিলেন। বোধ হয় এমন পাষাণ হৃদয় কেহই ছিলেন না যাহার হৃদয় দ্রবীভূত না হইয়াছিল। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রাতঃকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সায়ংকালীন উপাসনা মধুর হইয়াছিল, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বর প্রসাদে এবৎসরকার উৎসবে যেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করা গিয়াছে, সাহাপুর ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ ভাব দেখা যায় নাই। আশা করি যাহাতে সাহাপুর ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের মধ্যে এই ভাব চিরস্থায়ী হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন।

বিগত ৩রা মার্চ রবিবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ও বাবু উমাপদ রায় দল বদ্ধ হইয়া প্রচার যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে কোন্নগরে উপস্থিত হন। রবিবার প্রাতঃকালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পরিবারে ব্রহ্মোপাসনা করেন এবং অপরাহ্নে তথাকার সমাজ গৃহে "জীবন সমস্যা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই দিন চুঁচুড়া হইতে কলিকাতা যাইতেছিলেন — স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের আগ্রহ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মহর্ষি সে দিন নৌকার উপর গঙ্গাবক্ষে কোন্নগর ঘাটে অবস্থিতি করেন। তিনি শিবনাথ বাবুর বক্তৃতার সময় সমাজ গৃহে উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যার পর সকলের আশা পরিতৃপ্ত করিয়া সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করেন। এই দিন কোন্নগরে যে দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, বহুদিন তেমনটি দেখা যায় নাই। অতি বৃদ্ধ হিন্দুগণ সে দিন সমাজে উপস্থিত হইয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে গিয়াছিলেন। উপদেশের সময় মহর্ষি বলিয়াছিলেন, "যে বৃক্ষ বহু শাখা প্রশাখা যুক্ত হইয়া প্রকাণ্ড হইয়া উঠে, তাহার বড় হইতে যেমন বহু কালের প্রয়োজন, সেই রূপ এদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দৃঢ় মূল হইতে অনেক কালের প্রয়োজন হইবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বীগণ নিরাশ না হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকুন, এবং নির্ভর ও বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক রোপিত বীজের মূলে জল সিঞ্চন করিতে থাকুন তাঁহাদের আশা সফল হইবে।" কোন্নগর হইতে আমাদের প্রচারক দল বর্দ্ধমান গমন করেন। এখানে প্রতিদিন ব্রাহ্মদিগের গৃহে ও বাসায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে ব্রহ্মোপাসনা করেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'মুক্তি" বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন, বর্দ্ধমানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা রামপুর হাটে গমন করেন। রামপুর হাটে এই সময়ে উৎসব ছিল। উৎসব উপলক্ষে মতিহারী, পচম্বা, রামগড়, বর্দ্ধমান ও কোন্নগর হইতে ব্রাহ্মগণ গমন করিতেছিলেন। ৮ই মার্চ শনিবার শিবনাথ বাবু উৎসবের উদ্বোধন করেন। রবিবার প্রাতঃকালে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং রাত্রিতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সোমবার প্রাতে আম্র কাননে উপাসনা, অপরাহ্নে বালিকা বিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদিগের নৈশ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ এবং রাত্রিতে নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা হয়। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন ধর্ম্ম প্রেম ভিন্ন আর কিছু নহে—ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেমই ধর্ম্ম। এই প্রেম সকলকে এক করিয়া ফেলে—এই প্রেম মানবকে ঈশ্বরের দাস করিয়া ফেলে। এই অবস্থা হইলেই মানুষ প্রকৃত ধার্ম্মিক হয়"।

রামপুর হাট হইতে প্রচারক দল মুরশিদাবাদ গমন করেন। মুরশিদাবাদ যাইবার পথে এক রাত্রি নলহাটী অবস্থিতি করেন এবং দুইজন ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীর সহিত উপাসনা করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মুরসিদাবাদের পরপারবর্ত্তী কোন জৈন ধর্ম্মাবলম্বীর গৃহে এক বক্তৃতা দেন। মুরশিদাবাদ হইতে তাঁহারা বীরভূম ও বীরভূম হইতে রাণীগঞ্জ বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন এই সকল স্থানের কার্য্য বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমরা আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ প্রচারকগণ যেখানে যে কার্য্য করেন, তাহার বিশেষ বিবরণ, উপদেশ ও বক্তৃতা গুলি পাঠাইয়া দিবেন।

বিগত দোল পূর্ণিমার দিন কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেক গুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা কোন্নগর গিয়াছিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রাতে ও রাত্রিতে আচার্য্যের কার্য্য করেন। উৎসবে বহু লোকের জনতা হইয়াছিল। বিজয় বাবুর প্রাতঃকালের উপদেশের সার মর্ম্ম আমরা অন্যত্র প্রকাশ করিলাম। অপরাহ্নে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজ ঘাটে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন হয়।

২৯এ ফাল্গুন বাগআঁচড়া গ্রামে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ মল্লিক বয়ক্রম অনুমান ৩৫ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী মাতঙ্গিনী বয়স ১৫ বৎসর। এতদুপলক্ষে বাবু গুরুচরণ মহালানবিশ এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। ৩০এ ফাল্গুন উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত রাধানাথ মল্লিকের নবজাত পুত্রের ও শ্রীযুক্ত কুড়নচন্দ্র মল্লিকের নবজাতা কুমারীর জন্মোপলক্ষে উপাসনা হইয়াছিল এবং ১লা চৈত্র সন্ধ্যার পর তথাকার ব্রাহ্মদিগকে লইয়া সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে দিন কোন্নগরে ছিলেন, সেই দিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অনেকগুলি ব্রাহ্ম

বন্ধু তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার নৌকায় গমন করেন। মহর্ষি বলিয়াছিলেন "আদি সমাজ নিয়ম তন্ত্র প্রণালী গঠিত সমাজ নহে। আদি সমাজ এক উপাসনা গৃহ। রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডিড আদি সমাজের এই প্রকৃতি দিয়াছে। বংশ পরম্পরায় আদি সমাজের এই প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। যাহা রামমোহন রায়ের মত বিরুদ্ধ তাহা এই সমাজের সহিত কখনও মিশ্রিত হইতে দিব না। নিয়মতন্ত্র প্রণালী ও ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে আদি সমাজের কার্য্যক্ষম সাহায্যকারী বলিয়া মনে করি। একেশ্বরবাদীদিগকে একত্র করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাহাই বিদ্যমান আছে; ঐ সমাজের সভাগণ তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করুন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি এই সমাজের দ্বারাই ভবিষ্যতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় প্রচারিত এবং এই সমাজেই সমুদয় বল সংগৃহীত হইবে। আমার হৃদয়ের সহিত এই সমাজের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর মহর্ষির স্নেহ দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। আশা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ মহর্ষির মহৎ আশা পূরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

কয়েক দিন হইল শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কলিকাতা আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সামাজিক উপাসনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি সামাজিক উপাসনা করিতে অস্বীকার করেন। সেই জন্য এক দিন প্রাতঃকালে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা মন্দিরে সমবেত হন এবং রাজনারায়ণ বাবু উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

রাউলপিণ্ডি হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী বিগত ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার প্রভাতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ রাউলপিণ্ডিতে গমন করিয়া ঐ দিন স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবপূর্ণ বক্তৃতায় সমবেত সভ্যগণের অন্তরে প্রেমাগ্নি অঙ্কুরিত করিয়াছে। ব্যাখ্যান এমন মধুর বাগ্মিতা ও হৃদয়ের সহিত প্রদত্ত হইয়াছিল, যে সময়ে সময়ে অনেক শ্রোতার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। অতি আনন্দে সে দিন আমন্ত্রিত সভ্য মণ্ডলী গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

পর দিন ৭॥টার সময়, সন্ধ্যাকালে অত্রস্থ নর্মাল স্কুল গৃহে, ছাত্র সমাজে "ভারতবর্ষের আধুনিক অবস্থা, ও ভবিষ্যতে ভারতের আশা" সম্বন্ধে একটী চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাস্থলে ন্যূনাধিক ৫০০ শত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ইহাতে কুসংস্কারপূর্ণ দেশীয় প্রথার দোষ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন, সৎকর্ম্ম, সাধু অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর নির্ভরতায় কেমন করিয়া অধঃপতিত ভারত সন্তান উদ্ধার লাভ করিতে পারে তাহা বিষদরূপে প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। সকলেই সাধু বক্তার গভীর উপদেশের সারাংশ উপলব্ধি করিতে করিতে সন্তুষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

৯ই মার্চ্চ সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রী মহাশয় নর্মাল স্কুলের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তৃত ময়দানের উপর প্রায় ৫০০।৬০০ শত লোকের সমুখে, জীবন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করিয়া কি প্রকারে অধঃপতিত মানব সন্তান পাপ পাশ ও মোহ পাশ ছেদন করতঃ সদগতি লাভ করিতে পারিবে এতদ্বিষয়ে আর একটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার জীবন্ত ভাব-পূর্ণ তেজোময় অনর্গল বক্তৃতা তীরের ন্যায় বহির্গত হইয়া সমাগত সকলের হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল। ঐ দিন উপনিষদের কয়েকটী শ্লোকও বিষদ রূপে ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে কয়েকটী সঙ্গীত হইলে সকলে প্রফুল্ল মনে গৃহে গমন করেন। অগ্নিহোত্রী পাঞ্জাবে যেরূপ উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে পাঞ্জাবে কালে রত্ন প্রসব করিবে। ঈশ্বর তাঁহার এই একান্ত অনুগত বিশ্বাসী সন্তানের প্রাণে আরও ধর্ম্মবল উৎসাহাগ্নি প্রদান করুন।"

৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১১ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৬ষ্ঠ ভাগ। ২৪শ সংখ্যা।	১৬ই চৈত্র শুক্রবার, ১৮০৫ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৫।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় পিতা! তোমার সন্তানগণ অনেকবার সত্যধর্ম্মের সংবাদ পাইয়াছে, অনেকবার পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং হইবার জন্য বিশেষ সহায়তা পাইয়াছে। তুমি প্রতিনিয়ত মানুষের প্রাণকে সত্যের সুন্দর ছবি দেখাইয়া পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছ। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! মানুষের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! যে বার বার তাহারা তোমার সত্যকে প্রাণ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। কুসংস্কার, ও অজ্ঞানতার জাল হইতে কিছুতেই মানুষ একবারে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। উঠিতে উঠিতে আবার পড়িয়া যাইতেছে। প্রভু! তোমার যে সত্যের আলোক এ দেশে প্রকাশ পাইয়াছে তাহারও গতি কি সেইরূপই হইবে? ভাব গতিক দেখিয়া মনে বড় আশঙ্কা হইতেছে, আবার বা মানুষ সত্যের আলো ছাড়িয়া প্রাচীন কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া পড়ে। জগৎ বহুবার এ দৃশ্য দেখিয়াছে। বহুবার মানুষ সত্যের আলো পাইয়াও আবার বিপথগামী হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা তোমার সেবা করিবার জন্য আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিল তাহারাও কি প্রাচীন পথের অনুসরণ করিবে। প্রভু আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। অসত্যের সেবায় মানুষ বহু দুর্গতি ভোগ করিয়াছে। আর কেন, এবার তোমার সন্তান সকলের ভ্রম ঘুচাও। অজ্ঞানতার ঘোর নিদ্রা হইতে, কুসংস্কারের সুদৃঢ় হস্ত হইতে সকলকে চিরদিনের জন্য উদ্ধার কর। তোমার সত্য-রাজ্য সকলের প্রাণে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার দুর্জ্জয় বল মানুষের প্রাণকে চিরদিনের জন্য অধিকার করুক। আর আমরা সকলে সেই শক্তির স্রোতে ভাসিয়া পরিত্রাণ পাইয়া কৃতার্থ হই।

আমাদিগের প্রচারকগণের প্রতি অনেক সময় একটী অভিযোগ আসিয়া থাকে, যে তাঁহারা সহরে সহরেই ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। কিন্তু মফস্বলে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন না। এ অভিযোগটী সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও ইহা যথার্থ যে তাঁহারা অধিকাংশ সময় নগরেই যাপন করেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, প্রচারকগণ যে ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করিয়া থাকেন তাহা নহে। মফস্বলের ব্রাহ্মগণই অনেকাংশে তাঁহাদিগকে এই ভাবে চলিতে বাধ্য করেন। কারণ বর্ত্তমান সময়ে নগরেই অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্রাহ্মসমাজ সকল আপনাদিগের সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় প্রচারকদিগকে ডাকিয়া থাকেন। আমাদের প্রচারক সংখ্যা যেরূপ অল্প তাহাতে এই মফস্বলস্থ সমাজ সকলের উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই তাহাদের সময় যায়, এমন কি সকল সময় সকল স্থানে তাঁহাদের যাওয়াও ঘটে না। যেখানে প্রচারকগণ যাইতে পারেন না, অত্রত্য ব্রাহ্মগণ তাহাতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। যদি এই ভাবে অধিক দিন কার্য্য চলে, তবে মফস্বলে (যেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় নাই) প্রচার করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। এজন্য আমরা প্রচারক দিগের উৎসবে যাওয়া বন্ধ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। মফস্বলের ব্রাহ্মগণ উৎসবের সময় প্রচারক না ডাকিয়া যদি নিজেরাই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হন, তাহা হইলে নিজেরাও যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন, এবং প্রচারকদিগেরও যথেষ্ট সময় বাঁচিয়া যায়। তাঁহারা সেই সময় অন্যত্র প্রচার করিতে যাইতে পারেন। যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে, সেই সেই স্থানে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে প্রচার কার্য্যের ভার সেই সেই স্থানীয় লোকেরই গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি আপনাকে প্রচারক মনে না করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আপনার জীবনের বিশেষ কার্য্য বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হওয়া সুদূরপরাহত হইবে। আমাদের সম্মুখে যে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাকে বর্ত্তমানের এই অল্প সংখ্যক প্রচারক দ্বারা, প্রচার করিবার প্রয়াসকে বালকগণের ক্রীড়ার মত বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে উপধর্ম্ম, কুসংস্কার যেরূপে লোকের মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ এ দেশে বহুদিন জড়ের উপাসনায় লোকের মন যেরূপ জড় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহার প্রতিদৃষ্টি করিলে আমাদের বর্ত্তমান আয়োজন যে অতি সামান্য তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিব। কার্য্যক্ষেত্র যেমন বহু বিস্তৃত

তদনুরূপ খাটিবার লোকও বহু সংখ্যক চাই। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি আপনার অল্পের কাল এই কার্য্যে যাপন করেন, তাহা হইলে অনেকটা আশা করা যাইতে পারে। যাঁহার যে শক্তি আছে তিনি তাহা দ্বারাই এই কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন। বক্তৃতায় ধর্ম্ম প্রচারের সময় অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। এখন বিবিধ উপায়ে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এজন্য ব্রাহ্মগণ যখন যেখানে থাকিবেন, যে কোন উপায়ে হউক এই মহৎ ব্রত পালনের জন্য চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন। নতুবা দুই চারি জন প্রচারকদিগের দ্বারা এ মহৎকার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা খুব কম। তাঁহাদের দ্বারা যাহা হইবার হইয়াছে এবং হইতেছে। এ অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি অভিযোগ করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া যাহার যে শক্তি আছে, এই কার্য্যের জন্য নিয়োগ করিতে থাকুন অচিরাৎ সুমহৎ ফল দেখিয়া সকলে কৃতার্থ হইব। সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মগণ উৎসবের সময় প্রচারক ডাকাবন্ধ করুন এবং আপনারা সে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হউন। ইহাতে নিজেরা কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন, খাটিয়া বাঁচিবেন এবং অনেক কুসংস্কার হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

জল স্রোতের নিকট একটী মৃত-প্রায় বৃক্ষকে রোপণ কর, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষটি সতেজ হইয়া উঠিবে। রস না পাইলে মরা গাছ বাঁচিবে কিরূপে? যদি মনে দুঃখ হইয়া থাকে, এতকাল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, ব্রাহ্মের সংখ্যা আশানুরূপ তো বৃদ্ধি হইল না। সহস্র লোক ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায়, বক্তৃতায় যোগ দিতেছে, অধিকাংশ যেরূপ মন লইয়া আসিয়াছিল, সেইরূপ মন লইয়াই ফিরিয়া যাইতেছে। একথার এই একমাত্র উত্তর ব্রাহ্মসমাজে এখনও এমন রসের অভাব আছে, যাহাতে ইহার কাছে যে আসিবে সেই প্রাণ পাইয়া যাইবে। কিরূপে সে অবস্থা হইবে? দুই একজনের উপর ধর্ম্মসমাজের উন্নতির ভার দিয়া জনসমাজের বহু ক্ষতি হইয়াছে। ধর্ম্ম কেবল মানুষের উন্নতির পরিপন্থী হইয়াছে, তাহার বন্ধন রজ্জু স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। সমাজে সরস ভাব আনিতে হইলে, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করিতে হইবে। আপনাকে ক্ষুদ্র, অক্ষম মনে করিয়া যদি কেহ উদাসীন থাকেন, তবে কখনই সমাজে সরস ভাব আসিবে না। সকলে চেষ্টা করুন, পরমেশ্বরকে প্রাণে লাভ করিতে যত্ন করুন, পরস্পর আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করুন, দুই জনে দেখা হইলে ধর্ম্মালাপ করুন, দেখিতে পাইবেন, সমাজ সরস স্থান হইয়াছে। রস স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাণে লাভ করিতে না পারিলে, কি কখনও সরস ভাব আসিতে পারে? এই সরস ভাব আসিলে বক্তৃতায়, উপাসনায়, কথায় লোক আটকাইয়া যাইবে, আসিয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এস যে যেখানে আছি, ব্রাহ্মসমাজে এই সরস ভাব আনয়ন করিবার জন্য খাটি। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দেশ মধ্যে সহজে বিস্তৃত হইবে, আমরাও জীবন পাইব। এই সরস ভাব যে আসিতেছে না, এ জন্য আমরা প্রত্যেকই দায়ী। এস এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করি।

পাপ বড় মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জনসমাজে বিচরণ করে, তাই মানুষের উপর এত সহজে জয় লাভ করিয়া থাকে। সৌন্দর্য্য দেখিলে কাহার না প্রাণ আকৃষ্ট হয়? সৌন্দর্য্য ভাল বস্তুতে থাকুক, কি মন্দ বস্তুতে থাকুক সৌন্দর্য্য সকল সময়েই হৃদয়াকর্ষক। সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের হস্ত নির্ম্মিত। পাপ এই সৌন্দর্য্যে মুখস পরিয়া, মানুষকে হস্তগত করে। যে প্রথমে মদ খাইতে আরম্ভ করে, সে কেবল সুরাতে যে আনন্দ, যে উদ্দীপনা, যে স্ফূর্ত্তি তাহাই ভাবিয়া থাকে। কিন্তু পরে যে দুঃখ, যে অবসাদ, শরীর মনের যে সর্ব্বনাশ হয়, তখন তাহার মনে উদয় হয় না। যে সমুদয় নরনারী চরিত্রের পবিত্রতাকে বিসর্জ্জন দেয়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের প্রথম সুখে বিহ্বল হইয়া পাপকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে। একবার চরিত্রের নির্ম্মলতা চলিয়া গেলে প্রাণে যে গভীর দুঃখের অবস্থা উপস্থিত হয়, চিরদিনের জন্য যে প্রাণ নির্ম্মল সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, চিরদিন যে কে আসিয়া প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে, যদি তাহা প্রথমে মনে হইত, তাহা হইলে কি কেহ এত সাধ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিতে যাইত। কত পুরাতন পাপীকে অনুশোচনা করিতে শুনা গিয়াছে, "পাপে এত ক্লেশ যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তবে কি নিজের হস্তে গরল পান করিয়া চিরজীবনের জন্য এমন তীব্র যাতনা ভোগ করিতাম।" পাপ মোহিনী মূর্ত্তিতে মানুষকে জয় করিয়া শেষে তাহাকে ঘোর বিপাকে নিক্ষেপ করে। এক বিন্দু পাপ শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় শরীরকে অধিকার করে। এ সংসারে তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা পাপের প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া পবিত্রতাকে জীবনের সার বুঝিয়াছেন। এ সংসারে তাঁহারাই সুখী যাঁহারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহাকেই হৃদয় মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য নিরাপদ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। মানুষ নির্ব্বোধ নতুবা এক মুহূর্ত্তের সুখের জন্য জীবনকে দুঃখে ডুবাইবে কেন?

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের ঊনবিংশ দিবসে বোষ্টন নগরে পার্কার একটী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় "খ্রীষ্টধর্ম্মের অস্থায়ী ও স্থায়ী অংশ।" এই বক্তৃতায় তিনি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্য আছে, তাহাই উহার স্থায়ী অংশ। কিন্তু যে সকল মনুষ্য-কল্পিত মত ও অনুষ্ঠান, দেশ কাল অনুসারে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা কখনই চিরদিন থাকিবার নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল সত্য রহিয়াছে, তাহা পরমেশ্বরের সত্য; সুতরাং তাহা চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু উহার আর এক অংশ দেশকাল অবস্থা অনুসারে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে পার্কার যাহা বলিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই সত্য। কি হিন্দুধর্ম্ম, কি মুসলমান-

ধর্ম্ম কি বৌদ্ধধর্ম্ম, প্রচলিত প্রত্যেক উপধর্ম্মের মধ্যে সত্য ও অসত্য একত্রে অবস্থিতি করিতেছে। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু যাহা মনুষ্যের ভ্রান্ত বুদ্ধি ও কল্পনা সম্ভূত, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ অবস্থানুসারে সংঘটিত হয়। একটী অংশ পর্ব্বতের ন্যায় চিরদিন বর্ত্তমান, আর একটী অংশ জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। পার্কার বলিয়াছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের এই অবিনশ্বর অংশই প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম।

পার্কার উপরিউক্ত বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন, "যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে, সুসমাচার পুস্তক সকল (gospels) ধূর্ত্তলোকের মিথ্যারচনা এবং যীশু নামক নাজারথ নিবাসী কোন ব্যক্তি কখন ছিলেন না, তথাচ খ্রীষ্টধর্ম্ম জগতে নির্ব্বিঘ্নে দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি খ্রীষ্টের সহিত জগতের মহৎ লোকদিগের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কত সামান্য বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টের সহিত জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগের তুলনা করিলে, তাঁহাদিগকে কত নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়। * * কিন্তু তথাচ কি ইহা বলিব না যে, তিনি আমাদের ভ্রাতা ছিলেন? আমরা যেমন মানব সন্তান তিনিও তাহাই, এবং আমরা যেমন পরমেশ্বরের পুত্র তিনিও সেইরূপ পরমেশ্বরের পুত্র ছিলেন? যে সময়ে সংসার একান্ত পাপপূর্ণ হইয়াছিল, যীশু সেই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে ও জগৎ-পিতার মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী ছিল না। পরমেশ্বরের ও আমাদের মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী ও ব্যবধান না রাখিয়া খ্রীষ্টের ন্যায় তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলে, আমরা কখনই খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারি না"।

এই বক্তৃতার পর পার্কারের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উপস্থিত হইল। ধর্ম্মযাজকগণ ক্রোধান্বিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি যাহাদিগকে বন্ধু ভাবিতেন, এমন অনেকে তাঁহার প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যাঁহারা বাইবেলকে আপ্তবাক্য ও খ্রীষ্টকে অভ্রান্ত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, এরূপ অনেক লোকও সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মযাজক ছিলেন।

দেশশুদ্ধ লোক খড়্গহস্ত। চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ হইতে লাগিল। তিনি একাকী বীরের ন্যায় অটলভাবে সকল সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার ধর্ম্মযাজক" ভ্রাতৃগণ আমাকে 'অবিশ্বাসী' ও নাস্তিক উপাধি প্রদান করিলেন। একজন বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক সংবাদ পত্রে এই অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন যে, এটর্ণি জেনারেল আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান, প্রাণ্ডজুরি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বিচারক আমাকে তিন বৎসর কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত করেন। আমার অধিকাংশ ধর্ম্মযাজক বন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। পথে দেখা হইলে অনেকেই আমার সহিত কথা কহিতেন না ও আমার হস্তধারণ করিতে অস্বীকার করিতেন। প্রকাশ্য সভায় আমি যে কাষ্ঠাসনের উপর বসিতাম, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন; ইহুদিরা কুষ্ঠরোগী দেখিলে যেরূপ ব্যবহার করে, তাঁহারাও সেইরূপ আমার নিকট হইতে দূরে থাকিতেন।"

পার্কার তাঁহার বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু বোষ্টন নগরে উহার প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইল। যাহাতে তাঁহার পুস্তক কেহ প্রকাশ ও বিক্রয় না করে, তদ্বিষয়ে পাদ্রিগণ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সুইডেনবর্গ সম্প্রদায় ভুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা উহা প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইবা মাত্র, বক্তৃতা ও বক্তা উভয়েরই বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিক হইতে গালি বর্ষণ আরম্ভ হইল। সকল সংবাদ পত্র নিন্দাবাদে পূর্ণ হইতে লাগিল। ঈশ্বরনিন্দুক ও নাস্তিক বলিয়া পার্কার সর্ব্বত্র আখ্যাত হইলেন। এই সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে পার্কার বলিতেছেন, "ইউনিটেরিয়ান দিগের সংবাদ পত্রে আমার অথবা আমার বন্ধুগণের কোন লেখা প্রকাশ হইত না; উদ্দেশ্য লোকে আমার লেখা পড়িতে না পায়। ওয়েষ্ট রক্সবেরির উপাসক মণ্ডলীকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ও তথা হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য গোপনে গোপনে চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু ব্যয়ের বিষয় স্থির না করিয়া আমি যুদ্ধে যাই নাই। কি ঘটিবে তাহা আমি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব, কখনই পরাভব স্বীকার করিব না। আমি আমার বিপক্ষদিগকে বলিলাম যে, আমি নিজে ক্ষান্ত না হইলে কেহ আমাকে ক্ষান্ত করিতে পারিবেনা। আমার ভরসা ছিল যে, আমি তাহা কখনই করিব না। যদি আমাকে আমার উপাসনালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, আমি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইব; এমন কি যদি আবশ্যক বোধ করি লোকের বাড়ী বাড়ী গমন করিব। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করাতে শেষ যে কিছু ফল হইবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। কিন্তু ক্ষুদ্র সমাজটি (অর্থাৎ পার্কার যে সমাজের আচার্য্য ছিলেন) আমাকে সাহায্য করিতে ও আমার পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের হৃদগত সহানুভূতি ও অনুগ্রহ দান করিতে লাগিলেন।

আমেরিকায় এরূপ প্রথা আছে যে, ধর্ম্মযাজকগণ পরস্পরের উপাসনালয়ে গিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন। অর্থাৎ তাঁহারা অনেক সময় কার্য্য বিনিময় করেন। পার্কারের সহিত প্রায় সকলেই বিনিময় বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোন ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম যাজকের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত যে, তিনি পার্কারের সহিত কখন কার্য্য বিনিময় করিবেন কিনা। তাঁহার সহিত সংশ্রব পরিত্যাগে প্রতিশ্রুত হইলে, তবে তাঁহাকে ধর্ম্ম যাজকের পদে বরণ করা হইত; নতুবা নহে। এস্থলে আমরা একটী আমোদজনক ঘটনার উল্লেখ করিব, আমরা বলিয়াছি যে, পাদ্রিগণ পার্কারকে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। একদিন পার্কার কোন স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন একটি ভদ্র মহিলা

নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিতেছেন। তিনি বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মোহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেই নাস্তিক থিওডোর পার্কার যদি এই বক্তৃতা শুনিত।"

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে বোষ্টননিবাসী কয়েক জন ভদ্রলোকের অনুরোধে পাকার উক্ত নগরে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পাঁচটি বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতা আমেরিকার কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষয় গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি বোষ্টন ভিন্ন আরও কয়েকটি নগরে ঐ সকল বক্তৃতা অভিব্যক্ত করিলেন। পরিশেষে সেগুলি একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। বোষ্টন নগরের দুইজন ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পুস্তক প্রকাশককে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি উহা প্রকাশ না করেন। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। বাস্তবিক যাহাতে পার্কারের পুস্তকাদি প্রকাশ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাঁহার বিপক্ষগণ বিবিধ উপায়ে তাহার চেষ্টা করিতেন।

যে পুস্তকখানি প্রকাশ হইল, উহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ* ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রকেই আমরা উহা অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। ঐ অমূল্য গ্রন্থ অনেক বিপথগামীকে পথ দেখাইয়াছে, অনেক কুসংস্কারান্ধকে চক্ষু দিয়াছে, অনেক শোকার্ত্ত-হৃদয়ে শান্তনাবারি সিঞ্চন করিয়াছে, এবং অনেক পাপাসক্ত চিত্তে পবিত্রতার স্বর্গীয় আলোক প্রেরণ করিয়াছে। বাস্তবিক এ প্রকার জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপ্রদ গ্রন্থ ধর্ম্মজগতে বিরল। এই গ্রন্থ দ্বারা উদার ধর্ম্মমত প্রচারিত হওয়াতে, আয়রলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানদিগের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে গোঁড়া ইউনিটেরিয়ান গণ তাঁহাদের পুরাতন মত সকলের সমর্থন জন্য ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় মহাশয় প্রথমে যে উপদেশ প্রদান করেন আমাদের পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম প্রকরণ।

পরমাত্মার উপাসনা।

ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা বুধবার ৬ই ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৫০ শ্রীযুৎ রামচন্দ্র শর্ম্মার কৃত। (রাজা রামমোহন রায় কৃত)

একমেবাদ্বিতীয়ং।

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ (মুণ্ডকশ্রুতিঃ) যে পরমাত্মাতে পৃথিব্যাদি লোক সকল এবং মনুষ্যাদি জীব সমূহ স্থিতি করেন, অর্থাৎ পরমাত্মা সত্তার দ্বারা এ সকলের সত্তা হয়। যেমত লৌকিক উদাহরণে জীবের সত্তাবলম্বনে তাবৎ শরীরের অবয়বের স্থিতি হয় ও যেমন আকাশের অবলম্বনে জন্য তাবৎ পদার্থ স্থিতি করে। এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যাদাত্মান মাত্মনা। স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং॥ (মনুঃ) এই প্রকারে যে ব্যক্তি সকল বস্তুতে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করেন, তিনি এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানের দ্বারা পরম পদকে প্রাপ্ত হন।

এই সকল দেদীপ্যমান প্রমাণদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ বস্তু রহিয়াছে, অতএব পরমেশ্বর বোধে যে কেহ যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে পরমেশ্বরেরই উপাসনা হয় এবং প্রত্যক্ষও দেখিতেছি যে, যে সকল ব্যক্তিরা পাষাণের কিম্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিম্বা মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ পাষাণকে পাষাণ বোধে,বৃক্ষকে বৃক্ষ বোধে, নদীকে নদী বোধে ও মূর্ত্তিবিশেষকে কেবল মূর্ত্তি বোধে উপাসনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বর বোধে কিম্বা আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ ও গ্লানি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। যদ্যপিও তাঁহারা পরম্পরা উপদেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন বোধে উপাসনা করিতেছেন,তথাপি সে উপাসনা সর্ব্বথা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে, এমত কহা যায় না, যেমন মনুষ্য খট্টাতে কিম্বা অট্টালিকাতে কিম্বা বৃক্ষোপরি শয়ন করিলে সে শয়নের আধার পৃথিবীই পরম্পরায় হইয়া থাকেন, এবং শ্রুতিতেও স্পষ্ট দেখিতেছি। তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি। (কঠঃ) তপস্যাদি কর্ম্ম সকল যে কোন প্রকারে হউক পরমেশ্বরের প্রাপ্ত্যর্থ হইয়া থাকে। তথাচ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হয়। ইহা বেদে এবং মনুসংহিতাতে পুনঃ ২ প্রাপ্ত হইতেছি (আত্মানমেবোপাসীত) শ্রুতিঃ। পরমাত্মারই কেবল উপাসনা করিবেক, মনুঃ। সর্ব্বেষা মপিচৈতেষা মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতং ততঃ॥ সকল ধর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, যেহেতু সকল বিদ্যার প্রধান আত্মবিদ্যা। তাহা হইতেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। সেই শ্রেষ্ঠতার প্রতি তিন কারণ স্পষ্ট প্রাপ্ত হয়। প্রথমতঃ শব্দ প্রমাণ, অর্থাৎ শ্রুতি ও মনুসংহিতা এবং তাবৎ প্রামাণিক শাস্ত্র আত্মজ্ঞানকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কহিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যুক্তি প্রমাণ, অর্থাৎ অনন্ত অপরিমিত বিশ্বের কারণ যিনি অনন্ত অপরিমিত তিনিই হন, ইহা যুক্তি সহ হয়, কিন্তু সেই বিশ্বের অন্তঃপাতি কোন এক খণ্ড ঐ বিশ্বের কারণ হয়, ইহা যুক্তি সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ আত্মোপাসনাতে বাহ্য আড়ম্বর ব্যতিরেকে অত্যন্ত আবশ্যক অনুষ্ঠান কেবল শম দম হইয়াছে,অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে এবং অন্তঃকরণকে এইরূপ নিয়মে রাখিবার যত্ন করিবেন, যাহাতে স্বীয় বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় অভীষ্ট ও পরের উপকার জন্মে, সুতরাং এই উপাসনাই লোক যাত্রা নির্ব্বাহের মঙ্গল এবং পরমার্থ সাধনের আদিমূল হইতে পারে। তৃতীয়তঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অর্থাৎ অন্য ২ উপাসকদের পরস্পর বিরোধ বরঞ্চ কোন কোন স্থানে যুদ্ধ [illegible] দেখিতেছি, যেহেতু যাঁহারা নাম রূপ বিশিষ্টের উপাসনা করেন তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন উপাস্য নাম রূপকে জগতের কারণ ও সর্ব্ব প্রধান কহিয়া থাকেন, সুতরাং পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা অবশ্যই

* Discourseon matters pertaining to religion.

হইল, ইহার উদাহরণ স্থল দেখ, যিনি স্ত্রী রূপ বিশিষ্টকে জগতের কারণ ও সর্ব্ব প্রধান কহেন, তাঁহার সহিত যিনি পুরুষাকৃতি বিশিষ্টকে সর্ব্ব কারণ সর্ব্ব প্রধান করিয়া উপাসনা করেন তাঁহার বিরোধ ও বিবাদ হইতেছে, সেই রূপ ভারতবর্ষীয় পুরুষাকৃতি বিশিষ্টের উপাসকের সহিত অন্য দেশীয় পুরুষাকৃতি বিশিষ্টের উপাসকের বিরোধ নিত্য দেখিতে পাই। কিন্তু আত্মোপাসনায় কোন নাম রূপের নির্দ্দেশ নাই, কেবল তটস্থ লক্ষণে, অর্থাৎ জগতের যিনি কারণ তাঁহারই এধর্ম্মে উপাসনা হইয়াছে, অতএব ইহাদের সহিত অন্য কোনো উপাসকের বিরোধের সম্ভাবনা রহিল না, যেহেতু ইহাঁরা বিরোধের উদ্যত অন্য উপাসকেকে কহিতে সমর্থ হইবেন, যে "তোমরা স্ত্রী রূপ বিশিষ্টকে কিম্বা পুরুষাকৃতি বিশিষ্টকে অথবা অন্য যাহাকে উপাসনা করহ, তাঁহাকে জগৎ কারণ ও জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা কহিয়াই উপাসনা করিয়া থাক, যদি তোমাদের সেই উপাস্য জগৎ কারণ হন তবে তিনি সুতরাং আমাদের অর্থাৎ আত্মোপাসকদের উপাস্য হইলেন, অতএব আমাদের সহিত তোমাদের বিরোধের বিষয় নাই" এই রূপ আত্মোপাসকদের দ্বেষ অন্য২ উপাসকের প্রতি সম্ভবে নাই, কেননা ইহাঁদের বিশ্বাস এই যে, ঐ সকল উপাসকেরা যে কোনো বস্তুর উপাসনা করেন, তাহাতে ব্রহ্ম বোধ বিনা উপাসনা হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইল যে দ্বেষ ও বিরোধ যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত দূষনীয় হয় তাহা অন্যের প্রতি আত্মোপাসকের হয় না। ইহা ভগবান্ গোবিন্দাচার্য্যের কারিকাতেই ব্যক্ত রূপে লিখিত আছে। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম যত্তৎ শব্দোপলক্ষিতং। যতোবেত্তি যতো বাচ ইত্যাদি শ্রুতি সম্মতং। নাম রূপাদি নির্দ্দেশৈর্বিভিন্নাস্ত্বমুপাসকাঃ। পরস্পরং বিরুদ্ধন্তি নৈতেরেতৎ বিরুধ্যতে। যিনি জগতের কারণ তিনিই পরব্রহ্ম উপাস্য হয়েন "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" 'যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রমাণ হইতেছে। নাম রূপাদি বিশেষনদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপাসকেরা পরস্পর এক ব্যক্তি অন্যের সহিত বিরোধ করেন কিন্তু তাঁহারা এ পরমেশ্বরের মতের বিরোধী নহেন। এখন আপনাদের মতানুসারে প্রাচীন শ্লোকের দ্বারা এ সভাস্থ প্রত্যেক আশীর্ব্বাদ পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। হংসাঃ শুক্লী কৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। রাজহংসকে যিনি মনোরম শুক্লবর্ণ করিয়াছেন আর শুক পক্ষীকে মনোহর হরিতবর্ণ যিনি করিয়াছেন ও যিনি ময়ূরকে চিত্র বিচিত্র অলংকৃত করিয়াছেন তিনি তোমাদের প্রত্যেকের পালনকর্ত্তা হউন।

(একমেবাদ্বিতীয়ং)

আবার প্রতিবাদ।

তত্ত্ব-কৌমুদীর পাঠকগণ প্রতিবাদের কথা পাঠ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং আমরাও প্রতিবাদকারী নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি, এই জন্য নববিধান সমাজের বর্ত্তমান আন্দোলনে এতদিন আমরা কিছুই বলি নাই। কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বাক্ থাকায় আমাদের কর্ত্তব্যের হানি হইতেছে মনে করিয়া আবার কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। বিষয় অতি গুরুতর নতুবা আমাদের বর্ত্তমান সময়ে নির্ব্বাক্ থাকাই উচিত ছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নববিধানের প্রভেদ কি? এবং নববিধানকে কেন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন স্বরূপ মনে করি, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে নববিধানীগণ সে সমস্তই উপেক্ষা করিয়াছেন এবং আমরা বিদ্বেষ বুদ্ধিচালিত হইয়া লিখিয়াছি বলিয়া তাহার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নববিধান প্রচারকদিগের অধিকাংশের সহিত শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির যে মনোবাদ চলিতেছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্ব সে সমস্তের অনেক কথা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের বেদী শূন্য রাখিতে আপত্তি করিয়াছেন এবং যদি বেদী শূন্য রাখা হয়, তাহাতে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। অন্যান্য প্রচারকগণ তাঁহাকে নিরুত্তর করিবার জন্য ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন। "ভাই প্রতাপচন্দ্রের স্মরণ করা উচিত যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্র (তিনি যে প্রকার অর্থে গ্রহণ করেন তাহাতে) তিনি নিজে তাঁহার ভাইগণের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাপত্রের আর একটি নির্দেশ এই 'ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহার নিকটে অথবা কাহার নামে (ব্রহ্মমন্দিরে) প্রার্থনা স্তব, বা সঙ্গীত হইবে না।" ভাই প্রতাপচন্দ্র উপাসকমণ্ডলী সহ বার বার কি ব্রহ্মমন্দিরের ভিতরে মহোৎসাহে মহর্ষি ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শাক্যমুনি, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের নামে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করেন নাই? ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্র পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের কালে লিখিত হয়, আচার্য্য মহাশয় নববিধান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠাপত্রের নির্দেশের অক্ষর সকল অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের ভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এই জন্যই ব্রহ্মমন্দিরের ভিতর নববিধানে নিশান উড়াইয়া এবং তন্নিম্নে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ললিত বিস্তর এবং শিখদিগের আদি গ্রন্থ রাখিয়া শঙ্খ ঘণ্টা ও দামামা নিশান ও আলোকমালা সহকারে মহান্ ঈশ্বরের আরতি হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থ সহ যে গ্রন্থ সাহেব রক্ষিত হইয়াছিল, উহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়া থাকে। এই নিশান স্থাপন এবং আরতির ব্যাপার তৎকালে এ দেশে এবং ইউরোপে পৌত্তলিকতারূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল তাহা কে না জানে? কিন্তু আমরা জানি এ সকল পৌত্তলিকতা বা তৎসদৃশ কিছুই নহে। অথচ প্রতিষ্ঠাপত্রের অক্ষর ধরিয়া বিচার করিলে যাহারা এ দোষ আরোপ করিয়াছিল, তাহারা ঠিক বলিয়াছিল। দৃশ্যতঃ ইহা প্রতিষ্ঠাপত্রের নির্দেশ ভঙ্গ কিন্তু ভাবে নহে।"

ধর্ম্মতত্ত্বের এই উক্তি গুলির প্রতি ব্রাহ্মগণকে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিতেছি। ব্রাহ্মের পক্ষে ইহাপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্মমন্দিরে বা যে কোন স্থানে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মোপাসনার জন্য মিলিত হইবেন সেখানে কোন এক বা বহু ব্যক্তির মহিমা কীর্ত্তন করা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, এতকাল পরে আর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারাবধি উপদেশে, বক্তৃতায় এবং পুস্তকে ইহা বহু প্রকারে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহারই জয় ঘোষণা এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্থলে আর কাহাকেও স্থান দান করা ব্রাহ্মের পক্ষে বিষম পাপ বলিয়া গণ্য। যদি মনুষ্যের গুণ গান করিবার ইচ্ছাই ছিল তবে আর ব্রাহ্ম হইবার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে চারি দিকে যে কত উপধর্ম্ম রহিয়াছে তাহার সেবা করিলেই হইত। প্রত্যেক উপধর্ম্মই তত্তৎ প্রবর্ত্তকদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ব্রাহ্ম তবে কি প্রকারে তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র হইবেন। অন্যেরা না হয় একজনের মহিমা কীর্ত্তন করে আর ইহাঁরা পরিচিত আপনাদের কয়েকজন সাধুর মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন। এইমাত্র প্রভেদ। নববিধানী প্রচারকগণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন নিশান প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু মন্দিরে সংস্থাপিত করিয়া আরতি করা হইয়াছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৌত্তলিকতারূপে গৃহীত হইয়াছিল। অথচ তাঁহারা ইহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে সম্মত নহেন। পৌত্তলিকগণও বলিয়া থাকে পুতুলের পূজা করিতেছে না, তবে তাহারাই বা পৌত্তলিক কেন হইল? ইহাঁরা অতি উদার হইবার জন্য মন্দিরে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই? এ কথা সত্য যে সকল ধর্ম্ম গ্রন্থেই কিছু না কিছু সত্য আছে, কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে তাহার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী অর্থাৎ অসত্য ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে কি করিয়া সত্য এবং অসত্য মিশ্রিত এই গুলিকে এই প্রকারে আদর করিতে পারিলেন। এই প্রকারে মন্দিরে মানুষের গুণকীর্ত্তন এবং নিশান ও ধর্ম্মগ্রন্থ স্থাপন করিয়া আরতি করা এ যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী না হয় এবং ইহাতেও যদি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া না হইয়া থাকে তবে আর কিসে হইবে। নববিধানী বন্ধুগণ একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহারা কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অতি স্পষ্টরূপে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও বলিয়াছেন "দৃশ্যতঃ ইহা প্রতিষ্ঠাপত্রের নির্দ্দেশ ভঙ্গ কিন্তু ভাবে নহে" ভাবে নহে কেন তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিলেই ভাল হইত এবং সাধারণে বুঝিতে পারিত যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা পত্রের নির্দ্দেশ স্থিরই আছে। কিন্তু অন্ধকারে ঢিলছোঁড়ার মত ভাবে নহে বলিলে লোকে শুনিবে কেন। ইহাও উক্ত হইয়াছে "ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্র পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের কালে লিখিত হয়, আচার্য্য মহাশয় নববিধান প্রচারের সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠা পত্রের নির্দ্দেশের অক্ষর সকল অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের ভাবপূর্ণ করিয়াছেন" অক্ষর সকল অগ্রাহ্য করিয়া কি যে ভাবের পূর্ণতা ইহা দ্বারা সম্পন্ন হইল, স্পষ্টরূপে তাহার ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল কি না। আর যদি পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সময় যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা প্রতিপালন করা এতই অনাবশ্যক হইয়াছিল এবং সেই সকল যদি এতই ঘৃণিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে তাহা পরিত্যাগ না করিলেই নয়। তাহা হইলে নূতন মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মন্দিরের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একটী নূতন মন্দির করিয়া মতামত প্রতিষ্ঠা পত্র লিখাইয়া নিলেই হইত। পুরাতন নির্দ্দেশ সকল যেমন সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন তেমনি কি পুরাতন মন্দিরটীও ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিলনা। তাহা হইলে সত্যের প্রতি আদর প্রদর্শিত হইত। কিন্তু পুরাতন মন্দিরটী ছাড়িতে মায়া হইল, আর তাহার প্রতিষ্ঠা কালে দেশ বিদেশের লোকের নিকট যে সত্য পালনের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা লঙ্ঘন করিতে কি কষ্ট হইলনা। অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিতে কোন কষ্ট হইলনা, আর মন্দির পরিত্যাগ করিতে মায়া হইল ইহারই নাম উন্নত বৈরাগ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব আবার বলিতেছেন বেদী খালি রাখা হইলে তাহাতে কি প্রকারে পৌত্তলিকতা প্রকাশ পায় তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না। এখানে তাঁহারা অক্ষর ধরিয়া বিচার করিতে বসিলেন আর ভাবের দিকে দৃষ্টি গেলনা। ইহাতে যে কি প্রকারে পৌত্তলিকতা প্রকাশ পায়, তাহার ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিতেন। নববিধানী বন্ধুগণ ইহা বুঝিতেছেন না যে মন্দিরের বেদী কোন এক ব্যক্তির জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। যখন যিনি মন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন তিনিই বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিবেন। বেদী মন্দিরের জন্য একটী প্রয়োজনীয় বস্তু। তাহা কোন ব্যক্তির প্রয়োজনের জন্য নয়। চিরদিনই এই ভাবে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। মন্দিরে যখন যিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন তিনিই বেদীতে বসিয়াছেন। সুতরাং বেদী যে কোন এক ব্যক্তির জন্য নয় তাহা নিশ্চিত। ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে "আমাদিগের নেতা ও আচার্য্য স্বর্গারোহণ করিলেও তিনিই আচার্য্য ও নেতা এইটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য বেদী শূন্য রাখা হইতেছে। কোন এক ব্যক্তিকে চিরকালের জন্য নেতা স্বীকার করা উচিত কি না ব্রাহ্মগণ তাহার বিচার করিবেন। যাঁহারা কোন এক ব্যক্তিকে এই প্রকারে নেতা করিতে পারেন তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ যে খুব কম তাহা বলা অনাবশ্যক। তাঁহাদের আচার্য্যের নেতৃত্ব স্বীকার করিবার জন্য যদি বেদী খালি রাখা নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে তাঁহার বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রচারকগণ যখন বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন তখন কি তাঁহার নেতৃত্ব অস্বীকার করা হইত। তাঁহার বর্ত্তমানে যে কার্য্যে নেতা বলিয়া স্বীকারের ব্যাঘাত হয় নাই; অবর্ত্তমানে সেই বেদীতে

অন্য কেহ বসিলে কেমন করিয়া নেতৃত্ব অস্বীকার করা হয় আমরা একথা বুঝিতে পারিলাম না। নববিধানী গণ কি তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকারের অন্য প্রসস্ত উপায় দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা যে এত শীঘ্র এরূপ বহির্বিষয় প্রিয় হইয়া পড়িবেন কেহই এরূপ মনে করিতে পারেন নাই।

স্বাধীনতা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশেষ লক্ষণ। এই স্বাধীনতার প্রতি যাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কারণ ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই স্বাধীনতা বর্জ্জিত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্যের সার, ভাগ চলিয়া গেল বলিয়া মনে করি। নববিধানীগণের আচার্য্য আপন জীবন বেদের ব্যাখ্যায় তিনি যে কতদূর স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন এবং স্বাধীনতাকেই যে জীবনের ভূষণ মনে করিতেন তাহা বার বার স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই নববিধানীদিগের দরবার মানুষের স্বাধীনতার কেমন পক্ষপাতী তাহা নিম্নোদ্ধৃত দরবারের নির্দ্ধারণ পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। প্রতাপ বাবু বলিয়াছেন তিনি বেদীতে বসিবার জন্য আদেশ পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার আদেশ যে কিছুই নয় একথা প্রমাণের জন্য ধর্ম্মতত্ত্বে দরবারের পূর্ব্বকার একটী নির্দ্ধারণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এই:—"বিবেক দুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক। সাধারণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকারের মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনা বশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা বিধানের অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া যাহারা সমাজবদ্ধ হন, তাঁহাদিগের সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে উহা অগ্রাহ্য। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারণ হইবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বিধাতা হইতে সমাগত আলোক বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিরোধী হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।"

আদেশের মত যে ভাবে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার ফল যে এইরূপ হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানি। ব্যক্তিগত আদেশ সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে সামাজিক বিবেকের অধীন হইয়া চলিতে হইবে এ কথা কি সকল সময় মানিয়া চলা হইয়াছে? নববিধানের আচার্য্য আপন কন্যার বিবাহ কালে বলিয়াছিলেন আমি ঈশ্বরের আদেশে এ কাজ করিতেছি। কিন্তু তখন সামাজিক বিবেক কি ইহার বিরুদ্ধে ছিল না। সুতরাং এখন প্রতাপ বাবুকে দরবারের নির্দ্ধারণ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতে বলিলে লোকে শুনিবে কেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন নববিধান মানুষের স্বাধীনতার কত অতিকূল।

প্রাচীন উপধর্ম্ম সকলের কুসংস্কারগুলির অনুসরণ করিতে নববিধানীগণ বিলক্ষণ পটুতা দেখাইতেছেন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ আপন আপন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগকে, সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করিবার জন্য তাঁহাদের মৃত্যুর একটী একটী ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারাও তাহাদের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতে যাইয়া মৃত্যু শব্দের পরিবর্ত্তে স্বর্গারোহণ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহাদের আচার্য্য স্বর্গে থাকুন সকলেরই বাসনা। কিন্তু তাঁহারা অতি ভক্তি প্রকাশ করিতে যাইয়া এবং সাধারণ হইতে আপনাদের আচার্য্যকে পৃথক করিতে যাইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বড় ভাল বোধ হইল না। স্বর্গ নামে যে কোন স্বতন্ত্র স্থান আছে, ব্রাহ্ম অবশ্যই সে বিশ্বাস করেন না এবং শরীর ত্যাগ না করিয়াও যে স্বর্গবাসের অধিকারী হওয়া যায় তাহাও বোধ হয় নববিধানীগণ স্বীকার করিবেন সুতরাং শরীর ত্যাগ করাকে স্বর্গারোহণ নামে আখ্যা প্রদান করায় অবিশ্বাস এবং প্রাচীন কুসংস্কারেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শরীর ত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাদের আচার্য্য কি স্বর্গের বাহিরে বাস করিতেন? আচার্য্যের স্বর্গারোহণ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রতি শিষ্যগণ বড় সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না।

ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের আচার্য্যকে ঈশ্বর চিরজীবী করিয়াছেন। এবং বার বার বলা হইয়াছে তাঁহাদের আচার্য্য ঈশ্বরের বক্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। একথাগুলি বার বার এই ভাবে বলিবার তাৎপর্য্য কি? ব্রাহ্মগণ কি কাহারও বিনাশ কল্পনা করিতে পারেন? শরীর ত্যাগের সহিত আত্মার যে ধ্বংস হয় কোন্ ব্রাহ্ম তাহা স্বীকার করিবেন? আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করি না আত্মার বিনাশ সম্ভব। আত্মা সকল অনন্ত কাল ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিবে, ব্রাহ্ম মাত্রই তাহা বিশ্বাস করেন। সুতরাং বার বার ঐ প্রকার উক্তিতে তাঁহাদের বিশ্বাসের সংকীর্ণতারই পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা আচার্য্যকে অন্য লোকাপেক্ষা স্বতন্ত্র করিবার জন্য এত ব্যগ্র যে ব্রাহ্ম মাত্রেরই কি বিশ্বাস থাকা উচিত তাহাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নববিধানের কোন প্রভেদ দেখিতে পান না তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য আমরা দরবারের অন্য দিনের একটী নির্দ্ধারণের কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "আমরা বিশ্বাস করি, আমাদিগের আচার্য্যদেব অনন্তকাল বিধানের আচার্য্যরূপে ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন এবং থাকিবেন। আমাদিগের তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা কতকদিনের জন্য নহে, কিন্তু অনন্ত কালের জন্য। আমরা সকলে বিধানরূপে যেমন পূর্ব্বেও ঈশ্বরের বক্ষে তাঁহার সঙ্গে সমবেত ছিলাম, এখনও তাঁহার সঙ্গে সেই স্থানে সেই ভাবে আছি এবং পরেও থাকিব। তিনি আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বক্ষে তাঁহার স্থিতিকালে যাহা ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। তাঁহার সম্বন্ধ ও পদ চিরকাল অনতিক্রম্য। এই নিত্য সম্বন্ধ কেবল আমাদিগের হৃদয়ে

প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সন্তুষ্ট হইলে হইবে না কিন্তু এই সম্বন্ধ জগতের নিকটে বিবিধ উপায়ে ব্যক্ত করা আবশ্যক। কেন না বিধাতা যাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে বিধান সংস্থাপন করেন, তাহাকে সেই বিধানের জীবন্ত দৃষ্টান্তরূপে চিরকাল ধরাধামে রাখিয়া দেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সে বিধান গ্রহণ করিতে পারে না।"

ইঁহারা যে এই প্রকার মত অবলম্বন করিবেন তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা গিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ্যে এযে নূতন মত তাহাও নহে যেখানেই ধর্ম্মকে বিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার সহিতই এই মতটী মিশ্রিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম ছাড়িয়া নববিধান নাম কেন লওয়া হইয়াছে এবার সকলে অনুভব করুন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ মানবাত্মা সাক্ষাৎ এবং সম্মুখীনভাবে ঈশ্বরের নিকট যাইবে। তাঁহাকে ডাকিবে। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অবলম্বন করিতে হইবে একথা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাহিরে। ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কোন ব্যক্তির সেইরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, যাহা ভিন্ন ভিন্ন উপধর্ম্মের সহিত আছে। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম ছাড়িয়া নববিধান নাম গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়াছিল। দরবারের স্পষ্ট নির্দ্ধারণ হইয়াছে "তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সে বিধান গ্রহণ করিতে পারে না"। কোন মানুষকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম পাইতে পারে না ইহার মত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কথা আর কি হইতে পারে?

এখন সকলে নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পার্থক্য অনুভব করুন যাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র সত্য অনুভব করিবার সামর্থ আছে তিনি যেন আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস না পান। ইহাতে ধর্ম্মের অবমাননা, সত্যের অবমাননা এবং ঈশ্বরের অবমাননা সুতরাং সকলে সাবধান হইয়া পথ চলিবেন।

নববিধান একটী উপধর্ম্মে পরিণত হইবে তাহা একরূপ জানাই ছিল। তথাপি তাঁহারা এত শীঘ্র যে আপনাদের পথ চিনিয়া লইতে পারিবেন তাহা কেহই মনে করেন নাই। কি পরিতাপের বিষয়! যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এবং এই অশেষ দুর্গতি সম্পন্ন দেশে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিবার জন্য আপনাদের শক্তিকে নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। যাঁহারা আপনাদের পার্থিব সুখের দিকে দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, মানুষের নিন্দা গ্লানিকে মস্তকের ভূষণ করিয়া এবং বহুবিধ যন্ত্রণা মস্তকে বহন করিয়া পরমেশ্বরের সুমহান্ নাম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা এত শীঘ্র যে আপনাদের ব্রত বিস্মৃত হইয়া প্রাচীন উপধর্ম্ম সকলের কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবেন এবং মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নশীল হইবেন তাহা কে মনে করিয়াছিল? এখনও সময় আছে ইচ্ছা করিলে নববিধান প্রচারকগণ আপনাদের কর্ত্তব্য এবং মহৎ ব্রত স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে এখন জীবন যাত্রা করিতে পারেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সুমতি প্রদান করুন।

কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

মুসলমানদিগের এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অবগত হইলাম যে মহম্মদ চল্লিশ বৎসরের সময় এক দিবস পর্ব্বতের নীচে মেষ চরাইতেছিলেন এমন সময় এক জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল, পরে এক গম্ভীর ধ্বনিতে তাহাকে কে যেন বার বার 'মহম্মদ' 'মহম্মদ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিকের ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। মহম্মদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে তাঁহাকে ডাকিতেছে, কিন্তু এবারেও সেই 'মহম্মদ' 'মহম্মদ' শব্দ হইল। পরে একজন স্বর্গীয় দূত উপস্থিত হইলেন ক্রমে আর একজন আসিলেন এবং তাঁহারা মহম্মদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: ঈশ্বর আমাদিগকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে তোমার দ্বারা মেষ পালিত হইবে না, কিন্তু তোমার দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য হইবে, জগতের পাপীদের উদ্ধার হইবে; মহম্মদ ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেই স্বর্গীয় দূতেরা মহম্মদকে পর্ব্বতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিলেন, তাহার শরীরের মধ্যে কুৎসিত বিষয় যাহা কিছু ছিল সকল বাহির করিয়া লইলেন, এবং তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদারিত করিয়া স্বর্গের হৃৎপিণ্ড দিয়া দিলেন; পরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

মহম্মদ চাহিয়া দেখেন পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক অগ্নিময় ঊর্দ্ধে অধোতে সকল দিকেই অগ্নি তাহার মধ্যে তিনি রহিয়াছেন; ক্রমে এই ভীষণ দৃশ্য চলিয়া গেল তখন মহম্মদ দেখেন চতুর্দ্দিকেই অপরূপ শোভা; কি সুন্দর পুষ্পোদ্যান, তথায় সকল দেবকন্যারা চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছেন, এবং পারিজাত মালা গাঁথিতেছেন; ক্রমে তথায় এক অপরূপ সুন্দর পুরুষ উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিকট আর কিছুই তুলনা হয় না, সকলই তুচ্ছ বোধ হয়। তিনি মহম্মদের নিকটে আসিয়া বলিলেন "মহম্মদ আমাকে চিনিয়া রাখ, আমিই তোমার ঈশ্বর, তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য হইবে।" মহম্মদ তাঁহার সৌন্দর্য্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, মন প্রাণ সেই পরম পুরুষের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া গেল। ক্রমে সেই পুরুষ অন্তর্হিত হইলে, মহম্মদ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন তিনি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহম্মদের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া সেই পুরুষ পুনরায় দেখা দিলেন। এইরূপে মহম্মদ ব্যাকুলতা শিক্ষা করিলেন। তিনি শুধু কেন তাঁহার শিষ্যরাও পরমেশ্বরের ধ্যানে বিভোর হইয়া যাইতেন। এরূপ কথিত আছে তাঁহার শিষ্য আলির জানুতে এক শেল বিদ্ধ হইয়াছিল কেহই তাহা বাহির করিতে পারে নাই, বাহির করিতে গেলেই তিনি যাতনায় অস্থির হইতেন, ইহা দেখিয়া মহম্মদ আদেশ করিলেন যে, যে সময়ে আলি ধ্যানে নিমগ্ন হইবে সেই সময়ে যেন শেল বাহির করা হয়, তাঁহার আদেশানুসারে ধ্যানের সময় শেল

বাহির করা হয় কিন্তু আলি এমনই বিভোর হইয়াছিলেন যে তাঁহার বিন্দু বিসর্গও টের পান নাই।

মহম্মদ যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন,—ঈশ্বরূপে একমেবাদ্বিতীয়ং নিরাকার পরব্রহ্মের মহিমা জগতে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার জীবনে জীবন্ত ধর্ম্ম ছিল এবং প্রাণে অনন্ত উৎসাহ ছিল তাই তাঁহার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইল, এবং আজও পৃথিবীর কত লোক তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী।

মহম্মদের জীবনে আমরা কি শিক্ষা করি? পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড কাটিয়া, সেই স্বর্গীয় দূতেরা মহম্মদকে স্বর্গের হৃৎপিণ্ড দিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি?—জীবনে পৃথিবীর অপবিত্রতা থাকিলে ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারিবে না; শুধু অপবিত্রতাকে মন হইতে তাড়াইলেই হবে না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ভাব মনে আনা চাই। শুধু ক্রোধকে তাড়াইলেই হইবে না কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি প্রভৃতি পবিত্রভাব গুলিকে আনা চাই নতুবা ব্রহ্মকে দেখা যায় না।

ব্যাকুলতা না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না; মহম্মদের ন্যায় প্রাণে ব্যাকুলতা চাই তবে ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই ব্যাকুলতা কোথা হইতে হয়? তাঁহাকে একবার না দেখিলে ব্যাকুলতা আসে না—তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইলেই হইল। তিনি যেরূপ নারায়ণকে লোভ দেখাইবার জন্য তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে লোভ দেখাইবার জন্য প্রত্যেকের অন্তরে দেখা দেন। তাঁহাকে একবার দেখিলেই কি দেখিলাম কি দেখিলাম মনে হইয়া পুনরায় দেখিবার জন্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। যাহার প্রাণে এই ব্যাকুলতার আগুন জ্বলিয়াছে, সে সর্ব্বত্রে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, অরণ্যে ছুটিয়া যায়; বৃক্ষের নিকট, পুষ্পের নিকট, চন্দ্রের নিকট কেবল তাঁহাকেই অন্বেষণ করে। তিনি যদি দেখেন কোন সাধু পরমেশ্বরের কথা বলিতেছেন, অমনি তিনি তাঁহার নিকট গিয়া ব্যাকুল হইয়া বলেন আমি কিরূপে আবার পূর্ব্বের অবস্থা পাইব। এরূপ যাহার হইয়াছে দয়াময় তাঁহাকে দেখা দিবেন, তিনি যেরূপ মহম্মদকে দেখা দিলেন সেইরূপ তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইবেন। ইহা কি চেষ্টা করিয়া আনিবার বস্তু, অথবা আলোচনা করিয়া হয়?—না ইহা কেবল ব্রহ্ম কৃপায় হয়, তিনি একবার যদি লোভ দেখান তবেই হয়।

তিনি কখনও তাঁহার ভক্তকে ছাড়েন না, তিনি সকল সময় দেখেন সে কি করে, বিপদে ফেলিয়া তাহার বিশ্বাসকে পরীক্ষা করেন। তাঁহার ভক্ত মৃত্যুর সময় ভয় পায় না, বলে "দয়াময় তোমারই ক্রোড়ে রহিয়াছি।" এরূপ যে বলিতে পারে তাহারই যথার্থ উপাসনা হইয়াছে, তাহারই প্রাণে যথার্থ ব্যাকুলতা আসিয়াছে। আমরা কি চিন্তা করিব, আকাশ ধ্যান করিয়া কি করিব? প্রাণে ব্যাকুলতা না আসিলে তাঁহার ধ্যান হইতে পারে না, এবং তাঁহাকে একবার না দেখিলে প্রাণে ব্যাকুলতা হয় না। যখন এমন অবস্থা হয় যে তাঁহাকে না পাইলে কিছুই ভাল লাগে না, আহারে, বিহারে কিছুতেই আরাম নাই, কেবল ব্রহ্মই জীবন, তবেই যথার্থ ধ্যান হইল। ব্যাকুলতা দ্বারা বিশ্বাস লাভ হয়, ব্যাকুলতা দ্বারা অনুরাগ লাভ হয়, ব্যাকুলতায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ব্যাকুলতা দ্বারা যদি একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মকে পাই তবেই প্রাণের শক্তির সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিব। মহম্মদের ন্যায় শক্তি কই, সেই বিশ্বাসীর শক্তি, সেই অনুরাগীর উৎসাহ আমাদের প্রাণে কই?—তাহা হইতে আমরা অনেক দূরে রহিয়াছি। এক্ষণে আমাদের, সৎ পুস্তক পাঠ সাধু সঙ্গ, সৎ কার্য্যে যোগ দান প্রভৃতি প্রথম সাধন সকল করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মকে পাইতে হইবে, তবেই জীবন মুক্ত হইবে। ব্রহ্মের কৃপায় আমাদের প্রাণে যেন ব্যাকুলতার উদয় হয়।

প্রকৃতির নিয়ম ও ঈশ্বরের ইচ্ছা।

মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইতে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই লাভ হইয়াছে যে কোন কোন স্থলে কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে না পারিয়া অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছেন। যেমন অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ, পূর্ব্বে গগন রাঙ্গা করিয়া সূর্য্যোদয় হইতে দেখিয়া, দিবাকরকে দেবতা ভাবিয়া স্তব করিয়াছেন, আবার চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাহাতে অসুরের ক্রোধ ভাবিতেন, আবার আমাদের গৃহে সন্তানাদির জন্ম গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে দেবতাদিগের শুভদৃষ্টি দেখিতে পাইতেন কিন্তু ক্রমেই বিজ্ঞানের বিকাশের সহিত লোকের এই সকল ভ্রম দূরীভূত হইতেছে। পূর্ব্বকালে যাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন কেবল তাঁহারাই যে এরূপ বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, কিন্তু একেশ্বরবাদীরাও স্থলে স্থলে এরূপ ঘটনাকে দেবতার কার্য্য বলিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের বিকাশের সহিত লোকে প্রাকৃতিক ঘটনার মূল হইতে ঈশ্বরকে সরাইয়া লইতেছে। এই জন্যই নাস্তিক চূড়ামণি কমূট বলিয়াছেন যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইবে ততই ঈশ্বরের অস্তিত্বরূপ ভ্রম বিশ্বাস দূরীভূত হইয়া যাইবে। কোন কোন লোক আবার এরূপও বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এখন আর তাঁহার কোন শক্তি নাই, জগতের সমুদায় ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। যাহা হউক এরূপ এখন দেখা যাইতেছে যে যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে, ততই নাস্তিকদিগের ভ্রম যেন দৃঢ় হইতেছে। তবে আর বিশ্বাসীর দাঁড়াইবার স্থান কোথায় রহিল? প্রাকৃতিক ঘটনার মূল হইতে যদি সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই সরান হইল তবে আর বিশ্বাসীর বিশ্বাসের ভিত্ত রাখিবার স্থান কোথায়?—অবশ্য আছে। সকল কার্য্যই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সাধিত হইতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন

কোন কার্য্য হইতে পারেনা. এই যে বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে ইহারও মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছা রহিয়াছে; বিজ্ঞানে আমাদের সকল ভ্রম দূর হইতেছে, কিন্তু আবার অনেকে এই বিজ্ঞানের আন্দোলনে স্থির থাকিতে না পারিয়া অবিশ্বাসের দিকে টলিয়া পড়িতেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্য সম্ভবেনা প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থই ঈশ্বরের ইচ্ছা। জড়ের কি এমন কোন শক্তি আছে যদ্দ্বারা সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে অনন্ত কাল চলিতে পারে?—না বিজ্ঞান একথা বলেনা। বৈজ্ঞানিকগণ এক একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিতেছেন আর মনে করিতেছেন ধর্ম্ম দুর্গ এক একটি করিয়া জয় করিতেছেন; কিন্তু তাহা নহে। বিজ্ঞানের অন্য রাজ্য আছে: তাহা এই যে ইহা মনে ঈশ্বরের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিয়া দেয়. প্রাকৃতিক নিয়মের আশ্চর্য্য ঘটনা সমূহের মধ্যে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল সকল দেখিয়া অবাক হইয়া যাই এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। অতি সামান্য ঘটনা হইতে তিনি কি মহত্তর কার্য্য সকল সাধন করেন তাহা প্রায় মানব বুঝিতে পারেনা তাই অবিশ্বাস করে। কত বৎসর পূর্ব্বে শিশু পার্কার একটি কূর্ম্ম হত্যা করিতে গিয়া যে সত্তা অনুভব করিলেন তাহার ফল আজ আমরা পাইতেছি। অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি মহৎ কার্য্য পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই যে ইহাদের মূলে একটি ইচ্ছা রহিয়াছে—সেই ইচ্ছা জগতের উন্নতি। মানুষের সাধ্য কি যে সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কার্য্যের মূল যাবৎ প্রবেশ করিতে পারে, মানুষ বুঝিতে পারেনা সুতরাং অবিশ্বাস করে। বৈজ্ঞানিক জড় জগতে দার্শনিক মন জগতে, ঐতিহাসিক সমাজে, কেবল ঈশ্বরের কৃপাই প্রকাশ করিতেছে।—তাই আত্মবিশ্বাসীর এত আনন্দ তাই আজ বিশ্বাসী দিব্য চক্ষে বিশ্বের চতুর্দ্দিকে কেবল ঈশ্বরের মহিমাই দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে যখন সকল বিষয়ই ঈশ্বরের হস্তে রহিয়াছে তখন আমরা ভীত হইব কেন? যতই বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইবে ততই আমরা বিশ্বাসী হইব।

সংশয়বাদী মিল অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন যে নাস্তিকদিগের অপেক্ষা আস্তিকদিগের বিশ্বাস যুক্তিমূলক। কিন্তু তথাপি তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারেন নাই; তিনি বলেন, ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান হইলে মঙ্গলময় নহেন, এবং মঙ্গলময় হইলে সর্ব্বশক্তিমান নহেন। জগতের প্রত্যেক ঘটনার মূলেই যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত রহিয়াছে তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। আমরা যাহাকে অমঙ্গল বলি সেই সকল কার্য্য হইতে তাঁহার ইচ্ছার আশ্চর্য্য মঙ্গলময় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। জগতের নূতন নূতন সত্য যত আবিষ্কৃত হইতেছে ততই বিশ্বাসী ঈশ্বরের কৌশল অনুভব করিতেছে. আমরা সকলে জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক তাঁহারই ইচ্ছা পালন করিতেছি। ধন্য তিনি যিনি বিশ্বাসী হৃদয়ে জ্ঞাতসারে তাঁহার আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিতেছেন। ঈশ্বর করুন যেন আমরাও জ্ঞাতসারে তাঁহারই আদেশ পালন করি।

ব্রাহ্মসমাজ

কাপেচালা সমাজের সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন বিগত ২৭ ফাল্গুন রবিবার রসপাগলা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা, ভবানীপুর, চেতলা, সাহাপুর, বরিশা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থির ছিল যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করিবেন কিন্তু তিনি আসিতে অপারক হওয়ায় কার্য্য বিবরণের কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসবকার্য্য সমাধা করা হয়। প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী; মধ্যাহ্নে ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আলোচনা; ৫॥০ হইতে ৬॥টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন।

রাত্রি ৭টা হইতে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বরিশাল হইতে বরদাপ্রসন্ন রায় লিখিয়াছেন ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয় অতি উৎসাহের সহিত সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত ১৮ই চৈত্র শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় অনাবৃত স্থানে বহুলোক সমক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কালীমোহন বাবুর হৃদয় বিমুগ্ধকারী বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আমরা বক্তৃতান্তে অনেকের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে বক্তৃতার বিষয় শুনিতেং ইহাদিগের হৃদয় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। বক্তৃতায় আমাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ও অনেক বলা হইয়াছিল। কালীমোহন বাবু ইহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সকল ও ধর্ম্মের অন্তর্গত এবং এই পতিত দেশের উদ্ধারের আশা স্থল যে একমাত্র পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে তাহাও অতি সরল ভাষায় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

রংপুর ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু বিনোদবিহারী রায় লিখিয়াছেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাচরণ সেন মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিগত ১০ই চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অত্রত্য ছাত্র সমাজে "ছাত্রদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহাদিগের কিরূপ হওয়া উচিত" এই বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমতঃ পূর্ব্বকালের গুরুগৃহে অধ্যয়ন প্রথার উল্লেখ করিয়া পরে আধুনিক শিক্ষার বিষয়ে এই বলেন যে "আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নামের উপযুক্ত নহে। মনোবৃত্তি সকলের সৎপথে পরিচালিত করার নামই প্রকৃত অধ্যয়ন। শরীর, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় যাঁহার সুস্থ তিনিই প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায়

কেবলমাত্র মস্তিষ্কেরই উন্নতি হইয়া থাকে, শরীর ও হৃদয়ের উন্নতি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। চরিত্র অভাবে জ্ঞান জ্ঞান নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।" তাহার পর অনেকগুলি দৃষ্টান্তের সহিত প্রতিপন্ন করেন যে "প্রকৃত চরিত্রবান্ হইতে হইলে সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে হইবে। প্রার্থনা ও বিবেকের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সর্ব্বদা সৎগ্রন্থ পাঠ ও সাধু সঙ্গ করিতে হইবে এবং যখন যাহা সৎ বলিয়া বিশ্বাস করিবে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে। ধর্ম্মই চরিত্রের প্রধান অবলম্বন সুতরাং সকলকে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে কিছুতেই আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। নিজের শক্তিতে মানুষ কিছুই করিতে পারে না সুতরাং যখনই যাহা করিবে পরমেশ্বরের নিকট তখনই তাহার উপযুক্ত বল প্রার্থনা করিবে।"

গত ৩রা ও ৪ঠা চৈত্র বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের ১৯শ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়। ২য় দিন সকালে উপাসনা এবং আলোচনা তৎপর বরাহ নগরস্থ শ্রমজীবিদিগের নৈশবিদ্যালয়ের গৃহ প্রতিষ্ঠা হয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম উক্ত গৃহ খানি শ্রমজীবিগণ অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজেরাই প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত দিনকাল পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে চন্দ্রালোকে এই গৃহের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রমজীবিদিগের এই উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। এই গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রথমতঃ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনা করেন। তৎপর বাবু শরচ্চন্দ্র বসু এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমজীবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করেন। গৃহপ্রতিষ্ঠার পর সেখান হইতে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে বর্ত্তমান উপাসনালয় পর্য্যন্ত যাওয়া হয় এবং উপাসনান্তর উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

প্রেরিত।

আপনার তত্ত্বকৌমুদীতে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশানুরূপ প্রচার হইতেছে না কেন, ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ অল্প ঘনিষ্ঠ ভাব কেন, ব্রাহ্ম সমাজে শুষ্কতা কেন প্রবেশ করিয়াছে এরূপ আক্ষেপ জনক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। যখন এই সকল গুরুতর অভাবের প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় সেই সময় দুই একটা প্রবন্ধ লেখালেখী হয়, সভা ও আলোচনার ধুম পড়িয়া যায় কিন্তু এই সকল উৎসাহ কয়েক দিন মাত্র থাকিয়াই লয় প্রাপ্ত হয়। এই শুষ্কতা ও অল্প ঘনিষ্ঠ ভাবের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল আলোচনা সভা করিলে কোনও ফল হইবে না। আমার যৎসামান্য বুদ্ধিতে ব্রাহ্ম সমাজের আশানুরূপ ফল না হওয়ার যে কয়েকটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা এক এক করিয়া নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। ভরসা করি এই গুলির প্রতি ব্রাহ্মমণ্ডলীর দৃষ্টি পতিত হইবে।

১। প্রচারের প্রকৃত প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা ও প্রচারকেরা অবলম্বন করেন না। দুই একটা বক্তৃতা কিম্বা উপদেশ দিলে প্রচার হয় না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণের খ্রীষ্টীয়ানদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি অক্সফোর্ড মিসনের নাম উল্লেখ করিতেছি। এই মিসনের স্মিথ সাহেব, ব্রাউন সাহেব প্রভৃতি প্রচারকেরা কিরূপ ভাবে প্রচার করেন তাহা ব্রাহ্মগণের একবার দেখা উচিত। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে যিনি একবার মাত্র অক্সফোর্ড মিসন আফিসে গিয়াছেন তাঁহাদেরও নাম ও ঠিকানা এই সকল প্রচারকদিগের নোটবুকে লেখা আছে। ইঁহারা নিয়মমত যথা সাধ্য এই সকল লোকের সহিত আলাপ করেন এবং তাঁহাদের অনেকের বাটিতে পর্য্যাপ্ত গমনাগমন করেন। সাধারণ ভ্রমণ স্থানে ইঁহাদিগকে প্রায়ই যুবকদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে দেখা যায়। এমন কি ইঁহারা যখন কোনও স্থানে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে ব্যাপার টা কি জানিবার জন্য যে সকল লোক কাছে গিয়া দাঁড়ায় তাঁহাদের সহিতও ইঁহারা শীঘ্রই যেরূপ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লয়েন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে এ চেষ্টার বিশেষ অভাব। যে সকল লোক তত্ত্ববিজ্ঞান লইয়া ইঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন সকল সময় তাঁহাদিগেরও মনোরথ সফল হয় না। তাঁহাদিগকে কেবল রবিবারের উপাসনায় যোগ দিয়া ও ছাত্র সমাজের উপদেশ শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এইরূপে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে? এই উনবিংশ শতাব্দিতে কুসংস্কার পূর্ণ ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না বলিয়াই খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকেরা আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছেন না। নতুবা এই সকল প্রচারকদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখিলে ইঁহাদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কোথায় ইঁহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া দুঃসহ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, আর আমাদের ব্রাহ্মেরা নিজের জন্মস্থানে স্বজাতীয়দিগের মধ্যে কুসংস্কার বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেছেন না! সাধে কি কলিকাতা সহরে আজ পঞ্চাশ বৎসরেও এক শত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইল না।

২। পরোপকারের জন্য ব্রাহ্মসমাজের যতদূর যত্নশীল হওয়া আবশ্যক তাহার অনেক অভাব দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মসমাজে ভ্রাতৃভাব কথাটার খুব ছড়াছড়ি, ভ্রাতৃ সম্বোধনেরও ত্রুটি নাই কিন্তু অনেক সময় ইহার অন্যথা ঘটিয়া থাকে। একজন দরিদ্র ব্যক্তি নানা কষ্টে দিনপাত করিতেছেন, তাঁহাকে সাহায্য করিতে কিম্বা তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অল্প ব্রাহ্মকেই দেখা যায়। ব্রাহ্ম যে ব্রাহ্মের সহিতই মিলিবেন তাহা নহে। ব্রাহ্মের সকল সমাজের লোকের সহিত মেশা উচিত। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হয় তাহাহইলে ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। এ সম্বন্ধেও ব্রাহ্মদিগের পক্ষে খ্রীষ্টীয়ান দিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় ব্রাহ্মেরা অন্য সমাজের

লোকের সহিত মিলিবেন কি? ইহাদিগের নিজের মধ্যেই কি হইতেছে তাহার খবর কয়জন রাখেন। যে সকল লোক হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন ও তজ্জন্য যাঁহারা হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন সেই সকল বেচারা দিগের অবস্থা কিরূপ তাঁহারা কোথায় কিরূপ ভাবে আছেন তাহা জানিবার জন্য আমরা অনেক সময়ই ব্যস্ত হই না, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যের বিশেষ ক্রটী হইতেছে। এরূপে চলাতে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ ব্যাঘাত তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।

৪। ব্রাহ্মসমাজে একজন লোককে অনেক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় কাজেই ইহাঁরা কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। একজন লোক না করেন এমন কার্য্যই নাই; এই নিমিত্তই অনেক কাজই অসম্পন্ন থাকে। আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মদিগের আপাততঃ ধর্ম্ম প্রচারের দিকে মনোযোগ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। যে দেশের সমাজ কপটতায় পূর্ণ দেশ ধর্ম্ম ও নীতি বিবর্জ্জিত, সেখানে রাজনীতি রাজনীতি করিয়া চীৎকার করিলে কোনও ফল হইবে না। আগে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার তাহার পরে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইও। যে দেশের লোকের কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই সেই দেশে রাজনীতি প্রচার করা আর অরণ্যে রোদন করা উভয়ই সমান।

কলিকাতা } বিনয়াবনত
৩রা চৈত্র, ১২৯০ } শ্রীহীরালাল হালদার।

রাউন পিণ্ডি।

আজ কএক দিবস হইল আমরা কএকজন বন্ধু সম্মিলিত হইয়া "রক্ষিত অটবী" নামক একটী রমণীয় উপবনে উপাসনার্থ গমন করিয়াছিলাম। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। আমরা ঐ বিস্তৃত উপবন মধ্যে একটী বৃক্ষলতা মণ্ডিত ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর উপবেশন করিলাম। সম্মুখে হিমালয়ের ধবল তুষার বেষ্টিত উচ্চচূড়া সূর্য্য কিরণ স্পর্শে নানারঙ্গে প্রতিফলিত হইতে ছিল। মৃদু সমীরণ শ্রান্ত শরীরে বল ও শান্তি প্রদান করিতেছিল। অদূরে সুন্দর সুন্দর পক্ষী সকল প্রীতিকণ্ঠে কোলাহল করিতেছিল। এমন সময় ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী একটী অতি চমৎকার উদ্বোধনকারী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। "পাপ সংসারে থাকব না আর ব্রহ্মধামে যাব চলে। শান্তি সুধাপান করিব ব্রহ্মপদ তরুতলে।" এই অনুরাগ সঙ্গীতটী সমস্বরে গীত হইবামাত্র আমাদের বোধ হইতে লাগিল যেন আমরা বাস্তবিকই কোন স্বর্গবৎ পবিত্র স্থানে উপনীত হইয়াছি। তখন আমরা ঈশ্বরের আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক তরু গুল্ম, বনস্পতি পুষ্প লতা পতত্রী পবন নক্ষত্র আকাশ সমুদয়ই যেন আমাদের সুখ বর্দ্ধনার্থ দণ্ডায়মান হইল। যাহার দিকে নয়নপাত করি সেই যেন স্নিগ্ধ ভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তখন বস্তুতঃ প্রতি পদার্থেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। আমরা প্রেমভরে কতক্ষণ সেই অখিলের মাতা সর্ব্বসুখদ শ্রী জননীর আরাধনা করিতে লাগিলাম। আরাধনা শেষ হইলে আবার সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এইরূপে কতক্ষণ স্বর্গীয় পবিত্রতা উপভোগ করিয়া আমরা পোলিস লাইনস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতার গৃহে সমাগত হইলাম, অপরাহ্নে প্রীত মনে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীতে আসিলাম। তখনও "পাপ সংসারে থাকব না আর ব্রহ্মধামে যাব চলে" গীত ধ্বনি আমার হৃদয় যন্ত্রে বাজিতেছিল। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসী মহাশয় আপন কনিষ্ঠ সন্তানটীর শিক্ষার ভার বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের উপর অর্পণ করিয়া, ধর্ম্ম প্রচারার্থ লাহোরে গমন করিলেন। এই ব্রহ্মবাদী যখন একে একে পুত্রগণের বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, মুদ্রিত নয়নে পরমেশ্বরের চরণে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যখন আমরা সকলে এই দৃশ্য সম্মুখে করিয়া তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলাম, যখন পুত্রযুগলের মুখ চুম্বন করিয়া তিনি ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং বলিতে বলিতে যাত্রা করিতে লাগিলেন। পাঠক! তখন যদি একবার তাঁহার শান্ত বদন মণ্ডলের কান্তি লক্ষ্য করিতে, তাহা হইলে দেখিতে তাঁহার প্রশান্ত বদনের ধৈর্য্য, ও অপরিমেয় ঐশী শান্তি স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে। এতদৃষ্টে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সন্ন্যাসী অগ্নিহোত্রী বাস্তবিক এক জন ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক মনুষ্য ইহার মধুর কণ্ঠের ধর্ম্ম প্রচার অভাগিনী ভারত মাতার হৃদয়ে বহুল শান্তি সুখ প্রদান করুক।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

"জনৈক ছাত্র" স্বাক্ষরিত একখানা পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি যেরূপ গুরুতর বিষয় লইয়া পত্রখানা লিখিয়াছেন তাহাতে নাম স্বাক্ষর করা উচিত ছিল। নাম স্বাক্ষর না থাকিলে যে পত্র প্রকাশিত হয় না ইহা তাঁহার জানা উচিত ছিল। জনৈক ছাত্র যে সমাজের হিত উদ্দেশ্যেই পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার লেখার প্রণালী উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইবে মনে হইল না এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার পত্রখানা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণার্থ যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার দরুণ এখনও প্রায় দুই সহস্র টাকা ঋণ রহিয়াছে তদ্ভিন্ন মন্দিরের সম্মুখের বারেন্দাটী এখনও প্রস্তুত হয় নাই, ঐ বারেন্দাটী না হওয়াতে বাহির হইতে ঐ গৃহটীকে উপাসনালয় বলিয়াই বোধ হয় না। বারেন্দাটী প্রস্তুত করাইতে প্রায় চারি সহস্র টাকার প্রয়োজন, এতদ্ভিন্ন প্রাচীর ইত্যাদি অনেক কার্য্য বাকী আছে, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭০০০ সহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব নিবেদন যাঁহারা মন্দিরের চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া এ পর্য্যন্ত টাকা দেন নাই তাঁহারা দয়া করিয়া শীঘ্র স্বীয় স্বীয় দেয় টাকা প্রদান করিয়া বাধিত করেন, এবং যাঁহারা আজও পর্য্যন্ত চাঁদা স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া কিছু কিছু চাঁদা দান করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করেন।

নিবেদক
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ,
বিল্ডিং ফণ্ড কমিটির সম্পাদক।

৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ১৮ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।